শ্রীমদ্ভাগবতম্

নবমস্কন্ধ

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ)
ঈশোদ্যান
পোঃ - শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস-সংহিতাখ্যং সাত্বতসংহিতেত্যপরনামধেয়ম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

নবমস্কন্ধমাত্রম্

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যচিদ্বিলাস-
প্রভুপাদ-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী-ঠক্কুরেণ বিরচিতেন
বিবিধসূচীপত্র-কথাসার-সংস্কৃতান্বয়-গৌড়ীয়ভাষ্যানুবাদ-তথ্য-
বিবৃত্যাত্মক-গৌড়ীয়-ভাষ্যেণ, শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত-
তাৎপর্য্যেণ, শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃত-
সারার্থদর্শিন্যাখ্য-টীকয়া

তথা

শ্রীবৃন্দাবন-বাস্তব্যস্য শ্রীল বিনোদ-বিহারী-গোস্বামিনঃ কনিষ্ঠাত্মজেন শিষ্যেণ
শ্রীবিজন-বিহারী-গোস্বামি-এম্-এ-কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ-
ভাগবত-শাস্ত্রিণা কৃতেন সারার্থদর্শিনী-টীকায়াঃ বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব-গোস্বামি-মহারাজ-
বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রথম-সংস্করণম্
৫১৩ শ্রীগৌরাব্দে

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতন্যবাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামি-
শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা

২৯ বামন, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
১১ শ্রাবণ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
২৮ জুলাই, ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩
জেলা-নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১
জেলা-মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (অসম)

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা)

৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (অসম)

বিজ্ঞপ্তি

'শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥'

—ভাগবত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবতের অভিনব সংস্করণের প্রথম স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ, চতুর্থ স্কন্ধ, পঞ্চম স্কন্ধ, ষষ্ঠ স্কন্ধ, সপ্তম স্কন্ধ, অষ্টম স্কন্ধ, বিভিন্ন শুভতিথিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ভক্তগণ জানিয়া উল্লসিত হইবেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টায় পুনঃ স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধও শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা শুভবাসরে প্রকটিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধের পূর্ণানুকূল্য সংগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আশাকরি শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধসমূহও ক্রমশঃ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা
২৯ বামন, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
১১ শ্রাবণ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
২৮ জুলাই, ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২১।১৫, ১৬

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ॥
ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময়॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৩।৫১৬, ৫৩০-৫৩১

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৫।১৪৩

নবম-স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ

নবম-স্কন্ধের অধ্যায়-সূচী

নবম-স্কন্ধের কথাসার

মহারাজ পরীক্ষিতের অভিপ্রায়ানুসারে মন্বন্তর বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বৈবস্বত মনুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছেন। ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার মন হইতে মরীচি, মরীচির অধস্তনসূত্রে শ্রাদ্ধদেব মনু, যিনি বর্ত্তমান মন্বন্তরে বৈবস্বত মনু। মনু পুত্রকামনায় যজ্ঞ করেন, কিন্তু পত্নীর বাসনাক্রমে ইলা-নাম্নী কন্যা জন্মে। মনু তাহাতে প্রীত না হওয়ায় বশিষ্ঠের কৃপায় ইলার সুদ্যুম্ন নামক পুংস্ত্ব প্রাপ্তি হয়। সুদ্যুম্ন ঘটনাক্রমে সুকুমার-বনে প্রবেশ করায় মহাদেবের তদ্‌বনে প্রবেশকারী ব্যক্তির স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তি-অভিশাপবশতঃ অনুচরবর্গ সহিত স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন এবং বুধকে পতিত্বে বরণ করিয়া পুরূরবা নামক পুত্র লাভ করেন। পুনর্বার বশিষ্ঠের কৃপায় মহাদেবের বরে সুদ্যুম্ন একমাস স্ত্রীত্ব ও একমাস পুংস্ত্ব লাভ করেন এবং রাজ্য পালন ও তিন পুত্র লাভানন্তর পুরূরবাকে রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক বনে গমন করেন।

সুদ্যুম্নের বনগমনানন্তর বৈবস্বত মনু ভগবদারাধনায় দশটী পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে পৃষধ্র গুরু কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া রাত্রিতে খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান থাকিতেন। একদিন এক ব্যাঘ্র গোশালা হইতে একটী গাভীকে লইয়া পলায়ন করিতে থাকিলে পৃষধ্র তদনুধাবন করিয়া ব্যাঘ্র সন্নিধানে উপস্থিত হন, কিন্তু অন্ধকারে ব্যাঘ্রভ্রমে গাভীটীকে হত্যা করায় গুরুর অভিশাপে শূদ্রকুলে উদ্ভূত হন এবং যোগমিশ্রা-ভক্তি দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন। মনুর পৌত্র করূষ হইতে কারূষ নামক ক্ষত্রিয় জাতি উদ্ভূত হয়। মনুর ধার্ষ্ট নামক পুত্র হইতে উদ্ভূত ক্ষত্রিয় পুত্রগণ স্বভাবানুসারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুপুত্র নরিষ্যন্ত হইতে শৌক্র-পরম্পরায় উদ্ভূত অগ্নিবেশ্য হইতে ব্রাহ্মণকুলের উৎপত্তি হইয়াছে।

মনুপুত্র শর্য্যাতি নিজ কন্যা সুকন্যা সহ চ্যবন মুনির আশ্রমে গমন করিলে সুকন্যা তথায় বল্মীক-গর্ত্তে দুইটী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দেখিতে পাইয়া দৈব-প্রেরণাবশতঃ উহাদিগকে কণ্টকবিদ্ধ করেন, বিদ্ধ হইবামাত্র জ্যোতিঃ হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে এবং তৎকালে অনুচরসহ শর্য্যাতির মলমূত্র নিরুদ্ধ হইয়া যায়। অবশেষে বহু স্তবস্তুতি এবং সুকন্যাকে চ্যবন হস্তে সম্প্রদান করিয়া বিপন্মুক্ত হন। বৃদ্ধ চ্যবন মুনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করাইবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদের কৃপায় যৌবনত্ব প্রাপ্ত হন। শর্য্যাতির পৌত্র রেবত স্বীয় কন্যা রেবতীকে বলদেব হস্তে সমর্পণ করেন।

মনুপুত্র নভগ হইতে উৎপন্ন নাভাগের দীর্ঘকাল গুরুগৃহে অবস্থিতি জন্য তদীয় ভ্রাতৃবর্গ পৈতৃকধন বণ্টন করিয়া লইয়া নাভাগকে বঞ্চিত করেন। গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিতৃসমীপে ভ্রাতৃগণের প্রতারণার কথা নিবেদন করিলে পিতা নভগ নাভাগকে অঙ্গির গোত্রীয় মুনিগণের যজ্ঞে বৈশ্যদেব সূক্ত পাঠ করিতে উপদেশ করেন। ঋষিগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ধন নাভাগকে প্রদান পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলে মহাদেব নাভাগকে পরীক্ষার্থ ধনগ্রহণে বাধা দেন, কিন্তু নাভাগের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধনসমূহ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হন।

নাভাগ হইতে পরম ভাগবত অম্বরীষের আবির্ভাব। মহারাজ অম্বরীষ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও উহা নশ্বর ও অধোগতির কারণ জানিয়া যুক্ত বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবদারাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি ধন, জন, স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে রত থাকিতেন।

একদিন দ্বাদশীর উপবাসান্তে অম্বরীষ পারণায় উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে দুর্ব্বাসা অম্বরীষ-গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপনার্থ কালিন্দীতটে গমন করেন, তথায় ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া দুর্ব্বাসা সত্বর প্রত্যাগমন না করায় পারণ সময় অতীত হইতে দেখিয়া অম্বরীষ ব্রাহ্মণগণের পরামর্শমত জলমাত্র গ্রহণ করিয়া ব্রত রক্ষা করেন; দুর্ব্বাসা যোগবলে তাহা জানিতে পারিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ক্রোধবশে স্বীয় জটা দ্বারা এক কালাগ্নিতুল্যা কৃত্যা নির্ম্মাণ করিয়া অম্বরীষকে ভস্মীভূত করিতে

চেষ্টা করেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের রক্ষার্থ সুদর্শন চক্রকে প্রেরণ করেন। চক্র কৃত্যানল ধ্বংস করিয়া দুর্ব্বাসাকে আক্রমণ করিলে দুর্ব্বাসা পৃথিবীর সর্ব্বত্র এমন কি ব্রহ্মলোক, শিবলোক পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও কাহারও আশ্রয় পাইলেন না। অবশেষে নারায়ণের শরণাপন্ন হইলে নারায়ণ বৈষ্ণবাপরাধীকে ক্ষমা না করিয়া নিজের ভক্তাধীনতা ও বৈষ্ণবসমীপে কৃতাপরাধের নিস্তার সেই বৈষ্ণবের কৃপাতেই সম্ভব হইতে পারে জানাইয়া দুর্ব্বাসাকে অম্বরীষের শরণাপন্ন হইতে উপদেশ করিলেন।

দুর্ব্বাসা অম্বরীষের চরণযুগল ধারণ করিয়া ক্ষমাভিক্ষা চাহিলে অম্বরীষ লজ্জিত হইয়া সুদর্শনের স্তব করিয়া দুর্ব্বাসাকে বিপন্মুক্ত করেন। দুর্ব্বাসা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অম্বরীষের গৃহে ভোজন করিলে দুর্ব্বাসার প্রত্যাগমন-অপেক্ষায় সম্বৎসরকাল অভুক্তাবস্থায় অবস্থিত অম্বরীষ ভোজন করিলেন।

অম্বরীষের তিন পুত্রের মধ্যে বিরূপ তনয় পৃষদশ্বের সন্তান রথীতর। রথীতর নিঃসন্তান হওয়ায় তৎপ্রার্থিত হইয়া মহর্ষি অঙ্গিরা রথীতর পত্নীর গর্ভে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর শত পুত্র মধ্যে বিকুক্ষির পুত্র পুরঞ্জয় দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণের সহায়তা করিয়া ইন্দ্রবাহ ও ককুৎস্থ নামে অভিহিত হন। পুরঞ্জয়ের বংশানুক্রমে অনেনা, পৃথু, বিশ্বগন্ধি, চন্দ্র, যমুনাশ্ব, শ্রাবস্ত, বৃহদশ্ব, কুবলয়াশ্ব। ইনি ধুন্ধু নামক অসুরকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হন। ধুন্ধুমারের শৌক্র-পরম্পরায় যুবনাশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার একশত ভার্য্যা সকলেই নিঃসন্তান হওয়ায় অরণ্যে গমনপূর্ব্বক ঋষিগণের দ্বারা পুত্রার্থ যজ্ঞ করেন। একদিন রাজা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত তাঁহারই পুত্রোৎপত্তি কারণোদক পান করিয়া ফেলেন এবং তৎফলে তাঁহারই গর্ভোৎপত্তি হইয়া যথাসময়ে দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র স্তন্যপানার্থ রোরুদ্যমান হইলে ইন্দ্র স্বীয় তর্জ্জনী প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম মান্ধাতা। মান্ধাতার প্রতাপে দস্যুগণ সন্ত্রস্ত হইত বলিয়া তাঁহার নাম 'ত্রসদ্দস্যু'। তাঁহার তিন পুত্র ও পঞ্চাশৎ কন্যা। কন্যাগণ সকলেই সৌভরি ঋষিকে পতিত্বে বরণ করেন। সৌভরি যমুনাজলে নিমগ্ন হইয়া তপস্যারত থাকিলে মৎস্যের মৈথুন জন্য আনন্দ দৃষ্টিপাত করিয়া মৈথুনে অভিলাষী হন এবং মান্ধাতার নিকট তনয়ার প্রার্থনা জানাইলে তাঁহার যোগবলে অভিনব রূপ দর্শন করিয়া সকল কন্যাগণই তাঁহাকে স্বামিত্বে বরণ করেন। কিছুকাল গ্রাম্যসুখ ভোগ করিয়া ভগবদ্‌বিস্মৃতি জন্য অনুতাপ ও বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক সৌভরি কঠোর তপস্যা দ্বারা আধ্যাত্মিকী গতি লাভ করেন।

মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস, তাঁহার অধস্তনসূত্রে ত্রিশঙ্কু। তিনি বিপ্রকন্যা-হরণদোষে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। পরে বিশ্বামিত্রপ্রভাবে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া দেবগণপ্রভাবে অধঃপতিত হইতে হইতে বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক আকাশে স্তম্ভিত হন। ত্রিশঙ্কুপুত্র হরিশ্চন্দ্র, ইঁহার অনুষ্ঠিত রাজসূয়-যজ্ঞে বিশ্বামিত্র কৌশলে সর্ব্বস্ব অপহরণ করেন বলিয়া বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের কলহ হয়। হরিশ্চন্দ্র বরুণের কৃপায় রোহিত নামক পুত্র লাভ করেন এবং সেই পুত্র দ্বারা বরুণের যজ্ঞ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া প্রতিশ্রুতি পালনে বিলম্ব করার ফলে উদরীরোগগ্রস্ত হন। পরে রোহিত কর্ত্তৃক আনীত অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেফকে নরমেধ যজ্ঞে বরুণকে উৎসর্গ করিয়া রোগমুক্ত হন।

রোহিতের সপ্তম অধঃস্তন বাহুকের কোন পত্নী গর্ভবতী হইলে বাহুকের দেহত্যাগ হয়। অন্যান্য সপত্নীগণ গর্ভ নষ্ট করিবার বাসনায় অন্নসহ 'গর' অর্থাৎ বিষ প্রদান করে। তাহাতে ঔর্ব্ব ঋষিপ্রভাবে গরসহিত পুত্র প্রসব হওয়ায় সগর নামে বিখ্যাত হন। সগর রাজার যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়া ইন্দ্র পাতালে কপিলাশ্রমে উহাকে রক্ষা করেন। সগরপুত্রগণ অশ্বানুসন্ধানে অবনীতল খনন করিতে করিতে পাতালে কপিলদেবসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকেই অশ্বাপহারক স্থির করিবার দুর্ব্বুদ্ধিফলে স্ব-স্ব শরীরাগ্নিতেজে ভস্মীভূত হন। তাঁহাদের কৃত খাতই পরে সাগরে পরিণত হয়। অনন্তর সগর পৌত্র অংশুমান কপিল সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহার কৃপায় অশ্ব ও সগরপুত্রগণের সদ্‌গতিলাভের উপদেশ

লাভ করেন। অংশুমান ও তৎপুত্র দিলীপ কপিলের উপদেশে গঙ্গা আনয়নে অসমর্থ হওয়ায় দিলীপের পুত্র ভগীরথ দীর্ঘকাল তপস্যাদ্বারা গঙ্গাদেবীকে তুষ্ট করিলে গঙ্গাদেবী ভগীরথের প্রার্থনায় ভূতলে অবতরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু কে তাঁহার বেগধারণে সমর্থ হইবে এবং মর্ত্ত্যলোকে পাপিগণ তাঁহাতে স্নান দ্বারা পাপ ক্ষালন করিলে সেই পাপ প্রক্ষালনের উপায়ই বা কি হইবে—এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে ভগীরথ বৈষ্ণবপ্রবর মহাদেব তাঁহার বেগধারণ করিবেন এবং ভগবদ্ভক্তের অঙ্গস্পর্শে তাঁহার পাপরাশি বিদূরিত হইবে। এই কথা দেবীর চরণে নিবেদন করিলেন। গঙ্গাদেবীকে সগর সন্তানগণের ভস্মীভূত স্থানে লইয়া গেলে তাঁহারা বিধৌত কল্মষ হইয়া স্বর্গে গমন করেন। ভগীরথের প্রপৌত্র অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ নলের সখা। ঋতুপর্ণের প্রপৌত্র সৌদাস নিজ কর্ম্মদোষে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হন এবং রতিক্রীড়াসক্ত কোন ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়া তৎপত্নী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন যে মৈথুনকালে তাঁহার মৃত্যু হইবে। দ্বাদশ বৎসরান্তে রাক্ষসত্বমুক্ত হইয়া বিপ্রপত্নীর শাপের ফলে কিছুকাল নিঃসন্তান থাকিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের দ্বারা স্বীয় পত্নীর গর্ভাধান করেন এবং অশ্মক নামক পুত্র লাভ করেন। অশ্মকের পুত্র বালিক নারীগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পরশুরামের কোপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ক্ষত্রিয় বংশের মূল পুরুষ হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রপৌত্র বিশ্বসহের পুত্র মহারাজ খট্বাঙ্গ। ইনি দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণের পক্ষ হইয়া অসুর বিজয় করিলে দেবগণ বরপ্রদানের অভিলাষ করেন। তিনি তাঁহাদের প্রদত্ত বর উপেক্ষা করিয়া দেবগণের কৃপায় মুহূর্ত্তমাত্র স্বীয় পরমায়ুকাল জানিতে পারিয়া অনিত্য বিষয়ের আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক হরিভজনে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন।

খট্বাঙ্গপুত্র দীর্ঘবাহু, তৎপুত্র রঘু, রঘুর পৌত্র দশরথ। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি অংশে দশরথের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করেন। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রযজ্ঞে মারীচ রাক্ষস বধ, হরধনু ভঙ্গ, সীতার পাণিগ্রহণ, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীসহ বনগমন, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাদেবী অপহৃতা হইলে সমুদ্রবন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কায় গমন ও রাবণ বধাদি লীলা প্রদর্শন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়।

শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক নিজের সমুদয় পার্থিব ঐশ্বর্য্য হোতা ও আচার্য্যগণকে দান করিলে তাঁহারা সমস্ত বস্তুই প্রত্যর্পণপূর্ব্বক স্তব করিয়া বলিলেন যে তিনি যখন তাঁহাদের অজ্ঞান-তিমিররাশি দূর করিয়া থাকেন তখন আর তাঁহার অদেয় কি আছে? অতঃপর ভগবান্ রামচন্দ্র রাজ্যস্থ প্রজাবৃন্দের চিত্তবৃত্তি অবগত হইবার ইচ্ছায় গুপ্তভাবে পর্য্যটন করিতে করিতে সীতা দেবীর চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ করিতে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে লোকচক্ষে ত্যাগ করিবার অভিনয় করিলেন। সীতাদেবী বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়া লব ও কুশ নামক যমজ পুত্র প্রসব করিলেন এবং বাল্মীকির নিকট তনয়দ্বয় রক্ষা করিয়া ভূবিবরে প্রবেশ করিলেন। রামচন্দ্র ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রপঞ্চাতীত ধামে গমন করেন।

ইক্ষ্বাকুপুত্র নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বশিষ্ঠকে ঋত্বিক কর্ম্মে বরণ করিতে অভিলাষী হইলে বশিষ্ঠ তৎপূর্ব্বেই ইন্দ্রযজ্ঞে ব্রত হইয়াছিলেন বলিয়া নিমিকে অপেক্ষা করিতে বলেন। কিন্তু নিমি জীবন অনিত্য জানিয়া ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া অন্য ঋত্বিকের সাহায্যে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে বশিষ্ঠ নিমির দেহ নিপাত হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। নিমিও ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠকে তদ্রূপ অভিসম্পাত করেন। তাহাতে উভয়েরই শরীর পতন হয়। বশিষ্ঠ পুনর্ব্বার উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

ঋত্বিকগণ নিমির যজ্ঞ সমাপ্তির পর যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত দেবগণের নিকট নিমির পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা করিলে জড় দেহের হেয়ত্ব ও তুচ্ছত্ব জানিয়া নিমি অনিচ্ছুক হওয়ায় মহর্ষিগণ নিমির দেহ মন্থন করেন, তাহাতে বিদেহরাজ জনকের উৎপত্তি হয়।

ব্রহ্মার পুত্র অত্রির তনয় সোম সুরগুরু বৃহস্পতির কন্যা তারাকে অপহরণপূর্ব্বক তাঁহার গর্ভে বুধ নামক পুত্র উৎপাদন করে। তাহার ফলে দেবাসুরে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। অবশেষে ব্রহ্মা তারাকে উদ্ধার করিয়া বৃহস্পতিকে প্রত্যার্পণ করিলে সমরানল শান্ত হয়। বুধ হইতে পুরূরবার উৎপত্তি হয়। উর্ব্বশী

ইঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া কিছুকাল তৎসহ অবস্থান করিবার পর প্রস্থান করিলে পুরূরবা উন্মত্তপ্রায় হইয়া পুনরায় একরাত্রের নিমিত্ত উর্ব্বশীর সাক্ষাৎলাভ করেন এবং পুরূরবার উর্ব্বশীর ভাবী বিরহাশঙ্কা উপস্থিত হইলে উর্ব্বশী তাঁহাকে গন্ধর্ব্বদিগের উপাসনা করিতে বলেন। পুরূরবার উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে এক অগ্নিস্থালী প্রদান করেন। পুরূরবা ঐ অগ্নিস্থালীকেই উর্ব্বশী মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রম দূর হওয়ায় অগ্নিস্থালীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উর্ব্বশীর ধ্যান করিতে থাকিলে তাঁহার চিত্তে কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদত্রয়ের আবির্ভাব হয়। পুরূরবা উর্ব্বশীর গর্ভে ছয় পুত্র উৎপাদন করেন; তন্মধ্যে বিজয় নামক পুত্রের বংশে জহ্নু মুনি জন্মগ্রহণ করেন, যিনি গণ্ডুষে গঙ্গা পান করিয়াছিলেন। জহ্নুর পৌত্র কুশাম্বু হইতে গাধি জন্মগ্রহণ করেন। ঋচিকমুনি গাধির কন্যাকে বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্র জমদগ্নি হইতে রাম কামধেনু-অপহরণকারী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনাশ ও একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন।

জমদগ্নিপত্নী রেণুকা বারি আনয়নার্থ গঙ্গায় গমন করিয়া অপ্সরাগণসহ ক্রীড়াসক্ত গন্ধর্ব্বরাজের প্রতি স্পৃহাবতী হওয়ার ফলে জমদগ্নির আদেশে রাম কর্ত্তৃক নিহত হন, পরে রামের অনুরোধে জমদগ্নির প্রভাবে রেণুকার পুনর্জ্জীবন লাভ হয়। পিতৃবিদ্বেষ্টার প্রতিশোধ গ্রহণমানসে কার্ত্তবীর্য্যপুত্রগণ রামের অনুপস্থিতিকালে ধ্যানরত জমদগ্নিকে বিনষ্ট করে। পরশুরাম পিতৃবিনাশ-দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ত্তবীর্য্যপুত্রগণকে বিনাশ করেন, তাহাতে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়। পরে পিতৃদেহে মস্তক যোজিত করিয়া রাম বিবিধ যজ্ঞের দ্বারা পরমাত্মার আরাধনা করিলে জমদগ্নি স্বশরীর লাভ করিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্তম ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন। রাম আগামী মন্বন্তরে বেদপ্রবর্ত্তক হইবেন।

গাধির বংশে বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি। ইনি তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পশুরূপে আনীত শুনঃশেফ প্রজাপতিগণের কৃপায় শাপমুক্ত হইয়া গাধিবংশে দেবরাত নামে বিখ্যাত হন।

পুরূরবার বংশে আয়ুর পুত্র দ্যুমন হইতে জাত অলর্ক বহুদিন যাবৎ রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। অলর্কের অধস্তন রজি দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিলেন।

রাজা নহুষ ইন্দ্রপত্নী শচীর প্রতি ধৃষ্ট ব্যবহার করায় অগস্ত্যাদি ঋষিগণের অভিসম্পাতে সর্পযোনি প্রাপ্ত হন ও তৎপুত্র যযাতি রাজা হন। তিনি শর্ম্মিষ্ঠা কর্ত্তৃক কূপে নিক্ষিপ্ত শুক্রাচার্য্যকন্যা দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলে ঐ কন্যা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। কোন সময়ে দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, সখীগণ ও দেবযানী সহ জলক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময়ে মহাদেব ও পার্ব্বতীকে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তীরে উঠিয়া স্ব-স্ব পরিধেয় গ্রহণকালে শর্ম্মিষ্ঠা ভ্রমবশতঃ দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করিয়া ফেলেন। তাহাতে দেবযানী ক্রুদ্ধ হইয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করেন। দৈবযোগে তৎস্থানে সমাগত যযাতির কৃপায় কূপ হইতে উত্থিত হইয়া দেবযানী যযাতিকে পতিত্বে বরণ করেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পিতৃসন্নিধানে শর্ম্মিষ্ঠার ব্যবহার জ্ঞাপন করেন। শুক্রাচার্য্য বৃষপর্ব্বার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে বৃষপর্ব্বা স্তবস্তুতির দ্বারা শুক্রাচার্য্যকে সন্তুষ্ট করেন এবং গুরুর আদেশমত শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীরূপে প্রদান করেন। দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠাকে লইয়া যযাতির গৃহে গমন করেন। দেবযানী পুত্রবতী হইলে পুত্রলিপ্সাবশে শর্ম্মিষ্ঠাও ঋতুকালে যযাতির সঙ্গ প্রার্থনা করেন। শর্ম্মিষ্ঠাকে অন্তর্বত্নী জানিয়া দেবযানী ঈর্ষাবশতঃ পিতার নিকট অভিযোগ করিলে শুক্রাচার্য্য যযাতিকে জরাগ্রস্ত হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। পরে যযাতির অনুরোধে অন্যের যৌবন সহ স্বীয় বার্দ্ধক্য বিনিময়ের শক্তি প্রাপ্ত হইয়া কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর যৌবন গ্রহণ করিয়া বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন।

বহুকাল বিষয় ভোগ করিয়া যযাতি ভোগের অনিত্যত্ব উপলব্ধিপূর্ব্বক পত্নীর নিকট স্বীয় আচরণানুরূপ ছাগের রূপক ইতিহাস বর্ণন করিলেন এবং বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনের দ্বারা পরমা গতি লাভ করিলেন।

যযাতিতনয় পুরুর বংশে দুষ্মন্ত জন্মগ্রহণ করেন। দুষ্মন্ত মৃগয়ায় গমন করিয়া বিশ্বামিত্রতনয়া শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। মেনকা শকুন্তলাকে বনমধ্যে ত্যাগ করিয়া গেলে মহর্ষি কন্ব তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার গর্ভোৎপাদন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। যথাকালে শকুন্তলা এক পুত্র প্রসব করিলে রাজার সমীপে নীতা ও তৎকর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হন, পরে দৈববাণীর আদেশে দুষ্মন্ত তাঁহাকে অঙ্গীকার করেন।

দুষ্মন্তের পুত্র ভরত পিতৃবিয়োগের পর রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া বহু যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা ও ব্রাহ্মণকে ধন দান করেন। ভরত নিঃসন্তান হওয়ায় বৃহস্পতি কর্ত্তৃক তদীয় ভ্রাতৃপত্নী মমতার গর্ভে উৎপাদিত ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

ভরদ্বাজের অধঃস্তন-সূত্রে জাত রন্তিদেব সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিতেন এবং কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি নিজ আহার্য্য অন্যকে প্রদান করিয়া অনশনে দিনযাপন করিতেন। কোন সময়ে জলমাত্র পান করিয়া তিনি ৪৮ দিন অতিবাহিত করেন; পরে যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত ভোজ্যগ্রহণকালে কোন অতিথি আগমন করিলে স্বীয় আহার্য্য অতিথিকে প্রদান করিয়া জল পান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে কোন পিপাসাতুর অতিথি আগমন করেন; তাহাকে জলটুকুও প্রদান করিয়া ভগবদ্ভক্তের সহিষ্ণুতাগুণের পরিচয় প্রদান করেন। ভগবান্ ভক্তের মহিমা প্রদর্শনচ্ছলে এই লীলার অভিনয় করিয়া অবশেষে তাঁহাকে অন্তরঙ্গ সেবায় অধিকার প্রদান করেন।

ভরদ্বাজবংশীয় গর্গ ক্ষত্রিয় হইলেও তৎপুত্র শিনি হইতে গার্গ্যব্রাহ্মণ উৎপন্ন হয়। তাঁহা হইতে শৌক্রপরম্পরায় মুদ্‌গল হইতে মৌদ্‌গল্য-ব্রাহ্মণকুলের উৎপত্তি। মুদ্‌গলের কন্যা অহল্যা হইতে জাত গৌতমের প্রপৌত্র—কৃপ। দ্রোণাচার্য্য ইঁহার ভগ্নী কৃপীকে বিবাহ করেন।

মুদ্‌গল-পুত্র দিবোদাসের বংশে দ্রুপদের জন্ম হয়। তাঁহারই পুত্র—ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কন্যা দ্রৌপদী। শিনির বংশধর অজমীঢ়ের পৌত্র কুরু। কুরু হইতে শৌক্রপরম্পরায় প্রতীপ, তৎপুত্র শান্তনু ও দেবাপি। শান্তনু কনিষ্ঠ হইয়া পিতৃরাজ্য গ্রহণ করার ফলে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হইলে ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে জ্যেষ্ঠ দেবাপিকে রাজ্য প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু দেবাপি মন্ত্রীগণের ষড়যন্ত্রে রাজাপদের অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হইলে শান্তনু পুনরায় রাজা হন এবং অনাবৃষ্টি দূর হয়। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম ভীষ্ম এবং দাসকন্যার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামক দুই পুত্র উৎপাদিত হন। দাস-কন্যার কানীন-পুত্র ব্যাসদেব। ইনি পরমগুহ্য ভাগবতরহস্য শ্রীশুকদেবকে প্রদান করেন। শ্রীব্যাসদেব বিচিত্র-বীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামক তিন পুত্র উৎপাদন করেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি শতপুত্র ও দুঃশলা নাম্নী কন্যা। পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পুত্র। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ঔরসে অভিমন্যুর জন্ম হয়। অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎ, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রোতা, তাঁহার জন্মেজয়াদি চারি পুত্র।

যযাতিতনয় অনু হইতে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে জাত রোমপাদ, তিনি রাজা দশরথের কন্যা শান্তাকে পালিত কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যযাতি পুত্রগণ হইতে যাদব, মাধব ও বৃষ্ণি-বংশের উৎপত্তি হয়। যদুর বংশোৎপন্ন বিদর্ভ হইতেই অনমিত্রের বৃষ্ণি নামক পুত্র, তৎপুত্র অক্রূর।

বিদর্ভবংশে অন্ধকের বংশানুক্রমে আহুক। তাঁহার দুই পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। বসুদেব দেবকের সাত কন্যাকে বিবাহ করেন। উগ্রসেনের পুত্র—কংস।

যদুপুত্র ক্রোষ্টুর বংশে জাত বসুদেব। বসুদেবের ভগিনী পৃথাকে (নামান্তর কুন্তীকে) পাণ্ডুরাজা বিবাহ করেন। ইঁহার কন্যকাবস্থায় জাত পুত্র কর্ণ। বসুদেবের দেবকী নাম্নী পত্নীতে ভগবান্ বাসুদেব অষ্টম পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেন। বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণীতে বলদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল।

নবম-স্কন্ধের বিষয়-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটি শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

নবম-স্কন্ধের শ্লোক-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

র

নবম-স্কন্ধের পাত্র-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

নবম-স্কন্ধের স্থান-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

নবমস্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

মন্বন্তরাণি সর্ব্বাণি ত্বয়োক্তানি শ্রুতানি মে।
বীর্য্যাণ্যনন্তবীর্য্যস্য হরেস্তত্র কৃতানি চ ॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বৈবস্বত-মনুর বংশে সোমবংশ-প্রবেশ-কথনপ্রসঙ্গে সুদ্যুম্নের স্ত্রীত্ব কথিত হইয়াছে।

মহারাজ পরীক্ষিতের অভিলাষানুসারে শ্রীশুকদেব বৈবস্বতমনুর (যিনি পূর্ব্বকল্পে দ্রবিড়াধিপতি সত্যব্রত তাঁহার) বংশ কীর্ত্তনারম্ভে প্রলয়পয়োধি জলাশায়ী ভগবানের নাভি পদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম, ব্রহ্মার মন হইতে মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ, কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বিবস্বান্, বিবস্বান্ হইতে সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু, তৎপত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষ্বাকু, নৃগ প্রভৃতি দশপুত্রের জন্ম কীর্ত্তনান্তে বংশ-বিস্তার বর্ণনারম্ভ করিলেন। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে মনু অনপত্য ছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ সন্তানার্থ মিত্রাবরুণের যজ্ঞ করেন। মনুর পুত্রৈষণাসত্ত্বেও পত্নীর ইচ্ছাক্রমে ইলানাম্নী এক কন্যা হয়। মনুর তাহাতে প্রীতি না হওয়ায় তাঁহার প্রীত্যর্থ বশিষ্ঠ ভগবান্ আদিপুরুষের নিকট মনুকন্যা ইলার পুংস্ত্ব কামনা করেন। তাহাতে ইলা সুদ্যুম্ননামে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হন। সুদ্যুম্ন এক সময় অমাত্যগণসহ সুমেরু পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশে সুকুমার-নামক বনে মৃগয়ার্থ প্রবেশ করিবামাত্র গণসহ সকলেই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। পরীক্ষিতের তৎকারণ জিজ্ঞাসায় শুকদেব কর্ত্তৃক সুকুমারবনে প্রবেশকারী পুরুষমাত্রেরই স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তির কারণ বর্ণন করিয়া স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত সুদ্যুম্নের সোম-রাজ-তনয় বুধকে পতিত্বে বরণ ও পুরূরবা নামক সন্তান-লাভ তথা সুদ্যুম্নের কোন সময় মহর্ষি বশিষ্ঠের স্মরণ, বশিষ্ঠের তৎপ্রতি কৃপাপারবশ্যহেতু মহাদেব-স্তুতি ও তৎপ্রসাদে সুদ্যুম্নের এক-মাস স্ত্রীত্ব ও এক মাস পুংস্ত্বলাভ, সুদ্যুম্নের পুনরায় রাজ্য-পালন ও উৎকল, গয় এবং বিমল-নামক ধার্ম্মিক পুত্রত্রয়লাভ, তথা পুরূরবার হস্তে রাজ্যসমর্পণপূর্ব্বক বনগমনকীর্ত্তন দ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(হে ব্রহ্মন্) সর্ব্বাণি মন্বন্তরাণি তত্র (তত্তৎ মন্বন্তরে চ) অনন্তবীর্য্যস্য (অমিতবিক্রমস্য) হরেঃ (বিষ্ণোঃ) বীর্য্যাণি (সামর্থ্যানি) কৃতানি চ (তেনেতি শেষঃ) মে (মহ্যং) ত্বয়া উক্তানি (কথিতানি) শ্রুতানি (ময়া তানি সম্যগাকর্ণিতানি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীরাজা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যে সকল মন্বন্তরের কথা এবং সেই সেই মন্বন্তরে অসীম বীর্য্যশালী হরির পরাক্রম এবং কর্ম্মসকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমি শ্রবণ করিলাম ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

শ্রীগোকুলানন্দো জয়তি।

প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে॥
গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেহতিপ্রভূষ্ণবে।
তদীয়প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে॥
উক্ত্বা সদ্ধর্ম্মমীশানুবর্ত্তিনাং কথ্যতে কথা।
নবমে ভক্তিবিজ্ঞানবৈরাগ্যাদ্যভিধিৎসয়া॥
অম্বরীষাদিভিরিব ভাব্যং ভক্তৈর্বিচক্ষণৈঃ।
বিষয়াভিনিবিষ্টোহপি বিরক্তঃ স্যাদ্‌যযাতিবৎ॥
ইত্যেবমর্থযুক্তাস্তে সূর্য্যসোমান্বয়ান্বিতাঃ।
স্বনাম্নৈব পুনন্তোহপি স্বাচারৈর্লোকশিক্ষকাঃ॥
অত্র ত্রয়োদশাধ্যায়াঃ সূর্য্যবংশনিরূপকাঃ।
একাধিকা দশ স্যুস্তে সোমবংশাভিধায়িকাঃ॥
তদেবং নবমস্কন্ধো রাজতে ত্রিগুণাষ্টভিঃ।
অধ্যায়ৈর্বিবিধাশ্চর্য্যকথঃ কৃষ্ণকথারথঃ॥
তত্র তু প্রথমেহধ্যায়ে সুদ্যুম্নো মৃগয়াং গতঃ।
স্ত্রী ভূত্বাথ বুধাৎ পুত্রং পুরূরবসমাপ্তবান্॥ ০॥

মৎস্যদেবপ্রসাদাৎ সত্যব্রতস্য ভক্তশ্রেষ্ঠস্য মনুত্বং শ্রুত্বা তদ্বংশ্যানামপি বৈষ্ণবত্বমভিপ্রেত্য তৎকথাসু জাতশ্রদ্ধঃ পৃচ্ছতি যোহসাবিতি চতুর্ভিঃ। অতীত-কল্পান্তে অতীত-মন্বন্তরান্তে॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরুদেবকে এবং করুণাসিন্ধু, সকল লোকের পালক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া, জগতের চক্ষুঃসদৃশ সেই প্রসিদ্ধ শ্রীশুকদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি॥

যিনি গোপরামাগণের প্রাণকোটি প্রিয়তম, সর্ব্বশক্তিমান্ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (এবং তদীয় প্রিয়জনের) দাস্যে আমি আমাকে (অর্থাৎ আমার আমিত্বকে) ও আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি॥

পূর্ব্ব স্কন্ধে সদ্ধর্ম্ম বলিয়া, এই নবম স্কন্ধে ভক্তি, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে ঈশ্বরের অনুবর্ত্তি ব্যক্তিগণের কথা বলিতেছেন॥

অম্বরীষাদি বিচক্ষণ ভক্তগণের ন্যায় আচরণ করিতে হইবে এবং বিষয়াভিনিবিষ্ট হইলেও যযাতির ন্যায় বিরক্ত হইবে, এই প্রয়োজনে সেই সকল সূর্য্য ও সোমবংশীয় রাজগণের কথা, যাঁহারা স্বনামের দ্বারা জগৎ পবিত্র করিলেও নিজ আচরণের দ্বারা লোকদিগের শিক্ষক ছিলেন॥

এখানে প্রথমতঃ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বারা সূর্য্যবংশের নিরূপণ এবং শেষ একাদশ অধ্যায়ে সোমবংশের বর্ণন—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকথা-সম্পৃক্ত বিবিধ আশ্চর্য্য কথাসম্বলিত চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়াত্মক এই নবম স্কন্ধ শোভিত হইতেছে॥

তন্মধ্যে এই প্রথম অধ্যায়ে মৃগয়ায় গমন করিয়া সুদ্যুম্নের স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তি এবং পরে ঐ অবস্থায় বুধ হইতে পুরূরবা পুত্র লাভ বর্ণিত হইয়াছে॥ ০॥

মৎস্যদেবের প্রসাদে ভক্তশ্রেষ্ঠ মহারাজ সত্যব্রতের মনুত্ব শ্রবণ করিয়া, তাঁহার বংশীয় নৃপতিগণেরও বৈষ্ণবত্ব অভিপ্রায়ে, তাহার কথাতে শ্রদ্ধালু হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'যোহসৌ' ইত্যাদি, অর্থাৎ দ্রবিড়দেশের অধিপতি সত্যব্রত নামক যে রাজর্ষি, 'অতীত-কল্পান্তে' (দ্বিতীয় শ্লোক)—অতীত মন্বন্তরের অবসানে (শ্রীহরির সেবাদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই বিবস্বানের পুত্র মনু হইয়াছিলেন।)॥ ১॥

———

যোহসৌ সত্যব্রতো নাম রাজর্ষির্দ্রবিড়েশ্বরঃ।
জ্ঞানং যোহতীতকল্পান্তে লেভে পুরুষসেবয়া॥ ২॥
স বৈ বিবস্বতঃ পুত্রো মনুরাসীদিতি শ্রুতম্।
ত্বত্তস্তস্য সুতাঃ প্রোক্তা ইক্ষ্বাকুপ্রমুখা নৃপাঃ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—যঃ অসৌ (প্রসিদ্ধঃ) দ্রবিড়েশ্বরঃ (দ্রবিড়দেশাধিপতিঃ) রাজর্ষিঃ সত্যব্রতঃ নাম (আসীদিতি শেষঃ) যঃ (সত্যব্রতঃ) অতীত কল্পান্তে (অতীতস্য কল্পস্য অবসানে) পুরুষসেবয়া (ভগবদারাধনফলেন) জ্ঞানং লেভে। সঃ (সত্যব্রতঃ) বৈ বিবস্বতঃ (তন্নামকস্য মনোঃ) পুত্রঃ মনুঃ আসীৎ ইতি ত্বত্তঃ শ্রুতং (ভবৎসকাশাদেবাকর্ণিতং), তস্য (বিবস্বৎসুতস্য) ইক্ষ্বাকুপ্রমুখাঃ (ইক্ষ্বাকুপ্রভৃতয়ঃ) নৃপাঃ সুতাঃ প্রোক্তাঃ (ভবতা এব বর্ণিতাঃ)॥২-৩॥

অনুবাদ—সত্যব্রত নামে যে, রাজর্ষি দ্রবিড়দেশের অধিপতি ছিলেন, যিনি অতীত যুগাবসানে ভগবদারাধনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তিনি বিবস্বানের পুত্র, ইনি (পরবর্ত্তীকালে) মনু

হইয়াছিলেন। ইহাও আমি আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নরপতিগণ পুত্র ছিলেন, ইহাও আপনি বলিয়াছেন ॥ ২-৩ ॥

তেষাং বংশং পৃথগ্ ব্রহ্মন্ বংশানুচরিতানি চ।
কীর্ত্তয়স্ব মহাভাগ নিত্যং শুশ্রূষতাং হি নঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগ! ব্রহ্মন্! নিত্যং (সর্ব্বদা) শুশ্রূষতাং (শ্রবণেচ্ছূনাং) নঃ (অস্মাকং সমীপে) তেষাং বংশং বংশানুচরিতানি চ (বংশানাম্ ইতি বৃত্তানি চ) হি (নিশ্চিতং) পৃথক্ (বিভাগশঃ) কীর্ত্তয়স্ব (বর্ণয়) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ! হে ব্রহ্মন্! আমাদের নিকট উহাদিগের বংশ এবং বংশানুচরিত-সকল পৃথগ্‌ভাবে বর্ণনা করুন। আমরা সর্ব্বদা ঐ সকল কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৪ ॥

যে ভূতা যে ভবিষ্যাশ্চ ভবন্ত্যদ্যতনাশ্চ যে।
তেষাং নঃ পূণ্যকীর্ত্তীনাং সর্ব্বেষাং বদ বিক্রমান্ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—(তস্যৈব বৈবস্বতমনোবংশে) যে ভূতাঃ (অতীতাঃ) যে চ ভবিষ্যাঃ (ভাবিনং) যে চ অদ্যতনাঃ (বর্ত্তমানাঃ) ভবন্তি, (পুণ্যকীর্ত্তয় ইতি শেষঃ) পুণ্যকীর্ত্তীনাং (পবিত্রচরিতানাং) তেষাং সর্ব্বেষাং বিক্রমান্ (সামর্থ্যান্) নঃ বদ (অস্মৎসমীপে কথয়) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—এই বৈবস্বত মনুর বংশে যে সকল পবিত্র কীর্ত্তিমান্ নৃপতিগণ অতীত হইয়াছেন, ভবিষ্যতে যাঁহারা উৎপন্ন হইবেন এবং সম্প্রতি যাঁহারা বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের বিক্রম আপনি আমাদের নিকট বর্ণনা করুন ॥ ৫ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

এবং পরীক্ষিতা রাজ্ঞা সদসি ব্রহ্মবাদিনাম্।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবান্ শুকঃ পরমধর্ম্মবিৎ ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূতঃ উবাচ,—ব্রহ্মবাদিনাং (তত্ত্বজ্ঞানীনাং) সদসি (সভায়াং) রাজ্ঞা পরীক্ষিতা এবং পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) পরমধর্ম্মবিৎ (পরমং ধর্ম্মং বেত্তীতি পরমধর্ম্মবিৎ শ্রেষ্ঠজ্ঞানীত্যর্থঃ) ভগবান্ শুকঃ প্রোবাচ (বক্তুমারেভে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—ব্রহ্মজ্ঞগণের সভায় রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পরমপূজ্য পরমধর্ম্মবেত্তা শুকদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

শ্রূয়তাং মানবো বংশঃ প্রাচুর্য্যেণ পরন্তপ।
ন শক্যতে বিস্তরতো বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) পরন্তপ! (শত্রুতাপন!) মানবঃ (মনুসম্বন্ধীয়ঃ) বংশঃ (বংশবৃত্তান্তং) প্রাচুর্য্যেণ (বাহুল্যেন) শ্রূয়তাং (আকর্ণ্যতাং), বর্ষশতৈরপি বিস্তরতঃ (বিস্তৃতভাবেন) বক্তুং ন শক্যতে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে শত্রুতাপন! মনুর বংশ প্রচুররূপে শ্রবণ করুন। কিন্তু তাহাদের কার্য্যাদির সম্যগ্ বিবরণ শতবর্ষেও কেহ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৭ ॥

পরাবরেষাং ভূতানামাত্মা যঃ পুরুষঃ পরঃ।
স এবাসীদিদং বিশ্বং কল্পান্তেঽন্যন্ন কিঞ্চন ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ— যঃ পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ পুরুষঃ) পরাবরেষাং (উৎকৃষ্টাপকৃষ্টানাং) ভূতানাং (প্রাণিনাং) আত্মা (পরমাত্মস্বরূপঃ) কল্পান্তে (কল্পাবসানে) সঃ এব আসীৎ, অন্যৎ (পরমপুরুষভিন্নম্) ইদং বিশ্বং কিঞ্চন (বিশ্বাদিকং) ন (নাসীদিতি, পরপুরুষস্তু নিত্যত্বাৎ আসীদেবেত্যর্থঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যিনি উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট-প্রাণিগণের আত্মস্বরূপ কল্পান্তে সেই পরমপুরুষই একমাত্র বর্ত্তমান ছিলেন, তদ্ব্যতীত এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব বা অন্য কিছু ছিল না ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কথাসৌষ্ঠবার্থং তঞ্চ মানবং বংশং সৃষ্টিমারভ্যৈব প্রবৃত্তয়া পূর্ব্বমুক্তয়ৈব কথয়া সহ গুম্ফন্নাহ পরাবরেষামিতি পঞ্চভিঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কথাসৌষ্ঠবের নিমিত্ত সেই মানব বংশ সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই প্রবৃত্ত পূর্ব্বোক্ত কথার সহিত সংযোজনা করিতে বলিতেছেন—'পরাবরেষাম্', অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সকল প্রাণীর যিনি আত্মা, ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে ॥ ৮ ॥

তস্য নাভেঃ সমভবৎ পদ্মকোষো হিরন্ময়ঃ ।
তস্মিন্ জজ্ঞে মহারাজা স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ ! তস্য (পরপুরুষস্য) নাভেঃ (নাভিতঃ) হিরণ্ময়ঃ পদ্মকোষঃ সমভবৎ (অজায়ত), তস্মিন্ (পদ্মকোষে) চতুরাননঃ (চতুর্ম্মুখঃ) স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মেতি যাবৎ) জজ্ঞে (আবির্বভূব) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ! সেই পরম-পুরুষের নাভিদেশ হইতে হিরণ্ময় পদ্মকোষ সমুদ্ভূত হইল, তাহাতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৯ ॥

মরীচির্মনসস্তস্য জজ্ঞে তস্যাপি কশ্যপঃ ।
দাক্ষায়ণ্যাং ততোঽদিত্যাং বিবস্বানভবৎ সুতঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—তস্য (ব্রহ্মণঃ) মনসঃ (সঙ্কল্পাৎ) মরীচিঃ জজ্ঞে, তস্যাপি (মরীচেঃ) দাক্ষায়ণ্যাং (দক্ষকন্যায়াং) কশ্যপঃ (জজ্ঞে), অদিত্যাং বিবস্বান্ সুতঃ (পুত্রঃ) অভবৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সেই ব্রহ্মার মন হইতে মরীচি, মরীচির ঔরসে দাক্ষায়ণীর গর্ভে কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১০ ॥

ততো মনুঃ শ্রাদ্ধদেবঃ সংজ্ঞায়ামাস ভারত ।
শ্রদ্ধায়াং জনয়ামাস দশ পুত্রান্ স আত্মবান্ ॥ ১১ ॥
ইক্ষ্বাকুনৃগশর্য্যাতিদিষ্টধৃষ্টকরূষকান্ ।
নরিষ্যন্তং পৃষধ্রঞ্চ নভগঞ্চ কবিং বিভুঃ ॥ ১২॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত ! ততঃ (বিবস্বতঃ) সংজ্ঞায়াং (তন্নাম্ন্যাং বিবস্বদ্ভার্য্যায়াং) শ্রাদ্ধদেবঃ মনুঃ আস (অভবৎ), আত্মবান্ (জিতেন্দ্রিয়ঃ) বিভুঃ (মহান্) সঃ (শ্রাদ্ধদেবঃ) শ্রদ্ধায়াং (তদ্ভার্য্যায়াম্) ইক্ষ্বাকুনৃগ-শর্য্যাতি-দিষ্ট-ধৃষ্ট-করূষকান্, নরিষ্যন্তং, পৃষধ্রঞ্চ, নভগং, কবিঞ্চ (এতান্) দশপুত্রান্ জনয়ামাস (উৎপাদয়ামাস) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—হে ভারত ! বিবস্বান্ হইতে সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু জন্মগ্রহণ করিলেন, ঐ জিতেন্দ্রিয় মহামনা মনু শ্রদ্ধা নাম্নী পত্নীতে ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্য্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষক, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ এবং কবি এই দশটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ১১-১২ ॥

অপ্রজস্য মনোঃ পূর্ব্বং বশিষ্ঠো ভগবান্ কিল ।
মিত্রাবরুণয়োরিষ্টিং প্রজার্থমকরোদ্বিভুঃ ॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ—পূর্ব্বং (মনোঃ সন্তানোৎপত্তেঃ প্রাগিত্যর্থঃ) অপ্রজস্য (অপুত্রস্য) মনোঃ (শ্রাদ্ধদেবস্য) প্রজার্থং (সন্তানার্থং) বিভুঃ (অভিজ্ঞঃ) ভগবান্ বশিষ্ঠঃ কিল মিত্রাবরুণয়োঃ (দেবয়োঃ) ইষ্টিং (যোগং) অকরোৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—প্রথমে মনু অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞ বিভূতিমান্ বশিষ্ঠ মিত্রাবরুণের যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ —পূর্ব্বম্ ইক্ষ্বাকুপ্রভৃতি-পুত্রোৎপত্তেঃ প্রাক্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বম্—পূর্ব্বে বলিতে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশটি পুত্রের উৎপাদনের পূর্ব্বে (মনু যখন নিঃসন্তান ছিলেন, তৎকালে ভগবান্ বশিষ্ঠ তাঁহার সন্তানলাভের জন্য মিত্র ও বরুণের যাগ করিয়াছিলেন ।) ॥ ১৩ ॥

তত্র শ্রদ্ধা মনোঃ পত্নী হোতারং সমযাচত ।
দুহিত্রর্থমুপাগম্য প্রণিপত্য পয়োব্রতা ॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ—তত্র (যজ্ঞে) মনোঃ (শ্রাদ্ধদেবস্য) পত্নী শ্রদ্ধা পয়োব্রতা (সতী পয় এব ব্রতমাহারো যস্যাঃ সা) হোতারং সমাগম্য (সমীপমাগত্য) প্রণিপত্য (প্রণামং কৃত্বা) দুহিত্রর্থং (কন্যার্থং) সমযাচত (সম্যক্ অযাচত প্রার্থিতবতী) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সেই যজ্ঞে পয়োব্রত-পরায়ণা মনুর পত্নী শ্রদ্ধা হোতার নিকট গমন করিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক একটী কন্যালাভের জন্য প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—দুহিত্রর্থং মম কন্যা যথা ভবেত্তথা যজেতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুহিত্রর্থং'—কন্যাসন্তানের জন্য, অর্থাৎ আমার কন্যাসন্তান যাহাতে হয়, এভাবে যজ্ঞ করুন (ইহা মনুপত্নী শ্রদ্ধা হোতার নিকট প্রার্থনা করিলেন।) ॥ ১৪ ॥

———

প্রেষিতোঽধ্বর্য্যুণা হোতা ব্যচরৎ তৎসমাহিতঃ।
গৃহীতে হবিষি বাচা বষট্কারং গৃণন্ দ্বিজঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অধ্বর্য্যুণা (ঋত্বিজা) প্রেষিত (হোতঃ যজেতি সমাদিষ্টঃ) হোতা দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণঃ) হবিষি (হোমার্থং ঘৃতে) গৃহীতে (সতী) বাচা বষট্কারং গৃণন্ (বষড়িতি উচ্চারয়ন্) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্) তৎ (তয়া প্রার্থিতং ধ্যায়ন্) ব্যচরৎ (অযজৎ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—"অহে যজ্ঞ কর" অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া হোতা হবি গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ একাগ্রচিত্তে মনুপত্নীর প্রার্থিত বিষয়ে ধ্যান করিয়া মুখে বষট্কার উচ্চারণ করিতে করিতে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অধ্বর্য্যুণা হে হোতর্যজেতি প্রেষিতঃ। হোতা হবিষি গৃহীতে সতি তদ্রাজ্ঞী-প্রার্থিতং ধ্যায়ন্ ব্যচরৎ। বষট্কারং গৃণন্ বষড়িত্যুচ্চারয়ন্। অধ্যায়ত্তদিতি বাচেতি পাঠে বাচা বষট্কারং গৃণন্ তদ্রাজ্ঞী-প্রার্থিতম্ অধ্যায়ৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধ্বর্য্যুণা'—অধ্বর্য্যু হোতাকে 'যাগ কর'—এরূপ নির্দ্দেশ দিলে, তিনি আহুতিদানের জন্য হবিঃ গ্রহণপূর্ব্বক তাহা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একচিত্তে রাজ্ঞী শ্রদ্ধার প্রার্থনার অনুরূপ ধ্যান করিতে করিতে 'বষট্' উচ্চারণ-সহকারে আহুতি দান করিয়াছিলেন। 'বষট্কারং গৃণন্'—'বষট্', ইহা মুখে উচ্চারণ করিয়া। 'অধ্যায়ত্তৎ' এবং 'বাচা'—এরূপ পাঠে মুখে 'বষট্' উচ্চারণ করিয়া রাজ্ঞীর প্রার্থনা ধ্যান করিয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ১৫ ॥

———

হোতুস্তদ্ব্যভিচারেণ কন্যেলা নাম সাভবৎ।
তাং বিলোক্য মনুঃ প্রাহ নাতিতুষ্টমনা গুরুম্ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—হোতুঃ (যাজ্ঞিকস্য) তৎব্যভিচারেণ (পুত্রার্থং সমারব্ধস্য যজ্ঞস্য মনুপত্ন্যনুরোধাৎ দুহিতৃ-প্রাপ্তিফলকসঙ্কল্পকরণরূপব্যভিচারেণ) ইলা নাম সা কন্যা অভবৎ, মনুঃ তাং (কন্যাং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) নাতিতুষ্টমনাঃ (অপ্রীতঃ সন্) গুরুং প্রাহ (বক্তুমারেভে) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—মনু পুত্রার্থ যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু হোতা মনুপত্নীর অনুরোধে কন্যার্থ সঙ্কল্প করিলেন, সুতরাং হোতার ঐ প্রকার ব্যভিচার বা মনুর চিত্তের বিপরীত আচরণ ফলে মনুর ইলা নাম্নী এককন্যা জন্মগ্রহণ করিল, মনু ঐ কন্যাকে দেখিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে গুরুকে বলিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ইলেতি রাজ্ঞৈব হর্ষেণ তৎক্ষণ এব নাম কৃতমিত্যবসীয়তে। নাতীত্যপ্রজস্ত্বাপগমাৎ সামান্যতো হর্ষোৎপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইলা'—ইলা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হইল, অর্থাৎ রাজা মনুই তৎকালে আনন্দে 'ইলা', এই নামকরণ করিয়াছিলেন, এরূপ বুঝিতে হইবে। 'ন অতিতুষ্টমনাঃ'—নিঃসন্তান, এই অপবাদ অপগত হওয়ায় সামান্যরূপে হর্ষের উৎপত্তি হইলেও কন্যাকে দেখিয়া অতিশয় তুষ্ট হইলেন না ॥ ১৬ ॥

———

ভগবন্ কিমিদং জাতং কর্ম্ম বো ব্রহ্মবাদিনাম্।
বিপর্য্যয়মহো কষ্টং মৈবং স্যাদ্ব্রহ্মবিক্রিয়া ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্! ব্রহ্মবাদিনাং (তত্ত্বদর্শিনাং) বঃ (যুষ্মাকম্) ইদং কর্ম্ম (যুষ্মাভিরনুষ্ঠিতং কর্ম্ম) কিং (কথং) বিপর্য্যয়ং (বিপরীতফলং) জাতং (ভূতং), অহো কষ্টং (ঈদৃক্ ফলবৈপরীত্যং মহৎ দুঃখজনকং) মা এবং ব্রহ্মবিক্রিয়া (মন্ত্রাণ্যথাত্বং) স্যাৎ (ভবিতুমর্হতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! আপনারা ব্রহ্মজ্ঞ, আপনাদের ক্রিয়ার ফল বিপরীত হইল কেন? হায়! বড়ই দুঃখের বিষয়! মন্ত্রের এইরূপ বিপর্য্যয় হওয়া উচিত নহে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মবিক্রিয়া মন্ত্রান্যথাত্বম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মবিক্রিয়া'—মন্ত্রের অন্যথা হওয়া উচিত হয় না ॥ ১৭ ॥

যূয়ং ব্রহ্মবিদো যুক্তাস্তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ।
কুতঃ সঙ্কল্পবৈষম্যমনৃতং বিবুধেষ্বিব ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যূয়ং ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞানিনঃ) যুক্তাঃ (সংযতাঃ) তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ (বিনষ্টপাপাঃ) বিবুধেষু (দেবেষু) অনৃতং (মিথ্যা) ইব (ভবতাং), কুতঃ (কস্মাৎ) সঙ্কল্পবৈষম্যং (সঙ্কল্পিত স্যান্যথাত্বং জাতম্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—আপনারা সংযতচিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞ, তপস্যা-দ্বারা আপনাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, দেব-গণের বাক্য যেরূপ মিথ্যা হয় না, আপনাদেরও সেইরূপ সঙ্কল্পিত কার্য্যের অন্য ফল অসম্ভব, সুতরাং এইরূপ হইবার কারণ কি ? ১৮ ॥

নিশম্য তদ্বচস্তস্য ভগবান্ প্রপিতামহঃ।
হোতুর্ব্যতিক্রমং জ্ঞাত্বা বভাষে রবিনন্দনম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ প্রপিতামহঃ (বশিষ্ঠঃ) তস্য (মনোঃ) তৎবচঃ (বাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) হোতুঃ ব্যতিক্রমং (সঙ্কল্পবৈষম্যং) জ্ঞাত্বা রবিনন্দনং বভাষে (মনুং প্রাহ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ প্রপিতামহ বশিষ্ঠ মনুর সেই বাক্য শ্রবণানন্তর হোতার কার্য্যে ব্যতিক্রম হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন এবং তখন সূর্য্যপুত্রমনুকে বলিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রপিতামহো বশিষ্ঠঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'প্রপিতামহঃ'— ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ॥ ১৯ ॥

এতৎ সঙ্কল্পবৈষম্যং হোতুস্তে ব্যভিচারতঃ।
তথাপি সাধয়িষ্যে তে সুপ্রজস্ত্বং স্বতেজসা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ— তে (তব) হোতুঃ (যাজ্ঞিকস্য) ব্যভিচারতঃ (সঙ্কল্পান্যথাচরণতঃ) এতৎ সঙ্কল্প-বৈষম্যং (পুত্রজননবিষয়ে কন্যাজননরূপং) তথাপি (হোতৃব্যভিচারতঃ ফলবৈষম্যেঽপি) স্বতেজসা তে (তব) সুপ্রজস্ত্বং সাধয়িষ্যে (ইলায়াঃ এব পুংস্ত্বং সাধয়ামীত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তোমার হোতার ব্যভিচার-দোষে অর্থাৎ অন্য প্রকারে সঙ্কল্প করায়, সঙ্কল্পিত কার্য্যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, যাহা হউক আমি স্বীয় তেজে তোমাকে পুত্রবান্ করিব ॥ ২০ ॥

এবং ব্যবসিতো রাজন্ ভগবান্ স মহাযশাঃ।
অস্তৌষীদাদিপুরুষমিলায়াঃ পুংস্ত্বকাম্যয়া ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! মহাযশাঃ (খ্যাত-কীর্ত্তিঃ) সঃ ভগবান্ (বশিষ্ঠঃ) এবং ব্যবসিতঃ (এবং নিশ্চিত্য) ইলায়াঃ (উৎপন্নায়াঃ কন্যায়াঃ) পুংস্ত্বকাম্যয়া (পুরুষত্বমিচ্ছয়া) আদিপুরুষং (বিষ্ণুম্) অস্তৌষীৎ (স্তবং অকরোদিতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ– হে রাজন্ ! মহাযশা ভগবান্ বশিষ্ঠ এইরূপ স্থির করিয়া ঐ ইলারই পুরুষত্ব কামনায় আদিপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর স্তব করিলেন ॥ ২১ ॥

তস্মৈ কামবরং তুষ্টো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
দদাবিলাঽভবৎ তেন সুদ্যুম্নঃ পুরুষর্ষভঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—ঈশ্বরঃ ভগবান্ হরিঃ তুষ্টঃ (তস্য স্তবেন প্রীতঃ সন্) তস্মৈ (বশিষ্ঠায়) কামবরং (বাঞ্ছিতবরং) দদৌ, তেন (বরেণ) ইলা (তু) সুদ্যুম্নঃ (তন্নামকঃ) পুরুষর্ষভঃ (পুরুষশ্রেষ্ঠঃ) অভবৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিলেন, তাহাতে ইলা সুদ্যুম্ন নামে এক শ্রেষ্ঠ পুরুষে পরিণত হইল ॥ ২২ ॥

স একদা মহারাজ বিচরন্ মৃগয়াং বনে।
বৃতঃ কতিপয়ামাত্যৈরশ্বমারুহ্য সৈন্ধবম্ ॥ ২৩ ॥
প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং শরাংশ্চ পরমাদ্ভুতান্।
দংশিতোঽনুমৃগং বীরো জগাম দিশমুত্তরাম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ ! সঃ বীরঃ (সুদ্যুম্নঃ) একদা কতিপয়ামাত্যৈঃ বৃতঃ (কতিপয়ৈর্মন্ত্রিভিঃ পরিবৃতঃ) দংশিতঃ (ধৃতকবচঃ) সৈন্ধবং (সিন্ধুদেশভবম্) অশ্বম্ আরুহ্য বনে মৃগয়াং বিচরন্ (ইতস্ততো গচ্ছন্) রুচিরং (সুন্দরং) চাপং (ধনুঃ) পরমাদ্ভুতান্ (বিচিত্রশক্তিসম্পন্নান্) শরান্ চ প্রগৃহ্য (প্রকৃষ্টরূপেণ গৃহীত্বা) মৃগান্ অনু (মৃগস্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ) উত্তরাং দিশং জগাম ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ! সেই বীর সুদ্যুম্ন একদা কতিপয় অমাত্য পরিবৃত হইয়া সিন্ধুদেশীয় ঘোটকে আরোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ার্থ বনে বিচরণ করিতেছিলেন, তিনি অঙ্গে কবচ নিবদ্ধ করিয়া হস্তে মনোহর ধনুক ও বিচিত্র শর ধারণপূর্ব্বক মৃগসমূহের পশ্চাৎ ধাবমান হইতে হইতে উত্তর দিকে উপনীত হইলেন ॥ ২৩-২৪ ॥

সুকুমারবনং মেরোরধস্তাৎ প্রবিবেশ হ ।
যত্রাস্তে ভগবান্ শর্ব্বো রমমাণঃ সহোময়া ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—যত্র (বনে) ভগবান্ শর্ব্বঃ (শিবঃ) উময়া (পার্ব্বত্যা) সহ রমমাণঃ আস্তে (বর্ত্ততে), মেরোঃ অধস্তাৎ (মেরুপর্ব্বতস্য নিম্নভূমৌ বর্ত্তমানং) (তৎ) সুকুমারবনং (সুদ্যুম্নঃ) প্রবিবেশ হ (প্রবেশং কৃতবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—উত্তরদিকে মেরুপর্ব্বতের নিম্নভাগে সুকুমার বন আছে, তথায় ভগবান্ শিব উমা সহ সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকেন, সুদ্যুম্ন সেই বনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৫ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্ট এবাসৌ সুদ্যুম্নঃ পরবীরহা ।
অপশ্যৎ স্ত্রিয়মাত্মানমশ্বঞ্চ বড়বাং নৃপ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! অসৌ পরবীরহা (শত্রুদমনকারী) সুদ্যুম্নঃ তস্মিন্ (সুকুমারবনে) প্রবিষ্টঃ এব (প্রবেশং কৃত্বৈব) আত্মানং স্ত্রিয়ং (যোষিদ্রূপম্) অশ্বং চ বড়বাং (ঘোটকীম্) অপশ্যৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! শত্রুঘ্ন সুদ্যুম্ন ঐ বনমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই নিজেকে স্ত্রীরূপে এবং ঘোটককে ঘোটকীরূপে দর্শন করিলেন ॥ ২৬ ॥

তথা তদনুগাঃ সর্ব্বে আত্মলিঙ্গবিপর্য্যয়ম্ ।
দৃষ্ট্বা বিমনসোঽভবন্ বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—তথা সর্ব্বে তদনুগাঃ (তস্য সুদ্যুম্নস্য অনুগামিনঃ অমাত্যাশ্চ তেন প্রকারেণ) আত্মলিঙ্গবিপর্য্যয়ং দৃষ্ট্বা (আত্মানং স্ত্রীরূপম্ অবলোক্য) পরস্পরং (অন্যোঽন্যং) বীক্ষমাণাঃ (অবলোকয়ন্তঃ) বিমনসঃ (দুঃখিতাঃ) অভবন্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তাহার অনুচরবর্গও ঐরূপে স্ব-স্ব লিঙ্গের বিপর্য্যয় দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিত চিত্তে পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

কথমেবং গুণো দেশঃ কেন বা ভগবন্ কৃতঃ ।
প্রশ্নমেনং সমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—ভগবন্ ! কথং (কেন প্রকারেণ) এবং গুণঃ দেশঃ (পুরুষস্য স্ত্রীত্বসম্পাদকগুণবিশিষ্টঃ অভবৎ) কেন বা (জনেন) কৃতঃ এনং প্রশ্নং সমাচক্ষ্ব (অস্য প্রশ্নস্যোত্তরং ব্রূহীতি শেষঃ) হি (যস্মাৎ) নঃ (অস্মাকং) পরম্ (অতিশয়ং) কৌতূহলং (অত্র বৃত্তান্তশ্রবণবিষয়ে আগ্রহো বর্ত্ততে) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ভগবন্ ! ঐ স্থান এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন হইল কেন ! কোন্ ব্যক্তিই বা ইহাকে এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন করিল ? এ বিষয়ে আমাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন, আমাদের বড়ই কৌতূহল হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

একদা গিরিশং দ্রষ্টুমৃষয়স্তত্র সুব্রতাঃ ।
দিশো বিতিমিরাভাসাঃ কুর্ব্বন্তঃ সমুপাগমন্ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—একদা সুব্রতাঃ (ব্রতনিষ্ঠাঃ) ঋষয়ঃ, দিশঃ বিতিমিরাভাসাঃ (বিগতং

তিমিরং আভাসঃ প্রকাশশ্চান্যস্য যাসু তথা ভূতাঃ) কুর্ব্বন্তঃ গিরীশং দ্রষ্টুং তত্র (বনে) সমুমাগমন্ (গতবন্তঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—একদা ব্রত-পরায়ণ ঋষিগণ নিজতেজে সমস্ত অন্ধকার নাশ পূর্ব্বক দিক্‌সকল সমুজ্জ্বল করিয়া মহাদেবকে দর্শন করিতে সেই বনে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিগতস্তিমিরস্যাভাসঃ প্রত্যয়োঽপি যাসু তাঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিতিমিরাভাসাঃ'—বিগত হইয়াছিল অন্ধকারের চিহ্নও যেখানে, অর্থাৎ ঋষি-গণের দীপ্তিদ্বারা দিঙ্মণ্ডলের অন্ধকার এবং অন্য সকলের দীপ্তি নিরস্ত হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥

———

তান্ বিলোক্যাম্বিকা দেবী বিবাসা ব্রীড়িতা ভৃশম্ ।
ভর্তুরঙ্কাৎ সমুত্থায় নীবীমাশ্বথ পর্য্যধাৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—বিবাসা (বিবস্ত্রা) অম্বিকা দেবী তান্ (ঋষিগণান্) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) ভৃশং ব্রীড়িতা (অতীব লজ্জিতা সতী) অথ (অনন্তরং) ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ) অঙ্কাৎ (ক্রোড়দেশতঃ) আশু (শীঘ্রং) সমুত্থায় নীবীং পর্য্যধাৎ (বস্ত্রেণাচ্ছাদিতবতী) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—পার্ব্বতী তখন বিবস্ত্রা ছিলেন, তিনি ঋষিগণকে দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন এবং স্বামীর ক্রোড়দেশ হইতে শীঘ্র অবতরণ করিয়া নীবী আচ্ছাদন করিলেন ॥ ৩০ ॥

———

ঋষয়োঽপি তয়োর্বীক্ষ্য প্রসঙ্গং রমমাণয়োঃ ।
নিবৃত্তাঃ প্রযযুস্তস্মাৎ নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—ঋষয়ঃ অপি রমমাণয়োঃ তয়োঃ (হর-পার্ব্বত্যোঃ) প্রসঙ্গং (রত্যভিনিবেশপ্রসঙ্গং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) তস্মাৎ (মহাদেবদর্শনাৎ) নিবৃত্তাঃ (বিরতাঃ) নর-নারায়ণাশ্রমং প্রযযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণও হরপার্ব্বতীকে রতিক্রীড়ায় রত দেখিয়া তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া নর-নারায়ণা-শ্রমে গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥

———

তদিদং ভগবানাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কাম্যয়া ।
স্থানং যঃ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিদ্ভবেদিতি ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ কারণাৎ) ভগবান্ (শম্ভুঃ) প্রিয়ায়াঃ (পার্ব্বত্যাঃ) প্রিয়কাম্যয়া (প্রিয়-মিচ্ছয়া) ইদং (বাক্যং) আহ—"যঃ এতৎ স্থানং প্রবিশেৎ সঃ বৈ যোষিৎ (স্ত্রী) ভবেৎ" ইতি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সেই জন্য মহাদেব প্রিয়া পার্ব্বতীর প্রীতি কামনায় এই কথা বলিলেন,—"যে পুরুষ এই স্থানে প্রবেশ করিবে সে স্ত্রী হইয়া যাইবে" ॥ ৩২ ॥

———

তত ঊর্দ্ধ্বং বনং তদ্বৈ পুরুষা বর্জ্জয়ন্তি হি ।
সা চানুচরসংযুক্তা বিচচার বনাদ্বনম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ ঊর্দ্ধ্বং হি (শম্ভুবাক্যাৎ পরং) পুরুষাঃ তৎ বনং (সুকুমারসংজ্ঞকং) বর্জয়ন্তি (নৈব গচ্ছন্তি) অনুচরসংযুক্তা সা (স্ত্রীরূপসুদ্যুম্নঃ) বনাৎ বনং বিচচার (পরিবভ্রামঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—সেই হইতে পুরুষগণ আর ঐ বনে প্রবেশ করে না। রাজা সুদ্যুম্ন তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত স্ত্রীরূপে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাসঙ্গিকমুক্ত্বা প্রস্তুতমাহ সা চেতি অনুচরী-সংযুক্তেতি বক্তব্যে ভূতপূর্ব্বগত্যা পুংস্ত্ব-নির্দ্দেশঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাসঙ্গিক ঘটনা বলিয়া মূল ঘটনা (সুদ্যুম্নের কথা) বলিতেছেন—'সা চ', স্ত্রীমূর্ত্তি-ধারী রাজা সুদ্যুম্ন। 'অনুচর-সংযুক্তা'—অনুচরী-গণের সহিত এইরূপ বলিতে, পূর্ব্বে ইহারা পুরুষ ছিলেন বলিয়া এখানে পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ। (অর্থাৎ স্ত্রীমূর্ত্তিধারী সুদ্যুম্ন স্ত্রীমূর্ত্তিধারী অনুচরগণের সহিত এক বন হইতে ক্রমশঃ অন্য বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৩ ॥

———

অথ তামাশ্রমাভ্যাসে চরন্তীং প্রমদোত্তমাম্ ।
স্ত্রীভিঃ পরিবৃতাং বীক্ষ্য চকমে ভগবান্ বুধঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরম্) আশ্রমাভ্যাসে (আশ্রম-সমীপে) স্ত্রীভিঃ পরিবৃতাং প্রমদোত্তমাং

(প্রমদাজন-শ্রেষ্ঠাং) তাং চরন্তীং (পরিভ্রমন্তীং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ভগবান্ বুধঃ (সোমপুত্রঃ) চকমে (কাময়ামাস) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্ত্রীগণ-পরিবৃতা সেই রমণী-শ্রেষ্ঠাকে আশ্রম-সমীপে বিচরণ করিতে দেখিয়া সোমপুত্র বুধ উঁহাকে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৩৪ ॥

———

সাপি তং চকমে সুভ্রূঃ সোমরাজসুতং পতিম্ ।
স তস্যাং জনয়ামাস পুরূরবসমাত্মজম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—সা অপি সুভ্রূঃ (সুন্দরী) সোমরাজ-সুতং (সোমরাজপুত্রং) তং (বুধং) পতিং চকমে (কাময়ামাস), সঃ (বুধঃ) তস্যাং (প্রাপ্তস্ত্রীরূপায়াং পত্ন্যাম্) আত্মজং (পুত্রং) জনয়ামাস (উৎপাদয়া-মাস) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ঐ সুন্দরীও সোমরাজ-তনয় বুধকে পতিত্বে কামনা করিলেন, পরে বুধও স্ত্রীরূপপ্রাপ্ত রমণীতে পুরূরবা-নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

———

এবং স্ত্রীত্বমনুপ্রাপ্তঃ সুদ্যুম্নো মানবো নৃপঃ ।
সস্মার স কুলাচার্য্যং বশিষ্ঠমিতি শুশ্রুম ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—মানবঃ (মনুপুত্রঃ) নৃপঃ সঃ সুদ্যুম্নঃ এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) স্ত্রীত্বম্ অনুপ্রাপ্তঃ (সন্) কুলাচার্য্যং (বংশগুরুং) বশিষ্ঠং সস্মার (অহমাত্রা-গত্য বিপন্নোঽস্মি পরিত্রায়স্ব মাং ইতি স্মৃতবান্) ইতি শুশ্রুম (বয়ং শ্রুতবন্তঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—আমরা শুনিয়াছি মনু বংশোদ্ভব রাজা সুদ্যুম্ন এইরূপে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুলগুরু বশিষ্ঠকে স্মরণ করিলেন ॥ ৩৬॥

———

স তস্য তাং দশাং দৃষ্ট্বা কৃপয়া ভৃশপীড়িতঃ ।
সুদ্যুম্নস্যাশয়ন্ পুংস্ত্বমুপাধাবত শঙ্করম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (বশিষ্ঠঃ) তস্য (প্রদ্যুম্নস্য) তাং দশাং (স্ত্রীত্বপ্রাপ্তিরূপাম্ অবস্থাং) দৃষ্ট্বা কৃপয়া

(দয়য়া) ভৃশপীড়িতঃ (ভৃশং অত্যন্তং যথা স্যাত্তথা পীড়িতঃ) সুদ্যুম্নস্য পুংস্ত্বং আশয়ন্ (কাময়মানঃ সন্) শঙ্করম্ উপাধাবত (শিবম্ আরাধয়ামাস)

অনুবাদ—সেই বশিষ্ঠ সুদ্যুম্নের তাদৃশী অবস্থা-দর্শনে কাতর হইয়া উঁহার পুরুষত্ব-কামনায় শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—আশয়ন্ ইচ্ছন্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আশয়ন্'—ইচ্ছা করিয়া (অর্থাৎ বশিষ্ঠদেব সুদ্যুম্নের পুরুষত্ব কামনা করিয়া ভগবান্ শঙ্করের নিকট যাইয়া তাঁহার স্তুতি করিয়া-ছিলেন ।) ॥ ৩৭ ॥

———

তুষ্টস্তস্মৈ স ভগবানৃষয়ে প্রিয়মাবহন্ ।
স্বাঞ্চ বাচমৃতং কুর্ব্বন্নিদমাহ বিশাম্পতে ॥ ৩৮ ॥
মাসং পুমান্ স ভবতি মাসং স্ত্রী তব গোত্রজঃ ।
ইত্থং ব্যবস্থয়া কামং সুদ্যুম্নোঽবতু মেদিনীম্ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিশাম্পতে ! (রাজন্ !) সঃ ভগবান্ (শম্ভুঃ) তুষ্টঃ (সন্) তস্মৈ ঋষয়ে (বশি-ষ্ঠায়) প্রিয়ম্ আবহন্ (বশিষ্ঠস্য প্রিয়ং কুর্ব্বন্) স্বাং চ (স্বকীয়াঞ্চ) বাচম্ (অস্মিন্ বনে য আগচ্ছতি স স্ত্রীত্বং প্রাপ্স্যতীতি বাক্যম্) (অবিতথাং) কুর্ব্বন্ ইদম্ আহ (এবং অমৃতম্ উবাচ) । তব গোত্রজ-প্রদ্যুম্নঃ মাসং (ব্যাপ্য) পুমান্ ভবিতা (পুরুষ-রূপেণাবতিষ্ঠতে), মাসং চ স্ত্রী (ভবিতেতি শেষঃ) ইত্থং ব্যবস্থয়া (নিয়মেন) কামং (পর্য্যাপ্তং যথা স্যাত্তথা) মেদিনীম্ অবতু (পৃথিবীং পালয়তু) ॥ ৩৮-৩৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! শঙ্কর পরিতুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠের প্রীতি এবং নিজের সত্যরক্ষার জন্য এইরূপ বলিলেন, (হে মুনে !) তোমার গোত্রজ সুদ্যুম্ন এক মাস পুরুষ ও একমাস স্ত্রী থাকিয়া যথেচ্ছারূপে এই পৃথিবী পালন করুক ॥ ৩৮-৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রিয়মাবহন্ প্রীতিং দধানঃ ॥৩৮-৩৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রিয়মাবহন্'—ভগবান্ শঙ্কর বশিষ্ঠদেবের প্রীতিসাধন এবং নিজবাক্যের সত্যতা রক্ষা করিয়া এরূপ বলিলেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥

———

আচার্য্যানুগ্রহাৎ কামং লব্ধা পুংস্ত্বং ব্যবস্থয়া।
পালয়ামাস জগতীং নাভ্যনন্দন্ স্ম তং প্রজাঃ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—(সঃ সুদ্যুম্নঃ) আচার্য্যানুগ্রহাৎ আচার্য্যস্য কুলগুরোর্বশিষ্ঠস্য প্রসাদাৎ (মাসং স্ত্রী মাসং পুমান্ ইতি নিয়মেন) পুংস্ত্বং লব্ধা কামং (পর্য্যাপ্তং) জগতীং (পৃথিবীং) পালয়ামাস, (কিন্তু) প্রজাঃ তং (মাসমেকং স্ত্রীরূপেণ মাসমেকঞ্চ তিষ্ঠন্তং রাজানং) ন অভ্যনন্দন্ স্ম (নৈবাভিনন্দিতবন্তঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—সুদ্যুম্ন আচার্য্য বশিষ্ঠের অনুগ্রহে পূর্ব্ব নিয়মানুসারে একমাস অন্তর পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজ্য পালন করিতেছিলেন, কিন্তু প্রজাগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইল না ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—নাভ্যনন্দন্ স্ত্রীত্বে সতি মাসং নিলীয়াবস্থানাৎ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নাভ্যনন্দন্'—যখন সুদ্যুম্ন স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইতেন, তখন লজ্জায় লুক্কায়িত থাকিতেন বলিয়া প্রজাগণ তাঁহার প্রতি তুষ্ট হয় নাই ॥৪০

———

তস্যোৎকলো গয়ো রাজন্ বিমলশ্চ ত্রয়ঃ সুতাঃ।
দক্ষিণাপথরাজানো বভূবুর্ধর্ম্মবৎসলাঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! তস্য (সুদ্যুম্নস্য) উৎকলঃ গয়ঃ বিমলশ্চ (এতে) ত্রয়ঃ সুতাঃ (পুত্রাঃ) ধর্ম্মবৎসলাঃ (ধর্ম্মপরায়ণাঃ) দক্ষিণাপথঃ রাজানঃ বভূবুঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিমল-নামে তিন পুত্র অতীব ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহারা দক্ষিণাপথের অধিপতি হইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য সুদ্যুম্নস্য ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য'—সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিমল নামে ধর্ম্মপরায়ণ তিন পুত্র দক্ষিণাপথের রাজা হইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

———

ততঃ পরিণতে কালে প্রতিষ্ঠানপতিঃ প্রভুঃ।
পুরূরবস উৎসৃজ্য গাং পুত্রায় গতো বনম্ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে ইলোপাখ্যানে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—ততঃ কালে পরিণতে (পরতাং গতে বার্দ্ধক্যে উপস্থিতে সতি) প্রতিষ্ঠানপতিঃ প্রভুঃ (সুদ্যুম্নঃ) পুরূরবসে পুত্রায় গাম্ উৎসৃজ্য (রাজ্যং দত্ত্বা) বনং গতঃ (বানপ্রস্থাশ্রমং প্রতস্থে) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—তাহার পর বার্দ্ধক্য উপনীত হইলে, প্রতিষ্ঠানদেশের অধিপতি সুদ্যুম্ন পুত্রপুরূরবাকে রাজ্য প্রদান করিয়া বনে গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিষ্ঠানস্য পতিরিতি তত্রৈব তস্য রাজধানীম্। গাম্ উৎসৃজ্য পৃথ্বীং দত্ত্বা ॥ ৪২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
নবমে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবতে নবমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতিষ্ঠান-পতিঃ'—প্রতিষ্ঠানের পতি, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানপুর রাজা সুদ্যুম্নের রাজধানী ছিল। 'গাম্ উৎসৃজ্য'—পুত্র পুরূরবাকে রাজ্য প্রদান করিয়া সুদ্যুম্ন বনে গমন করিয়াছিলেন ॥৪২॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।১ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে নবমস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্য, তথ্য, বিবৃতি, সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ --

এবং গতেঽথ সুদ্যুম্নে মনুর্বৈবস্বতঃ সুতে।
পুত্রকামস্তপস্তেপে যমুনায়াং শতং সমাঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে করূষকাদি পঞ্চ মনুপুত্রের বংশ-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

সুদ্যুম্নের বনগমনানন্তর বৈবস্বতমনু পুত্রার্থী হইয়া ভগবদারাধনা করেন এবং আত্মতুল্য ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশটী পুত্র লাভ করেন। মনুপুত্র পৃষধ্র গুরু-কর্ত্তৃক গোরক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া রাত্রিতে খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া গো সকল রক্ষা করিতেন। এক দিন অন্ধকার রাত্রিতে একটী ব্যাঘ্র গোশালায় প্রবিষ্ট হইয়া একটী গাভীকে লইয়া পলায়ন করে; পৃষধ্র তাহা জানিতে পারিয়া খড়্গহস্তে ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ ধাবমান হইতে হইতে অবশেষে ব্যাঘ্র-সন্নিধানে উপনীত হন, কিন্তু অন্ধকারে ব্যাঘ্র কি গাভী জানিতে না পারিয়া ব্যাঘ্রভ্রমে গাভীটীকে হত্যা করিয়া ফেলেন। তজ্জন্য তিনি গুরু বশিষ্ঠের অভিশাপে শূদ্রকুলে উদ্ভূত হন এবং যোগমার্গে চিত্ত স্থির করিয়া যোগমিশ্রভক্তি-দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন। পরে দাবাগ্নিতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন। মনুর কনিষ্ঠ পুত্র কবি বাল্যাবধিই ভগবৎপরায়ণ ছিলেন, পরন্তু তাঁহার করূষ নামে যে পুত্র ছিল, তাহা হইতেই প্রসিদ্ধ কারূষ নামে ক্ষত্রিয় জাতি উদ্ভূত হয়। মনুর ধার্ষ্ট নামক পুত্র হইতে যে ক্ষত্রিয়জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহারা ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভূত হইলেও স্বভাব-অনুসারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুর নৃগ নামক পুত্র হইতে পুত্র-পারম্পর্য্যে সুমতি, ভূতজ্যোতিঃ ও বসুর উৎপত্তি হয়, বসু হইতে যথাক্রমে প্রতীক ও যবানের জন্ম হয়। মনুর নরিষ্যন্ত নামক পুত্র হইতে শৌক্র-পরম্পরায় যথাক্রমে চিত্রসেন, ঋক্ষ, মীঢ়ান, পূর্ণ, ইন্দ্রসেন, বীতিহোত্র, সত্যশ্রবা, উরুশ্রবা, দেবদত্ত ও অগ্নিবেশ্য উৎপন্ন হন। ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব অগ্নিবেশ্য হইতে অগ্নি-বেশ্যায়ন নামক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকুলের উৎপত্তি হই-য়াছে। মনুপুত্র দিষ্টের শৌক্রপরম্পরা যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে, দিষ্টপুত্র নাভাগ হইতে ভলন্দন, বৎসপ্রীতি, প্রাংশু, প্রমতি, খনিত্র, চাক্ষুষ, বিবিংশতি, রম্ভ, খনিনেত্র, করন্ধম, অবিক্ষিৎ, মরুত্ত, দম, রাজ-বর্দ্ধন. সুধৃতি, নর ধুন্ধুমান, বেগবান, বুধ, তৃণবিন্দু পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জন্ম গ্রহণ করেন। তৃণবিন্দুর ইলানাম্নী কন্যা হইতে কুবেরের উৎপত্তি; বিশাল, শূন্যবন্ধু, ধূম্রকেতু এই তিন জন তৃণবিন্দুর পুত্র। বিশালপুত্র হেমচন্দ্র হইতে ধূম্রাক্ষ ও তৎপুত্র সংযম, সংযমের দেবল ও কৃশাশ্ব নামক দুই পুত্র, কৃশাশ্বের পুত্র সোমদত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরা-ধনা করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচঃ,—অথ (অনন্তরং) সুতে সুদ্যুম্নে এবং (বনং) গতে (বানপ্রস্থমবলম্বিতে) বৈবস্বত মনুঃ (শ্রাদ্ধদেবঃ) পুত্রকামঃ (পুনঃ পুত্রমিচ্ছন্) যমুনায়াং শতং সমাঃ (শতবৎসরান্ ব্যাপ্য) তপঃ তেপে (পুত্রার্থং তপস্যাং চকার) ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অনন্তর সুদ্যুম্ন এই প্রকার অবস্থাপন্ন হইয়া বনে গমন করিলে বৈবস্বত মনু শ্রাদ্ধদেব পুত্রাভিলাষী হইয়া যমুনাতীরে শতবৎসর তপস্যা করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পৃষধ্রো গুরুণা ত্যক্তোঽপ্যাপ পারং তমত্যজন্।
লঘুক্রমান্মনোর্বংশবর্ণনঞ্চ দ্বিতীয়তঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে কনিষ্ঠ-ক্রমে মনুবংশের বর্ণনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে পৃষধ্র গুরু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়ায় পরব্রহ্ম পদ লাভ করেন ॥ ১ ॥

**ততোঽযজন্মনুর্দেবমপত্যার্থং হরিং প্রভুম্।
ইক্ষ্বাকুপূর্ব্বজান্ পুত্রান্ লেভে স্বসদৃশান্ দশ ॥ ২ ॥**

অন্বয়ঃ—ততঃ মনুঃ (শ্রাদ্ধদেবঃ) অপত্যার্থং (পুত্রার্থং) দেবং প্রভুং (নিগ্রহানুগ্রহ কর্ত্তারং) হরিং (বিষ্ণুং) অযজৎ (পূজয়ামাস) ইক্ষ্বাকুপূর্ব্বজান্

(ইক্ষ্বাকুঃ পূর্ব্বজঃ যেষাং তান্) স্বসদৃশান্ (স্বানুরূপান্) দশপুত্রান্ লেভে ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তাহার পর মনু শ্রাদ্ধদেব পুত্রার্থ দেবদেব প্রভু শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং নিজতুল্য দশটী পুত্র লাভ করিলেন। তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকু জ্যেষ্ঠ ॥ ২ ॥

পৃষধ্রস্তু মনোঃ পুত্রো গোপালো গুরুণা কৃতঃ।
পালয়ামাস গা যত্তো রাত্র্যাং বীরাসনব্রতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—মনোঃ পুত্রঃ পৃষধ্রঃ তু গুরুণা (বশিষ্ঠেন) গোপালঃ কৃতঃ (গোরক্ষকঃ কৃতঃ) রাত্র্যাং যত্তঃ (অবহিতঃ) বীরাসনব্রতঃ (খড়্গপাণেঃ তিষ্ঠতঃ জাগরণং বীরাসনং তদেব ব্রতং যস্য তথাভূতঃ সন্) গাঃ পালয়ামাস ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—মনুর পুত্র পৃষধ্র গুরুকর্ত্তৃক গোরক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন; তিনি রাত্রিতে বীরাসনব্রত ধারণপূর্ব্বক অর্থাৎ খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া সতর্কভাবে গো-সকল পালন করিতেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র পৃষধ্রস্য বংশো নাভূদিতি সহেতুকমাহ পৃষধ্র ইত্যাদিনা। খড়্গপাণেঃ সতস্তিষ্ঠতো জাগরণং বীরাসনং তদেব ব্রতং যস্য সঃ, যত্তঃ সাবধানঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই পৃষধ্রের কোন বংশ ছিল না, তাহার কারণ বলিতেছেন—'পৃষধ্রস্তু' ইত্যাদি। 'বীরাসন-ব্রতঃ'—বীরাসন বলিতে রাত্রিকালে খড়্গহস্ত হইয়া জাগরণরূপ ব্রত (নিয়ম) যাঁহার। 'যত্তঃ'—সংযতচিত্তে ॥ ৩ ॥

একদা প্রাবিশদ্গোষ্ঠাং শার্দ্দূলো নিশি বর্ষতি।
শয়ানা গাব উত্থায় ভীতাস্তা বভ্রমুর্ব্রজে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—একদা নিশি (রাত্রৌ) বর্ষতি (মেঘ ইতি) শার্দ্দূলঃ গোষ্ঠং (গোগৃহং) প্রাবিশৎ (প্রবেশমকরোৎ) (তং দৃষ্ট্বা) শয়ানাঃ তাঃ গাবঃ উত্থায় ভীতাঃ (সত্যঃ) ব্রজে বভ্রমুঃ (ইতস্ততঃ ভ্রমনং চক্রুঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—একদিন রাত্রিতে বারিবর্ষণ হইতে থাকিলে একটী ব্যাঘ্র গোষ্ঠে প্রবেশ করিল, তখন ঐ ব্যাঘ্রকে দেখিয়া শয়ান গোসকল ভীত হইয়া গোষ্ঠমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

একাং জগ্রাহ বলবান্ সা চুক্রোশ ভয়াতুরা।
তস্যাস্তু ক্রন্দিতং শ্রুত্বা পৃষধ্রোঽনুসসার হ ॥ ৫ ॥
খড়্গমাদায় তরসা প্রলীনোড়ুগণে নিশি।
অজানন্নচ্ছিনোদ্বভ্রোঃ শিরঃ শার্দ্দূলশঙ্কয়া ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—বলবান্ (মহাবলঃ ব্যাঘ্রঃ) একাং (গাং) জগ্রাহ (বলাদাদদে) সা (গৌঃ) ভয়াতুরা (ভীতার্ত্তা সতী) চুক্রোশ (আক্রন্দিতবতী) তস্যাঃ ক্রন্দিতং (সত্রাস শব্দং) শ্রুত্বা পৃষধ্রঃ অনুসসার হ (শব্দমনুসৃত্য জগাম) প্রলীনোড়ুগণে (প্রলীনা উড়ুগণাঃ নক্ষত্রানি যস্মিন্ সময়ে, নক্ষত্রবিহীনে অত্যন্ধকারে ইত্যর্থঃ) নিশি (রাত্রৌ) তরসা (বেগেন) খড়্গং আদায় (গৃহীত্বা) অজানন্ (ইয়ং কপিলেতি অনবগচ্ছন্) শার্দ্দূলশঙ্কয়া (ব্যাঘ্রভীত্যা) বভ্রোঃ শিরঃ (কপিলায়াঃ মস্তকং) অচ্ছিনোৎ (চকর্ত্ত) ॥৫-৬॥

অনুবাদ—মহাবলশালী ব্যাঘ্র একটী গাভীকে আক্রমণ করিল, গাভীটি ভয়াতুরা হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলে পৃষধ্র উহার শব্দ শ্রবণ করিয়া তন্নিকটে গমন করিলেন। নক্ষত্রসমূহ অদৃশ্য হওয়ায় অন্ধকার অতীব গাঢ় হইয়াছিল; সেই অন্ধকার রাত্রিতে পৃষধ্র অতিবেগে খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক সমীপে উপস্থিত হইয়া শার্দ্দূল মনে করিয়া গাভীরই মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—নিশি রাত্রৌ তত্রাপি মেঘাবৃতত্বাৎ প্রলীনে নক্ষত্রগণে সতি অতএবাজানন্ ব্যাঘ্রশঙ্কয়া বভ্রোঃ কপিলায়া গোঃ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিশি'—রাত্রিকালে, তাহাতে আবার আকাশে তারাগণ মেঘে আবৃত থাকায়, 'অজানন্'—পৃষধ্র না জানিয়া ব্যাঘ্র মনে করিয়া একটি কপিলা গাভীর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন ॥ ৫-৬ ॥

ব্যাঘ্রোঽপি বৃক্‌ণশ্রবণো নিস্ত্রিংশাগ্রাহতস্ততঃ।
নিশ্চক্রাম ভৃশং ভীতো রক্তং পথি সমুৎসৃজন্‌ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তেন প্রহারেণ) নিস্ত্রিংশাগ্রাহতঃ (খড়্গাগ্রাঘাতপ্রাপ্তঃ) ব্যাঘ্রঃ অপি (ন কেবলং কপিলা) বৃক্‌ণশ্রবণঃ (ছিন্নকর্ণঃ সন্‌) ভৃশং (অতিশয়ং) ভীতঃ পথি রক্তং সমুৎসৃজন্‌ (ক্ষতস্থানাৎ রক্তং ত্যজন্‌) নিশ্চক্রাম (তস্মাৎ পলায়নং চক্রে) ॥৭

অনুবাদ—ব্যাঘ্রও খড়্গাগ্রভাগের আঘাতে ছিন্নকর্ণ হইয়া পথিমধ্যে রক্ত নিঃসৃত করিতে করিতে অত্যন্ত ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বৃক্‌ণশ্রবণঃ ছিন্নকর্ণঃ যতো নিস্ত্রিংশস্যাগ্রেণ আহতঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃক্‌ণশ্রবণঃ'—খড়্গের অগ্রভাগের আঘাতে সেই ব্যাঘ্রেরও একটি কর্ণ ছিন্ন হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

———

মন্যমানো হতং ব্যাঘ্রং পৃষধ্রঃ পরবীরহা।
অদ্রাক্ষীৎ স্বহতাং বভ্রুং ব্যুষ্টায়াং নিশি দুঃখিতঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—পরবীরহা (শত্রুদমনকারী) ব্যাঘ্রং হতং (খড়্গপ্রহারেণ ব্যাঘ্রো হত ইতি) মন্যমানঃ পৃষধ্রঃ ব্যুষ্টায়াং (প্রভাতায়াং) নিশি (রাত্রৌ) স্বহতাং বভ্রুং (কপিলাং) অদ্রাক্ষীৎ (অবলোকিতবান্‌) অতি দুঃখিতঃ (দৃষ্ট্বা অতীবকাতরঃ বভূব ইতি শেষঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শত্রুদমনকারী পৃষধ্র ব্যাঘ্রই নিহত হইয়াছে মনে করিয়াছিলেন কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইলে দেখিলেন, গত রাত্রিতে তৎকর্ত্তৃক গাভীটীই নিহত হইয়াছে, তখন অতীব দুঃখিত হইলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যুষ্টায়াং প্রভাতায়াং নিশি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ 'ব্যুষ্টায়াং নিশি'—রাত্রি প্রভাত হইলে ॥ ৮ ॥

———

তং শশাপ কুলাচার্য্যঃ কৃতাগসমকামতঃ।
ন ক্ষত্রবন্ধুঃ শূদ্রস্ত্বং কর্ম্মণা ভবিতাঽমুনা ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—কুলাচার্য্যঃ (বশিষ্ঠঃ) অকামতঃ কৃতাগসং (অজ্ঞাত্বাপি কৃতাপরাধং) তং (পৃষধ্রং) শশাপ (অভিশাপং দদৌ) অমুনা (গোবধরূপেণ) কর্ম্মণা ত্বং ক্ষত্রবন্ধুরপি (অধমক্ষত্রিয়োঽপি) ন ভবিতা (অপিতু) শূদ্রঃ (ভবিষ্যতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—পৃষধ্র না জানিয়া অপরাধ করিয়াছিলেন তথাপি কুলগুরু বশিষ্ঠ তাঁহাকে "তুই এই পাপ কর্ম্মদ্বারা ক্ষত্রবন্ধুও হইতে পারিবি না, শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবি" এই অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥৯॥

বিশ্বনাথ—অকামতোঽনিচ্ছাতোঽপি কৃতাপরাধং তং শশাপ। ন তু কৃপয়া প্রায়শ্চিত্তমুপদিদেশ অতিকোপেন বিচারাপগমাদিতি ভাবঃ, যতঃ কুলাচার্য্যঃ কুলপৌরোহিত্যস্য তমোবহুলত্বাৎ। কথং বিগর্হ্যং নু করোম্যধীশ্বরাঃ পৌরোধসং হৃষ্যতি যেন দুর্ম্মতিরিতি বিশ্বরূপোক্তেঃ। শাপমাহ ক্ষত্রবন্ধুরপি ত্বং ন ভবিতা অপি তু শূদ্র এব ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অকামতঃ'—পৃষধ্র অজ্ঞানতঃ অপরাধ করিলেও কুলগুরু তাঁহাকে অভিশাপ দান করিলেন। কিন্তু কৃপাপূর্ব্বক কোন প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ দিলেন না, অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল—এই ভাব। যেহেতু তিনি 'কুলাচার্য্যঃ'—কুলপৌরোহিত্য কর্ম্মে তমোগুণের আধিক্য থাকে। যেমন বিশ্বরূপের উক্তি—"কথং বিগর্হ্যং" (৬।৭।৩৬), অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি অকিঞ্চন এবং শিলোঞ্ছন বৃত্তিই যাঁহাদের ধন, আমি তাঁহাদিগের বৃত্তি দ্বারাই গৃহাশ্রমে সাধুদিগের কর্ত্তব্য সৎক্রিয়াসকল নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। দুর্মতি লোকে যে পৌরোহিত্য প্রাপ্ত হইলে হর্ষান্বিত হয়, আমার পক্ষে তাহা অতিঘৃণিত। অভিশাপ বলিতেছেন—'ন ক্ষত্রবন্ধুঃ', তুমি নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়রূপেও গণ্য হইবে না, অতএব শূদ্ররূপেই পরিচিত হইবে ॥ ৯ ॥

———

এবং শপ্তস্তু গুরুণা প্রত্যগৃহ্ণাৎ কৃতাঞ্জলিঃ।
অধারয়দ্‌ব্রতং বীর ঊর্দ্ধ্বরেতা মুনিপ্রিয়ম্‌ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—গুরুণা (কুলাচার্য্যেণ) এবং (শূদ্রো ভবিতেতি) শপ্তঃ তু (পৃষধ্রঃ) কৃতাঞ্জলিঃ প্রত্যগৃহ্ণাৎ (গুরুবাক্যং স্বীকৃতবান্‌) বীরঃ (সঃ) ঊর্দ্ধ্বরেতাঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ সন্‌) মুনিপ্রিয়ং ব্রতং

(ব্রহ্মচর্য্যম্) অধারয়ৎ (মুনিজনোচিতনিয়মবান্ অভূদিতি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—গুরুকর্ত্তৃক এই প্রকার অভিশপ্ত হইয়া পৃষধ্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাই স্বীকার করিলেন। সেই বীর উর্দ্ধরেতা হইয়া মুনিগণপ্রিয়ব্রত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতাঞ্জলিঃ সন্ শাপং মহাপ্রসাদমিব প্রত্যগৃহ্ণাদিতি। গুরুভক্তিলক্ষণং ন তু ত্বমপরামৃশ্য মহ্যং কিমিতি বৃথা শপসীতি প্রত্যুবাচেতি ভাবঃ। তেন পরিত্যক্তোঽপি গুরৌ ভক্তিমান্ নিষ্প্রত্যূহং নিস্তরতীতি প্রাকরণিকঃ সিদ্ধান্তো দ্যোতিতঃ। মুনিপ্রিয়ং ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতাঞ্জলিঃ'—গুরু-কর্ত্তৃক এরূপ অভিশপ্ত হইয়া পৃষধ্র মহাপ্রসাদের ন্যায় সেই অভিশাপ জোড়হাতে স্বীকার করিয়া লইলেন। এরূপই তাঁহার গুরুভক্তি, কিন্তু 'আপনি বিবেচনা না করিয়া কিজন্য আমাকে বৃথা অভিশাপ দিলেন'—ইহা বলেন নাই, এই ভাব। ইহার দ্বারা পরিত্যক্ত হইলেও শ্রীগুরুদেবে ভক্তিমান্ সাধক অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন—এরূপ প্রাকরণিক সিদ্ধান্ত ধ্বনিত হইল। 'মুনিপ্রিয়ং ব্রতং'—মুনিজনের প্রিয় ব্রত ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিলেন ॥ ১০ ॥

———

বাসুদেবে ভগবতি সর্ব্বাত্মনি পরেঽমলে।
একান্তিত্বং গতো ভক্ত্যা সর্ব্বভূতসুহৃৎসমঃ ॥ ১১ ॥
বিমুক্তসঙ্গঃ শান্তাত্মা সংযতাক্ষোঽপরিগ্রহঃ।
যদৃচ্ছয়োপপন্নেন কল্পয়ন্ বৃত্তিমাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
আত্মন্যাত্মানমাধায় জ্ঞানতৃপ্তঃ সমাহিতঃ।
বিচচার মহীমেতাং জড়ান্ধবধিরাকৃতিঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) বিমুক্তসঙ্গঃ (পরিত্যক্তসঙ্গঃ) শান্তাত্মা (শান্তঃ শমগুণবিশিষ্টঃ আত্মা যস্য সঃ) সংযতাক্ষঃ (সংযতে অক্ষিণী যেন সঃ) অপরিগ্রহঃ (বিষয়গ্রহণশূন্যঃ নিরাকাঙ্ক্ষ ইত্যর্থঃ) যদৃচ্ছয়া (ভাগ্যবশাৎ) উপপন্নেন (আগতেন খাদ্যাদিনা) আত্মনঃ বৃত্তিং কল্পয়ন্ (জীবিকাং বিনির্দ্দিশন্) সর্ব্বভূতসুহৃৎসমঃ (সর্ব্বপ্রাণিনাং বন্ধুসমঃ, সর্ব্বত্র তুল্যদৃষ্টিরিত্যর্থঃ) সর্ব্বাত্মনি (সর্ব্বান্তর্য্যামিণি) ভগবতি (ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনি) অমলে গুণকর্ম্মাদিভিরপরামৃষ্টে) পরে (পরমপুরুষে) বাসুদেবে ভক্ত্যা একান্তিত্বং গতঃ (একান্তভক্তিং প্রাপ্তবান্) জ্ঞানতৃপ্তঃ (জ্ঞানেন পরিতৃপ্তঃ) সমাহিতঃ (সংযতঃ সন্) আত্মনি (মনসি) আত্মানং (ভগবন্তং) আধায় (সংযুক্তং বিভাব্য) জড়ান্ধবধিরাকৃতিঃ (জড়ান্ধবধিরাণাং আকৃতিরিব আকৃতির্যস্য সঃ এতাং মহীং বিচচার (পরিবভ্রাম) ॥ ১১-১৩ ॥

অনুবাদ—তাহার পর তিনি (পৃষধ্র) সমস্ত সংসর্গ হইতে বিমুক্ত, শান্তচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নিস্পৃহভাবে যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে করিতে ভক্তিযোগপ্রভাবে সর্ব্বভূতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ও সমদর্শী হইলেন এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী, বিশুদ্ধসত্ত্ব পরমপুরুষ ভগবান্ বাসুদেবে ঐকান্তিকতা লাভ করিলেন। পরে জ্ঞানপরিতৃপ্ত হইয়া সংযতচিত্তে পরমাত্মায় চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনি মনসি আত্মানং ভগবন্তম্। জ্ঞানে তৃপ্তঃ কিন্তু ভক্ত্যাবতৃপ্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১১-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মনি আত্মানং'—নিজ মনে ভগবান্‌কে স্থাপন করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। 'জ্ঞানতৃপ্তঃ'—জ্ঞানে পরিতৃপ্ত, কিন্তু ভক্তিতে অতৃপ্ত—এই ভাব ॥ ১১-১৩ ॥

———

এবংবৃত্তো বনং গত্বা দৃষ্ট্বা দাবাগ্নিমুত্থিতম্।
তেনোপযুক্তকরণো ব্রহ্ম প্রাপ পরং মুনিঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—এবং বৃত্তঃ (এবং নিরাসক্তবৃত্তিঃ) মুনিঃ (পৃষধ্রঃ) বনং গত্বা উত্থিতং দাবাগ্নিঃ দৃষ্ট্বা তেন (দাবাগ্নিনা) উপযুক্তকরণঃ (দগ্ধদেহঃ সন্) পরং ব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণং) প্রাপ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপ ভাবাপন্ন মুনি পৃষধ্র বনে গমনপূর্ব্বক প্রজ্জ্বলিত দাবাগ্নি দর্শন করিলেন এবং তাহাতে দেহ দগ্ধ করিয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৪

বিশ্বনাথ—উপযুক্তকরণো দগ্ধদেহঃ, পরং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপযুক্তকরণঃ'—দাবানলে

নিজ দেহ দগ্ধ করিয়া, 'পরং ব্রহ্ম'—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

কবিঃ কনীয়ান্ বিষয়েষু নিস্পৃহো
বিসৃজ্য রাজ্যং সহ বন্ধুভির্বনম্ ।
নিবেশ্য চিত্তে পুরুষং স্বরোচিষং
বিবেশ কৈশোরবয়াঃ পরং গতঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—কনীয়ান্ (কনিষ্ঠঃ পুত্রঃ) কবিঃ কৈশোরবয়াঃ (অপ্রাপ্তযৌবনঃ) বিষয়েষু (রাজ্যভোগাদিষু) নিস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্যঃ) বন্ধুভিঃ সহ রাজ্যং বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) বনং বিবেশ (গতবান্) স্বরোচিষং (স্বপ্রকাশং) পুরুষং (আদিপুরুষং ভগবন্তং) চিত্তে নিবেশ্য (মনসা তমেব সর্ব্বদা ভাবয়ন্নিত্যর্থঃ) পরং গতঃ (পরমাত্মানং প্রাপ্তবান্) ॥১৫॥

অনুবাদ—কনিষ্ঠ পুত্র কবি কৈশোর বয়সেই বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া বন্ধুগণের সহিত রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিলেন এবং স্বপ্রকাশ পরমপুরুষ ভগবান্‌কে ভাবনা করিয়া চিত্তে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—কবেরপি বংশো নাভবদিত্যাহ কবিরিতি। বন্ধুভিঃ সহিতমেব রাজ্যং বিসৃজ্য বনং বিবেশ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মনুর কনিষ্ঠপুত্র কবিরও বংশ ছিল না, ইহা বলিতেছেন—'কবিঃ' ইত্যাদি। 'বন্ধুভিঃ সহ রাজ্যং'—বন্ধুগণের সহিত রাজ্য, অর্থাৎ আত্মীয় বান্ধব ও রাজত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

করূষান্মানবাদাসন্ কারূষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ ।
উত্তরাপথগোপ্তারো ব্রহ্মণ্যা ধর্ম্মবৎসলাঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—মানবাৎ (মনুপুত্রাৎ) করূষাৎ ক্ষত্রজাতয়ঃ আসন্ (কারূষনামকাঃ ক্ষত্রিয়া অভবন্) ব্রহ্মণ্যাঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ) ধর্ম্মবৎসলা (ধর্ম্মপরায়ণাঃ তে) উত্তরাপথগোপ্তারঃ (উত্তরাপথদেশরক্ষকাঃ বভূবুঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—মনুপুত্র করূষ হইতে কারূষ নামক এক ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল ; কারূষ ক্ষত্রিয়গণ সকলেই উত্তরাপথের পালক, ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন ॥ ১৬ ॥

ধৃষ্টাদ্ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ ।
নৃগস্য বংশঃ সুমতির্ভূতজ্যোতিস্ততো বসুঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ধৃষ্টাৎ (ধৃষ্টনামকমনুপুত্রাৎ) ধার্ষ্টং ক্ষত্রং অভূৎ, (যদ্ধি) ক্ষিতৌ (পৃথিব্যাং) ব্রহ্মভূয়ং গতং (ব্রাহ্মণত্বং প্রাপ্তম্) নৃগস্য (মানবস্য) বংশঃ (প্ররোহঃ) সুমতিঃ (ততঃ) ভূতজ্যোতিঃ (অভূৎ) ততঃ বসুঃ (তন্নাম অভবৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ধৃষ্ট নামক মনুপুত্র হইতে ধার্ষ্টনামে প্রসিদ্ধ এক ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হয়। তাঁহারা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুপুত্র নৃগ হইতে সুমতি, সুমতি হইতে ভূতজ্যোতি এবং ভূতজ্যোতি হইতে বসু জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মভূয়ং ব্রাহ্মণত্বং, বংশঃ পুত্রঃ ॥১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মভূয়ং'—ব্রাহ্মণত্ব, অর্থাৎ মনুপুত্র ধার্ষ্টগণ পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। 'বংশঃ'—বংশ বলিতে পুত্র, অর্থাৎ নৃগের পুত্র সুমতি ॥ ১৭ ॥

বসোঃ প্রতীকস্তৎপুত্র ওঘবানোঘবৎপিতা ।
কন্যা চোঘবতী নাম সুদর্শন উবাহ তাম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—বসোঃ প্রতীকঃ তৎপুত্রঃ (প্রতীকপুত্রঃ) ওঘবান্ ওঘবৎ পিতা (তৎপুত্রঃ অপি ওঘবান্ ইত্যর্থঃ) কন্যা চ ওঘবতীনাম তাং (কন্যাং) সুদর্শনঃ উবাহ (উপযেমে) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বসুর পুত্র প্রতীক, প্রতীকের পুত্র ওঘবান, ওঘবানের পুত্রের নাম ওঘবান্, এবং কন্যার নাম ওঘবতী, সুদর্শন ঐ ওঘবতীকে বিবাহ করেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ওঘবতঃ পিতেতি তৎপুত্রোঽপ্যোঘবানিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ওঘবৎপিতা'—ওঘবানের পুত্রের নামও ওঘবান্—এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

চিত্রসেনো নরিষ্যন্তাদৃক্ষস্তস্য সুতোঽভবৎ।
তস্য মীঢ্বাংস্ততঃ পূর্ণ ইন্দ্রসেনস্তু তৎসুতঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—নরিষ্যন্তাৎ চিত্রসেনঃ (অভূৎ) তস্য চিত্রসেনস্য) সুতঃ ঋক্ষঃ অভবৎ, তস্য (ঋক্ষস্য) মীঢ্বান্ (সুতঃ অভবৎ) ততঃ পূর্ণঃ (অভবৎ) ইন্দ্রসেনঃ তু তৎ সুতঃ (পূর্ণস্য তনয়ঃ অভবৎ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—নরিষ্যন্ত হইতে চিত্রসেন, চিত্রসেনের পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র মীঢ্বান্, মীঢ্বানের পুত্র পূর্ণ এবং পূর্ণপুত্র ইন্দ্রসেন ॥ ১৯ ॥

বীতিহোত্রস্ত্বিন্দ্রসেনাৎ তস্য সত্যশ্রবা অভূৎ।
উরুশ্রবাঃ সুতস্তস্য দেবদত্তস্ততোঽভবৎ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রসেনাৎ বীতিহোত্রঃ (অভূৎ) তস্য (বীতিহোত্রস্য) সত্যশ্রবাঃ অভূৎ, তস্য (সত্যশ্রবসঃ) সুতঃ উরুশ্রবাঃ ততঃ (উরুশ্রবসঃ) দেবদত্তঃ অভবৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রসেনের ঔরসে বীতিহোত্র উৎপন্ন হন, বীতিহোত্রের পুত্র সত্যশ্রবা, সত্যশ্রবার পুত্র উরুশ্রবা এবং উরুশ্রবার পুত্র দেবদত্ত ॥ ২০ ॥

ততোঽগ্নিবেশ্যো ভগবানগ্নিঃ স্বয়মভূৎ সুতঃ ॥
কানীন ইতি বিখ্যাতো জাতুকর্ণো মহানৃষিঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (দেবদত্তাৎ) অগ্নিবেশ্যঃ ভগবান্ অগ্নিঃ স্বয়ং সুতঃ (তস্য পুত্রঃ) অভূৎ (সঃ অগ্নিবেশ্যঃ এব) কানীনঃ জাতুকর্ণঃ ইতি বিখ্যাতঃ ঋষিঃ (অভূদিতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—দেবদত্ত হইতে অগ্নিবেশ্য জন্মগ্রহন করেন। ভগবান্ অগ্নি স্বয়ং ইঁহার পুত্র হইয়াছিলেন এবং ইনিই কানীন ও জাতুকর্ণ ঋষি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অগ্নিবেশ্য এব কানীন ইতি জাতুকর্ণ ইতি চ খ্যাতঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অগ্নিবেশ্যঃ'—অগ্নিবেশ্যই কানীন এবং জাতুকর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥২১

ততো ব্রহ্মকুলং জাতমাগ্নিবেশ্যায়নং নৃপ।
নরিষ্যন্তান্বয়ঃ প্রোক্তো দিষ্টবংশমতঃ শৃণু ॥২২॥

অন্বয়ঃ—হে নৃপ! ততঃ (অগ্নিবেশ্যাৎ) অগ্নিবেশ্যায়নং নাম ব্রহ্মকুলং জাতং (উৎপন্নং) নরিষ্যন্তান্বয়ঃ (নরিষ্যন্তস্য বংশঃ) প্রোক্তঃ (কথিত) অতঃ (অতঃপরং) দিষ্টবংশং শৃণু ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! অগ্নিবেশ্য হইতে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে ব্রাহ্মণকুল উৎপন্ন হইয়াছে। নরিষ্যন্তের বংশ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে দিষ্টের বংশ বলিতেছেন শ্রবণ কর ॥

নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ।
ভলন্দনঃ সুতস্তস্য বৎসপ্রীতির্ভলন্দনাৎ ॥ ২৩ ॥
বৎসপ্রীতেঃ সুতঃ প্রাংশুস্তৎসুতং প্রমতিং বিদুঃ।
খনিত্রঃ প্রমতেস্তস্মাচ্চাক্ষুষোঽথ বিবিংশতি ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—দিষ্টপুত্রঃ অন্যঃ (বক্ষ্যমাণোক্তাদ-পরঃ) নাভাগঃ কর্ম্মণা (বৈশ্যজাত্যুচিত কর্ম্মণা) বৈশ্যতাং গতঃ (প্রাপ্তঃ) তস্য (নাভাগস্য) সুতঃ ভলন্দনঃ (অভবৎ) ভলন্দনাৎ বৎসপ্রীতিঃ (তন্নামকঃ পুত্রঃ অভবৎ) বৎসপ্রীতেঃ সুতঃ প্রাংশুঃ, তৎসুতং (প্রাংশোঃ পুত্রং) প্রমতিং বিদুঃ (জানন্তি) প্রমতেঃ খনিত্রঃ (সুতঃ অভবৎ) তস্মাৎ (খনিত্রাৎ) চাক্ষুষঃ অথ (অনন্তরং চাক্ষুষাদিত্যর্থঃ) বিবিংশতিঃ (অজায়ত) ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—দিষ্টের নাভাগ নামে এক পুত্র ছিল, ইহার পরে যে নাভাগের কথা কীর্ত্তিত হইবে তিনি ইহা হইতে ভিন্ন, এই দিষ্টপুত্র নাভাগ কর্ম্মের দ্বারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাভাগের পুত্র ভলন্দন, ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রীতি, বৎসপ্রীতির পুত্র প্রাংশু, প্রাংশুপুত্র প্রমতি, প্রমতিপুত্র খনিত্র, খনিত্রের পুত্র চাক্ষুষ, এবং চাক্ষুষের পুত্র বিবিংশতি ॥ ২৩-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অন্য ইতি ভ্রান্তিবারণার্থং বক্ষ্যমাণান্নাভাগাদ্ভিন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাভাগঃ'—দিষ্টের পুত্রের নাভাগ। 'অন্যঃ'—ভ্রান্তি-নিবারণের জন্য বলিতেছেন, পরে যে নাভাগের কথা বলা হইবে, ইনি তাহা হইতে ভিন্ন, এই অর্থ ॥ ২৩-২৪ ॥

বিবিংশতেঃ সুতো রম্ভঃ খনীনেত্রোঽস্য ধাম্মিকঃ।
করন্ধমো মহারাজ তস্যাসীদাত্মজো নৃপঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—বিবিংশতেঃ সুতঃ রম্ভঃ (অভবৎ) অস্য (রম্ভস্য) ধাম্মিকঃ খনীনেত্রঃ (পুত্রঃ অজায়ত) হে মহারাজ! তস্য (খনীনেত্রস্য) আত্মজঃ নৃপঃ (রাজা) করন্ধমঃ আসীৎ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—বিবিংশতির পুত্র রম্ভ, রম্ভের পুত্র পরম ধাম্মিক খনীনেত্র, হে মহারাজ! এই খনীনেত্রের পুত্র রাজা করন্ধম ॥ ২৫ ॥

———

তস্যাবিক্ষিৎ সুতো যস্য মরুত্তশ্চক্রবর্ত্ত্যভূৎ।
সংবর্ত্তোঽযাজয়দ্ যং বৈ মহাযোগ্যঙ্গিরঃসুতঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—তস্য (করন্ধমস্য) সুতঃ অবিক্ষিৎ যস্য (সুতঃ) মরুত্তঃ চক্রবর্ত্তী অভূৎ, মহাযোগী অঙ্গিরঃ সুতঃ (অঙ্গিরসঃ পুত্রঃ) সংবর্ত্তঃ যং (মরুত্তং) অযাজয়ৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেই করন্ধমের পুত্র অবিক্ষিৎ, অবিক্ষিতের পুত্র মরুত্ত; ইনি রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। মহাযোগী অঙ্গিরতনয় সংবর্ত্তক এই মরুত্তকে এক যজ্ঞ করাইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

———

মরুত্তস্য যথা যজ্ঞো ন তথান্যোঽস্তি কশ্চন।
সর্ব্বং হিরন্ময়ং ত্বাসীদ্ যৎকিঞ্চাস্ত্যস্য শোভনম্ ॥২৭

অন্বয়ঃ—মরুত্তস্য যজ্ঞঃ যথা (প্রসিদ্ধঃ) অন্যঃ কশ্চন ন তথা (প্রসিদ্ধ ইতি ভাবঃ প্রসিদ্ধত্বে কারণমাহ) তু (পরন্ত) অস্য (মরুত্তস্য) যৎকিঞ্চ (যজ্ঞীয়পাত্রাদিকং) অস্তি (বর্ত্ততে) তৎসর্ব্বং হিরণ্ময়ং (হিরণ্যনিম্মিতং) আসীৎ (অতএব) শোভনং (অদ্ভুদিতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—মরুত্তরাজার যজ্ঞের ন্যায় আর কোন যজ্ঞ হয় নাই, তাঁহার যাহা কিছু যজ্ঞীয় পাত্রাদি ছিল সে সমস্তই সুবর্ণময়, সুতরাং অতীব সুন্দর ছিল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য যৎকিঞ্চ কিঞ্চিৎ পাত্রাদিকমস্তি আসীৎ তৎসর্ব্বং হিরণ্ময়ং শোভমানমাসীৎ ॥২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্য যৎ কিঞ্চ'—এই মরুত্ত রাজার যাহা কিছু যজ্ঞীয় পাত্রাদি ছিল, তাহা সমস্তই সুবর্ণময় এবং মনোহর ছিল ॥ ২৭ ॥

———

অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ।
মরুতঃ পরিবেষ্টারো বিশ্বেদেবাঃ সভাসদঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—(তস্মিন্ যজ্ঞে) ইন্দ্রঃ সোমেন (যজ্ঞীয় সোমরসপানেন) অমাদ্যৎ (হৃষ্টোঽভবৎ) দ্বিজাতয়ঃ (ব্রাহ্মণাঃ) দক্ষিণাভিঃ (অমাদ্যন্) মরুতঃ (বায়বঃ) পরিবেষ্টারঃ বিশ্বেদেবাঃ সভাসদঃ (সভ্যাঃ আসন্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—সেই যজ্ঞে ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন, দ্বিজগণ প্রচুর দক্ষিণা পাইয়া পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে বায়ু সকল পরিবেষ্টা এবং বিশ্বদেবগণ সভাসদ্ ছিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজাতয়ো বিপ্রা অপি অমাদ্যন্ অহৃষ্যন্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিজাতয়ঃ'—যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণও প্রচুর দক্ষিণালাভ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

———

মরুত্তস্য দমঃ পুত্রস্তস্যাসীদ্রাজবর্দ্ধনঃ।
সুধৃতিস্তৎসুতো জজ্ঞে সৌধৃতেয়ো নরঃ সুতঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—মরুত্তস্য দমঃ পুত্রঃ (দমনামক) পুত্রঃ (অজায়ত) তস্য (দমস্য) রাজবর্দ্ধনঃ (পুত্রং) আসীৎ তৎসুতঃ (তস্য রাজবর্দ্ধনস্য সুতঃ) সুধৃতিঃ, সৌধৃতেয়ঃ সুতঃ (সুধৃতেঃ পুত্রঃ) নরঃ জজ্ঞে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—মরুত্তের পুত্র দম, তৎপুত্র রাজবর্দ্ধন, রাজবর্দ্ধনের পুত্র সুধৃতি এবং সুধৃতিতনয় নর ॥২৯॥

———

তৎসুতঃ কেবলস্তস্মাৎ ধুন্ধুমান্ বেগবাংস্ততঃ।
বুধস্তস্যাভবদ্‌যস্য তৃণবিন্দুর্মহীপতিঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—তৎসুতঃ (তস্য নরস্য সুতঃ) কেবলঃ তস্মাৎ (কেবলাৎ) ধুন্ধুমান্, ততঃ (ধুন্ধুমতঃ) বেগবান্ তস্য (সুতঃ) বুধঃ (অভবৎ) যস্য

(বুধস্য) তৃণবিন্দুঃ (অজায়ত, স চ) মহীপতিঃ (রাজা বভূব) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—নরের পুত্র কেবল, তৎপুত্র ধুন্ধুমান্, ধুন্ধুমান্ হইতে বেগবানের জন্ম হয়, বেগবানের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র তৃণবিন্দু, ইনি পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

———

তং ভেজেঽলম্বুষা দেবী ভজনীয়গুণালয়ম্ ।
বরাপ্সরা যতঃ পুত্রাঃ কন্যা চেলবিলাভবৎ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—ভজনীয়গুণালয়ং (ভজনীয়ানাং গুণানাং আলয়ং আধারং বহুগুণযুক্তমিত্যর্থঃ) তং (তৃণবিন্দুং) বরাপ্সরাঃ (অপ্সরাণাং শ্রেষ্ঠা) অলম্বুষা দেবী ভেজে (স্বামিত্বেন বৃতবতী) যতঃ (অলম্বুষায়াং) পুত্রাঃ (কতি সংখ্যকা অভবন্) ইলবিলাচ কন্যা অভবৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ-অপ্সরা অলম্বুষা বহুগুণসম্পন্ন সুযোগ্য তৃণবিন্দুকে পতিত্বে বরণ করেন। অপ্সরা অলম্বুষার কতিপয় পুত্র এবং ইলবিলানাম্নী কন্যা হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—যতঃ যস্যাং, তৃণবিন্দোঃ পুত্রা বিশালাদ্যাঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ'—যস্যাং, যাহাতে, অর্থাৎ অপ্সরা অলম্বুষার গর্ভে তৃণবিন্দুর বিশালাদি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩১ ॥

———

যস্যামুৎপাদয়ামাস বিশ্রবা ধনদং সুতম্ ।
প্রাদায় বিদ্যাং পরমামৃষির্যোগেশ্বরঃ পিতুঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—যোগেশ্বর ঋষিঃ বিশ্রবাঃ পিতুঃ (সকাশাৎ) পরমাং বিদ্যাং প্রাদায় (প্রাপ্য) যস্যাং (ইলবিলায়াং) ধনদং সুতং জনয়ামাস (কুবেরং উৎপাদয়ামাস) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—মহাযোগী ঋষি বিশ্রবা পিতার নিকট হইতে তত্ত্ববিদ্যা লাভ করিয়া ইলবিলার গর্ভে ধনাধিপতি কুবের নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পিতুঃ সকাশাৎ বিদ্যাং প্রাদায় প্রাপ্য ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পিতুঃ'—পিতা পুলস্ত্যের নিকট হইতে পরম বিদ্যা লাভ করিয়া বিশ্রবা ঋষি (ইলবিলার গর্ভে কুবেরকে পুত্ররূপে উৎপাদন করিয়াছিলেন।) ॥ ৩২ ॥

———

বিশালঃ শূন্যবন্ধুশ্চ ধূম্রকেতুশ্চ তৎসুতাঃ ।
বিশালো বংশকৃদ্রাজা বৈশালীং নির্ম্মমে পুরীম্ ॥৩৩

অন্বয়ঃ—তৎসুতাঃ (তস্য তৃণবিন্দোঃ পুত্রাঃ) বিশালঃ শূন্যবন্ধুঃ চ ধূম্রকেতুঃ চ। বংশকৃৎ (প্রজাদিনা বংশরক্ষকঃ) বিশালঃ রাজা বৈশালীং পুরীং নির্ম্মমে (বৈশালীনাম্নীং পুরীং চকার) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তৃণবিন্দুর বিশাল, শূন্যবন্ধু, ধূম্রকেতু—এই তিন পুত্র ; তন্মধ্যে বংশরক্ষক বিশালরাজা বৈশালী নাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য তৃণবিন্দোঃ সুতাঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎসুতাঃ'—তৃণবিন্দুর পুত্রগণের নাম বিশাল, শূন্যবন্ধু ও ধূম্রকেতু ॥ ৩৩ ॥

———

হেমচন্দ্রঃ সুতস্তস্য ধূম্রাক্ষস্তস্য চাত্মজঃ ।
তৎপুত্রাৎ সংযমাদাসীৎ কৃশাশ্বঃ সহদেবজঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—তস্য (বিশালস্য রাজ্ঞঃ) হেমচন্দ্রঃ সুতঃ তস্য চ (হেমচন্দ্রস্য) আত্মজঃ (পুত্রঃ) ধূম্রাক্ষঃ, তৎপুত্রাৎ (তস্য ধূম্রাক্ষস্য পুত্রাৎ) সংযমাৎ সহদেবজঃ (দেবজেন সহিতঃ কৃশাশ্বঃ আসীৎ (অভবৎ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, তৎপুত্র ধূম্রাক্ষ, ধূম্রাক্ষতনয় সংযম, এবং সংযমের পুত্র দেবজ ও কৃশাশ্ব ॥ ৩৪ ॥

———

কৃশাশ্বাৎ সোমদত্তোঽভূদ্‌যোঽশ্বমেধৈরিড়স্পতিম্ ।
ইষ্ট্বা পুরুষমাপাগ্র্যাং গতিং যোগেশ্বরাশ্রিতাম্ ॥৩৫
সৌমদত্তিস্তু সুমতিস্তৎপুত্রো জনমেজয়ঃ ।
এতে বৈশালভূপালাস্তৃণবিন্দোর্যশোধরাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—কৃশাশ্বাৎ সোমদত্তঃ অভূৎ যঃ (সোমদত্তঃ) অশ্বমেধৈঃ (যজ্ঞবিশেষৈঃ ইড়স্পতিং (যজ্ঞেশ্বরং) পুরুষং (বিষ্ণুং) ইষ্ট্বা (যাজয়িত্বা) যোগেশ্বরাশ্রিতাং (যোগেশ্বরৈঃ লভ্যাং) অগ্র্যাং (শ্রেষ্ঠাং) গতিং আপ (প্রাপ্তবান্) সৌমদত্তিঃ তু (সোমদত্তাপত্যং সুমতিং, তৎপুত্র জনমেজয়ঃ (অভবৎ) এতে বৈশালভূপালাঃ (বিশালস্যান্বয়ে জাতাঃ রাজানঃ) তৃণবিন্দোঃ যশোধরাঃ (তৃণবিন্দোঃ কীর্ত্তিরক্ষকাঃ) ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—যিনি অশ্বমেধযজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিয়া মহাযোগিগণের প্রাপ্য অতি উত্তম গতি লাভ করিয়াছিলেন সেই সোমদত্ত কৃশাশ্বের পুত্র ছিলেন, সোমদত্তের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র জনমেজয়। বিশালরাজার বংশোদ্ভূত রাজন্যবর্গ তৃণবিন্দুর কীর্ত্তিরক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দ্বিতীয়ো নবমস্যাভূৎ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।২ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য,
বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

**শর্য্যাতির্মানবো রাজা ব্রহ্মিষ্ঠঃ সম্বভূব হ।
যো বা অঙ্গিরসাং সত্রে দ্বিতীয়মহরূচিবান্ ॥ ১ ॥**

গৌড়ীয় ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মনুপুত্র শর্য্যাতির বংশবিবরণ, সৌকন্যাখ্যান ও রৈবতাখ্যান কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যিনি অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিবসের কৃত্য সমূহ উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই দেবজ্ঞ শর্য্যাতি নিজ কন্যা সুকন্যার সহিত চ্যবন মুনির আশ্রমে গমন করেন, তথায় সুকন্যা বল্মীক-গর্ত্তে দুইটী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দেখিয়া দৈব-প্রেরণাবশতঃ উহা বিদ্ধ করিয়া ফেলেন। বিদ্ধ হইবামাত্র ঐ জ্যোতিঃ হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে। এদিকে শর্য্যাতির ও তৎসঙ্গিগণের মলমূত্র নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা দেখিয়া শর্য্যাতি এইরূপ হইবার কারণ অনুসন্ধানে সুকন্যার কৃত অপরাধ জানিতে পারেন এবং বহু স্তবদ্বারা চ্যবন মুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া মুনির অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন।

চ্যবন মুনি অতি বৃদ্ধ ছিলেন। একদা তদীয় আশ্রমে চিকিৎসকবর অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপস্থিত হইলে মুনি তাঁহাদের নিকট নিজ যৌবনত্ব প্রার্থনা করিলেন এবং তদ্বিনিময়ে মুনি তাঁহাদিগকে যজ্ঞীয় সোমরস পানাধিকার প্রদান করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। চ্যবন মুনির প্রার্থনায় অশ্বিনীকুমারদ্বয় মুনিকে লইয়া এক হ্রদে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে তাঁহারা তিনজনেই সমান রূপ ও যৌবনসম্পন্ন হইয়া যখন ঐ হ্রদ হইতে উত্থিত হইলেন, তখন সুকন্যা নিজ স্বামীকে চিনিতে না পারিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্বামী মনে করিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হন; কিন্তু অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার পাতিব্রত্য ধর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। ইহার পর চ্যবন শর্য্যাতিকে সোমযজ্ঞ করাইয়া সোমরস অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রদান করেন; তাহাতে ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু কোন অনিষ্ট

সাধনে সমর্থ হন নাই। এই সময় হইতে অশ্বিনী কুমারদ্বয় যজ্ঞে সোমরসভাগী হইয়াছেন।

শর্য্যাতির উত্তানবর্হি, আনর্ত্ত ও ভূরিসেন নামক তিনটী পুত্র ছিল। আনর্ত্তপুত্র রেবতের একশত পুত্র-মধ্যে ককুদ্মী জ্যেষ্ঠ। এই ককুদ্মী ব্রহ্মার উপদেশে স্বীয় কন্যা রেবতীকে বিষ্ণুতত্ত্বমূল বলদেবকে দান করিয়া স্বয়ং বদরিকাশ্রমে তপস্যার্থে গমন করেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—মানবঃ (মনুপুত্রঃ) শর্য্যাতিঃ (মনোঃ তৃতীয়পুত্রঃ) ব্রহ্মিষ্ঠঃ (বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞঃ) রাজা সংবভূব হ, যঃ (শর্য্যাতিঃ) বা অঙ্গি-রসাং সত্রে (যজ্ঞে) দ্বিতীয়মহঃ (দ্বিতীয়েঽহ্নি ক্রিয়-মাণং কর্ম্ম) ঊচিবান্ (কথয়ামাস) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—(হে রাজন্), মনুর পুত্র শর্য্যাতি অতিশয় বেদার্থতত্ত্ববিৎ রাজা ছিলেন, তিনি অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিবসের কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

শর্য্যাতের্মনুপুত্রস্য সুকন্যা চ্যবনং পতিং।
লেভে তৃতীয়ে শর্য্যাতিবংশ্যা শ্রীরেবতী বলং॥

ব্রহ্মিষ্ঠঃ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞঃ, তদেবাহ যো বা ইতি। দ্বিতীয়মহঃ দ্বিতীয়েঽহ্নি ক্রিয়মাণং কর্ম্ম ঊচিবান্ তত্র ব্যবস্থামুবাচ ॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই তৃতীয় অধ্যায়ে মনুপুত্র শর্য্যাতির তনয়া সুকন্যা চ্যবন ঋষিকে এবং শর্য্যাতি-বংশীয় ককুদ্মীর কন্যা শ্রীরেবতী বলদেবকে পতিরূপে লাভ করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'ব্রহ্মিষ্ঠঃ'—মনুর পুত্র শর্য্যাতি বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, তাহাই বলিতেছেন—'যো বা' ইত্যাদি, অর্থাৎ যিনি অঙ্গিরাগণের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিবসের করণীয় কর্ম্মসমূহের উপদেশ দান করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

———

সুকন্যা নাম তস্যাসীৎ কন্যা কমললোচনা।
তয়া সার্দ্ধং বনগতো হ্যগমচ্চ্যবনাশ্রমম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (শর্য্যাতেঃ) কমললোচনা (পদ্ম-নয়না) সুকন্যানাম কন্যা আসীৎ, তয়া (সুকন্যয়া) সার্দ্ধং বনং গতঃ (স রাজা) চ্যবনাশ্রমং (চ্যবন-মুনেরাশ্রমং) অগমৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সেই শর্য্যাতির কমললোচনা সুকন্যা নামে একটি কন্যা ছিল, ঐ কন্যার সহিত বনে গমন-পূর্ব্বক রাজা শর্য্যাতি চ্যবনমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

———

সা সখীভিঃ পরিবৃতা বিচিন্বন্ত্যঙ্ঘ্রিপান্ বনে।
বল্মীকরন্ধ্রে দদৃশে খদ্যোতে ইব জ্যোতিষী ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—সা (সুকন্যা) সখীভিঃ পরিবৃতা (পরিবেষ্টিতা সতী) বনে অঙ্ঘ্রিপান্ (দ্রুমান্ ইতি কথিতং কর্ম্ম অতো দ্রুমেভ্য ইত্যর্থঃ) বিচিন্বন্তী (ফল-কুসুমাদীনি আহরন্তী) বল্মীক-রন্ধ্রে (বল্মীক-বীলে) খদ্যোতে ইব জ্যোতিষী দদর্শ (দৃষ্টবতী) ॥৩॥

অনুবাদ—সেই সুকন্যা সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া বনস্থিত বৃক্ষসকলের ফল-আহরণ করিতে করিতে বল্মীকগর্ত্তে খদ্যোতের ন্যায় দুইটী জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলেন ॥ ৩ ॥

———

তে দৈবচোদিতা বালা জ্যোতিষী কণ্টকেন বৈ।
অবিধ্যন্মুগ্ধভাবেন সুস্রাবাসৃক্ ততো বহিঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—দৈবচোদিতা (ভাগ্যপ্রেরিতা ইব) সা বালা (সুকন্যা) মুগ্ধভাবেন (অজ্ঞাতবস্তুস্বরূপতয়া বালভাবত্বেন বা) কণ্টকেন তে বৈ জ্যোতিষী (বল্মীকান্তর্নিহিত মুনি চক্ষুষী) অবিধ্যৎ (অতা-ড়য়ৎ) ততঃ (তাভ্যাং) অসৃক্ (রুধিরং) বহিঃ সুস্রাব (নির্জগাম) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—দৈবপ্রেরণাবশতঃই যেন ঐ কন্যা মুগ্ধা হইয়া কণ্টকদ্বারা ঐ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দুইটি বিদ্ধ করিলেন, বিদ্ধ হইবামাত্র ঐ স্থান হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

———

শকৃন্মূত্রনিরোধোঽভূৎ সৈনিকানাঞ্চ তৎক্ষণাৎ।
রাজর্ষিস্তমুপালক্ষ্য পুরুষান্ বিস্মিতোঽব্রবীৎ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—তৎক্ষণাৎ সৈনিকানাং চ শকৃন্মূত্র-নিরোধঃ (মলমূত্র নিরোধঃ) অভূৎ, রাজর্ষিঃ (শর্য্যাতিঃ) তং (সৈনিকানাং মলমূত্র নিরোধং)

উপালক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিস্মিতঃ (চমৎকৃতঃ সন্) পুরুষান্ অব্রবীৎ (সহচরান্ উবাচ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তৎক্ষণাৎ শর্য্যাতির সৈন্যগণের মলমূত্র নিরুদ্ধ হইল, রাজর্ষি শর্য্যাতি তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সহচরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫ ॥

অপ্যভদ্রং ন যুষ্মাভির্ভার্গবস্য বিচেষ্টিতম্ ।
ব্যক্তং কেনাপি নস্তস্য কৃতমাশ্রমদূষণম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অহো !) যুষ্মাভিঃ ভার্গবস্য (চ্যবনস্য) অভদ্রং (অপরাধঃ) বিচেষ্টিতম্ (আচরিতং ?) নঃ (অস্মাকং মধ্যে) কেনাপি ব্যক্তং আশ্রমদূষণং কৃতং (নিশ্চিতমেব আশ্রমপীড়া কেনাপি কৃতা) ॥৬॥

অনুবাদ—কি আশ্চর্য্য ! তোমরা কি কেহ ভৃগুনন্দন চ্যবনের কোন অনিষ্ট করিয়াছ ! নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেহ না কেহ আশ্রমের অপরাধজনক কার্য্য করিয়াছে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিচেষ্টিতং কৃতং নোঽস্মাকং মধ্যে কেনাপি বা ন কৃতম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিচেষ্টিতং কৃতং'—আমাদের মধ্যে কেহ চ্যবন মুনির আশ্রমের অপরাধজনক কার্য্য করে নাই ত ? (নিশ্চয়ই কেহ অনিষ্ট আচরণ করিয়াছে, অন্যথা এরূপ উপদ্রব হইত না—এই ভাব ।) ॥ ৬ ॥

সুকন্যা প্রাহ পিতরং ভীতা কিঞ্চিৎ কৃতং ময়া ।
দ্বে জ্যোতিষী অজানন্ত্যা নির্ভিন্নে কণ্টকেন বৈ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—সুকন্যা ভীতা (ভয়াকুলাসতী) ময়া কিঞ্চিৎ (দূষণং) কৃতং (কিং কৃতং ? তত্রাহ) অজানন্ত্যা (অজ্ঞাততত্ত্বয়া ময়া) কণ্টকেন বৈ দ্বে জ্যোতিষী নির্ভিন্নে (বিদারিতে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সুকন্যা ভয়াকুলা হইয়া পিতাকে বলিলেন,—"আমি কিঞ্চিৎ অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, না জানিয়া কণ্টক দ্বারা দুইটি জ্যোতিঃ বিদীর্ণ করিয়াছি" ॥ ৭ ॥

দুহিতুস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা শর্য্যাতির্জাতসাধ্বসঃ ।
মুনিং প্রসাদয়ামাস বল্মীকান্তর্হিতং শনৈঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—দুহিতুঃ (কন্যায়াঃ) তৎ (পূর্ব্বোক্তং) বচঃ শ্রুত্বা শর্য্যাতিঃ জাতসাধ্বসঃ (জাতং সাধ্বসং ভয়ং যস্য স ভীতঃ সন্নিত্যর্থঃ) বল্মীকান্তর্হিতং (বল্মীক মৃত্তিকয়াচ্ছাদিতং) মুনিং শনৈঃ (ক্রমশঃ বহু প্রার্থনয়া ইত্যর্থঃ) প্রসাদয়ামাস (স্তুতিভিঃ প্রসন্নং চকার) ॥ ৮ ।

অনুবাদ—কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া শর্য্যাতি অতিশয় ভীত হইয়া বল্মীকমধ্যস্থিত চ্যবনমুনিকে বহু প্রকার স্তুতি দ্বারা ক্রমশঃ প্রসন্ন করিলেন ॥ ৮ ॥

তদভিপ্রায়মাজ্ঞায় প্রাদাদ্দুহিতরং মুনেঃ ।
কৃচ্ছ্রান্মুক্তস্তমামন্ত্র্য পুরং প্রায়াৎ সমাহিতঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—সমাহিতঃ (সংযতমনাঃ শর্য্যাতিঃ) মুনেঃ তদভিপ্রায়ং (মুনে অভিলষিতং) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) দুহিতরং প্রাদাৎ (তস্মৈ মুনয়ে কন্যাং সমর্পয়ামাস) কৃচ্ছ্রাৎমুক্তঃ (বিপন্মুক্তঃ সন্) তং (মুনিং) আমন্ত্র্য পুরং প্রায়াৎ (স্বপুরং গতবান্) ॥৯

অনুবাদ—সংযতচিত্ত শর্য্যাতি চ্যবনমুনির অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে ঐ কন্যা সমর্পণ করিলেন এবং অতিকষ্টে বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া মুনির অনুমতি অনুসারে স্বীয় ভবনে গমন করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—মুগ্ধেয়ং মম কন্যা ক্ষম্যতামিত্যুচ্যমানে, কীদৃশী তে কন্যা তস্যা বিবাহোঽভূন্ন বেতি বক্তুস্তস্যাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা তস্মৈ মুনয়ে দুহিতরং প্রাদাৎ ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদভিপ্রায়ং'—'আমার এই সরলস্বভাবা কন্যা, অতএব ক্ষমা করুন', রাজা এরূপ বলিলে, চ্যবন ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন তোমার কন্যা ? তাহার বিবাহ হইয়াছে বা হয় নাই ?'—এইরূপ বক্তার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া রাজা শর্য্যাতি তাঁহারই হস্তে স্বীয় কন্যা সমর্পণ করিলেন ॥ ৯ ॥

সুকন্যা চ্যবনং প্রাপ্য পতিং পরমকোপনম্ ।
প্রীণয়ামাস চিত্তজ্ঞা অপ্রমত্তানুবৃত্তিভিঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সুকন্যা পরমকোপনং (অত্যুগ্রস্বভাবং) চ্যবনং পতিং প্রাপ্য (পতিত্বেন লব্ধ্বা) চিত্তজ্ঞা (চিত্তং জানাতীতি যা সা চিত্তজ্ঞা, অবগত-চ্যবন মনোভাবা) অপ্রমত্তা (সাবধানা সতী) অনুবৃত্তিভিঃ (অনুসরণৈঃ) প্রীণয়ামাস (তোষয়ামাস) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অতিশয় উগ্রস্বভাব চ্যবনমুনিকে পতি-রূপে প্রাপ্ত হওয়ায় সুকন্যা চ্যবনের হৃদয়গত ভাব অবগত হইয়া সাবধানে তদনুযায়ী কার্য্যদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

———

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য নাসত্যাবাশ্রমাগতৌ ।
তৌ পূজয়িত্বা প্রোবাচ বয়ো মে দত্তমীশ্বরৌ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) কস্যচিৎ কালস্য (কালে গতে ইত্যর্থঃ, ষষ্ঠী সপ্তম্যোরর্থং প্রত্যভেদাদিতি) নাসত্যৌ (অশ্বিনী কুমারৌ, স্বর্বৈদ্যৌ) আশ্রমমাগতৌ (চ্যবনস্য আশ্রমং প্রাপ্তৌ) তৌ (অশ্বিনীকুমারৌ) পূজয়িত্বা প্রোবাচ (চ্যবনঃ আহেতি শেষঃ) হে ঈশ্বরৌ (স্বর্বৈদ্যৌ) মে বয়ঃ দত্তং (যৌবনং দীয়তামিত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কিছু কাল গত হইলে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় চ্যবনাশ্রমে আগমন করিলেন, চ্যবনমুনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পূজা করিয়া বলিলেন, আপনারা যৌবনদানে সমর্থ, আমাকে যৌবনত্ব প্রদান করুন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কস্যচিৎ কস্মিংশ্চিৎ, প্রোবাচ চ্যবনঃ। হে ঈশ্বরৌ যৌবনদানে সমর্থৌ ॥ ১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কস্যচিৎ'—কস্মিংশ্চিৎ (এখানে সপ্তমীর অর্থে ষষ্ঠী হইয়াছে), কোন সময়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, চ্যবন মুনি বলিলেন—'হে ঈশ্বরৌ', অর্থাৎ আপনারা যৌবনদানে সমর্থ, অতএব আমাকে যৌবন দান করুন ॥ ১১ ॥

———

গ্রহং গ্রহীষ্যে সোমস্য যজ্ঞে বামপ্যসোমপোঃ ॥
ক্রিয়তাং মে বয়ো রূপং প্রমদানাং যদীপ্সিতম্ ॥১২

অন্বয়ঃ—যজ্ঞে অসোমপোঃ অপি (সোমপানে বঞ্চিতয়োরপি) বাং (যুবয়োঃ) সোমস্য গ্রহং (সোমপূর্ণপাত্রং) গ্রহীষ্যে (দাস্যামি)—প্রমদানাং (কামিনীনাং) যদীপ্সিতং (অভিলষিতং তদিত্যর্থঃ) মে (মম) বয়ঃরূপং (যৎ-বয়ঃরূপঞ্চ স্ত্রীজনপ্রিয়ং) ক্রিয়তাং (সম্পাদ্যতাম্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞে আপনারা সোমরসপানে বঞ্চিত থাকেন, আমি আপনাদিগকে সোমরসপূর্ণ পাত্র প্রদান করিব, আপনারা আমার স্ত্রীজনের অভিপ্রেত রূপ ও যৌবন সম্পাদন করিয়া দিউন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—সোমস্য গ্রহং সোমপূর্ণপাত্রং গ্রহীষ্যে যুবাং সোমেন যক্ষ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সোমস্য গ্রহং'—সোমপূর্ণ পাত্র, অর্থাৎ যজ্ঞে আপনাদের সোমপানের ব্যবস্থা না থাকিলেও, আমি যজ্ঞে আপনাদিগকে সোমপূর্ণ পাত্র দান করিব, অর্থাৎ সোমের দ্বারা যজ্ঞ করিব, এই অর্থ ॥ ১২ ॥

———

বাঢ়মিত্যূচতুর্বিপ্রমভিনন্দ্য ভিষক্তমৌ ।
নিমজ্জতাং ভবানস্মিন্ হ্রদে সিদ্ধবিনির্ম্মিতে ॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ—ভিষক্তমৌ (চিকিৎসকশ্রেষ্ঠৌ) বিপ্রং (চ্যবনং) অভিনন্দ্য বাঢ়ং ইতি ঊচতুঃ (তদেবাস্তু ইতি স্বীকৃতবন্তৌ) ভবান্ অস্মিন্ সিদ্ধ-বিনির্ম্মিতে হ্রদে নিমজ্জতাং (নিমগ্নঃ ভব তদা তে তারুণ্য ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনের বাক্য আনন্দের সহিত অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে, আপনি এই সিদ্ধ-বিনির্ম্মিতহ্রদে নিমগ্ন হউন ॥ ১৩ ॥

———

ইত্যুক্তো জরয়া গ্রস্ত-দেহো ধমনিসন্ততঃ ।
হ্রদং প্রবেশিতোঽশ্বিভ্যাং বলীপলিতবিগ্রহঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—জরয়া গ্রস্তদেহঃ (জরাজীর্ণশরীরঃ অতএব) বলীপলিতবিগ্রহঃ (বলিভিঃ পলিতেন চ উপলক্ষ্যমানো দেহঃ যস্য সঃ) ধমনি সন্ততঃ (অতি বৃদ্ধঃ ইতি যাবৎ চ্যবনঃ) ইতি উক্তঃ (এবং কথিতঃ সন্) অশ্বিভ্যাং (তমতিবৃদ্ধং গৃহীত্বা) হ্রদং প্রবেশিতঃ (তাবপি প্রবিষ্টাবিত্যর্থঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—এই কথা বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় জরাজীর্ণশরীর বলিপলিতগাত্র (লোলচর্ম্ম) অতি বৃদ্ধ চ্যবনমুনিকে গ্রহণপূর্ব্বক সেই হ্রদে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অশ্বিভ্যাং প্রবেশিত ইতি তমতিবৃদ্ধং গৃহীত্বা তাবপি প্রবিষ্টাবিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অশ্বিভ্যাং প্রবেশিতঃ'—অশ্বিনীকুমারদ্বয় মুনিকে সেই হ্রদে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, অর্থাৎ অতিবৃদ্ধ মুনিকে লইয়া তাঁহারাও সেই হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

———

পুরুষাস্ত্রয় উত্তস্থু রপীব্যা বনিতাপ্রিয়াঃ ।
পদ্মস্রজঃ কুণ্ডলিনস্তুল্যরূপাঃ সুবাসসঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) অপীব্যাঃ (অতিসুন্দরাঃ) বনিতাপ্রিয়াঃ (প্রমদানাং প্রীতিদাঃ) পদ্মস্রজঃ কুণ্ডলিনঃ (কর্ণে কুণ্ডলধারিণঃ সুবাসসঃ (শোভনানি বাসাংসি যেষাং) তুল্যরূপাঃ (সমাকৃতয়ঃ) ত্রয়ঃ পুরুষাঃ উত্তস্থুঃ (হ্রদাদুত্থিতবন্তঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ঐ হ্রদ হইতে প্রমদাগণের প্রীতিদায়ক পরমসুন্দর পদ্মমালা ও কুণ্ডলধারী সুন্দরবসন-ভূষিত তুল্যাকৃতি তিনটী পুরুষ উত্থিত হইল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অপীব্যা অতিসুন্দরাঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপীব্যাঃ'—অতিসুন্দর, অর্থাৎ সেই হ্রদ হইতে তুল্যরূপসম্পন্ন তিনটি পুরুষ উঠিয়া আসিলেন ॥ ১৫ ॥

———

তান্ নিরীক্ষ্য বরারোহা সরূপান্ সূর্য্যবর্চ্চসঃ ।
অজানতী পতিং সাধ্বী অশ্বিনৌ শরণং যযৌ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—বরারোহা (সা সুন্দরী) সরূপান্ (তুল্যাকৃতীন্) সূর্য্যবর্চ্চসঃ (সূর্য্যস্য বর্চ্চঃ তেজঃ ইব বর্চ্চো যেষাং তান্, অতীব তেজস্বিনঃ ইত্যর্থঃ) তান্ (চ্যবনাদীন্) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) পতিং অজানতী (কো মম পতিঃ ইতি নিশ্চেতুসমর্থা সতী) অশ্বিনৌ শরণং যযৌ (আশ্রয়ং প্রাপ্তবতী, যুবাং পৃথক্ স্থিত্বা মৎপতিং দর্শয় তং ইতি প্রার্থয়ামাস ইত্যর্থঃ) ॥১৬॥

অনুবাদ—সেই পতিব্রতা সুন্দরী তুল্যাকৃতি সূর্য্যসমতেজস্বী পুরুষত্রয়কে অবলোকন করিয়া ঐ তিন জনের মধ্যে 'কে তাঁহার পতি' তাহা বুঝিতে না পারিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাপন্না হইলেন ॥১৬॥

বিশ্বনাথ—অস্মাসু মধ্যে স্বপতিং পরিচিত্য গৃহাণেতি তৈরুক্তে যুষ্মাসু মধ্যে যাবশ্বিনৌ তৌ মাং কৃপয়তাং মৎপতিং জ্ঞাপয়তামিত্যশ্বিনৌ শরণং যযৌ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অশ্বিনৌ শরণং যযৌ'—'আমাদের তিন জনের মধ্যে নিজের পতিকে চিনিয়া গ্রহণ কর'—এরূপ তাঁহারা বলিলে, পতিব্রতা সুকন্যা 'আপনাদের মধ্যে যাঁহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তাঁহারাই আমার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক আমার পতিকে জানাইয়া দিন'—এরূপ বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ১৬ ॥

———

দর্শয়িত্বা পতিং তস্যৈ পাতিব্রত্যেন তোষিতৌ ।
ঋষিমামন্ত্র্য যযতুর্বিমানেন ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—পাতিব্রত্যেন (পাতিব্রত্য-ধর্ম্মপালনেন) তোষিতৌ (প্রীতৌ অশ্বিনীকুমারৌ) তস্যৈ (সুকন্যায়ৈ) পতিং দর্শয়িত্বা ঋষিং (চ্যবনং) আমন্ত্র্য (সম্বোধ্য) বিমানেন (তদাখ্যেন যানেন) ত্রিবিষ্টপং যযতুঃ (স্বর্গং গতবন্তৌ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার পাতিব্রত্য-ধর্ম্মদর্শনে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহার পতিকে দেখাইয়া ঋষিকে সম্ভাষণপূর্ব্বক বিমানযোগে স্বর্গধামে গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥

———

যক্ষ্যমানোহথ শর্য্যাতিশ্চ্যবনস্যাশ্রমং গতঃ ।
দদর্শ দুহিতুঃ পার্শ্বে পুরুষং সূর্য্যবর্চ্চসম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) যক্ষ্যমাণঃ (যষ্টুমিচ্ছন্) শর্য্যাতিঃ চ্যবনস্য আশ্রমং গতঃ (প্রাপ্তঃ সন্) দুহিতুঃ (কন্যায়াঃ) পার্শ্বে সূর্য্যবর্চ্চসং (সূর্য্যতেজঃসম্পন্নং) পুরুষং দদর্শ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়া শর্য্যাতি চ্যবনমুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক কন্যার পার্শ্বে

সূর্য্যসম তেজস্বী একটী পুরুষ দেখিতে পাইলেন ॥ ১৮ ॥

———

রাজা দুহিতরং প্রাহ কৃতপাদাভিবন্দনাম্‌।
আশিষশ্চাপ্রযুঞ্জানো নাতিপ্রীতিমনা ইব ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—রাজা (শর্য্যাতিঃ) কৃতপাদাভিবন্দনাং (কৃতপ্রণামাং) দুহিতরং আশিষশ্চ অপ্রযুঞ্জানঃ (আশীর্বচনপ্রয়োগমকুর্ব্বন্নেব) নাতিপ্রীতমনাঃ ইব (অসন্তুষ্টচিত্তঃ ইব) প্রাহ (ব্রবীতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—রাজা শর্য্যাতি প্রণতা স্বকন্যাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

———

চিকীর্ষিতং তে কিমিদং পতিস্ত্বয়া
প্রলম্ভিতো লোকনমস্কৃতো মুনিঃ।
যৎ ত্বং জরাগ্রস্তমসত্যসম্মতং।
বিহায় জারং ভজসেঽমুমধ্বগম্‌ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—হে অসতি ! তে (তব) কিমিদং চিকীর্ষিতং ? (কিং কর্ত্তুং অভিলষিতং ?) ত্বয়া লোকনমস্কৃতঃ (সর্ব্বজনপূজ্যঃ মুনিঃ) পতিঃ প্রলম্ভিতঃ (বঞ্চিতঃ) যৎ ত্বং জরাগ্রস্তং অসম্মতং (অতিবৃদ্ধং অতঃ অপ্রিয়ং পতিং) বিহায় (ত্যক্ত্বা) অমুং অধ্বগং (পথিকং) জারং (উপপতিং) ভজসে ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে অসতি ! তুমি কি করিতে অভিলাষী হইয়াছ ? তুমি তোমার পতি সর্ব্বজনপূজ্য মুনিকে বঞ্চনা করিয়াছ যেহেতু জরাগ্রস্ত সুতরাং অপ্রিয় পতিকে ত্যাগ করিয়া এই পথিক উপপতিতে অনুরক্তা হইয়াছ ? ২০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রলম্ভিতো বঞ্চিতঃ, যত্ত্বং জরাগ্রস্তং পতিং বিহায় অসত্যসংমতং অমুং জারং ভজসে ॥২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রলম্ভিতঃ' —সর্ব্বলোকপূজ্য নিজ পতি চ্যবনমুনিকে বঞ্চনা করিয়াছ ? যেহেতু তুমি জরাগ্রস্ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া এই অসৎকুলোৎপন্ন পথিক উপপতিকে ভজনা করিতেছ ? 'অসত্যসম্মতং'—হে অসতি ! 'অসম্মতং'—তোমার অনভিপ্রেত পতিকে ত্যাগ করিয়া, এই অর্থ (অথবা —'অসত্যসম্মতং' এক পদ, অসৎকুলোৎপন্ন এই উপপতিকে স্বীকার করিয়াছ, এই অর্থ।) ॥ ২০ ॥

———

কথং মতিস্তেঽবগতান্যথা সতাং
কুলপ্রসূতে কুলদূষণন্ত্বিদম্‌।
বিভর্ষি জারং যদপত্রপা কুলং
পিতুশ্চ ভর্ত্তুশ্চ নয়স্যধস্তমঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—সতাং কুলপ্রসূতে ! (হে সদ্‌বংশজাতে !) তে (তব) মতিঃ অন্যথা (তদ্বিপর্য্যয়েণ) কথমবগতা (অধঃপতিতা) যৎ (যস্মাৎ) অপত্রপা (নির্লজ্জা সতী) ইদং তু কুলদূষণং (বংশ কলঙ্কবিধায়কং) জারং বিভর্ষি (ভজসে) পিতুঃ চ ভর্ত্তুঃ চ কুলং অধস্তমঃ নয়সি (নরকে পাতয়সি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে সৎকুলপ্রসূতে ! তোমার মতি এই প্রকার বিপরীত ভাবে অধোগামিনী হইল কিরূপে ? যেহেতু তুমি নির্লজ্জা হইয়া কুলকলঙ্কদায়ক উপপতি ভজনা করিতেছ, তুমি পতিকুল ও পিতৃকুল উভয় কুলকেই ঘোর নরকে পাতিত করিলে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হে সতাং কুলপ্রসূতে! কথং তব মতিরন্যথা ভূতা সতী অবগতা অধঃপতিতা। অপত্রপা অতিনির্লজ্জা তমো নরকম্‌ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সতাং কুলপ্রসূতে !'—হে সৎকুলপ্রসূতে ! অর্থাৎ তুমি সদ্‌বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অথচ তোমার বুদ্ধি কিরূপে বিপরীতভাবে এরূপ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল ? 'অপত্রপা'—তুমি নির্লজ্জা হইয়া উপপতিকে ভজনা করিতেছ ? 'তমঃ' — নরক, তোমার পিতৃকুল ও পতিকুলকে নরকগামী করিতেছ ॥ ২১ ॥

———

এবং ব্রুবাণাং পিতরং স্ময়মানা শুচিস্মিতা।
উবাচ তাত জামাতা তবৈষ ভৃগুনন্দনঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—স্ময়মানা (সাধ্বীত্বগর্বেন অভিমানবতী) শুচিস্মিতা (শুচি পবিত্রং স্মিতং হাস্যং যস্যাঃ সা, হাস্যবদনা ইত্যর্থঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তং গ্লানিযুক্তং বাক্যং) ব্রুবাণং (কথয়ন্তং) পিতরং উবাচ হে

তাত ! (পিতঃ !) এষঃ (মৎপার্শ্ববর্ত্তী এব) ভৃগুনন্দনঃ (ভৃগুবংশজঃ চ্যবনঃ) তব জামাতা (নাত্র সন্দেহকারণমিতি ভাবঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সাধ্বীত্বগর্ব্বে অভিমানবতী সুকন্যা হাস্য করিয়া এইরূপ কটুবাক্য-প্রয়োগকারী পিতাকে বলিলেন, "হে পিতঃ ! আমার পার্শ্বস্থিত ইনি আপনার জামাতা ভৃগুবংশীয় চ্যবন" ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—স্ময়েন সাধ্বীত্বগর্ব্বেণ মানশ্চিত্তসমুন্নতির্যস্যাঃ সা ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ময়মানা'—স্ময় বলিতে সাধ্বীত্বগর্ব্বে মান অর্থাৎ চিত্তসমুন্নতি যাঁহার, সেই সুকন্যা ঈষৎ হাস্য করিয়া পিতাকে বলিলেন—'হে পিতঃ ! ইনি আপনার জামাতা ভৃগুনন্দন (অর্থাৎ চ্যবনমুনি) ॥ ২২ ॥

———

শশংস পিত্রে তৎ সর্ব্বং বয়োরূপাভিলম্ভনম্ ।
বিস্মিতঃ পরমপ্রীতস্তনয়াং পরিষস্বজে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—পিত্রে বয়োরূপাভিলম্ভনং (বয়োরূপঃ প্রাপ্তি-কারণং) শশংস (কথয়ামাস) (ততঃ পিতা) বিস্মিতঃ (বিস্ময়ং গতঃ) পরম প্রীতঃ (সন্) তনয়াং পরিষস্বজে (আলিঙ্গিতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই বলিয়া সুকন্যা পিতাকে চ্যবনের রূপযৌবনপ্রাপ্তির কারণ কহিলেন, তাহা শুনিয়া শর্য্যাতি অতিশয় বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া কন্যাকে স্নেহ-আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২৩ ॥

———

সোমেন যাজয়ন্ বীরং গ্রহং সোমস্য চাগ্রহীৎ ।
অসোমপোরপ্যশ্বিনোশ্চ্যবনঃ স্বেন তেজসা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—চ্যবনঃ স্বেন তেজসা (স্বীয় শক্ত্যা) বীরং (শর্য্যাতিং) সোমেন যাজয়ন (যাগং কারয়ন্) অসোমপোঃ অপি (সোমপানানধিকারিণোরপি) অশ্বিনোঃ (অশ্বিনীকুমারয়োঃ) সোমস্য গ্রহং (সোমপূর্ণপাত্রং) অগ্রহীৎ (প্রদদৌ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—চ্যবন স্বীয় শক্তিবলে শর্য্যাতিকে সোমযাগ করাইয়া সোমপানে অনধিকারী হইলেও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপূর্ণপাত্র প্রদান করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—সোমেন সোমসংজ্ঞকযজ্ঞেন, বীরং শর্য্যাতিম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সোমেন'—সোম নামক যজ্ঞের দ্বারা, 'বীরং'—শর্য্যাতিকে, অর্থাৎ মহর্ষি চ্যবন বীর শর্য্যাতিকে সোমযাগ করাইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

———

হন্তুং তমাদদে বজ্রং সদ্যোমন্যুরমর্ষিতঃ ।
স বজ্রং স্তম্ভয়ামাস ভুজমিন্দ্রস্য ভার্গবঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সদ্যো মন্যুঃ (অবিচারাত্তৎক্ষণজাতকোপঃ) অমর্ষিতঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) তং (চ্যবনং) হন্তুং বজ্রং (কুলিশং) আদদে (জগ্রাহ) ভার্গবঃ (চ্যবনঃ) ইন্দ্রস্য সবজ্রং (বজ্রসহিতং) ভুজং স্তম্ভয়ামাস (স্তব্ধং চকার) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র বিচার না করিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধে চ্যবন মুনিকে বিনাশ করিবার জন্য বজ্রগ্রহণ করিলেন, চ্যবনও বজ্রের সহিত ইন্দ্রের হস্ত স্তম্ভন করিয়া রাখিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—সদ্যোমন্যুরবিচারাত্তৎক্ষণজাতকোপঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সদ্যোমন্যুঃ'—বিচার না করিয়াই তৎক্ষণেই যাঁহার ক্রোধোৎপত্তি হইয়াছে, সেই ইন্দ্র ॥ ২৫ ॥

———

অন্বজানং স্ততঃ সর্ব্বে গ্রহং সোমস্য চাশ্বিনোঃ ।
ভিষজাবিতি যৎ পূর্ব্বং সোমাহুত্যা বহিষ্কৃতৌ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যদ্যপি) ভিষজৌ ইতি (অস্মাৎ কারণাং) পূর্ব্বং সোমাহুত্যা বহিষ্কৃতৌ (সোমভাগপ্রদানে যৌ বঞ্চিতৌ আস্তাং) ততঃ (তদারভ্য) সর্ব্বে (দেবাঃ) অশ্বিনোঃ (অশ্বিনীকুমারয়োঃ) সোমস্য গ্রহং (ভাগং) অন্বজানন্ (অনুমোদিতবন্তঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যদিও অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসক বলিয়া সোমভাগে বঞ্চিত ছিলেন তথাপি এই সময় হইতে দেবতাবৃন্দ তাঁহাদিগকে সোমভাগদানে সম্মত হইয়াছেন ॥ ২৬ ॥

———

উত্তানবর্হিরানর্ত্তো ভূরিষেণ ইতি ত্রয়ঃ।
শর্য্যাতেরভবন্ পুত্রা আনর্ত্তাদ্রেবতোঽভবৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—শর্য্যাতেঃ উত্তানবর্হিঃ, আনর্ত্তঃ, ভূরিষেণঃ ইতি (নামানঃ) ত্রয়ঃ পুত্রাঃ অভবন্, আনর্ত্তাৎ রেবতঃ অভবৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—শর্য্যাতির উত্তানবর্হি, আনর্ত্ত ও ভূরিষেণ নামে তিনটি পুত্র ছিল, আনর্ত্ত হইতে রেবতের জন্ম হয় ॥ ২৭ ॥

সোঽন্তঃসমুদ্রে নগরীং বিনির্ম্মায় কুশস্থলীম্।
আস্থিতোঽভুঙ্ক্ত বিষয়ানানর্ত্তাদীনরিন্দম।
তস্য পুত্রশতং জজ্ঞে ককুদ্মীজ্যেষ্ঠমুত্তমম্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—অরিন্দম! (হে শত্রুনাশন!) সঃ (রেবতঃ) অন্তঃ সমুদ্রে (সমুদ্রাভ্যন্তরে) কুশস্থলীং নগরীং বিনির্ম্মায় (বিরচ্য) আস্থিতঃ (অবস্থিতঃ) আনর্ত্তাদীন্ বিষয়ান্ (দেশান্) অভুঙ্ক্ত (অপালয়ৎ) তস্য (রেবতস্য) ককুদ্মী-জ্যেষ্ঠং (ককুদ্মী জ্যেষ্ঠঃ যস্মিন্ তৎ) উত্তমং পুত্রশতং জজ্ঞে (জাতমাসীৎ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে শত্রুনাশন! ঐ রেবত সমুদ্র মধ্যে কুশস্থলীনাম্নী নগরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিয়া আনর্ত্ত প্রভৃতি দেশ পালন করিতেন। রেবতের অতি উত্তম একশত পুত্র হয়। তন্মধ্যে ককুদ্মী সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ॥ ২৮ ॥

ককুদ্মী রেবতীং কন্যাং স্বামাদায় বিভুং গতঃ।
পুত্র্যা বরং পরিপ্রষ্টুং ব্রহ্মলোকমপাবৃতম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ককুদ্মী স্বাং কন্যাং রেবতীং আদায় পুত্র্যাঃ (কন্যায়াঃ) বরং পরিপ্রষ্টুং (জিজ্ঞাসিতুং) অপাবৃতং (রজস্তমোগুণাবরণশূন্যং) ব্রহ্মলোকং (গত্বা) বিভুং গতঃ (ব্রহ্মণং উপগতবান্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ককুদ্মী স্বীয় কন্যা রেবতীকে লইয়া কন্যার বর-প্রার্থনার জন্য রজস্তমগুণাবরণশূন্য ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিভুং ব্রহ্মাণং, অপাবৃতং রজস্তমোগুণাবরণশূন্যম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিভুং'—ব্রহ্মার নিকট, 'অপাবৃতং'—রজস্তমোগুণের আবরণশূন্য ব্রহ্মলোকে (ককুদ্মী গমন করিলেন) ॥ ২৯ ॥

আবর্ত্তমানে গান্ধর্ব্বে স্থিতোঽলব্ধক্ষণঃ ক্ষণম্।
তদন্ত আদ্যমানম্য স্বাভিপ্রায়ং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(তৎ ব্রহ্মলোকে) গান্ধর্ব্বে আবর্ত্তমানে (গীতবাদ্যাদৌ কৃতে সতি) অলব্ধক্ষণঃ লব্ধঃ ক্ষণঃ অবসরঃ যেন স অপ্রাপ্তাবসরঃ সন্) ক্ষণং স্থিতঃ তদন্তে (তদবসানে) আদ্যং (ব্রহ্মাণং) আনম্য (প্রণামং কৃত্বা) স্বাভিপ্রায়ং (স্বাভিলাষং) ন্যবেদয়ৎ (প্রোক্তবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তথায় তখন গন্ধর্বগণ গীতবাদ্য করিতে থাকায় অবসর না পাইয়া ক্ষণকাল অবস্থানপূর্ব্বক গীতবাদ্যাবসানে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া ককুদ্মী স্বীয় অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ন লব্ধঃ ক্ষণোঽবসরো যেন সঃ। তদন্তে গান্ধর্ব্বসমাপ্তৌ আদ্যং ব্রহ্মাণম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অলব্ধক্ষণঃ'—অবসর না পাইয়া (ককুদ্মী সেই ব্রহ্মলোকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়াছিলেন)। 'তদন্তে'—গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে, 'আদ্যং'—ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া নিজ অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন ॥ ৩০ ॥

তৎ শ্রুত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা প্রহস্য তমুবাচ হ।
অহো রাজন্ নিরুদ্ধাস্তে কালেন হৃদি যে কৃতাঃ ॥৩১

অন্বয়ঃ—ভগবান্ ব্রহ্মা তৎ (প্রার্থনং) শ্রুত্বা প্রহস্য তং (ককুদ্মীনং) উবাচ হ (প্রাহ) অহো রাজন্! হে (বরাঃ) হৃদি (মনসি) কৃতাঃ (বরত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ) তে (সর্ব্বে) কালেন নিরুদ্ধাঃ (সংহৃতাঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া হাস্য সহকারে ককুদ্মীকে বলিলেন,—"হে রাজন্! তুমি মনে মনে যাহাদিগকে বররূপে স্থির করিয়াছ তাহারা সকলেই কাল কর্ত্তৃক সংহৃত হইয়াছে ॥" ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—হৃদয়ে কৃতাঃ জামাতৃত্বার্থং মনসি বিচারিতাঃ। নিরুদ্ধাঃ সংহৃতাঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যে হৃদি কৃতাঃ'—তুমি মনে মনে যে সকল ব্যক্তিকে কন্যার বররূপে চিন্তা করিয়াছিলে, কালবশে তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

———

তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৄণাং গোত্রাণি চ ন শৃণ্মহে।
কালোঽভিযাতস্ত্রিনব-চতুর্যুগবিকল্পিতঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রিনবচতুর্যুগবিকল্পিতঃ কালোঽভিযাতঃ (সপ্তবিংশতিচতুর্যুগানি তৈঃ বিকল্পিতঃ বিভক্তঃ গণিতঃ কালঃ এতাবতা গতঃ ইতি যাবৎ) তৎ পুত্রপৌত্রনপ্তৄণাং গোত্রাণি চ (ত্বয়া হৃদি কৃতানাং যে পুত্রাদয়ঃ তেষাং গোত্রাণি বংশাশ্চ) ন শৃণ্মহে ॥৩২॥

অনুবাদ—সপ্তবিংশতি চতুর্যুগকাল অতীত হইল, তুমি যাহাদিগকে মনে মনে স্থির করিয়াছ এখন তাহাদের পুত্র পৌত্র ও গোত্রাদির নামও শুনিতে পাইবে না ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিনবসপ্তবিংশতিচতুর্যুগানি তৈর্বিশেষতঃ কল্পিতো গণিতঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রিনব-চতুর্যুগ-বিকল্পিতঃ কালঃ অভিযাতঃ'—(তুমি এখানে আসার পর মনুষ্য-পরিমাণে) সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ পরিমিত কাল অতীত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

———

তদ্গচ্ছ দেবদেবাংশো বলদেবো মহাবলঃ।
কন্যারত্নমিদং রাজন্ নররত্নায় দেহি ভোঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ (রাজন্!) তৎ (তস্মাৎ কারণাৎ) গচ্ছ, দেবদেবাংশঃ (দেবদেবঃ বিষ্ণুঃ অংশঃ যস্য সঃ) মহাবলঃ বলদেবঃ (অস্তীতি শেষঃ) ইদং কন্যারত্নং (তস্মৈ) নররত্নায় দেহি (সমর্পয়) ॥৩৩

অনুবাদ—হে রাজন্! তুমি গমন কর; দেবদেব বিষ্ণু যাঁহার অংশ, সেই মহাবলী বলদেব বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই কন্যারত্ন সেই পুরুষরত্নকে সমর্পণ কর ॥ ৩৩ ॥

———

ভুবো ভারাবতারায় ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
অবতীর্ণো নিজাংশেন পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ (পুণ্যং শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চ যস্য সঃ যস্য নামশ্রবণং নামকীর্ত্তনং পুণ্যজনকমিত্যর্থঃ) ভূতভাবনঃ (ভূতানাং প্রাণিনাং ভাবনঃ) ভুবঃ ভারাবতারায় (ভূভারহরণার্থং) নিজাংশেন অবতীর্ণঃ (অংশরূপেণ আবির্ভূতঃ) ॥৩৪

অনুবাদ—পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন অর্থাৎ যাঁহার নাম শ্রবণকীর্ত্তন পরম পবিত্রজনক সেই ভূতভাবন ভগবান্ ভূভার হরণার্থ নিজাংশের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

———

ইত্যাদিষ্টোঽভিবন্দ্যাজং নৃপঃ স্বপুরমাগতঃ।
ত্যক্তং পুণ্যজনত্রাসাদ্ভ্রাতৃভির্দিক্ষ্ববস্থিতৈঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—(ব্রহ্মণা) ইতি আদিষ্টঃ (বলদেবায় কন্যাং দেহীতি আজ্ঞপ্তঃ) অজং (ব্রহ্মাণং) অভিবন্দ্য (বন্দনাং কৃত্বা) নৃপঃ (ককুদ্মী) পুণ্যজনত্রাসাৎ (যক্ষভয়াদিত্যর্থঃ) দিক্ষু অবস্থিতৈঃ (পলায়িতৈঃ) ভ্রাতৃভিঃ ত্যক্তং স্বপুরং (নিজালয়ং) আগতঃ ॥৩৫॥

অনুবাদ—ককুদ্মী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক স্বীয়পুরে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ যক্ষভয়ে পুরী পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছিল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ত্যক্তমিত্যাদি প্রাক্তনবৃত্তান্তঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
নবমে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে নবমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্যক্তং'—যক্ষগণের ভয়ে তাঁহার ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত নিজ পুরীতে রাজা ককুদ্মী প্রত্যাগমন করিলেন। ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পুরী ত্যাগ করিয়া পলায়নের ঘটনা পুরাতন (কারণ তৎকালে তাহারা কেহই জীবিত ছিলেন না) ॥৩৫॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।৩ ॥

সুতাং দত্ত্বানবদ্যাঙ্গীং বলায় বলশালিনে।
বদর্য্যাখ্যং গতো রাজা তপ্তুং নারায়ণাশ্রমম্ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) রাজা বলশালিনে (বলবতে) বলায় (বলদেবায়) অনবদ্যাঙ্গীং (অতীব সুন্দরীং) সুতাং (রেবতীং) দত্ত্বা তপ্তুং (তপঃ কর্ত্তুং) বদর্য্যাখ্যং নারায়ণাশ্রমং গতঃ (বদরিকাশ্রমং গতবান্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর রাজা মহাবলশালী শ্রীবলদেবকে পরমাসুন্দরী কন্যা সমর্পণ করিয়া তপস্যার্থে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, মধ্য, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ—

নাভাগো নভগাপত্যং যং ততং ভ্রাতরং কবিম্।
যবিষ্ঠং ব্যভজন্ দায়ং ব্রহ্মচারিণমাগতম্ ॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নভগ, তৎপুত্র নাভাগ ও অম্বরীষের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

মনুপুত্র নভগের তনয় নাভাগ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে অবস্থান করায় তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ নাভাগের অংশ কল্পনা না করিয়াই পৈতৃকধন পরস্পর বণ্টন করিয়া লন, পরে নাভাগ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পৈতৃক ধনের স্বীয় অংশ প্রার্থনা করিলে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ তদীয় পিতাকেই তাহার অংশরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেন। নাভাগ পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের কথা নিবেদন করিলেন। পিতা নভগ নাভাগকে ভ্রাতৃগণের প্রতারণামূলক বাক্যের অসারত্ব জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার জীবিকানির্বাহের উপায় স্বরূপ অঙ্গির গোত্রীয় মুনিবৃন্দের যজ্ঞে গমনপূর্ব্বক বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় দুইটী সূক্তপাঠ করাইতে উপদেশ করিলেন। নাভাগ পিতার বাক্য যথাযথ পালন করিলে পূর্ব্বোক্ত ঋষিবৃন্দ তাঁহাকে যজ্ঞাবশিষ্ট ধনসমূহ প্রদান করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু মহাদেব নাভাগকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথমে যজ্ঞভূমিগত ধনগ্রহণে বাধা প্রদান করেন, পরে তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধনসমূহ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হন।

নাভাগ হইতে পরম ভাগবত অম্বরীষের আবির্ভাব। এই অম্বরীষ সমগ্র পৃথিবীর অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলেন কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য্যকে নশ্বর ও জীবের অধোগতির কারণ, মোহোৎপাদক জানিয়া ধনাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়াধিপতি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিয়া যুক্তবৈরাগ্যাবলম্বনে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার লৌকিকী ও যজ্ঞাদিবৈদিকী ক্রিয়া ভক্তির অনুকূলে বহু আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু অম্বরীষ যাবতীয় ধন, জন, স্ত্রী, পুত্রাদিতে মোহাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের ভজন শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে রত থাকিতেন। ভোগবাসনার কথা দূরে থাকুক যোগিগণদুর্ল্লভ মুক্তিবাসনাও তিনি দূরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

পরম ভাগবত অম্বরীষ একসময় বৃন্দাবনে দ্বাদশী ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। একদিন উপবাসান্তে দ্বাদশীর পারণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় দুর্ব্বাসা তদ্‌গৃহে আসিয়া অতিথি হইলেন। রাজা দুর্ব্বাসাকে যথোচিত সম্মান করিয়া তদীয় গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। দুর্ব্বাসা রাজার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া মাধ্যাহ্নিককৃত্য সমাপনার্থ কালিন্দীতটে গমন করিলেন এবং তথায় ব্রহ্মচিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া গেলেন আর শীঘ্র প্রত্যাগমন করিলেন না। এদিকে পারণ সময় অতীত হয় দেখিয়া রাজা ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে জলমাত্র গ্রহণ করিয়া ব্রত রক্ষা করিলেন। দুর্ব্বাসা যোগবলে তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অম্বরীষের প্রতি তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাহাতেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে স্বীয় জটাদ্বারা কালাগ্নিতুল্যা এক কৃত্যা নির্ম্মাণ করিয়া অম্বরীষকে ভস্মীভূত করিবার চেষ্টা করিলেন। ভক্তরক্ষক ভগবান্ পরমভাগবত অম্বরীষকে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় চক্রকে প্রেরণ করিলেন। সুদর্শনচক্র কৃত্যানল ধ্বংস করিয়া বৈষ্ণবাপরাধী দুর্ব্বাসাকে আক্রমণ করিলেন। দুর্ব্বাসা ভয়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ক্রমে ক্রমে শিবলোক, ব্রহ্মলোক গমন করিলেন। কিন্তু কোথায়ও নিজেকে রক্ষা করিতে না পারিয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু নারায়ণও বৈষ্ণবাপরাধীকে কৃপা করেন না। যে বৈষ্ণবের সমীপে অপরাধ হয় তিনি ইচ্ছা করিলেই অপরাধীর নিস্তার নতুবা বৈষ্ণবাপরাধীর আর গতি নাই। সুতরাং নারায়ণ দুর্ব্বাসার নিকট ভক্তিবলে মুক্তিতুচ্ছকারী, ভগবৎ-সেবা-পরিতৃপ্ত ভক্তের মাহাত্ম্য ও নিজের ভক্তাধীনতা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে অম্বরীষের শরণাপন্ন হইতে উপদেশ করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। নভগাপত্যং (নভগস্য অপত্যং) নাভাগঃ (তন্নামকঃ আসীৎ) ব্রহ্মচারিণং (বহুকালং গুরুগৃহে বসন্তং নৈষ্ঠিকোঽসাবিতি মত্বা বিভাগসময়ে তস্মৈ ভাগমকল্পৈব সর্ব্বং দায়ং বিভজ্য গৃহীত্বা পশ্চাৎ) আগতং কবিং (বিদ্বাংসং) যবিষ্ঠং (কনিষ্ঠং) যং (ভাগার্থিনং নাভাগং প্রতি) ভ্রাতরঃ (জ্যেষ্ঠাঃ) ততং (তাতং পিতরং) দায়ং (ভাগং) ব্যভজন্ (কল্পয়ামাসুঃ, পিতা এব তব ভাগঃ ইতি নির্দ্দিষ্টবন্তঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—নভগের পুত্র নাভাগ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ মনে করিলেন নাভাগ বৃহদ্‌ব্রতী হইয়াছেন, তিনি আর প্রত্যাগমন করিবেন না; অতএব তাঁহারা নাভাগের অংশ কল্পনা না করিয়াই পিতৃধন বণ্টন করিয়া লইলেন পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্বান্ নাভাগ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃধনের স্বীয় অংশ প্রার্থনা করিলে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ তদীয় পিতাকেই তদংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

চতুর্থে নভগাখ্যানমম্বরীষকথা তথা।
দুর্ব্বাসসো জটোৎক্ষেপসন্তাপশ্চক্রেণ চোচ্যতে ॥০॥

মনুপুত্রস্য নভগস্যাপত্যং নাভাগঃ। যং গুরুকুলাদধীত্য আগতং কবিং বিদ্বাংসং যবিষ্ঠমনুজং ভাগার্থিনং প্রতি ততং তাতমেব দায়ং ব্যভজন্ দদুঃ ন তু পৈতৃকং কিমপি ধনং, তদাগমনাৎ পূর্ব্বমেব স নৈষ্ঠিকোঽভূন্নাগমিষ্যতীতি মত্বা সর্ব্বধনস্য স্বৈবিভজ্য গৃহীতত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্থ অধ্যায়ে মনুপুত্র নভগের বংশবর্ণন, নাভাগ-চরিত কথন, অম্বরীষের উপাখ্যান, দুর্ব্বাসার জটা-নিক্ষেপে কৃত্যার উৎপত্তি এবং সুদর্শন চক্রের দ্বারা তাঁহার তাপ-প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

মনুর পুত্র নভগ, তাঁহার পুত্র নাভাগ। 'যং'—যিনি গুরুগৃহ হইতে অধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বীয় পৈতৃক ধন প্রার্থনা করিলে, জ্যেষ্ঠ সহোদরগণ সেই জ্ঞানী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রাপ্য ভাগরূপে পিতাকেই দান করিলেন, কিন্তু কোন পৈতৃক ধনসম্পত্তি নহে, কারণ তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়াছেন, আর গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন না, এরূপ মনে করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ নিজেদের মধ্যে পিতার সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন ॥১॥

ভ্রাতরোঽভাঙ্ক্ত কিং মহ্যং ভজাম পিতরং তব।
ত্বাং মমার্য্যাস্ততাভাঙ্ক্ষুর্মাপুত্রক তদাদৃথাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(এতদেব প্রশ্নোত্তরাভ্যাং দর্শয়তি, নাভাগঃ পৃচ্ছতি হে) ভ্রাতরঃ ! মহ্যং (মাং প্রতি) কিম্ অভাঙ্ক্ত (যূয়ং কং ভাগং প্রকল্পিতবন্তঃ ভ্রাতরঃ আহুঃ) তব (ত্বাং প্রতি) পিতরং ভজামঃ (বিভজামঃ, পূর্ব্বং বিভাগকালে তব ভাগকল্পনং বিস্মৃতমস্মাভিঃ ইদানীং ত্বং পিতরং গৃহাণ, ইত্যর্থঃ, স চ পিতরং গত্বাহ হে) তত ! (হে তাত !) আর্য্যাঃ (জ্যেষ্ঠাঃ) মম (মাং প্রতি) ত্বাম্ অভাঙ্ক্ষুঃ (ভাগং চক্রুঃ, মদীয়ঃ ভাগস্ত্বমিত্যর্থঃ, পিতা আহ হে) পুত্রক ! তৎ (তৈঃ উক্তং বাক্যং) মাদৃথাঃ (প্রতারণামাত্রং, তস্মিন্ আদরং মাকার্ষীঃ ন হি অহং দায় ইব ভোগসাধনমিত্যর্থঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—নাভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভ্রাতৃবর্গ, তোমরা কি আমার জন্য পৈতৃকধনের অংশ রাখিয়াছ ? তদুত্তরে ভ্রাতৃবর্গ বলিলেন—আমরা তোমার জন্য পিতাকেই অংশরূপে রাখিয়াছি, তৎশ্রবণে নাভাগ পিতৃসন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন—হে পিতঃ ! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ আপনাকেই আমার দায় অর্থাৎ পিতৃধনের অংশরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, পিতা বলিলেন হে বৎস ! তাহাদের ঐ প্রকার উক্তি প্রতারণামূলক ঐ বাক্যে আদর করিও না, আমি বিষয়ের অংশস্বরূপ ভোগ্যবস্তু নহি ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তৎকথামেব প্রশ্নোত্তরাভ্যামাহ তত্র নাভাগঃ পৃচ্ছতি। হে ভ্রাতরঃ মহ্যং কিং অভাঙ্ক্ত ব্যভজত কং ভাগং মদর্থং যূয়ং প্রকল্পিতবন্তঃ। ভ্রাতর আহুঃ তদানীং তব বৈরাগ্যং শ্রুত্বা ভাগো ন প্রকল্পিতঃ ইদানীং তু তব পিতরমেব ভজামঃ, ত্বদ্ভাগত্বেন পিতরং প্রকল্পয়ামঃ ত্বং সর্ব্বধনোপার্জ্জকং পিতরং গৃহাণেত্যর্থঃ। ততশ্চ স পিতরমাগত্যাহ হে তাত আর্য্যা জ্যেষ্ঠা মম ভাগং ত্বামভাঙ্ক্ষুঃ মদীয়ো ভাগস্ত্বমভূরিত্যর্থঃ। কিং মমার্য্যাস্ততাভাঙ্ক্ষুরিতি পাঠে হে তাত কিমিদং মমাভাঙ্ক্ষুর্ভজাম পিতরং তবেত্যুক্তবন্তঃ। আর্যাস্ত্বাং মহ্যং কিমর্থং দদুরিতার্থঃ। পিতা আহ হে পুত্রক মদনুকম্প্য সূনো তৈরুক্তং তৎ মা আদৃথাঃ নহ্যহং দায় ইব ভোগসাধনমিত্যর্থঃ ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই কথাই প্রশ্নোত্তররূপে বলিতেছেন। নাভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভ্রাতৃগণ ! আপনারা আমার জন্য কি ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন ? ভ্রাতৃগণ বলিলেন—তৎকালে তোমার বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া কোন ভাগ করি নাই, এখন পিতাকেই তোমার ভাগরূপে দান করিতেছি, সমস্ত ধনের উপার্জ্জক পিতাকেই অংশরূপে গ্রহণ কর, এই অর্থ। তারপর নাভাগ পিতার নিকট যাইয়া বলিলেন—হে পিতঃ ! পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ আপনাকেই আমার অংশরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, অতএব আপনিই আমার ভাগরূপ। 'কিং মমার্য্যাস্ততাভাঙ্ক্ষুঃ'—এইরূপ পাঠে, হে পিতঃ ! জ্যেষ্ঠগণ আপনাকে কি নিমিত্ত আমার ভাগ স্থির করিয়া দিলেন ? —এই অর্থ। পিতা বলিলেন—হে পুত্রক ! অর্থাৎ আমার স্নেহাস্পদ পুত্র ! তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না, কারণ আমি সম্পত্তির ন্যায় ভোগ্য বস্তু নহি ॥ ২ ॥

ইমে অঙ্গিরসঃ সত্রমাসতেঽদ্য সুমেধসঃ।
ষষ্ঠং ষষ্ঠমুপেত্যাহঃ কবে মুহ্যন্তি কর্ম্মণি ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(তথাপি তৈঃ ভাগত্বেন দত্তোঽহং তব জীবনোপায়ং উপদেক্ষ্যামীত্যাহ— হে) কবে ! (হে বিদ্বান্) অদ্য (অধুনা) ইমে অঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরোগোত্রসম্ভূতাঃ মুনয়ঃ) সত্রং (যজ্ঞম্) আসতে (কুর্ব্বন্তি পরন্তু) সুমেধসঃ (সুধিয়ঃ অপি তে) ষষ্ঠং ষষ্ঠম্ অহঃ (অভিপ্লবঃ ষড়হো ভবতি, পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হো ভবতীতি বিহিতেষু ষড়হেষু আবর্ত্তমানেষু ষষ্ঠং ষষ্ঠং কর্ম্ম) উপেত্য (প্রাপ্য) কর্ম্মণি (তদনুষ্ঠানে সূক্তবিশেষাজ্ঞানেন) মুহ্যন্তি (মুগ্ধাঃ ভবন্তি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—[তথাপি তোমার দায়রূপে (পৈতৃকধনের অংশরূপে) কল্পিত আমি তোমাকে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় উপদেশ করিতেছি] সম্প্রতি অঙ্গিরাগোত্রীয় ঋষিবৃন্দ যজ্ঞ করিতেছেন। তাঁহারা সুবুদ্ধিমান্ হইয়াও প্রতি ষষ্ঠ দিবসের কৃত্যসমূহ অনুষ্ঠান করিতে মোহপ্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—সরলবুদ্ধিনা ময়া ন পুনস্তেষাং পার্শ্বং গন্তব্যমিতি চেৎ তর্হি স্নেহেন তব জীবনোপায়মহমেবোপদেক্ষ্যামীত্যাহ ইমে ইতি সপদাভ্যাং দ্বাভ্যাম্।

অভিপ্লবঃ ষড়হো ভবতীতি বিহিতেষু ষড়হেস্ববাবর্ত্ত্য-মানেষু ষষ্ঠং ষষ্ঠমহঃ কর্ম্মোপেত্য প্রাপ্য কর্ম্মণি তদনুষ্ঠানে সুমেধসোঽপি সূক্তবিশেষজ্ঞানেন মুহ্যন্তি। হে কবে বিদ্বন্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি নাভাগ বলেন—সরল-বুদ্ধি আমি পুনরায় তাঁহাদের নিকট যাইব না, তাহার উত্তরে পিতা 'ইমে' ইত্যাদি সার্দ্ধ দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—তথাপি স্নেহবশতঃ আমি তোমার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় উপদেশ করিতেছি। 'অভিপ্লবঃ'—অর্থাৎ ছয়দিনে সম্পাদনীয় যজ্ঞীয় কর্ম্মের মন্ত্রবিশেষ না জানায় প্রতি ষষ্ঠ দিবসীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া তাঁহারা 'সুমেধসোঽপি'—অতিশয় মেধাবী হইলেও বিভ্রান্ত হইতেছেন। 'কবে'—হে বিদ্বন্ ॥ ৩ ॥

———

তাংস্ত্বং শংসয় সূক্তে দ্বে বৈশ্বদেবে মহাত্মনঃ।
তে স্বর্যান্তো ধনং সত্রপরিশেষিতমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
দাস্যন্তি তেঽথ তানর্চ্ছতথা স কৃতবান্ যথা।
তস্মৈ দত্ত্বা যযুঃ স্বর্গং তে সত্রপরিশেষণম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং মহাত্মনঃ তান্ (প্রতি) বৈশ্বদেবে (বৈশ্বদেববিষয়কে) যে সূক্তে শংসয় (পাঠয়, ততঃ কর্ম্মণি সমাপ্তে সতি) তে (অঙ্গিরসঃ) স্বঃ (স্বর্গং) যন্তঃ (গচ্ছন্তঃ সন্তঃ) সত্রপরিশেষিতং (সত্রে পরিশেষিতম্ অবশিষ্টম) আত্মনঃ ধনং তে (তুভ্যং) দাস্যন্তি অথ (তস্মাৎ) তান্ অর্চ্ছ (গচ্ছ) সঃ (নাভাগঃ) তথা (তেন প্রকারেণ সর্ব্বং পিত্রাদেশং) যথা (যথাবৎ) কৃতবান্ (ততঃ) তে (অঙ্গিরসঃ) তস্মৈ (নাভাগায়) সত্রপরিশেষণং (যজ্ঞাবশিষ্টম্ আত্মধনং) দত্ত্বা স্বর্গং যযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—তুমি (তত্র গমনপূর্ব্বক) সেই মহাত্মাদিগকে বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় দুইটী সূক্ত পাঠ করাও। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে স্বর্গগমনসময়ে অঙ্গিরাগোত্রীয় ঋষিগণ তোমাকে যজ্ঞাবশিষ্ট ধন প্রদান করিবেন, অতএব তুমি তথায় গমন কর। নাভাগ পিতার আদেশ যথাযথ পালন করিলে অঙ্গিরাগোত্রীয় ঋষিবর্গ তাঁহাকে যজ্ঞাবশিষ্ট ধন প্রদান করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪-৫ ॥

বিশ্বনাথ—তান্ মহাত্মনোঽপি ইদমিত্থং রৌদ্রমিতি চ যে যজ্ঞেন দক্ষিণয়েতি চ ত্বং বৈশ্বদেবে দ্বে সূক্তে শংসয় পাঠয়। ততশ্চ তে স্বর্যন্তঃ স্বর্গং গচ্ছন্তঃ, তথেতি শুকবাক্যম্ ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তান্ মহাত্মনঃ'—তুমি যাইয়া সেই মহাত্মাদিগকে 'ইদমিত্থং রৌদ্রম্' এবং 'তে যজ্ঞেন দক্ষিণয়া'—এই বৈশ্বদেব-সম্বন্ধী মন্ত্র দুইটি পাঠ করাও। তাঁহারা স্বর্গে যাইবার সময় তোমাকে যজ্ঞের অবশিষ্ট ধন দিয়া যাইবেন; 'তান্ অর্চ্ছ'—অতএব তুমি তাঁহাদের নিকট গমন কর। 'তথা স কৃতবান্'—অনন্তর নাভাগ পিতার উপদেশানুসারে কার্য্য করিলেন ইত্যাদি শ্রীল শুকদেবের বাক্য ॥ ৪-৫ ॥

———

তং কশ্চিৎ স্বীকরিষ্যন্তং পুরুষঃ কৃষ্ণদর্শনঃ।
উবাচোত্তরতোঽভ্যেত্য মমেদং বাস্তুকং বসু ॥৬॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) কৃষ্ণদর্শনঃ (কৃষ্ণরূপঃ) কশ্চিৎ পুরুষঃ (শ্রীরুদ্রঃ ইত্যর্থঃ) উত্তরতঃ (উত্তরস্যা দিশঃ) অভ্যেত্য (তত্রাগত্য) স্বীকরিষ্যন্তং (ধনং গ্রহীষ্যন্তং) তং (নাভাগং প্রতি) ইদং বাস্তুকং (যজ্ঞভূমিগতং) বসু (ধনং) মম (মম ভবতীতি) উবাচ (উক্তবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর নাভাগ ধন গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে কৃষ্ণবর্ণ কোন পুরুষ উত্তরদিক্ হইতে আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"এই যজ্ঞভূমিগত ধনসমূহ আমার" ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষঃ শ্রীরুদ্রঃ কৃষ্ণদর্শনঃ শ্যামবর্ণঃ। যদ্বা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তং কৃষ্ণং সদা পশ্যতীতি সঃ, বাস্তুকং যজ্ঞবাস্তুগতম্ ॥ ৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুষঃ কৃষ্ণদর্শনঃ'—শ্যামবর্ণ এক পুরুষ, অর্থাৎ শ্রীরুদ্র, অথবা—স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা দর্শন করেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণদর্শন। 'বাস্তুকং'—যজ্ঞক্ষেত্রস্থিত এই ধন আমার ॥ ৬॥

———

মমেদমৃষিভির্দত্তমিতি তর্হি স্ম মানবঃ।
স্যান্নৌ তে পিতরি প্রশ্নঃ পৃষ্টবান্ পিতরং যথা ॥৭॥

অন্বয়ঃ—তর্হি স্ম (তদৈব) মানবঃ (নাভাগঃ) ঋষিভিঃ দত্তম্ ইদং (ধনং) মম (ভবতি) ইতি (আহ, ততঃ শ্রীরুদ্র উবাচ) নৌ (আবয়োঃ অস্মিন্ বিবাদে) তে (তব) পিতরি (পিতরং প্রতি) প্রশ্নঃ স্যাৎ (কস্য ধনমিদমিতি জিজ্ঞাসা ভবতু, ততঃ নাভাগঃ) যথা (যথাবৎ) পিতরং পৃষ্টবান্ (জিজ্ঞাসিতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তখন নাভাগ বলিলেন—এই ধন আমার, ঋষিগণ ইহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। নাভাগ এইরূপ বলিলে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটী বলিলেন—আমাদের এইরূপ বিবাদস্থলে (মীমাংসার জন্য) তোমার পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের বাক্যে নাভাগ তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি তদৈব মমেদমিতি মানবো নাভাগ উবাচ। নৌ আবয়োরস্মিন্ বিবাদে তে পিতরি প্রশ্নঃ স্যাৎ, পৃষ্টবানিতি শুকোক্তিঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তর্হি'—ঋষিগণ এই ধন আমাকে দিয়াছেন বলিয়া 'মমেদং'—ইহা আমারই হইবে, 'মানবঃ'—মনুবংশীয় নাভাগ ইহা বলিলেন। শ্রীরুদ্র বলিলেন—'নৌ' ইত্যাদি, আমাদের এই বিবাদে তোমার পিতার নিকট প্রশ্ন করা সঙ্গত (অর্থাৎ তিনি মধ্যস্থ করিবেন)। 'পৃষ্টবান্'—নাভাগ পিতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ৭ ॥

যজ্ঞবাস্তুগতং সর্ব্বমুচ্ছিষ্টমৃষয়ঃ কৃচিৎ।
চক্রুর্হি ভাগং রুদ্রায় স দেবঃ সর্ব্বমর্হতি ॥৮॥

অন্বয়ঃ—(পৃষ্টস্য মনোঃ বাক্যং) ঋষয়ঃ (মুনয়ঃ) কৃচিৎ (দক্ষযজ্ঞে) যজ্ঞবাস্তুগতং (যজ্ঞভূমিগতম্) উচ্ছিষ্টম্ (উর্ব্বরিতং) সর্ব্বং (বস্তু) রুদ্রায় ভাগং চক্রুঃ হি (রুদ্রভাগত্বেন কল্পয়ামাসুঃ, অপি চ) সঃ দেবঃ (ঈশ্বরঃ) সর্ব্বম্ (এব অর্হতি কিং পুনর্যজ্ঞাবশিষ্টমিত্যর্থঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—নাভাগের পিতা বলিলেন—মুনিগণ দক্ষযজ্ঞে যজ্ঞভূমিগত যাবতীয় যজ্ঞাবশেষ রুদ্রের ভাগরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন অতএব রুদ্রদেবই যজ্ঞভূমিগত সর্ব্ববস্তুর মালিক হইবার যোগ্য ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—পিতা উবাচ। যজ্ঞেতি কৃচিদিতি দক্ষাধ্বরে উচ্ছেষণভাগো বৈ রুদ্র ইতি শ্রুতেশ্চ। কিঞ্চ স দেব ঈশ্বরঃ সর্ব্বমপ্যর্হতি কিং পুনর্যজ্ঞাবশিষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পিতা বলিলেন—'যজ্ঞবাস্তুগতং', প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞকার্য্যে যে সকল বস্তু উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, ঋষিগণ ঐ সমুদয়কে রুদ্রের ভাগরূপেই স্থির করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শ্রীরুদ্রদেবই জগতের সর্ব্ববস্তুর অধিকারী, সুতরাং যজ্ঞাবশিষ্ট এই সকল বস্তুসম্বন্ধে আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে ? ৮ ॥

নাভাগস্তং প্রণম্যাহ তবেশ কিল বাস্তুকম্।
ইত্যাহ মে পিতা ব্রহ্মন্ শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে ॥৯॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) নাভাগঃ ত্বং (শ্রীরুদ্রং) প্রণম্য আহ (উক্তবান্ হে) ঈশ ! (হে) ব্রহ্মন্ ! বাস্তুকং (যজ্ঞভূমিগতং ধনমিদং) কিল (নিশ্চিতং) তব (শ্রীরুদ্রস্য ভবতি) ইতি মে (মম) পিতা আহ (উক্তবান্ অহং) শিরসা (অবনতমস্তকেন) ত্বাং প্রসাদয়ে (তবানুগ্রহং প্রার্থয়ামীত্যর্থঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তাহার পর নাভাগ রুদ্রকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে পরমপূজ্য প্রভো ! এই যজ্ঞভূমিগত ধনসমূহ আপনারই, ইহা আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন, এখন আমি অবনতমস্তকে আপনার কৃপা প্রার্থনা করিতেছি" ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—শিরসা প্রণম্য ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শিরসা'—নতমস্তকে প্রণাম করিয়া আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৯ ॥

যৎ তে পিতাবদদ্ধর্ম্মং ত্বঞ্চ সত্যং প্রভাষসে।
দদামি তে মন্ত্রদৃশো জ্ঞানং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(শ্রীরুদ্রঃ আহ) যৎ (যস্মাৎ) তে (তব) পিতা ধর্ম্মং (সত্যম্) অবদৎ ত্বং চ সত্যং

প্রভাষসে (বদসি অতঃ) মন্ত্রদৃশঃ (মন্ত্রদর্শিনঃ) তে (তব তুভ্যমিত্যর্থঃ) জ্ঞানং (জ্ঞানরূপং) সনাতনং ব্রহ্ম দদামি (সনাতনং ব্রহ্মজ্ঞানং দদামীত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—রুদ্র বলিলেন—তোমার পিতা সত্য বলিয়াছেন, তুমিও সত্য বলিয়াছ সুতরাং আমি মন্ত্রজ্ঞ তোমাকে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিতেছি ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—রুদ্র উবাচ ! যত্তে ইতি। ইদং ব্যাখ্যানং শ্রুতিপ্রসিদ্ধং। তথাচ বহ্বৃচব্রাহ্মণং নাভাগে দিষ্টং শংসতীত্যাদি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীরুদ্র বলিলেন—'যৎ তে, অর্থাৎ তোমার পিতা যে যথার্থ ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন এবং তুমিও সত্য কথা বলিতেছ, এইহেতু আমি মন্ত্রদ্রষ্টা তোমাকে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিতেছি। এই আখ্যান শ্রুতিপ্রসিদ্ধ, বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে—'নাভাগ সত্য বাক্যই বলিয়াছিলেন' ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

———

গৃহাণ দ্রবিণং দত্তং মৎসত্রপরিশেষিতম্।
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো রুদ্রো ভগবান্ ধর্ম্মবৎসলঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—মৎসত্রপরিশেষিতং (মদীয় যজ্ঞপরিশিষ্টং) দত্তং (তুভ্যং ময়া দত্তম্ ইদং) দ্রবিণং (ধনঞ্চ) গৃহাণ ধর্ম্মবৎসলঃ (ধর্ম্মানুরাগী) ভগবান্ রুদ্রঃ ইতি উক্ত্বা অন্তর্হিতঃ (বভূবঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আমার এই যজ্ঞাবশিষ্ট ধনও আমি তোমাকে প্রদান করিলাম, এখন তুমি ইহা গ্রহণ কর। এই বলিয়া ধর্ম্মানুরাগী ভগবান্ রুদ্র অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—গতিঞ্চ প্রাপ্নোতীতি শেষঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গতিঞ্চ'—যিনি ইহা স্মরণ করেন, তিনি জ্ঞানবান্, মন্ত্রজ্ঞ ও আত্মার সদ্গতি লাভ করেন ॥ ১২ ॥

———

য এতৎ সংস্মরেৎ প্রাতঃ সায়ঞ্চ সুসমাহিতঃ।
কবির্ভবতি মন্ত্রজ্ঞো গতিঞ্চৈব তথাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(অস্য আখ্যানস্য স্মরণে ফলমাহ) যঃ (জনঃ) সুসমাহিতঃ (সন্) প্রাতঃ সায়ং চ এতৎ (ইদম্ উপাখ্যানং) সংস্মরেৎ (সম্যক্ স্মরেৎ সঃ) কবিঃ (বিদ্বান্) মন্ত্রজ্ঞঃ (মন্ত্রবিচ্চ) ভবতি তথা আত্মনঃ গতিং চ এব (প্রাপ্নোতীতি শেষঃ)॥১২॥

অনুবাদ—এই আখ্যান যিনি মনোযোগসহকারে প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিবেন তিনি বিদ্বান্ ও মন্ত্রতত্ত্বে অভিজ্ঞ হইয়া আত্মগতি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১২॥

———

নাভাগাদম্বরীষোঽভূন্মহাভাগবতঃ কৃতী।
নাস্পৃশদ্‌ব্রহ্মশাপোঽপি যং ন প্রতিহতঃ কৃচিৎ ॥১৩

অন্বয়ঃ—নাভাগাৎ অম্বরীষঃ অভূৎ (জাতঃ) কৃচিৎ (কুত্রাপি) ন প্রতিহতঃ (অনিবারিতঃ) ব্রহ্মশাপঃ (ব্রাহ্মণেন নির্ম্মিতঃ কৃত্যানলঃ) অপি যম্ (অম্বরীষং) ন অস্পৃশৎ (তস্য কিমপি কর্ত্তুং ন সমর্থোঽভবৎ ইত্যর্থঃ, অতঃ অসৌ) মহাভাগবতঃ (অতএব) কৃতী (পুণ্যবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—নাভাগ হইতে অম্বরীষের আবির্ভাব। তিনি পরমভাগবত ও সুকৃতিবান্ পুরুষ ছিলেন। ব্রহ্মশাপ কোথাও বিফল হয় না, কিন্তু তাহাও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যো ব্রহ্মশাপঃ কৃচিদপি ন প্রতিহতঃ অমোঘত্বাৎ, সোঽত্র ত্বামসৌ দহত্বিতি বাগ্‌বজ্রসহিতকৃত্যানলপ্রক্ষেপরূপো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মশাপঃ'—অব্যর্থ বলিয়া যে ব্রহ্মশাপ কোথাও প্রতিহত হয় না, তাহা নাভাগতনয় মহাভাগবত অম্বরীষ মহারাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। 'তোমাকে ইহা দগ্ধ করুক'—এই বাগ্‌বজ্রের সহিত কৃত্যানল নিক্ষেপরূপ ব্রহ্মশাপ বুঝিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

———

শ্রীরাজোবাচ—

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি রাজর্ষেস্তস্য ধীমতঃ।
ন প্রাভূদ্‌যত্র নির্ম্মুক্তো ব্রহ্মদণ্ডো দুরত্যয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা (শ্রীপরীক্ষিৎ) উবাচ। (হে) ভগবন্ ! ধীমতঃ তস্য রাজর্ষেঃ (অম্বরীষস্য

চরিতং) শ্রোতুম্ ইচ্ছামি, যত্র (যস্মিন্ অম্বরীষে) নির্মুক্তঃ (প্রযুক্তঃ) দুরত্যয়ঃ (দুষ্পরিহার্য্যঃ) ব্রহ্ম-দণ্ডঃ (কৃত্যানলঃ) ন প্রাভূৎ (ন সমর্থো বভুব, মহদিদম্ আশ্চর্য্যমিতিভাবঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে পরমপূজ্য ! সুবুদ্ধিমান্ রাজর্ষি অম্বরীষের চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। (অহো! কি আশ্চর্য্য) অপ্রতিহত দুষ্পরিহার্য্য ব্রহ্মশাপও তাঁহার উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রোতুং চরিতমিতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রোতুম্'—সেই রাজর্ষি অম্বরীষের চরিত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১৪ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

অম্বরীষো মহাভাগঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্।
অব্যয়াঞ্চ শ্রিয়ং লব্ধ্বা বিভবঞ্চাতুলং ভুবি। ১৫ ॥
মেনেহতিদুর্ল্লভং পুংসাং সর্ব্বং তৎ স্বপ্নসংস্তুতম্।
বিদ্বান্ বিভবনির্ব্বাণং তমো বিশতি যৎ পুমান্ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। মহাভাগঃ অম্বরীষঃ সপ্তদ্বীপবতীং (সপ্তদ্বীপসমন্বিতাং) মহীং (পৃথিবীম্) অব্যয়াং (অক্ষয়াং) শ্রিয়ং চ (সম্পদঞ্চ) ভুবি (পৃথিব্যাম্) অতুলং (তুল্যরহিতং) বিভবম্ (ঐশ্বর্য্যং) চ লব্ধ্বা (প্রাপ্য) বিভবনির্ব্বাণং (নাশং) বিদ্বান্ (জানন্) পুংসাং (জনানাম্) অতিদুর্ল্লভম্ (অপি) তৎ সর্ব্বং স্বপ্নসংস্তুতং (স্বপ্নবৎ সংস্তুতং নিরূপিতম্ অনুপাদেয়ং) মেনে (নির্দ্ধারিতবান্) যৎ (বিভবা-সক্তেঃ) পুমান্ (জনঃ) তমঃ বিশতি (মোহে নিমজ্জতি) ॥ ১৩-১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—মহাভাগ্যবান্ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপসহ পৃথিবী, অক্ষয় সম্পৎ এবং মধ্যে অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যসকল লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রকার ঐশ্বর্য্য জীবের পক্ষে সুদুর্ল্লভ হইলেও মহারাজ অম্বরীষ উহা স্বপ্নবৎ তুচ্ছবোধ করিতেন, কেননা তিনি জানিতেন—যে ঐ সকল বস্তু নশ্বর, জীব ঐ সকল ঐশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়া মোহসাগরে নিমগ্ন হয় ॥ ১৫-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—পুংসামতিদুর্ল্লভং বিভবঞ্চ লব্ধ্বা তৎ সর্ব্বং স্বপ্নে সংস্তুতমিব মেনে। যতো বিভবস্য নির্ব্বাণং নাশং বিদ্বান্। যৎ যতো বিভবাসক্তেঃ ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুংসাং'—লোকসকলের অতিদুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া অম্বরীষ মহারাজ উহা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন যেহেতু তিনি বিভবের বিনশ্বরতা জানিতেন। 'যৎ'—যতঃ, যে ঐশ্বর্য্যের আসক্তিবশতঃ লোকে নরকে প্রবেশ করে ॥ ১৫-১৬ ॥

———

বাসুদেবে ভগবতি তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু।
প্রাপ্তো ভাবং পরং বিশ্বং যেনেদং লোষ্ট্রবৎ স্মৃতম্

অন্বয়ঃ—(নন্বেবং জানন্তোহপি বিভবৈষিণো দৃশ্যন্তে তত্রাহ সঃ) ভগবতি বাসুদেবে তদ্‌ভক্তেষু সাধুষু চ পরং (উত্তমং) ভাবং (ভক্তিং) প্রাপ্তঃ (গতঃ) যেন (ভাবেন) ইদং বিশ্বং লোষ্ট্রবৎ (অতি তুচ্ছং) স্মৃতং (জ্ঞাতং ভবতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মহারাজ অম্বরীষ ভগবান্ বাসুদেবে, তদ্ভক্ত সাধুবৃন্দে পরমভাবময়ী ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ ভাবভক্তিদ্বারা বিশ্বকে লোষ্ট্রের ন্যায় তুচ্ছবোধ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—যেন পরমভাবেন প্রেম্না ইদং বিশ্বং লোষ্ট্রবৎ পরামৃষ্টং ভবেৎ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যেন'—যে পরমভাব অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ করায় তাঁহার নিকট এই বিশ্ব লোষ্ট্রের মত তুচ্ছ বস্তুরূপে প্রতীত হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

———

স বৈ মন কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥ ১৮ ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেহঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥ ১৯ ॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (অম্বরীষঃ) বৈ (নিশ্চিতং) মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ (কৃষ্ণস্য পদারবিন্দয়োঃ পাদপদ্মযুগলধ্যানে) বচাংসি (বাগিন্দ্রিয়ং) বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে (বৈকুণ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গুণানাম্ অনুবর্ণনে নিরন্তর কীর্ত্তনে) করৌ (হস্তদ্বয়ং) হরেঃ মন্দির-মার্জ্জনাদিষু (কর্ম্মসু) শ্রুতিং (শ্রবণেন্দ্রিয়ম্) অচ্যুত-সৎকথোদয়ে (অচ্যুতস্য সৎকথানাম্ উদয়ে শ্রবণে) দৃশৌ (নেত্রদ্বয়ং) মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে (মুকুন্দস্য লিঙ্গানাম্ আলয়ানি স্থানানি তেষাং দর্শনে) অঙ্গসঙ্গমম্ (অঙ্গানাং সঙ্গমং সঙ্গং) তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শে (তস্য মুকুন্দস্য ভৃত্যানাং সেবকানাং গাত্রস্পর্শে) ঘ্রাণং চ (নাসিকাঞ্চ) শ্রীমত্তুলস্যাঃ (শ্রীমত্যাঃ তুলস্যাঃ) তৎপাদসরোজসৌরভে (তৎপাদসরোজেন যৎ সৌর-ভং তস্মিন্) রসনাং (জিহ্বাং) তদর্পিতে (তস্মৈ নিবেদিতান্নাদৌ) পাদৌ (চরণদ্বয়ং) হরেঃ ক্ষেত্র-পদানুসর্পণে (শ্রীবিষ্ণুস্থানপর্য্যটনে) শিরঃ হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে (শ্রীহরিচরণপ্রণামে) কামং চ (স্রক্ চন্দনাদি-সেবায়াং) দাস্যে (দাস্যনিমিত্তং তৎপ্রসাদ-স্বীকারায়) ন তু কামকাম্যয়া (বিষয়েচ্ছয়া) চকার যথা (যেন প্রকারেণ) উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া (ভগ-বদ্ভক্তবিষয়িণী) রতিঃ (আসক্তিঃ ভবেৎ, অনেন চ তদ্ ভক্তেষু পরং ভাবং প্রাপ্ত ইত্যেতৎ স্ফুটীকৃতম্) ॥ ১৮-২০ ॥

অনুবাদ—মহারাজ অম্বরীষ মনকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধ্যানে, বাক্যসকলকে বৈকুণ্ঠবস্তুর গুণানুকীর্ত্তনে, কর-যুগলকে হরিমন্দিরমার্জ্জনাদি সেবাকার্য্যে, শ্রবণে-ন্দ্রিয়কে শ্রীকৃষ্ণ কথাশ্রবণে, নয়নযুগলকে মুকুন্দমন্দির (মথুরাদিধাম ও বৈষ্ণব)-দর্শনে, ত্বগিন্দ্রিয়কে ভগ-বদ্-ভৃত্যগণের গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবৎপাদ-পদ্মে অর্পিত তুলসীর সৌরভ-গ্রহণে, রসনাকে ভগ-বন্নিবেদিত অন্নাদি আস্বাদনে, চরণযুগলকে মথুরাদি-বিষ্ণুস্থান-পর্য্যটনে, মস্তককে শ্রীহরিচরণ-প্রণামে, কামনাকে ভগবদ্দাস্যে অর্থাৎ ভগবানের দাস্যপ্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বিষয়ভোগের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেন নাই। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়সকলকে যথাস্থানে নিযুক্ত করিলে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের ভক্ত প্রহলাদাদিতে রতি অথবা ভক্তের ন্যায় ভগবদ্-রতি হইয়া থাকে ॥ ১৮-২০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য প্রেম্নঃ সাধনং ভক্তিযোগমাহ স বৈ ইতি ত্রিভিঃ। মন আদীনাং চকারেত্যনেনান্বয়ঃ, রাজ্যে স্বপুরুষানিব মন আদীন্দ্রীয়াণ্যপি স যত্র যত্র ন্যযুঙ্ক্ত তত্র তত্রৈব তানি তদাজ্ঞাং শিরসা নিধায়ৈবাসন্নিতি অসাধারণং তস্য রাজ্ঞঃ সাম্রাজ্যমিতি ভাবঃ। শ্রুতিং শ্রোত্রং অচ্যুতস্য বিষ্ণোঃ সতাং তদ্ভক্তানাঞ্চ কথোদয়ে কথোপকর্ষে ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদ্যুৎকর্ষে ইত্যর্থঃ। মুকু-ন্দস্য লিঙ্গানাং প্রতিমানাঞ্চ আলয়ানাং মন্দিরাণাঞ্চ মথুরাদি-নিত্যসিদ্ধধাম্নাঞ্চ বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনে। শ্রীমত্যাস্তুলস্যাস্তৎপাদসরোজসম্পর্কেণ যৎ সৌরভং তস্মিন্ ভগবচ্চরণার্পিততুলসীগন্ধে ইত্যর্থঃ। তদর্পিতে মহাপ্রসাদান্নে রসনাং জিহ্বাং, হরেঃ ক্ষেত্রং মথুরাদি-পদমন্যত্রাপি তন্মন্দিরাদি। তদনুসর্পণে তত্র তত্র পুনঃ পুনর্গমনে। হৃষীকেশস্য পদয়োশ্চরণয়োঃ পদানাং ভক্তানাঞ্চাপি বন্দনে, কামমভিলাষং দাস্যে হরেরহং দাসো ভূয়াসমিত্যেবং নতু কামকাম্যয়া বিষয়ভোগে-চ্ছায়াং সপ্তম্যর্থে তৃতীয়া। কথঞ্চকার ? উত্তমঃশ্লোক-জনাঃ প্রহলাদাদয় আশ্রয়ো যস্যাস্তথাভূতা নিষ্কামৈব রতির্যথা যেন প্রকারেণ স্যাদভবদ্বা তথা চকারে-ত্যেতৎ স বৈ মন ইত্যাদিষু সর্ব্বত্রৈবান্বিতং জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৮-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার প্রেমের সাধন ভক্তি-যোগ বলিতেছেন—'স বৈ', ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। মন প্রভৃতিকে 'চকার'—নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহার সহিত অন্বয়, অর্থাৎ রাজ্যে নিজ পুরুষগণের ন্যায় মন প্রভৃতিকেও যেখানে যেখানে তিনি নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন, সেখানে সেখানেই তাহারা তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবস্থান করিয়াছিল—এইরূপ অসাধারণ সেই মহারাজের সাম্রাজ্য, এই ভাব। 'শ্রুতিং'—শ্রবণেন্দ্রিয়কে অচ্যুত অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু ও তাঁহার ভক্তজনের কথার উৎকর্ষে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন, কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মাদির উৎকর্ষে নহে, এই অর্থ। 'মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে'—মুকুন্দের লিঙ্গ বলিতে প্রতিমা এবং আলয় অর্থাৎ মন্দির, মথুরাদি নিত্যসিদ্ধ

ধাম ও বৈষ্ণবগণেরদর্শনে নেত্রযুগলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'শ্রীমত্তুলস্যাঃ'—শ্রীভগবানের চরণকমলের সম্পর্কে শ্রীমতী তুলসীর যে সৌরভ, তাহাতে অর্থাৎ শ্রীভগবচ্চরণে অর্পিত তুলসীর গন্ধে নাসিকাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই অর্থ। 'তদর্পিতে'—ভগবন্নিবেদিত প্রসাদান্ন আস্বাদনে জিহ্বাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'হরেঃ ক্ষেত্রং'—শ্রীহরির ক্ষেত্র বলিতে মথুরাদি ধাম ও অন্যত্র তাঁহার মন্দিরাদি পর্য্যটনে পাদযুগলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'অনুসর্পণে'—বলিতে সেই সেই স্থানে পুনঃ পুনঃ গমনে। 'হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে'—শ্রীহরির চরণযুগলের এবং ভক্তগণের চরণসমূহের প্রণাম-কার্য্যে মস্তককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'কামং চ দাস্যে'—কাম বলিতে অভিলাষ, 'আমি শ্রীহরির দাস হইব', এইরূপ কামনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষয় ভোগের ইচ্ছাতে নহে। 'কামকাময়া'—এখানে সপ্তমীর অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। কিরূপে করিয়াছিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—'যথা উত্তমঃশ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ', উত্তমঃশ্লোকের জন বলিতে শ্রীহরির ভক্তগণ প্রহলাদাদি, তাঁহাদের যেরূপ নিষ্কামা রতি, তাহা যে প্রকারে হয় বা হইয়াছিল (অথবা—যাহাতে ভগবান্ শ্রীহরির ভক্তগণের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হয়, সেইভাবে অভিলাষ করিয়াছিলেন)। এইপ্রকার মন প্রভৃতিও ভক্তজনের আশ্রয়েই নিযুক্ত করিয়াছিলেন—বুঝিতে হইবে ॥ ১৮-২০ ॥

এবং সদাকর্ম্মকলাপমাত্মনঃ
পরেঽধিযজ্ঞে ভগবত্যধোক্ষজে।
সর্ব্বাত্মভাবং বিদধন্মহীমিমাং
তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) এবং (অনেন প্রকারেণ) আত্মনঃ (স্বস্য) সর্ব্বাত্মভাবং (সর্ব্বাত্মনা ভাবো ভক্তির্যত্র তাদৃশং) কর্ম্মকলাপং (কর্ম্মসমূহং) পরে (সর্ব্বোত্তমস্বরূপে) অধিযজ্ঞে (সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরে) ভগবতি অধোক্ষজে (শ্রীহরৌ) সদা বিদধৎ (সমর্পয়ন্) তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ (তন্নিষ্ঠৈঃ ভাগবতৈঃ বিপ্রৈঃ অভিহিতঃ শিক্ষিতঃ সন্) ইমাং মহীং শশাস হ (পালিতবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—মহারাজ অম্বরীষ সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাবযুক্ত নিজকর্ম্মসমূহ সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা পরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণপূর্ব্বক ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশানুসারে পৃথিবী পালন করিতেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য তাদৃশ সাম্রাজ্যসম্পত্তাবপি ভক্ত্যালস্যং প্রতিনিধ্যর্পণঞ্চ নাভূদিত্যাহ এবমিতি। সদা প্রতিদিনমেব আত্মনঃ স্বস্য এবং কর্ম্মকলাপং স্মরণ-কীর্ত্তনমন্দিরমার্জ্জনাদিকং বিদধৎ স্বয়মেব কুর্ব্বন্ মহীং শশাস। কর্ম্মকলাপং কীদৃশং? অধোক্ষজে কৃষ্ণে সর্ব্বেণ শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়বৃত্তিসহিতেনৈবাত্মনা মনসা ভাবো রতির্যতস্তং অধিযজ্ঞে তপো-জ্ঞানাদিভ্যোঽপ্যধিকো যজ্ঞঃ পূজা যস্য তস্মিন্, হরিভক্তিনিষ্ঠব্রাহ্মণেন অভিহিতঃ, ত্বমষ্টাবেব যামান্ নির্ব্বিক্ষেপমেব সর্ব্বাত্মনা হরিং ভজ রাজ্যকর্ম্মাণি স্বনিযুক্তৈর্যোগ্যপুরুষৈরেব মহীং শাধি চেতি শিক্ষিতঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাদৃশ সাম্রাজ্য সম্পত্তি লাভেও তাঁহার ভক্তিতে আলস্য বা প্রতিনিধি অর্পণ ছিল না, তাহা বলিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি, প্রতিদিনই তাঁহার এইরূপ কর্ম্মকলাপ অর্থাৎ স্মরণ, কীর্ত্তন, মন্দির মার্জ্জনাদি সকল কর্ম্ম নিজেই করিয়া পৃথিবী পালন করিতেন। কিরূপ কর্ম্মসমূহ? তাহাতে বলিতেছেন—'অধোক্ষজে' অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত মনের যে ভাব অর্থাৎ রতি যাহাতে উৎপন্ন হয়, তাদৃশ কর্ম্মসমূহ। কেমন শ্রীকৃষ্ণে? তাহাতে বলিতেছেন—'অধিযজ্ঞে', তপস্যা, জ্ঞানাদি হইতেও অধিক যজ্ঞ বলিতে পূজা যাঁহার, তাঁহাতে। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'তন্নিষ্ঠ-বিপ্রাভিহিতঃ', হরিভক্তিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অভিহিত, 'তুমি অষ্ট প্রহরই অবিচলিতচিত্তে সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরির ভজনা কর এবং রাজ্যকর্ম্মে স্বনিযুক্ত যোগ্য পুরুষের দ্বারাই পৃথিবী শাসন কর'—এইরূপ শিক্ষিত হইয়া, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে যোগ্য প্রতিনিধি দ্বারা তিনি রাজ্য পালন করিতেন ॥ ২১ ॥

ঈজেঽশ্বমেধৈরধিযজ্ঞমীশ্বরং
মহাবিভূত্যোপচিতাঙ্গদক্ষিণৈঃ ।
ততৈর্বশিষ্ঠাসিতগোতমাদিভি-
র্ধন্বন্যভিস্রোতমসৌ সরস্বতীম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ (অম্বরীষঃ) মহাবিভূত্যা (মহতা ঐশ্বর্য্যেণ) উপচিতাঙ্গদক্ষিণৈঃ (উপচিতানি অঙ্গানি (দক্ষিণাশ্চ যেষু তৈঃ) বশিষ্ঠাসিত গোতমাদিভিঃ (বশিষ্ঠ-প্রভৃতিভিঃ ব্রাহ্মণৈঃ) ততৈঃ (বিস্তৃতৈঃ) অশ্বমেধৈঃ (তদাখ্যযাগৈঃ) ধন্বনি (মরুদেশে নিরুদকে ইত্যর্থঃ) সরস্বতীম্ অভিস্রোতঃ (তস্যাঃ প্রতিলোম-প্রবাহ-যুক্তক্ষেত্রে) অধিযজ্ঞং (যজ্ঞাধিষ্ঠাতারম্) ঈশ্বরং (শ্রীহরিম্) ঈজে (আরাধয়ামাস) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—মহারাজ অম্বরীষ মরুপ্রদেশে সরস্বতী-প্রবাহযুক্ত প্রদেশে অশ্বমেধযজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিতেন। ঐ যজ্ঞের অঙ্গ ও দক্ষিণা মহৎ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা রচিত হইত। বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতম প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ ঐ যজ্ঞের বিস্তার করিতেন। অর্থাৎ মহারাজ অম্বরীষ যজ্ঞাদি ব্যাপারে আসক্ত না হইয়া স্বয়ং হরিভজনে নিযুক্ত থাকিতেন এবং প্রতিনিধি দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তথৈব রাজ্যাধিকারোচিতাশ্বমেধাদি-যজ্ঞকরণঞ্চ আদিভরতবন্নিরভিমানস্য তস্য প্রতিনিধি-দ্বারৈবেত্যাহ ঈজে ইতি। মহাসম্পত্ত্যৈব হেতুনা উপচিতানি সম্যগেব নির্ব্যূঢ়ানি অঙ্গানি দক্ষিণাশ্চ যেষু তৈঃ, বশিষ্ঠাদি-স্বপ্রতিনিধিভিস্ততৈর্বিস্তৃতৈঃ ধন্বনি ধন্বদেশে সরস্বতীং সরস্বত্যাং অভিস্রোতং স্রোতোঽভিমুখমভিলক্ষ্য তেন স্বয়ন্ত ততো বিদূরে স্বরাজধান্যাং নির্ব্বিক্ষেপং পরিচর্য্যাং কুর্ব্বন্নেবাত্যতিষ্ঠদিতি ব্যঞ্জিতং ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইরূপ রাজ্যাধিকারোচিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান আদি ভরতের ন্যায় নিরভিমান অম্বরীষের প্রতিনিধি দ্বারেই সম্পাদিত হইয়াছিল, ইহা বলিতেছেন—'ঈজে' ইত্যাদি। ঐ যজ্ঞের অঙ্গসমূহ ও প্রভূত দক্ষিণা মহাবৈভব দ্বারা সংবধিত এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি স্বপ্রতিনিধি ঋষিগণের দ্বারা বিস্তৃত হইয়াছিল। 'ধন্বনি'—জলশূন্য দেশে সরস্বতী নদীর স্রোতের প্রতিকূলে যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু নিজে তাহা হইতে বিদূরে স্বীয় রাজধানীতে অবিচলিত চিত্তে শ্রীভগবানের পরিচর্য্যাদি করিতেন, ইহা বুঝা যাইতেছে ॥ ২২ ॥

যস্য ক্রতুষু গীর্ব্বাণৈঃ সদস্যা ঋত্বিজো জনাঃ ।
তুল্যরূপশ্চানিমিষা ব্যদৃশ্যন্ত সুবাসসঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (অম্বরীষস্য) ক্রতুষু (যজ্ঞেষু) সুবাসসঃ (সুবস্ত্রভূষিতাঃ) সদস্যাঃ (সদস্য জনাঃ) ঋত্বিজঃ জনাঃ (পুরোহিতাশ্চ) গীর্ব্বাণৈঃ (দেবৈঃ সহ) তুল্যরূপাঃ (তুল্যানি রূপানি যেষাং তাদৃশাঃ) অনিমিষাঃ চ (আশ্চর্য্যদর্শনৌৎসুক্যেন নিমিষরহিতাঃ চ) ব্যদৃশ্যন্ত (দৃষ্টাঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অম্বরীষের যজ্ঞে সুবস্ত্রে বিভূষিত সদস্যবর্গ, হোতা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ও অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ঋত্বিগ্‌গণ দেবতাদিগের ন্যায় অনিমিষ হইয়া অর্থাৎ দর্শনোৎকণ্ঠায় নিমেষশূন্য দৃষ্টিতে যজ্ঞদর্শন করিতেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—গীর্ব্বাণৈঃ সহ তুল্যরূপাঃ ন চানিমিষত্বেন দেবানাং বৈলক্ষণ্যং বাচ্যং। যতো মনুষ্যা অপি অদ্ভুতযজ্ঞদর্শনাদনিমিষা ব্যদৃশ্যন্ত দৃষ্টাঃ ॥২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গীর্ব্বাণৈঃ'—তাঁহার যজ্ঞসমূহে দেবতাগণের সহিত সদস্য ও ঋত্বিগ্‌গণকে তুল্যরূপ দেখা গিয়াছিল। যদিও দেবতাগণের চক্ষুর নিমেষ থাকে না বলিয়া বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, তথাপি এস্থলে যজ্ঞকর্ম্মে বিবিধ আশ্চর্য্যদর্শনের ঔৎসুক্যহেতু ঋত্বিক্ এবং সদস্যগণের চক্ষুর নিমেষ ছিল না বলিয়া সকলেই সমরূপ হইয়াছিলেন, অর্থাৎ মনুষ্যগণও অনিমেষ হইয়া যজ্ঞদর্শন করিতেছিলেন ॥২৩॥

স্বর্গো ন প্রার্থিতো যস্য মনুজৈরমরপ্রিয়ঃ ।
শৃণ্বদ্ভিরুপগায়দ্ভিরুত্তমঃশ্লোকচেষ্টিতম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—উত্তমঃশ্লোকচেষ্টিতং (শ্রীহরিচরিতং) শৃণ্বদ্ভিঃ (আকর্ণয়দ্ভিঃ) উপগায়দ্ভিঃ (কীর্ত্তয়দ্ভিশ্চ) যস্য মনুজৈঃ (যদীয়ৈঃ জনৈরপি) অমরপ্রিয়ঃ

(দেবানামিষ্টঃ) স্বর্গঃ ন প্রার্থিতঃ (তস্য তু কা বার্ত্তেতি ভাবঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অম্বরীষের পাল্যলোকসমূহ উত্তমঃ-শ্লোক ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে সুরপ্রিয় স্বর্গ প্রার্থনা করিতেন না ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য মনুজৈ র্যৎপাল্যমানলোকৈঃ স্বর্গো ন প্রার্থিতঃ, কিং স্বর্গীয়ভোগাদধিকভোগপ্রাপ্ত্যা ? নেত্যাহ —শৃণ্বদ্ভিরিত্যাদি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবদ—'যস্য মনুজৈঃ'—মহারাজ অম্বরীষের পালিত কোন জনই স্বর্গলোক কামনা করিতেন না। যদি বলেন—তাহারা কি স্বর্গীয় ভোগ হইতে অধিক ভোগ প্রাপ্তিতে কামনা করিতেন না ? তাহাতে বলিতেছেন—না, 'শৃণ্বদ্ভিঃ'—সর্ব্বদা ভগবান্ শ্রীহরির চরিতসমূহের শ্রবণ ও কীর্ত্তনে মত্ত থাকায় তাহাদের চিত্তে কৃষ্ণেতর বিষয়ের বাসনাই ছিল না ॥ ২৪ ॥

সংবর্দ্ধয়ন্তি যৎকামাঃ স্বারাজ্যপরিভাবিতাঃ ।
দুর্ল্লভা নাপি সিদ্ধানাং মুকুন্দং হৃদি পশ্যতঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যতঃ) স্বারাজ্যপরিভাবিতাঃ (স্বরাজ্যেন স্বরূপসুখেন) পরিভাবিতাঃ (অতিশায়িতাঃ অতএব) সিদ্ধানাম্ অপি দুর্ল্লভাঃ কামাঃ (বিষয়াঃ) হৃদি (স্বহৃদয়ে) মুকুন্দং (শ্রীহরিং) পশ্যতঃ (অনুভবতঃ তান্ জনান্) ন সম্বর্দ্ধয়ন্তি (ন হর্ষয়ন্তি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—স্বরূপসুখ অর্থাৎ মুক্তিজনিত আনন্দদ্বারা পরিবর্দ্ধিত সুতরাং সিদ্ধপুরুষগণেরও দুর্ল্লভ বিষয়সকল স্বহৃদয়ে ভগবদ্দর্শনকারিভক্তের আনন্দবর্দ্ধন করে না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ স্বর্গীয়ভোগাদধিকে ভোগে স্বতঃসিদ্ধেঽপি যদীয়া মনুজাস্তত্র নাসজ্জংস্তত্যাহ সম্বর্দ্ধয়ন্তি ইতি যান্ মনুজান্ কামা ভোগা ন সম্বর্দ্ধয়ন্তি ন হর্ষেণ বর্ধয়ন্তি ঋধু বৃদ্ধৌ কীদৃশাঃ, স্বারাজ্যমিন্দ্রপদতুল্যং সুখং তেন পরি সর্ব্বতোভাবেন বাসিতাঃ। যদ্বা স্বারাজ্যেন স্বরূপসুখেন মুক্ত্যানন্দেন বাসিতা যুক্তা অতএব সিদ্ধানামপি দুর্ল্লভাঃ। অত্র হেতুগর্ভং মনুজান্ বিশিনষ্টি মুকুন্দমিত্যাদিনা। অম্বরীষপ্রসঙ্গাদিদিতি ভাবঃ। যদিতি পাঠে যদ্যস্মান্মুকুন্দং হৃদি পশ্যতঃ, পরিভাবিতানিতি পাঠে মনুজবিশেষণম্। যমিতি পাঠে যং অম্বরীষম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, স্বর্গীয় ভোগ অপেক্ষা অধিক ভোগ স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রাপ্ত হইলেও যাঁহার নিজ জনগণ তাহাতে আসক্ত হন নাই, ইহা বলিতেছেন— সংবর্দ্ধয়ন্তি' ইত্যাদি। 'যান্'—যে মনুষ্যদিগকে 'কামাঃ'—ভোগরাশি আনন্দের দ্বারা বর্দ্ধিত করিতে পারে নাই, অর্থাৎ আনন্দদান করিতে পারে নাই, এখানে 'ঋধু' ধাতু বৃদ্ধি অর্থে। কিরূপ ভোগসমূহ ? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বারাজ্য-পরিভাবিতাঃ'। স্বারাজ্য বলিতে ইন্দ্রপদতুল্য সুখ, তাহার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বাসিত অর্থাৎ অতিশায়িত। অথবা—স্বারাজ্য বলিতে স্বরূপসুখ, অর্থাৎ মুক্তিজনিত আনন্দ, তাহার দ্বারা যুক্ত, অতএব সিদ্ধগণেরও দুর্ল্লভ যে ভোগরাশি। এখানে হেতুগর্ভ বিশেষণে মনুষ্যগণকে বিশেষিত করিতেছেন—'মুকুন্দং হৃদি পশ্যতঃ', অম্বরীষ মহারাজের সাহচর্য্যবশতঃই সর্ব্বদা হৃদয়মধ্যে ভগবান্ শ্রীহরিকে দর্শনকারী জনগণকে বিষয়সমূহ আনন্দদান করিতে পারে নাই। 'যৎ'—এরূপ পাঠে, যেহেতু তাঁহারা হৃদয়ে মুকুন্দকে প্রত্যক্ষ করিতেন। 'পরিভাবিতান্'—এরূপ পাঠে উহা মনুষ্যগণের বিশেষণ, অর্থাৎ স্বরূপভূত আনন্দে বিভোর জনগণকে, এই অর্থ। 'যম্'—এরূপ পাঠে, অম্বরীষ মহারাজের বিশেষণ, অর্থাৎ যে অম্বরীষ মহারাজকে ভোগসমূহ আনন্দদান করিতে পারে নাই, এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

স ইত্থং ভক্তিযোগেন তপোযুক্তেন পার্থিবঃ ।
স্বধর্ম্মেণ হরিং প্রীণন্ সর্ব্বান্ কামান্ শনৈর্জহৌ ॥২৬

অন্বয়ঃ—সঃ পার্থিবঃ (অম্বরীষঃ) ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণ) ভক্তিযোগেন তপোযুক্তেন স্বধর্ম্মেণ (চ) হরিং প্রীণন্ (সন্তুষ্টীকুর্ব্বন্) শনৈঃ (ক্রমশঃ) সর্ব্বান্ কামান্ জহৌ (ত্যক্তবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—পৃথ্বীরাজ অম্বরীষ এই প্রকারে ভক্তিযোগ এবং ভোগত্যাগরূপ তপস্যাযুক্ত স্বধর্ম্মের দ্বারা

ভগবান্ শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্রমশঃ সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মন্দিরমার্জ্জন- জলকলসবহন -বৈষ্ণব-শুশ্রূষণাদিনা শরীরকষ্টং ভোগত্যাগশ্চ তপস্তদ্যুক্তেন স্বধর্ম্মেণেতি ভক্তিযোগেনেত্যস্য বিশেষণং, চকারাভাবাদম্বরীষস্য শুদ্ধভক্তত্বাচ্চ একান্তভক্তিভাবেনেত্যগ্রিমোক্তেশ্চ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তপোযুক্তেন'—মন্দির মার্জ্জন, জলকলস বহন, এবং বৈষ্ণবগণের শুশ্রূষাদি দ্বারা শারীরিক কষ্ট ও ভোগত্যাগ—তাহাই তপস্যা, তদ্-যুক্ত ধর্ম্মের দ্বারা, ইহা ভক্তিযোগের বিশেষণ। এখানে 'চকার'—অর্থাৎ তপস্যা ও স্বধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ না থাকায়, বিশেষতঃ অম্বরীষ মহারাজ শুদ্ধভক্ত বলিয়া এবং পরবর্ত্তী (২৮) শ্লোকে 'একান্তভক্তিভাবেন'—ইহা উক্ত হওয়ায় এখানে ভক্তিযোগের দ্বারাই শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদন করতঃ ধীরে ধীরে সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

গৃহেষু দারেষু সুতেষু বন্ধুষু
দ্বিপোত্তমস্যন্দনবাজিবস্তুষু ।
অক্ষয্যরত্নাভরণাম্বরাদিষু
অনন্তকোষেষ্বকরোদসম্মতিম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) গৃহেষু দারেষু (ভার্য্যাসু) সুতেষু বন্ধুষু দ্বিপোত্তমস্যন্দনবাজিবস্তুষু (হস্তিশ্রেষ্ঠ-রথ-ঘোটকাদি-বস্তুষু) অক্ষয্য-রত্নাভরণাম্বরাদিষু (অবিনশ্বর-রত্নালঙ্কারবস্ত্রাদিষু বস্তুষু) অনন্তকোষেষু (অসীমধনভাণ্ডারেষু চ) অসম্মতিম্ (উপেক্ষণম্) অকরোৎ (কৃতবান্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তিনি (অম্বরীষ) গৃহ, দারা, অপত্য, সুহৃৎ, হস্তী, শ্রেষ্ঠরথ, ঘোটক, অক্ষয়রত্ন, অলঙ্কার, বস্ত্র এবং অসীম ধনভাণ্ডার সমূহে অসদ্ ধারণা করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

তস্মা অদাদ্ধরিশ্চক্রং প্রত্যনীকভয়াবহম্ ।
একান্তভক্তিভাবেন প্রীতো ভক্তাভিরক্ষণম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—একান্তভক্তিভাবেন প্রীতঃ হরিঃ তস্মৈ (অম্বরীষায়) ভক্তাভিরক্ষণং (সেবকজনরক্ষকং প্রত্যনীক-ভয়াবহং (প্রতীপজনভয়ঙ্করং) চক্রম্ অদাৎ (দত্তবান্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরি অম্বরীষের ঐকান্তিকী-ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভক্তজন-সংরক্ষক ও প্রতিকূলজনের ভয়াবহ চক্র প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবম্ভূতোঽহসৌ কথং প্রতিপক্ষান্ জয়েত্তত্রাহ তস্মা ইতি, প্রীতি ইতি তস্যৈকান্তিকভক্তৌ বিক্ষেপাভাবার্থমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এরূপ হইলে কি প্রকারে তিনি প্রতিপক্ষকে জয় করিতেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'তস্মৈ', তাঁহাকে সুদর্শনচক্র প্রদান করিয়াছিলেন। 'প্রীতঃ'—তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তিতে বিক্ষেপের অভাবের নিমিত্ত পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীহরি ভক্তগণের রক্ষক ও শত্রুগণের ভয়জনক স্বীয় সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই অর্থ ॥২৮॥

আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং মহিষ্যা তুল্যশীলয়া ।
যুক্তঃ সংবৎসরং বীরো দধার দ্বাদশীব্রতম্ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—বীরঃ (সঃ অম্বরীষঃ) কৃষ্ণম্ আরিরাধয়িষুঃ (আরাধয়িতুম্ ইচ্ছুঃ তুল্যশীলয়া (আত্মতুল্যভক্ত্যাদিস্বভাব বিশিষ্টয়া) মহিষ্যা (পত্ন্যা) যুক্তঃ (মিলিতঃ সন্) সম্বৎসরং (ব্যাপ্য) দ্বাদশী-ব্রতং দধার (আচরিতবান্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—বীর অম্বরীষ কৃষ্ণের আরাধনা বাসনায় আত্মতুল্য মহিষীর সহিত সম্বৎসর যাবৎ দ্বাদশীব্রত ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যৈকাদশীব্রতনিষ্ঠয়া দর্শিতয়ৈব সর্ব্ব-ভক্তিনিষ্ঠাং জ্ঞাপয়ন্নাহ আরিরাধয়িষুরিত্যাদি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার শ্রীএকাদশী ব্রতের নিষ্ঠা প্রদর্শনের দ্বারাই সমস্ত ভক্তিনিষ্ঠা জানাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'আরিরাধয়িষুঃ', শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় ইচ্ছুক হইয়া (সংবৎসরব্যাপী দ্বাদশী-ব্রত পালন করিতেছিলেন) ॥ ২৯ ॥

ব্রতান্তে কার্ত্তিকে মাসি ত্রিরাত্রং সমুপোষিতঃ।
স্নাতঃ কদাচিৎ কালিন্দ্যাং হরিং মধুবনেঽর্চ্চয়ৎ ॥৩০

অন্বয়ঃ—ব্রতান্তে (ব্রতাবসানে) কার্ত্তিকে মাসি কদাচিৎ (কস্মিংশ্চিৎ দিবসে) ত্রিরাত্রং (ব্যাপ্য) সমুপোষিতঃ (সম্যক্ উপবাসরতঃ সঃ) কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াং) স্নাতঃ (সন্) মধুবনে হরিম্ (পূজিতবান্, অড়াগমাভাবঃ আর্ষঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ব্রতান্তে কার্ত্তিকমাসে একদিন মহারাজ অম্বরীষ ত্রিরাত্র উপবাসের পর যমুনাতে স্নান করিয়া মধুবনে (বৃন্দাবনে) শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতেছিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য স্বায়ুঃ পর্য্যন্তমেকাদশীব্রতনিষ্ঠত্বেঽপি সম্বৎসরমাত্রং তু মথুরায়ামেবৈকাদশীব্রতং কর্ত্তব্যমিত্যভিলাষ আসীদতস্তৎপূর্ত্তৌ সত্যাং ব্রতান্ত ইতি, দশমীদ্বাদশ্যোর্বিহিতেতরভোজনাভাবেন একাদশ্যাং নিরাহারত্বেন ত্রিরাত্রমুপোষিতঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রতান্তে'—তাঁহার আয়ুঃপর্য্যন্ত একাদশী ব্রতনিষ্ঠত্ব থাকিলেও ; একবার শ্রীমথুরামণ্ডলে সংবৎসরমাত্র একাদশী ব্রত করিবার অভিলাষ হইয়াছিল, অতএব সেই ব্রতের পূর্ত্তি দিবসে। 'ত্রিরাত্রং'—দশমী ও দ্বাদশীর রাত্রিকালে অন্য ভোজনের অভাবে এবং একাদশীতে নিরম্বু ব্রত করায়, এখানে ত্রিরাত্র উপবাসের পর, ইহা বলা হইল। (যে কোন ব্রতের পূর্ব্বদিন রাত্রিতে সংযম এবং ব্রতের পরদিবস পারণ করিয়া রাত্রিতে সংযম করিলে ব্রত পূর্ণ হয়।) ॥ ৩০ ।

মহাভিষেকবিধিনা সর্ব্বোপস্করসম্পদা।
অভিষিচ্যাম্বরাকল্পৈর্গন্ধমাল্যার্হণাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥
তদ্গতান্তরভাবেন পূজয়ামাস কেশবম্।
ব্রাহ্মণাংশ্চ মহাভাগান্ সিদ্ধার্থানপি ভক্তিতঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) মহাভিষেকবিধিনা সর্ব্বোপস্করসম্পদা (সর্ব্বোকরণ দ্রব্যেন) অভিষিচ্য (শ্রীহরেঃ অভিষেকং কৃত্বা) অম্বরাকল্পৈঃ (বস্ত্রভূষণৈঃ) গন্ধমাল্যার্হণাদিভিঃ (গন্ধমাল্যপ্রভৃতিপূজোপকরণদ্রব্যৈঃ) তদ্গতান্তরভাবেন (শ্রীহরিগত-চিত্তভাবেনযুক্তঃ সন্) কেশবং (শ্রীকৃষ্ণং তথা) মহাভাগান্ সিদ্ধার্থান্ (আপ্তকামান্ পূজানপেক্ষান্) ব্রাহ্মণান্ অপি চ ভক্তিতঃ (ভক্ত্যা) পূজয়ামাস (আরাধিতবান্) ॥ ৩১-৩২ ॥

অনুবাদ—তিনি মহাভিষেকবিধি-অনুসারে সর্ব্ববিধ উপচারে শ্রীহরির অভিষেক করিয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধমাল্য প্রভৃতি পূজোপকরণ দ্বারা কৃষ্ণৈকচিত্তে ভাবের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং মহাভাগ্যবান্, সিদ্ধকাম সুতরাং পূজাদির অপেক্ষাশূন্য ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলেন ॥ ৩১-৩২ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেষামুপস্করাণাং সর্ব্বৌষধ্যাদীনাং সম্পদ্যত্র তেন। আকল্পৈর্বিভূষণৈঃ। তদ্গতান্তরভাবেন তদেকমনস্কেন ॥ ৩১-৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বোপস্কর-সম্পদা'—সর্ব্বৌষধি প্রভৃতি সমস্ত উপকরণের সমৃদ্ধি যেখানে, তাহার দ্বারা। 'আকল্পৈঃ'—বিভূষণের দ্বারা। 'তদ্গতান্তরভাবেন'—তদেকমনস্ক হইয়া, অর্থাৎ তিনি মহাভিষেকের বিধানানুসারে সর্ব্বপ্রকার উপকরণ-সম্ভার দ্বারা অভিষেক সম্পাদনপূর্ব্বক বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ ও মাল্যাদি পূজাদ্রব্য দ্বারা তদ্গতচিত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া সমাগত নিষ্কাম ব্রাহ্মণগণেরও পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৩১-৩২ ॥

গবাং রুক্মবিষাণীনাং রূপ্যাঙ্ঘ্রীণাং সুবাসসাম্।
পয়ঃশীলবয়োরূপ-বৎসোপস্করসম্পদাম্ ॥ ৩৩ ॥
প্রাহিণোৎ সাধুবিপ্রেভ্যো গৃহেষু ন্যর্ব্বুদানি ষট্।
ভোজয়িত্বা দ্বিজানগ্রে স্বাদ্বন্নং গুণবত্তমম্ ॥ ৩৪ ॥
লব্ধকামৈরনুজ্ঞাতঃ পারণায়োপচক্রমে।
তস্য তর্হ্যতিথিঃ সাক্ষাদ্দুর্ব্বাসা ভগবানভূৎ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) গৃহেষু (সমাগতেভ্যঃ) সাধুবিপ্রেভ্যঃ রুক্মবিষাণীনাং (স্বর্ণবদ্ধশৃঙ্গবিশিষ্টানাং) রূপ্যাঙ্ঘ্রীণাং (রৌপ্যমণ্ডিতচরণানাং) সুবাসসাং (শোভনবস্ত্রমণ্ডিতানাং) পয়ঃশীল-বয়ো-রূপ-বৎসোপস্কর-সম্পদাং (পয়ঃ দুগ্ধং শীলং স্বভাবঃ বয়ঃ রূপং বৎসঃ উপস্করঃ পরিচ্ছদঃ এতাঃ সম্পদঃ যাসাং তাসাং) গবাং (ধেনূনাং) ষট্ ন্যর্ব্বুদানি (ষষ্টিকোটীঃ) প্রাহিণোৎ (দত্তবান্ ইত্যর্থঃ ততঃ) অগ্রে দ্বিজান্ গুণবত্তমম্ (উত্তমগুণযুক্তং) স্বাদ্বন্নং স্বাদু

ভোজ্যং) ভোজয়িত্বা লব্ধকামৈঃ (লব্ধাঃ কামাঃ যৈঃ তৈঃ দ্বিজৈঃ) অনুজ্ঞাতঃ (অনুমতঃ সন্) পারণায় (পারণং কর্ত্তুম্) উপচক্রমে (ইয়েষ) তর্হি (তৎক্ষণমেব) ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী) দুর্ব্বাসাঃ তস্য (অম্বরীষস্য) অতিথিঃ সাক্ষাৎ অভূৎ (অতিথিরূপেণ প্রত্যক্ষো বভূব) ।। ৩৩-৩৫ ।।

অনুবাদ—তদনন্তর অম্বরীষ গৃহে সমাগত সাধু ও বিপ্রদিগকে স্বর্ণবদ্ধ শৃঙ্গ ও রৌপ্য-মণ্ডিত চরণ-বিশিষ্টা, সুবস্ত্রে সুশোভিতা এবং দুগ্ধ, স্বভাব, বয়স, রূপ, বৎস, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সম্পদ্‌যুক্তা ষষ্টিসহস্র গাভী দান করিলেন। তাহার পর অগ্রে দ্বিজগণকে উত্তমগুণযুক্ত স্বাদু-অন্ন ভোজন করাইয়া সিদ্ধকাম ব্রাহ্মণদিগের আজ্ঞাক্রমে পারণের উপক্রম করিলেন। তখন যোগ-বিভূতিমান দুর্ব্বাসা অম্বরীষের নিকট অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন ।। ৩৩-৩৫ ।।

বিশ্বনাথ—ষট্ ন্যর্ব্বুদানি ষষ্টিকোটীঃ ।।৩৩-৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ষট্ ন্যর্ব্বুদানি'—ষাট্ কোটি ধেনু সাধু ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন ।। ৩৩-৩৫ ।।

তমানর্চ্চাতিথিং ভূপঃ প্রত্যুত্থানাসনার্হণৈঃ ।
যযাচেঽভ্যবহারায় পাদমূলমুপাগতঃ ।। ৩৬ ।।

অন্বয়ঃ—ভূপঃ (রাজা অম্বরীষ) প্রত্যুত্থানাসনার্হণৈঃ (প্রত্যুদ্গমনাসনদানাদিভিঃ উপচারৈঃ) অতিথিং তং (দুর্ব্বাসসম্) আনর্চ্চ (পূজিতবান্ ততঃ) পাদমূলং (তস্য পাদসমীপম্) উপাগতঃ (প্রাপ্তঃ সন্) অভ্যবহারায় (ভোজনায়) যযাচে (প্রার্থয়ামাস) ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—রাজা অম্বরীষ প্রত্যুত্থান পূজোপহার দ্বারা অতিথি দুর্ব্বাসাকে পূজা করিলেন। পরে তাঁহার পাদসমীপে উপস্থিত হইয়া ভোজনার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ।। ৩৬ ।।

প্রতিনন্দ্য স তাং যাচ্ঞাং কর্ত্তুমাবশ্যকং গতঃ ।
নিমমজ্জ বৃহদ্ধ্যায়ন্ কালিন্দীসলিলে শুভে ।। ৩৭ ।।

অন্বয়ঃ—সঃ (দুর্ব্বাসাঃ) তাং যাচ্ঞাং (প্রার্থনাং) প্রতিনন্দ্য (সানন্দং স্বীকৃত্য) আবশ্যকং (নৈয়মিকং মাধ্যাহ্নিকং কর্ম্ম) কর্ত্তুং গতঃ (প্রস্থিতঃ ততঃ) শুভে (পবিত্রে) কালিন্দীসলিলে (যমুনাজলে) বৃহৎ (ব্রহ্ম) ধ্যায়ন্ নিমমজ্জ (নিমগ্নঃ বভূব) ।। ৩৭ ।।

অনুবাদ—দুর্ব্বাসা অম্বরীষের প্রার্থনা সানন্দে অঙ্গীকার করিয়া নিয়মিত মাধ্যাহ্নিক কর্ম্ম করিতে (কালিন্দী-তটে) গমন করিলেন। তাহার পর ব্রহ্ম-চিন্তা করিতে করিতে কালিন্দীর পবিত্র সলিলে নিমগ্ন হইলেন ।। ৩৭ ।।

বিশ্বনাথ—বৃহৎ ব্রহ্ম ।। ৩৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃহদ্ ধ্যায়ন্'—ব্রহ্ম চিন্তা করিতে করিতে দুর্ব্বাসা যমুনার জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন ।। ৩৭ ।।

মুহূর্ত্তার্দ্ধাবশিষ্টায়াং দ্বাদশ্যাং পারণং প্রতি ।
চিন্তয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো দ্বিজৈস্তদ্ধর্ম্মসঙ্কটে ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) পারণং প্রতি (পারণম্ অপেক্ষ্য) দ্বাদশ্যাং মুহূর্ত্তার্দ্ধাবশিষ্টায়াং (মুহূর্ত্তার্দ্ধেন অবশিষ্টায়াং সত্যাং) ধর্ম্মজ্ঞঃ (ধর্ম্মবিৎ সঃ রাজা) ধর্ম্মসঙ্কটে দ্বিজৈঃ (সহ) চিন্তয়ামাস (বিচারয়ামাস) ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—এদিকে দ্বাদশী অর্দ্ধমুহূর্ত্ত মাত্র অবশিষ্ট, তন্মধ্যে পারণ করিতে হইবে। (কেননা দ্বাদশীতে পারণ না করিলে ব্রতবৈগুণ্য হয়)। এইরূপ ধর্ম্মসঙ্কটে পড়িয়া ধর্ম্মজ্ঞরাজা অম্বরীষ দ্বিজগণ সহ বিচার করিতে লাগিলেন ।। ৩৮ ।।

ব্রাহ্মণাতিক্রমে দোষো দ্বাদশ্যাং যদপারণে ।
যৎকৃত্বা সাধু মে ভূয়াদধর্ম্মো বা ন মাং স্পৃশেৎ ।।৩৯
অম্ভসা কেবলেনাথ করিষ্যে ব্রতপারণম্ ।
আহরভক্ষণং বিপ্রা হ্যশিতং নাশিতঞ্চ তৎ ।। ৪০ ।।

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) ব্রাহ্মণাতিক্রমে (ব্রাহ্মণলঙ্ঘনে) দোষঃ (অধর্ম্মঃ) দ্বাদশ্যাম্ অপারণে (অপি ব্রতবৈগুণ্যদোষঃ ততঃ) যৎ কৃত্বা (যস্মিন্ কৃতে) মে (মম) সাধু (শ্রেয়ঃ) (ভবেৎ) অধর্ম্মঃ বা মাং ন স্পৃশেৎ (ইতি দ্বিজৈঃ সহ বিচার্য্য নিশ্চিনোতি)

অথ কেবলেন অম্ভসা (জলেন) ব্রতপারণং করিষ্যে বিপ্রাঃ হি তৎ অব্‌ভক্ষণং (জলপানম্) অশিতং (ভক্ষণং) ন অশিতং চ (অভক্ষণঞ্চ) আহুঃ (কথয়ন্তি) ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণলঙ্ঘনে অপরাধ, আবার দ্বাদশীতে পারণ না করিলে ব্রতবৈগুণ্য দোষ হয়, অতএব "যাহাতে মঙ্গল হয়, অথচ অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে না পারে" তৎসম্বন্ধে দ্বিজগণসহ বিচার করিয়া রাজা স্থির করিলেন—"এখন আমি কেবলমাত্র জল পান করিয়া ব্রত সমাপন করিব ; যেহেতু বিপ্রগণ জলপানকে ভক্ষণ অভক্ষণ উভয়ই বলিয়াছেন ॥ ৩৯-৪০ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্‌যস্মাৎ ব্রাহ্মণাতিক্রমে দ্বাদশ্যামপারণে চ দোষঃ তস্মাদত্র ধর্ম্মসঙ্কটে যৎ কৃত্বেত্যাদি ভূয়াৎ ভবেৎ। ততশ্চ বিপ্রাংস্তূষ্ণীং স্থিতান্ সমাধাতুমশক্নুবতোঽভিলক্ষ্য স্বয়মেব বিচার্য্য সনিশ্চয়মাহ অম্ভসেতি হে বিপ্রা তৎ অশিতমিতি দ্বাদশ্যা অনতিক্রমঃ নাশিতমিতি ব্রাহ্মণস্যাপ্যনতিক্রম ইতি। অত্র শ্রুতিশ্চ—অপোঽশ্নাতি তন্নৈবাশিতং নৈবানশিতমিতি ॥ ৩৯-৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ'—যেহেতু ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন (অর্থাৎ অতিথি নিমন্ত্রিত দুর্ব্বাসাকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং ভোজন) করিলে যেরূপ একদিকে দোষ হয়, অপর দিকে দ্বাদশীতে পারণ না করিলেও সেরূপ ব্রতবৈগুণ্য দোষ হয়। অতএব এই ধর্ম্মসঙ্কটে, 'যৎ কৃত্বা'—যাহা করিলে আমার কল্যাণ হয় অথচ অধর্ম্মও স্পর্শ না করে, তাহা আপনারা বলুন। তারপর ব্রাহ্মণগণকে নিস্তব্ধ অর্থাৎ সমাধান করিতে অসমর্থ দেখিয়া নিজেই বিচার-পূর্ব্বক নিশ্চয়ের সহিত বলিতেছেন—হে ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের অনুমতি হইলে কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ জল দ্বারাই পারণ করি, 'তৎ অশিতং'—সেই জলপানের দ্বারা দ্বাদশীর অতিক্রমও করা হইল না, আবার অভক্ষণের দ্বারা ব্রাহ্মণের মর্য্যাদাও লঙ্ঘন করা হইল না। এই বিষয়ে শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'জলপান ভোজন ও অভোজন দুই-এর তুল্য' ॥ ৩৯-৪০ ॥

ইত্যপঃ প্রাশ্য রাজর্ষিশ্চিন্তয়ন্ মনসাচ্যুতম্।
প্রত্যচষ্ট কুরুশ্রেষ্ঠ দ্বিজাগমনমেব সঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরুশ্রেষ্ঠ! (হে পরীক্ষিৎ!) সঃ রাজর্ষিঃ ইতি (এবং ক্রমেণ) মনসা অচ্যুতং চিন্তয়ন্ অপঃ (জলং) প্রাশ্য (ভক্ষয়িত্বা) দ্বিজাগমনং (দ্বিজস্য দুর্ব্বাসসঃ আগমনম্ এব প্রত্যচষ্ট (প্রত্যৈক্ষত) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে কুরুকুল-শ্রেষ্ঠ! রাজর্ষি অম্বরীষ এই প্রকার বিচারপূর্ব্বক অচ্যুতকে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে জলপান করিয়া ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যচষ্ট প্রত্যৈক্ষত ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যচষ্ট'—তিনি ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

দুর্ব্বাসা যমুনাকূলাৎ কৃতাবশ্যক আগতঃ।
রাজ্ঞাভিনন্দিতস্তস্য বুবুধে চেষ্টিতং ধিয়া ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—কৃতাবশ্যকঃ (কৃতমাধ্যাহ্নিককর্ত্তব্যঃ) দুর্ব্বাসাঃ যমুনাকূলাৎ আগতঃ রাজ্ঞা অভিনন্দিতঃ (সন্) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) তস্য (রাজ্ঞঃ) চেষ্টিতং (জলপানরূপং কর্ম্ম) বুবুধে (জ্ঞাতবান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপ্ত করিয়া দুর্ব্বাসা যমুনা হইতে প্রত্যাগত হইলে রাজা তাঁহার পূজা করিলেন। দুর্ব্বাসা বুদ্ধিযোগবলে রাজার আচরণ জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

মন্যুনা প্রচলদ্‌গাত্রো ভ্রূকুটীলাননঃ।
বুভুক্ষিতশ্চ সুতরাং কৃতাঞ্জলিমভাষত ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—মন্যুনা (ক্রোধেন) প্রচলদ্‌গাত্রঃ (কম্পিতকায়ঃ) ভ্রূকুটিলাননঃ (ভ্রূকুটীভ্যাং কুটিলম্ আননং মুখং যস্য সঃ) সুতরাং বুভুক্ষিতঃ চ (ক্ষুধিতঃ চ সঃ) কৃতাঞ্জলিম্ (যুক্তাঞ্জলিম্ অম্বরীষম্) অভাষত (উক্তবান্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—ক্রোধে দুর্ব্বাসার অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, তাঁহার মুখ ভ্রূকুটি দ্বারা কুটিলভাব ধারণ করিল। সুতরাং ভোজনেচ্ছু হইয়াও দুর্ব্বাসা

কৃতাঞ্জলিসহকারে দণ্ডায়মান মহারাজ অম্বরীষকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

অহো অস্য নৃশংসস্য শ্রিয়োন্মত্তস্য পশ্যত ।
ধর্ম্মব্যতিক্রমং বিষ্ণোরভক্তস্যেশমানিনঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—অহো নৃশংসস্য (ক্রূরস্য) শ্রিয়া (সম্পদা) উন্মত্তস্য ঈশমানিনঃ (স্বমেব ঈশ্বরং মন্বানস্য) বিষ্ণোঃ অভক্তস্য অস্য (রাজ্ঞঃ) ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমং (ধর্ম্মলঙ্ঘনং) পশ্যত (অবলোকয়ত) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অহো! ক্রূর-প্রকৃতি-ধনমদে মত্ত, ঐশ্বর্য্যাভিমানী বিষ্ণুর অভক্ত ইহার ধর্ম্মলঙ্ঘন-চেষ্টা অবলোকন কর ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—বস্তুর্থশ্চ নৃভিঃ সর্ব্বলোকৈঃ শংসঃ স্তুতির্যস্য। শ্রিয়াপি উন্মত্তস্য মত্তং মদস্তস্মাদুত্তীর্ণস্য ন বিদ্যতে ভক্তো যস্মাত্তস্য ঈশে স্বেষ্টদেবে মানিনঃ দ্বাদশ্যনতিক্রমাদাদরবতঃ। ঈশৈরিন্দ্রাদ্যৈরপি মাননীয়স্যেতি বা ধর্ম্মস্য ব্যতিক্রমং বির্নঞর্থে অনতিক্রমং পশ্যত ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুর্ব্বাসা অম্বরীষ মহারাজের প্রতি কটূক্তি করিলেও সরস্বতী-পক্ষে বাস্তবার্থ এইরূপ—'নৃশংস' বলিতে সর্ব্ব লোকের দ্বারা যিনি প্রশংসনীয়। 'শ্রিয়োন্মত্ত'—বলিতে ঐশ্বর্য্যের দ্বারা যে মত্ততা, তাহা হইতে যিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 'অভক্ত'—বলিতে যাঁহা হইতে আর ভক্ত নাই, অর্থাৎ তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ। 'ঈশমানী'—বলিতে নিজ ইষ্টদেবে দ্বাদশীর অনতিক্রমরূপ আদর যাঁহার, অথবা—ইন্দ্রাদি দেবগণের দ্বারা যিনি মাননীয়। 'ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম'—এখানে 'বি'-শব্দ নঞর্থে, অর্থাৎ ধর্ম্মের অনতিক্রম দর্শন কর ॥ ৪৪ ॥

যো মামতিথিমায়াতমাতিথ্যেন নিমন্ত্র্য চ ।
অদত্ত্বা ভুক্তবাংস্তস্য সদ্যস্তে দর্শয়ে ফলম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ আয়াতম্ (আগতম্) অতিথিং মাম্ আতিথ্যেন (আতিথ্যবিধিনা) নিমন্ত্র্য (ভোজনার্থং প্রার্থয়িত্বা) চ অদত্ত্বা (ভোজ্যম্ অদত্ত্বা স্বয়ং) ভুক্তবান্ তস্য তে (তব) ফলং (দুষ্কর্ম্মফলং) সদ্যঃ (অধুনা এব) দর্শয়ে (প্রদর্শয়ামি) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—তুমি গৃহাগত অতিথিকে আতিথ্য-বিধি-অনুসারে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক ভোজন না করাইয়াই স্বয়ং ভোজন করিয়াছ, তোমার দুষ্কর্ম্মের ফল এখনই প্রদর্শন করাইতেছি ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—অত্তীতি অদঃ পচাদ্যচ্ অদত্ত্বেন ভুক্তবত্ত্বেনাপি ন ভুক্তবান্ অস্য দ্বাদশী-ব্রাহ্মণয়োরনতিক্রমস্য ফলং মদমোঘজটানলস্য বৈয়র্থ্যং। মহাতেজীয়সোঽপি মম চক্রানলদহ্যমানত্বং ত্বদন্যতঃ কুতোঽপ্যনিস্তারং ব্রহ্মণ্যেনাপি ভগবতা ব্রহ্মবাদিনোঽপি মম তিরস্কারাদিকং দর্শয়ামি ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদত্ত্বা'—যাহা ভোজন করা হয়, 'অদ', পচাদিগণে অচ্ প্রত্যয়, 'অদত্ত্বেন'—ভোজন করিলেও যাহা ভোজন করা হয় না। দ্বাদশী ও ব্রাহ্মণের অনতিক্রমের ফল—আমার (দুর্ব্বাসার) অমোঘ জটানলের ব্যর্থতা, আমি মহাতেজস্বী হইলেও আমার চক্রানলের দহ্যমানত্ব, তুমি (অম্বরীষ) ব্যতীত অন্য কোথা হইতেও অনিষ্কৃতি, ভগবান্ ব্রহ্মণ্য হইলেও ব্রহ্মবাদী আমার তৎকর্তৃক তিরস্কারাদি (ফল) 'দর্শয়ে'—দেখাইতেছি ॥ ৪৫ ॥

এবং ব্রুবাণ উৎকৃত্য জটাং রোষপ্রদীপিতঃ ।
তয়া স নির্ম্মমে তস্মৈ কৃত্যাং কালানলোপমাম্ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—এবং ব্রুবাণঃ (বদন্) রোষপ্রদীপিতঃ (ক্রোধজ্বলিতঃ) সঃ (দুর্ব্বাসাঃ) জটাং (স্বস্য জটাম্) উৎকৃত্য (সংছিদ্য) তয়া (জটয়া) তস্মৈ (অম্বরীষায়) কালানলোপমাং (কালানলতুল্যাং) কৃত্যাং নির্ম্মমে (নির্ম্মিতবান্) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপ বলিতে বলিতে দুর্ব্বাসার মুখ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় মস্তক হইতে জটা ছিন্ন করিয়া তদ্দ্বারা অম্বরীষের নিমিত্ত কালাগ্নিতুল্যা এক কৃত্যা (দেবতা) নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মৈ তং হন্তুং ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মৈ'—তাঁহাকে বিনাশ

করিবার নিমিত্ত এক কৃত্যা (মারণাত্মিকা দেবতা) সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪৬ ॥

তামাপতন্তীং জ্বলতীমসিহস্তাং পদা ভুবম্ ।
বেপয়ন্তীং সমুদ্বীক্ষ্য ন চচাল পদান্নৃপঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—নৃপঃ (অম্বরীষঃ) জ্বলতীম্ অসিহস্তাং পদা ভুবং বেপয়ন্তীং (কম্পয়ন্তীং) তাং (কৃত্যাম্) আপতন্তীং (স্বাভিমুখমাগচ্ছন্তীং) সমুদ্বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বাপি) পদাৎ (স্বস্থানাৎ) ন চচাল (ন চলিতবান্) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—ঐ জ্বলন্তকৃত্যা হস্তে অসি লইয়া পদদ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে তদভিমুখে আগমন করিতেছে দেখিয়াও মহারাজ অম্বরীষ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইলেন না ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—পদান্ন চচালেতি ব্রহ্মতেজসঃ প্রতিকর্ত্তুমনর্হত্বং সর্ব্বথা সহনার্হত্বঞ্চ বিভাব্যেতি ভাবঃ ॥ ৪৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পদাৎ ন চচাল'—ব্রহ্মতেজের প্রতিকার অসম্ভব এবং সর্ব্বপ্রকারে সহ্যেরও অযোগ্য, এরূপ বিবেচনা করতঃ নিজের স্থান হইতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইলেন না ॥ ৪৭ ॥

প্রাগ্‌দিষ্টং ভৃত্যরক্ষায়াং পুরুষেণ মহাত্মনা ।
দদাহ কৃত্যাং তাং চক্রং ক্রুদ্ধাহিমিব পাবকঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—মহাত্মনা পুরুষেণ (পুরুষোত্তমেন শ্রীহরিণা) ভৃত্যরক্ষায়াং (সেবকরক্ষার্থং) প্রাগ্‌দিষ্টং (পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টং) চক্রং পাবকঃ (দাবাগ্নিঃ) ক্রুদ্ধাহিম্ ইব (যথা ক্রুদ্ধম্ অহিং সর্পং দহতি তথা) তাং কৃত্যাং দদাহ (ভস্মীচকার) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—দাবাগ্নি যেরূপ ক্রুদ্ধ সর্পকে দগ্ধ করে, ভক্তরক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই শ্রীহরির আদেশপ্রাপ্ত সুদর্শনচক্রও তদ্রূপ সেই কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—চক্রং কর্ত্তৃ কৃত্যাং দদাহ। ননু কিং রাজ্ঞা স্বরক্ষার্থং নিবেদিতং সদ্দদাহ ? নহি নহি প্রাক্ অম্বরীষস্য ভজনপ্রারম্ভদশামারভ্যৈব ক্বাপি স্বাপকারিলোকেঽপ্যনপকরণস্বভাবং তস্যালক্ষ্য পুরুষেণ ভক্তবৎসলেনৈব ভগবতাদিষ্টং হে চক্র যদাস্য প্রাণসঙ্কটমাপততি তদা ত্বমেব স্বয়মেবাস্যাভিহন্তারং জহীত্যাদিষ্টং, পাবকো দাবাগ্নিঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চক্রং'—কর্ত্তা, অর্থাৎ চক্রই সেই কৃত্যাকে ভস্মীভূত করিয়াছিল। যদি বলেন —মহারাজ কর্ত্তৃক নিজরক্ষার নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া কি দগ্ধ করিলেন ? তাহাতে বলিতেছেন—না, না, পূর্ব্বে অম্বরীষ মহারাজের ভজনের প্রারম্ভকাল হইতেই, নিজের প্রতি অন্যায় আচরণকারী জনেও যিনি অপকার করেন না, তাঁহার এই স্বভাব দেখিয়া ভক্তবৎসল শ্রীভগবানই আদেশ দিয়াছিলেন—হে চক্র ! যখন এই অম্বরীষ মহারাজের প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হইবে, তখন তুমি নিজেই ইঁহার অভিহন্তাকে বিনাশ করিবে। 'পাবকঃ'—দাবানল যেমন ক্রুদ্ধ সর্পকে বিনাশ করে ॥ ৪৮ ॥

তদভিদ্রবদুদ্বীক্ষ্য স্বপ্রয়াসঞ্চ নিষ্ফলম্ ।
দুর্ব্বাসা দুদ্রুবে ভীতো দিক্ষু প্রাণপরীপ্সয়া ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—দুর্ব্বাসাঃ স্বপ্রয়াসং নিষ্ফলং তদভিদ্রবৎ (তস্য চক্রস্য অভিমুখং স্বমপি দগ্ধুং দ্রবৎ) চ উদ্‌বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ভীতঃ (সন্) প্রাণপরীপ্সয়া (প্রাণরক্ষার্থম্ ইত্যর্থঃ) দিক্ষু (সর্ব্বাসু দিক্ষু) দুদ্রুবে (ধাবিতবান্) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাসা দেখিলেন, তাঁহার নিজপ্রয়াস বিফল হইল, পরন্তু ঐ চক্র তাঁহারই অভিমুখে দ্রুত আগমন করিতেছে, তখন তিনি ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—তচ্চক্রং কৃত্যাং দগ্ধ্বাপি অভি অভিমুখং স্বমপি দগ্ধুং দ্রবৎ ধাবৎ বীক্ষ্য ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্ অভিদ্রবৎ'—সেই সুদর্শন চক্র কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়া ও তাঁহাকেও দগ্ধ করিতে নিজের অভিমুখে আসিতেছে লক্ষ্য করিয়া দুর্ব্বাসা প্রাণরক্ষার আশায় ভয়ে চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

তমন্বধাবদ্ভগবদ্রথাঙ্গং
দাবাগ্নিরুদ্ধূতশিখো যথাহিম্ ।
তথানুষক্তং মুনিরীক্ষমাণো
গুহাং বিবিক্ষুঃ প্রসসার মেরোঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—উদ্ধূতশিখঃ (প্রজ্জ্বলিতশিখাবিশিষ্টঃ) দাবাগ্নিঃ (দাবানলঃ) অহিং যথা (সর্পম্ অনুধাবতি তথা) ভগবদ্রথাঙ্গং (ভগবতঃ চক্রম্) তং (দুর্ব্বাসসম্) অন্বধাবৎ (অনুধাবিতবান্) মুনিঃ (দুর্ব্বাসাঃ) তথা অনুসক্তং (পৃষ্ঠতঃ সংসক্তং সংলগ্নমিব তং চক্রম্) ঈক্ষমাণঃ (পশ্যন্) মেরোঃ (সুমেরুপর্ব্বতস্য) গুহাং বিবিক্ষুঃ (গুহাপ্রবেশ-কামঃ সন্) প্রসসার (অধাবৎ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত দাবাগ্নি যেরূপ সর্পের অনুধাবন করে, ভগবচ্চক্রও তদ্রূপ দুর্ব্বাসার অনুসরণ করিলেন। দুর্ব্বাসা স্বীয় পৃষ্ঠদেশে সংলগ্নের ন্যায় চক্রকে দেখিয়া সুমেরুগহ্বরে প্রবেশ করিবার ইচ্ছায় বেগে ধাবমান হইলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—অনুষক্তং পৃষ্ঠতঃ সংলগ্নমিবেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুষক্তং'—পৃষ্ঠদেশে সংলগ্নের ন্যায় চক্রকে দেখিয়া (দুর্ব্বাসা পলায়ন করিতে লাগিলেন) ॥ ৫০ ॥

দিশো নভঃ ক্ষ্মাং বিবরান্ সমুদ্রান্
লোকান্ সপালাংস্ত্রিদিবং গতঃ সঃ ।
যতো যতো ধাবতি তত্র তত্র
সুদর্শনং দুষ্প্রসহং দদর্শ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (দুর্ব্বাসাঃ) দিশঃ (সর্ব্বং দিঙমণ্ডলং) নভঃ (আকাশং) ক্ষ্মাং (ভূমিং) বিবরান্ (গর্ত্তান্) সমুদ্রান্ সপালান্ (পালকৈঃ সহিতান্) লোকান্ (ভুবনানি) ত্রিদিবং (স্বর্গঞ্চ) গতঃ (আত্মরক্ষণকামনয়া সর্ব্বত্র জগাম পরন্তু) যতঃ যতঃ (যত্র যত্র) ধাবতি (গচ্ছতি) তে তত্র দুষ্প্রসহং (দুঃসহ-প্রভাবশালি) সুদর্শনং (বিষ্ণুচক্রং) দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাসা আত্মরক্ষার্থ দিঙমণ্ডল, আকাশ, পৃথিবী, গুহা, সমুদ্র, লোকপালদিগের লোক, ত্রিভুবন এবং স্বর্গে গমন করিলেন, কিন্তু যেস্থানেই গমন করেন, সেই স্থানেই দুঃসহ-তেজোময় সুদর্শনচক্র দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

অলব্ধনাথঃ স যদা কুতশ্চিৎ
সংত্রস্তচিত্তোঽরণমেষমাণঃ ।
দেবং বিরিঞ্চং সমগাদ্বিধাত-
স্ত্রাহ্যাত্মযোনেঽজিততেজসো মাম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—সন্ত্রস্তচিত্তঃ (ভীতচিত্তঃ) অরণম্ এষমাণঃ (শরণম্ অন্বিষ্যন্) সঃ (দুর্ব্বাসাঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) কুতশ্চিৎ (কুত্রাপি) অলব্ধনাথঃ (অলব্ধঃ অপ্রাপ্তঃ নাথঃ রক্ষকঃ যেন তাদৃশঃ বভূব তদা হে) আত্মযোনে ! বিধাত ! (হে ব্রহ্মন্ !) অজিততেজসঃ (হরেঃ চক্রাৎ) মাং ত্রাহি (রক্ষ ইত্যুক্ত্বা) দেবং বিরিঞ্চং (ব্রহ্মাণং) সমগাৎ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—ভীতচিত্ত দুর্ব্বাসা নিজ আশ্রয় অন্বেষণ করিতে করিতে, যখন কুত্রাপি আশ্রয় পাইলেন না, তখন ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া বলিলেন, হে বিধাতঃ ! হে ব্রহ্মন্ ! দুঃসহ তেজোময় ভগবচ্চক্র হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন্ ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—অরণং শরণং এষমাণঃ অন্বিষ্যন্ ॥৫২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অরণং'—আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে (ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন।) ॥ ৫২ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

স্থানং মদীয়ং সহবিশ্বমেতৎ
ক্রীড়াবসানে দ্বিপরার্দ্ধসংজ্ঞে ।
ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ হি সংদিধক্ষোঃ
কালাত্মনো যস্য তিরোভবিষ্যৎ ॥ ৫৩ ॥
অহং ভবো দক্ষভৃগুপ্রধানাঃ
প্রজেশভূতেশসুরেশমুখ্যাঃ ।
সর্ব্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না
মূর্দ্ধার্পিতং লোকহিতং বহামঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ। ক্রীড়াবসানে (ক্রীড়ায়াঃ অবসানে) দ্বিপরার্দ্ধসংজ্ঞে (দ্বিপরার্দ্ধনামক-কালে, প্রলয়কালে ইত্যর্থঃ) সহবিশ্বং (বিশ্বসহিতং) মদীয়ম্ এতৎ স্থানং সন্দিধক্ষোঃ (সম্যক্ দগ্ধুং বিনাশয়িতুম্ ইচ্ছোঃ) কালাত্মনঃ (কালরূপিণঃ) যস্য (বিষ্ণোঃ) ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ হি (ভ্রূভঙ্গমাত্রেণৈব) তিরোহভবিষ্যৎ (তিরোভবিষ্যতি অপি চ) অহং (ব্রহ্মা) ভবঃ (শিবঃ) দক্ষভৃগুপ্রধানাঃ (দক্ষভৃগু-প্রভৃতয়ঃ) প্রজেশ-ভূতেশ-সুরেশমুখ্যাঃ (প্রজাপতি-ভূতাধিপতি-সুরপতিশ্রেষ্ঠাঃ এতে) বয়ং সর্ব্বে যন্নিয়মং (যস্য বিষ্ণোঃ নিয়মং) প্রপন্নাঃ (প্রাপ্তাঃ সন্তঃ) লোকহিতং (যথা ভবতি তথা) অর্পিতং (স্বস্মিন্ নির্দ্দিষ্টং তং নিয়মং) মূর্দ্ধ্না (অবনতমস্তকেন) বহামঃ (ধারয়ামঃ পালয়ামঃ, অতঃ তদ্ভক্তদ্রোহিণং ত্বাং রক্ষিতুং ন সমর্থোঽহমিতি শেষঃ)॥ ৫৩-৫৪॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—দ্বিপরার্দ্ধ কালে ক্রীড়াবসানে যে কালরূপী বিষ্ণুর ইচ্ছায় ভ্রূভঙ্গীমাত্রে এই বিশ্বের সহিত মদীয় লোক তিরোহিত হইবে—আমি, শিব, দক্ষ, ভৃগুপ্রমুখ ঋষিবৃন্দ, প্রজাপতি, ভূতনাথ ও সুরশ্রেষ্ঠগণ আমরা সকলেই অধীন হইয়া যাঁহার লোকহিতকর আদেশ অবনত মস্তকে বহন করিতেছি, সেই বিষ্ণুর ভক্তদ্রোহী আপনাকে রক্ষা করিতে আমি সমর্থ নহি॥ ৫৩-৫৪॥

বিশ্বনাথ—দ্বিপরার্দ্ধসংজ্ঞে কালে যস্য কালাত্মনঃ কালরূপং যৎ স্বরূপং তস্মাৎ। প্রপন্না বয়ং লোকহিতং যথা স্যাত্তথা যদাজ্ঞাং বহামঃ। অতস্তদ্ভক্তদ্রোহিণং ত্বাং রক্ষিতুং ন সমর্থোঽহমিতি শেষঃ। যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধাৎ॥ ৫৩-৫৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিপরার্দ্ধ-সংজ্ঞে'—দুই পরার্দ্ধ সংবৎসর কাল পরে, 'যস্য কালাত্মনঃ'—কালস্বরূপ যে বিষ্ণুর (ভ্রূভঙ্গীমাত্রেই বিশ্বের সহিত আমার এই ব্রহ্মলোক অন্তর্হিত হইবে)। 'প্রপন্নাঃ'—আমার লোকসমুদয়ের হিত যাহাতে হয়, সেইরূপে যাঁহার আজ্ঞা মস্তকে বহন করিতেছি। অতএব তাঁহার ভক্তের প্রতি দ্রোহকারী তোমাকে রক্ষা করিতে আমি সমর্থ নহি—এই ভাব। এখানে যদ্ ও তদ্ শব্দের নিত্য সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে॥ ৫৩-৫৪॥

প্রত্যাখ্যাতো বিরিঞ্চেন বিষ্ণুচক্রোপতাপিতঃ।
দুর্ব্বাসাঃ শরণং যাতঃ শর্ব্বং কৈলাসবাসিনম্॥৫৫॥

অন্বয়ঃ—(অথ) বিষ্ণুচক্রোপতাপিতঃ বিরিঞ্চেন (ব্রহ্মণা) প্রত্যাখ্যাতঃ দুর্ব্বাসাঃ কৈলাস-বাসিনং শর্ব্বং (শিবং) শরণং যাতঃ (গতবান্)॥ ৫৫॥

অনুবাদ—বিরিঞ্চি কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিষ্ণুচক্রের তাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত দুর্ব্বাসা কৈলাসবাসী শিবের শরণাগত হইলেন॥ ৫৫॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

বয়ং ন তাত প্রভবাম ভূম্নি
যস্মিন্ পরেঽন্যেঽপ্যজজীবকোশাঃ।
ভবন্তি কালে ন ভবন্তি হীদৃশাঃ
সহস্রশো যত্র বয়ং ভ্রমামঃ॥ ৫৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশঙ্করঃ উবাচ। (হে) তাত! (হে বৎস!) যস্মিন্ পরে (পরমেশ্বরে) অজজীবকোশাঃ (অজাঃ ব্রহ্মাণঃ ত এব জীবাঃ তেষাং কোশা উপাধিভূতা ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহাঃ) ঈদৃশাঃ (দৃশ্যমানব্রহ্মাণ্ডপ্রমাণাঃ) অন্যে (অপরে) অপি সহস্রশঃ (বহুসহস্রসংখ্যকাঃ) কালে (যথাকালং) ভবন্তি (জায়ন্তে) ন ভবন্তি (নশ্যন্তি চ) যত্র (যেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু) (লোকেশাভিমানিনঃ) বয়ং ভ্রমামঃ (ভ্রান্তাঃ অতঃ) বয়ং (তস্মিন্) ভূম্নি (মহতি শ্রীহরৌ) ন প্রভবামঃ (ন সমর্থাঃ)॥ ৫৬॥

অনুবাদ—শ্রীশঙ্কর বলিলেন—হে বৎস! যে পরমেশ্বরে ব্রহ্মাদি অনন্ত জীবের উপাধিভূষিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ এবং ব্রহ্মাণ্ডসদৃশ অন্যান্য সহস্র সহস্র বস্তু কালে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরির প্রতি ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে লোকপাল-অভিমানে ভ্রান্ত আমরা কোন বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ নহি॥ ৫৬॥

বিশ্বনাথ—যস্মিন্ পরমেশ্বরে অজা ব্রহ্মাণ এব জীবাস্তেষাং কোষা উপাধিভূতাঃ ব্রহ্মাণ্ডানি অন্যেঽপি ভবন্তি জায়ন্তে নশ্যন্তি চ, যত্র যেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু লোকেশাভিমানিনো বয়ং ভ্রমামঃ॥ ৫৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্মিন্ পরে'—যে পরমেশ্বরের মধ্যে জীবরূপী ব্রহ্মার উপাধিস্বরূপ অসংখ্য

ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ যথাকালে উৎপন্ন ও বিলীন হয়, 'যত্র'—যে সকল ব্রহ্মাণ্ডে আমরা লোকপালকত্বের অভিমানী হইয়া বিচরণ করিয়া থাকি (সেই ভূমা পুরুষ পরমেশ্বরের উপর আমাদের কোনরূপ প্রভুত্ব নাই।) ॥ ৫৬ ॥

অহং সনৎকুমারশ্চ নারদো ভগবানজঃ।
কপিলোঽপান্তরতমো দেবলো ধর্ম্ম আসুরিঃ ॥ ৫৭ ॥
মরীচিপ্রমুখাশ্চান্যে সিদ্ধেশাঃ পারদর্শনাঃ।
বিদাম ন বয়ং সর্ব্বে যন্মায়াং মায়য়াবৃতাঃ ॥ ৫৮ ॥
তস্য বিশ্বেশ্বরস্যেদং শস্ত্রং দুর্ব্বিষহং হি নঃ।
তমেবং শরণং যাহি হরিস্তে শং বিধাস্যতি ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু সর্ব্বজ্ঞস্য তব কুতঃ ভ্রম ইত্যত্রাহ) অহং (শিবঃ) সনৎকুমারঃ চ, নারদঃ, ভগবান্ অজঃ (ব্রহ্মা). কপিলঃ, অপান্তরতমঃ (ব্যাসঃ), দেবলঃ, ধর্ম্মঃ (যমরাজঃ), আসুরিঃ, মরীচিপ্রমুখাঃ (মরীচিপ্রভৃতয়ঃ) অন্যে সিদ্ধেশাঃ (সিদ্ধপ্রধানাশ্চ এতে) সর্ব্বে বয়ং পারদর্শনাঃ (সর্ব্বজ্ঞা অপি) মায়য়া (যস্য মায়য়া) আবৃতাঃ (সন্তঃ) যন্মায়াং (যস্য মায়াং) ন বিদামঃ (ন অবগতাঃ) তস্য বিশ্বেশ্বরস্য (শ্রীহরেঃ) ইদং শস্ত্রং (চক্রঃ) নঃ (অস্মাকং) হি (নূনং) দুর্ব্বিষহম্ (অসহনীয়ং ততঃ) তং (হরিম্) এব শরণং যাহি (গচ্ছ) হরিঃ তে (তব) শং (কল্যাণং) বিধাস্যতি (করিষ্যতি) ॥ ৫৭-৫৯ ॥

অনুবাদ—(যদি বল আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার ভ্রম কোথায়, তদুত্তরে বলিতেছেন—) আমি (শিব), সনৎকুমার, নারদ, পরমপূজ্য ব্রহ্মা, কপিল, অপান্তরতমঃ (ব্যাস), দেবল, যম, আসুরি, মরীচি-প্রমুখ ঋষিবৃন্দ এবং অপরাপর সিদ্ধেশ্বরগণ—আমরা সকলে সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া যাঁহার মায়াকে জানিতে পারি না, সেই বিশ্বেশ্বর শ্রীহরির এই চক্র আমাদের ও দুর্ব্বিষহ, সুতরাং তুমি শ্রীহরির সন্নিধানে গমন কর। তিনি তোমার কল্যাণ বিধান করিবেন ॥ ৫৭-৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু সর্ব্বজ্ঞস্য তব কুতো ভ্রমস্তত্রাহ অহমিতি পারদর্শিনঃ সর্ব্বজ্ঞা অপি যস্য মায়াং ন বিদ্মঃ ॥ ৫৭-৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সর্ব্বজ্ঞ আপনার কিরূপে ভ্রম হইতে পারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'অহম্', আমি সনৎকুমার প্রভৃতি সকলে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যাঁহার মায়া অবগত হইতে পারি না ॥ ৫৭-৫৯ ॥

ততো নিরাশো দুর্ব্বাসাঃ পদং ভগবতো যযৌ।
বৈকুণ্ঠাখ্যং যদধ্যাস্তে শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়া সহ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (শিবাৎ) নিরাশঃ দুর্ব্বাসাঃ ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ) বৈকুণ্ঠাখ্যং (বৈকুণ্ঠ-নামকং) পদং (স্থানং) যযৌ (গতবান্) শ্রীনিবাসঃ (শ্রীহরিঃ) শ্রিয়া (লক্ষ্ম্যা) সহ যৎ বৈকুণ্ঠাখ্যং পদম্) অধ্যাস্তে (অধিতিষ্ঠতি) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর শিবের নিকটেও নিরাশ হইয়া দুর্ব্বাসা ভগবান্ শ্রীহরির বৈকুণ্ঠ নামক ধামে গমন করিলেন। তথায় শ্রীনিবাস নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—নিরাশ ইতি শিব শিব মদ্ব্রহ্মতেজস্বিত্বাভিমানো রসাতলং গতঃ অন্যেনাপি ব্রহ্মাদিনা কেনাপ্যহং ন ত্রাতঃ। মদিষ্টদেবঃ শম্ভুর্মাং রক্ষিষ্যতীত্যাশা আসীৎ সাপি ব্যর্থা বভুব। সম্প্রতি যস্য ভক্তেন এতাং দুরবস্থামহং প্রাপিতস্তস্যৈব বিষ্ণোঃ সন্নিধির্মম স্বপ্রাণরক্ষার্থং গন্তব্যো বভুব ধিঙ্‌মে লজ্জাং প্রাণাংশ্চেতি নির্ব্বেদো ধ্বনিতঃ ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ নিরাশঃ'—শ্রীশঙ্করের নিকট হইতে নিরাশ হইয়া, হায় ! হায় ! আমার ব্রহ্মতেজস্বিত্ব অভিমান রসাতলে গেল, ব্রহ্মাদি কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিল না। মদীয় ইষ্টদেব শম্ভু আমাকে রক্ষা করিবেন, এই আশা ছিল, তাহাও ব্যর্থ হইল। এক্ষণে যাঁহার ভক্তের দ্বারা আমি এই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই বিষ্ণুর নিকটেই নিজ প্রাণরক্ষার জন্য যাইতে হইবে, ধিক্ আমার লজ্জা ও প্রাণকে—এরূপ নির্ব্বেদ ধ্বনিত হইল ॥ ৬০ ॥

সন্দহ্যমানোঽজিতশস্ত্রবহ্নিনা
তৎপাদমূলে পতিতঃ সবেপথুঃ।

আহাচ্যুতানন্ত সদীপ্সিত প্রভো
কৃতাগসং মাবহি বিশ্বভাবন ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—অজিতশস্ত্রবহ্নিনা (চক্রাগ্নিনা) সন্দহ্যমানঃ (সন্তপ্যমানঃ) সবেপথুঃ (কম্পমানঃ) সঃ দুর্ব্বাসাঃ) তৎপাদমূলে (শ্রীহরিচরণতলে) পতিতঃ (সন্) আহ (উক্তবান্—হে) অচ্যুত ! (হে) অনন্ত ! (হে) সদীপ্সিত ! (হে সাধুজনাভীষ্ট !) (হে) প্রভো ! (হে) বিশ্বভাবন ! (হে বিশ্বপালক ! কৃতাগসং (কৃতাপরাধং) মা (মাম) অবহি (রক্ষ) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—চক্রাগ্নি-দ্বারা সন্তপ্ত দুর্ব্বাসা কম্পিত-কলেবরে ভগবৎপাদমূলে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে অচ্যুত ! হে অনন্ত ! হে বিশ্বপালক ! আপনি সাধুদিগের একমাত্র অভীষ্ট । আমি অপরাধ করিয়াছি । হে প্রভো, আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—মা মাং অবহি পাহি ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মাবহি'—'মা' আমাকে, 'অবহি'—রক্ষা কর ॥ ৬১ ॥

অজানতা তে পরমানুভাবং
কৃতং ময়াঘং ভবতঃ প্রিয়ানাম্ ।
বিধেহি তস্যাপচিতিং বিধাত-
র্মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপি ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিধাতঃ ! (হে পরমেশ্বর !) তে (তব) পরমানুভাবং (পরম-প্রভাবম্) অজানতা ময়া ভবতঃ প্রিয়াণাং (প্রিয়ভক্তানাং বিষয়ে) অঘং (পাপং) কৃতং তস্য (অঘস্য) অপচিতিং (নিষ্কৃতিং) বিধেহি (কুরু, মদ্ভক্তদ্রোহে নিষ্কৃতিং ন পশ্যামীতি চেৎ তত্রাহ) যন্নাম্নি (যস্য তব নাম্নি) উদিতে (কীর্ত্তিতে) নারকঃ (নরকস্থঃ) অপি মুচ্যেত (মুক্তো ভবেৎ তস্য তব কিমশক্যমিতি ভাবঃ) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—হে বিধাতঃ ! আপনার পরমপ্রভাব না জানিয়াই আমি ভবদীয় ভক্তের প্রতি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে এই অপরাধ হইতে মুক্ত করুন । যাঁহার নামমাত্রে নরকস্থ জীব মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, তাঁহার অসাধ্য কি আছে ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—অঘমপরাধঃ অপচিতিং নিষ্কৃতিং ॥৬২

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অঘং'—আপনার ভক্তের প্রতি অপরাধ করিয়াছি, 'তস্য অপচিতিং'—আপনি উহার নিষ্কৃতি বিধান করুন ॥ ৬২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ । (হে) দ্বিজ ! (হে মুনে !) অহং ভক্তপরাধীনঃ (যথা রুদ্রাদয়ঃ মদধীনাঃ ত্বাং ত্রাতুং ন শক্ত্যাঃ, তথা অহমপি ভক্তাধীনঃ ইতি ত্বাং ত্রাতুং ন শক্নোমীতি ভাবঃ, ননু স্বয়মেব তং ভক্তাধীনঃ ভবসি, নতু ভক্তৈস্ত্বং পরাধীনীকর্ত্তুমিষ্টঃ অতঃ স্বতন্ত্রঃ এব অসি ইত্যত্রাহ) অস্বতন্ত্রঃ ইব (সত্যং স্বতন্ত্রোঽপি অহং স্বেচ্ছয়ৈব ভক্তপরতন্ত্রী ভবামীতি স্বস্বভাবস্য প্রায়ো দুস্ত্যজত্বাৎ ইব শব্দঃ) সাধুভিঃ ভক্তৈঃ (মোক্ষপর্য্যন্তকামনাশূন্যৈঃ উত্তমৈঃ ভক্তৈঃ) গ্রস্তহৃদয়ঃ (গ্রস্তং বশীকৃতং হৃদয়ং যস্য সঃ তাদৃশঃ, অত মম মনঃ এব নাস্তি, যত্র স্থিতয়া করুণয়া তব দুঃখং হরামীতি ভাবঃ অপিচ) ভক্তজনপ্রিয়ঃ (ভক্তানাং জনাঃ অপি প্রিয়াঃ যস্য সঃ কিমুত তে ইতি কৈমুত্যং দর্শিতম্) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে দ্বিজ ! হে মুনে ! আমি ভক্তের অধীন (রুদ্রাদি দেবতা যেরূপ আমার অধীন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, আমিও তদ্রূপ ভক্তের অধীন, সুতরাং তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ) সুতরাং অস্বতন্ত্রের ন্যায় । মুক্তি পর্য্যন্ত বাসনারহিত ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে । ভক্তের কথা কি, ভক্তের পাল্যজনসমূহও আমার প্রিয় ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ—যথা মদধীনত্বেনাস্বাতন্ত্র্যাৎ ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্ত্বাং ত্রাতুং নাশকুবংস্তথৈবাহমপি পরাধীনস্ত্বাং ত্রাতুং ন শক্নোমীত্যাহ অহমিতি । ননু ত্বং স্বয়মেব ভক্তপরাধিনীভবসি নতু ভক্তৈস্ত্বং পরাধিনীকর্ত্তুমিষ্টোঽহতস্ত্বং স্বতন্ত্র এবাসি । সত্যং স্বতন্ত্রোঽপ্যহং স্বেচ্ছয়ৈব ভক্তপরতন্ত্রী ভবামীতি, স্ব স্ব ভাবস্য প্রায়োদুস্ত্যজত্বাদিব শব্দঃ । এতাদৃশমদ্দুঃখদর্শনেঽপি তব করুণা

নোদয়তে ইতি চেৎ সত্যং, করুনা খলু যস্য ধর্ম্মস্তন্মন এব মম নাস্তীত্যাহ। সাধুভির্মোক্ষপর্য্যন্ত-কামনা-শূন্যত্বাদুত্তমৈর্ভক্তৈর্গ্রস্তমাত্মবশীকৃতং হৃদয়ং যস্য সঃ। দিৎসিতং মোক্ষাদিকং তেষামরোচকত্বাদযোগ্যমালক্ষ্য ময়া স্বহৃদয়মেব বলাদ্দত্তং তৈরপি তদ্‌গৃহীত্বা স্বহৃদয়েনৈকীকৃত্য সাদরং স্থাপিতমিতি ধ্বনিঃ। অতএব তেষামনুকম্প্যো এব মমানুকম্পেতি ভক্তকৃপানুগামিনী ভগবৎকৃপেতি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধিস্ত্বয়া জ্ঞায়ত এবেত্যনুধ্বনিঃ। ভক্তানাং জনা অপি প্রিয়া যস্য কিমুত তে ইতি হে দ্বিজ বিপ্রবটো ইদমপি ন কিমপি পরামৃশসীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেরূপ আমার অধীন বলিয়া অস্বতন্ত্রহেতু ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি তোমাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, তদ্রূপ আমিও পরাধীন, তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহি—ইহা বলিতেছেন, 'অহম্' ইত্যাদি। যদি বলেন—তুমি নিজেই ভক্তের অধীন হইয়াছ, কিন্তু ভক্তগণ তোমাকে অধীন করিতে অভিলাষ করেন নাই, অতএব তুমি স্বতন্ত্রই। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, হ্যাঁ, স্বতন্ত্র হইয়াও আমি স্বেচ্ছাবশতঃই ভক্তের অধীন হইয়া থাকি, কারণ নিজ নিজ স্বভাব প্রায়শঃই দুস্ত্যজ, ইহা জানাইবার জন্য 'ইব' শব্দের প্রয়োগ (অর্থাৎ অস্বতন্ত্রের ন্যায়)। যদি বলেন—এইরূপ আমার দুঃখ দর্শন করিয়াও কি তোমার করুণার উদয় হইতেছে না? ইহার উত্তরে—হ্যাঁ, করুণা যাহার ধর্ম্ম, সেই মনই আমার নাই, ইহা বলিতেছেন—'সাধুভিঃ গ্রস্তহৃদয়ঃ', মোক্ষ পর্য্যন্ত বাসনাশূন্য বলিয়া উত্তম ভক্তগণ কর্ত্তৃক গ্রস্ত বলিতে আত্মবশীকৃত হৃদয় যাঁহার, অর্থাৎ সাধু ভক্তগণ আমার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে। মোক্ষাদি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেও, তাহা তাঁহাদের অরুচিকরহেতু অযোগ্য বিবেচনা করিয়া আমি নিজ হৃদয়কেই বলপূর্ব্বক প্রদান করায়, তাঁহারাও তাহা গ্রহণপূর্ব্বক নিজ হৃদয়ের সহিত একাকার (মিলিত) করিয়া সাদরে স্থাপন করিয়াছে—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। অতএব তাঁহাদের অনুকম্পাতেই আমার অনুকম্পা, অর্থাৎ ভক্তের কৃপার অনুগামিনী শ্রীভগবানের অনুকম্পা—এই সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ তত্ত্ব তুমি অবগত আছ, এইরূপ অনুধ্বনি। 'ভক্ত-জন-প্রিয়ঃ' —ভক্তের কথা অধিক কি, তাঁহাদের পালিত জনসমূহও আমার প্রিয়। 'হে দ্বিজ!' হে ব্রাহ্মণকুমার! ইহাও কি তুমি বিবেচনা করিতেছ না—এই ভাব ॥ ৬৩ ॥

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্! (হে মুনে!) যেষাং (সাধূনাং ভক্তানাম্) অহম্ (এব) পরা (কেবলা) গতিঃ (আশ্রয়ঃ তৈঃ) সাধুভিঃ মদ্‌ভক্তৈঃ বিনা অহম্ আত্মানং (স্বরূপভূতানন্দং) আত্যন্তিকীং (নিত্যাং) শ্রিয়ং চ (ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পত্তিমপি) ন আশাসে (ন স্পৃহয়ামি) ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—হে ব্রাহ্মণবর! যাঁহাদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, সেই সাধুগণ-ব্যতীত আমি নিজ-স্বরূপগত আনন্দ ও নিত্যা ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পত্তির অভিলাষ করি না। (ভগবান্ আনন্দময় হইলেও হ্লাদিনীর সার ভক্ত ভগবান্‌কেও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং ভক্ত-ভাব ভগবদ্ভাবাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, অতএব ভক্তই ভগবানের একমাত্র অভিলষিত) ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তাস্তে কিয়ৎ প্রীতিবিষয়া ইতি চেৎ শৃণু তত্ত্বমিত্যাহ নাহমিতি। যত্র আরমণাদহমাত্মারাম ইতি প্রসিদ্ধস্তমাত্মানমপি ভক্তৈর্বিনা নাশাসে ন কাঙ্ক্ষে ইতি মৎ-স্বরূপভূতানন্দাদপি মদ্ভক্তস্বরূপানন্দোঽতিস্পৃহণীয় ইতি দ্বয়োরপি চিদ্রূপত্বেঽপি ভক্তবর্ত্তিন্যা ভক্তেরনুগ্রহাখ্য-চিদ্‌বৃত্তিবিপাকরূপায়াঃ সর্ব্বচিৎসারভূতত্বান্মমানন্দস্বরূপস্যাপ্যানন্দকত্বাদাকর্ষকত্বাচ্চ। শ্রিয়ং ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পত্তিং আত্যন্তিকীং নিত্যামপি যৈর্বিনা বন্ধ্যামিব বেদ্মীতি ভাবঃ। যেষাং ভক্তানামহমেব গতিরেক উপাদেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভক্তজন তোমার কতদূর প্রীতির বিষয়?'—ইহা যদি জানিতে ইচ্ছা কর, তাহাতে যথার্থ্য শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'নাহম্ আত্মনম্' ইত্যাদি। আত্মাতে রমণ করি, এইজন্য আমি 'আত্মারাম' বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই আত্মাকেও আমি ভক্তগণ বিনা আকাঙ্ক্ষা করি না। অর্থাৎ

আমার স্বরূপভূত আনন্দ হইতেও আমার ভক্তস্বরূপের আনন্দ আমার নিকট অতিশয় স্পৃহণীয়, কারণ দুইটি চিদ্রূপ হইলেও, চিদ্বৃত্তির বিপাকরূপ ভক্তির অনুগ্রহাখ্য বৃত্তি ভক্তজনেই অবস্থান করে, উহা সকল হলাদিনীর সারভূত, এইহেতু আনন্দস্বরূপ আমারও আনন্দপ্রদ ও আকর্ষক। 'শ্রিয়ং'—নিত্যা ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যসম্পদ্‌কেও যে ভক্ত সাধুগণ ব্যতীত আকাঙ্ক্ষা করি না, অর্থাৎ সেই ঐশ্বর্য্যকে বন্ধ্যার ন্যায় মনে করি, এই ভাব। 'যেষাম্'—যে ভক্তগণের আমিই একমাত্র উপাদেয় আশ্রয়, এই অর্থ ।। ৬৪ ।।

যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্ ।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ।।৬৫।।

অন্বয়ঃ—যে (সাধবঃ মদ্‌ভক্তাঃ) দারাগার পুত্রাপ্ত-প্রাণান্ (স্ত্রী-গৃহ-পুত্র-স্বজন-প্রাণান্) বিত্তং (ধনং) ইমং (বর্ত্তমানং লোকং) পরং (পরলোকঞ্চ) হিত্বা (সন্ত্যজ্য) মাং শরণং যাতাঃ (প্রাপ্তাঃ) তান্ (ভক্তান্) কথং (কেন প্রকারেণ) ত্যক্তুম্ উৎসহে (প্রভবামি) ।। ৬৫ ।।

অনুবাদ—যে সকল সাধু গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয়জন, ধন, প্রাণ ইহপরলোক পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব ? ৬৫ ।।

বিশ্বনাথ—ভো ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণং মাং নোপেক্ষস্বেতি চেৎ সত্যং তর্হি কিং ভক্তানুপেক্ষে ভক্তাপকারকস্য তব রক্ষণেন স্বতএব ভক্তাস্ত্যক্তা ভবেয়ুস্তত্তু নোপপদ্যত এবেত্যাহ যে ইতি ভক্তাঃ খলু তে মদর্থং পরমপ্রেমাস্পদ-দুস্ত্যজ-দারাদ্যাসক্তিমত্যজন্ ব্রাহ্মণস্ত্বং মদর্থং কিমত্যজস্তদ্‌ব্রূহীতি ভাবঃ। ন চাম্বরীষেণ ন কিমপি ত্যক্তমিতি বক্তব্যম্। যদা ত্বয়া অম্বরীষবধার্থং কৃত্যা বিনিযুক্তা তদা তেন স্বদেহরক্ষাপেক্ষয়া পদমাত্রমপি নাভিদ্রুতং ত্বয়া ত্বাত্মারামেণ মহাবিরক্তেন স্বদেহরক্ষার্থং জগদেব পরিক্রাম্যতা ব্রহ্মরুদ্রাদয়োঽপি প্রার্থিতাঃ এতেনৈব স্বস্য তস্য চ মূল্যং জানীহি, কিমধিকং ত্বমবুধো বোধয়িতব্য ইতি ।। ৬৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি দুর্ব্বাসা বলেন—হে ব্রহ্মণ্যদেব ! ব্রাহ্মণ আমাকে তুমি উপেক্ষা করিতেছ ? ইহার উত্তরে—হ্যাঁ, তাহা হইলে কি ভক্তজনকে উপেক্ষা করিব ? ভক্তের অপকারক তোমার রক্ষণের দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই ভক্তজন পরিত্যক্ত হন, তাহা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে, ইহা বলিতেছেন—'যে' ইত্যাদি, যে ভক্তগণ আমার নিমিত্ত পরম প্রেমাস্পদ দুস্ত্যজ স্ত্রী, পুত্রাদির আসক্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর ব্রাহ্মণ তুমি আমার জন্য কি পরিত্যাগ করিয়াছ ? তাহা বল—এই ভাব। অম্বরীষ কিছুই ত্যাগ করে নাই, ইহা বলিতে পার না। যখন তুমি অম্বরীষের বধের নিমিত্ত কৃত্যা নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তখন তিনি নিজ দেহের রক্ষার জন্য পদমাত্রও ধাবিত হন নাই, আর তুমি আত্মারাম মহাবিরক্ত হইয়াও নিজদেহ রক্ষার নিমিত্ত সমগ্র জগৎ পরিক্রমা করতঃ ব্রহ্মা, রুদ্রাদিকেও প্রার্থনা করিয়াছ, ইহা দ্বারাই তোমার নিজের এবং তাহার মূল্য (পার্থক্য) অবগত হও, আর অধিক কি অবোধ তোমাকে বুঝাইতে হইবে ? ৬৫ ।।

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ ।
বশেকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ।।৬৬।।

অন্বয়ঃ—সৎস্ত্রিয়ঃ (সুশীলাঃ ভার্য্যাঃ) যথা সৎপতিং (বশীকুর্ব্বন্তি তথা) ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ (সমাসক্তচিত্তাঃ) সমদর্শনাঃ (সমদৃষ্টিপরাঃ) সাধবঃ ভক্ত্যা মাং বশে কুর্ব্বন্তি (বশীকুর্ব্বন্তি) ।। ৬৬ ।।

অনুবাদ—সতী স্ত্রী যেরূপে সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও তদ্রূপ ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করে ।। ৬৬ ।।

বিশ্বনাথ—যুষ্মাভির্ব্রহ্মবাদিভিরপ্যহং দুর্ব্বশ এব তৈস্তু বশীকৃত এবাহমস্মীত্যাহ ময়ীতি। ময্যেব হৃদয়স্য নির্ব্বদ্ধাৎ সাধবঃ নিষ্কামাঃ সমদর্শনাঃ স্বস্য পরেষাঞ্চ দুঃখাদিকং সমং পশ্যন্তঃ ।। ৬৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মবাদী তোমাদের দ্বারাও আমি দুর্বশ, কিন্তু ভক্তজনই আমাকে বশীভূত করিয়াছেন, ইহা বলিতেছেন—'ময়ি নির্ব্বদ্ধ-হৃদয়াঃ', আমাতেই হৃদয় স্থিরীকৃত হওয়ায় সাধুগণ নিষ্কাম

এবং সমদর্শী, নিজের ও পরের দুঃখাদি সমানরূপে তাঁহারা দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্ ॥৬৭॥

অন্বয়ঃ—তে (মদ্‌ভক্তাঃ সাধবঃ) সেবয়া পূর্ণাঃ (মৎসেবয়া পরিতৃপ্তমানসাঃ সন্তঃ) মৎসেবয়া প্রতীতং (স্বতঃ প্রাপ্তমপি) সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং (সালোক্যসারূপ্যসামীপ্যসার্ষ্টীতি চতুষ্টয়মপি) ন ইচ্ছন্তি অন্যৎ (তদ্ভিন্নং) কালবিপ্লুতং বিনশ্বরং স্বর্গাদি) কুতঃ (কথমপি ন ইচ্ছন্তীতিভাবঃ) ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত, আমার সেবার আনুষঙ্গিকফলে সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, কালক্ষোভ্য স্বর্গাদির কথা কি ॥ ৬৭ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং নিষ্কামত্বস্য পরমকাষ্ঠামাহ মৎসেবয়েতি প্রতীতং স্বতঃ প্রাপ্তমপি কুতোঽন্যদিতি সালোক্যাদীনাং কালেনাবিপ্লুতত্বং দর্শয়তি কালবিপ্লুতত্বং পারমেষ্ঠ্যাদি ॥ ৬৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদের নিষ্কামত্বের পরাকাষ্ঠা বলিতেছেন—'মৎসেবয়া' ইত্যাদি, আমার সেবার দ্বারা পরিতৃপ্ত ভক্তগণ 'প্রতীতং'—আমার সেবার ফলে স্বতঃ প্রাপ্ত সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়ও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, আর কালবশতঃ বিনশ্বর স্বর্গাদির কথা কি ? ইহার দ্বারা সালোক্যাদির কালের দ্বারা অবিনশ্বরত্ব এবং পারমেষ্ঠ্যাদি পদেরও কালের দ্বারা নশ্বরত্ব দেখান হইল ॥ ৬৭ ॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্ ।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—সাধবঃ মহ্যং (মম) হৃদয়ং (হৃদয়তুল্যাঃ (ভবন্তি তথা) অহং তু (অহমপি) সাধূনাং হৃদয়ং (ভবামি) তে মদন্যৎ (মাং বিনা কিমপি) ন জানন্তি, অহম্ অপি তেভ্যঃ (সাধুভ্যঃ অন্যৎ) মনাক্ ন (ঈষদপি ন জানামি) ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা-ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছু জানি না ॥ ৬৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ মাং সন্তাপয়তে তুভ্যং সমুচিতং ফলং দিৎসন্নপি যন্ন দদামি এতামেব মে পরাং ব্রহ্মণ্যতামবেহীত্যাহ সাধব ইতি। মহ্যং মম অম্বরীষং জ্বালয়িতুমিচ্ছংস্ত্বং মদ্ধৃদয়মেব জ্বালয়িতুং প্রবৃত্তোঽভূরিত্যর্থঃ। তর্হি ত্বদপরাধ এবায়ং চেত্ত্বচ্চরণে পতামি প্রসীদেত্যত আহ সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং সাধুহৃদয়প্রসাদে সত্যেব মৎপ্রসাদ ইত্যতো যাহি তমম্বরীষমেব প্রসাদয়েতি ভাবঃ। নন্বম্বরীষো মাং নিমন্ত্র্যাভোজয়িত্বা এব ভুক্তবানতস্তদ্দোষং কিং ন পশ্যসীতি তত্রাহ। মদন্যত্তে ন জানন্তীতি মচ্চিকীর্ষিতমেবাম্বরীষেণ কৃতমিতি ভাবঃ। তর্হি ত্বামেবাহং পৃচ্ছামি ব্রূহি। ব্রাহ্মণদ্বাদশ্যোর্মধ্যে কস্যাদরো ধর্ম্ম ইতি চেৎ যাহি তমম্বরীষমেব পৃচ্ছ স এব ত্বাং ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্বানভিজ্ঞং বোধয়িষ্যতি মাত্র লজ্জাং কামপি কার্ষীস্তাদৃশো নাহমপি বিজ্ঞ ইত্যাহ নাহং তেভ্যঃ সকাশাৎ মনাগপি অধিকং জানামীত্যর্থঃ। তেন শ্রুতৌ পানীয়স্যাশিতত্বানশিতত্বয়োস্তুল্যদর্শনাৎ দ্বাদশী-ব্রাহ্মণয়োস্তুল্য এবাদরঃ কৃতো মদ্ভক্তেনাম্বরীষেণ ত্বন্তুনভিজ্ঞস্তন্নাজ্ঞাসীরিতি ধ্বনিঃ। দুর্ব্বাসাস্তু ফলদর্শনেন দ্বাদশ্যা এব ভক্তিত্বাৎ সর্ব্বধর্ম্মাধিক্যং নির্দ্ধারয়ন্নম্বরীষং কিমপি নাপৃষ্টবানিত্যনুধ্বনিঃ ॥ ৬৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও আমাকে সন্তাপ প্রদানকারী তোমাকে সমুচিত ফল (শিক্ষা) দানের ইচ্ছা করিয়াও যে প্রদান করি নাই, ইহাই আমার পরম ব্রহ্মণ্যতা জানিও, ইহা বলিতেছেন—'সাধবঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ সাধুগণই আমার হৃদয়। 'মহ্যং'—আমার অম্বরীষকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া তুমি আমার হৃদয়কেই দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, এই অর্থ। যদি দুর্ব্বাসা বলেন—তোমার নিকট অপরাধে তোমার চরণে পতিত হইতেছি, তুমি প্রসন্ন হও, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহং', আমিও সাধুগণের হৃদয়স্বরূপ। সাধুগণের হৃদয়ের প্রসন্নতা হইলেই আমার প্রসন্নতা, অতএব যাও, সেই অম্বরীষকেই প্রসন্ন কর—এই ভাব। যদি

বলেন—দেখুন, অম্বরীষ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন না করাইয়া, নিজেই ভোজন করিয়াছে—অতএব তাহার দোষ কি আপনি দেখিতেছেন না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'মদন্যত্তে ন জানন্তি', তাঁহারা আমা ভিন্ন কিছুই জানে না, অর্থাৎ আমার চিকীর্ষিতই অম্বরীষ করিয়াছে, এই ভাব। যদি বলেন—তাহা হইলে আপনাকেই আমি জিজ্ঞাসা করি, বলুন—ব্রাহ্মণ ও দ্বাদশীর মধ্যে কাহার আদর (মর্য্যাদারক্ষা) ধর্ম্ম ? তাহাতে বলিতেছেন—যাও, সেই অম্বরীষকেই জিজ্ঞাসা কর, সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের তত্ত্বে অনভিজ্ঞ তোমাকে ধর্ম্ম জানাইবে, এ বিষয়ে কোন লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, তাদৃশ বিজ্ঞ আমিও নহি, ইহা বলিতেছেন—'নাহং তেভ্যো মনাগপি'—তাঁহাদের অপেক্ষা অল্পমাত্রও অধিক আমি জানি না—এই অর্থ। অতএব শ্রুতিতে জলপানের ভোজন ও অভোজন তুল্যরূপ উক্ত হওয়ায়, দ্বাদশী ও ব্রাহ্মণের সমান মর্য্যাদাই আমার ভক্ত অম্বরীষ করিয়াছে, কিন্তু তুমি অনভিজ্ঞ, তাহা জান না—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু দুর্ব্বাসা ফলদর্শনের দ্বারা দ্বাদশীরই ভক্তিরূপত্ব বলিয়া সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া অম্বরীষকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই—ইহা অনুধ্বনিত হইল ॥ ৬৮ ॥

উপায়ং কথয়িষ্যামি তব বিপ্র শৃণুষ্ব তৎ।
অয়ং হ্যাত্মাভিচারস্তে যতস্তং যাহি মা চিরম্।
সাধুষু প্রহিতং তেজঃ প্রহর্ত্তুঃ কুরুতেঽশিবম্ ॥৬৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিপ্র ! তব উপায়ং (রক্ষণোপায়ং) কথয়িষ্যামি, তৎ শৃণুষ্ব তে (তব) অয়ম্ আত্মাভিচারঃ (আত্মনঃ তবৈব অভিচারঃ হিংসা) যতঃ (যস্মাৎ অভূৎ) তং হি (তমেব) যাহি (শরণং গচ্ছ) মা চিরং (বিলম্বং মা কুরু) সাধুষু প্রহিতং (প্রেরিতং) তেজঃ (প্রভাবঃ) প্রহর্ত্তুঃ (প্রয়োজকস্যৈব) অশিবম্ (অমঙ্গলং) কুরুতে ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্র ! তোমার আত্মরক্ষার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার এই আত্মহিংসা যাঁহা হইতে হইয়াছে, তাঁহার নিকটে গমন কর, বিলম্ব করিও না। সাধুদিগের প্রতি যে প্রভাব প্রযুক্ত হয়, সেই প্রভাব প্রয়োগ-কর্ত্তারই অমঙ্গল করিয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ তদপি তব নিস্তারোপায়ং স্পষ্টমেব ব্রবীমি শৃণ্বিত্যাহ অয়মিতি যস্য বধার্থং ত্বয়া অভিচারঃ কৃতঃ তমম্বরীষমেব যাহি স এব কৃপালুস্ত্বাং ত্রাস্যতে নান্য ইতি ভাবঃ। ন চাম্বরীষং ত্বং স্বদুঃখদং মন্যেথা ইত্যাহ। সাধুষ্বিতি ॥ ৬৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তাহা হইলেও তোমার নিস্তারের উপায় স্পষ্টভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর। 'অয়ং'—যাহার বধের নিমিত্ত তুমি অভিচার (পীড়াত্মক উপদ্রব) করিয়াছিলে, সেই অম্বরীষের নিকটেই তুমি গমন কর, কৃপালু তিনিই তোমাকে রক্ষা করিবেন, অন্য কেহ নহে—এই ভাব। আর অম্বরীষকে তুমি তোমার দুঃখপ্রদাতা মনে করিও না, ইহা বলিতেছেন—'সাধুষু' ইত্যাদি, অর্থাৎ সাধুগণের প্রতি কোন তেজ প্রয়োগ করিলে, উহা প্রয়োগকারীরই অমঙ্গল সাধন করে ॥ ৬৯ ॥

তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে।
তে এব দুর্ব্বিনীতস্য কল্পেতে কর্ত্তুরন্যথা ॥ ৭০ ॥

অন্বয়ঃ—বিপ্রাণাং তপঃ বিদ্যা চ (এতে) উভে নিঃশ্রেয়সকরে (ভগবদ্ভক্তি-রূপ পরমশ্রেয়ঃ সম্পাদকে ভবতঃ পরন্ত) দুর্ব্বিনীতস্য কর্ত্তুঃ তে (তপঃ বিদ্যা চ) অন্যথা (অকল্যাণায়) কল্পেতে (ভবতঃ) এব ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—বিপ্রগণের তপ ও বিদ্যা—দুইটীই মঙ্গলজনক ; কিন্তু অনম্রস্বভাবযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঐ দুইটীই বিপরীত ফল প্রসব করে ॥ ৭০ ॥

বিশ্বনাথ—তপোবিদ্যাসম্পন্নস্য মম কুতস্তরামম্বরীষাৎ ক্ষত্রিয়াৎ পরিত্রাণং যুজ্যতে ইতি চেদপাত্রস্য তব তপোবিদ্যে নৈব স্তঃ প্রত্যুত তে বিপরীতে এবেত্যাহ তপ ইতি। দুর্ব্বিনীতস্য কর্ত্তুস্তদাশ্রয়স্য অন্যথা কল্পেতে বিপরীতফলে ভবতঃ ॥ ৭০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
নবমস্য চতুর্থোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন, দেখুন—তপস্যা ও বিদ্যাসম্পন্ন আমার কিপ্রকারে ক্ষত্রিয় অম্বরীষ হইতে পরিত্রাণ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? তাহার উত্তরে—অপাত্র তোমার তপস্যা ও বিদ্যা কখনই থাকিতে পারে না, অধিকন্তু উহা বিপরীতই—ইহা বলিতেছেন, 'তপ' ইত্যাদি, অর্থাৎ বিনয়াদি গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের তপস্যা ও বিদ্যা (জ্ঞান)—এই উভয়ই নিরতিশয় পুরুষার্থ সাধন (মুক্তিজনক) বটে, কিন্তু দুর্ব্বিনীত কর্ত্তার পক্ষে এ দুইটিই বিপরীত ফল দান করে ॥ ৭০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।৪ ॥

———

ব্রহ্মংস্তদগচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্ ।
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে অম্বরীষচরিতে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মণ্! (হে মুনে!) তৎ (তস্মাৎ ত্বং) নাভাগতনয়ং নৃপম্ (অম্বরীষং) গচ্ছ তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলং ভবতু) মহাভাগং (তম্ অম্বরীষং) ক্ষমাপয় (শান্তয়) ততঃ (তস্মাৎ তব) শান্তিঃ ভবিষ্যতি ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—হে ব্রাহ্মণবর! তন্নিমিত্ত তুমি নাভাগ-তনয় অম্বরীষের নিকট গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। মহাভাগবত অম্বরীষকে শান্ত কর, তাহা হইলে তোমার শান্তি হইবে ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

মধ্ব—

ব্রহ্মাদিভক্তিকোট্যংশাদংশোনৈবাম্বরীষকে ।
নৈবন্যস্য চক্রস্যাপি তথাপি হরিরীশ্বরঃ ॥
তাৎকালিকোপচেয়ত্বাত্তেষাংযশস আদিরাট্ ।
ব্রহ্মাদয়শ্চ তৎ কীর্ত্তি ব্যঞ্জয়ামাসুরুত্তমাম্ ॥
মোহনায় চ দৈত্যানাং ব্রহ্মাদে নিন্দনায় চ ।
অন্যার্থঞ্চ স্বয়ং বিষ্ণুর্ব্রহ্মদ্যাশ্চ নিরাশিষঃ ॥
মানুষেষূত্তমাত্বাচ্চ তেষাং ভক্ত্যাদিভির্গুণৈঃ ।
ব্রহ্মাদেবিষ্ণ্বধীনত্ব জ্ঞাপনায় চ কেবলম্ ॥
দুর্ব্বাসাশ্চ স্বয়ং রুদ্রস্তথাপ্যন্যায়ামুক্তবান্ ।
তস্যাপ্যনুগ্রহার্থায় দর্পনাশার্থমেব চ ॥ ৫৩-৭১ ॥

ইতি গারুড়ে

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধের চতুর্থাধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত ।

পঞ্চমোঽধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

এবং ভগবতাদিষ্টো দুর্ব্বাসাশ্চক্রতাপিতঃ।
অম্বরীষমুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোঽগ্রহীৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার।

এই অধ্যায়ে অম্বরীষের সুদর্শন-স্তব ও দুর্ব্বাসার প্রতি সুদর্শনের কৃপা বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীহরির আদেশে দুর্ব্বাসা অম্বরীষের চরণ-যুগল ধারণ করায় মহারাজ অম্বরীষ স্বীয় অমানী মানদত্ব স্বভাব নিবন্ধন বড়ই লজ্জিত হইয়া দুর্ব্বাসাকে কৃপা করিবার নিমিত্ত শ্রীহরির চক্রের প্রতি স্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানের যে ঈক্ষণ-প্রভাবে সমুদয় মায়িক বস্তুর সৃষ্টি, সেই কৃপেক্ষণই সুদর্শন। তিনি নিখিল সৃষ্ট-বস্তুর আত্ম-স্বরূপ, অচ্যুতপ্রিয়, সহস্র আরাবিশিষ্ট, সর্ব্ব-অস্ত্র-তেজোনাশক, বৈষ্ণবতেজঃ, ভগবানের পরমপ্রভাব, কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ অন্ধকার দূরীভূত করিয়া কৃষ্ণো-ন্মুখতারূপ তেজঃপ্রকাশকারী, নিখিল সদ্ধর্ম্মের হেতু ও যাবতীয় অধর্ম্ম-বিনাশক—তাঁহার কৃপা ভিন্ন জগতের রক্ষাবিধান অসম্ভব, অতএব শ্রীহরিকর্ত্তৃক দুষ্ট-বিনাশার্থ নিযুক্ত সর্ব্ববলস্বরূপ তিনি বিপ্র দুর্ব্বাসার মঙ্গলবিধান করুন। মহাভাগবত অম্ব-রীষের এইরূপ বাক্যে তুষ্ট হইয়া দুর্ব্বাসা-দহন-কারী বিষ্ণুচক্র সুদর্শন শান্ত হইলেন। দুর্ব্বাসা কৃপালাভ করিয়া বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-জনিত অপরাধ হইতে মুক্ত হইলেন এবং মহারাজ অম্বরীষের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসার প্রত্যাগমনা-পেক্ষায় রাজা অভুক্ত ছিলেন, শেষে দুর্ব্বাসাকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিলেন। অনন্তর তিনি পুত্রগণকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া মানস-সেবায় সন্নিবিষ্ট হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। ভগবতা (শ্রীহরিণা) এবম্ আদিষ্টঃ (আজ্ঞপ্তঃ) চক্রতাপিতঃ (সুদর্শন-তাপগ্রস্তঃ) দুর্ব্বাসাঃ অম্বরীষম্ উপাবৃত্য (সমাগত্য) দুঃখিতঃ (সন্) তৎপাদৌ (তস্যাচরণদ্বয়ম্) অগ্র-হীৎ (গৃহীতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ শ্রী-হরির আদেশে দুর্ব্বাসা অম্বরীষ-সন্নিধানে উপনীত হইয়া দুঃখিতচিত্তে তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পাদৌ স্পৃশন্ মুনিশ্চক্রং প্রাসাদ্যৈবাবিতঃ স্তুবন্।
ভোজিতং চাম্বরীষেণ পঞ্চমেঽহস্তে বনং গতম্ ॥ ০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চম অধ্যায়ে অম্বরীষ মহারাজ কর্ত্তৃক সুদর্শনচক্রের স্তুতির দ্বারা পাদস্পর্শ-কারী ঋষি দুর্ব্বাসার রক্ষণ ও ভোজন করান, দুর্ব্বা-সার অম্বরীষ-প্রশংসা এবং পরিশেষে অম্বরীষের বন-গমন বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

তস্য সোদ্যমমাবীক্ষ্য পাদস্পর্শবিলজ্জিতঃ।
অস্তাবীৎ তদ্ধরেরস্ত্রং কৃপয়া পীড়িতো ভৃশম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—পাদস্পর্শবিলজ্জিতঃ (ঋষিণা নিজ পাদস্পর্শাদতিলজ্জাযুক্তঃ) সঃ (অম্বরীষঃ) তস্য (দুর্ব্বাসসঃ) উদ্যমং (স্তবার্থমুদ্যমম) আবীক্ষ্য (আলোক্য) কৃপয়া ভৃশম্ (অত্যর্থং) পীড়িতঃ (সন্) হরেঃ তৎ অস্ত্রং (চক্রম্) অস্তাবীৎ (স্তুতবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাসা পদস্পর্শ করিলে অম্বরীষ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি দুর্ব্বাসার স্তবাদির উদ্যম লক্ষ্য করিয়া কৃপাবশতঃ অতীব ব্যথিতহৃদয়ে শ্রীহরির চক্রের প্রতি স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য দুর্বাসসঃ সোঽম্বরীষঃ উদ্যমং স্তবাদ্যর্থমুদ্যমং সাচিলোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সলোপে সন্ধিঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—অম্বরীষ, 'তস্য'—সেই দুর্ব্বাসার স্তুতি করিবার উদ্যম লক্ষ্য করিয়া। 'সোদ্যমং'—সঃ উদ্যমং, এই স্থলে পাদপূরণের জন্য বিসর্গ লোপ হইলেও পুনরায় সন্ধি হইয়াছে ॥ ২ ॥

শ্রীঅম্বরীষ উবাচ—

ত্বমগ্নির্ভগবান্ সূর্য্যস্ত্বং সোমো জ্যোতিষাং পতিঃ।
ত্বমাপস্ত্বং ক্ষিতির্ব্যোম বায়ুর্ম্মাত্রেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে সুদর্শন !) ত্বম্ অগ্নিঃ ত্বং ভগবান্ সূর্য্যঃ (ত্বং) জ্যোতিষাং (নক্ষত্রাদীনাং) পতিঃ সোমঃ (চন্দ্রঃ) ত্বম্ আপঃ (জলং) ত্বং ক্ষিতিঃ (ভূমিঃ) ব্যোম (আকাশং) বায়ুঃ মাত্রেন্দ্রিয়াণি (মাত্রাণি পঞ্চ তন্মাত্রাণি ইন্দ্রিয়াণি চ ভবসি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—(হে সুদর্শন !) তুমি অগ্নি, তুমি ঐশ্বর্য্যশালী সূর্য্য, তুমি গ্রহ-নক্ষত্রাদির পতি চন্দ্র, তুমি জল, তুমি ক্ষিতি, আকাশ, বায়ু, পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ) এবং ইন্দ্রিয়সমূহ ॥ ৩ ॥

সুদর্শন নমস্তুভ্যং সহস্রারাচ্যুতপ্রিয়।
সর্ব্বাস্ত্রঘাতিন্ বিপ্রায় স্বস্তি ভূয়া ইড়স্পতে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সহস্রার ! (সহস্রম্ আরা যস্য তৎসম্বোধনং) (হে) অচ্যুতপ্রিয় ! (হে ভগবৎপ্রিয় !) (হে) ইড়স্পতে ! (হে) পৃথিবীপতে ! (হে) সর্ব্বাস্ত্রঘাতিন্ ! (হে) সুদর্শন ! তুভ্যং নমঃ বিপ্রায় স্বস্তি ভূয়াঃ (তস্য শরণং ভব) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে অচ্যুতপ্রিয় ! তুমি সহস্র আরা বিশিষ্ট, হে পৃথিবীপতে ! তুমি সর্ব্ব অস্ত্র নাশ করিয়া থাক, হে সুদর্শন ! এই বিপ্রের মঙ্গলবিধান কর ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে সহস্রার হে ইড়স্পতে পৃথ্বীপতে ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে সহস্রার ! অর্থাৎ সহস্র আরাবিশিষ্ট। হে ইড়স্পতে !—হে পৃথিবী-পালক ! ॥ ৪ ॥

ত্বং ধর্ম্মস্ত্বমৃতং সত্যং ত্বং যজ্ঞোঽখিলযজ্ঞভুক্।
ত্বং লোকপালঃ সর্ব্বাত্মা ত্বং তেজঃ পৌরুষং পরম্ ॥৫

অন্বয়ঃ—ত্বং ধর্ম্মঃ ত্বম্ ঋতং (সুনৃতাবাণী) সত্যং (সমদর্শনঞ্চ) ত্বং যজ্ঞঃ অখিলযজ্ঞভুক্ (সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা চ) ত্বং লোকপালঃ (ত্বং) পৌরুষং পরং তেজঃ (পুরুষস্য ঈশ্বরস্য পরমং সামর্থ্যং অয়ন্তাবঃ "স ঐক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং ভগবতঃ শোভনং দর্শনং সুদর্শনং তত এব চ সর্ব্বংজাতম্ অতএব ত্বং) সর্ব্বাত্মা (চ ভবসি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তুমি ধর্ম্ম, তুমি সত্য, তুমি সুনৃতবাণী, তুমি যজ্ঞ, তুমি লোকপাল, তুমিই বৈষ্ণবতেজ অথবা পুরুষের পরম প্রভাব,—অর্থাৎ "স ঐক্ষত" (তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন) এই শ্রুতিবাক্যানুসারে ভগবানের যে সৌন্দর্য্যময় দৃষ্টি, তাহাই সুদর্শন—হে সুদর্শন ! তোমা হইতেই সমগ্র মায়িক বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং তুমিই সকলের আত্মা ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ঋতঞ্চ সুনৃতা বাণী সত্যঞ্চ সমদর্শনং। পৌরুষং বৈষ্ণবং তেজঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঋতং'—বলিতে সুনৃতা বাণী, 'সত্য'—সমদর্শন, 'পৌরুষ'—বলিতে বৈষ্ণব তেজ ॥ ৫ ॥

নমঃ সুনাভাখিলধর্ম্মসেতবে
হ্যধর্ম্মশীলাসুরধূমকেতবে।
ত্রৈলোক্যগোপায় বিশুদ্ধবর্চ্চসে
মনোজবায়াদ্ভুতকর্ম্মণে গৃণে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুনাভ ! অখিলধর্ম্মসেতবে (অখিলানাং সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাণাং সেতবে মর্য্যাদারূপায়) অধর্ম্মশীলাসুরধূমকেতবে (অধর্ম্মশীলানাম্ অসুরাণাং ধূমকেতবে দাহকায়) ত্রৈলোক্যগোপায় (ত্রিলোকরক্ষকায়) বিশুদ্ধবর্চ্চসে (বিশুদ্ধম্ অত্যুজ্জ্বলং বর্চ্চঃ তেজঃ যস্য তস্মৈ) মনোজবায় (মনোবৎ বেগবতে) অদ্ভুতকর্ম্মণে (বিচিত্র চরিতায় তুভ্যং) নমঃ গৃণেহি (এতাদৃশং ত্বাং কঃ স্তোতুং সমর্থঃ অতস্তুভ্যং কেবলং নমঃ শব্দ প্রয়োগং করোমীত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে সুনাভ ! তুমি নিখিল ধর্ম্মের সেতু, অধর্ম্মস্বভাববিশিষ্ট অসুরগণের পক্ষে তুমি ধূমকেতু, তুমি ত্রিলোকীর পালনকর্ত্তা, তুমি অতি উজ্জ্বল তেজোবিশিষ্ট এবং মনের ন্যায় বেগবান্, অদ্ভুতকর্ম্মা তোমাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তহি ভক্তিধর্ম্মসেতুপালায় তুভ্যং

দ্রুহ্যন্তমেতমধার্ম্মিকং বিপ্রমবশ্যমহং তাপয়ামীত্যত আহ। অধর্ম্মশীলা যে অসুরাস্তেষাং ধূমকেতবে ইতি ধর্ম্মশীলা অসুরা অধর্ম্মশীলা বিপ্রাশ্চ ব্যাবৃত্তাঃ। হে সুনাভ তুভ্যং নমো গৃণে স্তোতুং সামর্থ্যাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—ভক্তিধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষক তোমাকে দ্রোহকারী এই অধার্ম্মিক বিপ্রকে অবশ্যই আমি তাপদান (সন্তপ্ত) করিব, ইহাতে বলিতেছেন—অধর্ম্মশীল যে অসুরগণ, তাহাদের পক্ষে তুমি ধূমকেতু (দাহকরূপ), ইহার দ্বারা ধর্ম্মশীল অসুরগণ এবং অধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণগণ ব্যাবৃত্ত হইল। হে সুনাভ! (শোভনা নাভি যাহার, তৎসম্বোধনে)। 'নমো গৃণে'—তোমাকে স্তুতি করিবার সামর্থ্যের অভাবহেতু কেবলমাত্র প্রণাম করিতেছি, এই ভাব ॥ ৬ ॥

ত্বত্তেজসা ধর্ম্মময়েন সংহৃতং
তমঃ প্রকাশশ্চ দৃশো মহাত্মনাম্।
দুরত্যয়স্তে মহিমা গিরাংপতে
ত্বদ্রূপমেতৎ সদসৎ পরাবরম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) গিরাংপতে! (হে গীষ্পতে!) ধর্ম্মময়েন ত্বত্তেজসা (তব তেজসা) তমঃ (অন্ধকারঃ) সংহৃতং (নিরাকৃতং) মহাত্মনাং (সূর্য্যাদীনাং) দৃশঃ (দৃষ্টেঃ) প্রকাশঃ চ (জাতঃ) তে (তব) মহিমা (প্রভাবঃ) দুরত্যয়ঃ (অলঙ্ঘনীয়ঃ) সৎ অসৎ পরাবরং (সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ যাবৎ তত্ত্বং) এতৎ (সর্ব্বং) ত্বদ্রূপং (ত্বয়ৈব রূপ্যতে প্রকাশ্যতে ইতি ত্বদ্রূপং তৎপ্রকাশ্যং ভবতি) ॥

অনুবাদ—হে বাচস্পতে! তোমার ধর্ম্মময় তেজে অন্ধকার দূরীভূত এবং মহাজনগণের দৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, তোমার প্রভাব দুর্ল্লঙ্ঘ্য, স্থূল, সূক্ষ্ম, উচ্চ, নীচ—এই সকলই তোমার রূপ অর্থাৎ তোমার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তেজস্বিমানিনোঽস্য বিপ্রস্য চিকিৎসা অবশ্য কর্ত্তব্যেত্যত আহ। ত্বত্তেজসা ত্বত্তেজো বিভূতিরূপেণ সূর্য্যাদিনা দৃশঃ সর্ব্বচক্ষুষস্তথা মহাত্মনাং দৃশো জ্ঞানস্য চ প্রকাশস্ত্বত্তেজসৈব ভবতি। তদ্রূপমেতত্ত্বৈব পরমেশ্বরত্বান্নহীশ্বরঃ স্বতেজোঽন্যস্মিন্ তেজস্বিনি দর্শয়েদিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তেজস্বিমানী এই বিপ্রের চিকিৎসা (সমুচিত শিক্ষাদান) অবশ্যই কর্ত্তব্য, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ত্বত্তেজসা'—তোমার ধর্ম্মময় তেজঃ বলিতে বিভূতিরূপ সূর্য্যাদির দ্বারা জগতের তমঃ (অন্ধকার বা অজ্ঞান) বিদূরীত এবং মহাত্মাদিগের জ্ঞানদৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে। 'তদ্রূপম্ এতৎ'—এই সৎ, অসৎ, পর ও অবর সর্ব্ববস্তু তোমারই স্বরূপ, অর্থাৎ পরমেশ্বর তোমার দ্বারা এ সমস্ত প্রকাশিত। ঈশ্বর (সমর্থবান্ ব্যক্তি) কখন নিজ তেজ অন্য তেজস্বী জনে প্রকাশ করেন না —এই ভাব ॥ ৭ ॥

যদা বিসৃষ্টস্ত্বমনঞ্জনেন বৈ
বলং প্রবিষ্টোঽজিত দৈত্যদানবম্।
বাহূদরোর্ব্বঙ্ঘ্রিশিরোধরাণি
বৃশ্চন্নজস্রং প্রধনে বিরাজসে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অজিত! যদা (যস্মিন্ কালে) ত্বম্ অনঞ্জনেন (শ্রীহরিণা) বিসৃষ্টঃ (প্রেরিতঃ) তদা বৈ (তদৈব) দৈত্যদানবং বলং (সৈন্যং) প্রবিষ্টঃ (ভূত্বা তেষাং) বাহূদরোর্বঙ্ঘ্রিশিরোধরাণি (বাহূন্ উদরাণি ঊরূঃ অঙ্ঘ্রীন্ পাদান্ শিরোধরাণি গ্রীবাশ্চ) অজস্রং (নিরন্তরং) বৃশ্চন্ (ভিন্দন্) প্রধনে (যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজসে শোভসে) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে অজিত! যখন তুমি ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হও তখন দৈত্যদানবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের বাহু, উদর, ঊরু, পদ এবং মস্তকসমূহ নিরন্তর ছিন্ন করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজ করিতে থাক ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তদপ্যনেনে সহ বিহর্ত্তুকামোঽস্মীতি চেন্মৈবং তবাসুরসংগ্রাম এব বিহাররঙ্গভূমিরিত্যাহ। যদেতি অনঞ্জনেন শ্রীহরিণা হে অজিত, প্রবিষ্টোর্জ্জিতদৈত্যদানবমিতি পাঠে উর্জ্জিতা দৈত্যদানবা যত্র তদ্বলং সন্ধিরার্ষঃ। বৃশ্চন্ ছিন্দন্ প্রধনে সংগ্রামে ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তথাপি ইহার

সহিত বিহার (ক্রীড়া) করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহার উত্তরে—কখনই না, অসুরগণের সহিত সংগ্রামই তোমার বিহার-রঙ্গভূমি, ইহা বলিতেছেন—'যদা' ইত্যাদি, অর্থাৎ হে অজিত ! অনঞ্জন ভগবান্ শ্রীহরি যখন তোমাকে নিক্ষেপ করেন, তখন তুমি দৈত্য ও দানবগণের সৈনমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বাহু প্রভৃতি ছেদন করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজ কর। 'প্রবিষ্টোর্জ্জিত-দৈত্যদানবং'—এই পাঠে উর্জ্জিত অর্থাৎ উদ্ধত দৈত্য ও দানবগণ যেখানে, তাহাদের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, এখানে সন্ধি আর্ষপ্রয়োগ। 'বৃশ্চন্'—ছেদন করিতে করিতে। 'প্রধনে'—যুদ্ধক্ষেত্রে ॥ ৮ ॥

স ত্বং জগত্রাণ খলপ্রহাণয়ে
নিরূপিতঃ সর্ব্বসহো গদাভৃতা।
বিপ্রস্য চাস্মৎকুলদৈবহেতবে
বিধেহি ভদ্রং তদনুগ্রহো হি নঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) জগত্রাণ ! (হে জগদ্রক্ষক !) সঃ (এবম্ভূতঃ) সর্ব্বসহং (সর্ব্ববলস্বরূপঃ) ত্বং গদাভৃতা (শ্রীহরিণা) খলপ্রহাণয়ে (খলানামেব প্রহাণার্থং) নিরূপিতঃ (নিয়োজিতঃ অতঃ) অস্মৎকুলদৈবহেতবে (অস্মাকংকুলস্য ভাগ্যলাভায়) চ বিপ্রস্য (দুর্ব্বাসসঃ) ভদ্রং (মঙ্গলং) বিধেহি (কুরু) তৎ হি (তদেব) নঃ (অস্মান্ প্রতি) অনুগ্রহঃ (তব প্রসাদো ভবেৎ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে জগদ্রক্ষক ! এই প্রকার সর্ব্ববলস্বরূপ তুমি গদাধারী শ্রীহরিকর্ত্তৃক দুষ্ট-বিনাশার্থ নিযুক্ত, আমাদিগের কুলের সৌভাগ্যনিমিত্ত এই বিপ্রের মঙ্গলবিধান কর, তাহা হইলেই আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বহং ত্বদ্বিদ্বেষিসংহারায় ভগবতা নিযুক্তস্তত্র ন কেবলমেবমেবেত্যাহ। হে জগৎত্রাণ খলানাং প্রহাণয়ে সংহারায়, সর্ব্বসহঃ সর্ব্ববলস্বরূপঃ। যদ্বা বাৎসল্যাৎ সর্ব্বমপ্যপরাধমস্মাকং সহসে ইতি সর্ব্বসহঃ। অস্য বিপ্রস্যাপরাধঃ ক্ষম্যতামিতি ভাবঃ। ন চাস্য মদ্বিদ্বেষিত্বমিত্যাহ। অস্মৎ কুলস্য দৈবহেতবে ভাগ্যলাভায় বিপ্রস্য ভদ্রং বিধেহি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমার বিদ্বেষিগণের সংহারের নিমিত্ত ভগবান্ কর্ত্তৃক আমি নিযুক্ত হইয়াছি। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—কেবল এই-রূপই নহে, 'হে জগত্রাণ'—জগতের রক্ষক ! গদাধারী শ্রীহরি তোমাকে দুষ্টগণের প্রহারের জন্যই নিযুক্ত করিয়াছেন। 'সর্ব্বসহঃ'—তুমি সর্ব্ববলস্বরূপ, অথবা—বাৎসল্যবশতঃ আমাদের সকল অপরাধই তুমি সহ্য করিয়া থাক, এই বিপ্রের অপরাধ ক্ষমা কর—এই ভাবঃ। এই বিপ্রের আমার প্রতি কোন বিদ্বেষ-ভাব নাই, ইহা বলিতেছেন—আমাদের বংশের সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত এই ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান কর। (ইহাতেই আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে।) ॥ ৯ ॥

যদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা স্বধর্ম্মো বা স্বনুষ্ঠিতঃ।
কুলং নো বিপ্রদৈবঞ্চেৎ দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(সর্ব্বসুকৃতার্পণেন বিপ্ররক্ষাং প্রার্থয়তি) যদি (অস্মাকং) দত্তং (সৎপাত্রে দানম্) ইষ্টং (দেবতাযাগঃ) বা অস্তি বা (অথবা যদি অস্মাভিঃ) স্বধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ (সম্যক্ অনুষ্ঠিতঃ ভবতি) চেৎ (যদি) নঃ (অস্মাকং) কুলং (বংশঃ) বিপ্রদৈবং (বিপ্রো দৈবং দেবতা যস্মিন্ তৎ তাদৃশং ভবেৎ তদা এষঃ) দ্বিজঃ (দুর্ব্বাসাঃ) বিজ্বরঃ (সন্তাপমুক্তঃ) ভবতু ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যদি আমাদের সৎপাত্রে দান অথবা যজ্ঞের জন্য সুকৃতি থাকে, আমরা যদি স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, বিপ্র যদি আমাদের কুলদেবতা হন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হউন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি বিপ্রমত্যজচ্চক্রমালক্ষ্য শপথং কুর্ব্বন্নাহ যদ্যস্তীতি বিপ্রদেবতাকম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি চক্র বিপ্রকে ত্যাগ করিতেছে না দেখিয়া শপথপূর্ব্বক বলিতেছেন—'যদ্যস্তি' ইত্যাদি। 'বিপ্রদৈবং'—বিপ্র যদি আমাদের কুলদেবতা হন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ সন্তাপমুক্ত হউন ॥ ১০ ॥

যদি নো ভগবান্ প্রীত একঃ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভাবেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ এক (অদ্বিতীয়ঃ) ভগবান্ নঃ (অস্মাকং) সর্ব্বভূতাত্মভাবেন (সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মন ইব যো ভাবঃ তেন) যদি প্রীতঃ (সন্তুষ্টঃ বর্ত্ততে তদা) দ্বিজঃ বিজ্বরঃ (সন্তাপমুক্তঃ) ভবতু ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বগুণের আধারস্বরূপ অদ্বিতীয় ভগবান্ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ বলিয়া যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ সন্তাপমুক্ত হউন্ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তং শপথমমানয়চ্চক্রমালোক্যাসাধারণং শপথমাহ যদীতি সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মন ইব যো ভাবস্তেন যদি প্রীতঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই শপথকে চক্র না মানায়, পুনরায় অসাধারণ শপথপূর্ব্বক বলিতেছেন—যদি ইত্যাদি। সকল ভূতগণের প্রতি আমাদের আত্মবৎ জ্ঞান থাকায়, ভগবান্ যদি আমাদের প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ সন্তাপমুক্ত হউন ।।১১

———

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি সংস্তবতো রাজ্ঞো বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্।
অশাম্যৎ সর্ব্বতো বিপ্রং প্রদহদ্রাজযাচঞ্চয়া ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। ইতি (এবং ক্রমেণ) সংস্তবতঃ (সম্যক্স্তুতিং কুর্ব্বতঃ) রাজ্ঞঃ (তস্মিন্ সংস্তবতি সতীত্যর্থঃ) সর্ব্বতঃ (সমন্তাৎ) বিপ্রং প্রদহৎ (দুর্ব্বাসসং সন্তাপয়ৎ) বিষ্ণুচক্রং (তৎ) সুদর্শনং রাজযাচঞ্চয়া (রাজ্ঞঃ তস্যৈব যাচঞ্চয়া প্রার্থনয়া) অশাম্যৎ (শান্তঃ অভবৎ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রাজা এই প্রকারে স্তুতি করিলে তাঁহার প্রার্থনায় বিপ্রদুর্ব্বাসার দহনকারী বিষ্ণুচক্র সুদর্শন শান্ত হইলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বিপ্রং সর্ব্বতঃ প্রদহদপ্যশাম্যৎ ॥১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপ্রং সর্ব্বতঃ প্রদহৎ'—বিপ্র দুর্ব্বাসার প্রতি সর্ব্বতোভাবে দহনকারী (সন্তাপজনক) বিষ্ণুচক্র সেই সুদর্শন রাজার প্রার্থনানুসারে শান্ত হইলেন ॥ ১২ ॥

স মুক্তোঽস্ত্রাগ্নিতাপেন দুর্ব্বাসাঃ স্বস্তিমাংস্ততঃ।
প্রশশংস তমুর্ব্বীশং যুঞ্জানঃ পরমাশিষঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরম্) অস্ত্রাগ্নিতাপেন মুক্তঃ স্বস্তিমান্ (লব্ধশান্তিঃ) সঃ দুর্ব্বাসাঃ পরমাশিষঃ (উত্তমান্ আশীর্ব্বাদান্) যুঞ্জান্ (কুর্ব্বন্ সন্) উর্ব্বীশং (ক্ষিতীশ্বরং) তম্ (অম্বরীষং) প্রশশংস (প্রশংসিতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তাহার পর দুর্ব্বাসা অস্ত্রাগ্নির তাপ হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে মহারাজ অম্বরীষের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

———

দুর্ব্বাসা উবাচ—

অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে।
কৃতাগসোঽপি যদ্রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্ব্বাসাঃ উবাচ (হে) রাজন্! অহো! অদ্য অনন্তদাসানাং (ভগবৎসেবকানাং) মহত্ত্বং দৃষ্টং যৎ (যস্মাৎ) কৃতাগসঃ (কৃতাপরাধস্য) অপি মে (মম) মঙ্গলানি সমীহসে (প্রার্থয়সি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাসা বলিলেন,—হে রাজন্! অদ্য ভগবদ্ভক্তগণের মাহাত্ম্য দর্শন করিলাম। আমি অপরাধ করিয়াছি, তথাপি আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতাগসোঽপি ত্বদমঙ্গলমীহমানস্যাপীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতাগসোঽপি'—তোমার অমঙ্গল আচরণ করিলেও (তুমি যে আমার মঙ্গলের চেষ্টা করিতেছ, ইহাতেই অদ্য আমি ভগবদ্ভক্তগণের বিচিত্র মহত্ত্ব দর্শন করিলাম।) ॥ ১৪ ॥

———

দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—যৈঃ সাত্বতাম্ ঋষভঃ (যাদবশ্রেষ্ঠঃ) ভগবান্ হরিঃ সংগৃহীতঃ (ভক্ত্যা লব্ধঃ, তেষাং) মহাত্মনাং সাধূনাং (ভগবদ্ভক্তানাং) কঃ নু দুষ্করঃ

(কিংকার্য্যমসাধ্যং) দুস্ত্যজঃ বা (কোনাম বিষয়ো দুস্ত্যজো ভবেৎ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা সাত্ত্বতপতি ভগবান্ শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন সেই সকল সাধু মহাত্মাদিগের অসাধ্য বা দুস্ত্যজ্য বিষয় কি আছে ? ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—দুষ্করোঽনুগ্রহঃ দুস্ত্যজোঽপরাধঃ। সংগৃহীত ইতি যথান্যৈর্ধনানি সংগৃহ্যন্তে তথেত্যর্থঃ। হরিঃ সংগৃহীতোঽপি তদীয়ঞ্চেতশ্চোরয়তীত্যর্থঃ ॥১৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুষ্করঃ'—মহাত্মাদিগের পক্ষে দুষ্কর বা দুস্ত্যজ কিছুই নাই, দুষ্কর—অনুগ্রহ, দুস্ত্যজ—অপরাধ, অর্থাৎ তাঁহারা অন্যের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন। 'সংগৃহীতঃ'—যেরূপ অপর ব্যক্তি ধন সংগ্রহ করে, তদ্রূপ ভক্ত কর্ত্তৃক হরি সংগৃহীত হইলেও, ভক্তের চিত্তকে হরণ করেন বলিয়া তিনি 'হরি'—এই অর্থ ॥ ১৫ ॥

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—পুমান্ (জনঃ) যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ (যস্য নামশ্রবণমাত্রেণৈব) নির্ম্মলঃ (সর্ব্বপাপবিমুক্তঃ) ভবতি তীর্থপদঃ (তীর্থানি পদয়োঃ যস্য তস্য) তস্য (শ্রীহরেঃ) দাসানাং (সেবকানাং) কিং (বস্তু) বা অবশিষ্যতে (অলব্ধতয়া বর্ত্ততে) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যাঁহার নামশ্রবণমাত্রেই জীব নির্ম্মল হয়, সেই তীর্থপাদ ভগবানের ভক্তদিগের অলব্ধই বা কি আছে ? ১৬ ॥

রাজন্ননুগৃহীতোঽহং ত্বয়াতিকরুণাত্মনা।
মদঘং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রাণা যন্মেঽভিরক্ষিতাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! মদঘং (মম অপরাধং) পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা (পরিহায়) যৎ (যস্মাৎ) মে (মম) প্রাণাঃ অভিরক্ষিতাঃ (ততঃ) অতি করুণাত্মনা (অতি দয়ালুনা) ত্বয়া অহম্ অনুগৃহীতঃ (অস্মি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! আপনি আমার অপরাধের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, অতএব অতীব কৃপালু আপনার দ্বারা আমি অনুগৃহীত হইলাম ॥ ১৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

রাজা তমকৃতাহারঃ প্রত্যাগমনকাঙ্ক্ষয়া।
চরণাবুপসংগৃহ্য প্রসাদ্য সমভোজয়ৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—প্রত্যাগমনকাঙ্ক্ষয়া (ঋষেঃ পুনরাগমনপ্রতীক্ষয়া) অকৃতহারঃ (অকৃতভোজনঃ) রাজা (অম্বরীষঃ) চরণৌ উপসংগৃহ্য (গৃহীত্বা) প্রসাদ্য (প্রসন্নীকৃত্য) তং (দুর্ব্বাসসম্) সমভোজয়ৎ (ভোজনং কারয়ামাস) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাসার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় রাজা অম্বরীষ ভোজন করেন নাই, সুতরাং তিনি দুর্ব্বাসার চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন ॥ ১৮ ॥

সোঽশিত্বাদৃতমানীতমাতিথ্যং সার্ব্বকামিকম্।
তৃপ্তাত্মা নৃপতিং প্রাহ ভুজ্যতামিতি সাদরম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (দুর্ব্বাসাঃ) আদৃতং (সাদরম্) আনীতম্ (উপস্থাপিতং) সার্ব্বকামিকং (সর্ব্বকামযুক্তম্) আতিথ্যং (তৎ অন্নাদিকম্) অশিত্বা (ভক্ষয়িত্বা) তৃপ্তাত্মা (তুষ্টচিত্তঃ সন্) সাদরং (আদরেণ) ভুজ্যতাং (ত্বং ভোজনং কুরু) ইতি নৃপতিং (রাজানং) প্রাহ (উক্তবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—রাজা দুর্ব্বাসাকে সাদরে আনয়ন করিলেন, দুর্ব্বাসা সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য উপকরণসমন্বিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজনপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া আদরের সহিত রাজাকে বলিলেন—"তুমিও ভোজন কর" ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—স দুর্ব্বাসা আদৃতং যথা স্যাত্তথা আনীতমাতিথ্যার্থমন্নাদিকম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—সেই দুর্ব্বাসা, 'আদৃতং আনীতং আতিথ্যং'—সাদরে আনীত ও অতিথির যোগ্য অন্নাদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন এবং অম্বরীষ মহারাজকে সাদরে বলিলেন—'এখন তুমিও ভোজন কর' ॥ ১৯ ॥

দুর্ব্বাসা উবাচ—

প্রীতোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি তব ভাগবতস্য বৈ।
দর্শনস্পর্শনালাপৈরাতিথ্যেনাত্মমেধসা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ভাগবতস্য তব দর্শনস্পর্শনালাপৈঃ আত্মমেধসা (আত্মনঃ মেধসা বুদ্ধ্যা যেন তেন) আতিথ্যেন বৈ (চ অহং) প্রীতঃ অস্মি অনুগৃহীতঃ অস্মি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—পরম ভাগবত তোমাতে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধির সহিত আতিথ্য গ্রহণ, পরে মহাভাগবত তোমার দর্শন, স্পর্শন ও আলাপের দ্বারা আমি অনুগৃহীত ও প্রীত হইয়াছি ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তব দর্শনাদিভিঃ কর্তৃভিরনুগৃহীতঃ অতএব প্রীতঃ। অস্মীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাৎ পূর্ব্বন্তু-দর্শনাদিভির্নৈবানুগৃহীতোঽহমপ্রীত এবাভুবং যতস্ত্বং নিরাগসমপি জ্বলয়িতুং মহাক্রোধান্ধঃ কৃত্যামসৃজম্। তেন ভক্তকর্ম্মকাণ্যেব তদ্বিষয়কভক্ত্যুত্থান্যেব দর্শনাদীনি যদি স্যুস্তদৈব তানি তপস্বিজ্ঞানিবিপ্রাননুগৃহ্ণন্তি নান্যথেত্যত্রাহমেব দৃষ্টান্ত ইতি সিদ্ধান্তো ধ্বনিতঃ। তথা আত্মমেধসা আত্মনো মম মেধসা ঈদৃশ্যা বুদ্ধ্যা যদ্যম্বরীষবচনগ্রহণ-প্রতিপাদিনীয়ং মে বুদ্ধির্নাভবিষ্যৎ তদা কথমতরিষ্যং তেন চক্রদত্ত-মহাতাপোঽপি মম পরমোপকারকঃ সংসার-তারকভক্তিমার্গজ্ঞাপকোঽভূদিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবদ্ভক্ত তোমার দর্শনাদির দ্বারা আমি অনুগৃহীত (অর্থাৎ তোমার দর্শনাদি আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছে), অতএব আমি প্রীত (সন্তুষ্ট) হইয়াছি। 'অস্মি'—এই বর্ত্তমান কালের নির্দ্দেশহেতু পূর্ব্বে দর্শনাদির দ্বারা অনুগৃহীত হই নাই, এইজন্য আমি অসন্তুষ্টই ছিলাম, যেহেতু নিরপরাধ তোমাকেও দগ্ধ করিবার নিমিত্ত মহা ক্রোধান্ধ হইয়া কৃত্যা সৃষ্টি করিয়াছিলাম। সুতরাং ভক্তের প্রতি ভক্তবিষয়ক ভক্তিজনিত দর্শনাদি যদি হয় (অর্থাৎ ভক্তজনে ভক্তিভরে যদি দর্শনাদি করা হয়), তখনই তাহা তপস্বী, ব্রাহ্মণগণকে অনুগৃহীত করে, অন্যথা নহে, এই বিষয়ে আমিই (দুর্ব্বাসাই) দৃষ্টান্ত—এইরূপ সিদ্ধান্ত ধ্বনিত হইল। সেইরূপ 'আত্মমেধসা'—আমার এই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা, অর্থাৎ যদি অম্বরীষের আতিথ্যগ্রহণরূপ বুদ্ধি আমার না হইত, তবে আমি কিপ্রকারে উত্তীর্ণ হইতাম, অতএব চক্রপ্রদত্ত তাপও আমার পরম উপকারক, সংসারতারক ও ভক্তিমার্গের জ্ঞাপক হইয়াছে—এই ভাব ॥ ২০ ॥

কর্ম্মাবদাতমেতত্তে গায়ন্তি স্বঃস্ত্রিয়ো মুহুঃ।
কীর্ত্তিং পরমপুণ্যাঞ্চ কীর্ত্তয়িষ্যতি ভূরিয়ম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—স্বঃস্ত্রিয়ঃ (সুরাঙ্গণাঃ) তে (তব) এতৎ অবদাতং (বিমলং) কর্ম্ম (আচরিতং) মুহুঃ (নিরন্তরং) গায়ন্তি (কীর্ত্তয়িষ্যন্তি) ইয়ং ভূঃ চ (পৃথিবী অপি) পরম পুণ্যাং কীর্ত্তিং কীর্ত্তয়িষ্যতি ॥২১

অনুবাদ—দেবাঙ্গনাগণ তোমার এই বিমলকীর্ত্তি অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিবে। এই পৃথিবীও তোমার পরম পবিত্র চরিত্র গান করিতে থাকিবে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অবদাতং শুদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবদাতং'—শুদ্ধ, অর্থাৎ স্বর্গরমণীগণ নিরন্তর তোমার এই বিশুদ্ধ কর্ম্মের গান করিবেন ॥ ২১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং সংকীর্ত্য রাজানং দুর্ব্বাসাঃ পরিতোষিতঃ।
যযৌ বিহায়সামন্ত্র্য ব্রহ্মলোকমহৈতুকম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচঃ। পরিতোষিতঃ দুর্ব্বাসাঃ এবং সঙ্কীর্ত্য (কীর্ত্তয়িত্বা) রাজানম্ আমন্ত্র্য (সম্ভাষ্য) বিহায়সা (আকাশমার্গেণ) অহৈতুকং (ন বিদ্যন্তে হৈতুকাঃ শুষ্কতর্কনিষ্ঠবেদবহির্ম্মুখা যত্র তং) ব্রহ্মলোকং যযৌ (গতবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাসা পরম পরিতুষ্ট হইয়া এই প্রকারে রাজার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, পরে রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া আকাশমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সেই ব্রহ্মলোকে বেদবহির্ম্মুখ তার্কিকগণের অবস্থিতি নাই ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মলোকমিতি তত্রত্য-ব্রহ্মানুভবিনঃ স্ববন্ধূন্ প্রতি স্বীয়-স্বাস্থ্যং হরের্ভক্তবশ্যতাং ভক্তানাং ভক্তেশ্চ মহাপ্রভাবং বক্তুমিতি ভাবঃ। ন বিদ্যন্তে হৈতুকাঃ শুষ্কতর্কনিষ্ঠা যত্র তম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মলোকং—তত্রত্য ব্রহ্মানুভবী স্ববন্ধুজনের প্রতি নিজ সুস্থিরতা, শ্রীহরির ভক্তবশ্যতা, ভক্তগণের ও ভক্তির মহাপ্রভাব বলিবার জন্য দুর্ব্বাসা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অহৈতুকং'—যেখানে হৈতুক শুষ্ক তর্কনিষ্ঠা নাই, সেই শুষ্কতর্কাদিশূন্য ব্রহ্মলোক ॥ ২২ ॥

সংবৎসরোঽত্যগাত্তাবদ্‌যাবতা নাগতো গতঃ।
মুনিস্তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষো রাজাব্‌ভক্ষো বভূব হ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—গতঃ মুনিঃ যাবতা (যাবৎকালং) ন আগতঃ তাবৎ (তদবসরে) সম্বৎসরঃ অত্যগাৎ (অতীতঃ বভূব) তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষঃ (তদীয় দর্শনাভিলাষী) রাজা (অম্বরীষঃ অপি) অব্‌ভক্ষণঃ বভূব হ (জলমাত্রং ভুক্ত্বা তাবৎকালং স্থিতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাসা গমন করিয়া যাবৎ প্রত্যাগমন করেন নাই তাবৎ পর্য্যন্ত সম্বৎসরকাল অতীত হইয়াছিল। রাজাও তাঁহার দর্শনবাসনায় তাবৎকাল জলমাত্র পান করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—গতো মুনির্যাবতা কালেন নাগতঃ তাবৎ সম্বৎসরঃ অত্যগাৎ নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গতঃ'—দুর্ব্বাসা সুদর্শন চক্রের সন্তাপে পলায়ন করিয়া যে পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসেন নাই, সেই অবসর মধ্যে এক বৎসর কাল অতীত হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

গতেঽথ দুর্ব্বাসসি সোঽম্বরীষো
দ্বিজোপযোগাতিপবিত্রমাহরৎ।
ঋষের্বিমোক্ষং ব্যসনঞ্চ বীক্ষ্য
মেনে স্ববীর্য্যঞ্চ পরমানুভাবম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (সম্বৎসরান্তে) দুর্ব্বাসসি গতে (আগতে সতি) সঃ অম্বরীষঃ দ্বিজোপযোগাতিপবিত্রং (দ্বিজস্য উপযোগেন ভোজনেন অতিপবিত্রম্) আহরৎ (ভুক্তবান্) ঋষেঃ ব্যসনং (বিপত্তিং) মোক্ষং (তস্মাৎ মোচনং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) স্ববীর্য্যং চ (স্বকীয়ধৈর্য্যাদিলক্ষণং প্রভাবঞ্চ) পরানুভাবং (পরস্য শ্রীভগবতঃ এব অনুভাবং প্রভাবং) মেনে (নিনীতবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সম্বৎসরান্তে দুর্ব্বাসা আগমন করিলে রাজা অম্বরীষ ব্রাহ্মণ-ভোজনের দ্বারা অতীব পবিত্র অন্নাদি ভোজন করিলেন এবং দুর্ব্বাসার বিপদ হইতে মুক্তি ও স্বীয় সহিষ্ণুতাদির প্রভাব লক্ষ্য করিয়া ইহা ভগবানেরই কার্য্য—এইরূপ মনে করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজস্য উপযোগেন অতিপবিত্রং আহরৎ আহারং কৃতবান্। স্ববীর্য্যঞ্চ ধৈর্য্যাদিলক্ষণং পরস্য ভগবত এবানুভাবং প্রভাবং, নতু স্বস্য ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিজোপযোগাতিপবিত্রং'—ব্রাহ্মণের আহারহেতু অতিপবিত্র উচ্ছিষ্ট অন্ন মহারাজ অম্বরীষ ভোজন করিলেন। 'স্ববীর্য্যঞ্চ'—নিজের তৎকালীন ধৈর্য্যাদি, পরমপুরুষ ভগবানেরই প্রভাব বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু উহা নিজের নহে ॥ ২৪ ॥

এবং বিধানেকগুণঃ স রাজা
পরাত্মনি ব্রহ্মণি বাসুদেবে।
ক্রিয়াকলাপৈঃ সমুবাহ ভক্তিং
যয়াবিরিঞ্চ্যান্নিরয়াংশ্চকার ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—এবং বিধানেকগুণঃ (ঈদৃশ বিবিধগুণসম্পন্নঃ) সঃ রাজা (অম্বরীষঃ) ক্রিয়াকলাপৈঃ (ক্রিয়াসমূহৈঃ) পরাত্মনি (পরমাত্মনি) ব্রহ্মণি বাসুদেবে (শ্রীহরৌ) ভক্তিং সমুবাহ (ধৃতবান্) যয়া (ভক্ত্যা) আবিরিঞ্চ্যান্ (বিরিঞ্চ্যপদসহিতান্ ভোগান্) নিরয়ান্ চকার (নরকপ্রায়ান্ অপশ্যৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার বিবিধ গুণসম্পন্ন রাজা অম্বরীষ ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে ভক্তিযোগ বিধান করিতেন। ঐ ভক্তিপ্রভাবে তিনি ব্রহ্মপদবীকে পর্য্যন্ত নরকতুল্য জ্ঞান করিতেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—পরাত্মনীতি পরমাত্মা ব্রহ্ম ভগবানিত্যেকতত্ত্বো যো বাসুদেবস্তস্মিন্। ক্রিয়াকলাপৈর্মন্দির-মার্জ্জনাদ্যৈর্যয়া ভক্ত্যা আবিরিঞ্চ্যাৎ ভোগান্ নরকতুল্যান্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরাত্মনি'—পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবান্, এই এক তত্ত্বরূপ যে বাসুদেব, তাহাতে মন্দির মার্জ্জনাদি বিবিধ ক্রিয়াকলাপদ্বারা ভক্তিভাব ধারণ করিয়াছিলেন। 'যয়া'—যে ভক্তিপ্রভাবে তিনি ব্রহ্মপদ হইতে আরম্ভ করিয়া জাগতিক সকল ভোগকেই নরকতুল্য জ্ঞান করিতেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

অথাম্বরীষস্তনয়েষু রাজ্যং
সমানশীলেষু বিসৃজ্য ধীরঃ।
বনং বিবেশাত্মনি বাসুদেবে
মনো দধদ্ধ্বস্তগুণ প্রবাহঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। অথ (অনন্তরং) আত্মনি (পরমাত্মনি) বাসুদেবে (শ্রীহরৌ) মনঃ দধৎ (ধারয়ৎ অতএব) ধ্বস্তগুণপ্রবাহঃ (ধ্বস্তঃ বিনষ্টঃ গুণপ্রবাহঃ যস্য সঃ) ধীরঃ (বিবেকী) অম্বরীষঃ সমানশীলেষু (আত্মতুল্যস্বভাবেষু) তনয়েষু (পুত্রেষু) রাজ্যং বিসৃজ্য (নিক্ষিপ্য) বনং বিবেশ (মানসসেবায়াং মনশ্চকার) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর পরমাত্মা বাসুদেবে মন সন্নিবিষ্ট হওয়ায় মহারাজ অম্বরীষের মায়িকগুণপ্রবাহ অর্থাৎ ভোগবাসনা বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনি নিজতুল্য পুত্রগণকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া বনে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ মানসসেবায় চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মনো দধৎ মনোধাতুং বনং বিবেশ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনো দধৎ'- বাসুদেবে চিত্ত সমর্পণের নিমিত্ত বনে গমন করিলেন ॥ ২৬ ॥

ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানমম্বরীষস্য ভূপতেঃ।
সঙ্কীর্ত্তয়ন্নধ্যায়ন্ ভক্তো ভগবতো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভূপতেঃ অম্বরীষস্য ইতি এতৎ পুণ্যম্ আখ্যানং (বৃত্তান্তং) সঙ্কীর্ত্তয়ন্ অনুধ্যায়ন্ (নিরন্তরং চিন্তয়ন্ চ জনঃ) ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ) ভক্তঃ ভবেৎ। (শ্রীহরৌ ভক্তিং লভেত ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—মহারাজ অম্বরীষের এই পবিত্র আখ্যান যিনি সংকীর্ত্তন অথবা অনুক্ষণ চিন্তা করিবেন তিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োরিত্যুক্তের্গার্হস্থ্যেঽপি সম্পূর্ণং মনো ভগবত্যাসীদেব, সত্যং ভক্তাবনুরাগিণঃ খলু মহাধনগৃধ্নোর্বনিজ ইব স্বভাবো ভবেৎ। কোটীশ্বরোঽপি বণিগাত্মানমল্পধনং মন্যমানো ধনমুপার্জ্জয়িতুং যথা সমুদ্রান্তমপি গচ্ছতি তথৈব ভক্তোঽপি ভক্তিমুপার্জ্জয়িতুমিতি ॥ ২৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
নবমে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, পূর্ব্বে "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" (৯।৪।১৮), অর্থাৎ নিজ চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে নিযুক্ত (স্থির) করিয়াছিলেন, ইহা বলায় গার্হস্থ্য আশ্রমেও মহারাজ অম্বরীষের সম্পূর্ণ মন শ্রীভগবানেই ছিল। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, কিন্তু ভক্তিতে অনুরাগী জনের মহাধন-লুব্ধ বণিকের ন্যায় স্বভাব হইয়া থাকে। কোটীশ্বর বণিক্‌ও নিজকে অল্পধনবিশিষ্ট মনে করিয়া ধন উপার্জ্জনের নিমিত্ত যেরূপ সমুদ্রের পরপারেও গমন করে, তদ্রূপ ভক্তও ভক্তি অর্জ্জনের জন্য সতত যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।৫ ॥

অম্বরীষস্য চরিতং যে শৃণ্বন্তি মহাত্মনঃ।
মুক্তিং প্রয়ান্তি তে সর্ব্বে ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যে (জনাঃ) মহাত্মনঃ অম্বরীষস্য চরিতং ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি, তে সর্ব্বে বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ (অনুগ্রহাৎ) মুক্তিং প্রযান্তি (লভন্তে)॥ ২৮॥

অনুবাদ—যাঁহারা মহাত্মা অম্বরীষের চরিত্র ভক্তিসহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করেন অর্থাৎ স্বস্বরূপে অবস্থিত হন॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধের পঞ্চমাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

বিরূপঃ কেতুমান্ শম্ভুরম্বরীষসুতাস্ত্রয়ঃ।
বিরূপাৎ পৃষদশ্বোঽভূৎ তৎপুত্রস্তু রথীতরঃ॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অম্বরীষবংশ-বর্ণনান্তে শশাদ হইতে মান্ধাতা পর্য্যন্ত বংশপরিচয় এবং প্রসঙ্গক্রমে মান্ধাতৃ-তনয়াপতি সৌভরি ঋষির আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

অম্বরীষের বিরূপ, কেতুমান্ ও শম্ভুনামক পুত্র-ত্রয়ের মধ্যে বিরূপতনয় পৃষদশ্ব, তৎসন্তান রথীতর। রথীতর নিঃসন্তান হওয়ায় তৎপ্রার্থিত মহর্ষি অঙ্গিরা তদীয় ভার্য্যার গর্ভে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। রথীতরক্ষেত্রে উৎপন্ন সন্তানগণ রথীতর ও অঙ্গিরা উভয় গোত্রেই অন্বিত হইত। মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর শতপুত্রমধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ডকা—এই তিনজন জ্যেষ্ঠ। ইক্ষ্বাকুপুত্রগণ বিভিন্ন বিভাগের রাজা হইয়াছিলেন। বিকুক্ষি বিধিলঙ্ঘনজনিত অপরাধে পিতা ইক্ষ্বাকুকর্ত্তৃক দেশান্তরিত হন। ইক্ষ্বাকু বশিষ্ঠের আনুগত্যে যোগবলে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। পিতা পরলোকগত হইলে বিকুক্ষি পিতৃরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া প্রজাপালন এবং যজ্ঞদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিতে থাকেন। ইনিই পরে শশাদ নামে বিখ্যাত হন। শশাদের পুত্র দেবগণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া দেবাসুর-সংগ্রামে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মদ্বারা পুরঞ্জয়, ইন্দ্রবাহ ও ককুৎস্থ এই তিন নামে বিখ্যাত হন। পুরঞ্জয়পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু, পৃথু হইতে বিশ্বগন্ধি, বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রপুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত, শ্রাবস্তীপুরী-নির্ম্মাতা। শ্রাবস্তপুত্র বৃহদশ্ব, বৃহদশ্ব হইতে কুবলয়াশ্ব; ইনি ধুন্ধুনামক অসুর বধ করিয়া 'ধুন্ধুমার' নামে বিখ্যাত। ধুন্ধুমারের পুত্রগণের মধ্যে দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব ভিন্ন সকলেই ধুন্ধুর মুখাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্ব হইতে নিকুম্ভ, নিকুম্ভপুত্র বহুলাশ্ব এবং কৃশাশ্ব, কৃশাশ্ব তনয় সেনজিৎ। সেনজিৎপুত্র যুবনাশ্ব; ইঁহার একশত ভার্য্যা ছিল, কিন্তু নিঃসন্তান হইয়া অরণ্যে গমন করেন। ঋষিগণ ইঁহার পুত্রার্থ ইন্দ্রদৈবত্যযজ্ঞ প্রবর্ত্তন করেন। একদা রাজা বনে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাঁহার হিতকামী ঋষিগণের যজ্ঞসদনে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার জন্যই রক্ষিত পুত্রোৎপত্তিকারণোদক পান করেন। তৎফলে যথাসময়ে যুবনাশ্বের দক্ষিণকুক্ষি ভেদ করিয়া এক সুলক্ষণ পুত্র উৎপন্ন হয়। পুত্র স্তন্যার্থ রোরুদ্যমান হইলে ইন্দ্র স্বীয় তর্জ্জনী প্রদান করেন বলিয়া ঐ পুত্রের নাম মান্ধাতা হয়। যুবনাশ্ব যথাকালে তপস্যাদ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। অনন্তর মান্ধাতা সম্রাট্ হইয়া একাকী সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী শাসন করেন। দস্যুগণ তাঁহার প্রতাপে সন্ত্রস্ত হইত বলিয়া

তাঁহার এক নাম 'ত্রসদ্দস্যু'। মান্ধাতা শশবিন্দু-দুহিতা বিন্দুমতীগর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামক পুত্রত্রয় ও পঞ্চাশৎ সংখ্যক কন্যা উৎপাদন করেন। কন্যাগণ সকলেই সৌভরি ঋষিকে পতিত্বে বরণ করেন। অতঃপর শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক মহারাজ পরীক্ষিৎ সমীপে সৌভরি ঋষির মৎস্যসংসর্গজদোষ-নিবন্ধন যোগভ্রষ্ট হইয়া মান্ধাতৃতনয়াগণের পানি-গ্রহণপূর্ব্বক গ্রাম্যসুখভোগ এবং পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহার ভগবদ্‌বিস্মৃতি জন্য অনুতাপ ও বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন-পূর্ব্বক কঠোর তপস্যাদ্বারা আধ্যাত্মিকী-গতিলাভ তথা তৎপত্নীগণেরও তদনুগমনাদি কথা কীর্ত্তিত হইয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। বিরূপঃ কেতুমান্ শম্ভুঃ (এতে) ত্রয়ঃ অম্বরীষসুতাঃ (অম্বরীষস্য পুত্রাঃ অভবন্) বিরূপাৎ পৃষদশ্বঃ অভূৎ (জাতঃ) তৎপুত্রঃ (পৃষদশ্বস্য পুত্রঃ) তু রথীতরঃ (অভূৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—(হে রাজন্!) অম্বরীষের তিন পুত্র—বিরূপ, কেতুমান্ ও শম্ভু। বিরূপ হইতে পৃষদশ্বের উৎপত্তি, পৃষদশ্বের পুত্র রথীতর ॥১॥

বিশ্বনাথ—

ষষ্ঠে শশাদেন্দ্রবাহ-যুবনাশ্বকথোচ্যতে।
মান্ধাতুশ্চ চরিত্রান্তঃ সৌভর্য্যাখ্যানমদ্ভুতম্ ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে শশাদ, ইন্দ্রবাহ, যুবনাশ্বের কথা, মান্ধাতার চরিত্র এবং সৌভরি ঋষির অদ্ভুত আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

রথীতরস্যাপ্রজস্য ভার্য্যায়াং তন্তবেঽর্থিতঃ।
অঙ্গিরা জনয়ামাস ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ সুতান্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—অপ্রজস্য (নিঃসন্তানস্য) রথীতরস্য তন্তবে (সন্তানার্থম্) অর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ) অঙ্গিরাঃ ভার্য্যায়াং (রথীতরপত্ন্যাং) ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ (ব্রহ্ম-তেজঃসমন্বিতান্) সুতান্ জনয়ামাস ॥ ২ ॥

অনুবাদ—রথীতর নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি সন্তানার্থ অঙ্গিরাকে প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনায় অঙ্গিরা তদীয় (রথীতরের) ভার্য্যায় কতিপয় সন্তান উৎপন্ন করেন। সেই সন্তানগণ সকলেই ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন ছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তন্তবে সন্তানার্থম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তন্তবে'—সন্তানের নিমিত্ত (রথীতর অঙ্গিরার নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি রথীতরের পত্নীর গর্ভে ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।) ॥ ২ ॥

এতে ক্ষেত্রপ্রসূতা বৈ পুনস্তাঙ্গিরসাঃ স্মৃতাঃ।
রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষেত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—এতে (অঙ্গিরসা জনিতাঃ) ক্ষেত্র-প্রসূতাঃ (রথীতরস্য ক্ষেত্রে প্রসূতত্বেন রথীতরগোত্রাঃ সন্তঃ অঙ্গিরসো বীর্য্যেণ প্রসূতত্বাৎ) আঙ্গিরসাঃ পুনঃ বৈ (পুনরপি যতঃ) ক্ষেত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ (ক্ষেত্রো-পেতাঃ ব্রাহ্মণাঃ অতঃ) রথীতরানাং (রথীতরস্য জাতানাম্ অন্যেষাং সন্তানানাং) প্রবরাঃ (মুখ্যাঃ) স্মৃতাঃ (কথিতা অভবন্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—এই সকল পুত্রগণ রথীতর-ভার্য্যা-প্রসূত বলিয়া রথীতর-গোত্র ছিলেন, আবার অঙ্গিরো-বীর্য্যোৎপন্ন বলিয়া তাঁহাদিগকে অঙ্গিরা-গোত্রও বলা হইত। রথীতরের অন্য পুত্রদিগের মধ্যে ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ। কেননা ইঁহারা ক্ষেত্রোপেত ব্রাহ্মণ ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—রথীতরস্য ক্ষেত্রে ভার্য্যায়াং প্রসূতত্বাদঙ্গিরসো বীর্য্যজাতত্বাৎ এতে রথীতরপ্রবরপুত্রত্বেন প্রসিদ্ধাঃ ক্ষেত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বিপ্রাঃ। দ্বে জাতী যেষাং তে ইত্যন্বর্থসংজ্ঞা ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষেত্রপ্রসূতাঃ'—এই পুত্রগণ রথীতরের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভার্য্যাতে জন্ম গ্রহণহেতু রথীতরগোত্র হইলেও, অঙ্গিরার বীর্য্যে উৎপন্ন বলিয়া আঙ্গিরস সংজ্ঞা দ্বারাও পরিচিত হইয়াছিলেন। 'ক্ষেত্রোপেতাঃ দ্বিজাতয়ঃ'—তাঁহারা ক্ষত্রিয়গোত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া রথীতরের অপর সন্তানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 'দ্বিজাতয়ঃ'—দুইটি জাতি যাঁহাদের, এই যথার্থ সংজ্ঞা ॥ ৩ ॥

ক্ষুবতস্তু মনোর্জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুর্ঘ্রাণতঃ সুতঃ।
তস্য পুত্রশতজ্যেষ্ঠা বিকুক্ষিনিমিদণ্ডকাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ইদানীং সোমবংশপ্রস্তাবাৎ পূর্ব্বং যাবৎ ইক্ষ্বাকুবংশপ্রস্তাবঃ ক্রিয়তে) ক্ষুবতঃ (ক্ষুতং কুর্ব্বতঃ) মনোঃ ঘ্রাণতঃ তু (নাসায়াঃ) ইক্ষ্বাকুঃ সুতঃ জজ্ঞে (জাতঃ) তস্য (ইক্ষ্বাকোঃ পুত্রশতজ্যেষ্ঠাঃ (পুত্রাণাং শতে জ্যেষ্ঠাঃ) বিকুক্ষিনিমি-দণ্ডকাঃ (বিকুক্ষিঃ নিমিঃ দণ্ডকশ্চ বভূবুঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, মনু ক্ষুৎ (হাঁচি) করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এই ইক্ষ্বাকুর শতপুত্রমধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ডকা এই তিনজন জ্যেষ্ঠ ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—মনোর্জ্যেষ্ঠপুত্রস্যাতিবিততমিক্ষ্বাকোর্বংশমাহ ক্ষুবতস্তিত্যাদিনা। ক্ষুতং কুর্ব্বতো মনোর্ঘ্রাণতো জজ্ঞে। শ্রদ্ধায়াং জনয়ামাস দশপুত্রানিতি তু বাহুল্যাভিপ্রায়েণেতি স্বামিচরণাঃ ॥ ৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষ্বাকুর বংশ অতি বিস্তীর্ণহেতু পূর্ব্বে না বলিয়া এক্ষণে বলিতেছেন—'ক্ষুবতঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ মনু হাঁচিবার সময় তাঁহার নাসিকা হইতে এক পুত্রের জন্ম হয়, তাঁহার নাম ইক্ষ্বাকু। শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—"শ্রদ্ধায়াং জনয়ামাস দশ পুত্রান্" (৯।১।১১), অর্থাৎ মনু শ্রদ্ধা নামক স্বীয় ভার্য্যার গর্ভে দশটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহা তৎকালে বাহুল্যবশতঃ উল্লেখ করা হইয়াছিল। [ঐ দশটি পুত্রের নাম ইক্ষ্বাকু, নগ, শর্য্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করুষ, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ ও কবি। ইঁহাদের মধ্যে পৃষধ্র ও কবি সংসারে বিরক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বংশ নাই। করুষাদি সপ্ত সন্তানের বংশ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে ইক্ষ্বাকুর বংশ বলিতেছেন। ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ডক—এই তিন জন জ্যেষ্ঠ।]॥ ৪ ॥

———

তেষাং পুরস্তাদভবন্নার্য্যাবর্ত্তে নৃপা নৃপ।
পঞ্চবিংশতিঃ পশ্চাচ্চ ত্রয়ো মধ্যেঽপরেঽন্যতঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! তেষাং (শতপুত্রানাং মধ্যে) পঞ্চবিংশতিঃ আর্য্যাবর্ত্তে (বিন্ধ্যহিমালয়য়োঃ মধ্যবর্ত্তিপ্রদেশে) পুরস্তাৎ (পূর্ব্বভাগে সমুদ্রপর্য্যন্তং মণ্ডলবিভাগেন) নৃপাঃ (রাজানঃ) অভবন্ (বভূবুঃ তথা আর্য্যাবর্ত্তস্য) পশ্চাৎ চ (পশ্চাদ্ভাগেঽপি পঞ্চবিংশতিঃ নৃপাঃ অভবন্) মধ্যে (আর্য্যাবর্ত্তস্য মধ্যভাগে) ত্রয়ঃ (জ্যেষ্ঠাঃ ত্রয়ঃ নৃপাঃ অভবন্) অপরে (অন্যে পুত্রাঃ) অন্যতঃ (আর্য্যাবর্ত্তস্যৈব অন্যত্র দক্ষিণোত্তরাদিষু ভাগেষু নৃপাঃ অভবন্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ-সেই শতপুত্রমধ্যে পঞ্চবিংশতিজন হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্তে পূর্ব্বে সমুদ্রপর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে রাজা হইয়াছিলেন। পশ্চিম বিভাগে পঞ্চবিংশতিজন, মধ্যবিভাগে জ্যেষ্ঠত্রয় এবং অপর পুত্রগণ দক্ষিণ ও উত্তর বিভাগে রাজা হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমাগয়োঃ। তস্মিন্ পুরস্তাৎ সমুদ্রপর্য্যন্তং পৃথক্ পৃথঙ্মণ্ডলেষু পঞ্চবিংশতির্নৃপা অভবন্। পশ্চাচ্চ তথৈব পঞ্চবিংশতিঃ। মধ্যে জ্যেষ্ঠাস্ত্রয়ঃ। অপরেতু অন্যতঃ অন্যত্র দক্ষিণোত্তরাদিষু ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আর্য্যাবর্ত্ত'—হইতেছে বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী পুণ্যভূমি। ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণের মধ্যে পঁচিশ জন আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বভাগে সমুদ্র পর্য্যন্ত স্থানে পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডলে রাজা হইয়াছিলেন। অপর পঁচিশ জন পশ্চিমভাগে, তিন জন মধ্যভাগে এবং অন্যান্য পুত্রগণ আর্য্যাবর্ত্তেরই দক্ষিণ ও উত্তরাদি নানাস্থানে রাজা হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

———

স একদাষ্টকাশ্রাদ্ধে ইক্ষ্বাকুঃ সুতমাদিশৎ।
মাংসমানীয়তাং মেধ্যং বিকুক্ষে গচ্ছ মা চিরম্ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—একদা সঃ ইক্ষ্বাকুঃ অষ্টকাশ্রাদ্ধে (অষ্টকাশ্রাদ্ধং কর্ত্তুং) সুতং (পুত্রং বিকুক্ষিম্ এবম্) আদিশৎ (আদিষ্টবান্—হে) বিকুক্ষে! মেধ্যং (পবিত্রং) মাংসম্ আনীয়তাং মা চিরং (সত্বরং) গচ্ছ (তদর্থং বনং যাহি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন—এই তিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী অষ্টকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। অষ্টকায় মাংসদ্বারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করা বিধি। সেই শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে ইক্ষ্বাকু তৎপুত্র বিকুক্ষিকে আদেশ করিলেন হে বৎস! পবিত্র মাংস আনয়ন কর, শীঘ্র (বনে) গমন কর ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিকুক্ষিঃ শশাদ-সংজ্ঞোঽভূত্তত্র হেতুমাহ স ইতি চতুর্ভিঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিকুক্ষির 'শশাদ' নাম হইবার কারণ বলিতেছেন—'স একদা' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। (পিতার আদেশে শ্রাদ্ধের উপযোগী পবিত্র মাংস আনয়নের জন্য বনে গমনপূর্ব্বক শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভ্রমবশতঃ ঐসকল পশুর মধ্য হইতে একটি শশকের মাংস ভক্ষণ করেন, এইজন্য তাঁহার 'শশাদ' নাম হয়।) ॥ ৬ ॥

তথেতি স বনং গত্বা মৃগান্ হত্বা ক্রিয়ার্হণান্।
শ্রান্তো বুভুক্ষিতো বীরঃ শশঞ্চাদদপস্মৃতিঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বীরঃ (বিকুক্ষিঃ) তথা (তথাস্তু) ইতি (উক্ত্বা) বনং গত্বা ক্রিয়ার্হণান্ (শ্রাদ্ধক্রিয়াযোগ্যান্ পবিত্রান্) মৃগান্ (জন্তূন্) হত্বা শ্রান্তঃ বভুক্ষিতঃ (ক্ষুধাতুরঃ অতঃ) অপস্মৃতিঃ (শ্রাদ্ধার্থম্ ইদং মাংসম্ ইতি স্মৃতিহীনঃ সন্) শশং চ আদৎ (অভক্ষয়ৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বীর বিকুক্ষি বনে গমন করিয়া শ্রাদ্ধোপযোগী বহু মৃগ হত্যা করিলেন, অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হওয়ায় তাঁহার বিবেক লুপ্ত হইয়াছিল, তিনি হতমৃগ সমূহের মধ্যে একটি শশক লইয়া ভক্ষণ করিলেন ॥ ৭ ॥

শেষং নিবেদয়ামাস পিত্রে তেন চ তদ্‌গুরুঃ।
চোদিতঃ প্রোক্ষণায়াহ দুষ্টমেতদকর্ম্মকম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ সঃ) শেষম্ (অবশিষ্টং মাংসং) পিত্রে (ইক্ষ্বাকবে) নিবেদয়ামাস (অর্পিতবান্) তেন (ইক্ষ্বাকুনা) চ প্রোক্ষণায় (মাংসস্য শ্রাদ্ধোচিতসংস্কারায়) চোদিতঃ (প্রার্থিতঃ) তদ্‌গুরুঃ (বশিষ্ঠঃ) এতৎ (মাংসং) দুষ্টং (দূষিতম্ অতঃ) অকর্ম্মকং (শ্রাদ্ধাযোগ্যম্ ইতি) আহ (উক্তবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—বিকুক্ষি অবশিষ্ট মৃগগুলি পিতা ইক্ষ্বাকুকে প্রদান করিলেন, ইক্ষ্বাকু ঐ মৃগগুলি শ্রাদ্ধোচিত সংস্কারার্থ গুরু বশিষ্ঠের নিকট প্রেরণ করিলেন, বশিষ্ঠ বলিলেন, এই সকল মাংস দূষিত হইয়াছে, শ্রাদ্ধোপযোগী হইবে না ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্‌গুরুর্বশিষ্ঠঃ দুষ্টমিত্যগ্রভাগস্য বিকুক্ষিণা ভুক্তত্বাৎ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্‌গুরুঃ'—বশিষ্ঠদেব বলিলেন, 'দুষ্টং'—অগ্রভাগ বিকুক্ষি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হওয়ায় এই মাংস দূষিত হইয়াছে, অতএব ইহা শ্রাদ্ধোপযোগী হইবে না ॥ ৮ ॥

জ্ঞাত্বা পুত্রস্য তৎ কর্ম্ম গুরুণাভিহিতং নৃপঃ।
দেশান্নিঃসারয়ামাস সুতং ত্যক্তবিধিং রুষা ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—নৃপঃ (ইক্ষ্বাকুঃ) গুরুণা (বশিষ্ঠেন) অভিহিতং (কথিতং) পুত্রস্য তৎ (মাংসভক্ষণরূপং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা রুষা (ক্রোধেন) ত্যক্তবিধিং (ত্যক্তঃ বিধিঃ শাস্ত্রনিয়মঃ যেন তং) সুতং (বিকুক্ষিং) দেশাৎ নিঃসারয়ামাস (বহিষ্কৃতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—গুরু বশিষ্ঠের বাক্যে রাজা ইক্ষ্বাকু পুত্রের কর্ম্ম জানিতে পারিয়া ক্রোধে বিধিলঙ্ঘনকারী পুত্রকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন ॥ ৯ ॥

স তু বিপ্রেণ সংবাদং জ্ঞাপকেন সমাচরন্।
ত্যক্ত্বা কলেবরং যোগী স তেনাবাপ যৎ পরম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(অথ) সঃ (ইক্ষ্বাকুঃ) তু জ্ঞাপকেন (জ্ঞানদায়িনা) বিপ্রেণ (বশিষ্ঠেন সহ) সংবাদং (তত্ত্বজ্ঞানালোচনং) সমাচরন্ (কুর্ব্বন্) যোগী (রাজ্যভোগেন বিরক্তো যোগী সন্) তেন (যোগেন) কলেবরং ত্যক্ত্বা সঃ যৎ পরং (পরমং তত্ত্বং তৎ) অবাপ (প্রাপ্তঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ইক্ষ্বাকু জ্ঞানপ্রদাতা বিপ্র বশিষ্ঠের সহিত তত্ত্ব আলোচনা পূর্ব্বক যোগী হইলেন, যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পরতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—স তু ইক্ষ্বাকুঃ জ্ঞাপকেন জ্ঞানদায়িনা বশিষ্ঠেন ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—ইক্ষ্বাকু, 'জ্ঞাপকেন' —জ্ঞানপ্রদাতা বশিষ্ঠের সহিত (তত্ত্ববিষয়ক আলো-

চনাপূর্ব্বক রাজ্যভোগে বিরক্ত হইয়া যোগী হইলেন এবং যোগে দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিলেন।) ॥ ১০ ॥

পিতর্য্যুপরতেঽভ্যেত্য বিকুক্ষিঃ পৃথিবীমিমাম্ ।
শাসদীজে হরিং যজ্ঞৈঃ শশাদ ইতি বিশ্রুতঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ— পিতরি উপরতে (মৃতে সতি) বিকুক্ষিঃ অভ্যেত্য (বিদেশাৎ আগত্য) শশাদঃ ইতি বিশ্রুতঃ (শশাদ ইতি নাম্না খ্যাতঃ) ইমাং পৃথিবীং শাসৎ (পালয়ন্ সন্) যজ্ঞৈঃ হরিম্ ঈজে (আরাধয়ামাস) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পিতা পরলোকগত হইলে বিকুক্ষি প্রত্যাগমন করিয়া এই পৃথিবী পালন করিতে করিতে যজ্ঞের দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরিকে আরধনা করিয়াছিলেন। ইনিই শশাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—শাসৎ পালয়ন্ সন্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ —'শাসৎ'—পিতার দেহত্যাগের পর বিকুক্ষি পৃথিবী পালন করিতে করিতে বহু যজ্ঞ দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করেন। ইনিই পরবর্ত্তী কালে 'শশাদ' নামে খ্যাত হন ॥ ১১ ॥

পুরঞ্জয়স্তস্য সুত ইন্দ্রবাহ ইতীরিতঃ ।
ককুৎস্থ ইতি চাপ্যুক্তঃ শৃণু নামানি কর্ম্মভিঃ ॥ ১২॥

অন্বয়ঃ—তস্য (বিকুক্ষেঃ) সুতঃ পুরঞ্জয়ঃ ইন্দ্রবাহঃ (ইন্দ্রো বাহঃ অস্য ইতি ইন্দ্রবাহঃ) ইতি ঈরিতঃ (কথিতঃ) ককুৎস্থঃ (ককুদি স্থিতত্বাৎ ককুৎস্থঃ) ইতি চ অপি উক্তঃ কর্ম্মভিঃ নামানি শৃণু (যৈঃ কর্ম্মভিঃ পৃথক্ নামানি তানি কর্ম্মাণি শৃণু (ইত্যর্থঃ) ।' ১২ ॥

অনুবাদ—শশাদের পুত্র পুরঞ্জয়। ইনি ইন্দ্রবাহ নামে কথিত হইতেন। আবার তাঁহাকে ককুৎস্থও বলা হইত, যে যে কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার ঐ সকল নাম হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—দৈত্যপুরস্য জয়াৎ পুরঞ্জয়ঃ। ইন্দ্রো বাহোঽস্যেতি ইন্দ্রবাহঃ। ককুদি স্থিতত্বাৎ ককুৎস্থ ইতি। কর্ম্মভিরিতি যৈঃ কর্ম্মভিঃ স্ত্রীণি নামানি তানি শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ —'পুরঞ্জয়ঃ'—বিকুক্ষির পুত্রের নাম পুরঞ্জয়। তাঁহাকে ইন্দ্রবাহ ও ককুৎস্থ নামেও উল্লেখ করা হয়। দৈত্যপুরী জয় করায় 'পুরঞ্জয়', ইন্দ্র মহাবৃষরূপে বাহন হওয়ায় 'ইন্দ্রবাহ' এবং বৃষের ককুদে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ করেন বলিয়া 'ককুৎস্থ' নাম হয়। 'শৃণু'—যে তিনটি কর্ম্মের দ্বারা এই সকল নাম হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর, এই অর্থ ॥ ১২ ॥

কৃতান্ত আসীৎ সমরো দেবানাং সহ দানবৈঃ ।
পাষ্ণিগ্রাহো বৃতোবীরো দেবৈর্দৈত্যপরাজিতৈ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—দানবৈঃ সহ দেবানাং কৃতান্তঃ (কৃতস্য বিশ্বস্য অন্তোনাশো যস্মাৎ তাদৃশঃ) সমরঃ (যুদ্ধম্) আসীৎ (অভূৎ ততঃ) দৈত্যপরাজিতৈঃ দেবৈঃ বীরঃ (পুরঞ্জয়ঃ) পাষ্ণিগ্রাহঃ (সহায়ঃ) বৃতঃ (কৃতঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ - পূর্ব্বে দৈত্যদিগের সহিত দেবতাদিগের বিশ্বনাশন সমর হইয়াছিল। দেববৃন্দ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ঐ বীরকে সহায়রূপে বরণ করিয়াছিলেন। (দৈত্যপুরী জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পুরঞ্জয় নামে বিখ্যাত) ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতস্য বিশ্বস্যান্তো নাশো যস্মাত্তাদৃশঃ সমর আসীৎ, তত্র দেবৈঃ পাষ্ণিগ্রাহো বৃতঃ॥১৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতান্তঃ সমরঃ'—কৃত বিশ্বের অন্ত অর্থাৎ নাশ যাহা হইতে, তাদৃশ প্রলয়-সদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল। 'পাষ্ণি-গ্রাহঃ বৃতঃ'—ঐ যুদ্ধে দেবতাগণ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মহাবীর পুরঞ্জয়কে সাহায্যার্থ বরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বচনাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোর্বিশ্বাত্মনঃ প্রভোঃ ।
বাহনত্বে বৃতস্তস্য বভূবেন্দ্রো মহাবৃষঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ইন্দ্রো যদি মম বাহনং স্যাত্তহি দৈত্যান্ হনিষ্যামীতি তেন) বাহনত্বে বৃতঃ (সন্ লজ্জয়া তদনঙ্গীকুর্ব্বন্) ইন্দ্রঃ দেবদেবস্য প্রভোঃ

বিশ্বাত্মনঃ বিষ্ণোঃ বচনাৎ তস্য (রাজ্ঞঃ বাহনত্বায়) মহাবৃষঃ বভূব ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ইনি ইন্দ্রকে বাহনরূপে বরণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ শশাদপুত্র বলিয়াছিলেন, ইন্দ্র যদি আমার বাহন হয়, তাহা হইলে আমি দৈত্যদিগকে বিনাশ করিব, কিন্তু লজ্জায় ইন্দ্র তাঁহার বাহন হইতে স্বীকার করিলেন না। পরে বিশ্বাত্মা দেব দেব প্রভু বিষ্ণুর বাক্যে ইন্দ্র মহাবৃষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। (ইন্দ্র ইঁহার বাহন বলিয়া ইনি ইন্দ্রবাহ) ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ--ইন্দ্রো যদি মম বাহনং স্যাত্তদা দৈত্যান্ হনিষ্যামীতি তেন বাহনত্বেন বৃতঃ সন্নিন্দ্রো লজ্জয়া তদনঙ্গীকুর্ব্বন্ বিষ্ণোর্ব্বচনাৎ তস্য বাহনং মহাবৃষো বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাহনত্বে বৃতঃ'—'ইন্দ্র যদি আমার বাহন হন, তবে আমি দৈত্যদিগকে বিনাশ করিব'—পুরঞ্জয় এরূপ বলিলে প্রথমতঃ দেবরাজ ইন্দ্র লজ্জায় তাহা স্বীকার করেন নাই, পরে বিষ্ণুর বাক্যে মহাবৃষরূপে ইহাঁর বাহন হইয়াছিলেন ॥ ৪॥

স সন্নদ্ধো ধনুর্দিব্যমাদায় বিশিখান্ শিতান্।
স্তূয়মানস্তমারুহ্য যুযুৎসুঃ ককুদি স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
তেজসাপ্যায়িতো বিষ্ণোঃ পুরুষস্য মহাত্মনঃ।
প্রতীচ্যাং দিশি দৈত্যানাং ন্যরুণৎত্রিদশৈঃ পুরম্॥১৬॥

অন্বয়ঃ—সঃ (পুরঞ্জয়ঃ) সন্নদ্ধ (কবচাবৃতঃ ভূত্বা) দিব্যং ধনুঃ শিতান (তীক্ষ্ণান্) বিশিখান্ (বাণান্ চ) আদায় স্তূয়মানঃ (দেবৈঃ স্তূয়মানঃ) তং (বৃষভম্) আরুহ্য ককুদি (বৃষভককুদ্দেশে) স্থিতঃ যুযুৎসুঃ (যোদ্ধুম্ ইচ্ছুঃ) মহাত্মনঃ পুরুষস্য বিষ্ণোঃ তেজসা আপ্যায়িতঃ (বর্দ্ধিতঃ সন্) ত্রিদশৈঃ (দেবৈঃ সহ) প্রতীচ্যাং দিশি (পশ্চিমে দিগ্ভাগে দৈত্যানাং পুরং ন্যরুণৎ (নিরুদ্ধবান্) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—যুদ্ধাভিলাষী বর্ম্মাবৃত ইন্দ্রবাহ দিব্যধনু তীক্ষ্ণশর গ্রহণপূর্ব্বক দেববৃন্দ দ্বারা প্রশংসিত হইতে হইতে মহাবৃষে আরোহণ করিয়া উহার ককুদ্ (স্কন্ধের ঝুঁটী) উপরি অবস্থান করিতেছিলেন (তজ্জন্য তাঁহার নাম ককুৎস্থ) পরমাত্মা পরমপুরুষ বিষ্ণুর তেজে পরিবর্দ্ধিত ইন্দ্রবাহ দেবতাদিগের সহিত মিলিত হইয়া পশ্চিম দিকে দৈত্যপুরী অবরুদ্ধ করিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—স পুরঞ্জয়ঃ বৃষং সমারুহ্যেত্যৈন্দ্রবাহঃ ককুদি স্থিত ইতি ককুৎস্থশ্চাভূৎ। ত্রিদশৈঃ সহিতঃ পুরং ন্যরুণৎ ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—সেই পুরঞ্জয় মহাবৃষরূপী ইন্দ্রে আরোহণ করিয়া ককুদে (স্কন্ধের উপরিস্থিত উন্নত স্থানে) অবস্থান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার বাহন হওয়ায় ইনি 'ইন্দ্রবাহ' এবং বৃষের ককুদে অবস্থান করায় 'ককুৎস্থ' নামে খ্যাত হন। তিনি দেবতাগণের সহিত মিলিত হইয়া দৈত্যপুরীকে পশ্চিমদিকে অবরুদ্ধ করিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

তৈস্তস্য চাভূৎ প্রধনং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
যমায় ভল্লৈরনয়দ্দৈত্যানভিযযুর্মৃধে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তৈঃ (দৈত্যৈঃ সহ) তস্য (পুরঞ্জয়স্য) তুমুলং (ঘোরং) লোমহর্ষণং প্রধনং চ (যুদ্ধঞ্চ) অভূৎ (সঃ) মৃধে (সংগ্রামে যে দৈত্যাঃ) অভিযযুঃ (অভিমুখম্ আগতাঃ তান্) দৈত্যান্ যমায় অনয়ৎ (যমং দর্শয়িতুং সদেহানেব ভল্লৈঃ অনয়ৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—দানবদিগের সহিত তাঁহার তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইল। যেসকল দৈত্য তাঁহার (ইন্দ্রবাহ) সম্মুখীন হইয়াছিল তাহাদিগকে তিনি যম-সদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—যমায় অনয়ৎ যমং মৃত্যুং প্রাপয়ামাস, গত্যর্থকর্ম্মণীতি চতুর্থী ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যমায় অনয়ৎ'—তাঁহার অভিমুখে আগত দৈত্যগণকে যমকে দেখাইবার জন্য সদেহেই (তাঁহার নিকট) পাঠাইয়াছিলেন। এখানে 'গত্যর্থকর্ম্মণি দ্বিতীয়া-চতুর্থ্যৌ চেণ্টায়ামনধ্বনি'—এই সূত্রে বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

তস্যেষুপাতাভিমুখং যুগান্তাগ্নিমিবোল্বণম্।
বিসৃজ্য দুদ্রুবুর্দৈত্যা হন্যমানাঃ স্বমালয়ম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—হন্যমানাঃ দৈত্যাঃ যুগান্তাগ্নিং (প্রলয়ানলম্ ইব উল্বণম্ (অত্যুগ্রং) তস্য (পুরঞ্জয়স্য)

ইষুপাতাভিমুখং (বাণপতনাভিমুখং) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) স্বম্ আলয়ং (নিজগৃহং) দুদ্রুবুঃ (পলায়িতাঃ)॥ ১৮॥

অনুবাদ—যে সকল দৈত্য ইন্দ্রবাহের বাণে ছিন্ন হইয়া অবশিষ্ট ছিল, তাহারা প্রলয়াগ্নি সদৃশ অতিশয় উগ্র বাণপাতাভিমুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজালয় পাতালে পলায়ন করিল॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ—দৈত্যাবশিষ্টা আলয়ং পাতালম্॥১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈত্যাঃ'—অবশিষ্ট দৈত্যগণ নিজপুরী পাতালে পলায়ন করিল॥ ১৮॥

জিত্বা পুরং ধনং সর্ব্বং সস্ত্রীকং বজ্রপাণয়ে।
প্রত্যযচ্ছৎ স রাজর্ষিরিতি নামভিরাহৃতঃ॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ—সঃ রাজর্ষিঃ (পুরঞ্জয়ঃ) পরং (শত্রুং) জিত্বা সস্ত্রীকং (তেষাং স্ত্রীভিঃ সহিতং) সর্ব্বং ধনং বজ্রপাণয়ে (ইন্দ্রায়) প্রত্যযচ্ছৎ (দদৌ) ইতি (ইত্যেত্যৈঃ কর্ম্মভিঃ সঃ) নামভিঃ (পুরঞ্জয়াদি-নামভিঃ) আহৃতঃ (ব্যাহৃতঃ বভূব)॥ ১৯॥

অনুবাদ—সেই রাজর্ষি শত্রু জয় করিয়া স্ত্রীগণ-সহ সমস্ত ধন বজ্রপাণি ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পুরঞ্জয় নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই প্রকার বিভিন্ন কর্ম্ম দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইতেন॥ ১৯॥

বিশ্বনাথ—জিত্বা পুরমিতি পুরঞ্জয়ঃ, সঃ বজ্রপাণিঃ প্রত্যযচ্ছৎ পুনস্তস্য রাজর্ষে রাজর্ষয়ে দদৌ। অতএব স রাজর্ষিঃ নামভিঃ পুরঞ্জয়াদিভিরাহৃতঃ ব্যাহৃতঃ। আহুত ইতি পাঠে আহূত ইত্যর্থঃ॥১৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জিত্বা পুরং'—পুরঞ্জয় এইরূপে দৈত্যপুর জয় করিয়া তাহাদের রমণীগণ সহ সমস্ত ধন দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। 'সঃ বজ্রপানিঃ'—সেই বজ্রপানি ইন্দ্র পুনরায় তাহা রাজর্ষি পুরঞ্জয়কে প্রত্যর্পণ করেন। অতএব তিনি 'রাজর্ষি', 'পুরঞ্জয়' ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। 'আহৃতঃ'—এইরূপ পাঠান্তরে 'আহূতঃ', কথিত হন, এই অর্থ। (সমস্ত দান করায় রাজর্ষি, দৈত্যপুর জয় করায় পুরঞ্জয়, ইন্দ্রকে বাহন করায় ইন্দ্রবাহ এবং বৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদে অবস্থান করায় ককুৎস্থ নামে পরিচিতি হইয়াছিলেন।)॥ ১৯॥

পুরঞ্জয়স্য পুত্রোঽভূদনেনাস্তৎসুতঃ পৃথুঃ।
বিশ্বগন্ধিস্ততশ্চন্দ্রো যুবনাশ্বস্তু তৎসুতঃ॥ ২০॥

অন্বয়ঃ—পুরঞ্জয়স্য অনেনাঃ পুত্রঃ অভূৎ তৎসুতঃ (অনেনসঃ পুত্রঃ) পৃথুঃ (অভূৎ ততঃ) বিশ্বগন্ধিঃ (অভূৎ) ততঃ (বিশ্বগন্ধেঃ) চন্দ্রঃ (অভূৎ) যুবনাশ্বঃ তু তৎসুতঃ (তস্য চন্দ্রস্য) সুতঃ অভূৎ॥ ২০॥

অনুবাদ—পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু, পৃথু হইতে বিশ্বগন্ধি, বিশ্বগন্ধি-পুত্র চন্দ্র এবং চন্দ্রপুত্র যুবনাশ্ব॥ ২০॥

শ্রাবস্তস্তৎসুতো যেন শ্রাবস্তী নির্ম্মমে পুরী।
বৃহদশ্বস্তু শ্রাবস্তিস্ততঃ কুবলয়াশ্বকঃ॥ ২১॥

অন্বয়ঃ—তৎসুতঃ (তস্য যুবনাশ্বস্য সুতঃ) শ্রাবস্তঃ (অভূৎ) যেন (শ্রাবস্তেন) শ্রাবস্তী (তন্নাম্নী) পুরী নির্ম্মমে (নিম্মিতা) বৃহদশ্বঃ তু শ্রাবস্তিঃ (শ্রাবস্তস্য সুতঃ অভূৎ) ততঃ (বৃহদশ্বাৎ) কুবলয়াশ্বকঃ (সুতঃ অভূৎ)॥ ২১॥

অনুবাদ—যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত, ইনি শ্রাবস্তী-পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, বৃহদশ্ব হইতে কুবলয়াশ্ব জন্মগ্রহণ করেন॥ ২১॥

যঃ প্রিয়ার্থমুতঙ্কস্য ধুন্ধুনামাসুরং বলী।
সুতানামেকবিংশত্যা সহস্রৈরহনদ্বৃতঃ॥ ২২॥

অন্বয়ঃ—যঃ বলী (মহাবলঃ কুবলয়াশ্বঃ) উতঙ্কস্য (তন্নামকস্য ঋষেঃ) প্রিয়ার্থং (প্রিয়ং কর্ত্তুম্) সুতানাং (স্বপুত্রানাম্) একবিংশত্যা সহস্রৈঃ বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) ধুন্ধুনামাসুরং (ধুন্ধুনামকম্ অসুরম্) অহনৎ (জঘান)॥ ২২॥

অনুবাদ—মহাবলী কুবলয়াশ্ব উতঙ্কের সন্তোষার্থ নিজ পুত্রগণের মধ্যে একবিংশতি সহস্র পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া ধুন্ধুনামক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন॥ ২২॥

বিশ্বনাথ—সুতানামেকবিংশত্যা সহস্রৈর্যুক্তঃ সন্নহনৎ॥ ২২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুতানাম্ একবিংশত্যা

সহস্রৈঃ'—বৃহদশ্বের পুত্র মহাবলী কুবলয়াশ্ব উতঙ্ক ঋষির প্রীতিসাধনের জন্য নিজ একবিংশতি সহস্র পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া ধুন্ধু নামক অসুরকে বধ করিলে 'ধুন্ধুমার' নামে বিখ্যাত হন ॥ ২২ ॥

ধুন্ধুমার ইতি খ্যাতস্তৎসুতাস্তে চ জজ্বলুঃ ।
ধুন্ধোর্মুখাগ্নিনা সর্ব্বে ত্রয় এবাবশেষিতাঃ ॥ ২৩ ॥
দৃঢ়াশ্বঃ কপিলাশ্বশ্চ ভদ্রাশ্ব ইতি ভারত ।
দৃঢ়াশ্বপুত্রো হর্য্যশ্বো নিকুম্ভস্তৎসুতঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ধুন্ধুমারঃ ইতি (সঃ রাজাঃ) খ্যাতঃ (অভূৎ পরন্তু) তে তৎসুতাঃ সর্ব্বে চ ধুন্ধোঃ (অসুরস্য তস্য) মুখাগ্নিনা জজ্বলুঃ (ভস্মীভূতাঃ কেবলং) ত্রয়ঃ এব (সুতাঃ) অবশেষিতাঃ (অবশিষ্টাঃ বভূবুঃ) (হে) ভারত ! (হে ভরতকুলজাত পরীক্ষিৎ তে ত্রয়ঃ) দৃঢ়াশ্বঃ কপিলাশ্বঃ চ ভদ্রাশ্বঃ ইতি (খ্যাতাঃ) দৃঢ়াশ্বপুত্রঃ হর্য্যশ্বঃ নিকুম্ভঃ তৎসুতঃ (তস্য হর্য্যশ্বস্য সুতঃ) স্মৃতঃ (কথিতঃ) ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—হে ভারত ! তজ্জন্য কুবলয়াশ্ব ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ধুন্ধুমারের পুত্রগণ সকলেই ধুন্ধুমারের মুখাগ্নিতে ভস্মীভূত হয় ; মাত্র দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব এই তিনজন অবশিষ্ট ছিল। দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ-নামে বিখ্যাত ॥ ২৩-২৪ ॥

বহুলাশ্বো নিকুম্ভস্য কৃশাশ্বোঽথাস্য সেনজিৎ ।
যুবনাশ্বোঽভবৎ তস্য সোঽনপত্যো বনং গতঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—বহুলাশ্বঃ নিকুম্ভস্য (সুতঃ) অথ (বহুলাশ্বস্য) কৃশাশ্বঃ (সুতঃ অভূৎ) অস্য (কৃশাশ্বস্য) সেনজিৎ (সুতঃ অভূৎ) তস্য (সেনজিতঃ পুত্রঃ) যুবনাশ্বঃ অভবৎ অনপত্যঃ (অনপত্যকঃ এব) সঃ (যুবনাশ্বঃ) বনং গতঃ (বনং গতবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—নিকুম্ভের পুত্র বহুলাশ্ব ও কৃশাশ্ব। এই কৃশাশ্বতনয় সেনজিৎ, সেনজিৎ পুত্র যুবনাশ্ব নিঃসন্তান হইয়া বনে গমন করেন ॥ ২৫ ॥

ভার্য্যাশতেন নির্ব্বিণ্ণ ঋষয়োঽস্য কৃপালবঃ ।
ইষ্টিং স্ম বর্ত্তয়াঞ্চক্রুরৈন্দ্রীং তে সুসমাহিতাঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—(বনং গত্বাপি সঃ) ভার্য্যাশতেন (সহ) নির্ব্বিণ্ণঃ (বিষণ্ণঃ আসীৎ অথ) কৃপালবঃ (দয়াযুক্তাঃ) তে ঋষয়ঃ সুসমাহিতাঃ (সন্তঃ) অস্য (পুত্রার্থম্) ঐন্দ্রীম্ (ইন্দ্রদৈবত্যাম্) ইষ্টিং (যাগং) বর্ত্তয়াঞ্চক্রুঃ (আরব্ধবন্তঃ) স্ম (আশ্চর্য্যে) ॥ ২৬॥

অনুবাদ—অহো ! যুবনাশ্ব (একশত ভার্য্যা সহ বনে গিয়াও) পুত্রাভাবে পত্নীগণের সহিত অতীব দুঃখে অবস্থান করিতেন। কৃপালু ঋষিবৃন্দ ইঁহার পুত্রের নিমিত্ত সমাহিতচিত্তে ইন্দ্রদৈবত যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করেন ॥ ২৬ ॥

রাজা তদ্‌যজ্ঞসদনং প্রবিষ্টো নিশি তর্ষিতঃ ।
দৃষ্ট্বা শয়ানান্ বিপ্রাংস্তান্ পপৌ মন্ত্রজলং স্বয়ম্ ॥২৭

অন্বয়ঃ—অথ নিশি (রাত্রৌ) তর্ষিতঃ (তৃষ্ণাতুরঃ) রাজা (জলার্থং) যজ্ঞসদনং (যজ্ঞগৃহং) প্রবিষ্টঃ (সন্) তান্ বিপ্রান্ শয়ানান্ (নিদ্রিতান্) দৃষ্ট্বা মন্ত্রজলং (মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং পত্ন্যৈ দেয়ং জলং) স্বয়ং পপৌ (পীতবান্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—একদিন নিশাভাগে রাজা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বিপ্রগণ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তখন তিনি নিজেই (তাঁহার পত্নীগণকে প্রদানের জন্য রক্ষিত) মন্ত্রপূত জল পান করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—তর্ষিতঃ তৃষ্ণার্ত্তঃ মন্ত্রাদিভির্ম্মন্ত্রিতং পত্ন্যৈ দেয়ং স্বয়ং পপৌ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তর্ষিতঃ'—একদিন রাত্রিকালে রাজা যুবনাশ্ব তৃষ্ণার্থ হইয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশপূর্ব্বক যে জল মন্ত্রদ্বারা সংস্কার করিয়া পুত্রলাভের নিমিত্ত তাঁহার ভার্য্যাগণের জন্য রাখা হইয়াছিল, সেই মন্ত্রপূত জল নিজেই পান করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

উত্থিতাস্তে নিশম্যাথ ব্যুদকং কলসং প্রভো ।
পপ্রচ্ছুঃ কস্য কর্ম্মেদং পীতং পুংসবনং জলম্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো ! (হে রাজন্ !) অথ

(অনন্তরম্) উত্থিতাঃ (নিদ্রোত্থিতাঃ) তে (ঋষয়ঃ) কলসং ব্যুদকং (জলহীনং) নিশম্য (দৃষ্ট্বা) ইদং কর্ম্ম কস্য (কেন) পুংসবনং (পুত্রোৎপত্তিকারণং) জলং পীতম্ (ইতি) পপ্রচ্ছুঃ (পৃষ্টবন্তঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিপ্রগণ শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া দেখিলেন,—কলসীতে জল নাই। তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—পুত্রোৎপত্তির কারণ-স্বরূপ এই জল কে পান করিল, এই কর্ম্ম কাহার ? ২৮ ॥

রাজ্ঞা পীতং বিদিত্বা বৈ ঈশ্বরপ্রহিতেন তে।
ঈশ্বরায় নমশ্চক্রুরহো দৈববলং বলম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) ঈশ্বরপ্রহিতেন (ঈশ্বরপ্রেরিতেন ভগবতঃ প্রেরণয়া এব ইত্যর্থঃ) রাজ্ঞা (যুবনাশ্বেন বৈ (এব জলং) পীতম্ (ইতি) বিদিত্বা তে (ঋষয়ঃ) অহো দৈববলং বলং (দৈববলমেব মুখ্যং বলং পুরুষবলন্তু ন কিঞ্চিদিতি বদন্তঃ) ঈশ্বরায় নমঃ (নমস্কারং) চক্রুঃ (কৃতবন্ত) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রাজা জলপান করিয়াছেন—বিপ্রগণ ইহা জানিতে পারিয়া অহো! দৈববলই প্রধান, জীবের বল কার্য্যকর নহে —এই বাক্য বলিতে বলিতে ঈশ্বরকে নমস্কার করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—দৈববলমেব বলমিতি বদন্তঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈববলং বলং'—'অহো দৈববলই প্রধান বল, লোকবল কিছুই নহে', এইরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণগণ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন ॥

ততঃ কাল উপাবৃত্তে কুক্ষিং নির্ভিদ্য দক্ষিণম্।
যুবনাশ্বস্য তনয়শ্চক্রবর্ত্তী জজান হ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ কালে উপাবৃত্তে (যথোচিতে কালে সমাগতে) যুবনাশ্বস্য দক্ষিণং কুক্ষিম্ (উদরপ্রান্তং) নির্ভিদ্য চক্রবর্ত্তী (রাজলক্ষণাশ্রিতঃ) তনয়ঃ জজান হ (উৎপন্ন) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তাহার পর যথাসময়ে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ-যুক্ত এক তনয় জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৩০ ॥

কং ধাস্যতি কুমারোঽয়ং স্তন্যে রোরূয়তে ভৃশম্।
মান্ধাতা বৎস মারোদীরিতীন্দ্রো দেশিনীমদাৎ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—অয়ং কুমারঃ স্তন্যে (স্তন্যপানার্থং ভৃশং (অত্যর্থং) রোরূয়তে (ক্রন্দতি পরন্ত) কং ধাস্যতি (কস্য স্তন্যং পাস্যতীতি দুঃখিতৈঃ বিপ্রৈঃ উক্তে সতি তস্মিন্ যজ্ঞে আরাধিতঃ) ইন্দ্রঃ মাং ধাতা (পাস্যতি হে) বৎস ! মা রোদীঃ (রোদনং মা কুরু) ইতি (উক্ত্বা) দেশিনীং (তর্জ্জনীম্) অদাৎ (দত্তবান্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—'এই বালক অত্যন্ত রোদন করিতেছে, কি পান করিবে'—(বিপ্রগণ দুঃখিত হইয়া এইরূপ বলিলে) যজ্ঞে আরাধিত ইন্দ্র "হে বৎস ! রোদন করিও না, আমাকে পান কর"—এই বলিয়া শিশুকে আপনার তর্জ্জনী প্রদান করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ং কং ধাস্যতি পাস্যতীতি বিপ্রৈরুক্তে সতি তস্যামিষ্ট্যামারাধিতঃ ইন্দ্রো মান্ধাতা পাতা হে বৎস মারোদীরিতি ব্রুবন্ দেশিনীং তর্জ্জনীমদাৎ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অয়ং কং ধাস্যতি'—'এই বালক স্তন্যপানের জন্য অতিশয় রোদন করিতেছে, এ অবস্থায় কি পান করিবে ?' ব্রাহ্মণগণ এরূপ বলিলে যজ্ঞে আরাধিত ইন্দ্র বলিলেন—'মাং ধাতা', আমাকে পান করিবে, হে বৎস রোদন করিও না, এই বলিয়া ইন্দ্র নিজ তর্জ্জনীটি পান করিতে দিয়াছিলেন। (এই বালকেরই নাম 'মান্ধাতা' হয়।) ॥ ৩১ ॥

ন মমার পিতা তস্য বিপ্রদেব-প্রসাদতঃ।
যুবনাশ্বোঽথ তত্রৈব তপসা সিদ্ধিমন্বগাৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (মান্ধাতুঃ) পিতা যুবনাশ্ব বিপ্রদেব-প্রসাদতঃ (ব্রাহ্মণদেবতাশীর্ব্বাদবলেন কুক্ষিভেদে অপি) ন মমার (ন মৃতঃ) অথ (কালান্তরে) তত্র (বলে) এব তপসা সিদ্ধিম্ অন্বগাৎ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এই শিশুর পিতা যুবনাশ্ব বিপ্রদেব-কৃপায় মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই। ইহার পর তিনি তপস্যাপ্রভাবে সেই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন॥

ত্রসদ্দস্যুরিতীন্দ্রোঽঙ্গ বিদধে নাম যস্য বৈ।
যস্মাৎ ত্রসন্তি হ্যুদ্বিগ্না দস্যবো রাবণাদয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
যৌবনাশ্বোঽথ মান্ধাতা চক্রবর্ত্ত্যবনীং প্রভুঃ।
সপ্তদ্বীপবতীমেকঃ শশাসাচ্যুততেজসা ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ! (হে) রাজন্! যস্মাৎ (মান্ধাতুঃ) রাবণাদয়ঃ দস্যবঃ (দস্যুগণাঃ) উদ্‌বিগ্নাঃ (সন্তঃ) ত্রসন্তি হি (ভীতা ভবন্তি) ইন্দ্রঃ যস্য (মান্ধাতুঃ) ত্রসদ্দস্যুঃ ইতি নাম বিদধে বৈ (কৃতবান্ সঃ) যৌবনাশ্বঃ (যুবনাশ্বপুত্রঃ) চক্রবর্ত্তী (সার্ব্বভৌমঃ) প্রভুঃ মান্ধাতা একঃ (একচ্ছত্রাধিপতিঃ সন্) অচ্যুততেজসা (বিষ্ণুতেজঃপ্রভাবেন) সপ্তদ্বীপবতীম্ অবনীং (পৃথিবীং) শশাস (পালিতবান্) ॥ ৩৩-৩৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! এই যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতা হইতে রাবণাদি দস্যুবৃন্দ উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত হইত বলিয়া ইন্দ্র তাঁহার "ত্রসদ্দস্যু" নাম দিয়াছিলেন। যুবনাশ্বপুত্র প্রভাবশালী মান্ধাতা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া বিষ্ণুর তেজঃপ্রভাবে সপ্তদ্বীপসমন্বিতা পৃথিবী পালন করিতেন ॥ ৩৩-৩৪ ॥

ঈজে চ যজ্ঞং ক্রতুভিরাত্মবিদ্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
সর্ব্বদেবময়ং দেবং সর্ব্বাত্মকমতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩৫ ॥
দ্রব্যং মন্ত্রো বিধির্যজ্ঞো যজমানস্তথর্ত্বিজঃ।
ধর্ম্মো দেশশ্চ কালশ্চ সর্ব্বমেতদ্‌যদাত্মকম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মবিৎ (আত্মতত্ত্বজ্ঞ অপি সঃ মান্ধাতা) দ্রব্যং (যজ্ঞীয়দ্রব্যং) মন্ত্রঃ (তন্মন্ত্রঃ) বিধিঃ (তদ্‌বিধিঃ) যজ্ঞঃ (ইজ্যা) যজমানঃ (অনুষ্ঠাতা) তথা ঋত্বিজঃ (পুরোহিতাঃ) ধর্ম্মঃ (যজ্ঞজন্যঃ অপূর্ব্বঃ) দেশঃ (যজ্ঞভূমিঃ) চ কালঃ (যজ্ঞকালঃ) চ এতৎ সর্ব্বং যদাত্মকং (যঃ বিষ্ণুরেব আত্মা অধিষ্ঠাতা যস্য তাদৃশং ভবতি তং) সর্ব্বাত্মকং (সর্ব্বান্তর্য্যামিনম্) অতীন্দ্রিয়ং (প্রাকৃতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অগ্রাহ্যস্বরূপং) সর্ব্বদেবময়ং দেবং যজ্ঞং (শ্রীবিষ্ণুং) ভূরিদক্ষিণৈঃ (প্রচুরদক্ষিণাযুক্তৈঃ) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) ইজে চ (আরাধয়ামাসুঃ) ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞীয় দ্রব্য, মন্ত্র, বিধি, যজমান, ঋত্বিজ, যজ্ঞফল (অপূর্ব্ব) যজ্ঞভূমি ও যজ্ঞকাল—এই সকল যাঁহা হইতে অভিন্ন সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী অতীন্দ্রিয় সর্ব্বদেবময় যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে আত্মতত্ত্বজ্ঞ মান্ধাতা প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
তৎ সর্ব্বং যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—সূর্য্যঃ যাবৎ (যস্মাদারভ্য) উদেতি স্ম (উদিতো ভবতি) যাবৎ (যস্মিন্) প্রতিতিষ্ঠতি (অস্তং যাতি) চ তৎ সর্ব্বং (স্থানং) যৌবনাশ্বস্য (যুবনাশ্বপুত্রস্য) মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রম্ (ইতি) উচ্যতে (নির্দ্দিশ্যতে) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—সূর্য্য যে পরিমিত স্থানে উদিত হইয়া থাকেন এবং যে পরিমিত স্থানে অস্তমিত হন, সেই সকল স্থান যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইত ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিতিষ্ঠতি অস্তং গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতিতিষ্ঠতি'—অস্ত গমন করেন (অর্থাৎ যে স্থান হইতে সূর্য্য উদিত হন এবং যে স্থানে তিনি অস্তগত হন, তৎপরিমিত সমস্ত ভূমিভাগই যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত।) ॥ ৩৭ ॥

শশবিন্দোর্দুহিতরি বিন্দুমত্যামধান্নৃপঃ।
পুরুকুৎসমম্বরীষং মুচুকুন্দঞ্চ যোগিনম্।
তেষাং স্বসারঃ পঞ্চাশৎ সৌভরিং বব্রিরে পতিম্ ॥৩৮

অন্বয়ঃ—নৃপঃ (মান্ধাতা) শশবিন্দোঃ (শশবিন্দু নামধেয়স্য কস্যচিৎ) দুহিতরি (কন্যায়াম্) বিন্দুমত্যাং পুরুকুৎসম্ অম্বরীষং যোগিনং (যোগরতং) মুচুকুন্দং চ ইতি ত্রীন্ সুতান্) অধাৎ (জনয়ামাস ইত্যর্থঃ) তেষাং (ত্রয়াণাং) পঞ্চাশৎ স্বসারঃ (ভগিন্যঃ মান্ধাতুঃ কন্যাঃ ইত্যর্থঃ) সৌভরিং (তন্নামকং মুনিং) পতিং বব্রিরে (বরয়ামাসুঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—মান্ধাতা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও যোগী মুচুকুন্দ—এই তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন। এই তিন ভ্রাতার

পঞ্চাশৎ (৫০) ভগিনী সৌভরিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

যমুনান্তর্জলে মগ্নস্তপ্যমানঃ পরং তপঃ।
নির্বৃতিং মীনরাজস্য দৃষ্ট্বা মৈথুনধর্ম্মিণঃ ॥ ৩৯ ॥
জাতস্পৃহো নৃপং বিপ্রঃ কন্যামেকামযাচত।
সোঽপ্যাহ গৃহ্যতাং ব্রহ্মন্ কামং কন্যা স্বয়ংবরে ॥৪০

অন্বয়ঃ—(ইদানীং সৌভরিশ্চরিতমাহ কদাচিৎ) যমুনান্তর্জলে (যমুনায়াঃ জলমধ্যে) মগ্নঃ পরং তপঃ (পরমাং তপস্যাং) তপ্যমানঃ (আচরন্ সঃ) বিপ্রঃ (ব্রাহ্মণঃ সৌভরিঃ) মৈথুনধর্ম্মিণঃ (ব্যবায়রতস্য) মীনরাজস্য (কস্যচিদ্ বৃহন্মৎস্যস্য) নির্বৃতিং (সুখং) দৃষ্ট্বা জাতস্পৃহঃ (তত্র অনুরাগযুক্তঃ সন্) নৃপং (মান্ধাতারম্) একাং (কন্যাম্) অযাচত (প্রার্থিতবান্) সঃ (নৃপঃ মান্ধাতা) অপি আহ (উক্তবান্ হে) ব্রহ্মন্ ! (হে মুনিবর !) স্বয়ম্বরে কন্যা (মদীয়া সুতা) কামং (যথাভিলাষং) গৃহ্যতাম্ ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—(সৌভরি-বৃত্তান্ত কথিত হইতেছে) সৌভরি যমুনা-জলে নিমগ্ন হইয়া পরমতপস্যা করিতে করিতে মৈথুনরত এক বৃহৎ মৎস্যের (মৈথুন-জনিত) আনন্দ দৃষ্টি করিয়া ঐ বিষয়ে অত্যন্ত অনুরক্ত হয়েন এবং নৃপতি মান্ধাতার নিকট একটী কন্যা প্রার্থনা করেন। তাহাতে রাজা বলিলেন—হে মুনিবর! এই স্বয়ম্বরে আপনি আমার কন্যা যাহাকে ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন ॥ ৩৯-৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মহাতপস্বিনা সৌভরিণা কথং তা ব্যূঢ়াঃ, কথং বা জরাজর্জ্জরিতং তা রাজকন্যা বব্রিরে ? তত্রাহ—যমুনেতি, ততো জলাদুত্থায় মথুরামাগত্য নৃপং মান্ধাতারম্ ॥ ৩৯-৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, মহাতপস্বী সৌভরি ঋষি কিজন্য সেই রাজকন্যাগণকে বিবাহ করিলেন, তাঁহারাই বা সেই জরা জর্জ্জরিত ঋষিকে কি প্রকারে বরণ করিয়াছিলেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'যমুনান্তর্জলে' ইত্যাদি। তারপর জল হইতে উঠিয়া মথুরায় আসিয়া রাজা মান্ধাতার নিকট একটি কন্যা প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩৯-৪০ ॥

স বিচিন্ত্যাপ্রিয়ং স্ত্রীণাং জরঠোঽহমসম্মতঃ।
বলীপলিত এজৎক ইত্যহং প্রত্যুদাহৃতঃ ॥ ৪১ ॥
সাধয়িষ্যে তথাত্মানং সুরস্ত্রীণামভীপ্সিতম্।
কিং পুনর্মনুজেন্দ্রাণামিতি ব্যবসিতঃ প্রভুঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(অনেন রাজ্ঞা বিপ্রং মাং) স্ত্রীণান্ অপ্রিয়ং বিচিন্ত্য (চিন্তয়িত্বা) জরঠঃ (জরাগ্রস্তঃ বৃদ্ধঃ) বলী (বলিভির্যুক্তঃ) পলিতঃ (পক্বকেশঃ) এজৎকঃ (কম্পমানশিরাঃ) অসম্মতঃ (তাপসত্বাদিনা অনভিমতঃ) ইতি প্রত্যুদাহৃতঃ প্রত্যাখ্যাতঃ অতঃ) অহং মনুজেন্দ্রাণাং (নৃপতীনাং যাঃ স্ত্রিয়ঃ তাসাং) কিং পুনঃ (সুতরামেব অভিলষিতং পরন্তু) সুরস্ত্রীণাম্ (অপি) অভীপ্সিতং তথা (তাদৃশং) আত্মানং (স্বদেহং) সাধয়িষ্যে (করিষ্যামি) ইতি প্রভুঃ সঃ (সৌভরিঃ) ব্যবসিতঃ (নিশ্চিতবান্) ॥ ৪১-৪২ ॥

অনুবাদ—সৌভরি মনে স্থির করিলেন—আমি জরাগ্রস্ত ও পলিত কেশ, আমার অঙ্গের চর্ম্ম শ্লথ হইয়াছে এবং শিরোদেশ সর্ব্বদা কম্পিত হইতেছে, তাহাতে আবার আমি তাপস। সুতরাং স্ত্রীগণের অপ্রিয় ও অনভিপ্রেত মনে করিয়া রাজা আমাকে নিরাকৃত করিয়াছেন ; অতএব আমি নিজকে এরূপ করিব যে, রাজবনিতাদিগের কথা কি সুরস্ত্রীগণও আমাকে অভিলাষ করিবে ॥ ৪১-৪২ ॥

বিশ্বনাথ—এজৎকঃ কম্পমানশিরাঃ প্রত্যুদাহৃতঃ প্রত্যাখ্যাতঃ ইতি ব্যবসিতঃ নিশ্চিতবান্ ॥ ৪১-৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এজৎকঃ'—যাহার মস্তক কম্পিত হয়। 'প্রত্যুদাহৃতঃ'—আমি বৃদ্ধ বলিয়া রাজা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 'ইতি ব্যবসিতঃ'—আমি নিজ দেহটিকে এরূপ সুন্দর করিব যাহাতে দেবরমণীগণও আমাকে কামনা করেন, আর রাজকুমারীগণের ত কথাই নাই, এইরূপ সৌভরি স্থির করিলেন ॥ ৪১-৪২ ॥

মুনিঃ প্রবেশিতঃ ক্ষত্রা কন্যান্তঃপুরমৃদ্ধিমৎ।
বৃতঃ স রাজকন্যাভিরেকং পঞ্চাশতা বরঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) ক্ষত্রা (প্রতীহারেণ) ঋদ্ধিমৎ (সমৃদ্ধিযুক্তং) কন্যান্তঃপুরং প্রবেশিতঃ (নীতঃ) সঃ (তাদৃশসুরূপসম্পন্নঃ মুনিঃ) একঃ (এক এব)

পঞ্চাশতা রাজকন্যাভিঃ বরঃ বৃতঃ (পতিত্বেন গৃহীতঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সৌভরি তপস্যা-প্রভাবে সুরূপ-সম্পন্ন হইলেন। রাজপ্রতিহারী তাঁহাকে কন্যাগণের সমৃদ্ধিশালী অন্তঃপুরে লইয়া গেল, তথায় পঞ্চাশৎ কন্যাই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিল ॥ ৪৩ ॥

তাসাং কলিরভূদ্ভূয়াংস্তদর্থেঽপোহ্য সৌহৃদম্ ।
মমানুরূপো নায়ং ব ইতি তদ্গতচেতসাম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্গতচেতসাং (তস্মিন্ মুনৌ গতম্ আসক্তং চিত্তং যাসাং তাসাং) তাসাং (কন্যানাং) সৌহৃদং (প্রাক্তনং স্নেহম্) অপোহ্য (ত্যক্ত্বা) অয়ং (স্বামী) মম অনুরূপঃ (মমৈব যোগ্যঃ) বঃ (যুষ্মাকং) ন ইতি (এবং ক্রমেণ) তদর্থে (পতিনিমিত্তং) ভূয়ান্ (মহান্) কলিঃ (বিবাদঃ) অভূৎ (জাতঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তাহার পর সৌভরিতে একান্ত আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া কন্যাগণ পরস্পর স্নেহত্যাগ করিল। তাহাদের মধ্যে 'এই বর আমারই উপযুক্ত, তোমাদের নহে'—এইরূপ মহাকলহ উপস্থিত হইল ॥ ৪৪ ॥

স বহ্বৃচস্তাভিরপারণীয়-
তপঃশ্রিয়ানর্ঘ্যপরিচ্ছদেষু ।
গৃহেষু নানোপবনামলাম্ভঃ-
সরঃসু সৌগন্ধিককাননেষু ॥ ৪৫ ॥
মহার্হশয্যাসনবস্ত্রভূষণ-
স্নানানুলেপাভ্যবহারমাল্যকৈঃ ।
স্বলঙ্কৃতস্ত্রীপুরুষেষু নিত্যদা
রেমেঽনুগায়দ্দ্বিজভৃঙ্গবন্দিষু ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—বহ্বৃচঃ (মন্ত্রসামর্থ্যযুক্তঃ ইত্যর্থঃ) সঃ (সৌভরিঃ) অপারণীয়তপঃ শ্রিয়া (দুষ্পারতপঃ-সমৃদ্ধ্যা) অনর্ঘ্যপরিচ্ছদেষু (অমূল্যপরিচ্ছদযুক্তেষু) স্বলঙ্কৃতস্ত্রীপুরুষেষু (সুভূষিতস্ত্রীপুরুষসমন্বিতেষু) অনুগায়দ্-দ্বিজভৃঙ্গ-বন্দিষু (অনুগায়ন্তঃ দ্বিজাঃ পক্ষিণশ্চ ভৃঙ্গাশ্চ বন্দিনশ্চ যেষু তেষু) নানোপবনামলাম্ভঃ সরঃসু (নানাবিধেষু উপবনেষু তথা অমলানি অম্ভাংসি জলানি যেষু তেষু সরঃসু দীর্ঘিকাসু) সৌগন্ধিক কাননেষু (কহলারবনযুক্তেষু) গৃহেষু মহার্হশয্যাসন-বস্ত্রভূষণ-স্নানানুলেপাভ্যবহারমাল্যকৈঃ (শয্যা চ আসনঞ্চ বস্ত্রঞ্চ ভূষণঞ্চ স্নানঞ্চ অনুলেপঃ চন্দনাদ্যনুলেপনঞ্চ অভ্যবহারঃ ভোজ্যঞ্চ মাল্যকঞ্চ মহার্হৈঃ বহুমূলৈঃ এতৈঃ উপলক্ষিতঃ সন্) তাভিঃ (পত্নীভিঃ সহ) নিত্যদা (সর্ব্বদা) রেমে (বিহারং কৃতবান্) ॥ ৪৫-৪৬ ॥

অনুবাদ—সৌভরি মন্ত্রসামর্থ্যসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার দুরন্ত তপস্যা-প্রভাবে গৃহসকল অমূল্য পরিচ্ছদ, সুভূষিত স্ত্রীপুরুষ (দাসদাসী), নানাবিধ উপবন, নির্ম্মলসলিলবিশিষ্ট সরোবর ও সৌগন্ধি কহলারবন, অনুক্ষণ সঙ্গীতরত পক্ষী, ভৃঙ্গ, এবং বন্দিগণে শোভিত হইয়াছিল। তিনি তথায় শয্যা, আসন, বস্ত্র, ভূষণ, স্নান, চন্দনাদি অনুলেপন, মালিকা ও ভোজ্যদ্রব্য—এই সকল মহামূল্য দ্রব্যে সুশোভিত হইয়া পত্নীগণসহ নিরন্তর বিহার করিতেন ॥ ৪৫-৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—বহ্বৃচ ইত্যেতাদৃশসম্পত্তিসৃষ্টৌ মন্ত্রসামর্থ্যমেব কারণমিতি ভাবঃ। অপারণীয়মন্যৈরশক্যং যত্তপস্তস্য শ্রিয়া সমৃদ্ধ্যা সৃষ্টেষু গৃহেষু গৃহোপলক্ষিতেষু বিবিধপুরেষু। মহার্হশয্যাদিভিরুপলক্ষিতো রেমে ॥ ৪৫-৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স বহ্বৃচঃ'—সৌভরি ঋষি মন্ত্রপ্রভাবশালী ছিলেন, এইরূপ ঐশ্বর্য্য সৃষ্টিতে মন্ত্রসামর্থ্যই কারণ, এই ভাব। 'অপারণীয়ং'—অপরের পক্ষে অশক্য যে তপস্যা, তাহার সমৃদ্ধির দ্বারা সৃষ্ট বহুমূল্য পরিচ্ছদযুক্ত গৃহসমূহে, মহামূল্য শয্যা প্রভৃতিতে সমৃদ্ধিশালী হইয়া পত্নীগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫-৪৬ ॥

যদ্গার্হস্থ্যন্তু সংবীক্ষ্য সপ্তদ্বীপবতীপতিঃ ।
বিস্মিতঃ স্তম্ভমজহাৎ সার্ব্বভৌমশ্রিয়ান্বিতম্ ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ—সপ্তদ্বীপবতীপতিঃ (সপ্তদ্বীপসমন্বিতপৃথিবীপতিঃ মান্ধাতা অপি) যদ্গার্হস্থ্যং তু (যস্য সৌভরেঃ গার্হস্থ্যং সমৃদ্ধিযুক্তং গৃহস্থধর্ম্মং) সংবীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিস্মিতঃ (সন্) সার্ব্বভৌমশ্রিয়া (চক্র-

বৰ্ত্তিসম্পদা) অন্বিতং (যুক্তং) স্তম্ভম্ (আত্মনঃ গৰ্ব্বম্) অজহাৎ (ত্যক্তবান্) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—সপ্তদ্বীপসমন্বিত পৃথিবীর অধিপতি মান্ধাতা সৌভরির গার্হস্থ্যধর্ম্ম দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সাৰ্ব্বভৌমাধিপত্য-জনিত আত্মগৰ্ব্ব পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্তম্ভং গৰ্ব্বং ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্তম্ভং'—গৰ্ব্ব, সপ্তদ্বীপাধিপতি মান্ধাতাও সৌভরি ঋষির এজাতীয় সুসমৃদ্ধ গার্হস্থ্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া নিজ একচ্ছত্র রাজ্যসম্পদের গৰ্ব্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

এবং গৃহেষ্বভিরতো বিষয়ান্ বিবিধৈঃ সুখৈঃ ।
সেবমানো ন চাতুষ্যদাজ্যস্তোকৈরিবানলঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—গৃহেষু এবম্ অভিরতঃ (আসক্তঃ) বিবিধৈঃ সুখৈঃ বিষয়ান্ সেবমানঃ (উপভুঞ্জানঃ অপি সঃ) আজ্যস্তোকৈঃ (ঘৃতবিন্দুভিঃ) অনলঃ ইব (অগ্নিরিব যথা অগ্নির্ন শান্তো ভবতি তথা ইত্যর্থঃ) ন চ অতুষ্যৎ (ন সন্তোষম্ অধিগতবান্) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—সৌভরি গৃহমধ্যে এইরূপ বিবিধ সুখের সহিত বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু ঘৃতবিন্দুসংযোগে অনল যেরূপ শান্ত হয় না, সৌভরিও তদ্রূপ আত্মশান্তি লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—আজ্যস্য স্তোকৈর্বিন্দুভিঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আজ্য-স্তোকৈঃ'—ঘৃতবিন্দুর দ্বারা যেরূপ অগ্নি তৃপ্ত হয় না, তদ্রূপ বিষয় ভোগ করিয়াও সৌভরি ঋষি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না ॥ ৪৮ ॥

স কদাচিদুপাসীন আত্মাপহ্নবমাত্মনঃ ।
দদর্শ বহ্বৃচাচার্য্যো মীনসঙ্গসমুত্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) কদাচিৎ উপাসীনঃ (নিৰ্জ্জনে উপবিষ্টঃ ইত্যর্থঃ) সঃ বহ্বৃচাচার্য্যঃ (মন্ত্রাচার্য্যঃ সৌভরিঃ) মীনসঙ্গসমুত্থিতং (মৎস্যসংসর্গজনিতম্) আত্মনঃ (স্বস্মাদেব হেতোঃ) আত্মাপহ্নবম্ (আত্মনঃ অপহ্নবং তপোহানিং) দদর্শ (দৃষ্টবান্ বিচারেণ নির্ণীতবান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর একদিন নিৰ্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রাচার্য্য সৌভরি বিচার করিলেন, মৎস্য-সংসর্গ জনিত তাঁহার যে তপস্যা নষ্ট হইয়াছে তাহার কারণ তিনি নিজেই ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—এবং তস্য গরুড়াপরাধস্য গৃহাবেশ-প্রাপকস্য ভোগান্তে পুনর্বিবেকোদয়মাহ স ইতি সপ্তভিঃ। আত্মনঃ স্বস্মাদেব হেতোরাত্মন আত্মানন্দস্য অপহ্নবং বঞ্চনং মীনসঙ্গসমুত্থিতমিতি মীন-সঙ্গস্য কারণং তু মীনরক্ষার্থং গরুড়-নিবারণরূপোঽপরাধ এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবৎপার্ষদ শ্রীগরুড়ের প্রতি অপরাধের ফলে সৌভরি ঋষির গৃহাবেশ-প্রাপক ভোগের অন্তে পুনরায় বিবেকের উদয় বলিতেছেন—'স কদাচিৎ' ইত্যাদি সাতটি শ্লোকে। একদিন উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনুভব করিলেন—'আত্মনঃ' নিজের দোষেই, 'আত্মাপহ্নবম্'—আত্মানন্দের বঞ্চন (তপস্যাহানি) মৎস্যের সঙ্গবশতঃ ঘটিয়াছে। মৎস্যসঙ্গের কারণও মৎস্যরক্ষার জন্য গরুড়কে নিবারণরূপ অপরাধই বুঝিতে হইবে ॥৪৯॥

অহো ইমং পশ্যত মে বিনাশং
তপস্বিনঃ সচ্চরিতব্রতস্য ।
অন্তর্জলে বারিচরপ্রসঙ্গাৎ
প্রচ্যাবিতং ব্রহ্ম চিরং ধৃতং যৎ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—অহো ! অন্তর্জলে (জলমধ্যে) তপস্বিনঃ (তপস্যাং কুৰ্ব্বতঃ) সচ্চরিতব্রতস্য (সাধুচিতব্রতশীলস্য) মে (মম) যৎ ব্রহ্ম (তপঃ) চিরং ধৃতং (দীর্ঘকালেন সঞ্চিতং তৎ) বারিচরপ্রসঙ্গাৎ (মৎস্যসংসর্গবশাৎ) প্রচ্যাবিতং (স্খলিতং মে) ইমং বিনাশং পশ্যত ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অহো ! বারিমধ্যে তপস্যা করিতে করিতে সাধুগণোচিত ব্রতপরায়ণ আমার জলচরসঙ্গে দীর্ঘকালের তপঃ বিনষ্ট হইয়াছে। তোমারা আমার এই বিনাশ অবলোকন কর ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্ম তপঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্ম'—তপস্যা, চিরকালের সঞ্চিত তপস্যা বিসর্জ্জন দিয়াছি ॥ ৫০ ॥

সঙ্গং ত্যজেত মিথুনব্রতীনাং মুমুক্ষুঃ
সর্ব্বাত্মনা ন বিসৃজেদ্বহিরিন্দ্রিয়াণি।
একশ্চরন্ রহসি চিত্তমনন্ত ঈশে
যুঞ্জীত তদ্ব্রতিষু সাধুষু চেৎ প্রসঙ্গঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—মুমুক্ষুঃ (মুক্তিকামিজনঃ) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বতোভাবেন) মিথুনব্রতীনাং (দাম্পত্যধর্ম্মবতাং) সঙ্গং ত্যজেত (ত্যজেৎ) ইন্দ্রিয়াণি বহিঃ (বাহ্যবিষয়েষু) ন বিসৃজেৎ (ন নিয়োজয়েৎ) রহসি (নির্জ্জনে) একঃ (একাকী) চরন্ (বর্ত্তমানঃ) অনন্তে ঈশে (শ্রীহরৌ) চিত্তং যুঞ্জীত (নিয়োজয়েৎ) চেৎ (যদি) প্রসঙ্গঃ (সংসর্গ স্যাৎ তর্হি) তদ্‌ব্রতিষু (ঈশ্বরার্থধর্ম্মপরেষু) সাধুষু (এব প্রসঙ্গঃ কার্য্যঃ ইতি শেষঃ)। ৫১ ॥

অনুবাদ—মুক্তিকামিব্যক্তি দাম্পত্যধর্ম্মরত ব্যক্তিদিগের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন, ইন্দ্রিয়সকলকে বাহ্যবিষয়ে নিযুক্ত করিবেন না, নির্জ্জনে একাকী অবস্থান পূর্ব্বক অনন্ত শ্রীহরিতে চিত্তসন্নিবিষ্ট করিবেন। আর যদি সঙ্গ করিতে হয় তাহা হইলে ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ সাধুদিগের সঙ্গ করিবেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদন্যো মাদৃশো মা ভবত্বিতি সনির্ব্বেদমাহ সঙ্গমিতি দ্বাভ্যাং। বহিরিন্দ্রিয়াণি ন বিসৃজেদিত্যন্তরিন্দ্রিয়াণি ন বিসৃজেদিতি বিধাতুমশক্তেঃ। অশক্যানুষ্ঠানকস্য বিধেরপ্রামাণ্যাদিতি ভাবঃ। তদ্ব্রতিষু অনন্তভক্তিনিষ্ঠেষু সাধুষু যদি প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ স্যাদিতি মম তু তদভাবাদেব গরুড়ে দোষদর্শনজনিতো মিথুনব্রতিনো মীনস্য সঙ্গোঽভূদিতি ভাবঃ। চেৎপ্রসঙ্গ ইত্যত্র নঞ্ অধ্যাহার্য্যঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আমার মত অপরে না হউক, এইজন্য সনির্ব্বেদে বলিতেছেন—'সঙ্গং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। মুক্তিকামী পুরুষ সর্ব্বতোভাবে মৈথুনাসক্তগণের সঙ্গ ত্যাগ করিবেন, ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহ্যবিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিবেন না। এখানে ইন্দ্রিয়সকলকে অন্তর্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিবেন না, এরূপ বলিলেন না, কারণ অশক্য অনুষ্ঠানের বিধির প্রামাণ্য নাই, এই ভাব। 'তদ্‌ব্রতিষু'—অনন্ত-ভক্তিনিষ্ঠ সাধুজনে যদি প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়, আমার কিন্তু তদভাবে গরুড়ে দোষদর্শন করায় মিথুনব্রতী মীনের সঙ্গ হইয়াছিল—এই ভাব। 'চেৎ প্রসঙ্গঃ'—এই স্থলে নঞ্ অধ্যাহার করিতে হইবে, অর্থাৎ কাহার সঙ্গ করিবে না, আর যদি সঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে সাধুগণেরই সঙ্গ করিবে—এই অর্থ ॥ ৫১ ॥

একস্তপস্ব্যহমথাম্ভসি মৎস্যসঙ্গাৎ
পঞ্চাশদাসমুত পঞ্চসহস্র সর্গঃ।
নান্তং ব্রজাম্যুভয়কৃত্যমনোরথানাং
মায়াগুণৈর্হৃতমতিবিষয়েঽর্থভাবঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—(সঙ্গাজ্জাতং দোষং প্রপঞ্চয়তি আদৌ) একঃ (একাকী) অহং তপস্বী (তপঃপরায়ণঃ আসম্) অথ (পশ্চাৎ) অম্ভসি (জলমধ্যে) মৎসাসঙ্গাৎ (মৎস্যসংসর্গবশাৎ দারপরিগ্রহং কৃত্বা) পঞ্চাশৎ আসং (পঞ্চশতা ভার্য্যাভিঃ সম্বন্ধাৎ পঞ্চাশৎ অভবম্) উত (অতঃ পরং প্রত্যেকং তাসু পুত্রশতরূপেণ উৎপন্নো ভূত্বা) পঞ্চসহস্রসর্গঃ (পঞ্চসহস্রসৃষ্টিযুক্তঃ আসং তথাপি) মায়াগুণৈঃ হৃতমতিঃ (অপহৃতবিবেকঃ) বিষয়ে (বিষয়সমূহে এব) অর্থভাবঃ (পুরুষার্থবুদ্ধিমান্ অহম্) উভয়কৃত্য মনোরথানাম্ (উভয়কৃত্যানি ঐহিকপারত্রিক কর্ম্মাণি তদ্বিষয়াণাং মনোরথানাম্) অন্তম্ (অবধিং পরং) ন ব্রজামি (ন প্রাপ্নোমি)॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—অগ্রে আমি একাকীও তপস্যাপরায়ণ ছিলাম, পরে জলমধ্যে মৎস্যের সঙ্গ হওয়ায় দারপরিগ্রহণানন্তর পঞ্চাশৎ হইলাম, তাহার পর প্রত্যেক বনিতার গর্ভে শত পুত্র উৎপন্ন হওয়ায় পঞ্চ সহস্র হইয়াছি, মায়ার গুণে আমার বিবেক নষ্ট এবং বিষয়ে পুরুষার্থবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, আমি ঐহিকপারত্রিক বিষয়ক মনোরথ সমূহের অন্ত পাইতেছি না ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—সঙ্গাজ্জাতং দোষং প্রপঞ্চয়তি এক ইতি, পঞ্চশতা ভার্য্যাভিঃ সম্বন্ধাৎ পঞ্চাশদাসম্।

ততশ্চ সুতৈঃ পঞ্চসহস্রসর্গ আসমিতি প্রত্যেকং তাসু পুত্রশতরূপেণোৎপত্তেঃ। উভয়কৃত্যানি ঐহিকপারত্রিকানি কর্ম্মাণি তদ্বিষয়াণাং মনোরথানাং, অর্থভাবঃ পুরুষার্থবুদ্ধিঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সঙ্গবশতঃ উত্থিত দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—'এক' ইত্যাদি। আমি জলমধ্যে একাকী তপস্যারত ছিলাম, পরে মৎস্যের সঙ্গহেতু পঞ্চাশটি ভার্য্যার সম্বন্ধে আসিয়া পঞ্চাশ হইলাম, ইহার পর প্রত্যেকের গর্ভে শতপুত্রের জন্মদান করিয়া এক্ষণে পঞ্চাশ সহস্র হইয়াছি। 'উভয়কৃত্যানি'—ঐহিক ও পারলৌকিক কর্ম্মবিষয়ক বাসনাসমূহের অন্ত পাইতেছি না। মায়িক গুনসমূহ আমার চিত্তকে হরণ করায়, 'বিষয়ে অর্থভাবঃ'—মায়িক বিষয়রাশিকেই পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেছি ॥ ৫২ ॥

———

এবং বসন্ গৃহে কালং বিরক্তো ন্যাসমাস্থিতঃ।
বনং জগামানুযযুস্তৎপত্ন্যঃ পতিদেবতাঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (এবং রূপেণ) গৃহে কালং বসন্ (যাপয়ন্ সঃ সৌভরিঃ) বিরক্তঃ (বৈরাগ্যবান্ অথ) ন্যাসং (সঙ্গত্যাগং বানপ্রস্থং) আস্থিতঃ (প্রাপ্তঃ সন্) বনং জগাম্ (গতবান্) পতিদেবতাঃ (পতিব্রতাঃ) তৎপত্ন্যঃ (তস্য ভার্য্যাশ্চ) অনুযযুঃ (তদনুগতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—গৃহমধ্যে এইরূপে কালযাপন করিতে করিতে সৌভরি বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া সঙ্গত্যাগরূপ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। পতিব্রতা ভার্য্যাগণ তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—ন্যাসং সঙ্গত্যাগরূপং বানপ্রস্থধর্ম্মমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন্যাসম্ আস্থিতঃ'—সঙ্গত্যাগরূপ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বনে গমন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

———

তত্র তপ্ত্বা তপস্তীব্রমাত্মদর্শনমাত্মবিৎ।
সহৈবাগ্নিভিরাত্মানং যুযোজ পরমাত্মনি ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মবিৎ (আত্মজ্ঞঃ স মুনিঃ) তত্র (বনে) আত্মদর্শনং (আত্মনঃ দর্শনং সাক্ষাৎকারঃ যস্মাৎ তাদৃশং) তীব্রং তপঃ তপ্ত্বা (কৃত্বা) অগ্নিভিঃ (অনলত্রয়েণ) সহ এব আত্মানং (স্বয়মপি) পরমাত্মনি (পরব্রহ্মণি) যুযোজ (নিযোজয়ামাস) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—আত্মবিৎ ঐ মুনি সেই বনে যাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় তাদৃশ কঠোর তপস্যা করিয়া অগ্নিত্রয়সহিত আত্মাকে পরমাত্মায় নিযুক্ত করিলেন ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—সহৈবাগ্নিভিরিত্যগ্নিভিঃ সহৈব দেহং ত্যক্ত্বেতি শেষঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহৈবাগ্নিভিঃ'—অগ্নিত্রয়ের সহিত দেহত্যাগ করিয়া, আত্মাকে পরমাত্মায় যুক্ত করিয়াছিলেন অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

———

তাঃ স্বপত্যুর্মহারাজ নিরীক্ষ্যাধ্যাত্মিকীং গতিম্।
অন্বীয়ুস্তৎপ্রভাবেণ শান্তমগ্নিমিবার্চ্চিষঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে সৌভর্য্যাখ্যানে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ! (হে পরীক্ষিৎ!) তাঃ (তদীয়াঃ পত্ন্যশ্চ) স্বপত্যুঃ (স্বামিনঃ) আধ্যাত্মিকীং গতিং (ব্রহ্মনিলয়ং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) তৎপ্রভাবেন (তস্যৈব মুনেঃ প্রভাববলেন) অর্চ্চিষঃ শান্তম্ অগ্নিম্ ইব (অগ্নিশিখাঃ যথা শান্তেন অনলেন সহৈব বিলীয়ন্তে তথা ইত্যর্থঃ তমঃ ঋষিং) অন্বীয়ুঃ (অনু সহৈব ঈয়ুঃ গতাঃ) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ! তাঁহার পত্নীগণও স্বামীর ব্রহ্মনিলয় দর্শন করিয়া স্বামীর প্রভাববলে অগ্নিশিখা যেমন নির্ব্বাণপ্রাপ্ত অনলের সহিত বিলীন হয়, সেইরূপ তাঁহার সহগামিনী হইল ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—অন্বীয়ুরনুসৃতাঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্বীয়ুঃ'—অনুগমন করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার পত্নীগণও ঋষির প্রভাবে মুক্ত হইলেন ॥ ৫৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠোঽয়ং নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধের ষষ্ঠাধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

মান্ধাতুঃ পুত্রপ্রবরো যোঽম্বরীষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পিতামহেন প্রবৃতো যৌবনাশ্বস্তু তৎসুতঃ।
হারীতস্তস্য পুত্রোঽভূন্মান্ধাতৃপ্রবরা ইমে ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মান্ধাতার বংশবৃত্তান্তবর্ণনপ্রসঙ্গে পুরুকুৎস ও হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

মান্ধাতার পুত্র অম্বরীষ, তৎপুত্র যুবনাশ্ব ও যুবনাশ্বপুত্র হারীত—ইঁহারা মান্ধাতৃ গোত্রের শ্রেষ্ঠ। মান্ধাতার অপর পুত্র পুরুকুৎস সর্পগণভগিনী নর্ম্মদার পাণিগ্রহণ করেন। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদ্দস্যু, ইঁহার পুত্র অমরণ্য, তৎপুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্ব হইতে প্রারুণ, তাহা হইতে ত্রিবন্ধন, ত্রিবন্ধন পুত্র সত্যব্রতই ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত। ত্রিশঙ্কু বিপ্রকন্যা-হরণদোষে পিতৃ-শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। পরে বিশ্বামিত্রপ্রভাবে স্বর্গে নীত হইয়া পুনরায় দেবতাগণের প্রভাবে অধঃপতিত হইবার কালে বিশ্বামিত্রপ্রভাবে স্তম্ভিত হন। ত্রিশঙ্কু-পুত্র হরিশ্চন্দ্র; ইঁহার অনুষ্ঠিত রাজসূয়যজ্ঞে বিশ্বামিত্র দক্ষিণাস্বরূপে কৌশলে রাজার সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক নানাবিধ যাতনা প্রদান করেন বলিয়া বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। পরে নারদের উপদেশে বরুণের আরাধনা করিয়া রোহিত নামে এক পুত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র 'সেই পুত্র দ্বারা বরুণের যজ্ঞ করিবেন' বরুণের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুত থাকায় বরুণ প্রতিবার আসিয়া রাজাকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। রাজা পুত্রস্নেহবশবর্ত্তী হইয়া নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কাল পরিবর্ত্তন করিতে থাকেন। ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক রোহিত সমস্ত ব্যাপার জানিয়া প্রাণরক্ষার্থ শরাসনহস্তে বনগমন করিলেন। এদিকে হরিশ্চন্দ্র বরুণগ্রস্ত হইয়া উদরী রোগাক্রান্ত হইয়াছেন শুনিয়া রোহিত রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিলে ইন্দ্র তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন এবং তীর্থপর্য্যটনের উপদেশ করিলেন। রোহিতও ঐরূপে ইন্দ্রের পরামর্শানুসারে ষষ্ঠবৎসর যাবৎ অরণ্যে ভ্রমণপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অজীগর্ত্তের মধ্যম পুত্র শুনশেফকে ক্রয় করিলেন এবং তাহাকে বরুণযজ্ঞের পশুরূপে পিতার নিকট প্রদান করিলেন। হরিশ্চন্দ্র নরমেধযজ্ঞদ্বারা বরুণাদি দেবতার পূজা সম্পাদন করিয়া রোগমুক্ত হইলেন। সেই নরমেধযজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মা এবং অয়াস্য উদ্গাতা হন। ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে সুবর্ণরথ ও বিশ্বামিত্র পরমজ্ঞান প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক হরিশ্চন্দ্রের স্বরূপপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। মান্ধাতুঃ পুত্রপ্রবরঃ (পুত্রেষু জ্যেষ্ঠঃ) যঃ অম্বরীষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ (কথিতঃ সঃ) পিতামহেন (যুবনাশ্বেন) প্রবৃতঃ (পুত্রত্বেন স্বীকৃতঃ) যৌবনাশ্বঃ তু তৎসুতঃ (তস্য অম্বরীষস্য

সুতঃ অভূৎ) হারীতঃ তস্য (যৌবনাশ্বস্য) পুত্রঃ অভূৎ ইমে (অম্বরীষ-যৌবনাশ্ব-হারীতাঃ) মান্ধাতৃ-প্রবরাঃ (মান্ধাতৃগোত্রস্য প্রবরাঃ অবান্তর-বিশেষ-প্রবর্ত্তকাঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—যিনি অম্বরীষ নামে বিখ্যাত তিনি মান্ধাতৃ-তনয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই অম্বরীষ পিতা-মহ-যুবনাশ্বকর্ত্তৃক পুত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। ইহার পুত্র যৌবনাশ্ব এবং যৌবনাশ্বের পুত্র হারীত। অম্বরীষ যৌবনাশ্ব ও হারীত মান্ধাতৃ-গোত্রের শ্রেষ্ঠ ॥১॥

বিশ্বনাথ—

সপ্তমে তু হরিশ্চন্দ্রো মান্ধাত্রন্বয়সম্ভবঃ।
বরুণং বঞ্চয়ন্ পুত্রস্নেহাদীজে নৃমেধতঃ ॥ ০ ॥

পিতামহেন যুবনাশ্বেন প্রবৃতঃ পুত্রত্বেন স্বীকৃতঃ। তৎসুতঃ অম্বরীষপুত্রো যৌবনাশ্বঃ। ইমে অম্বরীষ-যৌবনাশ্ব হারীতাঃ মান্ধাতৃ-প্রবরা মান্ধাতৈব প্রবরো যেষাং তে ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তম অধ্যায়ে মান্ধাতার বংশসম্ভূত রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্রস্নেহবশতঃ বরুণকে বঞ্চনা করিয়া পশ্চাৎ নরমেধ যজ্ঞে তাঁহাকে তুষ্ট করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'পিতামহেন প্রবৃতঃ'—মান্ধাতার পুত্র অম্বরীষকে পিতামহ যুবনাশ্ব পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'তৎসুতঃ'—সেই অম্বরীষের পুত্র যৌবনাশ্ব এবং তাঁহার পুত্র হারীত। 'ইমে'—এই তিন জন অর্থাৎ অম্বরীষ, যৌবনাশ্ব ও হারীত, 'মান্ধাতৃপ্রবরাঃ'—মান্ধাতাই প্রবর যাঁহাদের, অর্থাৎ মান্ধাতার গোত্র-মধ্যে প্রধান ছিলেন ॥ ১ ॥

নর্ম্মদা ভ্রাতৃভির্দত্তা পুরুকুৎসায় যোরগৈঃ।
তয়া রসাতলং নীতো ভুজগেন্দ্রপ্রযুক্তয়া ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুকুৎসস্য বংশং কথয়িষ্যন্ আদৌ তস্য বিবাহং প্রভাবঞ্চাহ) পুরুকুৎসায় উরগৈঃ (সর্পৈঃ) ভ্রাতৃভিঃ যা (স্বভগিনী) নর্ম্মদা দত্তা (প্রদত্তা) ভুজগেন্দ্র প্রযুক্তয়া (বাসুকিপ্রেরিতয়া) তয়া (নর্ম্মদয়া পত্ন্যা পুরুকুৎসঃ) রসাতলং (পাতা-লং) নীতং (প্রাপিতঃ বভূব) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—নর্ম্মদার ভ্রাতা সর্পগণ নর্ম্মদাকে পুরু-কুৎস হস্তে প্রদান করেন। বাসুকি কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া নর্ম্মদা পুরুকুৎসকে পাতালে লইয়া যান ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—মান্ধাতৃপুত্রস্য পুরুকুৎসস্য বংশং বদন্ প্রথমং তস্য বিবাহমাহ। নর্ম্মদা খলু যা উরগৈর্দত্তা তয়া স পুরুকুৎসো রসাতলং নীতঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎসের বংশ বলিতে প্রথমতঃ তাঁহার বিবাহ বলিতেছেন। 'নর্ম্মদা'—ভ্রাতা সর্পগণ ভগিনী নর্ম্মদাকে পুরুকুৎ-সের হস্তে সম্প্রদান করিলে, নর্ম্মদা নাগরাজের প্রের-ণায় পুরুকুৎসকে পাতালে লইয়া যান ॥ ২ ॥

গন্ধর্ব্বানবধীৎ তত্র বধ্যান্ বৈ বিষ্ণুশক্তিধৃক্।
নাগাল্লব্ধবরঃ সর্পাদভয়ং স্মরতামিদম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—বিষ্ণুশক্তিধৃক্ (বিষ্ণুশক্তিধারী সঃ) তত্র (রসাতলে) বধ্যান্ (বধযোগ্যান্) গন্ধর্ব্বান্ অবধীৎ বৈ (বিনাশয়ামাস) ইদং (নর্ম্মদয়া রসা-তলানয়নাদিকং চরিতং) স্মরতাং (চিন্তয়তাং জনা-নাং) সর্পাৎ অভয়ং (ভয়ো ন ভবেৎ ইতি) নাগাৎ (সর্পাৎ) লব্ধবরঃ (লব্ধঃ বরঃ যেন তাদৃশঃ বভূব, ইদং বৃত্তং স্মরতাং সর্পভয়ো ন ভবেদিতি বরঞ্চ সর্পাৎ সঃ লব্ধান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—পুরুকুৎস তথায় বিষ্ণুশক্তি ধারণ-পূর্ব্বক বধার্হ গন্ধর্ব্বদিগকে বিনষ্ট করেন। পুরু-কুৎসের পাতালে নীত হইবার কারণ স্মরণকারি-গণের সর্পভয় থাকিবে না পুরুকুৎস এই বর সর্প-গণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—বধার্হান্ অবধীৎ। ইদং রসাতল-নয়নাদিকং স্মরতাং জনানাং সর্পাদভয়ং স্যাৎ ॥ ৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বধ্যান্'—পুরুকুৎস সেখানে বিষ্ণুর শক্তি ধারণ করিয়া বধযোগ্য অনেক গন্ধর্ব্বের প্রাণ বিনাশ করিলে নাগরাজ তাঁহাকে বরদান করেন —'পুরুকুৎসের এই পাতালে আনয়নাদি বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে কাহারও সর্পভয় থাকিবে না' ॥ ৩ ॥

ত্রসদ্দস্যুঃ পৌরকুৎসো যোঽনরণ্যস্য দেহকৃৎ।
হর্য্যশ্বস্তৎসুতস্তস্মাৎ প্রারুণোঽথ ত্রিবন্ধনঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রসদস্যুঃ পৌরুকুৎসঃ (পুরুকুৎসস্য পুত্রঃ) যঃ (ত্রসদস্যুঃ) অনরণ্যস্য দেহকৃৎ (জনকঃ) হর্য্যশ্বঃ তৎসুতঃ (তস্য অনরণ্যস্য সুতঃ) তস্মাৎ (হর্য্যশ্বাৎ) প্রারুণঃ (তন্নামকঃ সুতঃ জাতঃ) অথ (তস্মাৎ প্রারুণাৎ) ত্রিবন্ধনঃ (তন্নামকঃ সুতঃ অভূৎ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু, ইনি অনরণ্যের জনক, অনরণ্যের পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্ব হইতে প্রারুণের এবং প্রারুণ হইতে ত্রিবন্ধনের উৎপত্তি ॥৪॥

বিশ্বনাথ—দেহকৃৎ পিতা ত্রসদস্যোঃ সুতোঽনরণ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেহকৃৎ'—পিতা, ত্রসদস্যুর পুত্র অনরণ্য, এই অর্থ ॥ ৪ ॥

———

তস্য সত্যব্রতঃ পুত্রস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ ।
প্রাপ্তশ্চাণ্ডালতাং শাপাদ্‌গুরোঃ কৌশিকতেজসা ॥৫॥
সশরীরো গতঃ স্বর্গমদ্যাপি দিবি দৃশ্যতে ।
পাতিতোঽবাক্‌শিরা দেবৈস্তেনৈব স্তম্ভিতো বলাৎ ॥৬

অন্বয়ঃ—তস্য (ত্রিবন্ধনস্য) পুত্রঃ সত্যব্রতঃ ত্রিশঙ্কুঃ (ত্রয়ঃ শঙ্কব ইব দুঃখহেতবো দোষা যস্য অসৌ ত্রিশঙ্কুঃ) ইতি বিশ্রুতঃ (খ্যাতঃ বভূব সঃ)গুরোঃ (পিতুঃ) শাপাৎ (পরিণীয়মানবিপ্রকন্যাহরণাৎ ক্রোধেন প্রদত্তশাপাৎ) চাণ্ডালতাং প্রাপ্তঃ (পশ্চাৎ) কৌশিকতেজসা (বিশ্বামিত্রস্য প্রভাবেণ) সশরীরঃ (শরীরেণ সহ বর্ত্তমানঃ এব) স্বর্গং গতঃ (প্রাপ্তঃ সন্) দেবৈঃ অবাক্ শিরাঃ (নীচমস্তকঃ) পাতিতঃ (স্বর্গাৎ পাতিতঃ) তেন (কৌশিকেণ) এব বলাৎ (তপোবলেন) স্তম্ভিতঃ (স্থিরীকৃতঃ) অদ্যাপি (ইদানীমপি) দিবি (আকাশে) দৃশ্যতে (লক্ষ্যতে) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত, ইনিই ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ত্রিশঙ্কু (বিপ্রকন্যা হরণ করায়) পিতার শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন, পরে বিশ্বামিত্রের প্রভাবে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া দেবতাগণের প্রভাবে তথা হইতে নতশিরে অধঃপতিত হইতেছিলেন কিন্তু বিশ্বামিত্রের তপোবলে অধঃপতিত হন নাই, অদ্যাবধি তিনি আকাশস্থ রহিয়াছেন ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রয়ঃ শঙ্কবঃ ইব দুঃখহেতবো দোষা যস্য স ত্রিশঙ্কুঃ। তদুক্তং হরিবংশে। পিতুশ্চাপরিতোষেণ গুরোর্দোগ্ধ্রীবধেন চ। অপ্রোক্ষিতোপযোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রম ইতি। পরিণীয়মানবিপ্রকন্যাহরণাৎ ক্রুদ্ধস্য গুরোঃ পিতুঃ শাপাৎ। কৌশিকস্য বিশ্বামিত্রস্য তেজসা। তেনৈব বিশ্বামিত্রেণৈব স্তম্ভিতো নাধঃপপাত ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রিশঙ্কুঃ'—তিনটি শঙ্কুর (কীলক, গোঁজ) ন্যায় দুঃখহেতু দোষ যাঁহার, তিনি। (ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রতই ত্রিশঙ্কু নামে অভিহিত হন।) হরিবংশে উক্ত হইয়াছে—পিতার অপরিতোষ, গুরুদেবের দোগ্ধ্রী গাভীর বধ ও অপ্রোক্ষিত গ্রহণরূপ তিনটি ব্যতিক্রম। পরিণীয়মান ব্রাহ্মণকন্যা হরণ করায় পিতার অভিশাপে ইনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। 'কৌশিক-তেজসা'—কৌশিক বিশ্বামিত্রের প্রভাবে ইনি সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। 'তেনৈব'—দেবতাগণ তাঁহাকে নীচের দিকে মাথা করিয়া স্বর্গ হইতে ফেলিয়া দিলে, সেই বিশ্বামিত্রই তাঁহাকে আকাশে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ নিম্নে পতিত হন নাই ॥ ৫-৬ ॥

———

ত্রৈশঙ্কবো হরিশ্চন্দ্রো বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ
যন্নিমিত্তমভূদ্‌যুদ্ধং পক্ষিণোর্বহুবার্ষিকম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রৈশঙ্কবঃ (ত্রিশঙ্কুপুত্রঃ) হরিশ্চন্দ্রঃ (অভূৎ) যন্নিমিত্তং (যস্য হরিশ্চন্দ্রস্য হেতোঃ) পক্ষিণোঃ (পক্ষিরূপধরয়োঃ) বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ বহুবার্ষিকং (বহুবর্ষব্যাপী) যুদ্ধম্ অভূৎ (বিশ্বামিত্রঃ রাজসূয়দক্ষিণাচ্ছলেন হরিশ্চন্দ্রং সর্ব্বস্বম্ অপহৃত্য যাতয়ামাস। ততঃ ক্রুদ্ধঃ বশিষ্ঠঃ ত্বং আড়ীভবেতি বিশ্বামিত্রং শশাপ, সোঽপি ত্বং বকো ভবেতি বশিষ্ঠং শশাপ, পশ্চাৎ তয়োঃ আড়ীবকরূপয়োঃ তয়োঃ যুদ্ধমভূৎ ইতি প্রসিদ্ধম্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র, এই হরিশ্চন্দ্রের নিমিত্তই পক্ষিরূপ প্রাপ্ত বিশ্বমিত্র ও বশিষ্ঠের মধ্যে বহুবর্ষ যাবৎ যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহার ইতিহাস—হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করিলে বিশ্বামিত্র দক্ষিণাচ্ছলে সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে যাতনা প্রদান করেন।

তচ্ছ্রবণে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে 'তুমি পক্ষী হও' বলিয়া শাপ প্রদান করেন পরন্তু বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠকে 'তুমি বক হও' বলিয়া প্রতিশাপ প্রদান করেন। তাহাতে তাঁহারা উভয়েই পক্ষিরূপ প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল যুদ্ধ করেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—পক্ষিণোরিতি বিশ্বামিত্রো রাজসূয়-দক্ষিণাচ্ছলেন হরিশ্চন্দ্রস্য সর্ব্বস্বমপজহার তচ্ছ্রুত্বা কুপিতো বশিষ্ঠো বিশ্বামিত্রং ত্বমাড়ী ভবেতি শশাপ। সোঽপি ত্বং বকো ভবেতি শশাপ ততস্তয়োর্যুদ্ধমভূৎ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পক্ষিণোঃ'—বিশ্বামিত্র রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণাচ্ছলে হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলেন। তাহা শ্রবণপূর্ব্বক বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্রকে শাপ দেন—'তুমি আড়ী পক্ষী হও'। তিনিও বশিষ্ঠকে শাপ দেন—'তুমি বক পক্ষী হও'। এরূপ পরস্পর শাপে পক্ষিরূপধারী বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বহু বৎসর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

———

সোঽনপত্যো বিষণ্ণাত্মা নারদস্যোপদেশতঃ।
বরুণং শরণং যাতঃ পুত্রো মে জায়তাং প্রভো ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অনপত্যঃ (নিঃসন্তানঃ) বিষণ্ণাত্মা সঃ (হরিশ্চন্দ্রঃ) নারদস্য উপদেশতঃ (উপদেশাৎ) বরুণং শরণং যাতঃ (সন্ হে) প্রভো ! মে (মম) পুত্রঃ জায়তাং (ভবতু ইতি প্রার্থয়ামাস) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন। একদা নারদের উপদেশে তিনি বরুণের শরণাগত হইয়া তৎসমীপে 'হে প্রভো ! আমার একটী পুত্র হউক' এই বর প্রার্থনা করেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—স হরিশ্চন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র ॥ ৮ ॥

———

যদি বীরো মহারাজ তেনৈব ত্বাং যজে ইতি।
তথেতি বরুণেনাস্য পুত্রো জাতস্তু রোহিতঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ ! (হে প্রভো !) যদি বীরঃ (পুত্রো মে জায়তে তদা) তেন এব (পুরুষপশুনা) ত্বাং যজে (যজামি) ইতি (কথিতে) তথা (তথাস্তু) ইতি (উক্তবতা) বরুণেন (নিমিত্তেন) অস্য রোহিতঃ (নাম) পুত্রঃ তু জাতঃ (উৎপন্নঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—'হে প্রভো ! যদি আমার একটী পুত্র হয় তাহা হইলে আমি সেই পুরুষদ্বারা আপনার যজ্ঞ করিব।' হরিশ্চন্দ্র এইরূপ বলিলে বরুণ 'তথাস্তু' (তাহাই হউক) বলিয়া বর প্রদান করিলেন ; সেই কারণে হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে একটী পুত্র জন্মিল ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তথেতি বরং দদতা বরুণেন হেতুনা ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তথেতি'—হরিশ্চন্দ্রের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া বরুণদেব 'তাহাই হউক', এরূপ বরদান করিলে হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামক পুত্রের জন্ম হয় ॥ ৯ ॥

———

জাতঃ সুতো হ্যনেনাঙ্গ মাং যজস্বেতি সোঽব্রবীৎ।
যদা পশুর্নির্দ্দশঃ স্যাদথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (বরুণঃ আগত্য) অঙ্গ ! (হে হরিশ্চন্দ্র ! (তে) সুতঃ হি জাতঃ, অনেন (সুতেন) মাং যজস্ব ইতি অব্রবীৎ (উক্তবান্, ততঃ হরিশ্চন্দ্রঃ) যদা পশুঃ নির্দ্দশঃ (দশদিনাতীতঃ) স্যাৎ অথ (তদা) মেধ্যঃ (যাগযোগ্যঃ) ভবেৎ ইতি (আহ) ॥১০॥

অনুবাদ—অনন্তর বরুণ আগমন করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, হে হরিশ্চন্দ্র ! তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এই পুত্রের দ্বারা তুমি আমার যজ্ঞ করিবে বলিয়াছিলে, তদুত্তরে হরিশ্চন্দ্র বলিলেন—"দশ দিবস গত হইলে পশু যজ্ঞার্হ হয়" ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ স বরুণঃ জাত ইত্যাদি অব্রবীৎ ততশ্চ রাজা পুত্রস্নেহাৎ তং বঞ্চয়ন্ যদেত্যাদি অব্রবীৎ, নির্দ্দশঃ নির্গতদশদিবসঃ স্যাৎ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জাতঃ সুতঃ'—বরুণদেব বলিলেন, 'তোমার পুত্র হইয়াছে, ইহার দ্বারা আমার যজ্ঞ কর'। তারপর রাজা পুত্রস্নেহে বরুণকে বঞ্চনা করিবার জন্য বলিলেন—"নির্দ্দশঃ' পশুর দশ দিন অতীত হইলে সে যজ্ঞের অধিকারী হয় ॥ ১০ ॥

———

নির্দ্দেশে চ স আগত্য যজস্বেত্যাহ সোঽব্রবীৎ।
দন্তাঃ পশোর্যজ্জায়েরন্নথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (বরুণঃ) নির্দ্দেশে (দশদিনান্তে) আগত্য চ যজস্ব (যাগং কুরু) ইতি আহ (উক্তবান্ অথ) সঃ (হরিশ্চন্দ্রঃ) পশোঃ যৎ (যদা) দন্তাঃ জায়েরন্ অথ (তদা সঃ) মেধ্যঃ ভবেৎ ইতি অব্রবীৎ (উক্তবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—দশদিন অতীত হইলে বরুণ আগমন করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন—(অহে হরিশ্চন্দ্র !) "যজ্ঞ কর"। তাহাতে হরিশ্চন্দ্র বলিলেন পশুর যখন দন্তোদ্গম হয় তখন উহা যজ্ঞার্হ পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

———

দন্তা জাতা যজস্বেতি স প্রত্যাহাথ সোঽব্রবীৎ।
যদা পতন্ত্যস্য দন্তা অথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (বরুণঃ) দন্তাঃ (পশোঃ দন্তাঃ) জাতাঃ (সম্প্রতি) যজস্ব ইতি প্রত্যাহ (উক্তবান্) অথ (অনন্তরং) সঃ (হরিশ্চন্দ্রঃ) যদা অস্য দন্তাঃ পতন্তিঃ অথ (তদা) মেধ্যঃ ভবেৎ ইতি অব্রবীৎ (উক্তবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—দন্তোদ্গম হইলে বরুণ আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন—এই পশুর দন্তোদ্গম হইয়াছে এখন যজ্ঞ কর। তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন—ইহার দন্তসমূহ যখন নিপতিত হইবে তখন ইহা যজ্ঞার্হ হইবে ॥ ১২ ।

———

পশোর্নিপতিতা দন্তা যজস্বেত্যাহ সোঽব্রবীৎ।
যদাপশোঃ পুনর্দন্তা জায়ন্তেঽথ পশুঃ শুচিঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ বরুণঃ) পশোঃ দন্তাঃ নিপতিতাঃ (ইদানীং) যজস্ব ইতি আহ (উক্তবান্) সঃ (হরিশ্চন্দ্রঃ) যদা পশোঃ দন্তাঃ পুনঃ জায়ন্তে অথ (তদা) পশুঃ শুচিঃ (পবিত্রঃ ভবেৎ ইতি) অব্রবীৎ (উক্তবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—পশুর দন্ত নিপতিত হইলে বরুণ আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন—এই পশুর দন্ত পতিত হইয়াছে এখন যজ্ঞ কর। তাহাতে হরিশ্চন্দ্র বলিলেন এই পশুর দন্ত যখন পুনরায় উদ্গত হইবে তখন ইহা পবিত্র হইবে ॥ ১৩ ॥

———

পুনর্জাতা যজস্বেতি স প্রত্যাহাথ সোঽব্রবীৎ।
সান্নাহিকো যদা রাজন্ রাজন্যোঽথ পশুঃ শুচিঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ—সঃ (বরুণঃ) পুনঃ (দন্তাঃ) জাতাঃ (ইদানীং) যজস্ব ইতি প্রত্যাহ (উক্তবান্) অথ (অনন্তরং) সঃ (হরিশ্চন্দ্রঃ হে) রাজন্ ! (হে বরুণ !) যদা সান্নাহিকঃ (কবচবন্ধনার্হ সংগ্রামে সমর্থ ভবেৎ) অথ (তদা) রাজন্যঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) পশুঃ শুচিঃ (ভবেৎ ইতি) অব্রবীৎ (উক্তবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—পুনরায় দন্তের উৎপত্তি হইলে বরুণ আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন এখন "যজ্ঞ কর" তাহাতে হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "হে রাজন্ ! ক্ষত্রিয়-পশু যখন কবচ বন্ধন করিতে অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় তখন উহা পবিত্র হইয়া থাকে" ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—রাজন্ হে বরুণ ! রাজন্যঃ পশুঃ সান্নাহিকঃ কবচবন্ধনার্হঃ স্যাত্তদা শুচিঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সান্নাহিকঃ'—হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে বরুণরাজ ! ক্ষত্রিয় পশু 'সান্নাহিক', অর্থাৎ বর্ম্মপরিধানের যোগ্য হইলে পবিত্র হয় ॥১৪॥

———

ইতি পুত্রানুরাগেণ স্নেহযন্ত্রিতচেতসা।
কালং বঞ্চয়তা তং তমুক্তো দেবস্তমৈক্ষত ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (এবং ক্রমেণ) পুত্রানুরাগেণ স্নেহযন্ত্রিতচেতসা (স্নেহনিরুদ্ধচিত্তেন) তং তং কালং বঞ্চয়তা (রাজ্ঞা) উক্তঃ (প্রাথিতঃ) দেবঃ (বরুণঃ) তং (তং তং কালম্) ঐক্ষত (অপেক্ষিতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হরিশ্চন্দ্র পুত্রের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ তিনি পুত্রস্নেহাসক্তচিত্তে বরুণদেবকে যে যে কাল ক্ষেপণ করিতে বলিতেছিলেন বরুণদেবও তাহার প্রার্থনায় সেই কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তং তং কালং বঞ্চয়তা উক্তঃ প্রাথিতো বরুণস্তং তং কালং প্রত্যৈক্ষতেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালং বঞ্চয়তা'—পুত্রের প্রতি বাৎসল্যহেতু হরিশ্চন্দ্র কালক্ষেপনের নিমিত্ত যে যে সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বরুণদেব সেই সেই সময়েরই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

———

রোহিতস্তদভিজ্ঞায় পিতু কর্ম্ম চিকীর্ষিতম্।
প্রাণপ্রেপ্সুর্ধনুষ্পাণিররণ্যং প্রত্যপদ্যত ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—রোহিতঃ পিতুঃ চিকীর্ষিতং (কর্ত্তুম্ ইষ্টং) তৎ কর্ম্ম (বরুণযজ্ঞং) অভিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) প্রাণপ্রেপ্সুঃ (প্রাণরক্ষাভিলাষী) ধনুষ্পাণিঃ (ধনুর্ধারী সন্) অরণ্যং (বনং) প্রত্যপদ্যত (গতবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—রোহিত পিতার অভিপ্রেত কর্ম্ম অর্থাৎ তাহাকে পশু করিয়া বরুণের যজ্ঞ সম্পাদন করিবার ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ধনুকধারণপূর্ব্বক বনে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

———

পিতরং বরুণগ্রস্তং শ্রুত্বা জাতমহোদরম্।
রোহিতো গ্রামমেয়ায় তমিন্দ্রঃ প্রত্যষেধত ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) রোহিতঃ বরুণগ্রস্তং (বরুণেন গ্রস্তম্ অতএব) জাতমহোদরং (জাতং মহৎ বৃহৎ উদরং যস্য তং তাদৃশং) পিতরং শ্রুত্বা গ্রামম্ এয়ায় (রাজধানীমাগন্তুম্ অভিলষিতবান্ পরন্তু) ইন্দ্রঃ তং (রোহিতং) প্রত্যষেধত (আগমনে নিষিদ্ধবান্) ॥১৭॥

অনুবাদ—রোহিত শুনিলেন বরুণগ্রস্ত হওয়ায় তাহার পিতার উদর অত্যন্ত বৃহৎ হইয়াছে, তখন তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা করিলেন কিন্তু ইন্দ্র তাঁহাকে নিষেধ করিলেন ॥ ১৭ ॥

———

ভূমেঃ পর্য্যটনং পুণ্যং তীর্থক্ষেত্রনিষেবণৈঃ।
রোহিতায়াদিশচ্ছক্রঃ সোঽপ্যরণ্যেঽবসৎসমাম্ ॥১৮

অন্বয়ঃ—তীর্থক্ষেত্রনিষেবণৈঃ (তীর্থক্ষেত্রাণাং নিষেবণৈঃ) ভূমেঃ পর্য্যটনং পুণ্যং (পুণ্যজনকম্ ইতি) শক্রঃ (ইন্দ্রঃ) রোহিতায় আদিশৎ (আদিষ্টবান্) সঃ (রোহিতঃ) অপি সমাং (সম্বৎসরং যাবৎ) অরণ্যে অবসৎ (বাসং কৃতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তীর্থক্ষেত্র নিষেবণ অর্থাৎ অনুগমনাদির দ্বারা তীর্থ সেবা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন অতীব পুণ্যজনক (তুমি তাহাই কর) ইন্দ্র রোহিতকে এইরূপ আদেশ করিলেন। রোহিতও সেই অরণ্যে সম্বৎসর যাবৎ বাস করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—সমাং বর্ষম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমাং'—বৎসর, (রোহিত এক বৎসর বনেই বাস করিয়াছিলেন) ॥ ১৮ ॥

———

এবং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চতুর্থে পঞ্চমে তথা।
অভ্যেত্যাভ্যেত্য স্থবিরো বিপ্রো ভূত্বাহ বৃত্রহা ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—এবং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চতুর্থে পঞ্চমে (চ সংবৎসরে যদৈব রোহিতঃ আগন্তুম্ ইয়েষ তদৈব) বৃত্রহা (ইন্দ্রঃ) স্থবিরঃ (বৃদ্ধঃ) বিপ্রঃ ভূত্বা অভেত্য (তৎসমীপম্ আগত্য) তথা (তথৈব তং প্রতিষেধন্) আহ (কিঞ্চিৎ উক্তবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ষ অতিবাহিত হইলে যখন রোহিত পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন ইন্দ্র বৃদ্ধ বিপ্ররূপে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে নিষেধপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—এবং দ্বিতীয়েঽপি বর্ষে পুনঃ কৃপয়ৈবাগতং তং বৃত্রহা পুনঃ প্রতিষেধন্ তথৈবাহ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং দ্বিতীয়ে' ইত্যাদি—এইরূপ দ্বিতীয়াদি প্রতি বর্ষেই ইন্দ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে (রোহিতকে) রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে নিষেধপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

———

ষষ্ঠং সংবৎসরং তত্র চরিত্বা রোহিতঃ পুরীম্।
উপব্রজন্নজীগর্ত্তাদক্রীণান্মধ্যমং সুতম্।
শুনঃশেফং পশুং পিত্রে প্রদায় সমবন্দত ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) রোহিতঃ ষষ্ঠং সম্বৎসরং তত্র (বনে) চরিত্বা (ভ্রমিত্বা) পুরীম্ উপব্রজন্ (প্রত্যাগচ্ছন্) অজীগর্ত্তাৎ (তন্নামকাৎ জনাৎ) মধ্যমং

সুতং (তস্য মধ্যমপুত্রং) শুনঃশেফম্ অক্রীণাৎ (ক্রীতবান্ তং) পশুং পিত্রে (হরিশ্চন্দ্রায়) প্রদায় (দত্ত্বা) সমবন্দত (প্রণতঃ বভূব) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রোহিত ষষ্ঠ সম্বৎসর বনে ভ্রমণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অজীগর্ত্তের নিকট হইতে তদীয় মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিলেন এবং তাহাকে বরুণযজ্ঞের পশুরূপে পিতার নিকট প্রদান করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ২০ ॥

ততঃ পুরুষমেধেন হরিশ্চন্দ্রো মহাযশাঃ ।
মুক্তোদরোঽযজদ্দেবান্ বরুণাদীন্ মহৎকথঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—ততঃ মহৎকথঃ (মহৎসু কথা যস্য সঃ) মহাযশাঃ (মহাকীর্ত্তিঃ) হরিশ্চন্দ্রঃ মুক্তোদরঃ (বরুণেন মুক্তম্ উদরং যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) পুরুষমেধেন (নরমেধেন যাগেন) বরুণাদীন্ দেবান্ অযজৎ (আরাধয়ামাস) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—মহৎব্যক্তিগণের মধ্যেও যাঁহার কথা প্রসিদ্ধ আছে, সেই মহাযশা রাজা হরিশ্চন্দ্র নরমেধ যজ্ঞদ্বারা বরুণাদি দেবতাদিগকে পূজা করিলেন এবং তাঁহার উদর বরুণ কর্ত্তৃক মুক্ত হইল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—মহৎসু কথা যস্য সঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহৎকথঃ'—মহৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহার কথা প্রসিদ্ধ (সেই মহাযশস্বী হরিশ্চন্দ্র নরমেধদ্বারা বরুণাদি দেবতাগণের যজ্ঞ করিয়া জলোদর রোগ হইতে মুক্ত হন ।) ॥ ২১ ॥

বিশ্বামিত্রোঽভবত্তস্মিন্ হোতা চাধ্বর্য্যুরাত্মবান্ ।
জমদগ্নিরভূদ্ব্রহ্মা বশিষ্ঠোঽয়াস্যঃ সামগঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (পুরুষমেধে যজ্ঞে) বিশ্বামিত্রঃ হোতা (হোমকর্ত্তা) আত্মবান্ (আত্মজ্ঞঃ) জমদগ্নিঃ চ অধ্বর্য্যুঃ (যজুর্ব্বেদোক্তকর্ম্ম-সম্পাদকঃ) বশিষ্ঠঃ ব্রহ্মা (ব্রহ্মকর্ম্মসম্পাদকঃ) অয়াস্যঃ (তন্নামকো মুনিঃ) সামগঃ (উদ্গাতা) অভূৎ (বভূব) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেই নরমেধ যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, আত্মতত্ত্বজ্ঞ জমদগ্নি অধ্বর্য্যু (বেদোক্ত কর্ম্মসম্পাদক) বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অয়াস্য উদ্গাতা হইয়াছিলেন ॥২২

বিশ্বনাথ—অয়াস্যো মুনিঃ সামগ উদ্গাতাভূদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অয়াস্যঃ'—অয়াস্য নামক মুনি রাজা হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে 'সামগঃ'—সামগানকারী অর্থাৎ উদ্গাতা হইয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

তস্মৈ তুষ্টো দদাবিন্দ্রঃ শাতকৌম্ভময়ং রথম্ ।
শুনঃশেফস্য মাহাত্ম্যমুপরিষ্টাৎ প্রবক্ষ্যতে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রঃ তুষ্টঃ (সন্) তস্মৈ (হরিশ্চন্দ্রায়) শাতকৌম্ভময়ং (সুবর্ণময়ং) রথং দধৌ (দত্তবান্) উপরিষ্টাৎ (বিশ্বামিত্রসুতাখ্যানপ্রসঙ্গে) শুনঃশেফস্য মাহাত্ম্যং প্রবক্ষ্যতে (প্রকৃষ্টং যথা স্যাৎ তথা বক্ষ্যতে কথয়িষ্যতে) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে সুবর্ণরথ প্রদান করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র পুত্রদিগের কথাপ্রসঙ্গে শুনঃশেফের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইবে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—উপরিষ্টাৎ বিশ্বামিত্রসুতাখ্যানকথাপ্রসঙ্গে ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপরিষ্টাৎ'—পরে, অর্থাৎ বিশ্বামিত্র পুত্রদিগের কথাপ্রসঙ্গে শুনঃশেফের মাহাত্ম্য বলা হইবে ॥ ২৩ ॥

সত্যং সারং ধৃতিং দৃষ্ট্বা সভার্য্যস্য স ভূপতেঃ ।
বিশ্বামিত্রো ভৃশং প্রীতো দদাববিহতাং গতিম্ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—সঃ বিশ্বামিত্রঃ সভার্য্যস্য (সপত্নীকস্য) ভূপতেঃ (রাজ্ঞঃ হরিশ্চন্দ্রস্য) সত্যং সারং ধৃতিং (ধৈর্য্যঞ্চ) দৃষ্ট্বা ভৃশং প্রীতঃ (অত্যর্থং সন্তুষ্টঃ সন্) অবিহতাং গতিম্ (অক্ষয়ং জ্ঞানং) দদৌ (দত্তবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সস্ত্রীক রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্য সার ও ধৈর্য্য দর্শনে অতীব প্রীত হইয়া বিশ্বামিত্র তাঁহাকে অক্ষয়জ্ঞান প্রদান করেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—গতিং জ্ঞানম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গতিং'—জ্ঞান, (মহর্ষি বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের সত্যবলাশ্রিত ধৈর্য্যদর্শনে অতি-

শয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরমার্থ-বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন) ॥ ২৪ ॥

মনঃ পৃথিব্যাং তামদ্ভিস্তেজসাপোঽনিলেন তৎ ।
খে বায়ুং ধারয়ংস্তচ্চ ভূতাদৌ তং মহাত্মনি ॥ ২৫ ॥
তস্মিন্ জ্ঞানকলাং ধ্যাত্বা তয়াজ্ঞানং বিনির্দ্দহন্ ।
হিত্বা তাং স্বেন ভাবেন নির্ব্বাণসুখসংবিদা ।
অনির্দ্দেশ্যাপ্রতর্ক্যেণ তস্থৌ বিধ্বস্তবন্ধনঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যানং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(তামেব গতিম্ আহ সঃ) মনঃ (অন্নময়ং) মনঃ পৃথিব্যাম্ (অন্নশব্দবাচ্যায়াং ক্ষিতৌ) ধারয়ন্ (একীকুর্ব্বন্) তাং (পৃথিবীম্) অদ্ভিঃ (জলেন সহ একীকুর্ব্বন্) অপঃ (জলং) তেজসা (সহ একীকুর্ব্বন্) তৎ (তেজঃ) অনিলেন (সহ একীকুর্ব্বন্ তং) বায়ুং খে (আকাশে একীকুর্ব্বন্) তৎ (খম্) চ ভূতাদৌ (অহঙ্কারে একীকুর্ব্বন্) তম্ (ভূতাদিং) মহাত্মনি (মহত্তত্ত্বে একীকুর্ব্বন্) তস্মিন্ (মহত্তত্ত্বে বিষয়াকারং ব্যাবর্ত্ত্য) জ্ঞানকলাং (জ্ঞানাংশম্ (আত্মত্বেন) ধ্যাত্বা তয়া (জ্ঞানকলয়া) অজ্ঞানং বিনির্দ্দহন্ (বিনাশয়ন্ পশ্চাৎ) নির্ব্বাণসুখ-সংবিদা তাং (জ্ঞানকলাং চ) হিত্বা (পরিত্যজ্য) বিধ্বস্তবন্ধনঃ (মুক্তবন্ধনঃ সন্) অনির্দ্দেশ্যাপ্রতর্ক্যেণ (অনির্দ্দেশ্যেন ইদমিত্থম্ ইতি নির্দ্দেষ্টুম্ অশক্যেন অপ্রতর্ক্যেণ ইয়ত্তয়া প্রতর্কয়িতুং বিচারয়িতুম্ অযোগ্যেন চ) স্বেন ভাবেন (স্ব স্বরূপেণ) তস্থৌ (স্থিতঃ) ॥ ২৫-২৬ ॥

অনুবাদ—হরিশ্চন্দ্র অন্নময় মনকে পৃথিবী সহ একীভূত করিয়া পৃথিবীকে অপ্ অর্থাৎ জলসহ জলকে, অগ্নিসহ অগ্নিকে, বায়ুসহ একীভূত করিলেন। অনন্তর বায়ুকে আকাশে লীন করিয়া আকাশকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে জ্ঞানাংশে মিলিত করিলেন। পরে জ্ঞানাংশকে আত্মরূপে ধ্যান করিয়া নির্ব্বাণসুখ-সম্পদ্‌যুক্ত জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট করিলেন। অতঃপর তাদৃশ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনির্দ্দেশ্য অতর্ক্য স্বস্বরূপে অবস্থিত হইলেন ॥ ২৫-২৬ ॥

বিশ্বনাথ—গতিমেবাহ মন ইতি। অন্নময়ং হি সৌম্য মন ইতি শ্রুতের্মনসোঽনুবর্ত্তিত্বাদন্নশব্দবাচ্যায়াং পৃথিব্যাং ধারয়ন্ তাং পৃথ্বীং অদ্ভিরপ্সু ধারয়ন্ তা আপস্তেজসা তেজসি। তত্তেজ অনিলে তং বায়ুং খে। তচ্চ খং ভূতাদাবহঙ্কারে তঞ্চাহঙ্কারং মহাত্মনি মহত্তত্ত্বে তস্মিন্ তঞ্চ মহান্তং জ্ঞানকলাং জ্ঞানকলায়াং বিদ্যায়াং ধ্যাত্বা তয়ৈব বিদ্যয়া অজ্ঞানমবিদ্যাং বিনির্দ্দহন্ তাং বিদ্যাঞ্চ হিত্বা স্বেন ভাবেন স্বস্বরূপেণ তস্থৌ। কীদৃশেন নির্ব্বাণসুখস্য সম্পদ্‌যত্র তেন ॥ ২৫-২৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং ।
নবমে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই গতিই স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—'মনঃ' ইত্যাদি। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—হে সৌম্য! মনই অন্নময়। রাজা হরিশ্চন্দ্র মনের অনুবর্ত্তিত্বহেতু অন্নশব্দবাচ্য পৃথিবীতে মন ধারণ করিলেন, অর্থাৎ তাহার সহিত এক করিলেন। তারপর সেই পৃথিবীকে জলের সহিত, জলকে তেজের সহিত, তেজকে বায়ুর সহিত, বায়ুকে আকাশের সহিত, আকাশকে অহঙ্কারের সহিত এবং সেই অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বের সহিত এক করিয়া তন্মধ্যে জ্ঞানকলা অর্থাৎ জ্ঞানের অংশমাত্রের ধ্যান করিয়াছিলেন। তারপর জ্ঞানের ঐ অংশ বিদ্যাতে ধ্যান করিয়া, সেই বিদ্যার দ্বারাই অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যাকে দগ্ধ করিয়া সেই বিদ্যাও পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ ভাবে অর্থাৎ স্বস্বরূপের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। কিরূপ স্বস্বরূপের? তাহাতে বলিতেছেন—নির্ব্বাণ সুখের সম্পদ্ যেখানে, তাহার সহিত (অর্থাৎ আত্মাকারে প্রকাশিত ধ্যানের বৃত্তিদ্বারা অজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া নির্ব্বাণসুখানুভূতিদ্বারা সেই জ্ঞানাংশেরও পরিহারপূর্ব্বক বন্ধনমুক্ত হইয়া

অনির্দ্দেশ্য ও অচিন্তনীয় স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।)॥ ২৫-২৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।৭ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধের সপ্তমাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

হরিতো রোহিতসুতশ্চম্পস্তস্মাদ্বিনির্ম্মিতা।
চম্পাপুরী সুদেবোঽতো বিজয়ো যস্য চাত্মজঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রোহিতবংশবর্ণনক্রমে তদ্বংশোদ্ভব সগররাজার উপাখ্যান তথা কপিলদেবের আক্ষেপে সগরসন্তানগণের নিধনবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে।

রোহিতপুত্র হরিত, হরিত হইতে চম্প—চম্পাপুরী-নির্ম্মাতা, চম্প হইতে সুদেব, তাহা হইতে বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভরুক হইতে বৃক, এবং বৃক হইতে বাহুকের উৎপত্তি হয়। বাহুক শত্রুগণকর্ত্তৃক উত্যক্ত হইয়া ভার্য্যাসহ বনগমন করেন। তথায় তাঁহার দেহ-ত্যাগ-কালে পত্নী সহমৃতা হইতে গেলে মহর্ষি ঔর্ব্ব তাঁহাকে গর্ভবতী জানিয়া তৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন। সপত্নীগণ ঈর্ষাবশে তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য অন্ন সহিত 'গর' অর্থাৎ বিষ ভক্ষণ করান। তাহাতে গর সহিত পুত্র প্রসূত হইল বলিয়া তাঁহার নাম হইল 'সগর'। সগর রাজা মহর্ষি ঔর্ব্বের বাক্যে তালজঙ্ঘ, যবন, শক, হৈহয় এবং বর্ব্বর প্রভৃতি জাতিগণের প্রাণবধ না করিয়া তাহাদিগকে বিকৃতবেশী করিয়া দেন। সগররাজা মহর্ষি ঔর্ব্বের পরামর্শে অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। যজ্ঞীয় অশ্ব ইন্দ্রকর্ত্তৃক অপহৃত হয়। সুমতি ও কেশীনী নাম্নী সগরপত্নীদ্বয়ের মধ্যে সুমতিপুত্রগণ অশ্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত অবনীতল খনন আরম্ভ করেন, তাঁহাদের কৃত খাতই পরে সাগরে পরিণত হয়। পরিশেষে তাঁহারা অবনীতলে সমাধি-মগ্ন বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ কপিলদেবের অনতিদূরে যজ্ঞীয় অশ্ব দেখিয়া কপিলদেবকেই অশ্বাপহর্ত্তা স্থির করিবার দুর্বুদ্ধি করায় সকলেই স্ব স্ব শরীরাগ্নিতেজে ভস্মীভূত হন। অনন্তর কেশিনীপুত্র অসমঞ্জস, তাঁহার পুত্র অংশুমান অশ্বানুসন্ধান ও পিতৃব্যগণের উদ্ধার সাধনার্থ নিযুক্ত হইয়া ক্রমে ভগবান্ কপিল-সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং তথায় যজ্ঞীয় অশ্ব ও ভস্মরাশি দেখিতে পাইলেন। অংশুমান শ্রীভগবান্ কপিলদেবের স্তব করিয়া তাঁহার প্রভাব গান করিলে কপিলদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াও অংশু-মানকে সাকাঙ্ক্ষ দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া কপিল দেব অংশুমানকে তাঁহার পিতৃগণের সদ্গতিপ্রদানার্থ গঙ্গোদক দ্বারা তর্পণোপদেশ করিলেন। অতঃপর অংশুমান্ ভগবান্‌কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্ব-সহ সগরসমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সগররাজা যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া অংশুমানের হস্তে রাজ্যভার সম-র্পণ পূর্ব্বক ঔর্ব্বোপদিষ্ট মার্গানুসরণে অনুত্তমা গতি লাভ করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। রোহিতসুতঃ (রোহিতস্য সুতঃ) হরিতঃ (অভূৎ) তস্মাৎ (হরিতাৎ) চম্পঃ (তন্নামকঃ পুত্রঃ জাতঃ তেন) চম্পাপুরী বিনির্ম্মিতা, অতঃ (চম্পাৎ) সুদেবঃ (অভূৎ) যস্য চ (সুদেবস্য) আত্মজঃ (পুত্রঃ) বিজয়ঃ (তন্নামকোঽভূৎ) ॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—রোহিতের পুত্র হরিত, হরিত হইতে চম্প নামক তৎপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, এই চম্প চম্পাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চম্প হইতে সুদেব জন্মলাভ করেন, সুদেবের পুত্র বিজয় ॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টমে সগরঃ সম্রাট্ তৎপুত্রাঃ কপিলাগসা।
দগ্ধাস্তস্ত প্রসাদ্যাশ্বমংশুমাননয়ৎ পুরীম্ ॥ ০॥

বিনির্ম্মিতা চম্পাপুরী যেনেতি শেষঃ। অতশ্চম্পাৎ সুদেবঃ ॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টম অধ্যায়ে মহারাজ সগরের চরিত, কপিলদেবের নিকট অপরাধে তাঁহার পুত্রগণের বিনাশ এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া অংশুমান্ যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া পুরীতে আগমন করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০॥

'বিনির্ম্মিতা,—রোহিতপুত্র চম্প চম্পানগরী প্রতিষ্ঠা করেন। 'অতঃ'—চম্প হইতে সুদেব জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১॥

ভরুকস্তৎসুতস্তস্মাদ্বৃকস্তস্যাপি বাহুকঃ।
সোঽরিভির্হৃতভূ রাজা সভার্য্যো বনমাবিশৎ ॥ ২॥

অন্বয়ঃ—ভরুকঃ তৎসুতঃ (তস্য বিজয়স্য সুতঃ) তস্মাৎ (ভরুকাৎ) বৃকঃ (তন্নামকসুতঃ) তস্য (বৃকস্য) অপি বাহুকঃ (তন্নামকসুতঃ অভূৎ) অরিভিঃ (শত্রুভিঃ) হৃতভূঃ (হৃতরাজ্যঃ) সঃ রাজা (বাহুকঃ) সভার্য্যঃ (ভার্য্যয়া সহিতঃ) বনম্ আবিশৎ (প্রবিষ্টঃ) ॥ ২॥

অনুবাদ—বিজয়ের পুত্র ভরুক, ভরুক হইতে বৃক উৎপন্ন হন, বৃকের পুত্র বাহুক। শত্রুগণ বাহুকের রাজ্য অপহরণ করায় তিনি সস্ত্রীক বনে প্রবিষ্ট হন ॥ ২॥

বৃদ্ধং তং পঞ্চতাং প্রাপ্তং মহিষ্যনুমরিষ্যতী।
ঔর্ব্বেণ জানতাত্মানং প্রজাবন্তং নিবারিতা ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—বৃদ্ধং পঞ্চতাং প্রাপ্তং (মৃতং) তং (বাহুকম্) অনুমরিষ্যতী (সহমরণোদ্যতা) মহিষী (তৎপত্নী) আত্মানং (মহিষীদেহং) প্রজাবন্তং (সগর্ভং) জানতা (অবগচ্ছতা) ঔর্ব্বেণ (তন্নামকেন ঋষিণা) নিবারিতা (সহমরণাৎ বাধিতা অভূৎ) ॥ ৩॥

অনুবাদ—বৃদ্ধ হইলে বাহুক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহার স্ত্রী অনুমৃতা হইতে উদ্যত হইতেছেন এমন সময় ঔর্ব্বমুনি তাঁহাকে সগর্ভা জানিয়া সহমৃতা হইতে নিষেধ করিলেন ॥ ৩॥

বিশ্বনাথ—ঔর্ব্বেণ ঋষিণা আত্মানং মহিষ্যা দেহং প্রজাবন্তং সগর্ভম্ ॥ ৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঔর্ব্বেণ'—রাজা বাহুক বৃদ্ধ বয়সে দেহত্যাগ করিলে, মহর্ষি ঔর্ব্ব তাঁহার মহিষীকে গর্ভবতী জানিয়া সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন ॥ ৩॥

আজ্ঞায়াস্যৈ সপত্নীভির্গরো দত্তোঽন্ধসা সহ।
সহ তেনৈব সঞ্জাতঃ সগরাখ্যো মহাযশাঃ।
সগরশ্চক্রবর্ত্ত্যাসীৎ সাগরো যৎসুতৈঃ কৃতঃ ॥ ৪॥

অন্বয়ঃ—সপত্নীভিঃ (গর্ভম্) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) অন্ধসা (অন্নেন) সহ অস্যৈ (মহিষ্যৈ) গরঃ (বিষং) দত্তঃ তেন (গরেণ) সহ এব সগরাখ্যঃ (সগরনামকঃ) মহাযশাঃ (মহাকীর্ত্তিঃ) সুতঃ সঞ্জাতঃ (সঃ) সগরঃ চক্রবর্ত্তী (সার্ব্বভৌমঃ সম্রাট্) আসীৎ (বভুব) যৎসুতৈঃ (যস্য সগরস্য সুতৈঃ) সাগরঃ (সমুদ্রঃ) কৃতঃ (রচিতঃ) ॥ ৪॥

অনুবাদ—বাহুক-পত্নীর সপত্নীগণ তাঁহাকে গর্ভবতী জানিয়া অন্নের সহিত বিষপ্রদান করেন। তাহাতে সেই বিষসহ জাত বলিয়া সগর—এই নামে মহাযশস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সার্ব্বভৌম সম্রাট্ হইয়াছিলেন। এই সগরের পুত্রগণকর্তৃক সমুদ্র রচিত হইয়াছিল ॥ ৪॥

বিশ্বনাথ—অন্ধসা অন্নেন সহ ॥ ৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্ধসা'—অন্নের সহিত, অর্থাৎ এই মহিষীর সপত্নীগণ তাঁহাকে অন্নের সহিত

গর (বিষ) প্রদান করেন। সেই গর অর্থাৎ বিষের সহিতই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া 'সগর' নামে প্রসিদ্ধ হন ॥ ৪ ॥

যস্তালজঙ্ঘান্ যবনান্ শকান্ হৈহয়বর্ব্বরান্।
নাবধীদ্‌গুরুবাক্যেন চক্রে বিকৃতবেশিনঃ ॥ ৫ ॥
মুণ্ডান্ শ্মশ্রুধরান্ কাংশ্চিন্মুক্তকেশার্দ্ধমুণ্ডিতান্।
অনন্তর্বাসসঃ কাংশ্চিদবহির্বাসসোঽপরান্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (সগরঃ) গুরুবাক্যেন (ঔর্ব্ববচনেন) তালজঙ্ঘান্ যবনান্ শকান্ হৈহয় বর্ব্বরান্ (হৈহয়ান্ বর্ব্বরান্ চ) ন অবধীৎ (ন বিনাশয়ামাস পরন্তু) কাংশ্চিৎ (পূর্ব্বোক্তেষু ধর্ম্মিষু কান্ অপি) মুণ্ডান্ (মুণ্ডিতমস্তকান্ তথা) শ্মশ্রুধরান্ (শ্মশ্রুধারিণঃ) কাংশ্চিৎ (কান্ অপি) মুক্তকেশার্দ্ধমুণ্ডিতান (মুক্তকেশান্ অর্দ্ধমুণ্ডিতান্ চ) কাংশ্চিৎ (কান্ অপি) অনন্তর্বাসসঃ (অন্তর্বাসঃশূন্যান্ বহির্বাসোযুক্তান) অপরান্ (কান্ অপি) অবহির্বাসসঃ (বহির্বসনহীনান্ অন্তর্বসনমাত্রাশ্রিতান্ এবং) বিকৃতবেশিনঃ (বিরূপবেশধরান্) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—সগর গুরু ঔর্ব্ব ঋষির বাক্যে তালজঙ্ঘ, যবন, শক, হৈহয় ও বর্ব্বর-জাতীয় ব্যক্তিগণের প্রাণ নাশ করেন নাই পরন্তু তাহাদের মধ্যে কোন জাতিকে মস্তক মুণ্ডিত করিয়া শ্মশ্রুধারী, কোন জাতিকে মুক্তকেশ ও অর্দ্ধমুণ্ডিত, কোন জাতিকে অন্তর্বাস বিহীন কেবল বহির্বাসধারী, কোন জাতীকে বহির্বাসশূন্য কেবল অন্তর্বাসধারী করিয়াছিলেন ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—তালজঙ্ঘাদ্যা জাতিবিশেষাঃ। গুরোরৌর্ব্বস্য বাক্যেন, বিকৃতবেষেণ এবাহ মুণ্ডানিত্যাদি ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তালজঙ্ঘান্'—তালজঙ্ঘ, যবন প্রভৃতি জাতিবিশেষ। 'গুরুবাক্যেন'—রাজা সগর নিজ গুরু ঔর্ব্বের নির্দ্দেশ বাক্যানুসারে ইহাদিগকে বধ না করিয়া বিকৃতবেশধারী করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—'মুণ্ডান্' কোন জাতিকে মুণ্ডিতমস্তক অথচ শ্মশ্রুধারী করিয়াছিলেন ইত্যাদি ॥৫-৬॥

সোঽশ্বমেধৈরযজত সর্ব্ববেদসুরাত্মকম্।
ঔর্ব্বোপদিষ্টযোগেন হরিমাত্মানমীশ্বরম্।
তস্যোৎসৃষ্টং পশুং যজ্ঞে জহারাশ্বং পুরন্দরঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (সগরঃ) ঔর্ব্বোপদিষ্টযোগেন (ঔর্ব্বেণ উপদিষ্টঃ যঃ যোগঃ উপায়ঃ তেন) অশ্বমেধৈঃ (তদ্‌যজ্ঞৈঃ) সর্ব্ববেদসুরাত্মকং (সর্ব্বেষাং বেদানাং সুরাণাঞ্চ আত্মস্বরূপম্) আত্মানম্ (অন্তর্য্যামিণম্) ঈশ্বরং হরিম্ অযজত (আরাধিতবান্) পুরন্দরঃ (ইন্দ্রঃ) তস্য (সগরস্য) যজ্ঞে উৎসৃষ্টং (নিবেদিতং) পশুম্ অশ্বং জহার (অপহৃতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সগর ঔর্ব্বমুনির উপদিষ্ট উপায়দ্বারা অশ্বমেধযজ্ঞে সর্ব্ববেদ ও সুরদিগের আত্মস্বরূপ অন্তর্য্যামী ঈশ্বর শ্রীহরিকে আরাধনা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সগরের যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশু ও অশ্ব হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

সুমত্যাস্তনয়া দৃপ্তাঃ পিতুরাদেশকারিণঃ।
হয়মন্বেষমাণাস্তে সমন্তান্ন্যখনন্মহীম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্য সুমতিঃ কেশিনীতি ভার্য্যাদ্বয়ম্ আসীৎ, তত্র সুমত্যাঃ পুত্রাণাং প্রভাবং মৃত্যুঞ্চ আহ) পিতুঃ (সগরস্য) আদেশকারিণঃ (আজ্ঞাপালকাঃ) দৃপ্তাঃ (বলগর্ব্বিতাঃ) সুমত্যাঃ (তন্নাম্ন্যা ভার্য্যায়াঃ) তনয়াঃ (পুত্রাঃ) তে (সর্ব্বে) হয়ম্ (অশ্বম্) অন্বেষমাণাঃ (সন্তঃ) সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) মহীং (ভূমিং) ন্যখনৎ (খনিতবন্তঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—(সগরের কেশিনী ও সুমতি নাম্নী দুই ভার্য্যা ছিলেন) পিতা সগরের আদেশ পালনে রত হইয়া বলমদান্বিত সুমতি-তনয়গণ সকলেই অশ্ব অন্বেষণ করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবীকে খনন করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য দ্বে ভার্য্যে সুমতিঃ কেশিনী চ। তত্র সুমত্যাঃ পুত্রাণাং প্রভাবং মৃত্যুঞ্চাহ ষড়্ভিঃ ॥৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহারাজ সগরের সুমতি ও কেশিনী নামে দুই ভার্য্যা ছিলেন। তন্মধ্যে সুমতির পুত্রগণের প্রভাব ও মৃত্যু বলিতেছেন ছয়টি শ্লোকে ॥ ৮ ॥

প্রাগুদীচ্যাং দিশি হয়ং দদৃশুঃ কপিলান্তিকে।
এষ বাজিহরশ্চৌর আস্তে মীলিতলোচনঃ ॥ ৯ ॥
হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইতি ষষ্টিসহস্রিণঃ।
উদায়ুধা অভিযযুরুন্মিমেষ তদা মুনিঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) প্রাগুদীচ্যাং (ঐশাণ্যাং) দিশি কপিলান্তিকে (কপিলমুনিসমীপে তে) হয়ম্ (অশ্বং) দদৃশুঃ (দৃষ্টবন্তঃ) এষঃ বাজিহরঃ (অশ্বাপহারী) চৌরঃ মীলিতলোচনঃ (মুদ্রিতনয়নঃ) আস্তে পাপঃ (অয়ং পাপাচারী) হন্যতাং হন্যতাং (সত্বরং বিনাশ্যতাম্) ইতি (এবমুক্ত্বা) উদায়ুধাঃ (উদ্যতাস্ত্রাঃ) ষষ্টিসহস্রিণঃ (ষষ্টিসহস্রসংখ্যকাঃ সগরসুতাঃ) অভিযযুঃ (বধার্থং মুনেরভিমুখং গতাঃ) তদা (তস্মিন্ কালে) মুনিঃ (কপিলঃ) উন্মিমেষ (নয়নদ্বয়ম্ উন্মীলিতবান্) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উত্তর পূর্ব্বদিকে কপিলমুনিসমীপে ঐ অশ্বকে দেখিতে পাইলেন। 'এই ব্যক্তিই অশ্বাপহরণকারী, নয়ন মুদ্রিত করিয়া অবস্থান করিতেছে, এই ব্যক্তি পাপাচারী, ইহাকে বিনাশ কর'—এই বলিয়া অস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক ষষ্টি সহস্র সগরপুত্র মুনির অভিমুখে ধাবমান হইল। তখন মুনি নয়নদ্বয় উন্মীলন করিলেন ॥ ৯-১০ ॥

স্বশরীরাগ্নিনা তাবন্মহেন্দ্রহৃতচেতসঃ।
মহদ্ব্যতিক্রমহতা ভস্মসাদভবন্ ক্ষণাৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) মহেন্দ্রহৃতচেতসঃ (মহেন্দ্রেণ ইন্দ্রেণ হৃতং চেতঃ জ্ঞানং যেষাং তাদৃশাঃ অতএব তেষাং মহাজনলঙ্ঘনমিতি ভাবঃ) মহদ্ব্যতিক্রমহতাঃ (মহাজনলঙ্ঘনদোষেণ হতাঃ তে) স্বশরীরাগ্নিনা (স্বশরীরস্থেন তৃতীয়মহাভূতেন অগ্নিনৈব) তাবৎ ক্ষণাৎ (ক্ষণকাল মধ্যে) ভস্মসাৎ অভবন্ ॥১১॥

অনুবাদ—ইন্দ্রপ্রভাবে সগরপুত্রদিগের বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছিল। মহদতিক্রম দোষে তাহারা নিজ শরীরস্থিত মহদপরাধ-জন্য বর্দ্ধমান অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ হইল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—স্বশরীরেষ্বেব যোঽগ্নিস্তৃতীয়ং মহাভূতং তেনৈব মহদপরাধাদতিবর্দ্ধমানেন দগ্ধাঃ। মহেন্দ্রেণেন্দ্রেণৈব এষ চৌর ইতি বিজ্ঞাপনাৎ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বশরীরাগ্নিনা'—নিজেদের শরীরের অভ্যন্তরে তৃতীয় মহাভূত যে অগ্নি বর্ত্তমান, তাহাই মহতের অপরাধহেতু বর্দ্ধিত হইয়া সগরপুত্রগণকে দগ্ধ করিয়াছিল। 'মহেন্দ্রহৃতচেতসঃ'—দেবরাজ ইন্দ্রই—কপিলমুনি অশ্বহরণ করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া রাজপুত্রগণের মতিভ্রম ঘটাইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

ন সাধুবাদো মুনিকোপভর্জিতা
নৃপেন্দ্র পুত্রা ইতি সত্ত্বধামনি।
কথং তমো রোষময়ং বিভাব্যতে
জগৎপবিত্রাত্মনি খে রজো ভুবঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(কেচিত্তু কপিলস্য কোপাগ্নিনা দগ্ধা ইতি বর্ণয়ন্তি তন্নিরাকরোতি) নৃপেন্দ্রপুত্রাঃ (নৃপেন্দ্রস্য সগরস্য পুত্রাঃ) মুনিকোপভর্জিতাঃ (মুনেঃ কপিলস্য কোপেন এব ভর্জিতাঃ দগ্ধা) ইতি (এবং) সাধুবাদঃ (যুক্তিযুক্তঃ বাদঃ বাক্যং) ন (ন ভবতি যতঃ) জগৎপবিত্রাত্মনি (জগতঃ পবিত্রঃ শুদ্ধিকরঃ আত্মা যস্য তস্মিন্) সত্ত্বধামনি (শুদ্ধসত্ত্বঃমূর্ত্তৌ কপিলমুনৌ) রোষময়ং (ক্রোধরূপং) তমঃ (তমোগুণং) কথং (কেন প্রকারেণ) বিভাব্যতে (সম্ভাব্যতে, কথমপি ন সম্ভাবনীয়মিত্যর্থঃ অসম্ভাবনায়াং দৃষ্টান্তঃ) খে (আকাশে) ভুবঃ রজঃ (পার্থিবং ধূলিজাতং মুনিরয়ং কথং বিভাব্যতে, খমিদং কোপীত্যরজস্বলমিব মুনিরয়ং জ্ঞানামেবোক্তিরিত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—(কেহ বলেন যে, তাহারা কপিলের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে।) সগরতনয়গণ কপিলমুনির ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিল, এই বাক্য যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা জগৎপবিত্রকারী শুদ্ধসত্ত্বময়মূর্ত্তিতে ক্রোধরূপ তমঃ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? নির্ম্মল আকাশে কি পার্থিব ধূলি থাকিতে পারে? ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র কপিলস্য কোপং বদন্তোঽজ্ঞা এবেত্যাহ। নেতি মুনিকোপভর্জিতা ইতি ন সাধূনাং বাদঃ কিন্ত্বসাধূনামজ্ঞানামেবেত্যর্থঃ। যতঃ সত্ত্বধামনি শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তৌ জগদপি পবিত্রং দর্শনাদিনা যতস্তথাভূত আত্মা দেহো যস্য তস্মিন্। তমঃ কথং

বিভাব্যতে সংভাব্যতে। অসম্ভাবনায়াং দৃষ্টান্তঃ ভুবো রজঃ খে কথং সংভাব্যতে। খমিদং রজস্বলমিব মুনিরয়ং কোপীত্যজ্ঞানামেবোক্তিরিত্যর্থঃ ।।১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সগর রাজার পুত্রগণ কপিলমুনির ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন—এরূপ অজ্ঞজনই বলিয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'মুনিকোপভর্জ্জিতাঃ', মুনির কোপে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, ইহা সাধুগণের বাক্য নহে, কিন্তু অজ্ঞজনের জল্পনামাত্র, এই অর্থ। যেহেতু 'সত্ত্বধামনি'—যাঁহার আত্মা দর্শনাদির দ্বারা জগৎকে পবিত্র করে, বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি সেই কপিল মুনির মধ্যে কিরূপে 'রোষময়ং তমঃ'—ক্রোধময় তামসভাবের সম্ভাবনা করা যাইতে পারে? অসম্ভাবনাবিষয়ে দৃষ্টান্ত—'খে ভুবো রজঃ', যেরূপ আকাশে পার্থিব ধূলিরাশির অস্তিত্ব সম্ভাবনা করা যায় না। এই আকাশ পার্থিব ধূলিরাশিযুক্ত—এরূপ বাক্যের ন্যায় কপিল মুনি কোপী (ক্রোধী), ইহা অজ্ঞজনেরই উক্তি—এই অর্থ ।। ১২ ।।

———

যস্যেরিতা সাংখ্যময়ী দৃঢ়েহ নৌ-
র্যয়া মুমুক্ষুস্তরতে দুরত্যয়ম্।
ভবার্ণবং মৃত্যুপথং বিপশ্চিতঃ
পরাত্মভূতস্য কথং পৃথঙ্মতিঃ ।। ১৩ ।।

অন্বয়ঃ—(অপি চ) যস্য (যেন) ইহ (সংসারে) সাংখ্যময়ী (সাংখ্যরূপা) দৃঢ়া (লোকোদ্ধারসমর্থা) নৌঃ (তরণিঃ) ঈরিতা (প্রবর্ত্তিতা) মুমুক্ষুঃ (মুক্তিমিচ্ছুঃ জনঃ) যয়া (সাংখ্যময্যা নাবা) দুরত্যয়ং (দুষ্পারং) মৃত্যুপথং (মৃত্যুমার্গং) ভবার্ণবং (সংসারসমুদ্রং) তরতে (উত্তীর্ণো ভবতি তস্য) বিপশ্চিতঃ (সর্ব্বজ্ঞস্য) পরাত্মভূতস্য (পরমাত্মস্বরূপস্য মুনেঃ) পৃথঙ্মতিঃ (অরিমিত্রাদি-ভেদদৃষ্টিঃ) কথং (কেন প্রকারেণ সম্ভবেৎ) ।। ১৩ ।।

অনুবাদ—পরন্তু তিনি ইহলোকে সাংখ্যরূপা সুদৃঢ়া নৌকা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মুমুক্ষুগণ সেই তরণির সাহায্যে দুষ্পার মৃত্যুপথ ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মস্বরূপ মুনির শত্রুমিত্রাদি ভেদদৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হইবে? ১৩ ।।

বিশ্বনাথ—যস্য ঈরিতা যেন প্রবর্ত্তিতা তস্য বিপশ্চিতঃ সর্ব্বজ্ঞস্য পৃথঙ্মতিঃ প্রাকৃতী মতিঃ, পরমাত্মনো হি মতিঃ পরমাত্মরূপৈব স্যাদিত্যর্থঃ ।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্য ঈরিতা'—যিনি ইহলোকে সাংখ্যরূপা সুদৃঢ়া নৌকার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, 'বিপশ্চিতঃ'—সেই সর্ব্বত্র সমদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের কিরূপে 'পৃথঙ্মতিঃ'—প্রাকৃতী মতি হইতে পারে? 'পরাত্মভূতস্য'—পরমাত্মার মতি পরমাত্মরূপাই হইয়া থাকে, এই অর্থ ।। ১৩ ।।

———

যোঽসমঞ্জস ইত্যুক্তঃ স কেশিন্যা নৃপাত্মজঃ।
তস্য পুত্রোঽংশুমান্নাম পিতামহহিতে রতঃ ।। ১৪ ।।

অন্বয়ঃ—(তদেবং সুমত্যাঃ পুত্রেষু মৃতেষু কেশিন্যাঃ পৌত্রেনাশ্বঃ সমানীতঃ পিতৃব্যোদ্ধরণপ্রযত্নশ্চ কৃত ইতি দর্শয়িতুমাহ) যঃ অসমঞ্জসঃ ইতি উক্তঃ (অজ্ঞৈঃ কথিতঃ, বস্তুতস্তু সমঞ্জস এব) সঃ (অসমঞ্জসঃ) নৃপাত্মজঃ (নৃপস্য সগরস্য আত্মনঃ দেহাৎ জাতঃ) কেশিন্যাঃ (সুতঃ) তস্য (অসমঞ্জসস্য) অংশুমান্ নাম পুত্রঃ পিতামহহিতে (সগরস্য হিতানুষ্ঠানে) রতঃ (আসক্তঃ আসীৎ) ।। ১৪ ।।

অনুবাদ— সগরতনয়দিগের মধ্যে যিনি অসমঞ্জস নামে কথিত হইতেন, তিনি কেশিনীর গর্ভজাত সগরতনয়। এই কেশিনী তনয়ের নাম অংশুমান নামক পুত্র সর্ব্বদা পিতামহের মঙ্গলানুষ্ঠানে রত থাকিতেন ।। ১৪ ।।

বিশ্বনাথ—নৃপস্য সগরস্যাত্মজো যোঽন্যোঽসমঞ্জস ইত্যুক্তঃ স কেশিন্যাঃ পুত্রঃ ।। ১৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৃপাত্মজঃ'—সগরের যে অন্য পুত্র 'অসমঞ্জস' নামে উক্ত হন, তিনি কেশিনীর গর্ভজাত সন্তান ।। ১৪ ।।

———

অসমঞ্জস আত্মানং দর্শয়ন্নসমঞ্জসম্।
জাতিস্মরঃ পুরা সঙ্গাদ্‌যোগী যোগাদ্বিচালিতঃ ।।১৫।।
আচরন্ গর্হিতং লোকে জ্ঞাতীনাং কর্ম্ম বিপ্রিয়ম্।
সরয্বাং ক্রীড়তো বালান্ প্রাস্যদুদ্বেজয়ন্ জনম্ ।।১৬।।

অন্বয়ঃ—(তস্য কথামাহ) অসমঞ্জসঃ পুরা (পূর্ব্বজন্মনি) যোগী (সন্) সঙ্গাৎ (সঙ্গবশাৎ

হেতোঃ) যোগাৎ বিচালিতঃ (ভ্রংশিতঃ অভূৎ অতঃ ইদানীং) জাতিস্মরঃ (পূর্ব্বজন্মস্মৃতিযুক্তঃ সঃ সঙ্গ-পরিহারায়) আত্মানং (স্বম্) অসমঞ্জসং (যথার্থতঃ অসমঞ্জস ইতি নামানুরূপং দুরাত্মভাবযুক্তং) দর্শয়ন্ (প্রকটয়ন্) লোকে গর্হিতং (নিন্দিতং) জ্ঞাতীনাং (চ) বিপ্রিয়ম্ (অপ্রিয়ং) কর্ম্ম আচরন্ (কুর্ব্বন্) জনং (লোকম্) উদ্বেজয়ন্ (উদ্বেগং প্রাপয়ন্) ক্রীড়তঃ (ক্রীড়ারতান্ (বালান্ (বালকান্) সরয্বাং (তস্যাং নদ্যাং) প্রাস্যৎ (প্রাক্ষিপৎ) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—এই কেশিনীতনয় অসমঞ্জস পূর্ব্বজন্মে যোগী ছিলেন। অসৎসঙ্গে যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এই জন্মে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে দুষ্টাত্মা বলিয়া প্রকাশিত করিতে গিয়া লোকনিন্দিত ও জ্ঞাতিবর্গের অপ্রিয় আচরণ করিতেন এবং লোকের উদ্বেগ জন্মাইয়া ক্রীড়ারত বালক-দিগকে সরযু নদীতে নিক্ষিপ্ত করিতেন ॥ ১৫-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—পুরা পূর্ব্বজন্মনি গর্হিতং অচরন্নিতি সঙ্গপরিহারায়েত্যর্থঃ ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরা'—পূর্ব্বজন্মে অসমঞ্জস যোগী হইয়াও লোকসঙ্গবশতঃ যোগভ্রষ্ট হন। 'আচরন্'—এজন্মে জাতিস্মর হইয়া লোকমধ্যে গর্হিত কার্য্য ও জ্ঞাতিগণের অপ্রিয় আচরণ করিতেন, সঙ্গপরিহারের নিমিত্ত—এই অর্থ ॥ ১৫-১৬ ॥

———

এবংবৃত্তঃ পরিত্যক্তঃ পিত্রা স্নেহমপোহ্য বৈ ।
যোগৈশ্বর্য্যেণ বালাংস্তান্ দর্শয়িত্বা ততো যযৌ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—(অথ) এবংবৃত্তঃ (এতাদৃশদুরাচার-যুক্তঃ সঃ) পিত্রা (সগরেণ) স্নেহং (পুত্রবাৎসল্যং) অপোহ্য (ত্যক্ত্বা) বৈ পরিত্যক্তঃ (সন্) যোগৈশ্বর্য্যেণ (যোগলব্ধেন ঐশ্বর্য্যেণ) তান্ (সরয্বাং নিক্ষিপ্তান্ মৃতান্) বালান্ (বালকান্) দর্শয়িত্বা (রাজানং তৎপিত্রাদীংশ্চ প্রদর্শ্য) ততঃ (অযোধ্যাতঃ) যযৌ (গতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপ দুরাচারে রত হওয়ায়—অসমঞ্জস পিতৃস্নেহে বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত হইয়া যোগ-বিভূতিবলে সরযূ নদীতে নিক্ষিপ্ত মৃত বালকদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া রাজাকে ও সেই বালকদিগের পিতৃবর্গকে প্রদর্শন পূর্ব্বক অযোধ্যা হইতে গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥

———

অযোধ্যাবাসিনঃ সর্ব্বে বালকান্ পুনরাগতান্ ।
দৃষ্ট্বা বিসিস্মিরে রাজন্ রাজা চাপ্যন্বতপ্যত ॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! সর্ব্বে অযোধ্যা-বাসিনঃ বালকান্ (মৃতবালকান্) পুনঃ আগতান্ দৃষ্ট্বা বিসিস্মিরে (বিস্মিতা বভূবুঃ) রাজা চ (সগরঃ অপি) অন্বতপ্যত (পুত্রার্থম্ অনুতাপযুক্তঃ বভূব) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! অযোধ্যাবাসী সকলেই মৃত বালকগণের পুনরাগমন দর্শন করিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। সগরও পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

———

অংশুমাংশ্চোদিতো রাজ্ঞা তুরগান্বেষণে যযৌ ।
পিতৃব্যখাতানুপথং ভস্মান্তি দদৃশে হয়ম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) অংশুমান্ রাজ্ঞা (সগরেণ) তুরগান্বেষণে (অশ্বসন্ধানে) চোদিতঃ (প্রেরিতঃ সন্) পিতৃব্য খাতানুপথং (পিতৃব্যকৃতং খাতম্ অনু অনু-গতঃ যঃ পন্থাঃ তং) যযৌ (গতবান্ ততঃ) ভস্মান্তি (ভস্মসমীপে) হয়ম্ (অশ্বং) দদৃশে (দৃষ্টবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সগর-পৌত্র অংশুমানকে অশ্ব অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। অংশুমানের পিতৃব্যবর্গ যে পথে গমন করিয়া পৃথিবীখাত করিয়াছিলেন, অংশুমান সেই পন্থার অনুগমন করিয়া ভস্মসমীপে অশ্বকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অসমঞ্জসপুত্রোঽংশুমান্ পিতৃব্যখাতং অনু যঃ পন্থাস্তং অন্তি অন্তিকে ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অংশুমান্'—অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান্ (রাজা সগরকর্ত্তৃক অশ্বের অনুসন্ধানে প্রেরিত হইয়া) পিতৃব্যগণের খাতের পথে গমন-পূর্ব্বক ভস্মরাশির সমীপে যজ্ঞীয় অশ্বটিকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৯ ॥

———

তত্রাসীনং মুনিং বীক্ষ্য কপিলাখ্যমধোক্ষজম্ ।
অস্তৌৎ সমাহিতমনাঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো মহান্ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—মহান্ (সচ্চরিতঃ সঃ অংশুমান্) তত্র (রসাতলে অশ্বসমীপে) আসীনম্ (উপবিষ্টং) কপিলাখ্যং (কপিলনামকং) মুনিং (মুনিরূপম্) অধোক্ষজং (বিষ্ণুং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) প্রণতঃ (কৃত-প্রণামঃ) সমাহিতমনাঃ (সমাহিত চিত্তঃ) প্রাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলিঃ সন্) অস্তৌৎ (স্তবং কৃতবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—মহাত্মা অংশুমান্ তথায় অশ্বসমীপে উপবিষ্ট কপিলসংজ্ঞক মুনিকে অধোক্ষজ (অতীন্দ্রিয়) বিষ্ণুরূপে দর্শনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্থিরচিত্তে মুনির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

অংশুমানুবাচ—

ন পশ্যতি ত্বাং পরমাত্মনোঽজনো
ন বুধ্যতেঽদ্যাপি সমাধিযুক্তিভিঃ।
কুতোঽপরে তস্য মনঃশরীরধী-
বিসর্গসৃষ্টা বয়মপ্রকাশাঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অংশুমান্ উবাচ,—(হে ভগবন্ !) অজনঃ (অজঃ ব্রহ্মাপি) অদ্যাপি (ইদানীমপি) সমাধিযুক্তিভিঃ (সমাধিনা যুক্তিভিশ্চ) আত্মনঃ (স্বস্মাৎ) পরং (পরমেশ্বরং) ত্বাং ন পশ্যতি, ন বুধ্যতে (চ সমাধিনা অপি অপরোক্ষং ন পশ্যতি, যুক্তিভিঃ পরোক্ষমপি সম্যঙ্ ন বুধ্যতে ইত্যর্থঃ অতঃ) তস্য (ব্রহ্মণঃ) মনঃশরীরধীবিসর্গসৃষ্টাঃ (মনশ্চ শরীরঞ্চ ধীশ্চ সত্ত্ব-তমোরজঃকার্য্যাণি তাভির্বিবিধা যে দেবতীর্য্যঙ্‌নারাণাং সর্গাঃ তেষু সৃষ্টাঃ তত্রাপি) অপ্রকাশাঃ (অজ্ঞাঃ) বয়ং কুতঃ (কথং পশ্যামঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অংশুমান্ বলিলেন,—হে ভগবন্ ! ব্রহ্মা অদ্যাবধি সমাধি ও যুক্তিদ্বারা জীবতত্ত্বরূপ নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ আপনাকে দর্শন করিতে বা বুঝিতে সমর্থ হন নাই (অপরোক্ষজ্ঞান সমাধি দ্বারা দর্শন হয় না এবং যুক্তিদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানও সম্যক্‌রূপে হয় না) অন্যের কথা কি ? ব্রহ্মার মন, শরীর, বুদ্ধি, সত্ত্বরজস্তমোময় কর্ম্ম ও কর্ম্মদ্বারা দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি সৃষ্টি মধ্যে অজ্ঞ আমরা কি প্রকারে আপনাকে দেখিতে পাইব ? ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বদজ্ঞানাদপরাধিনঃ পূর্ব্বে দগ্ধা ইতি নাদ্ভুতমিত্যাহ—নেতি, আত্মনো জীবাৎ পরং ত্বাম্ অজনো ব্রহ্মাপি ন পশ্যতি নাপি বুদ্ধ্যতে। অপরে অর্ব্বাচীনা বয়ং কুতো বুদ্ধ্যামহে, মনরাদিভির্যে বিসর্গাঃ দেবাদিসর্গাস্তেষু সৃষ্টাঃ অপ্রকাশা অজ্ঞাঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমাতে অজ্ঞানবশতঃ অপরাধী সগরপুত্রগণ দগ্ধ হইয়াছেন—ইহা আশ্চর্য্য নহে, ইহাই বলিতেছেন—'ন পশ্যতি' ইত্যাদি। 'আত্মনঃ পরং'—জীব হইতে পরতত্ত্ব তোমাকে 'অজনঃ'—জন্মরহিত ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না, তাহাতে অর্ব্বাচীন আমরা কিরূপে তোমাকে জানিব ? 'বিসর্গসৃষ্টাঃ'—ব্রহ্মার মন, দেহ ও বুদ্ধিদ্বারা সৃষ্ট দেবতা, তির্য্যগাদি, তন্মধ্যে মনুষ্যরূপে সৃষ্ট 'অপ্রকাশাঃ'—অজ্ঞ আমরা তোমাকে কিরূপে অবগত হইব ? ২১ ॥

যে দেহভাজস্ত্রিগুণপ্রধানা
গুণান্ বিপশ্যন্ত্যুত বা তমশ্চ ।
যন্মায়য়া মোহিতচেতসস্ত্বাং
বিদুঃ স্বসংস্থং ন বহিঃপ্রকাশাঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(অপরে তর্হি কিং পশ্যন্তি তদেবাহ—) যে দেহভাজঃ (শরীরিণঃ তে) ত্রিগুণপ্রধানাঃ (ত্রিগুণা বুদ্ধিরেব প্রধানং যেষাং তাদৃশাঃ অতঃ) বহিঃপ্রকাশাঃ (বহিরেব প্রকাশো জ্ঞানং যেষাং তে তাদৃশাঃ অপি চ) যন্মায়য়া (যস্য তব মায়য়া) মোহিতচেতসঃ (মুগ্ধচিত্তাঃ সন্তঃ) স্বসংস্থং (স্বস্মিন্ সম্যক্ স্থিতমপি) ত্বাং ন বিদুঃ, (জানন্তি কিন্তু) গুণান্ (এব) বিপশ্যন্তি উত বা (অথবা ন গুণান্ অপি কিন্তু) তমঃ চ (তম এব কেবলং বিপশ্যন্তি, বুদ্ধিপরতন্ত্রতয়া জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ বিষয়ান্ পশ্যন্তি, সুষুপ্তৌ তু তমঃ এব কেবলং ন তু নির্গুণং ত্বামিত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আপনি স্বস্বরূপে সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করিতেছেন তথাপি দেহধারি জীব আপনার মায়ায় মুগ্ধচিত্ত হইয়া আপনাকে দেখিতে পায় না ; কেননা

তাহারা বাহ্যজ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদের বুদ্ধি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রধান, তাহারা কেবল গুণসমূহ অথবা কেবল তমঃ মাত্র দর্শন করে অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় বিষয় এবং সুষুপ্তিকাল কেবল তমঃ দর্শন করে, নির্গুণ আপনাকে দেখিতে পায় না ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—গুণান্ জাগরস্বপ্নয়োর্বিষয়ান্ পশ্যন্তি সুষুপ্তৌ তম এব কেবলং ন তু নির্গুণং ত্বাং, স্বস্মিন্নেব সম্যক্ তিষ্ঠতীতি স্বসংস্থং বহিপ্রকাশা বহির্জ্ঞানবন্তঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণান্ বিপশ্যন্তি'—ত্রিগুণ-প্রধান দেহধারী জীবগণ জাগরণ ও স্বপ্নকালে বিষয়-সমূহ এবং সুষুপ্তিকালে কেবলমাত্র তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞানই অনুভব করে, কিন্তু নির্গুণ, 'স্বসংস্থং'—নিজেতেই সম্যক্ অবস্থিত তোমাকে নহে, কারণ তাহারা 'বহিঃপ্রকাশাঃ'—বাহ্যবিষয়েই জ্ঞান আহরণ করে ॥ ২২ ॥

তং ত্বামহং জ্ঞানঘনং স্বভাব-
প্রধ্বস্তমায়াগুণভেদমোহৈঃ ।
সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভির্বিভাব্যং
কথং বিমূঢ়ঃ পরিভাবয়ামি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে ভগবন্) বিমূঢ়ঃ (অজ্ঞানঃ) অহং স্বভাব-প্রধ্বস্তমায়াগুণভেদমোহৈঃ (স্বতঃ এব প্রধ্বস্তৌ নিরস্তৌ মায়াগুণনিমিত্তৌ ভেদমোহৌ যৈঃ তৈঃ) সনন্দনাদ্যৈঃ মুনিভিঃ বিভাব্যং (বিচিন্ত্যং) জ্ঞানঘনং (শুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তিং) তং ত্বাং কথং (কেন প্রকারেণ) পরিভাবয়ামি (জ্ঞান বিষয়ীভূতং করিষ্যা-মীত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! যাঁহাদের মায়াগুণ-জনিত ভেদ মোহ স্বতঃই নিরস্ত (দূরীকৃত) হইয়াছে, সেই সনন্দন-প্রমুখ মুনিবৃন্দের চিন্তনীয়, শুদ্ধজ্ঞানময় মূর্ত্তি আপনাকে অজ্ঞ আমি কি প্রকারে চিন্তা করিব ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্বভাবত এব ন তু সাধনৈঃ প্রধ্বস্তৌ মায়াগুণনিমিত্তৌ ভেদমোহৌ যৈস্তৈঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বভাব-প্রধ্বস্ত' ইত্যাদি, স্বভাবতঃই, কিন্তু সাধনের দ্বারা নহে, বিনষ্ট হই-য়াছে মায়াগুণ রচিত ভেদজ্ঞান ও মোহ যাঁহাদের, সেই সনন্দনপ্রমুখ মুনিগণের ধ্যেয় জ্ঞানঘনস্বরূপ তোমাকে অজ্ঞ আমি কিরূপে চিন্তা করিব ? ২৩ ॥

প্রশান্তমায়াগুণকর্ম্মলিঙ্গ-
মনামরূপং সদসদ্বিমুক্তম্ ।
জ্ঞানোপদেশায় গৃহীতদেহং
নমামহে ত্বাং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্মাৎ হে) প্রশান্ত ! মায়াগুণ-কর্ম্মলিঙ্গং (মায়াগুণাঃ কর্ম্মাণি চ বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি লিঙ্গানি চ ব্রহ্মাদিরূপাণি যস্য তং) সদসদ্বিমুক্তং (সদসদ্ভ্যাং কার্য্যকারণাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং বা বিমুক্তম্ অতঃ) অনামরূপং (তৎকৃতনামরূপশূন্যং কিন্তু) জ্ঞানোপদেশায় (জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানম্ উপদেষ্টুম্ ইত্যর্থঃ) গৃহীতদেহং (কৃতশরীর-পরিগ্রহং) পুরাণং (সনাতনং) পুরুষং ত্বাং (কেবলং) নমামহে (নমামঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে প্রশান্ত ! মায়িক গুণ বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি গুণ, কর্ম্ম, ব্রহ্মাদি গুণময়রূপ আপনারই অথচ আপনি কার্য্য-কারণ অর্থাৎ গুণ ও গুণ-কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত সুতরাং মায়িক গুণযুক্ত নামরূপশূন্য, জ্ঞানোপদেশের নিমিত্ত আপনি শুদ্ধসত্ত্বময় মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন অতএব পুরাণপুরুষ আপ-নাকে আমরা নমস্কার করিতেছি ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রশান্তানি মায়াসম্বন্ধীনি গুণকর্ম্মলিঙ্গানি যতস্তম্ । তথৈব অনামরূপং মায়িকনামরূপরহিতম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রশান্ত-মায়া-গুণকর্ম্মলিঙ্গং'—প্রশান্ত অর্থাৎ তিরোহিত হইয়াছে মায়িক গুণ, সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্ম এবং ব্রহ্মাদি বিভিন্ন রূপ যাঁহা হইতে সেই তোমাকে। এইরূপ 'অনামরূপং'—প্রাকৃত নাম ও রূপ-রহিত তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ২৪ ॥

ত্বন্মায়ারচিতে লোকে বস্তুবুদ্ধ্যা গৃহাদিষু ।
ভ্রমন্তি কামলোভের্ষামোহবিভ্রান্তচেতসঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(স্বভাগ্যং শ্লাঘতে হে ভগবন্ !) কামলোভের্ষামোহ-বিভ্রান্তচেতসঃ (কামাদিভিঃ বিভ্রান্ত-চিত্তাঃ জনাঃ) ত্বন্মায়ারচিতে (তবৈব মায়য়া সৃষ্টে) লোকে (জগতি) গৃহাদিষু (গৃহ-দেহ-পুত্র-কলত্রাদিষু) বস্তুবুদ্ধ্যা (যথার্থবস্তুজ্ঞানেন) ভ্রমন্তি (বিচরন্তি আসক্তাঃ ভবন্তীত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! কাম, লোভ, ঈর্ষা ও মোহাদি দ্বারা যাহাদের চিত্ত ভ্রান্ত হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি আপনার জগতে গৃহদারপুত্রাদিতে বাস্তব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

———

অদ্য নঃ সর্ব্বভূতাত্মন্ কামকর্ম্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ।
মোহপাশো দৃঢ়শ্ছিন্নো ভগবংস্তব দর্শনাৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সর্ব্বভূতাত্মন্ ! (হে সর্ব্ব-ভূতাত্মান্তর্য্যামিন্ !) ভগবন্ ! অদ্য তব দর্শনাৎ (হেতোঃ) নঃ (অস্মাকং মম ইত্যর্থঃ) কামকর্ম্মে-ন্দ্রিয়াশয়ঃ (কামাদীনাম্ আশয়ঃ আশ্রয়ঃ) দৃঢ়ঃ (অনপনেয়ঃ, দুশ্ছেদ্য ইত্যর্থঃ) মোহপাশঃ (মোহ-বন্ধনং) ছিন্নঃ (খণ্ডিতঃ, ত্বৎপ্রসাদেন কৃতার্থোঽহ-স্মীত্যর্থঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বভূতাত্মান্তর্য্যামিন্ ! হে ভগবন্, অদ্য আপনার দর্শনে আমার কামকর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়-স্বরূপ দুশ্ছেদ্য মোহরূপ বন্ধন ছিন্ন হইল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—কামাদীনামাশয়ঃ আশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কামকর্ম্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ'—কামাদির আশয় বলিতে আশ্রয়, অর্থাৎ হে ভগবন্ ! অদ্য তোমার দর্শনে আমাদের কাম, কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়বর্গের আশ্রয়রূপ সুদৃঢ় মোহপাশ ছিন্ন হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্থং গীতানুভাবস্তং ভগবান্ কপিলো মুনিঃ।
অংশুমন্তমুবাচেদমনুগ্রাহ্য ধিয়া নৃপ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ ! ইত্থং গীতানুভাবঃ (অনেন প্রকারেণ কীর্ত্তিতমাহাত্ম্যঃ) ভগবন্ কপিলঃ মুনিঃ তম্ অংশুমন্তং ধিয়া (জ্ঞানেন) অনুগ্রাহ্য ইদম্ উবাচ (উক্তবান্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! এই প্রকারে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইলে ভগবান্ কপিল মুনি তাঁহাকে অংশু-মান্ জানিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক এইরূপ বলিতে লাগি-লেন ॥ ২৭ ॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—

অশ্বোঽয়ং নীয়তাং বৎস পিতামহপশুস্তব।
ইমে চ পিতরো দগ্ধা গঙ্গাম্ভোঽর্হন্তি নেতরৎ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) বৎস ! (হে অংশুমন্) তব পিতামহপশুঃ (পিতামহস্য পশুঃ যজ্ঞপশুঃ) অয়ম্ অশ্বঃ নীয়তাং (গৃহ্যতাম্), ইমে দগ্ধাঃ পিতরঃ (তব পিতরঃ পিতৃব্যাঃ ইত্যর্থঃ) গঙ্গাম্ভঃ (উদ্ধারার্থং গঙ্গাজলমেব) অর্হন্তি (অপেক্ষন্তে), ইতরৎ (তদ্ ভিন্নং বস্তন্তরং) ন (ন অর্হন্তি গঙ্গা-জলমেব তেষামুদ্ধারসমর্থং নেতরদ্ বস্তু ইত্যর্থঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বলিলেন,—হে অংশুমান্ ! তোমার পিতামহের যজ্ঞপশু এই অশ্ব গ্রহণ কর। তোমার ভস্মীভূত পিতৃব্যাদিগের উদ্ধারার্থ পাদোদকই উপযুক্ত, অন্য জল নহে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—নেতরদিতি নান্যথা নিস্তার ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
নবমস্যাষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে
নবমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী
টীকা সমাপ্তা

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নেতরৎ'—অন্যথা নিস্তার নাই, অর্থাৎ তোমার পিতৃব্যগণের উদ্ধারের জন্য একমাত্র গঙ্গাজলই উপযুক্ত, অন্য কোন বস্তু কার্য্য-সাধক নহে, এই অর্থ ॥ ২৮ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জনসম্মত অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।৮ ॥

———

তং পরিক্রম্য শিরসা প্রসাদ্য হয়মানয়ৎ ।
সগরস্তেন পশুনা যজ্ঞশেষং সমাপয়ৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ অংশুমান্) তং (কপিলং) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) শিরসা (অবনতশিরসা প্রণামেন ইত্যর্থঃ) প্রসাদ্য (প্রসন্নীকৃত্য) হয়ং (যজ্ঞাশ্বম্) আনয়ৎ (সগরসমীপম্ আনীতবান্ ততঃ) সগরঃ তেন পশুনা যজ্ঞশেষম্ (অবশিষ্টযজ্ঞং) সমাপয়ৎ (নিষ্পাদয়ামাস) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর অংশুমান্ কপিলকেও অবনত মস্তকে প্রণামপূর্ব্বক তদীয় সন্তোষ উৎপাদন করিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করিলেন। তাহার পর সগর সেই পশু দ্বারা অবশিষ্ট যজ্ঞকর্ম্ম সমাপ্ত করিলেন ॥ ২৯ ॥

রাজ্যমংশুমতে ন্যস্য নিস্পৃহো মুক্তবন্ধনঃ ।
ঔর্ব্বোপদিষ্টমার্গেণ লেভে গতিমনুত্তমাম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে সগরোপাখ্যানমষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(ততঃ সগরঃ) অংশুমতে রাজ্যং ন্যস্য (অর্পয়িত্বা) নিঃস্পৃহঃ (বিষয়বাসনাশূন্যঃ) মুক্তবন্ধনঃ (সন্) ঔর্ব্বোপদিষ্টমার্গেণ (ঔর্ব্বেণ উপদিষ্টেন উপায়েন) অনুত্তমাং (পরমাং) গতিং লেভে (প্রাপ্তঃ) ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—অনন্তর সগর অংশুমানকে রাজ্যসমর্পণ পূর্ব্বক বিষয়-বাসনাশূন্য ও মোহপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ঔর্ব্বমুনির উপদিষ্টপন্থায় পরমাগতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত ।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধের অষ্টমাধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত ।

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অংশুমাংশ্চ তপস্তেপে গঙ্গানয়নকাম্যয়া ।
কালং মহান্তং নাশক্নোত্ততঃ কালেন সংস্থিতঃ ॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে খট্বাঙ্গাবধি অংশুমানের বংশ ও ভগীরথের ভূতলে গঙ্গানয়ন বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে।

অংশুমানের পুত্র দিলীপ। তিনিও গঙ্গানয়নে অসমর্থ হইয়া যথাকালে দেহত্যাগ করেন। পরে তৎপুত্র ভগীরথ গঙ্গানয়নে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সুমহৎ তপস্যা করিলেন, তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া গঙ্গাদেবী তাঁহাকে দর্শন প্রদান পূর্ব্বক বর দিতে চাহিলে ভগীরথ পিতৃব্যগণের উদ্ধার প্রার্থনা জানাইলেন। গঙ্গাদেবী আকাশ হইতে ভূতলে যাইতে স্বীকৃতা হইলেন বটে কিন্তু কহিলেন,—কোন সমর্থ পুরুষকে তাঁহার বেগ ধারণ করিতে হইবে নতুবা তিনি রসাতলে যাইয়া পড়িবেন, আর পৃথিবীতে পাপীগণ আসিয়া তাঁহাতে যে পাপক্ষালন করিবে, তিনি সেই পাপ কোথায় প্রক্ষালন করিবেন, তাহারও একটী উপায় চিন্তনীয়। ভগীরথ কহিলেন,—শ্রীভগবান্ রুদ্রই তাঁহার বেগধারণে সমর্থ হইবেন, শুদ্ধ

ভক্তগণের হৃদয় সর্ব্ব-পাপনাশন শ্রীহরির বিহারস্থল, সুতরাং তাদৃশ ভক্তগণের অঙ্গসংস্পর্শে তাঁহার সমুদয় পাপ স্খলিত হইবে। ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে এইরূপ বলিয়া তপস্যা-দ্বারা রুদ্রের সন্তোষ বিধান করিলে আশুতোষ তুষ্ট হইয়া গঙ্গার বেগ ধারণ করিলেন। ভগীরথ ভস্মীভূত পিতৃব্যগণের স্থানে গঙ্গাদেবীকে লইয়া গেলেন। গঙ্গোদক স্পর্শমাত্র সগরসন্তানগণ বিধৌতকল্মষ হইয়া স্বর্গগমন করিলেন। এই ভগীরথের পুত্র শ্রুত, তৎপুত্র নাভ, তাঁহা হইতে সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপের পুত্র অযুতায়ু, তৎপুত্র ঋতুপর্ণ, ইনি নলের সখা, নলকে দ্যূতবিদ্যারহস্য দিয়া তাঁহার নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম, সর্ব্বকাম হইতে সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস—ইঁহার পত্নী মদয়ন্তী, ইনি কখনও কখনও মিত্রসহ, কখনও বা কল্মাষপাদ নামে অভিহিত হন। নিজ কর্ম্মদোষে বশিষ্ঠশাপে ইনি রাক্ষসভাব প্রাপ্ত হইয়া এক সময় সস্ত্রীক বনে বিচরণ করিতে করিতে রতিক্রীড়ারত কোন বনবাসী ব্রাহ্মণকে তাঁহার সাধ্বী পত্নীর অনেক অনুনয় বিনয়সত্ত্বেও ভক্ষণ করেন। বিপ্রপত্নী পতির সহগমন সময়ে নরপতি সৌদাসকে মিথুন হইতে তাঁহার মৃত্যু হইবে—এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন। দ্বাদশ বৎসরান্তে সৌদাস বশিষ্ঠ-শাপ মুক্ত হইলেও বিপ্রপত্নীর শাপে নিঃসন্তান রহিলেন। পরে তাঁহার অনুমতিক্রমে মহর্ষি বশিষ্ঠ তৎপত্নী মদয়ন্তীর গর্ভাধান করেন। মদয়ন্তী বহুকাল গর্ভধারণ করিয়াও প্রসূত হন না দেখিয়া বশিষ্ঠ অশ্মদ্বারা তাঁহার গর্ভ আহত করিতে একটি পুত্র প্রসূত হইল। ঐ পুত্রের নাম হইল অশ্মক। অশ্মক হইতে বালিকরাজার উৎপত্তি। ইনি স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া পরশুরামের কোপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন বলিয়া 'নারীকবচ' নামে অভিহিত হন। পৃথ্বী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে ইনিই ক্ষত্রবংশের মূল হইয়াছিলেন, এই জন্য ইঁহার নামান্তর 'মূলক', বালিক হইতে দশরথ, দশরথ হইতে ঐড়বিড়ি, ঐড়বিড়ি হইতে বিশ্বসহ ইঁহার পুত্র মহারাজ চক্রবর্ত্তী খট্বাঙ্গ। ইনি দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণের পক্ষ হইয়া অসুর বিজয় করায় দেবগণ ইঁহাকে বর দিতে চাহিলে ইনি তাঁহাদের নিকট পরমায়ুকাল জানিতে চাহেন। তাহাতে দেবগণের নিকট মুহূর্ত্তমাত্র পরমায়ুকাল জানিতে পারিয়া দেবগণ-প্রদত্ত বিমানযোগে শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং জাগতিক সমুদয় অনিত্য বিষয়ের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিয়া একমাত্র শ্রীহরির ভজনেই চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(যথা সগরঃ পৌত্রায় রাজ্যং দত্ত্বা তপস্তেপে তথা) অংশুমান্ চ (অংশুমান্ অপি স্বপুত্রায় রাজ্যং দত্ত্বা) গঙ্গানয়নকাম্যয়া (স্বপিতৃব্যগণোদ্ধারায় গঙ্গানয়নবাসনয়া) মহান্তং (দীর্ঘং) কালং (ব্যাপ্য) তপঃ তেপে (তপস্যাং চকার পরন্তু গঙ্গাম্ আনেতুং) ন অশক্লোৎ (ন সমর্থো বভূব) ততঃ (অতঃপরং) কালেন (কালবশাৎ) সংস্থিতঃ (মৃতঃ অভূৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—সগর যেরূপ নিজ পৌত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অংশুমানও সেইরূপ নিজ পুত্রের প্রতি রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া গঙ্গা-আনয়ন বাসনায় দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু গঙ্গা আনয়নে সমর্থ হন নাই পরে কালক্রমে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ভগীরথোহনয়দ্গঙ্গাং সৌদাসো রাক্ষসোহভবৎ।
হরিং মুহূর্ত্তাৎ খট্বাঙ্গঃ প্রাপেতি নবমে কথা ॥

যথা সগরঃ পৌত্রে রাজ্যং ন্যস্য তপস্তেপে, তথৈবাংশুমাংশ্চ দিলীপে স্বপুত্রে রাজ্যং ন্যস্য তপস্তেপে ইত্যর্থে চকারঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নবম অধ্যায়ে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, সৌদাসের রাক্ষসভাবপ্রাপ্তি এবং খট্বাঙ্গ মহারাজের মুহূর্ত্তকাল মধ্যে শ্রীহরির ধ্যানে তৎপ্রাপ্তি—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'অংশুমান্ চ'—যেরূপ মহারাজ সগর পৌত্রে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অংশুমান্‌ও নিজপুত্র দিলীপের উপর রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহা বুঝাইবার জন্য এখানে 'চ'-কার প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ১ ॥

দিলীপস্তৎসুতস্তদ্বদশক্তঃ কালমেযিবান্।
ভগীরথস্তস্য সুতস্তেপে স সুমহৎ তপঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তৎসুতঃ (অংশুমতঃ পুত্রঃ) দিলীপঃ (অপি) তদ্বৎ (তথা) অশক্তঃ (গঙ্গামানেতুং তপঃ কৃত্বাপি অসমর্থঃ সন্) কালং (মৃত্যুম্) এযিবান্ (প্রাপ্তঃ) তস্য (দিলীপস্য) সুতঃ সঃ (প্রসিদ্ধনামা) ভগীরথঃ (তদর্থং) সুমহৎ তপঃ তেপে (কৃতবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অংশুমানের পুত্র দিলীপ। তিনিও পিতার ন্যায় গঙ্গা আনয়নে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, অনন্তর দিলীপের পুত্র ভগীরথ গঙ্গা আনয়নার্থ সুমহতী তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—যথাংশুমান্ তদ্বৎ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্‌বৎ'—যেরূপ অংশুমান্ গঙ্গার আনয়নে অসমর্থ হইয়া কালগ্রস্ত হন, তদ্রূপ তৎপুত্র দিলীপও কৃতকার্য্য না হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনন্তর দিলীপ-পুত্র ভগীরথ গঙ্গার আনয়নের জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

দর্শয়ামাস তং দেবী প্রসন্না বরদাস্মি তে।
ইত্যুক্তঃ স্বমভিপ্রায়ং শশংসাবনতো নৃপঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) দেবী (গঙ্গাদেবী) তং (ভগীরথং প্রতি আত্মানং) দর্শয়ামাস। (তৎ সমীপে আবির্ব্বভূব ইত্যর্থঃ, অহং) তে (ত্বাং প্রতি) প্রসন্না (সন্তুষ্টা অতঃ) বরদা (বরদায়িনী) অস্মি (ভবামি) ইতি (এবং রূপং গঙ্গয়া) উক্তঃ (কথিতঃ), নৃপঃ (ভগীরথঃ) অবনতঃ (প্রণতঃ সন্) স্বম্ অভিপ্রায়ং (পূর্ব্বজোদ্ধরণরূপম্ অভিপ্রায়ং) শশংস (কথয়ামাস) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তাহার পর গঙ্গাদেবী ভগীরথ-সমীপে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া বর প্রদান করিবার জন্য আগমন করিলাম। গঙ্গাদেবী এইরূপ বলিলে রাজা ভগীরথ প্রণত হইয়া নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—দেবী গঙ্গা, স্বমভিপ্রায়ং পূর্ব্বজোদ্ধরণম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবী'—গঙ্গাদেবী প্রসন্না হইয়া ভগীরথকে দর্শনদান করিলেন। 'স্বমভিপ্রায়ং'—নিজ অভিপ্রায়, অর্থাৎ ভগীরথ পিতৃব্যগণের উদ্ধাররূপ নিজ অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন ॥ ৩ ॥

কোঽপি ধারয়িতা বেগং পতন্ত্যা মে মহীতলে।
অন্যথা ভূতলং ভিত্ত্বা নৃপ যাস্যে রসাতলম্ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—(গঙ্গা আহ,—গগনাৎ) মহীতলে পতন্ত্যাঃ (পতনশীলায়াঃ) মে (মম) বেগং (প্রবাহং) কঃ অপি (কশ্চিৎ সমর্থোজনঃ) ধারয়িতা (ধারয়িষ্যতি হে) নৃপ! অন্যথা (বেগস্য ধারণং বিনা অহং) ভূতলং ভিত্ত্বা রসাতলং (পাতালং) যাস্যে (যাস্যামি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—(গঙ্গাদেবী বলিলেন,—) আমি আকাশ হইতে পৃথ্বীতলে পতিত হইবার কালে কোন সমর্থবান্ ব্যক্তি আমার বেগ ধারণ করিবেন নতুবা আমি পৃথ্বীতল ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিব ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কোঽপীতি গঙ্গোক্তিঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কোঽপি'—কে আমার বেগ ধারণ করিবেন ? —ইহা গঙ্গাদেবীর উক্তি ॥ ৪ ॥

কিঞ্চাহং ন ভুবং যাস্যে নরা ময্যামৃজন্ত্যঘম্।
মৃজামি তদঘং ক্বাহং রাজংস্তত্র বিচিন্ত্যতাম্ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! কিঞ্চ (অপি চ) অহং ভুবঃ (ভূতলং) ন যাস্যে (ন গন্তুম্ ইচ্ছামীত্যর্থঃ যতঃ) নরাঃ (মানবাঃ) ময়ি অঘং (পাপম্) আমৃজন্তি (ক্ষালয়িষ্যন্তি) অহং তৎ অঘং (পাপং) ক্ব (কুত্র) মৃজামি (ক্ষালয়িষ্যামি) তত্র (তস্মিন্ বিষয়ে উপায়ঃ) বিচিন্ত্যতাং (নির্ণীয়তাম্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! আমি কিন্তু পৃথিবীতে যাইতে ইচ্ছা করি না, কেননা মনুষ্যসকল আমাতে পাপ-প্রক্ষালন করিবে সেই পাপ আমি কোথায় প্রক্ষালন করিব তাহার উপায় বিশেষরূপে চিন্তা করুন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—আমৃজন্তি ক্ষালয়িষ্যন্তি তত্রোপায়ং বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ -'আমৃজন্তি'—আমি পৃথিবীতে গমন করিলে সকল লোক আমার জলে নিজ পাপ ক্ষালন করিবে, কিন্তু আমি সেই পাপ কোথায় ধৌত করিব, ইহার উপায় চিন্তা কর ॥ ৫ ॥

শ্রীভগীরথ উবাচ --

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগীরথঃ উবাচ,—(হে দেবি !) ন্যাসিনঃ শান্তাঃ (শুদ্ধান্তঃকরণাঃ) ব্রহ্মিষ্ঠাঃ (বেদ-বিচারদক্ষাঃ) লোকপাবনাঃ (জগৎপবিত্রকারিনঃ) সাধবঃ (শাস্ত্রীয়াচারনিরতাঃ) অঙ্গসঙ্গাৎ (স্নানাৎ) তে (তব) অঘং (পাপং) হরন্তি, (দূরীকরিষ্যন্তি যতঃ) তেষু (সাধুষু) অঘভিৎ (অঘং পাপং ভিনত্তি নাশয়তি ইতি অঘভিৎ পাপনাশনঃ) হরিঃ (শ্রীবিষ্ণুঃ) আস্তে হি (সততং প্রত্যক্ষতয়া বিরাজতে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগীরথ কহিলেন,—হে দেবি ! কর্ম্মফলে অনাসক্ত ভোগবাসনা-রহিত বিশুদ্ধচিত্ত বেদবিচারে সুনিপুণ জগৎপবিত্রকারী সদাচারসম্পন্ন সাধুগণ আপনার জলে স্নান করিয়া আপনার পাপ হরণ করিবেন। সাধুদিগের হৃদয়ে পাপনাশন শ্রীহরি সদা বিরাজমান ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অঙ্গসঙ্গাৎ স্নানাৎ, হরন্তি হরিষ্যন্তি, তেষাং তদঘং কো হরিষ্যতীতি চেৎ হরিরেব অঘ-ভিৎ। তেন হরিং বিনা তীর্থতপঃপ্রায়শ্চিত্তাদিভিঃ পাপং বস্তুতো ন নশ্যতীত্যজামিলোপাখ্যানোক্তঃ সিদ্ধান্তো দৃঢ়ীকৃতঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অঙ্গসঙ্গাৎ'—সাধুগণ আপ-নার জলে স্নান করিবার সময় গাত্রসঙ্গদ্বারা আপনার পাপ হরণ করিবেন। যদি বলেন—তাঁহাদের সেই পাপ কে হরণ করিবেন ? তাহাতে বলিতেছেন—শ্রীহরিই তাঁহাদের পাপ হরণ করিবেন, যেহেতু তিনি 'অঘভিৎ'—সর্ব্বপাপনাশক। ইহার দ্বারা শ্রীহরি ব্যতীত কোন তীর্থ, তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা বস্তুতঃ পাপ বিনষ্ট হয় না—এই অজামিল উপাখ্যা-নোক্ত সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত হইল ॥ ৬ ॥

ধারয়িষ্যতি তে বেগং রুদ্রস্ত্বাত্মা শরীরিণাম্।
যস্মিন্নোতমিদং প্রোতং বিশ্বং শাটীব তন্তুষু ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শরীরিণাং (দেহিনাম্) আত্মা (আত্ম-স্বরূপঃ) রুদ্রঃ (শঙ্করঃ) তু তে (তব) বেগং ধার-য়িষ্যতি, যস্মিন্ (ভগবতি) ইদং বিশ্বং তন্তুষু (তন্তু-সমূহে) শাটী ইব (বস্ত্রম্ ইব) ওতম্ (উর্দ্ধ্বতন্তুষু বস্ত্রমিব গ্রথিতং) প্রোতং (তির্য্যক্তন্তুষু বস্ত্রমিব গ্রথিতঞ্চ বর্ত্ততে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শাটী যেমন সূত্র মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান থাকে সেইরূপ এই বিশ্ব যাহাতে ওতপ্রোত-ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে সেই শরীরীদিগের অন্তর্য্যামী ঈশ্বর হইতে অভিন্ন শ্রীরুদ্রদেব আপনার বেগ ধারণ করিবেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—রুদ্র ইত্যধুনাপি ত্বং যস্য শিরসি তিষ্ঠস্যেবেতি ভাবঃ। যস্মিন্নিদং বিশ্বমোতং গ্রথিতম্ উর্দ্ধ্বতন্তুষু শাটীবৎ প্রোতঞ্চ তির্য্যক্তন্তুষু শাটীবেতি তস্যেশ্বরত্বং দর্শিতম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রুদ্রঃ'—শ্রীরুদ্রই আপনার বেগ ধারণ করিবেন, এখনও আপনি যাঁহার মস্তকে অবস্থান করিতেছেন, এই ভাব। যাঁহার মধ্যে এই বিশ্ব ওত-প্রোতভাবে গ্রথিত রহিয়াছে, যেমন উর্দ্ধ্ব ও তির্য্যক্ সূত্রসমূহের মধ্যে বস্ত্র ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান থাকে ; ইহার দ্বারা শ্রীরুদ্রদেবের ঈশ্বরত্ব দেখান হইল ॥ ৭ ॥

ইত্যুক্ত্বা স নৃপো দেবং তপসাতোষয়চ্ছিবম্।
কালেনাল্পীয়সা রাজংস্তস্যেশশ্চাশ্বতুষ্যত ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ নৃপঃ (ভগীরথঃ) ইতি উক্ত্বা তপসা দেবং শিবম্ অতোষয়ৎ। (সন্তুষ্টীকৃতবান্ হে) রাজন্ ! (হে পরীক্ষিৎ !) ঈশঃ চ (শিবো-ঽপি) অল্পীয়সা কালেন আশু (সত্বরং) তস্য (তং প্রতি) অতুষ্যত (তুষ্টো বভূব) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ভগীরথ এই কথা বলিয়া তপস্যা দ্বারা শ্রীরুদ্রদেবকে সন্তুষ্ট করিলেন। হে পরীক্ষিৎ শ্রীরুদ্রদেবও ভগীরথের প্রতি অতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

তথেতি রাজ্ঞাভিহিতং সর্ব্বলোকহিতঃ শিবঃ।
দধারাবোহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) সর্ব্বলোকহিতঃ (সর্ব্বলোক-কল্যাণকরঃ (শিবঃ) রাজ্ঞা (ভগীরথেন) অভি-হিতং গঙ্গাবেগধারণপ্রার্থনাবাক্যং) তথা (তথাস্তু) ইতি স্বীকৃত্য) অবহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্) হরেঃ পাদপূতজলাং (পাদস্পর্শেন পবিত্রজলবিশিষ্টাং) গঙ্গাং দধার (শিরসা ধৃতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—মহারাজ ভগীরথ শিবসন্নিধানে গঙ্গার বেগ ধারণার্থ প্রার্থনা করিলে শিবও "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং ভগবৎপাদপদ্মস্পর্শে পবিত্রীভূতা জলময়ী গঙ্গাদেবীকে একাগ্রচিত্তে মস্তকে ধারণ করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তথেতি যত্র যত্র গঙ্গা যাস্যতি তত্ত-লেহহমেবেতি মচ্ছিরস্যেব সা সুখেন যাত্বিত্যর্থঃ ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তথেতি'—ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন—'তাহাই হউক', অর্থাৎ যেখানে যেখানে গঙ্গাদেবী গমন করিবেন, তাঁহার তলদেশে আমিই থাকিব, আমারই মস্তকে অবস্থান করিয়া তিনি অনায়াসে গমন করুন, এই অর্থ। (এই বলিয়া শ্রীহরির পাদস্পর্শহেতু পবিত্রসলিলা গঙ্গাকে নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।) ॥ ৯ ॥

———

ভগীরথঃ স রাজর্ষির্নিন্যে ভুবনপাবনীম্।
যত্র স্বপিতৃণাং দেহা ভস্মীভূতাঃ স্ম শেরতে ॥১০॥

অন্বয়ঃ—সঃ রাজর্ষিঃ ভগীরথঃ যত্র (যস্মিন্ স্থানে) ভস্মীভূতাঃ স্বপিতৃণাং (পূর্ব্বপুরুষাণাং) দেহাঃ (শরীরাণি) শেরতে স্ম, (শয়ানাঃ স্থিতাঃ ইত্যর্থঃ তত্র) ভুবনপাবনীং (লোকপবিত্রতাজননীং গঙ্গাং) নিন্যে (নীতবান্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—রাজর্ষি ভগীরথ ভুবনপাবনী গঙ্গাকে যে স্থানে স্বীয় পুরুষদিগের দেহ ভস্মীভূত হইয়া পড়িয়াছিল তথায় লইয়া গেলেন ॥ ১০ ॥

———

রথেন বায়ুবেগেন প্রয়ন্তমনুধাবতী।
দেশান্ পুনন্তী নির্দগ্ধানাসিঞ্চৎ সগরাত্মজান্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(সা গঙ্গাদেবী) বায়ুবেগেন (শীঘ্র-গামিনা) রথেন প্রয়ন্তম্ (অগ্রে গচ্ছন্তং ভগীরথম্) অনুধাবতী (অনুগতা) দেশান্ পুনন্তী (পবিত্রীকুর্ব্বতী সতী) নির্দগ্ধান্ (ভস্মীভূতান্) সগরাত্মজান্ (সগরস্য পুত্রান্) আসিঞ্চৎ (অভিষিক্তবতী) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শীঘ্রগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক ভগীরথ অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, গঙ্গাদেবী তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সমগ্র দেশ পবিত্র করিতে করিতে ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষ ভস্মীভূত সগরাত্মজগণকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১১ ॥

———

যজ্জলস্পর্শমাত্রেণ ব্রহ্মদণ্ডহতা অপি।
সগরাত্মজা দিবং জগ্মুঃ কেবলং দেহভস্মভিঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—(প্রসঙ্গাদ্ গঙ্গামাহাত্ম্যমাহ,—) সগরা-ত্মজাঃ ব্রহ্মদণ্ডহতাঃ (ব্রহ্মণি স্বকৃতেন দণ্ডেন হতাঃ) অপি কেবলং দেহভস্মভিঃ (এব) যজ্জলস্পর্শমাত্রেণ (যস্যাঃ জলস্পর্শমাত্রেণ) দিবং (স্বর্গং) জগ্মুঃ (গতাঃ তাং শ্রদ্ধয়া সেবত ইতি শেষঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—মহদপরাধে বর্দ্ধমান নিজশরীরগত অগ্নিদ্বারাই ভস্মীভূত সগরপুত্রগণ কেবল দেহভস্মের দ্বারা যে গঙ্গার জল স্পর্শ মাত্রে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবা করিলে কি হয় তাহা বলা যায় না ॥ ১২ ॥

———

ভস্মীভূতাঙ্গসঙ্গেন স্বর্যাতাং সগরাত্মজাঃ।
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া দেবী সেবন্তে যে ধৃতব্রতাঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—সগরাত্মজাঃ ভস্মীভূতাঙ্গসঙ্গেন (ভস্মীভূতেন অঙ্গেন যঃ সঙ্গঃ তেন এব) স্বঃ (স্বর্গং) যাতাঃ (গতাঃ বভূবুঃ) যে (জনাঃ) ধৃতব্রতাঃ (গৃহীতনিয়মাঃ সন্তঃ) শ্রদ্ধয়া (ভক্ত্যা) দেবীং সেবন্তে (তেষাং) কিং পুনঃ (তেষাং স্বর্গগমনন্তু সুতরামেব ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ভস্মীভূত অঙ্গের দ্বারা যে গঙ্গার সেবা করিয়া সগরপুত্রগণ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, যে সকল ব্যক্তি ব্রতধারণপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে সেই

দেবীকে সেবা করেন তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ? ১৩ ॥

নহ্যেতৎ পরমাশ্চর্য্যং স্বর্ধুন্যা যদিহোদিতম্ ।
অনন্তচরণাম্ভোজপ্রসূতায়া ভবচ্ছিদঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অনন্তচরণাম্ভোজপ্রসূতায়াঃ (ভগবৎ-পাদপদ্ম বিনির্গতায়াঃ অতএব) ভবচ্ছিদঃ (সংসার-নাশিন্যাঃ) স্বর্ধুন্যাঃ (গঙ্গায়াঃ) যৎ (মাহাত্মম্) ইহ উদিতং (কথিতং) এতৎ হি পরমাশ্চর্য্যং (বিচিত্রং) ন (ন ভবতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—গঙ্গাদেবী ভগবান্ অনন্তদেবের পাদ-পদ্ম হইতে বিনির্গতা হইয়াছেন, সুতরাং সংসার-নাশিনী তদীয় মাহাত্ম্য যাহা কীর্ত্তিত হইল ইহা বিচিত্র নহে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ইহ যদুদিতং সগরাত্মজোদ্ধরণং পরম-ত্যাশ্চর্য্যং ম ভবতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইহ যদুদিতং'—শ্রীহরির পাদপদ্মপ্রসূতা, সংসারনাশিনী গঙ্গাদেবীর সগরপুত্র-গণের উদ্ধরণরূপ যে মাহাত্ম্য এখানে বর্ণিত হইল, তাহা বস্তুতঃ পরমাশ্চর্য্যজনক নহে ॥ ১৪ ॥

সন্নিবেশ্য মনো যস্মিন্ শ্রদ্ধয়া মুনয়োঽমলাঃ ।
ত্রৈগুণ্যং দুস্ত্যজং হিত্বা সদ্যো যাতাস্তদাত্মতাম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—(অনন্তস্য বিশেষণমাহ—) অমলাঃ (বিমল-চিত্তাঃ) মুনয়ঃ যস্মিন্ (অনন্তে) শ্রদ্ধয়াঃ মনঃ সন্নিবেশ্য (চিত্তং সমর্প্য) দুস্ত্যজং (দুষ্পরিহার্য্যং) ত্রৈগুণ্যং (দেহসম্বন্ধং) হিত্বা (সন্ত্যজ্য) সদ্যঃ তদাত্ম-তাং (তস্যৈকান্তিকত্বং) যাতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—(অনন্তমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতেছে) ভোগচিন্তাশূন্য বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণ অনন্তদেবে চিত্ত-সন্নিবিষ্ট করিয়া দুস্ত্যজ ত্রিগুণাত্মক দেহসম্বন্ধ পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অনন্তদেবের তাদাত্ম্য অর্থাৎ ভগবৎ সাধর্ম্য্য লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মিন্ননন্তে ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্মিন্'—এই অনন্ত শ্রীহরিতে (চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া শুদ্ধচরিত মুনিগণ দুস্ত্যজ দেহসম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্যই তাঁহার ঐকান্তিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন) ॥ ১৫ ॥

শ্রুতো ভগীরথাজ্জজ্ঞে তস্য নাভোঽপরোঽভবৎ ।
সিন্ধুদ্বীপস্ততস্তস্মাদযুতায়ুস্ততোঽভবৎ ॥ ১৬ ॥
ঋতুপর্ণো নলসখো যোঽশ্ববিদ্যাময়ান্নলাৎ ।
দত্ত্বাক্ষহৃদয়ঞ্চাস্মৈ সর্ব্বকামস্তু তৎসুতঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভগীরথাৎ শ্রুতঃ (তন্নামকঃ পুত্রঃ) জজ্ঞে, (জাতঃ) তস্য (শ্রুতস্য সুতঃ) অপরঃ (অন্যঃ পূর্ব্বোক্তং নাভং বিনা অন্যঃ) নাভঃ অভবৎ (জাতঃ), ততঃ (নাভাৎ) সিন্ধুদ্বীপঃ (অভবৎ), তস্মাৎ (সিন্ধু-দ্বীপাৎ) অযুতায়ুঃ (অভবৎ), ততঃ (অযুতায়ুষঃ) নলসখঃ (নলরাজস্য সখা) ঋতুপর্ণঃ অভবৎ, যঃ (ঋতুপর্ণঃ) অস্মৈ (নলায়) অক্ষহৃদয়ং (দ্যূত-বিদ্যারহস্যং) দত্ত্বা (শিক্ষয়িত্বা) চ নলাৎ অশ্ববিদ্যাম্ (অশ্বপরিচালন-রক্ষণাদিবিদ্যাম্) অয়াৎ (প্রাপ্তঃ বভূব), সর্ব্বকামঃ তু তৎসুতঃ (তস্য ঋতুপর্ণস্য সুতঃ জাতঃ) ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ—ভগীরথ হইতে শ্রুত উৎপন্ন হন। শ্রুতের পুত্র নাভ, এই নাভ পূর্ব্বোক্ত নাভ হইতে ভিন্ন। তদনন্তর নাভ হইতে সিন্ধুদ্বীপ এবং সিন্ধুদ্বীপ হইতে অযুতায়ু, অযুতায়ু হইতে নলরাজার সুহৃদ ঋতুপর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। এই ঋতুপর্ণ নলরাজাকে শিক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহার (নলরাজার) নিকট হইতে অশ্বপরিচালনাদি বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম ॥ ১৬-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অয়াৎ যা প্রাপণে প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। অক্ষহৃদয়ং দ্যূতবিদ্যারহস্যং, অস্মৈ নলায় ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অয়াৎ'—প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 'যা' ধাতু প্রাপ্তি অর্থে। 'অক্ষহৃদয়ং'—দ্যুতবিদ্যার রহস্য, 'অস্মৈ'—নলকে, (অর্থাৎ ঋতুপর্ণ নল-রাজাকে অক্ষক্রীড়ার রহস্য শিক্ষাদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা লাভ করেন।) ॥ ১৬-১৭ ॥

ততঃ সুদাসস্তৎপুত্রো মদয়ন্তীপতির্নৃপঃ ।
আহুর্মিত্রসহং যং বৈ কল্মাষাঙ্ঘ্রিমুত ক্বচিৎ ।
বশিষ্ঠশাপাদ্রক্ষোঽভূদনপত্যঃ স্বকর্ম্মণা ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (সর্ব্বকামাৎ) সুদাসঃ (অভূৎ), তৎপুত্রঃ (তস্য সুদাসস্য পুত্রঃ সৌদাসঃ) নৃপঃ মদয়ন্তীপতিঃ (মদয়ন্ত্যাঃ পতিঃ আসীৎ জনাঃ) যং (সৌদাসং) বৈ মিত্রসহং (তন্নামকং) আহুঃ (কথয়ন্তি), উত কুচিৎ (কদাচিৎ) কল্মাষাঙ্ঘ্রিং (তন্নামকঞ্চ আহুঃ). স্ব কর্ম্মণা (নিজ কর্ম্মহেতুনা) অনপত্যঃ (অপুত্রকঃ সঃ) বশিষ্ঠশাপাৎ রক্ষঃ (রাক্ষসঃ) অভূৎ (বভূব) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বকাম হইতে সুদাস উৎপন্ন হন, সুদাসপুত্র রাজা সৌদাস মদয়ন্তীর স্বামী ছিলেন। এই সৌদাসকে লোকে মিত্রসহ এবং কখন বা কল্মাষপাদ বলিত। ইনি নিজ কর্ম্মদোষে নির্ব্বংশ এবং বশিষ্ঠ-শাপে রাক্ষস হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

———

শ্রীরাজোবাচ—

কিং নিমিত্তো গুরোঃ শাপঃ সৌদাসস্য মহাত্মনঃ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ কথ্যতাং ন রহো যদি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা (শ্রীপরীক্ষিৎ) উবাচ,—(হে ব্রহ্মন্) মহাত্মনঃ সৌদাসস্য গুরোঃ (বশিষ্ঠস্য) শাপঃ কিং নিমিত্তঃ (কেন হেতুনা জাতঃ) এতৎ (তৎনিমিত্তং) বেদিতুম্ ইচ্ছামঃ (জ্ঞাতুমভিলষামঃ) যদি ন রহঃ (তৎ ন গোপনীয়ম্ অস্মাকং শ্রবণাযোগ্যং ন ভবেৎ তদা) কথ্যতাং (ভবতা বর্ণ্যতাম্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! মহাত্মা সৌদাসের গুরু বশিষ্ঠ তাঁহাকে কি জন্য শাপ প্রদান করিলেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। যদি গোপনীয় না হয় তাহা হইলে বর্ণনা করুন ॥ ১৯ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

সৌদাসো মৃগয়াং কিঞ্চিচ্চরন্ রক্ষো জঘান হ।
মুমোচ ভ্রাতরং সোঽথ গতঃ প্রতিচিকীর্ষয়া ॥২০॥
সঞ্চিন্তয়ন্নঘং রাজ্ঞঃ সূদরূপধরো গৃহে।
গুরবে ভোক্তুকামায় পক্ত্বা নিন্যে নরামিষম্ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ, –(কদাচিৎ) সৌদাসঃ মৃগয়াং চরন্ (কুর্ব্বন্) কিঞ্চিৎ রক্ষঃ (কিঞ্চিৎ রাক্ষসং) জঘান হ (নিহতবান্, তস্য রাক্ষসস্য) ভ্রাতরং মুমোচ, (পরিত্যক্তবান্ ন জঘান ইত্যর্থঃ) অথ (অনন্তরং) সঃ (রাক্ষসভ্রাতা) গতঃ (পলায্য গতঃ সন্) প্রতিচিকীর্ষয়া (ভ্রাতৃবধপ্রতিকারেচ্ছয়া) অঘম্ (অনিষ্টং) চিন্তয়ন্ রাজ্ঞঃ (সৌদাসস্য) গৃহে সূদরূপধরঃ (পাচকরূপেন বর্ত্তমানঃ সন্ কদাচিৎ) ভোক্তুকামায় (ভোজনাভিলাষিণে) গুরবে (বশিষ্ঠায়) নরামিষং (মনুষ্যমাসং) পক্ত্বা নিন্যে (প্রদত্তবান্) ॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—কোন সময়ে সৌদাস মৃগয়া করিতে করিতে কোন এক রাক্ষসকে বধ করেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দেন। তাহার পর সেই রাক্ষসের ভ্রাতা ভ্রাতৃবধ-প্রতিকার বাসনায় রাজার অনিষ্ট চিন্তা করিয়া তদ্‌গৃহে পাচকরূপে অবস্থান করিতে লাগিল। একদিন ভোজনাভিলাষী গুরু বশিষ্ঠ রাজগৃহে আগমন করিলে ঐ পাচকরূপী রাক্ষসভ্রাতা তাঁহাকে নরমাংস রন্ধনপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিল ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চিদ্রক্ষঃ কঞ্চিদ্রাক্ষসং জঘান, তস্য ভ্রাতরং মুমোচ। স ভ্রাতা রাজ্ঞো যঃ সূদঃ পাচকস্তদ্রূপধরঃ ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কিঞ্চিৎ রক্ষঃ'—এক সময়ে সৌদাস মৃগয়ায় যাইয়া একটি রাক্ষসকে বধ করেন, কিন্তু তাহার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দেন, তখন সেই রাক্ষস ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া, 'রাজ্ঞঃ সূদরূপধরঃ'—রাজার যে সূদ বলিতে পাচক, তাহার রূপ ধারণ করিয়া (অর্থাৎ পাচকরূপে) রাজার গৃহে অবস্থান করিতেছিল ॥ ২০-২১ ॥

———

পরিবেক্ষ্যমাণং ভগবান্ বিলোক্যাভক্ষ্যমঞ্জসা।
রাজানমশপৎ ক্রুদ্ধো রক্ষো হ্যেবং ভবিষ্যসি ॥২২॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী বশিষ্ঠঃ) অঞ্জসা (দিব্যদৃষ্ট্যা) পরিবেক্ষ্যমাণং (ভোজনার্থং বিভাজ্য দীয়মানং তৎ) অভক্ষ্যং (নরমাংসত্বেন ভক্ষণানর্হং) বিলোক্য (জ্ঞাত্বা) ক্রুদ্ধঃ (সন্) এবং (নরমাংসব্যবহারেণ ত্বং) রক্ষঃ (রাক্ষসঃ) ভবিষ্যসি হি (নিশ্চিতম্ ইতি) রাজানং (সৌদাসম্) অশপৎ (অভিশপ্তবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যোগ বিভূতিশালী বশিষ্ঠ দিব্যচক্ষে অভক্ষ্যদ্রব্য পরিবেশিত হইতেছে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এই নরমাংস ব্যবহার-দোষে "তুমি রাক্ষস হও"—এই বলিয়া রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অভক্ষ্যং নরমাংসম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভক্ষ্যং'—নরমাংস (বশিষ্ঠদেব দিব্যদৃষ্টিবলে অক্ষভ্য নরমাংস পরিবেশিত হইতেছে জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে রাজাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন ।) ॥ ২২ ॥

রক্ষঃকৃতং তদ্বিদিত্বা দ্বাদশবার্ষিকম্ ।
সোঽপ্যপোঽঞ্জলিমাদায় গুরুং শপ্তুং সমুদ্যতঃ ॥২৩
বারিতো মদয়ন্ত্যাপো রুশতীঃ পাদয়োর্জহৌ ।
দিশঃ খমবনীং সর্ব্বং পশ্যন্ জীবময়ং নৃপঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ বশিষ্ঠঃ) তৎ (নরমাংস-প্রদানকর্ম্ম) রক্ষঃকৃতং (রাক্ষসেনৈব কৃতং তু রাজ্ঞা ইতি) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা নিরপরাধস্য রাজ্ঞঃ শাপপ্রদান-রূপম্ আত্মদোষম্ অপনেতুং) দ্বাদশবার্ষিকং (তদাখ্যং প্রায়শ্চিত্তং) চক্রে (কৃতবান্) সঃ (সৌদাসঃ) অপি অপঃ অঞ্জলিং (জলাঞ্জলিম্) আদায় (গৃহীত্বা) গুরুং (বশিষ্ঠং) শপ্তুম্ (অভিশপ্তুং) সমুদ্যতঃ (চেষ্টিতঃ সন্) মদয়ন্ত্যা (স্বভার্য্যয়া) বারিতঃ (নিবারিতো ভূত্বা) নৃপঃ (সৌদাসঃ) দিশঃ খম্ (আকাশম্) অবনীং (পৃথিবীম্ এতৎ) সর্ব্বং (স্থানং) জীবময়ং পশ্যন্ রুশতীঃ (মন্ত্রপূতত্বেন তীক্ষ্ণাঃ) অপঃ (অঞ্জলিজলং) পাদয়োঃ (স্বস্যৈব পদদ্বয়ে) জহৌ (নিক্ষিপ্তবান্ নান্যত্র জীবহত্যাভয়া-দিতি ভাবঃ, এবম্ অনেন মিত্রসহত্বং দর্শিতং মিত্রস্য কলত্রস্য বাচঃ সহনাৎ) ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বশিষ্ঠ—'এই কার্য্য রাক্ষসের, পরন্তু রাজার নহে'—ইহা জানিতে পারিয়া নিরপরাধ রাজার প্রতি শাপ প্রদানরূপ নিজ দোষ দূর করিবার জন্য দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত করিলেন । রাজা সৌদাসও জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক গুরু বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তৎপত্নী মদয়ন্তী তাঁহাকে নিষেধ করিলেন । তখন তিনি দশদিক্, আকাশ, পৃথিবী—এই সকল স্থান জীবময় দর্শন করিতে করিতে সেই মন্ত্রপুত জলাঞ্জলি নিজ পদদ্বয়ে নিক্ষিপ্ত করিলেন । (কলত্রের বাক্যগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম মিত্রসহ হয়) ॥ ২৩-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বজ্ঞতয়া রক্ষসৈব কৃতং ন তু রাজ্ঞেতি বিমৃশ্য তৎ শপনং দ্বাদশবার্ষিকং চক্রে । সোঽপি সৌদাসোঽপি । রুশতীঃ ক্রোধাগ্নিরূপাঃ স্বপাদয়োরেব নান্যত্র দিগাদীনাং দাহ-প্রসঙ্গাৎ । এতেন কল্মাষপাদত্বং মিত্রসহত্বঞ্চ দর্শিতং, মিত্রস্য কলত্রস্য বাচঃ সহনাৎ ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বাদশবার্ষিকং'— পশ্চাৎ বশিষ্ঠদেব সর্ব্বজ্ঞতাহেতু রাক্ষসই ঐ নরমাংস দিয়াছে, রাজার কোন দোষ নাই জানিতে পারিয়া পূর্ব্বোক্ত শাপকে দ্বাদশবর্ষমাত্র স্থায়ী করিয়াছিলেন । 'সোঽপি'—রাজা সৌদাসও হাতে জল লইয়া বশিষ্ঠকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে পত্নী মদয়ন্তী বারণ করায়, 'রুশতীঃ'—ক্রোধাগ্নিরূপ সেই জল নিজ পদযুগলেই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, অন্যথা দিক্, সমূহ দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল । ইহার দ্বারা তিনি 'কল্মাষপাদ' অর্থাৎ যাহার পদযুগল কল্মাষ বলিতে মিশ্রিত নানাবর্ণবিশিষ্ট এবং পত্নীর বাক্য সহ্য করায় 'মিত্রসহ' নামে অভিহিত হন ॥ ২৩-২৪ ॥

রাক্ষসং ভাবমাপন্নঃ পাদে কল্মাষতাং গতঃ ।
ব্যবায়কালে দদৃশে বনৌকোদম্পতী দ্বিজৌ ॥ ২৫॥

অন্বয়ঃ—(এবং সঃ) রাক্ষসং ভাবম্ আপন্নঃ (প্রাপ্তঃ সঃ) পাদে (পাদযুগলাবচ্ছেদে) কল্মাষতাং (কৃষ্ণবর্ণতাং) গতঃ (প্রাপ্তঃ, এবং রাক্ষসত্বে কল্মাষাঙ্ঘ্রিত্বে চ কারণমুক্ত্বা স্বকর্ম্মণানপত্য ইতি যদুক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি সঃ কদাচিৎ) ব্যবায়কালে (রতি-কালে রতিক্রীড়াসক্তৌ ইত্যর্থঃ) দ্বিজৌ বনৌকো-দম্পতী (বনম্ ওকো নিবাসঃ যয়োঃ তৌ বনৌকসৌ চ তৌ দম্পতী চ) দদৃশে (দৃষ্টবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে সৌদাস রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়া পদে কল্মাষতা (কৃষ্ণবর্ণতা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । (এই কারণে তিনি কল্মাষপাদ নামে অভিহিত হইতেন) । এই কল্মাষপাদ কোন সময়

রতিক্রীড়াসক্ত বনবাসী ব্রাহ্মণ দম্পতী দেখিতে পাইয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ —বনৌকসৌ চ তৌ দম্পতী চেতি তৌ পৃথক্ পদপাঠে সলোপ আর্ষঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ —'বনৌকোদম্পতী'—বনে ওক অর্থাৎ অবস্থান যাহাদের তাদৃশ দম্পতী, এখানে পৃথক্ পদপাঠে 'স'-লোপ আর্ষ, অর্থাৎ বনবাসী ব্রাহ্মণদম্পতীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৫ ॥

ক্ষুধার্ত্তো জগৃহে বিপ্রং তৎপত্ন্যাহাকৃতার্থবৎ ।
ন ভবান্ রাক্ষসঃ সাক্ষাদিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ ॥২৬॥
মদয়ন্ত্যাঃ পতির্বীর নাধর্ম্মং কর্ত্তুমর্হসি ।
দেহি মেঽপত্যকামায়া অকৃতার্থং পতিং দ্বিজম্ ॥২৭

অন্বয়ঃ—(তদা সঃ) ক্ষুধার্ত্তঃ (সন্) বিপ্রং (ব্রাহ্মণং) জগৃহে (গৃহীতবান্), তৎপত্নী (বিপ্রপত্নী) অকৃতার্থবৎ (দীনবৎ তম্) আহ (উক্তবান্, হে) বীর ! ভবান্ সাক্ষাৎ (বস্তুতঃ) রাক্ষসঃ ন (পরন্তু) ইক্ষ্বাকূণাম্ (ইক্ষ্বাকুবংশীয়ানাং মধ্যে) মহারথঃ (মহাবীরঃ) মদয়ন্ত্যাঃ পতিঃ (ভবতি অতঃ) অধর্ম্মং কর্ত্তুং ন অর্হসি (ন সমর্থঃ ভবসি তস্মাৎ) অপত্যকামায়াঃ (সন্তানার্থিন্যাঃ) মে (মম) অকৃতার্থম্ (অসমাপ্তরতিং) পতিং দ্বিজং দেহি (প্রত্যর্পয়) ॥ ২৬-২৭ ॥

অনুবাদ—তখন রাক্ষসভাবাপন্ন সৌদাস ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ দম্পতী মধ্যে ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ পত্নী দীনার ন্যায় সৌদাসকে বলিতে লাগিল—হে বীর ! আপনি বস্তুতঃ রাক্ষস নহেন কিন্তু ইক্ষ্বাকুবংশীয় দিগের মধ্যে মহাবীর মদয়ন্তীর পতি অতএব আপনার এতাদৃশ অধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নহে, আমি সন্তানার্থিনী, আমার পতি এই ব্রাহ্মণকে প্রত্যর্পণ করুন, ইহার রতিক্রীড়া এখন সমাপ্ত হয় নাই ॥ ২৬-২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অকৃতার্থম্ অসমাপ্তরতিম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ —'অকৃতার্থং'—আমার পতিরও রতিক্রীড়া সমাপ্ত হয় নাই, অতএব আপনি এই ব্রাহ্মণ পতিকে প্রদান করুন ॥ ২৬-২৭ ॥

দেহোঽয়ং মানুষো রাজন্ পুরুষস্যাখিলার্থদঃ ।
তস্মাদস্য বধো বীর সর্ব্বার্থবধ উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! (হে) বীর ! অয়ং মানুষঃ দেহঃ (মানব-শরীরং) পুরুষস্য (জীবস্য) অখিলার্থদঃ (সকলপুরুষার্থপ্রদঃ ভবতি) তস্মাৎ (হেতোঃ) অস্য (মানুষদেহস্য) বধঃ (বিনাশঃ) সর্ব্বার্থবধঃ (সর্ব্বপুরুষার্থ-বিনাশঃ ইতিঃ) উচ্যতে (কথ্যতে শাস্ত্রজ্ঞৈরিতিশেষঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ –হে রাজন্ ! হে বীর ! এই মনুষ্য-দেহ জীবের সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদ, সেই জন্য মনুষ্যদেহের বিনাশ সর্ব্বপুরুষার্থ বিনাশ বলিয়া কথিত হয় ॥২৮॥

এষ হি ব্রাহ্মণো বিদ্বাংস্তপঃশীলগুণান্বিতঃ ।
আরিরাধয়িষুর্ব্রহ্ম মহাপুরুষসংজ্ঞিতম্ ।
সর্ব্বভূতাত্মভাবেন ভূতেষ্বন্তর্হিতং গুণৈঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ —বিদ্বান্ (শাস্ত্রজ্ঞঃ) তপঃশীলগুণান্বিতঃ (তপ-আদিভিঃ যুক্তঃ) এষ ব্রাহ্মণঃ হি সর্ব্ব-ভূতাত্মভাবেন (সর্ব্বভূতানাম্ অন্তর্য্যামিরূপেণ) ভূতেষু (স্থিতমতি) গুণৈঃ (দৃষ্টনিষ্ঠৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ হেতুভিঃ) অন্তর্হিতম্ (অদৃশ্যম্) মহাপুরুষসংজ্ঞিতং ব্রহ্ম আরিরাধয়িষুঃ (আরাধয়িতুম্ ইচ্ছুঃ ভবতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—এই ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ এবং তপঃশীল ও গুণবান্, ইনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামিরূপে নিখিল ভূত-মধ্যে অবস্থিত হইয়াও প্রত্যক্ষবাদীর গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত নেত্রের অগোচর মহাপুরুষ ব্রহ্মকে আরা-ধনা করিতে অভিলাষী ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—গুণৈর্দৃষ্টনিষ্ঠৈঃ সত্ত্বাদিভির্হেতুভিঃ অন্তর্হিতমদৃশ্যম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণৈঃ'—প্রাকৃত সত্ত্বাদি-গুণের দ্বারা অদৃশ্য মহাপুরুষ সংজ্ঞক ব্রহ্মবস্তুর আরাধনা করিতে এই ব্রাহ্মণ অভিলাষী ॥ ২৯ ॥

সোঽয়ং ব্রহ্মর্ষিবর্য্যস্তে রাজর্ষিপ্রবরাদ্বিভো ।
কথমর্হতি ধর্ম্মজ্ঞ বধং পিতুরিবাত্মজঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো ! (হে প্রভো ! হে)

ধর্ম্মজ্ঞ। পিতুঃ (পিতুসকাশাৎ) আত্মজঃ (পুত্রঃ) ইব (যথা পুত্রঃ পিতুঃ সমীপাৎ বধং ন অর্হতি তথা ইত্যর্থঃ) স (তাদৃশ-গুণসম্পন্নঃ) অনং ব্রহ্মর্ষিবর্য্যঃ (ব্রহ্মর্ষীণাং শ্রেষ্ঠঃ মম স্বামী) রাজর্ষিপ্রবরাৎ (রাজর্ষিশ্রেষ্ঠাৎ) তে (ত্বৎ তব) সকাশাদিত্যর্থঃ) কথং (কেন প্রকারেণ) অর্হতি (বিনাশং প্রাপ্নোতি, কথমপি নেত্যর্থঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো! হে ধর্ম্মজ্ঞ! পুত্র যেরূপ পিতার নিকট বধার্হ হইতে পারে না সেইরূপ (আপনার পাল্য) ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ আমার স্বামী রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ আপনার বধযোগ্য হইবে কি প্রকারে? ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তে ত্বত্তঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে'—রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ আপনার এই ব্রাহ্মণ বধ্য হইতে পারে না ॥ ৩০ ॥

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সৌহৃদম্।
বিদ্যাবিবেকসম্পন্নাঃ শীলমেতদ্বিদুর্বুধাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্!) বিদ্যাবিবেকসম্পন্নাঃ বুধাঃ কর্ম্মণা মনসা বাচা (বাক্যেন চ) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বভূতবিষয়ে যৎ) সৌহৃদং (সুহৃদ্‌বদাচরণম্) এতৎ (এতদেব) শীলম্ (ইতি) বিদুঃ (জানন্তি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—বিদ্বান্ ও বিবেকী পণ্ডিতবর্গ কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা সর্ব্বভূতের প্রতি সুহৃদ্‌বৎ আচরণকেই 'শীল' বলিয়া জানেন ॥ ৩১ ॥

তস্য সাধোরপাপস্য ভ্রূণস্য ব্রহ্মবাদিনঃ।
কথং বধং যথা বভ্রোর্মন্যতে সম্মতো ভবান্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—সম্মতঃ (সতাং মতঃ পূজিতঃ) ভবান্ বভ্রোঃ যথা (গোঃ বধম্ ইব) অপাপস্য (নিরপরাধস্য) ভ্রূণস্য (শ্রোত্রিয়স্য, গর্ভস্য সত ইতি বা) তস্য ব্রহ্মবাদিনঃ (বেদজ্ঞস্য) সাধোঃ (সতঃ বিপ্রস্য) বধং কথং মন্যতে (কেন প্রকারেণ কর্ত্তুম্ ইচ্ছসি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সাধুগণেরও পূজিত আপনি গো-বধের ন্যায় নিরপরাধ গর্ভাধানের অথবা শ্রোত্রিয় বেদজ্ঞ সাধু ব্রাহ্মণের বধ কিরূপে সাধু বলিয়া মনে করিতেছেন? ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মবাদিনো ভ্রূণস্য পুত্রস্য, অস্য পিতাপি ব্রহ্মবাদীত্যর্থঃ। ভ্রূণোঽর্ভকে বালগর্ভে ইত্যমরঃ, বভ্রোর্গোঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মবাদিনঃ ভ্রূণস্য'—ব্রহ্মজ্ঞ জনের পুত্রের, অর্থাৎ ইহাঁর পিতাও ব্রহ্মবাদী—এই অর্থ। অমর কোষে উক্ত আছে—'ভ্রূণ শব্দের বালক ও বালগর্ভ অর্থ'। 'যথা বভ্রোঃ'—গো-বধের ন্যায় এই বেদজ্ঞ সাধু ব্রাহ্মণের বধ কিরূপে আপনার বিচারে সঙ্গত হইতে পারে? ৩২ ॥

যদ্যয়ং ক্রিয়তে ভক্ষ্যস্তর্হি মাং খাদ পূর্ব্বতঃ।
ন জীবিষ্যে বিনা যেন ক্ষণঞ্চ মৃতকং যথা ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যেন (পত্যা বিপ্রেণ) বিনা ক্ষণং চ (ক্ষণকালমপি অহং) ন জীবিষ্যে (ন জীবিষ্যামি, সঃ) অয়ং যদি (ত্বয়া) ভক্ষ্যঃ (আহার্য্যঃ) ক্রিয়তে তর্হি (তদা) পূর্ব্বতঃ (প্রথমং) মৃতকং যথা (মৃতপ্রায়াং) মাং খাদ (ভক্ষয়) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—পতিবিরহে আমি ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে পারিব না অতএব আপনি যদি ইঁহাকে ভক্ষণ করেন তবে অগ্রে মৃততুল্যা আমাকে ভক্ষণ করুন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদপ্যনিবৃত্তং দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রাহ—যদ্যয়মিতি যেন প্রাণেনেব বিনেত্যর্থঃ। ততশ্চ যথা মৃতকং শবস্তথাহং ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ অনুরোধেও অনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া বলিতেছেন—যদ্যয়ং', যদি ইঁহাকে ভক্ষণই করিতে হয়, তবে অগ্রে আমাকেই ভক্ষণ করুন। 'যেন'—প্রাণতুল্য ইঁহাকে বিনা আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। 'যথা মৃতকং'—অতএব মৃততুল্য আমাকেই অগ্রে ভক্ষণ করুন ॥ ৩৩ ॥

এবং করুণভাষিণ্যা বিলপন্ত্যা অনাথবৎ।
ব্যাঘ্রঃ পশুমিবাখাদৎ সৌদাসঃ শাপমোহিতঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—শাপমোহিত (শাপেন মোহিতঃ নষ্ট-মতিঃ) সৌদাসঃ এবং করুণ-ভাষিণ্যাঃ অনাথবৎ বিলপন্ত্যাঃ (করুণভাষিণীম্ অনাথবৎবিলপন্তীম্ অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ) ব্যাঘ্রঃ পশুম্ ইব (যথা পশুং খাদতি তথা বিপ্রম্) অখাদৎ (ভক্ষিতবান্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—বশিষ্ঠশাপে মোহিত হইয়া সৌদাস এই প্রকার কাতরভাষিণী অনাথার ন্যায় বিলাপ-কারিণী ব্রাহ্মণপত্নীর বাক্য উপেক্ষা করিয়া ব্যাঘ্রের পশুভক্ষণের ন্যায় ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—করুণভাষিণীমনাদৃত্য ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'করুণভাষিণ্যা'—করুণ-ভাষিণী ব্রাহ্মণী এরূপ অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতে থাকিলে, তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া (পাপমোহিত সৌদাস ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন ।) ॥ ৩৪ ॥

———

ব্রাহ্মণী বীক্ষ্য দিধিষুং পুরুষাদেন ভক্ষিতম্ ।
শোচন্ত্যাত্মনমুর্ব্বীশমশপৎ কুপিতা সতী ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) সতী (সচ্চরিতা) ব্রাহ্মণী দিধিষুং (গর্ভাধানকর্ত্তারং স্বামিনং) পুরুষাদেন (রাক্ষসেন) ভক্ষিতং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) আত্মানং শোচন্তী (আত্মশোচনাং কুর্ব্বতী) কুপিতা (ক্রুদ্ধা সতী) উর্ব্বীশং (রাজানম্) অশপৎ (অভিশপ্তবান্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সতী ব্রাহ্মণী গর্ভধানকর্ত্তা স্বামীকে রাক্ষস কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতে দেখিয়া নিজে নিজে শোক করিতে করিতে ক্রুদ্ধা হইয়া রাজার প্রতি শাপ প্রদান করিল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—দিধিষুং গর্ভাধানকর্ত্তারম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— দিধিষুং'—গর্ভাধানকর্ত্তা নিজ পতিকে (রাক্ষস কর্ত্তৃক ভক্ষিত দেখিয়া শোক করিতে করিতে রাজাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন ।) ॥ ৩৫ ॥

———

যস্মান্মে ভক্ষিতঃ পাপ কামার্ত্তায়াঃ পতিস্ত্বয়া ।
তবাপি মৃত্যুরাধানাদকৃতপ্রজ্ঞদর্শিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(রে) অকৃতপ্রজ্ঞ ! (রে দুর্ম্মতে ! রে) পাপ ! (পাপাত্মন্ !) যস্মাৎ ত্বয়া কামার্ত্তায়াঃ (কামপীড়িতায়াঃ) মে (মম) পতিঃ ভক্ষিতঃ (তস্মাৎ) তব অপি আধানাৎ (মৈথুনাদেব) মৃত্যুঃ (মরণং ময়া) দর্শিতঃ (শাপেন বিহিত ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অরে দুর্ম্মতে ! অরে পাপিষ্ঠ ! তুই কামপীড়িতা আমার পতিকে ভক্ষণ করিলি বলিয়া আমিও মৈথুনাবস্থায় তোর মৃত্যু দর্শন করিব অর্থাৎ মৈথুনাবস্থায় তোর মৃত্যু হইবে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—আধানাৎ মৈথুনাৎ মৃত্যুর্ম্ময়া দর্শিতো ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আধানাৎ'—মৈথুননিমিত্ত তোমারও মৃত্যু হইবে, 'ময়া দর্শিতঃ'—ইহা আমি দর্শন করিব (অথবা—আমি শাপের দ্বারা বিধান করিলাম যে তোমারও মৈথুনাবস্থায় মৃত্যু হইবে ।) ॥ ৩৬ ॥

———

এবং মিত্রসহং শপ্ত্বা পতিলোকপরায়ণা ।
তদস্থীনি সমিদ্ধেঽগ্নৌ প্রাস্য ভর্ত্তুর্গতিং গতা ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—পতিলোকপরায়ণা (সা ব্রাহ্মণী) মিত্র-সহং (সৌদাসম্) এবং শপ্ত্বা তদস্থীনি (পত্যুঃ অস্থীনি) সমিদ্ধে (প্রজ্জ্বলিতে) অগ্নৌ প্রাস্য (নিক্ষিপ্য) ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ) গতিং (স্থানং) গতা (প্রাপ্তা বভূব) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—পতিলোকপরায়ণা সেই ব্রাহ্মণী মিত্র-সহ সৌদাসকে এই প্রকার অভিশাপ করিয়া নিজ স্বামীর অস্থি সমূহ প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বয়ং স্বামীর গতিপ্রাপ্ত হইল ॥ ৩৭ ॥

———

বিশাপো দ্বাদশাব্দান্তে মৈথুনায় সমুদ্যতঃ ।
বিজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণীশাপং মহিষ্যা স নিবারিতঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) দ্বাদশাব্দান্তে (দ্বাদশবর্ষান্তে) বিশাপঃ (বিগতঃ শাপঃ শাপজনিতঃ রাক্ষসভাবঃ যস্য সঃ) স (মিত্রসহঃ) মৈথুনায় (মৈথুনং কর্ত্তুং) সমুদ্যতঃ (প্রযতঃ সন্) মহিষ্যা (পত্ন্যা) ব্রাহ্মণী-শাপং বিজ্ঞায় (কথয়িত্বা) নিবারিতঃ (বভূব) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দ্বাদশবর্ষ পরে সৌদাস বশিষ্ঠ-শাপ হইতে মুক্ত হইয়া পত্নীসহ মৈথুনে উদ্যত হইলে তৎপত্নী ব্রাহ্মণীর শাপ জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিল ॥ ৩৮ ॥

অত ঊর্দ্ধ্বং স তত্যাজ স্ত্রীসুখং কর্ম্মণাপ্রজাঃ ।
বশিষ্ঠস্তদনুজ্ঞাতো মদয়ন্ত্যাং প্রজামধাৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ ঊর্দ্ধ্বম্ (ইতঃ পরং) সঃ (সৌদাসঃ) স্ত্রীসুখং তত্যাজ (ত্যক্তবান্), কর্ম্মণা (এবম্বিধকর্ম্মণা সঃ) অপ্রজাঃ (সন্তানহীনঃ আসীৎ অথ) তদনুজ্ঞাতঃ (তেন সন্ততিজননার্থম্ অনুমতঃ) বশিষ্ঠঃ মদয়ন্ত্যাং প্রজাং (সন্ততিম্) অধাৎ (জনয়ামাস) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সৌদাস স্ত্রীসঙ্গ সুখ পরিত্যাগ করিলেন এবং এই প্রকার কর্ম্মফলে তিনি নিঃসন্তান হইয়াছিলেন পরে তাঁহার আদেশানুসারে বশিষ্ঠ তৎ-পত্নী মদয়ন্তীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৩৯ ॥

সা বৈ সপ্ত সমা গর্ভমবিভ্রন্ন ব্যজায়ত ।
জঘ্নেঽশ্মনোদরং তস্যাঃ সোঽশ্মকস্তেন কথ্যতে ॥৪০

অন্বয়ঃ—সা (মদয়ন্তী) বৈ সপ্তসমাঃ (বর্ষান্ ব্যাপ্য) গর্ভম্ অবিভ্রৎ (ধারয়ামাস), ন ব্যজায়ত (ন প্রাসূত, অতঃ বশিষ্ঠ এব) অশ্মনা (প্রস্তরেণ) তস্যাঃ (মদয়ন্ত্যাঃ) উদরং জঘ্নে (আহতবান্), তেন (হেতুনা প্রসূতঃ পুত্রঃ) অশ্মকঃ (ইতি নাম্না) কথ্যতে ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—মদয়ন্তী সপ্ত বৎসর যাবৎ গর্ভধারণ করিয়াছিল, তথাপি পুত্র প্রসূত হইল না; তখন বশিষ্ঠ তাহার উদর প্রস্তর দ্বারা আহত করিলেন। এই কারণে মদয়ন্তীর গর্ভোৎপন্ন পুত্র 'অশ্মক' নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—অবিভ্রদ্দধার। ন ব্যজায়ত ন প্রাসূত। বশিষ্ঠ এবাশ্মনা জঘান। ততঃ স সুতঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবিভ্রৎ'—মদয়ন্তী সাত বৎসর সেই গর্ভ ধারণ করিলেন, কিন্তু কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না। অনন্তর বশিষ্ঠই 'অশ্ম', অর্থাৎ প্রস্তরদ্বারা মদয়ন্তীর উদরে আঘাত করিলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। 'তেন'—সেইজন্য অর্থাৎ অশ্মদ্বারা আঘাতের ফলে জন্মহেতু তাঁহার 'অশ্মক' এই নাম হইয়াছিল ॥ ৪০ ॥

অশ্মকাদ্বালিকো জজ্ঞে যঃ স্ত্রীভিঃ পরিরক্ষিতঃ ।
নারীকবচ ইত্যুক্তো নিঃক্ষত্রে মূলকোঽভবৎ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—অশ্মকাৎ বালিকঃ (তন্নামকঃ সুতঃ) জজ্ঞে (জাতঃ) যঃ (বালিকঃ) স্ত্রীভিঃ পরিরক্ষিতঃ (সংবেষ্ট্য পরশুরামাৎ পরিরক্ষিতঃ অতঃ) নারী-কবচ ইতি (নাম্না) উক্তঃ, নিঃক্ষত্রে (পরশুরামেণ ক্ষত্রবধাৎ ক্ষত্রিয়রাহিত্যে সতি ক্ষত্রবংশস্য) মূলকঃ (মূলম্) অভবৎ (অতঃ মূলক ইতি চোক্তঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অশ্মক হইতে বালিক জন্মগ্রহণ করেন। এই বালিক স্ত্রীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরশুরামের কোপ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন বলিয়া 'নারীকবচ' নামে কথিত হইতেন। আবার পরশু-রাম কর্ত্তৃক পৃথ্বী নিঃক্ষত্রা হইলে ইনি ক্ষত্রিয়বংশের মূল হইয়াছিলেন, এই জন্য মূলক নামেও কথিত হইতেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—স্ত্রীভিরাবৃত্য পরশুরামাৎ রক্ষিতঃ পুনঃ ক্ষত্রবংশস্য মূলত্বান্মূলকঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নারীকবচ'—নারীগণ চারি-দিক্ হইতে অশ্মকপুত্র বালিককে বেষ্টন করিয়া পরশুরামের নিকট হইতে রক্ষা করায় তাঁহাকে 'নারীকবচ' বলা হয়। আবার পৃথিবী ক্ষত্রহীন হইলে ইনিই ক্ষত্রিয়কুলের মূল হওয়ায় 'মূলক' নামেও পরিচিত হইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

ততো দশরথস্তস্মাৎ পুত্র ঐড়বিড়িস্ততঃ ।
রাজা বিশ্বসহো যস্য খট্বাঙ্গশ্চক্রবর্ত্ত্যভূৎ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (বালিকাৎ) দশরথঃ (অভূৎ) তস্মাৎ (দশরথাৎ) ঐড়বিড়িঃ (তন্নামকঃ) পুত্রঃ (অভূৎ) ততঃ (ঐড়বিড়েঃ) রাজা বিশ্বসহঃ (অভূৎ) যস্য (বিশ্বসহস্য পুত্রঃ) চক্রবর্ত্তী (রাজা) খট্বাঙ্গঃ (অভূৎ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—বালিক হইতে দশরথ, দশরথ হইতে ঐড়বিড়ি এবং ঐড়বিড়ি হইতে রাজা বিশ্বসহ উৎপন্ন হন। এই বিশ্বসহের পুত্র রাজা খট্বাঙ্গ ॥ ৪২ ॥

যো দেবৈরর্থিতো দৈত্যানবধীদ্ যুধি দুর্জ্জয়ঃ।
মুহূর্ত্তমায়ুর্জ্ঞাত্বৈত্য স্বপুরং সন্দধে মনঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্জ্জয়ঃ (অন্যৈঃ অপরাজেয়ঃ) যঃ (খট্বাঙ্গঃ) দেবৈঃ অর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) যুধি (যুদ্ধে) দৈত্যান্ অবধীৎ, (ততঃ প্রসন্নৈর্দেবৈর্বরং বৃণুষ্বেত্যুক্তে খট্বাঙ্গেনোক্তং প্রথমং তাবন্মমায়ুঃ কথ্যতাং ততঃ তৈঃ বিজ্ঞাপিতং), মুহূর্ত্তং (মুহূর্ত্তমাত্রম্) আয়ুঃ জ্ঞাত্বা (দেবদত্ত-বিমানেন সত্বরং) স্বপুরম্ এত্য (আগত্য পরমেশ্বরে) মনঃ (চিত্তং) সন্দধে (নিহিতবান্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—খট্বাঙ্গ রাজা যুদ্ধে অজেয় ছিলেন। তিনি দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যুদ্ধে দৈত্যদিগকে নিহত করেন। (দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে খট্বাঙ্গ নিজ পরমায়ুর অবশিষ্টকাল জানিতে ইচ্ছা করেন, পরে দেবগণের কৃপায়) মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট নিজপরমায়ু জানিতে পারিয়া নিজ রাজধানীতে আগমন পূর্ব্বক পরমেশ্বরে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রসন্নৈর্দেবৈর্বরং বৃণুষ্বেত্যুক্তে খট্বাঙ্গঃ উবাচ—প্রথমং তাবন্মমায়ুর্ব্রূতেতি। দেবৈশ্চোক্তং মুহূর্ত্তমাত্রমিতি। তজ্জ্ঞাত্বা দেবৈর্দত্তেন বিমানেন শীঘ্রং স্বপুরমেত্য মনঃ পরমেশ্বরে সন্দধে ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবৈঃ'—দেবগণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, রাজা খট্বাঙ্গ বলিলেন—'প্রথমতঃ' আমার পরমায়ু কতকাল, তাহা বলুন'। দেবগণ বলিলেন—'মুহূর্ত্তকাল মাত্র'। তাহা জানিয়া দেবদত্ত বিমানেই নিজপুরীতে প্রত্যাগমন করিয়া পরমেশ্বরে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিলেন ॥ ৪৩ ॥

ন মে ব্রহ্মকুলাৎ প্রাণাঃ কুলদৈবান্ন চাত্মজাঃ।
ন শ্রিয়ো ন মহী রাজ্যং ন দারাশ্চাতিবল্লভাঃ ॥ ৪৪॥

অন্বয়ঃ—(এতদেব সাধুবৃত্তানুপূর্ব্বকং তৎকৃতেন নিশ্চয়েন দর্শয়তি) কুলদৈবাৎ (কুলদৈবস্বরূপাৎ) ব্রহ্মকুলাৎ (ব্রাহ্মণকুলাৎ সকাশাৎ) মে (মম) প্রাণাঃ অতিবল্লভাঃ (অতিপ্রিয়াঃ) ন (ন ভবন্তি তথা) আত্মজাঃ (পুত্রাঃ) চ ন (ন অতিবল্লভাঃ), শ্রিয়ঃ (ঐশ্বর্য্যাণি) ন (নাতিবল্লভাঃ) মহী (পৃথিবী) ন (নাতিবল্লভা) রাজ্যং ন (নাতিবল্লভং) দারাঃ (স্ত্রিয়শ্চ নাতিবল্লভাঃ ন ভবন্তি) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার সাধুবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি স্থির করিয়াছিলেন, কুলদেবতা-স্বরূপ ব্রাহ্মণকুল হইতে প্রাণ, পুত্র, ঐশ্বর্য্যসমূহ, পৃথিবী, রাজ্য বা স্ত্রী আমার অধিক প্রিয় নহে ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—মুহূর্ত্তমধ্য এব প্রথমং খট্বাঙ্গঃ স্বগতমাহ নেতি পঞ্চভিঃ। ব্রহ্মকুলাৎ কীদৃশাৎ। কুলস্য মদীয়স্য দেবাৎ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুহূর্ত্তমধ্যেই খট্বাঙ্গ যাহা মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন—'ন মে ব্রহ্মকুলাৎ' ইত্যাদি, মদীয় কুলদেবতাস্বরূপ ব্রাহ্মণকুল অপেক্ষা আমার প্রাণ, পুত্রাদি অধিক প্রিয় নহে ॥ ৪৪ ॥

ন বাল্যেঽপি মতির্মহ্যমধর্ম্মে রমতে ক্বচিৎ।
নাপশ্যমুত্তমঃশ্লোকাদন্যং কিঞ্চন বস্ত্বহম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—ক্বচিৎ (কদাচিদপি) মহ্যং (মম) মতিঃ অল্পে অপি অধর্ম্মে ন রমতে চ (নাসক্তা ভবতি) অহম্ উত্তমঃশ্লোকাৎ (শ্রীহরেঃ) অন্যৎ (ভিন্নং) কিঞ্চন (কিমপি) বস্তু ন অপশ্যং (ন পশ্যামি) ॥৪৫॥

অনুবাদ—আমার চিত্ত কখনও সামান্য অধর্ম্মে আসক্ত নহে, আমি উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরি ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতেছি না ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—মহ্যং মম, বস্তু স্বস্যোপাদেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহ্যং'—আমার মতি কখনও অল্পমাত্র অধর্ম্মেও রত হয় নাই। 'বস্তু'—শ্রীহরি ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই জগতে আমার উপাদেয় বলিয়া দেখি নাই ॥ ৪৫ ॥

দেবৈঃ কামবরো দত্তো মহ্যং ত্রিভুবনেশ্বরৈঃ ।
ন বৃণে তমহং কামং ভূতভাবনভাবনঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রিভুবনেশ্বরৈঃ দেবৈঃ মহ্যং কামবরঃ (অভিলাষানুরূপঃ বরঃ) দত্তঃ (পরন্তু) ভূতভাবন-ভাবনঃ (ভূতভাবন হরিঃ তস্মিন্নেব ভাবনা চিত্তবৃত্তিঃ যস্য সঃ) অহং তং কামং ন বৃণে (ন প্রার্থয়ামি) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—ত্রিভুবনাধিপতি দেবতাবৃন্দ আমাকে ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করিতেছিলেন কিন্তু সর্ব্বভূত-পালক ভগবানে আমার ভাবনা থাকায় আমি সেই কামনানুরূপ বরও প্রার্থনা করি নাই ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—বৃণে বৃতবান্। যতো ভূতভাবনে হরাবেব ভাবনা যস্য সঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন বৃণে'—দেবতাগণ বর দিতে চাহিলেও আমি ঐ বর প্রার্থনা করি নাই, কারণ 'ভূতভাবন-ভাবনঃ'—ভূতপালক শ্রীহরিতেই আমার ভাবনা (চিত্ত রত) ছিল ॥ ৪৬ ॥

যে বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয়ধিয়ো দেবাস্তে স্বহৃদি স্থিতম্ ।
ন বিদন্তি প্রিয়ং শশ্বদাত্মানং কিমুতাপরে ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—যে দেবাঃ বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয়ধিয়ঃ (বিক্ষিপ্তানি ইন্দ্রিয়াণি ধীশ্চ যেষাং তে তাদৃশাঃ ভবন্তি) তে (অপি) স্বহৃদি (স্বহৃদয়ে) শশ্বৎ (নিরন্তরং) স্থিতম্ আত্মানম্ (অন্তর্য্যামিনং) প্রিয়ং (শ্রীহরিং) ন বিদন্তি (ন জানন্তি), অপরে (মনুষ্যাদয়ঃ) কিমুত (কুতঃ) (কথং জ্ঞাতুং সমর্থাঃ কথমপি ন ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—দেবতাবৃন্দ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হওয়ায় নিজ হৃদয়মধ্যে নিরন্তর বর্ত্তমান অন্তর্য্যামী শ্রীহরিকে জানিতে পারে না, অন্যের কথা কি ? ৪৭॥

বিশ্বনাথ—অবরণে হেতুমাহ য ইতি ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা প্রার্থনা না করার কারণ বলিতেছেন—'য' ইত্যাদি (যাঁহাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বর্গ বিক্ষিপ্ত, সেই দেবগণও নিজ হৃদয়স্থিত শ্রীহরিকে জানিতে পারেন না, তাহাতে অপরের কথা কি ?) ॥ ৪৭॥

অথেশমায়ারচিতেষু সঙ্গং
গুণেষু গন্ধর্ব্বপুরোপমেষু ।
রূঢ়ং প্রকৃত্যাত্মনি বিশ্বকর্ত্তু-
র্ভাবেন হিত্বা তমহং প্রপদ্যে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (তস্মাৎ) প্রকৃত্যা (স্বভাবেন) আত্মনি (চিত্তে) রূঢ়ম্ (উপস্থিতম্) ঈশমায়ারচিতেষু (ভগবন্মায়া-কল্পিতেষু) গন্ধর্ব্বপুরোপমেষু গুণেষু প্রাকৃতগুণজাতেষু) সঙ্গং (সমাসক্তিং) বিশ্বকর্ত্তুঃ (শ্রীহরেঃ) ভাবেন (ভাবনয়া) হিত্বা (সন্ত্যজ্য) অহং তং (শ্রীহরিমেব) প্রপদ্যে (শরণং গচ্ছামি) (অথবা) গন্ধর্ব্বপুরোপমেষু গুণেষু (প্রাকৃতগুণ-জাতেষু) রূঢ়ং সঙ্গং (সমাসক্তিং) হিত্বা প্রকৃত্যা (স্বভাবেন) আত্মনি (মন্মনসি) বিশ্বকর্ত্তুঃ (ভগবতঃ) ভাবেন (ভক্তিযোগেন) তং (শ্রীহরিং) অহং প্রপদ্যে ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবানের মায়া বিরচিত গন্ধর্ব্বপুর সদৃশ প্রাকৃত গুণজাত দ্রব্যে আসক্তি চিত্তে স্বভাবতঃই বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশ্বকর্ত্তা শ্রীহরির চিন্তা দ্বারা তাদৃশ আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই হরিতেই শরণাপন্ন হইতেছি, (অথবা) ভগবানের মায়া-বিরচিত গন্ধর্বপুরসদৃশ প্রাকৃত গুণজাতদ্রব্যে দৃঢ়াসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ স্বরূপে স্বভাবতঃ বর্ত্তমান ভগবদ্ভক্তিযোগের দ্বারা তাঁহার প্রতি আমি শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—অস্থিরত্বেন গন্ধর্ব্বপুরতুল্যেষু রূঢ়ং সঙ্গং হিত্বা প্রকৃত্যা স্বভাবেনৈব আত্মনি মন্মনসি বিশ্বকর্ত্তু-র্ভগবতো যো ভাবো ভক্তিস্তেনৈব তং প্রপদ্যে ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অস্থিরহেতু গন্ধর্ব্বনগরীতুল্য বিষয়সমূহে বদ্ধমূল আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক, 'প্রকৃত্যা'—স্বভাবতই 'আত্মনি'—আমার চিত্তে বিশ্ব-কর্ত্তা শ্রীভগবানের যে ভাব অর্থাৎ ভক্তি রহিয়াছে সেই ভক্তির দ্বারাই আমি তাঁহার শরণাগত হইব ॥ ৪৮ ॥

ইতি ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা নারায়ণগৃহীতয়া ।
হিত্বান্যভাবমজ্ঞানং তত স্বং ভাবমাস্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) নারায়ণগৃহীতয়া (ভগবদধি-

ষ্ঠিতয়া) বুদ্ধ্যা ইতি (এবং) ব্যবসিতঃ (নিশ্চয়-যুক্তঃ সন্) অন্যভাবং (দেহাদ্যজ্ঞানরূপম্) অজ্ঞানং হিত্বা (সন্ত্যজ্য) ততঃ (পশ্চাৎ) স্বং ভাবম্ আস্থিতঃ (ভগবদ্দাস্যং প্রাপ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—খট্বাঙ্গ ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধি দ্বারা এই প্রকার স্থির করিয়া দেহাভিমানরূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্ব-স্বভাবে অর্থাৎ ভগবদ্দাস্যে অধিষ্ঠিত হই-লেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—নারায়ণেনৈব কর্ত্রা গৃহীতয়া যত্র বুদ্ধৌ নান্যস্যাধিকার ইত্যর্থঃ। তয়া বুদ্ধ্যৈব ততোঽজ্ঞানত্যাগানন্তরং স্বভাবং পূর্ব্বশ্লোকনিশ্চিতং প্রপত্তি-রূপং দাস্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নারায়ণ-গৃহীতয়া'—শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় সেই বুদ্ধিতে অন্যের অধিকার নাই, এই অর্থ। সেই নারায়ণাশ্রিত বুদ্ধি-দ্বারাই অজ্ঞান পরিহারপূর্ব্বক 'স্বং ভাবং'—অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্লোক-নিশ্চিত শরণাগতিরূপ দাস্যই রাজা খট্বাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

———

যত্তদ্ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মমশূন্যং শূন্যকল্পিতম্।
ভগবান্ বাসুদেবেতি যং গৃণন্তি হি সাত্বতাঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে খট্বাঙ্গচরিতং নবমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যত্তৎ (যস্য তৎ প্রসিদ্ধং) ব্রহ্ম পরম্ (অতিশয়েন) সূক্ষ্মং (নির্ব্বিশেষং স্বরূপমিত্যর্থঃ) অশূন্যং (বস্তুতঃ অশূন্যম্ অপি রাগাদ্যবিষয়ত্বাৎ) শূন্যকল্পিতং (শূন্যবৎ কল্পিতং ভবতি) সাত্বতাঃ (ভক্তাঃ) হি যং ভগবান্ বাসুদেব ইতি গৃণন্তি, (কথয়ন্তি, তস্মিন্ স্বং ভাবং দাস্যম্ আস্থিতঃ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—যাঁহার ব্রহ্মরূপ অতিশয় সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় নির্ব্বিশেষ স্বরূপ এবং বস্তুত অশূন্য হইয়াও শূন্যরূপে কল্পিত ; ভক্তগণ যাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ; খট্বাঙ্গ সেই ভগবানের দাস্যে অধিষ্ঠিত হইলেন ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—স এব কো যস্মিন্ দাস্যমিত্যপেক্ষায়া-মাহ—যত্তদ্ব্রহ্মেতি যস্য তৎপ্রসিদ্ধং ব্রহ্ম পরমতি-শয়েন সূক্ষ্মং নির্ব্বিশেষং স্বরূপমিত্যর্থঃ। শূন্যবৎ কল্পিতং রাগাদ্যবিষয়ত্বাৎ যঞ্চ বাসুদেব ইতি গৃণন্তি তস্মিন্নিত্যর্থঃ। দেহং ত্যক্ত্বা তং প্রাপেতি জ্ঞেয়ম্। খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষির্জ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ। মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিমিতি পূর্ব্বোক্তেঃ ॥৫০॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
নবমে নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে নবমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তিনি কে, যাঁহাতে রাজা দাস্য করিতেছেন ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'যত্তদ্ ব্রহ্ম', সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম, যাহা অতিশয় সূক্ষ্ম, অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ স্বরূপ। 'শূন্যকল্পিতং'—রাগাদির অবিষয় বলিয়া যিনি শূন্যরূপে কল্পিত হন, যাঁহাকে ভক্তগণ বাসুদেব বলিয়া থাকেন, তাঁহাতে, এই অর্থ। দেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে হইবে। যেমন পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—'খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষিঃ" (২।১।১৩), অর্থাৎ খট্বাঙ্গ-নামক রাজর্ষি আপনার পরমায়ুর অবশিষ্ট পরিমাণ জানিতে পারিয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে এই ভূতলে সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক অভয়স্বরূপ শ্রীহরির শরণাগত হইয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।৯ ॥

ইতি নবমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের নবমাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

———

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

খট্বাঙ্গাদ্দীর্ঘবাহুশ্চ রঘুস্তস্মাৎ পৃথুশ্রবাঃ।
অজস্ততো মহারাজস্তস্মাদ্দশরথোঽভবৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে খট্বাঙ্গবংশে শ্রীরামজন্ম এবং লঙ্কেশ রাবণ-বধান্তে অযোধ্যাগমনাবধি তচ্চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

খট্বাঙ্গরাজার পুত্র দীর্ঘবাহু, তৎপুত্র রঘু, রঘু হইতে অজ, অজের পুত্র দশরথ। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীহরি রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি অংশে দশরথের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করেন। বাল্মীকি প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ শ্রীরামলীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব কর্তৃক এস্থলে সংক্ষেপে শ্রীরামের বিশ্বামিত্র-যজ্ঞে মারীচাদি রাক্ষসবধ, হর-ধনুভঙ্গ, সীতালাভ, পরশুরামের দর্পহরণ, পিতৃসত্য-পালনার্থ লক্ষ্মণ ও সীতাসহ বনগমন, তথায় সূর্প-নখার নাসাচ্ছেদন ও খরদূষণাদি রাবণানুচর বধ, রাবণের সীতাহরণ দুর্বুদ্ধি, মারীচ-রাক্ষসের মায়া-মৃগরূপ ধারণ, সীতাদেবীর প্রীত্যর্থ শ্রীরামের তৎ-মৃগানুসরণ ও তাহাকে হনন, রাবণের সীতাহরণ, শ্রীরামের লক্ষ্মণসহ সীতান্বেষণ, পথিমধ্যে জটায়ুর সৎকার, কবন্ধবধ, বালিবধ, সুগ্রীবাদিসহ মিত্রতা-স্থাপন, বানরসৈন্যসহ সমুদ্রতীরে গমন ও ত্রিরাত্র উপবাসপূর্ব্বক সমুদ্রের আগমন প্রতীক্ষা, তাহাতেও সমুদ্রের অনুপস্থিতি-হেতু সমুদ্রপ্রতি ক্রোধলীলাপ্রদর্শন করিতে সমুদ্রের শশব্যস্তে স্বীয় জড়মতি প্রখ্যাপন দ্বারা শ্রীরামচরণে আত্মনিবেদন ও রামাভিলাষপূরণে কৃতসঙ্কল্পতা, সেতুবন্ধন, বিভীষণের পরামর্শক্রমে বানরসৈন্যসহ লঙ্কাবিজয়, হনুমানের ইতঃপূর্ব্বেই লঙ্কাদাহন, লক্ষ্মণসহ সমস্ত রাক্ষসসৈন্য বধান্তে শ্রীরামের স্বহস্তে রাবণবধ তথা মন্দোদরী প্রমুখ রাক্ষসবনিতাগণের বিলাপ, বিভীষণের রামচন্দ্রকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া জ্ঞাতিগণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন, অশোকবন হইতে সীতাকে লইয়া শ্রীরামের পুষ্পকরথারোহণপূর্ব্বক অযোধ্যাযাত্রা, বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্য ও কল্পান্ত পরমায়ুঃ-প্রদান, রামভক্ত ভরতের রামাভিনন্দন, শ্রীরামের অযোধ্যা-প্রবেশকালে ভরতের রামপাদুকা, বিভীষণ ও সুগ্রীবের চামর ও ব্যজন, হনুমানের শ্বেতছত্র, শত্রুঘ্নের ধনুক ও তূণ, সীতাদেবীর তীর্থোদকের কমণ্ডলু, অঙ্গদের খড়্গ, ঋক্ষরাজের স্বর্ণময় বর্ম্মধারণ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর আত্মীয়গণসহ মিলন, বশিষ্ঠকর্ত্তৃক শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক তথা শ্রীরাম-চন্দ্রের প্রজাপালনাদি লীলা বর্ণিত হইয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। খট্বাঙ্গাৎ দীর্ঘবাহুঃ চ (অভবৎ) তস্মাৎ (দীর্ঘবাহোঃ) পৃথুশ্রবাঃ (মহাযশাঃ) রঘুঃ (অভবৎ) ততঃ (রঘোঃ) অজঃ (অভবৎ) তস্মাৎ (অজাৎ) মহারাজঃ দশরথঃ অভবৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—খট্বাঙ্গ হইতে দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহু হইতে মহা যশস্বী রঘু, রঘু হইতে অজ উৎপন্ন হন, এই অজ হইতেই মহারাজ দশ-রথের উৎপত্তি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দশমে রঘুনাথস্য জন্মকর্ম্মযশোঽমৃতম্।
সর্ব্বং নৄন্ পারয়ামাস সংক্ষেপেণ মহামুনিঃ ॥০

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম অধ্যায়ে মহামুনি শ্রীল শুকদেব মনুষ্যদিগকে শ্রীরঘুনাথের জন্ম, কর্ম্ম ও যশোরূপ অমৃত পান করাইয়াছেন, অর্থাৎ সং-ক্ষেপে শ্রীরামচরিত বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ০ ॥

তস্যাপি ভগবানেষ সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ো হরিঃ।
অংশাংশেন চতুর্ধাগাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ।
রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন ইতি সংজ্ঞয়া ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মময়ঃ সাক্ষাৎ ভগবান্ এষঃ হরিঃ সুরৈঃ (দেবৈঃ) প্রার্থিতঃ (সন্) অংশাংশেন (অংশশ্চ আংশম্ অংশসমূহশ্চ তেন) রামলক্ষ্মণ-ভরত শত্রুঘ্ন ইতি সংজ্ঞয়া (আখ্যয়া) চতুর্ধা (চতু-

র্ভাগেণ) তস্য (দশরথস্য) অপি পুত্রত্বম্ অগাৎ (প্রাপ্তঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ভগবান্ শ্রীহরি স্বীয় অংশ ও অংশাংশের সহিত রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন সংজ্ঞার দ্বারা পরিচিত চতুর্মূর্ত্তিতে দশরথের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—এষ ত্বয়া স্বমাতৃগর্ব্ভে দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। অশাংশেন অংশশ্চ আংশং অংশসমূহশ্চ অংশাংশং তেন অংশাংশেন তস্যাপি যথা বাসুদেবস্য ইত্যর্থঃ ॥২

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এষঃ'—এই ভগবান্ শ্রীহরি, যাঁহাকে তুমি মাতৃগর্ভে দর্শন করিয়াছ, এই অর্থ। 'অংশাংশেন'—অংশ ও অংশসমূহের সহিত। 'তস্যাপি'—যথা বাসুদেবের, অর্থাৎ বাসুদেবই নিজ অংশাংশদ্বারা রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন—এই চতুমূর্ত্তিতে রাজা দশরথের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ২ ॥

———

তস্যানুচরিতং রাজন্নৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
শ্রুতং হি বর্ণিতং ভূরি ত্বয়া সীতাপতের্মুহুঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! তত্ত্বদর্শিভিঃ (তত্ত্বজ্ঞানিভিঃ) ঋষিভিঃ (বাল্মীকিমুখ্যৈঃ) ভূরি (বহুশঃ) বর্ণিতং তস্য সীতাপতেঃ (রামস্য) চরিতং (বৃত্তং) ত্বয়া মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) শ্রুতং হি (তথাপি সংক্ষেপতঃ কথ্যমানং শৃণু) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের বিস্তৃতভাবে বর্ণিত এই সীতাপতি রামচন্দ্রের চরিত্র আপনি বারংবার শ্রবণ করিয়াছেন, তথাপি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—কার্ৎস্ন্যান্ন বক্তুং লিখিতুং শক্যা শেষগণেশয়োঃ। যা রামলীলাধ্যায়াভ্যাং শ্লোকেনাপি কীর্ত্ত্যতে ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে রামলীলা সমগ্ররূপে বলিতে বা লিখিতে অনন্তদেব ও গণেশ সমর্থ নহেন, তাহা দুইটি অধ্যায়ে, তন্মধ্যে এখানে একটি শ্লোকে কীর্ত্তিত হইতেছেন ॥ ৩ ॥

———

গুর্ব্বর্থে ত্যক্তরাজ্যো ব্যচরদনুবনং
পদ্মপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ,
পাণিস্পর্শাক্ষমাভ্যাং মৃজিতপথরুজো
যো হরীন্দ্রানুজাভ্যাম্।
বৈরূপ্যাৎ সূর্পণখ্যাঃ প্রিয়বিরহরুষা-
রোপিতভ্রূবিজৃম্ভ,-
ত্রস্তাব্ধির্বদ্ধসেতুঃ খলদবদহনঃ
কোশলেন্দ্রোঽবতান্নঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—গুর্ব্বর্থে (পিতুঃ সত্যপালনার্থং) ত্যক্তরাজ্যঃ (পরিত্যক্তরাজপদঃ) যঃ হরীন্দ্রানুজাভ্যাং (হরিন্দ্রঃ বানর শ্রেষ্ঠঃ হনুমান্ সুগ্রীবো বা অনুজঃ লক্ষ্মণঃ তাভ্যাং) মৃজিতপথরুজঃ (মৃজিতা অপনীতা পথরুজা পথভ্রমণক্লান্তিঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) প্রিয়ায়াঃ (সীতায়াঃ অপি) পাণিস্পর্শাক্ষমাভ্যাং (পাণিনা স্পর্শে নাস্তি ক্ষমা যয়োঃ তাভ্যাং সীতাদেব্যাঃ সুকোমলকরস্পর্শম্ অপি সোঢ়ুম্ অসমর্থাভ্যামতিসুকোমলাভ্যাম্ ইত্যর্থঃ) পদ্মপদ্ভ্যাং (পদ্মবদতিসুকুমারাভ্যাং চরণাভ্যাম্) অনুবনং (প্রতিবনং) ব্যচরৎ (বিচরিতবান্)। সূর্পণখ্যাঃ (তদাখ্যরাক্ষস্যাঃ) বৈরূপ্যাৎ (কর্ণনাসিকাচ্ছেদাৎ হেতোঃ তয়া প্রলোভিতেন রাবণেন অপহারাৎ) প্রিয়বিরহরুষারোপিতভ্রূবিজৃম্ভত্রস্তাব্ধিঃ (প্রিয়েণ কলত্রেণ যো বিরহঃ তেন রুট্ ক্রোধঃ তয়া আরোপিতয়োঃ ভ্রুবোঃ বিজৃম্ভেনৈব ত্রস্তঃ ভীতঃ অব্ধিঃ সমুদ্রঃ যস্মাৎ সঃ, ততঃ তদ্-বিজ্ঞাপনেন) বদ্ধসেতুঃ (বদ্ধঃ সেতুঃ যেন সঃ) খলদবদহনঃ (খলাঃ রাবণাদয়ঃ এব দবঃ বনং তস্য দহনঃ অগ্নিঃ সঃ) কোশলেন্দ্রঃ (অযোধ্যাপতিঃ শ্রীরামচন্দ্রঃ) নঃ (অস্মান্) অবতাৎ (রক্ষতু) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যিনি পিতৃসত্যপালনার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়া সীতাদেবীর সুকোমল হস্তযুগলস্পর্শসহনে অসমর্থ, পদ্মবৎ অতীব সুকোমল পাদদ্বয়ে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, বানররাজ হনুমান্ অথবা সুগ্রীব ও অনুজ লক্ষ্মণ যাঁহার পথশ্রান্তি অপনোদন করিয়া দিতেন, নাসিকা ও কর্ণ ছিন্ন করিয়া যিনি সুর্পণখাকে বিরূপ করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রিয়া-বিরহজনিত ক্রোধদ্বারা ভ্রূভঙ্গিদর্শনে সমুদ্র ভীত হইয়া পথ প্রদান করিয়াছিল এবং যিনি সমুদ্রের আবেদনে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইয়া

রাবণাদি দুষ্টরূপ গহনের দাহনকারী দাবানল-সদৃশ হইয়াছিলেন, সেই রামচন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—গুরোঃ পিতুঃ সত্যপালনার্থং ত্যক্তরাজ্যঃ সন্ পদ্মবদতিকুমারাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ অনুবনং বনে বনে ব্যচরৎ। অতিসৌকুমার্য্যমেবাহ—প্রিয়ায়াঃ পাণ্যোঃ পরমসুকুমারয়োরপি স্পর্শং ন ক্ষমেতে ইতি তাভ্যাম্। হরীন্দ্রো হনুমান্ সুগ্রীবো বা অনুজো লক্ষ্মণস্তাভ্যাং মৃজিতাঽপনীতা পথিরুজা মার্গশ্রমো যস্য সঃ। সূর্পণখ্যা বৈরূপ্যাৎ কর্ণনাসাচ্ছেদাদ্ধেতো রাবণেনাপহারাৎ প্রিয়েণ কলত্রেণ যো বিরহস্তেন যা রুট্ বর্দ্ধনঃ সমুদ্রেণাপ্রদানাৎ কোপস্তয়া আরোপিতয়োর্ভ্রুবোর্বিজৃম্ভেণৈব ত্রস্তোঽব্ধির্যস্মাৎ সঃ। খলা রাবণাদয় এব দবো বনং তস্য দহনঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুর্ব্বর্থে'—পিতা শ্রীদশরথের সত্যপালনের নিমিত্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, 'পদ্মপড্ভ্যাং'—কমলের ন্যায় অতি সুকোমল চরণযুগলের দ্বারা বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন। শ্রীচরণের অতিসৌকুমার্য্যই বলিতেছেন—প্রিয়া সীতাদেবীর অতিকোমল করযুগলের স্পর্শসহনেও যাহা অসমর্থ ; তাদৃশ পাদপদ্মের দ্বারা। 'হরীন্দ্রানুজাভ্যাং'—কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ বা সুগ্রীব ও অনুজ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক যাঁহার পথক্লান্তি অপনোদিত হইত। সূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদনহেতু রাবণ সীতা হরণ করিলে, যিনি প্রিয়তমার যে বিরহ, তাহাতে সমুদ্র পথ প্রদান না করায় ক্রোধবশে ভ্রূ-ভঙ্গী করামাত্রই সমুদ্র ভীত হইয়াছিল (ত্রস্তাব্ধি)। 'খলদবদহনঃ'—খল রাবণাদিই বনসদৃশ, তাহার যিনি অগ্নিরূপ (সেই কোশলরাজ রামচন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন) ॥৪॥

বিশ্বামিত্রাধ্বরে যেন মারীচাদ্যা নিশাচরাঃ।
পশ্যতো লক্ষ্মণস্যৈব হতা নৈর্ঋতপুঙ্গবাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যেন বিশ্বামিত্রাধ্বরে (বিশ্বামিত্রমুনেঃ যজ্ঞে) পশ্যতঃ লক্ষ্মণস্য এব (পশ্যন্তং লক্ষ্মণম্ অনপেক্ষৈব) মারীচাদ্যাঃ (মারীচপ্রধানাঃ) নিশাচরাঃ (নিশা মায়য়া চরন্তীতি তে মায়াচারিণঃ ইত্যর্থঃ) নৈর্ঋতপুঙ্গবাঃ (রাক্ষসশ্রেষ্ঠাঃ) হতাঃ (বিনাশিতাঃ সঃ কোশলেন্দ্রঃ নঃ অবতাৎ ইতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ) ॥ ৫॥

অনুবাদ—যিনি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে লক্ষ্মণের সমক্ষে মারীচ প্রধান নিশাচরগণকে ও বহু রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই কোশলরাজ রামচন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অতিসংক্ষেপেণ বর্ণিতং রামচরিতমাদিত আরভ্য কিঞ্চিদ্বিস্তরেণাহ বিশ্বামিত্রেত্যাদিনা অধ্যায়দ্বয়েন। নিশা মায়য়া চরন্তীতি তে নৈর্ঋতপুঙ্গবা রাক্ষসশ্রেষ্ঠাঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতিসংক্ষেপে বর্ণিত রামচরিত আদি হইতে আরম্ভ করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্তারের সহিত দুইটি অধ্যায়ে বলিতেছেন—'বিশ্বমিত্রাধ্বরে' ইত্যাদি। 'নিশাচরাঃ'—নিশা বলিতে মায়ার দ্বারা যাহারা বিচরণ করে, সেই মারীচ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণকে যিনি বধ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

যো লোকবীরসমিতৌ ধনুরৈশমুগ্রং
সীতাস্বয়ংবরগৃহে ত্রিশতোপনীতম্।
আদায় বালগজলীল ইবেক্ষুযষ্টিং
সজ্যীকৃতং নৃপ বিকৃষ্য বভঞ্জ মধ্যে ॥ ৬ ॥
জিত্বানুরূপগুণশীলবয়োঽঙ্গরূপাং
সীতাভিধাং শ্রিয়মুরস্যভিলব্ধমানাম্।
মার্গে ব্রজন্ ভৃগুপতের্ব্যনয়ৎ প্ররূঢ়ং
দর্পং মহীমকৃত যস্ত্রিররাজবীজাম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! বালগজলীলঃ (বালগজস্য লীলেব লীলা যস্য সঃ) যঃ সীতাস্বয়ম্বরগৃহে লোকবীরসমিতৌ (লোকে যে বীরাঃ তেষাং সমিতৌ সমাজে) ত্রিশতোপ নীতং (ত্রিশতজনৈঃ উপনীতং সমীপম্ আনীতম্) উগ্রং (কঠিনং গরিষ্ঠম্) ঐশং ধনুঃ (শিবস্য ধনুঃ) আদায় (লীলয়ৈব গৃহীত্বা) সজ্যীকৃতম্ (আরোপিতং কৃত্বা) ইক্ষুযষ্টিম্ ইব বিকৃষ্য মধ্যে (আকৃষ্য) (মধ্যদেশে অনায়াসেন) বভঞ্জ (দ্বিধাচকার)। (যঃ) অনুরূপগুণশীলবয়োঽঙ্গরূপাম্ (অনুরূপাণি স্বযোগ্যানি গুণশীলাদীনি যস্যাঃ তাং) সীতাভিধাং (সীতানাম্নীম্) উরসি (বক্ষসি) অভিলব্ধমানাং (পূর্ব্বম্ অভিলব্ধঃ প্রাপ্তঃ মানঃ যয়া তাং) শ্রিয়ং (লক্ষ্মীং) জিত্বা মার্গে (পথি)

ব্রজন্ (গচ্ছন্ সন্) যঃ ত্রিঃ (ত্রিঃ সপ্তকৃত্বঃ একবিংশতিবারান্ ইত্যর্থঃ) মহীং (পৃথিবীম্) অরাজবীজাং (রাজবীজশূন্যাম্) অকৃত (কৃতবান্, তস্য) ভৃগুপতেঃ (পরশুরামস্য ধনুর্ভঙ্গমহানাদক্ষুভিতস্য ইত্যর্থঃ) প্ররূঢ়ং (প্রকৃষ্টরূপেণ রূঢ়ং সমুদিতং) দর্পং (গর্ব্বং) ব্যনয়ৎ (অপনীতবান্) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! রামচন্দ্রের লীলা বালগজতুল্য অতি অদ্ভুত, তিনি সীতার স্বয়ম্বরগৃহে বীরগণের সমাজে তিন শত বাহকের দ্বারা আনীত অতীব গুরুভারযুক্ত শিব-ধনুক অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া জ্যা আরোপণ পূর্ব্বক ইক্ষুযষ্টির ন্যায় আকর্ষণান্তর মধ্যদেশ ভগ্ন করিয়াছিলেন। এবং নিজ অনুরূপ বয়স, অঙ্গ, রূপ, গুণ ও স্বভাববিশিষ্টা, (প্রকটলীলার পূর্ব্বেও) স্বীয় বক্ষঃস্থলে নিত্য আদরপ্রাপ্তা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সীতাদেবীকে স্বয়ম্বরে জয় করিয়া প্রত্যাগমনকালে যিনি পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্যা করিয়াছিলেন, সেই পরশুরামের অতিবর্দ্ধিত দর্প, পথে গমন করিতে করিতেই চূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ৬-৭ ॥

বিশ্বনাথ—লোকে যে বীরাস্তেষাং সমিতৌ সমাজে। ঐশং মাহেশং ধনুঃ ইক্ষুযষ্টিমিব লীলয়ৈবাদায় সজ্জীকৃতং সৎ বিকৃষ্য মধ্যে বভঞ্জ। কীদৃশং বাহকানাং ত্রিভিঃ শতৈরুপনীতম্ ? জিত্বা প্রাপ্য উরসি অভিলব্ধো মান আদরঃ পূর্ব্বমেব যয়া তাং, ভৃগুপতেঃ পরশুরামস্য দর্পং ব্যনয়ৎ বিগতীচক্রে। ত্রিঃ ত্রিসপ্তকৃত্বো মহীং যঃ রাজবীজশূন্যাং চক্রে ॥ ৬-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লোকবীরসমিতৌ'—লোকমধ্যে যাঁহারা বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের সমাজে (সভামধ্যে)। 'ঐশং ধনুঃ'—শিবের ধনুকটিকে ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় অনায়াসে গ্রহণপূর্ব্বক গুণযুক্ত করিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক মধ্যস্থলে ভগ্ন করিয়াছিলেন। কেমন ধনুক ? তাহাতে বলিতেছেন—'ত্রিশতোপনীতং', যাহা তিনশত বাহক কর্ত্তৃক আনীত। 'জিত্বা'—যে সীতাদেবী পূর্ব্বে লক্ষ্মীরূপে বক্ষঃস্থলে থাকিয়া আদর লাভ করিতেন, তাঁহাকে স্বয়ংবরক্ষেত্রে জয় করিয়া লইয়া যাইবার সময় পথে পরশুরামের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। যে পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়বীরশূন্যা করিয়াছিলেন ॥৬-৭॥

যঃ সত্যপাশপরিবীতপিতুর্নিদেশং
স্ত্রৈণস্য চাপি শিরসা জগৃহে সভার্য্যঃ।
রাজ্যং শ্রিয়ং প্রণয়িনঃ সুহৃদো নিবাসং
ত্যক্ত্বা যযৌ বনমসূনিব মুক্তসঙ্গঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ স্ত্রৈণস্য অপি চ সত্যপাশপরিবীতপিতুঃ (সত্যপাশেন পরিবীতস্য আবদ্ধস্য পিতুঃ) নিদেশম্ (আজ্ঞাং) শিরসা জগৃহে (গৃহীতবান্, অপিচ) মুক্তসঙ্গঃ (যোগী) অসূন্ (প্রাণান্) ইব রাজ্যং শ্রিয়ং (সম্পদং) প্রণয়িনঃ সুহৃদঃ (প্রিয়ান্ বান্ধবান্) নিবাসং (বাসভূমিঞ্চ) ত্যক্ত্বা বনং যযৌ (গতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কৈকেয়ীকে প্রতিশ্রুতিদানে বাধ্য সুতরাং সত্যপাশে আবদ্ধ পিতা দশরথের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রামচন্দ্র মুক্তসঙ্গ যোগীর প্রাণ পরিত্যাগের ন্যায় আনন্দের সহিত রাজ্য, শ্রী, প্রণয়ী, সুহৃদ্ এবং নিবাস-ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—য ইতি কদাচিৎ পূর্ব্বং কৈকেয্যাং তুষ্টেন রাজ্ঞা ত্বদপেক্ষিতং দাস্যামীতি প্রতিশ্রুতং, ততঃ শ্রীরামস্য যৌবরাজ্যাভিষেকসময়ে তয়া ভরতস্য রাজ্যং রামস্য চ বনে বাসঃ প্রার্থিতঃ। অতঃ সত্যপাশেন পরিবীতস্য পিতুঃ স্ত্রৈণস্য স্ত্রিয়ৈ কৈকেয্যৈ সত্যানুরোধবশাৎ হি তস্য নিদেশং সভার্য্যোঽপি জগ্রাহ। দুস্ত্যজস্যাপি সহর্ষত্যাগে দৃষ্টান্তঃ—মুক্তসঙ্গো যোগী অসূন্ প্রাণানিবেতি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যঃ' ইত্যাদি—পূর্ব্বে কোন এক সময় কৈকেয়ীর প্রতি তুষ্ট হইয়া রাজা দশরথ 'তোমার প্রার্থিত বরদ্বয় প্রদান করিব'—এরূপ প্রতিশ্রুত ছিলেন। তারপর রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকসময়ে কৈকেয়ী ভরতের যৌবরাজ্য ও রামচন্দ্রের বনবাস প্রার্থনা করিলেন। 'সত্যপাশ-পরিবীত-পিতুঃ'—সত্যপাশে আবদ্ধ পিতার, 'স্ত্রৈণস্য'—স্ত্রী কৈকেয়ীর প্রতি সত্যানুরোধবশতঃ স্ত্রৈণ পিতার সেই আদেশকেও যিনি ভার্য্যার সহিত অবনতমস্তকে

গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুস্ত্যজ বিষয়েরও সহর্ষে ত্যাগের দৃষ্টান্ত—মুক্তসঙ্গ যোগী যেমন দুস্ত্যজ প্রাণ আনন্দের সহিত বিসর্জ্জন করেন ॥ ৮ ॥

রক্ষঃস্বসুর্ব্যকৃতরূপমশুদ্ধবুদ্ধে-
স্তস্যাঃ খরত্রিশিরদূষণমুখ্যবন্ধূন্।
জঘ্নে চতুর্দ্দশসহস্রমপারণীয়-
কোদণ্ডপাণিরটমান উবাস কৃচ্ছ্রম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অথঃ সঃ) অশুদ্ধবুদ্ধেঃ (সীতাং জিঘৃক্ষোঃ কামাতুরায়া ইতি বা) রক্ষঃস্বসুঃ (রাবণস্য ভগিন্যাঃ সূর্পণখায়াঃ) রূপং ব্যকৃত (বিকারম্ অনয়ৎ, ততঃ) অপারণীয় কোদণ্ড-পাণিঃ (অপারণীয়ম্ অলঙ্ঘম্ অসহ্যং কোদণ্ডং ধনুঃ পাণৌ যস্য সঃ তথাভূতঃ সঃ) তস্যাঃ (সূর্পণখায়াঃ) চতুর্দ্দশ-সহস্রং (চতুর্দ্দশসহস্রসংখ্যকান্) খরত্রিশির-দূষণ-বন্ধূন্ (খরত্রিশিরদূষণাঃ মুখ্যাঃ প্রধানাঃ যেষু তান্ বন্ধূন্) জঘ্নে (বিনাশয়ামাস, ততঃ) অটমানঃ (বনে ভ্রমন্) কৃচ্ছ্রং (সকষ্টম্) উবাস (বাসং কৃতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি মন্দবুদ্ধি রাবণভগ্নী সূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণ ছিন্ন করিয়া রূপ বিকৃত করিয়াছিলেন এবং দুঃসহ ধনুকহস্তে সূর্পণখার খরত্রিশির-দূষণপ্রমুখ বন্ধুবর্গ ও চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অতি-কষ্টে বনে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—রক্ষসো রাবণস্য স্বসুঃ সূর্পণখায়া রূপং ব্যকৃত কর্ণনাসাচ্ছেদেন বিকারমনয়ৎ, জঘ্নে জঘান। অপারণীয়ম্ অন্যৈরসহ্যং কোদণ্ডং পাণৌ যস্য সঃ। ততশ্চ অটমানঃ বনে ভ্রমন্ কৃচ্ছ্রং সকষ্টমুবাস ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রক্ষঃস্বসুঃ'—রাক্ষস রাবণের ভগ্নী সূর্পণখার স্বরূপ নাসাকর্ণ ছেদনের দ্বারা যিনি বিকৃত করিয়াছিলেন। 'জঘ্নে'—জঘান, পরস্মৈপদী হইবে (অর্থাৎ যিনি খরদূষণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন)। 'অপারণীয়-কোদণ্ড-পাণিঃ'—অন্যের অসহনীয় কোদণ্ড অর্থাৎ ধনুঃ পাণিতে যাঁহার, সেই রামচন্দ্র। 'অটমানঃ'—পরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অতিকষ্টে বনবাস করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

সীতাকথাশ্রবণদীপিতহৃচ্ছয়েন
সৃষ্টং বিলোক্য নৃপতে দশকন্ধরেণ।
জঘ্নেঽদ্ভুতৈণবপুষাশ্রমতোঽপকৃষ্টো
মারীচমাশু বিশিখেন যথা কমুগ্রঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপতে! (হে রাজন্!) সীতাকথা শ্রবণদীপিত-হৃচ্ছয়েন (সীতায়াঃ কথা-শ্রবণেন দীপিতঃ সংবর্দ্ধিতঃ হৃচ্ছয়কামঃ যস্য তেন) দশকন্ধরেণ (সীতাং রাবণেন হরিষ্যতা স্বস্মাৎ ভীতেন স্বস্যাশ্রমাদপকর্ষার্থ) সৃষ্টং (প্রেরিতং) মারীচং বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) অদ্ভুতৈণবপুষা (স্বর্ণ-হরিণদেহেনোপলক্ষিতং) আশ্রমতঃ (আশ্রমাৎ) অপকৃষ্টঃ (প্রলোভনেন দূরং নীতঃ সঃ) উগ্রঃ (শ্রীরুদ্রঃ) কং যথা (দক্ষম্ ইব তং মারীচং) বিশিখেন (তীক্ষ্ণবাণেন) আশু (সত্বরং) জঘ্নে (জঘান, বিনাশিতবান্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! সূর্পণখার মুখে সীতার কথা শ্রবণ করিয়া রাবণের কামানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে সীতাহরণ বাসনায় রামচন্দ্রকে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া যাইবার উদ্দেশে মারীচকে তথায় প্রেরণ করিল। রামচন্দ্র স্বর্ণ হরিণদেহে আশ্চর্য্যরূপে উপলক্ষিত রাবণ-প্রেরিত মারীচকে দর্শন করিয়া তদ্দ্বারা আকৃষ্ট ও আশ্রম হইতে দূরে নীত হইলেন এবং রুদ্র যেমন মৃগরূপে ধাবমান প্রজাপতির প্রতি বান নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মারীচের প্রতি তীক্ষ্ণশর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে আশু নিহত করি-লেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ সূর্পণখামুখাৎ শ্রুত্বা সীতাং হরিষ্যতা রাবণেন স্বস্মাদ্ভীতেন স্বস্যাশ্রমাদপকর্ষণার্থং সৃষ্টং বিসৃষ্টং প্রেষিতং মারীচং বিলোক্য জঘান। কথম্ভূতং অদ্ভুতৈণবপুষা স্বর্ণহরিণশরীরেণোপলক্ষিতং স্বয়ং কথম্ভূতঃ আশ্রমতোঽপকৃষ্টঃ দূরং গতঃ। কং দক্ষং যথা উগ্রঃ শ্রীরুদ্রঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর সূর্পণখার মুখে সীতার কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ সীতাহরণের অভি-

প্রায়ে প্রথমতঃ রামচন্দ্রের ভয়ে তাঁহাকে আশ্রম হইতে দূরে লইবার জন্য মারীচকে প্রেরণ করিয়াছিল। রামচন্দ্র মারীচকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাহাকে নিহত করিলেন। কেমন মারীচ? তাহাতে বলিতেছেন—'অদ্ভুতৈণবপুষ'—অদ্ভুত স্বর্ণ হরিণরূপ যে ধারণ করিয়াছিল। রামচন্দ্র কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'আশ্রমতোঽপকৃষ্টঃ' আশ্রম হইতে যিনি দূরে নীত হইয়াছিলেন। 'কম্ যথা উগ্রঃ'—দক্ষকে যেমন শ্রীরুদ্র (বীরভদ্র) বধ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

———

রক্ষোঽধমেন বৃকবদ্বিপিনেঽসমক্ষ্যং
বৈদেহরাজদুহিতর্য্যপযাপিতায়াম্।
ভ্রাত্রা বনে কৃপণবৎ প্রিয়য়া বিযুক্তঃ
স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশ্চচার ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) বৃকবৎ (বৃকেণ ইব) রক্ষোঽধমেন (রাবণেন) বিপিনে (বনে) বৈদেহরাজদুহিতরি (সীতায়াম্) অসমক্ষ্যং (পরোক্ষম্) অপযাপিতায়াং (প্রাপিতায়াং সত্যাং) প্রিয়য়া (সীতয়া) বিযুক্তঃ (বিরহিতঃ সঃ) ইতি (ইত্যনেন প্রকারেণ) স্ত্রী-সঙ্গিনাং গতিং (দুঃখোদর্কাং গতিং) প্রথয়ন্ (লোকে প্রখ্যাপয়ন্) ভ্রাত্রা (লক্ষ্মণেন সহ) কৃপণবৎ) বনে চচার (পর্য্যটিতবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—বৃক যেরূপ পালকের অসাক্ষাতে মেষশাবক অপহরণ করিয়া পলায়ন করে, রাক্ষসাধম রাবণ সেইরূপ বনমধ্যে রামচন্দ্রের অসাক্ষাতে বৈদেহী সীতাদেবীকে অপহরণ করিলে রামচন্দ্র প্রিয়া-বিরহে স্ত্রী-সঙ্গিগণের দুঃখময়ী গতি লোকসমাজে বিস্তার করিতে করিতে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দীনবৎ বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অধমেন রাবণেন বৃকবৎ বৃকেণেব অসমক্ষ্যং পরোক্ষত এবাপযাপিতায়াং অপহৃতায়াং সত্যাং প্রিয়য়া প্রেমবত্যা সীতয়া বিযুক্তঃ বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারর সাশ্রয়ালম্বনীভূতঃ প্রেমাণমেব বিপ্রলম্ভরসময়ীভূতমাস্বাদয়ন্ তদনুভাবসাত্ত্বিকসঞ্চার্য্যাদিকং বিলাপমূর্চ্ছোন্মাদাদিকং প্রকটয়ন্নেব চচার। কথম্ভূতঃ ইতীত্যনেনৈব প্রকারেণ স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিং বিলাপাদিদুঃখোদর্কাং প্রথয়ন্ বহির্দ্দর্শিনো জনান্ প্রখ্যাপয়ন্নিতি, প্রথামাত্রমেতন্ন তু বস্তুত ইত্যর্থঃ। অন্তর্দর্শিনস্তু 'চিন্ময়েঽস্মিন্ মহাবিষ্ণৌ জাতে দাশরথে হরা'বিতি রামতাপনী-শ্রুত্যাদিপ্রমাণেন চিদানন্দময়মনো-বুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরস্য পরব্রহ্মণস্তস্য দুঃখসম্ভাবনাপি শাস্ত্রযুক্তি-প্রতিকূলেতি পঞ্চমস্কন্ধীয়কিংপুরুষবর্ষরামপ্রসঙ্গব্যাখ্যাতযুক্ত্যা জানন্ত্যেব ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রক্ষোঽধমেন'—রাক্ষসাধম রাবণ রামচন্দ্রের অনুপস্থিতিকালে বনমধ্যে বৃকের (নেকড়ে বাঘের) ন্যায় জনকনন্দিনীকে অপহরণ করিলে, 'প্রিয়য়া বিযুক্তঃ'—প্রিয়তমা সীতার বিচ্ছেদযুক্ত হইয়া, অর্থাৎ বিপ্রলম্ভরূপ শৃঙ্গার রসাশ্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক বিপ্রলম্ভরসময় প্রেমই আস্বাদন করতঃ তাহার অনুভাব, সাত্ত্বিক, সঞ্চারী প্রভৃতি বিলাপ, মূর্চ্ছা, উন্মাদাদি দশা প্রকট করিতে করিতে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কেমনভাবে? তাহাতে বলিতেছেন—'ইতি স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিং প্রথয়ন্', লোকমধ্যে স্ত্রীসঙ্গিগণের এজাতীয় বিলাপাদি দুর্গতি প্রচারের জন্যই, অর্থাৎ বহির্ম্মুখ জনের নিকট প্রখ্যাপনের নিমিত্ত ইহা প্রথামাত্র, কিন্তু বস্তুতঃ নহে, এই অর্থ। কিন্তু অন্তর্দর্শী ভক্তজন, "চিন্ময়স্বরূপ মহাবিষ্ণু এই শ্রীহরি দশরথনন্দনরূপে আবির্ভূত হইলে" —ইত্যাদি রামতাপনী প্রভৃতি শ্রুতি-প্রমাণানুসারে যাঁহার চিদানন্দময় মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর, সেই পরব্রহ্মের দুঃখসম্ভাবনাও শাস্ত্রযুক্তির প্রতিকূল—এইরূপ সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের কিংপুরুষবর্ষে রামচরিত প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাত যুক্তি অনুসারে বিদিতই আছেন ॥ ১১ ॥

মধ্ব—

নিত্যপূর্ণসুখজ্ঞপ্তিস্বরূপোঽসৌ যতো বিভুঃ।
অতোঽস্য রাম ইত্যাখ্যাতস্য দুঃখং কুতোঽণ্বপি॥
তথাপি লোকশিক্ষার্থমদুঃখবত্তি যৎ।
অন্তর্হিতাং লোকদৃষ্ট্যা সীতামাসীৎ স্মরন্নিব ॥
জ্ঞাপনার্থং পুনর্নিত্যসম্বন্ধং স্বাত্মনঃ শ্রিয়াঃ।
অযোধ্যায়া বিনির্গচ্ছন্ সর্ব্বলোকস্য চেশ্বরঃ।
প্রত্যক্ষন্তু শ্রিয়া সার্দ্ধং জগামানাদিরব্যয়ঃ ॥
নক্ষত্রমাসগণিতং ত্রয়োদশসহস্রকম্।
ব্রহ্মলোকসমং চক্রে সমস্তং ক্ষিতিমণ্ডলম্ ॥

রামো রামো রাম ইতি সর্ব্বেষামভবত্তদা ।
সর্ব্বোরামময়ো লোকো যদা রামস্ত্বপালয়ৎ ॥
ইতি স্কান্দে ॥ ১১ ॥

দগ্ধ্বাত্মকৃত্যহতকৃত্যমহন্ কবন্ধং
সখ্যং বিধায় কপিভির্দয়িতাগতিং তৈঃ ।
বুদ্ধ্বাথ বালিনি হতে প্লবগেন্দ্রসৈন্যৈ-
র্বেলামগাৎ স মনুজোঽজভবার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) অজভবার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ (অজভবাভ্যাং ব্রহ্মশঙ্করাভ্যামর্চ্চিতো অঙ্ঘ্রী পাদৌ যস্য সঃ) মনুজঃ (মনুষ্যবিগ্রহাশ্রিতঃ) সঃ (রামঃ) আত্মকৃত্যহতকৃত্যম্ (আত্মার্থেন কৃত্যেন কর্ম্মণা রাবণেন সহ যুদ্ধেন হতং কৃত্যং শাস্ত্রীয়ং দহনাদিকং যস্য তং জটায়ুষং পুত্র ইব) দগ্ধ্বা কবন্ধং (স্বগ্রহণায় প্রসারিতবাহুং রাক্ষসবিশেষম্) অহন্ (বিনাশয়ামাস), অথ কপিভিঃ (সুগ্রীবাদিভিঃ সহ) সখ্যং (বন্ধুত্বং) বিধায় (কৃত্বা) বালিনি (সুগ্রীবভ্রাতরি) হতে (বিনাশিতে সতি) তৈঃ (কপিভিঃ) দয়িতাগতিং (দয়িতায়াঃ সীতায়াঃ গতিং) বুদ্ধ্বা (জ্ঞাত্বা) প্লবগেন্দ্রসৈন্যৈঃ (বানররাজসৈন্যৈঃ সহ) বেলাং (সমুদ্রতীরম্) অগাৎ (গতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা, শিব যাঁহার পাদপদ্মে পূজা করিয়া থাকেন, মনুষ্য বিগ্রহ-ধারী সেই রামচন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত জটায়ুর সৎকার অর্থাৎ দাহন করিয়া কবন্ধনামক অসুরকে হত্যা করিয়াছিলেন। তদনন্তর সুগ্রীবাদি কপিশ্রেষ্ঠগণ-সহ বন্ধুত্ব করিয়া বালি-বিনাশের পর ঐ সকল কপিগণের দ্বারা প্রিয়ার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বানর সৈন্যসহ সমুদ্রতীরে গমন করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মার্থেন কৃত্যেন কর্ম্মণা রাবণেন সহ যুদ্ধেন হতং কৃত্যং শাস্ত্রীয়ং দহনাদিকং যস্য তং জটায়ুষং পুত্র ইব দগ্ধ্বা কবন্ধং স্বগ্রহণায় প্রসারিতবাহুং রাক্ষসমহন্। অথ বালিনি হতে সতি তৈঃ কপিভির্দয়িতা-গতিং বুদ্ধ্বা বেলাং সমুদ্রতীরং, মনুজো রামঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মকৃত্য-হত-কৃত্যং'—সীতা উদ্ধরণরূপ নিজ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত হত হইয়াছে কৃত্য বলিতে পৌরুষ অথবা শাস্ত্রীয় দাহাদি কার্য্য যাহার, অর্থাৎ সীতাকে উদ্ধার করিতে যাইয়া রাবণের হস্তে নিহত ও শাস্ত্রবিধানে অকৃতদাহ জটায়ু পক্ষীকে পুত্রের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্র যথোচিত দাহ করিয়া, 'কবন্ধং'—আপনাকে গ্রহণের জন্য প্রসারিত-বাহু কবন্ধকে হত্যা করিলেন। অনন্তর বালীবধ হইলে, সেই বানরগণের সাহায্যে 'দয়িতা-গতিং'—প্রিয়তমা সীতাদেবীর লঙ্কায় অবস্থানের কথা জানিতে পারিয়া, 'বেলাম্ অগাৎ'—সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। 'মনুজঃ'—মানব, অর্থাৎ নরাকৃতি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ॥ ১২ ॥

যদ্রোষবিভ্রমবিবৃত্তকটাক্ষপাত-
সংভ্রান্তনক্রমকরো ভয়গীর্ণঘোষঃ ।
সিন্ধুঃ শিরস্যর্হণং পরিগৃহ্য রূপী
পাদারবিন্দমুপগম্য বভাষ এতৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র ত্রিরাত্রমুপবাসেন প্রতীক্ষিতোঽপি সিন্ধুঃ যদা নোপস্থিতঃ তদা) যদ্‌রোষ-বিভ্রমবিবৃত্ত-কটাক্ষপাতসম্ভ্রান্ত-নক্রমকরঃ (যস্য রোষবিভ্রমেণ ক্রোধলীলয়া বিবৃত্তঃ যঃ কটাক্ষং তস্য পাতেন ক্ষেপণেন সম্ভ্রান্তা বিচলিতা নক্রাঃ মকরাশ্চ যস্মিন্ সঃ) ভয়গীর্ণঘোষঃ (ভয়েন গীর্ণঃ গ্রস্তঃ স্তম্ভিতঃ ঘোষঃ যেন সঃ) রূপী (মূর্ত্তিমান্) সিন্ধুঃ (সমুদ্রঃ) শিরসি অর্হণম্ (অর্হণম্ অর্ঘ্যাদিকং) পরিগৃহ্য (গৃহীত্বা) পাদারবিন্দং (শ্রীপদকমলম্) উপগম্য (প্রাপ্য) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) বভাষে (উক্তবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—(রামচন্দ্র সাগরতটে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া সমুদ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিলেন তথাপি সমুদ্র আগমন করিল না দেখিয়া রামচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন সেই কালে) রামচন্দ্রের ক্রোধলীলার বিকট কটাক্ষমাত্রে যাহার মধ্যস্থিত কুম্ভীর-মকরাদি জলজন্তুসকল ভয়ে বিচলিত হইয়াছিল, সেই সমুদ্র অত্যন্ত ভীত হইয়া নিজ শব্দ স্তম্ভনপূর্ব্বক মূর্ত্তিমান্ হইল এবং পূজার দ্রব্যাদি লইয়া রামচন্দ্রের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র ত্রিরাত্রোপবাসেন প্রতীক্ষিতোঽপি সিন্ধুর্যদা নোপতস্থে তদা স্বৈশ্বর্য্যং সস্মারেত্যাহ—

যস্য রোষবিভ্রমেণ ক্রোধবিলাসেন বিবৃত্তো বিকটো যঃ কটাক্ষপাতস্তেন সংভ্রান্তা বিপন্না নক্রা মকরাশ্চ যস্য সঃ। ভয়েন গীর্ণঃ গ্রস্তঃ স্তম্ভিতো ঘোষো যেন সঃ। অর্হণমর্ঘ্যাদি পূজোপহারম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমুদ্রতীরে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া সমুদ্রের সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা করিলেও যখন সমুদ্র উপস্থিত হইল না, তখন নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকট করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'যদ্ রোষবিভ্রম-' ইত্যাদি। যাঁহার (রামচন্দ্রের) ক্রোধবিলাসের দ্বারা বিস্তৃত যে কটাক্ষপাত, তাহাতে সংভ্রান্ত বলিতে বিপন্ন হইয়াছে কুম্ভীর ও মকরগণ যাঁহার, সেই সমুদ্র ভয়ে শব্দ স্তম্ভনপূর্ব্বক মূর্ত্তিমান হইয়া মস্তকে পূজার উপহার লইয়া নিকটে আসিয়া তাঁহার পাদপদ্মযুগলে প্রণামপূর্ব্বক এরূপ বলিয়াছিল ॥ ১৩ ॥

———

ন ত্বাং বয়ং জড়ধিয়ো নু বিদাম ভূমন্
কূটস্থমাদিপুরুষং জগতামধীশম্ ।
যৎ সত্ত্বতঃ সুরগণা রজসঃ প্রজেশা
মন্যোশ্চ ভূতপতয়ঃ স ভবান্ গুণেশঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভূমন্ ! জড়ধিয়ঃ (জড়বুদ্ধয়ঃ) বয়ম্ (এতাবৎপর্য্যন্তং) জগতাম্ অধীশম্ (অধিপতিং) কূটস্থম্ (নির্ব্বিকারম্) আদিপুরুষং ত্বাং নু (নিশ্চিতং) ন বিদামঃ (ন জানীমঃ, ইদানীন্তু) যৎসত্ত্বতঃ (যদধীনাৎ সত্ত্বগুণাৎ) সুরগণাঃ (দেবাঃ) রজসঃ (যদধীনাৎ রজোগুণাৎ) প্রজেশাঃ (প্রজাপতয়ঃ) মন্যোঃ (যদধীনাৎ তমোগুণাৎ) ভূতপতয়ঃ চ (ভূতেশাঃ ভবন্তি) গুণেশঃ (গুণাধিপতিঃ) সঃ ভবান্ (জ্ঞাতঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বব্যাপিন্ ! জড়বুদ্ধিসম্পন্ন আমরা একাল পর্য্যন্ত আপনাকে জানিতে পারি নাই, আপনি জগতের অধীশ্বর, নির্ব্বিকার আদি পুরুষ, যে সত্ত্বগুণ হইতে দেবতাবৃন্দ, রজোগুণ হইতে প্রজাপতি-বর্গ ও ক্রোধরূপ তমোগুণ হইতে রুদ্রগণের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই গুণরূপ প্রধানের অধীশ একমাত্র আপনি ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—জড়ধিয়ো জড়ধিত্বাদজ্ঞাঃ স্বশাস্তিমপ্রাপ্য ত্বাং ন বিদামঃ পশবো হি লগুড়প্রহারমনবাপ্য মনুষ্যং যথা ন গণয়ন্তি তথেতি ভাবঃ। নন্বধুনা পরিচিতোঽস্মি ন বা তত্রাহ যদিতি পৃথক্ পদং যস্যেত্যর্থঃ। মন্যোস্তমসঃ। তস্য গুণস্য গুণরূপপ্রধানস্য ঈশঃ নিয়ন্তা ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জড়ধিয়ঃ'—জড়বুদ্ধি বলিয়া আমরা অজ্ঞ, আপনার দণ্ড প্রাপ্তি না হইলে আপনাকে জানিতে পারি না, যেমন পশুগণ লগুড়প্রহার না পাইলে মনুষ্যকে গণনা করে না, তদ্রূপ—এই ভাব। যদি বলেন—এখন আমি পরিচিত হইয়াছি, অর্থাৎ এখন আমাকে জানিতে পারিয়াছ, অথবা না ? তাহাতে বলিতেছেন—'যৎ' ইত্যাদি, যৎ ইহা পৃথক্ পদ, যাঁহার এই অর্থ। 'মন্যোঃ'—তমোগুণ হইতে ভূতপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। 'গুণেশঃ'—সেই গুণরূপ প্রধানের আপনি নিয়ন্তা, (আপনাকে আমরা কিরূপে জানিতে পারিব ? —এই ভাব) ॥ ১৪ ॥

———

কামং প্রযাহি জহি বিশ্রবসোঽবমেহং
ত্রৈলোক্যরাবণমবাপ্নুহি বীর পত্নীম্ ।
বধ্নীহি সেতুমিহ তে যশসো বিতত্যৈ
গায়ন্তি দিগ্বিজয়িনো যমুপেত্য ভূপাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—বীর ! (হে বীর !) কামং (যথেচ্ছং মজ্জলম্ আক্রম্যাপি) প্রযাহি (লঙ্কাং গচ্ছ) বিশ্রবসঃ (তন্নামকস্য মুনেঃ) অবমেহং (পুরীষপ্রায়ং পুত্রাধমম ইত্যর্থঃ) ত্রৈলোক্যরাবণং (ত্রৈলোক্যং রাবয়তি আক্রন্দয়তীতি তথা তং রাবণং) জহি (বিনাশয়) ; পত্নীং (সীতাদেবীম্) অবাপ্নুহি (লভস্ব, যদ্যপি মম জলং তব গমনপ্রতিবন্ধকং ন ভবতি তথাপি) তে (তব) যশসঃ বিতত্যৈ (বিস্তারায়) ইহ (জলোপরি) সেতুং বধ্নীহি (রচয়), যৎ (সেতুম্) উপেত্য (দুষ্করং কর্ম্ম অবেক্ষ্য) দিগ্বিজয়িনঃ (মহাবীরাঃ) ভূপাঃ (অপি) গায়ন্তি (তব যশঃ গাস্যন্তি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—আপনি আমার জল অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লঙ্কায় গমন করুন। এবং বিশ্রবার মূত্রতুল্য পুত্র, ত্রিভুবনের ক্লেশদায়ক রাবণের বিনাশ সাধন করুন ও নিজ পত্নী সীতাদেবীকে প্রাপ্ত হউন। হে বীর, যদিও আমার জল আপনার গমনে প্রতি-

বন্ধক হইবে না তথাপি আপনার কীর্ত্তিবিস্তারার্থ এই জলের উপর সেতুবন্ধন করুন। সেই সেতুবন্ধনরূপ দুষ্কর-কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া দিগ্‌বিজয়ী মহাবীর নৃপতিগণ আপনার যশঃ কীর্ত্তন করিবেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্রবসোঽবমেহং মূত্রতুল্যং ত্রৈলোক্যং রাবয়তি ক্রন্দয়তীতি তথা তম্। যং সেতুমুপেত্য গায়ন্তি ত্বদ্‌যশো গাস্যন্তি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশ্রবসঃ অবমেহং'—বিশ্রবামুনির মূত্রতুল্য। 'ত্রৈলোক্য-রাবণং'—ত্রিভুবনের লোকদিগকে যিনি ক্রন্দন করান, অর্থাৎ ত্রিলোকের পীড়াদায়ক রাবণকে সংহার করুন। 'যম্ উপেত্য'—যে সেতুর নিকটে আসিয়া নরপতিগণ আপনার যশোগান করিবেন ॥ ১৫ ॥

———

বদ্ধোদধৌ রঘুপতির্বিবিধাদ্রিকূটৈঃ
সেতুং কপীন্দ্রকরকম্পিতভূরুহাঙ্গৈ।
সুগ্রীবনীলহনুমৎ প্রমুখৈরনীকৈ-
র্লঙ্কাং বিভীষণদৃশাবিশদগ্রদগ্ধাম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—রঘুপতিঃ (রামচন্দ্রঃ) কপীন্দ্র-কর-কম্পিত-ভূরুহাঙ্গৈঃ (কপীন্দ্রাণাং করৈঃ কম্পিতানি ভূরুহাণাম্ অঙ্গানি শাখাদীনি যেষু তৈঃ) বিবিধাদ্রি-কূটৈঃ (বিবিধৈঃ অদ্রীণাং পর্ব্বতানাং কূটৈঃ শৃঙ্গৈঃ) উদধৌ (সমুদ্রে) সেতুং বদ্ধা (নির্ম্মায়) বিভীষণদৃশা (বিভীষণস্য বুদ্ধ্যা) সুগ্রীব-নীল হনুমৎ প্রমুখৈঃ (সুগ্রীবাদয়ঃ প্রমুখাঃ প্রধানাঃ যেষু তৈঃ) অনীকৈঃ সৈন্যৈঃ সহ) অগ্রদগ্ধাং (সীতান্বেষণকালে হনুমতা দগ্ধাং) লঙ্কাম্ আবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কপিশ্রেষ্ঠগণের করদ্বারা কম্পমান বৃক্ষশাখাসমূহে পরিপূর্ণ বিবিধ গিরিশৃঙ্গে সমুদ্রের সেতু নির্ম্মাণ করিয়া বিভীষণের পরামর্শে রামচন্দ্র, সুগ্রীব, নীল-হনুমৎ প্রমুখসৈন্যগণসহ সীতান্বেষণ-কালে হনুমৎ কর্ত্তৃক দগ্ধীভূত লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অদ্রিশৃঙ্গৈঃ কীদৃশৈঃ কপীন্দ্রাণাং করৈঃ কম্পিতানি ভূরুহাণামঙ্গানি শাখাদীনি যেষু তৈঃ। বিভীষণস্য দৃশা বুদ্ধ্যা ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদ্রিকূটৈঃ' — শ্রীরামচন্দ্র বিবিধ পর্ব্বতশৃঙ্গরাজি দ্বারা সমুদ্রের উপর সেতু রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল পর্ব্বতশৃঙ্গ কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—বানর বীরগণের হস্তদ্বারা ঐ সকল পর্ব্বতশৃঙ্গস্থিত বৃক্ষসমূহের শাখা প্রভৃতি অবয়বসমুদয় কম্পিত হইতেছিল। 'বিভীষণ-দৃশা'—বিভীষণের বুদ্ধি অনুসারে (রামচন্দ্র লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন।) ॥ ১৬ ॥

———

সা বানরেন্দ্রবলরুদ্ধবিহারকোষ্ঠ-
শ্রীদ্বারগোপুরসদোবলভীবিটঙ্কা।
নির্ভজ্যমানধিষণধ্বজহেমকুম্ভ-
শৃঙ্গাটকা গজকুলৈর্হ্রদিনীব ঘূর্ণা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—বানরেন্দ্র-বল-রুদ্ধ-বিহারকোষ্ঠ শ্রীদ্বার-গোপুর-সদোবলভীবিটঙ্কা (বানরেন্দ্রাণাং বলৈঃ সৈন্যৈঃ রুদ্ধানি বিহারাদীনি যত্র সা, বিহারঃ ক্রীড়াস্থানং কোষ্ঠং ধান্যাগারাদি, শ্রীঃ কোষঃ, দ্বারং গৃহাদীনাং দ্বারং, গোপুরং পুরদ্বারং, সদঃ সভা, বলভী প্রাসাদাদিপুরোভাগাচ্ছাদনী, বিটঙ্কঃ কপোতপালিকা) নির্ভজ্যমান-ধিষণ-ধ্বজ-হেমকুম্ভ-শৃঙ্গাটকা (নির্ভজ্যমানানি ধিষণাদীনি যস্যাং সা, ধিষণং বেদিকাদি, ধ্বজঃ পতাকা, হেমকুম্ভঃ প্রাসাদচূড়াগ্রবর্ত্তী সুবর্ণ-কলসঃ, শৃঙ্গাটকং চতুষ্পথং) সা (লঙ্কা) গজকুলৈঃ (হস্তিবৃন্দৈঃ বিচলিতা) হ্রদিনী ইব (নদী ইব) ঘূর্ণা (বিচলিতা বভূব) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইয়া কপীন্দ্রগণের সৈন্যগণ তথাকার ক্রীড়াস্থান, ধান্যাগার, কোষ, গৃহদ্বার, পুরদ্বার, সভা, প্রাসাদের উপরি গৃহ, কপোতাবাস প্রভৃতি অবরুদ্ধ করিল এবং বেদী, পতাকা, প্রাসাদ চূড়াগ্রবর্ত্তী সুবর্ণকলস তথা চতুষ্পথসমূহ ভগ্ন করিয়া ফেলিল, সুতরাং গজসমূহদ্বারা নদী যেরূপ বিচলিত হয়, লঙ্কাও সেইরূপ হইল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—বানরেন্দ্রাণাং বলৈরুর্দ্ধা বিহারাদয়ো যস্যাং, বিহারঃ ক্রীড়াস্থানম্। কোষ্ঠং ধান্যাগারাদি, শ্রীঃ কোষঃ। দ্বারং গৃহদ্বারং, গোপুরং পুরদ্বারং, সদঃ সভা, বলভী প্রাসাদোর্দ্ধশিখরগৃহম্। বিটঙ্কঃ কপোতপালিকা। ততশ্চ নির্ভজ্যমানা ধিষণাদ্যা

যস্যাম্। ধিষনং বেদি চাদি, শৃঙ্গাটকং চতুষ্পথং, ঘূর্ণা ঘূর্ণিতা ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সা'—সেই লঙ্কা, যাহার ক্রীড়াক্ষেত্রাদি কপীন্দ্রগণের সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল। বিহার বলিতে ক্রীড়াস্থান। কোষ্ঠ—ধান্যাগার প্রভৃতি ভাণ্ডার সমূহ, শ্রী—কোষ, গৃহাদির দ্বার, পুরদ্বার, সভাগৃহ, 'বলভী'—প্রাসাদের উপরিস্থিত, গৃহ, বিটঙ্ক—কপোতসমূহের আশ্রয় স্থান সকল। তারপর বেদী প্রভৃতি ক্ষেত্র, পতাকা, স্বর্ণকুম্ভ ও চতুষ্পথ সমূহ তাহাদের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। 'ঘূর্ণা'—ঘূর্ণিতা, হস্তিযূথদ্বারা নদীর যেরূপ আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তৎকালে রামচন্দ্রের প্রবেশহেতু লঙ্কারও সেরূপ আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

রক্ষঃপতিস্তদবলোক্য নিকুম্ভকুম্ভ-
ধূম্রাক্ষদুর্ম্মুখসুরান্তকনরান্তকাদীন্।
পুত্রং প্রহস্তমতিকায়বিকম্পনাদীন্
সর্ব্বানুগান্ সমহিনোদথ কুম্ভকর্ণম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—রক্ষঃপতিঃ (রাবণঃ) তৎ (বানরসৈন্যকৃতম্ উৎপীড়নম্) অবলোক্য (দৃষ্ট্বা) নিকুম্ভ-কুম্ভ-ধূম্রাক্ষ-দুর্ম্মুখ-সুরান্তক নরান্তকাদীন্ (নিকুম্ভ-প্রভৃতীন্ তথা) পুত্রম্ (ইন্দ্রজিতং তথা) প্রহস্তং (তন্নামকং রাক্ষসং তথা) অতিকায়বিকম্পনাদীন্ (অতিকায়বিকম্পনপ্রভৃতীন্) অথ (অনন্তরং) কুম্ভ-কর্ণম্ (অপি এতান্) সর্ব্বানুগান্ (সর্ব্বান্ অনুগান্ অনুচরান) সমহিনোৎ (যুদ্ধার্থং প্রেরিতবান্)॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—রক্ষঃপতি রাবণ বানরসৈন্যগণের উৎপাত লক্ষ্য করিয়া, নিকুম্ভ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুরান্তক, নরান্তক প্রভৃতি অসুরবর্গকে পরে নিজ পুত্র ইন্দ্রজিৎকে তদনন্তর প্রহস্ত, অতিকায় বিকম্পকে অবশেষে কুম্ভকর্ণ ও নিজানুগত অনুচরদিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—পুত্রমিন্দ্রজিতং সমহিনোৎ যুদ্ধার্থং প্রাযুঙক্ত ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুত্রং'—পুত্র ইন্দ্রজিৎকে, 'সমহিনোৎ'—যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৮ ॥

তাং যাতুধানপৃতনামসিশূলচাপ-
প্রাসর্ষ্টিশক্তিশর-তোমরখড়্গদুর্গাম্।
সুগ্রীবলক্ষ্মণমরুৎসুতগন্ধমাদ-
নীলাঙ্গদর্ক্ষপনসাদিভিরন্বিতোঽগাৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) সুগ্রীব-লক্ষ্মণ-মরুৎসুত-গন্ধ-মাদ-নীলাঙ্গদর্ক্ষ-পনসাদিভিঃ (সুগ্রীবঃ, লক্ষ্মণঃ, মরুৎসুতঃ হনুমান্ গন্ধমাদঃ বানরবিশেষঃ, নীলঃ বানরবিশেষঃ, অঙ্গদঃ বালিনন্দনঃ বানরবিশেষঃ, ঋক্ষঃ, জাম্ববান্, পনসঃ বানরবিশেষঃ, এতে আদয়ঃ প্রধানাঃ যেষাং তৈ সৈন্যৈঃ) অন্বিতঃ (যুক্তঃ শ্রীরামঃ) অসি-শূল-চাপ-প্রাসর্ষ্টি শক্তি-শর-তোমর-খড়্গ-দুর্গাম্ (অসিপ্রভৃতিভিঃ অস্ত্রৈঃ দুর্গমাং) তাং (পূর্ব্বোক্তাং) যাতুধানপৃতনাং (রাক্ষসসেনাম্) অগাৎ (যুদ্ধার্থং প্রাপ)॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্র, সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, হনুমান, গন্ধমাদন, নীল, অঙ্গদ, জাম্ববান্, পনসাদি সমভিব্যাহারে অসি, শূল, চাপ, প্রাস (কুন্ত) ঋষ্টি (বিধারখঙ্গ) শক্তি, শর, তোমর প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত ও দুর্গম রাক্ষসসৈন্যদলাভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অন্বিতঃ শ্রীরামঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্বিতঃ'—শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, হনুমান্ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া শত্রু-সৈন্যের নিকট গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

তেঽনীকপা রঘুপতেরভিপত্য সর্ব্বে
দ্বন্দ্বং বরূথমিভপত্তিরথাশ্বযোধৈঃ।
জঘ্নুর্দ্রুমৈর্গিরিগদেষুভিরঙ্গদাদ্যাঃ
সীতাভিমর্ষহতমঙ্গলরাবণেশান্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) রঘুপতেঃ (রামচন্দ্রস্য) অনীকপাঃ (সেনাপতয়ঃ) অঙ্গদাদ্যাঃ (অঙ্গদ-প্রভৃতয়ঃ) তে সর্ব্বে ইভপত্তি-রথাশ্বযোধৈঃ (ইভাঃ হস্তিনঃ, পত্তয়ঃ পদাতয়ঃ, রথাঃ অশ্বাশ্চ তদারূঢ়ৈঃ যোধৈঃ সৈন্যৈ যৎ) বরূথং (রাবণস্য সৈন্যং তত্র) দ্বন্দ্বং (যথা ভবতি তথা) অভিপত্য (সঙ্গম্য) দ্রুমৈঃ (বৃক্ষৈঃ তথা) গিরি-গদেষুভিঃ (গিরিভিঃ গদাভিঃ ইষুভিঃ বাণৈশ্চ) সীতাভিমর্ষ-হতমঙ্গল-রাবণেশান্ (সীতায়া অভিমর্ষেণ অভিশাপেন হতং বিনষ্টং

মঙ্গলং যস্য সঃ রাবণঃ ঈশঃ প্রভু যেষাং তান্ রাক্ষসান্) জঘ্নুঃ (বিনাশয়ামাসুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্রের অঙ্গদ প্রভৃতি সেনাপতিগণ সকলেই রাবণের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক দ্বারা গঠিত সৈন্যদলকে প্রতিযোগিরূপে মিলিত হইয়া বৃক্ষ, পাষাণ, গদা, বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক বিনাশ করিতে লাগিলেন, ঐ সকল রাক্ষসসৈন্যদলের অধ্যক্ষ রাবণের—সীতার অভিশাপে সমস্ত মঙ্গল বিনষ্ট হইয়াছিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তে রঘুপতেরনীকপা অঙ্গদাদ্যাঃ সর্ব্বে রাবণস্য ইভাদিভির্য্যদ্বরূথং সৈন্যং তত্র দ্বন্দ্বং যথা ভবতি তথাভিপত্য সংগম্য দ্রুমাদিভির্জঘ্নুঃ। কান্ সীতায়া অভিমর্ষেণ হরণেন হতং মঙ্গলং যস্য তথাভূতো রাবণ এব ঈশো যেষাং তান্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে অনীপকাঃ'—শ্রীরামচন্দ্রের সেনাধ্যক্ষ অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ, দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য রাবণের হস্তী, পদাতিকাদি চতুরঙ্গ সৈন্যগণের মধ্যে পতিত হইয়া বৃক্ষ, পর্ব্বতাদির দ্বারা আঘাত করিয়াছিল। কাহাদিগকে ? তাহাতে বলিতেছেন —'সীতাভিমর্ষ' ইত্যাদি সীতাদেবীর হরণের জন্য হৃত হইয়াছে মঙ্গল যাহার, তাদৃশ রাবণ যাহাদের প্রভু, অর্থাৎ ক্ষীণমঙ্গল রাবণের অধীন সেই রাক্ষসগণকে (বিনাশ করিতে লাগিলেন।) ॥ ২০ ॥

রক্ষঃপতিঃ স্ববলনষ্টিমবেক্ষ্য রুষ্ট
আরুহ্য যানকমথাভিসসার রামম্।
স্বঃস্যন্দনে দ্যুমতি মাতলিনোপনীতে
বিভ্রাজমানমহনন্নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) রক্ষঃপতিঃ (রাবণঃ) স্ববলনষ্টিং (স্বসৈন্যবিনাশম্) অবেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) রুষ্টঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) যানকং (পুষ্পকং বিমানম্) আরুহ্য রামম্ অভিসসার (অভিমুখং গতবান্ অথ) মাতলিনা (ইন্দ্রসারথিনা) উপনীতে (প্রাপিতে) দ্যুমতি (কান্তিযুক্তে) স্বঃস্যন্দনে (স্বর্গস্য ইন্দ্রস্য রথে) বিভ্রাজমানং (বিরাজমানং রামচন্দ্রং) নিশিতৈঃ (তীক্ষ্ণৈঃ) ক্ষুরপ্রৈঃ (শরৈঃ) অহনৎ (প্রহারয়ামাস) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ নিজ সৈন্য বিনষ্ট হইল দেখিয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং ইন্দ্রের সারথি মাতলি কর্ত্তৃক আনীত দ্যুতিমান্ রথে বিরাজমান্ রামচন্দ্রকে তীক্ষ্ণশরের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—যানকং পুষ্পকং বিমানং রথং বা। স্বঃস্যন্দনে স্বর্গীয়রথে দীপ্তিমতি মাতলিনা ইন্দ্রসারথিনা উপনীতে ভ্রাজমানং রামম্ অহনৎ অহন্, ক্ষুরপ্রৈঃ শরৈঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যানকং'—পুষ্পক বিমান, অথবা রথ (রাক্ষসরাজ রাবণ নিজ সৈন্যগণের বিনাশ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ রথে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইল)। 'স্বঃস্যন্দনে' —ইন্দ্রসারথি মাতলি কর্ত্তৃক আনীত দ্যুতিমান্ স্বর্গীয়রথে বিরাজমান রামচন্দ্রকে রাবণ তীক্ষ্ণশরের দ্বারা আঘাত করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

রামস্তমাহ পুরুষাদপুরীষ যন্নঃ
কান্তাসমক্ষমসতাপহৃতা শ্ববৎ তে।
ত্যক্তত্রপস্য ফলমদ্য জুগুপ্সিতস্য
যচ্ছামি কাল ইব কর্ত্তুরলঙ্ঘ্যবীর্য্যঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—রামঃ তং (রাবণং প্রতি) আহ (উক্তবান্ হে) পুরুষাদ-পুরীষ ! (হে রাক্ষসেষু পুরীষপ্রায় !) যৎ (যস্মাৎ) অসতা (দুষ্টেন ত্বয়া) নঃ (অস্মাকম্) অসমক্ষং (পরোক্ষং) শ্ববৎ (কুক্কুরবৎ যথা কুক্কুরঃ অসমক্ষং গৃহং প্রবিশ্য কিমপি হরতি তদ্বৎ) কান্তা (মম পত্নী সীতা) অপহৃতা (অপহৃত্য নীতা তস্মাৎ) কালঃ ইব (অধর্ম্মকর্ত্তুঃ পুংসঃ কালঃ যথা অধর্ম্মফলং দদাতি তথা) অলঙ্ঘ্যবীর্য্যঃ (অনতিক্রম্যপ্রভাবঃ অহমপি) অদ্য ত্যক্তত্রপস্য (নির্লজ্জস্য) তে (তব) জুগুপ্সিতস্য (দুষ্কর্মণঃ) ফলং যচ্ছামি (দদামি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্র রাবণকে বলিলেন,—তুই রাক্ষস-মধ্যে পুরীষপ্রায়, কুকুর যেরূপ গৃহস্বামীর অসাক্ষাতে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রব্যাদি অপহরণ পূর্ব্বক পলায়ন করে, তুই সেইরূপ আমার অসাক্ষাতে

মৎপত্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়াছিস্, সুতরাং কৃতান্ত যেরূপ অধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রতি তদুচিত ফল প্রদান করে, অলঙ্ঘ্যবীর্য্য আমিও নির্লজ্জ তোর দুষ্টকর্ম্মের ফল প্রদান করিতেছি ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—হে পুরুষাদ, রাক্ষসানাং পুরীষতুল্য যদ্যস্মাদপহৃতা শ্ববৎ শুনা যথা অসমক্ষমেব গৃহং প্রবিশ্য ঘৃতমপহ্রিয়তে তদ্বৎ। অদ্য জুগুপ্সিতস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তুঃ কালো যম ইব অহং তে ফলং যচ্ছামি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে পুরুষাদ! হে রাক্ষস রাবণ! তুমি রাক্ষসগণের মধ্যে বিষ্ঠাতুল্য। 'যৎ'—যেহেতু, 'শ্ববৎ'—কুকুর যেমন গৃহস্বামীর অসাক্ষাতে গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘৃত অপহরণ করে, তদ্রূপ তুমিও আমার অগোচরে আমার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছ। 'কালঃ ইব'—যমসদৃশ আমি অদ্য সেই নিন্দিত কর্ম্মের কর্ত্তা তোমাকে সমুচিত ফল প্রদান করিতেছি ॥ ২২ ॥

———

এবং ক্ষিপন্ ধনুষি সন্ধিতমুৎসসর্জ্জ
বাণং স বজ্রমিব তদ্ধৃদয়ং বিভেদ।
সোঽসৃগ্বমন্ দশমুখৈর্ন্যপতদ্বিমানা-
দ্ধাহেতি জল্পতি জনে সুকৃতীব রিক্তঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(রামচন্দ্রঃ) এবং ক্ষিপন্ (ভর্ৎসয়ন্) ধনুষি সন্ধিতং (পূর্ব্বযোজিতং) বাণম্ উৎসসর্জ্জ (নিক্ষিপ্তবান্)। সঃ (বাণঃ) বজ্রম্ ইব তদ্ধৃদয়ং (তস্য রাবণস্য হৃদয়ং) বিভেদ (বিদ্ধম্ অকরোৎ, ততঃ) জনে (তৎপক্ষগতে) হা হা ইতি জল্পতি (কথয়তি সতি) সঃ (রাবণঃ) দশমুখৈঃ অসৃক্ (রক্তং) বমন্ (সন্) রিক্তঃ (ভোগেন ক্ষীণঃ পুণ্যঃ) সুকৃতী ইব (ধার্ম্মিকঃ ইব, সঃ যথা পুণ্যক্ষয়ে বিমানাৎ নভসঃ পততি তথা) বিমানাৎ (পুষ্পকাৎ) ন্যপতৎ (ভূমৌ নিপতিতঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার ভর্ৎসনা করিয়া রামচন্দ্র শরযোজিত ধনুক রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে বজ্রের ন্যায় ঐ বাণ তাহার হৃদ্দেশ বিদ্ধ করিল, তাহা দেখিয়া তদনুগত লোকসমূহ হাহাকার করিতে লাগিল এবং রাবণও দশমুখে রক্ত বমন করিতে করিতে ধার্ম্মিক ব্যক্তি পুণ্যক্ষয়ে যেরূপ স্বর্গ হইতে অধঃপতিত হয়, সেইরূপ বিমান হইতে পতিত হইল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—স বাণঃ তস্য রাবণস্য। স রাবণঃ। রিক্তঃ ক্ষীণপুণ্যঃ সুকৃতী বিমানাদিব ন্যপতৎ ॥ ২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ বাণঃ'—শ্রীরাম কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ঐ বাণ বজ্রের ন্যায় 'তস্য'—রাবণের হৃদয় ভেদ করিল। 'রিক্তঃ সুকৃতী ইব'—পুণ্যক্ষয় হইলে সুকৃতী ব্যক্তি যেরূপ অধোলোকে পতিত হয়, 'সঃ'—সেই রাবণও তদ্রূপ দশমুখে রক্ত বমন করিতে করিতে পুষ্পকরথ হইতে ভূপতিত হইল ॥ ২৩ ॥

———

ততো নিষ্ক্রম্য লঙ্কায়া যাতুধান্যঃ সহস্রশঃ।
মন্দোদর্য্যা সমং তত্র প্ররুদন্ত্য উপাদ্রবন্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (রাবণস্য যুদ্ধে পতনানন্তরং) মন্দোদর্য্যা (রাবণমহিষ্যা) সমং (সহ) সহস্রশঃ যাতুধান্যঃ (রাক্ষস্যঃ) লঙ্কায়াঃ নিষ্ক্রম্য (নির্গত্য) প্ররুদন্ত্যঃ (রোদনং কুর্ব্বত্যঃ সত্যঃ) তত্র (যুদ্ধভূমৌ রাবণসমীপে) উপাদ্রবন্ (সমাগতাঃ বভূবুঃ) ॥২৪॥

অনুবাদ—তাহার মন্দোদরীর সহিত সহস্র রাক্ষসী লঙ্কা হইতে নির্গত হইয়া রোদন করিতে করিতে যুদ্ধ ভূমিতে রাবণ সমীপে আগমন করিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—মন্দোদর্য্যা রাবণভার্য্যয়া ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মন্দোদর্য্যা'—রাবণভার্য্যা মন্দোদরীর সহিত (সহস্র সহস্র রাক্ষসী লঙ্কা হইতে বাহির হইয়া রোদন করিতে করিতে যুদ্ধভূমিতে রাবণসমীপে উপস্থিত হইল।) ॥ ২৪ ॥

———

স্বান্ স্বান্ বন্ধূন্ পরিষ্বজ্য লক্ষ্মণেষুভিরর্দ্দিতান্।
রুরুদুঃ সুস্বরং দীনা ঘ্নন্ত্য আত্মানমাত্মনা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তাঃ) দীনাঃ (কাতরাঃ রাক্ষস্যঃ) লক্ষ্মণেষুভিঃ (লক্ষ্মণস্য বাণৈঃ) অর্দ্দিতান্ (হতান্) স্বান্ স্বান্ (স্বকীয়ান্) বন্ধূন্ (আত্মীয়ান্) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) আত্মনা (স্বস্য অঙ্গেন এব) আত্মানং

(স্বস্য বক্ষঃ আদিকং) ঘ্নন্ত্যঃ (তাড়য়ন্ত্যঃ সত্যঃ) সুস্বরং (সকরুণস্বরং) রুরুদুঃ (ক্রন্দনং চক্রুঃ)

অনুবাদ—শোকাতুরা রাক্ষসীগণ লক্ষ্মণের বাণে নিহত স্ব-স্ব বন্ধুবর্গকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ নিজ বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

হা হতাঃ স্ম বয়ং নাথ লোকরাবণ রাবণ।
কং যায়াচ্ছরণং লঙ্কা ত্বদ্বিহীনা পরার্দ্দিতা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে নাথ, (হে প্রভো, হে) লোক, রাবণ, (হে জনক্রন্দনজনক, হে) রাবণ, বয়ং হা হতাঃ স্ম (বিনষ্টাঃ জাতাঃ), ত্বদ্‌বিহীনা (ত্বয়া হীনা) পরার্দ্দিতা (শত্রুপীড়িতা ইয়ং) লঙ্কা কং (কং জনম্) শরণম্ (আশ্রয়ং) যায়াৎ (গচ্ছেৎ) ॥২৬॥

অনুবাদ—হে নাথ, হে প্রভো, তুমি জনসমূহের কষ্টের কারণস্বরূপ। হে রাবণ, আমরা হত হইলাম। তোমা বিহীন হইয়া শত্রু-নিপীড়িত এই লঙ্কাপুরী কাহার শরণাগত হইবে ॥ ২৬ ॥

ন বৈ বেদ মহাভাগ ভবান্ কামবশং গতঃ।
তেজোঽনুভাবং সীতায়া যেন নীতো দশামিমাম্ ॥২৭

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগ! ভবান্ কামবশং (কামাধীনত্বং) গতঃ (প্রাপ্তঃ সন্) সীতায়াঃ তেজোঽনু ভাবং (তেজঃ প্রভাবং) ন বৈ বেদ (নৈব জ্ঞাতবান্), যেন (তেজোঽনুভাবেন ইদানীম্) ইমাং দশাং মৃত্যুদশাং) নীতঃ (প্রাপিতঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ! তুমি কামের অধীন হইয়া সীতার প্রভাবও জানিতে সমর্থ হও নাই। সেই সীতাদেবীর প্রভাব ও অনুভাবে তোমার এতাদৃশী দশা উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

কৃতৈষা বিধবা লঙ্কা বয়ঞ্চ কুলনন্দন।
দেহঃ কৃতোঽন্নং গৃধ্রাণামাত্মা নরকহেতবে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুলনন্দন! (হে রাক্ষসবংশানন্দকর! এষা লঙ্কা বয়ং চ (ত্বয়া) বিধবা (নাথশূন্যা) কৃতা, গৃধ্রাণাম্ অন্নং (ভক্ষ্যঃ) দেহঃ (স্বশরীরং) আত্মা (চ) নরকহেতবে (নরকভোগায়) কৃতঃ (সম্পাদিতঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে কুলনন্দন! তোমা হইতেই এই লঙ্কা এবং আমরা পতিশূন্যা হইলাম। তুমি তোমার এই দেহকে গৃধ্রগণের ভক্ষ্য এবং নিজকে নরকভোগী করিলে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অন্নং ভক্ষ্যং নরকহেতবে নরকভোগায় ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্নং'—ভক্ষ্য, 'নরকহেতবে' —নরক ভোগের নিমিত্ত (অর্থাৎ তুমি নিজদেহকে গৃধ্রগণের ভক্ষ্য এবং আত্মাকে নরকগামী করিয়া।) ॥ ২৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

স্বানাং বিভীষণশ্চক্রে কোশলেন্দ্রানুমোদিতঃ।
পিতৃমেধবিধানেন যদুক্তং সাম্পরায়িকম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(অথ) কোশলেন্দ্রানুমোদিতঃ (রামচন্দ্রেণ সম্মতঃ সন্) বিভীষণঃ স্বানাম্ (আত্মীয়ানাং) পিতৃমেধবিধানেন (শবদাহাদিবিধিনা) যৎ সাম্পরায়িকম্ (ঔর্দ্ধ্বদেহিকং কর্ত্তব্যম্ অস্তি তৎ সর্ব্বং) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রামচন্দ্রের সম্মতিক্রমে বিভীষণ পিতৃযজ্ঞবিধানানুযায়ী আত্মীয়বর্গের ঔর্দ্ধ্বদেহিক কৃত্যসমূহ সম্পন্ন করিলেন ॥ ২৯॥

বিশ্বনাথ—সাম্পরায়িকমৌর্দ্ধ্বদেহিকম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাম্পরায়িকম্'—বিভীষণ রামচন্দ্রের অনুমতিক্রমে মৃত জ্ঞাতিগণের ঔর্দ্ধ্বদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

ততো দদর্শ ভগবানশোকবনিকাশ্রমে।
ক্ষামাং স্ববিরহব্যাধিং শিংশপামূলাশ্রিতাম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ ভগবান্ (রামচন্দ্রঃ) অশোকবনিকাশ্রমে শিংশপামূলং (তন্নামকবৃক্ষতলম্) আশ্রিতাম্ (অবলম্ব্য স্থিতাং) স্ববিরহব্যাধিং (স্বস্য বিরহ এব ব্যাধিঃ পীড়া যস্যাঃ তাম্ অতঃ) ক্ষামাং (ক্ষীণাং সীতাদেবীং) দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র অশোক-বনিকাশ্রমে শিংশপা-তরুমূলে অবস্থিতা, তদীয় বিরহব্যাধি নিপীড়িতা, অতীব ক্ষীণা সীতাদেবীকে দর্শন করিলেন ॥ ৩০ ॥

রামঃ প্রিয়তমাং ভার্য্যাং দীনাং বীক্ষ্যান্বকম্পত ।
আত্মসন্দর্শনাহলাদ-বিকসন্মুখপঙ্কজাম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—রামঃ দীনাং (বিরহকাতরাং পশ্চাৎ) আত্মসন্দর্শনাহলাদবিকসন্মুখপঙ্কজাম্ (আত্মনঃ স্বস্য সন্দর্শনেন যঃ আহলাদঃ তেন বিকসৎ মুখপঙ্কজং বদন-কমলং যস্যাঃ তাং) প্রিয়তমাং ভার্য্যাং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অন্বকম্পত (অনুকম্পয়াযুক্তঃ বভূব) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্রের বিরহে সীতাদেবী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং রামচন্দ্রকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার বদনকমল আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠিল। রামচন্দ্র এতাদৃশী অবস্থাপন্না প্রিয়তমা ভার্য্যাকে দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

আরোপ্যারুরুহে যানং ভ্রাতৃভ্যাং হনুমদ্‌যুতঃ ।
বিভীষণায় ভগবান্ দত্ত্বা রক্ষোগণেশতাম্ ।
লঙ্কামায়ুশ্চ কল্পান্তং যযৌ চীর্ণব্রতঃ পুরীম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) ভগবান্ (তাং সীতাং) যানং (পুষ্পকম্) আরোপ্য (উত্তোল্য স্বয়ম্) আরুরুহে (আরূঢ়ঃ ততঃ) বিভীষণায় রক্ষোগণেশতাং (রাক্ষস-গণাধিত্যং) লঙ্কাং (তথা) কল্পান্তং (কল্পাবধি) আয়ু চ দত্ত্বা চীর্ণব্রতঃ (সমাপ্তবনবাসব্রতঃ সঃ) হনুমদ্‌যুতঃ (হনুমতা যুক্তঃ সন্) ভ্রাতৃভ্যাং (সুগ্রীব-লক্ষ্মণাভ্যাং সহ) পুরীম্ (অযোধ্যাং) যযৌ (গত-বান্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র সীতাদেবীকে পুষ্পকরথে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং আরোহণ করি-লেন এবং বিভীষণকে রাক্ষসাধিপত্য ও লঙ্কাকে কল্পাবধি আয়ুঃ প্রদান করিয়া বনবাসব্রতসমাপনান্তে হনুমান্, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যা-গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—সীতাম্ আরোপ্য ভ্রাতৃভ্যাং রামলক্ষ্মণাভ্যাং আরুরুহে যানং পুষ্পকম্। হনুমদ্‌যুতঃ হনুমতা সহ যুৎ সাহিত্যং প্রাপ্য, যু—মিশ্রণে ভাব-ক্বিবন্তাল্ল্যব্‌লোপে ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আরোপ্য'—সীতাদেবীকে অগ্রে আরোহণ করাইয়া, 'ভ্রাতৃভ্যাং'—রাম-লক্ষ্মণা-ভ্যাং, রাম ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় পুষ্পক রথে আরোহণ করিলেন। হনুমদ্ যুতঃ—হনুমানের সাহচর্য্য প্রাপ্ত হইয়া, হনুমানের সহিত যুৎ বলিতে সাহায্য লাভ করিয়া, এখানে 'যু' ধাতু মিশ্রণে, ভাববাচ্যে কিবন্ত হইয়া ল্যপ্ লোপ হইয়াছে। [শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ —'ভ্রাতৃভ্যাং' বলিতে 'লক্ষ্মণ-সুগ্রীবাভ্যাং' এরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব দ্বারা রামচন্দ্র সীতাদেবীকে পুষ্পকরথে আরোহণ করাইয়া, পরে হনুমানের সহিত আপনি রথারূঢ় হইলেন—এই অর্থ।] ॥ ৩২ ॥

অবকীর্য্যমাণঃ সুকুসুমৈর্লোকপালার্পিতৈঃ পথি ।
উপগীয়মানচরিতঃ শতধৃত্যাদিভির্মুদা ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) পথি লোকপালাৰ্পিতৈঃ (লোক-পালগণনিক্ষিপ্তৈঃ) কুসুমৈঃ অবকীর্য্যমানঃ (সমা-চ্ছাদ্যমানঃ কায়ঃ সন্ তথা) শতধৃত্যাদিভিঃ (ব্রহ্মা-দিভিঃ) মুদা (হর্ষেণ) উপগীয়মানচরিতঃ (কীর্ত্ত্য-মানচরিতঃ সন্ যযৌ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে রামচন্দ্রের কলেবর লোকপালগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্তপুষ্পে সমাচ্ছন্ন হইতেছিল এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণ আনন্দে তাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছিলেন ॥ ৩৩ ॥

গোমূত্রযাবকং শ্রুত্বা ভ্রাতরং বল্কলাম্বরম্ ।
মহাকারুণিকোঽতপ্যজ্জটিলং স্থণ্ডিলেশয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) ভ্রাতরং (ভরতং) গোমূত্র-যাবকং (গোমূত্রসিদ্ধযবান্নভোজিনং) বল্কলাম্বরং (বল্কলবসনধারিণং) স্থণ্ডিলেশয়ং (কুশাসন শয়ন-ব্রতং) জটিলং (জটাধরং) শ্রুত্বা মহাকারুণিকঃ (পরমকরুণাময়ঃ শ্রীরামঃ) অতপ্যৎ (খেদং প্রাপ্তঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভ্রাতা ভরত গোমূত্রসিদ্ধ যবান্ন ভোজন করিয়া বল্কল পরিধান পূর্ব্বক কুশশায়ী ও জটাধারী হইয়া অবস্থান করিতেছেন, শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—গোমূত্রযাবকম্। গোমূত্রপক্বযবান্নভোজিনম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোমূত্রযাবকম্'—ভরত গোমূত্রপক্ যবান্নমাত্র ভক্ষণকারী, ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সন্তাপবোধ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

ভরতঃ প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরামাত্যপুরোহিতৈঃ।
পাদুকে শিরসি ন্যস্য রামং প্রত্যুদ্যতোহগ্রজম্ ॥৩৫॥
নন্দিগ্রামাৎ স্বশিবিরাৎ গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ।
ব্রহ্মঘোষেণ চ মুহুঃ পঠদ্ভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৩৬ ॥
স্বর্ণকক্ষপতাকাভির্হৈমৈশ্চিত্রধ্বজৈঃ রথৈঃ।
সদশ্বৈরুক্মসন্নাহৈর্ভটৈঃ পুরটবর্ম্মভিঃ ॥ ৩৭ ॥
শ্রেণীভির্বারমুখ্যাভির্ভৃত্যৈশ্চৈব পদানুগৈঃ।
পারমেষ্ঠ্যান্যুপাদায় পণ্যানুচ্চাবচানি চ।
পাদয়োর্ন্যপতৎ প্রেম্না বিক্লিন্নহৃদয়েক্ষণঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) ভরতঃ প্রাপ্তং (পুরীম্ আগচ্ছন্তং রামম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) শিরসি (স্বমস্তকে) পাদুকে (রামস্য পাদুকাযুগলং) ন্যস্য (ধৃত্বা) পৌরামাত্যপুরোহিতৈঃ (পৌরৈঃ পুরজনৈঃ অমাত্যৈঃ মন্ত্রিভিঃ পুরোহিতৈঃ চ সহ) গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ (গীতৈঃ বাদিত্রনিঃস্বনৈঃ গীতধ্বনিভিঃ সহ) ব্রহ্মঘোষেণ (বৃহতা ঘোষেণ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) পঠদ্ভিঃ (বেদম্ উচ্চারয়দ্ভিঃ) ব্রহ্মবাদিভিঃ (বেদপাঠকৈঃ) চ (সহ) স্বর্ণকক্ষপতাকাভিঃ (স্বর্ণরসাক্তাঃ কক্ষাঃ প্রাপ্তাঃ যাসাং তাভিঃ পতাকাভিঃ) হৈমৈঃ (সুবর্ণময়ৈঃ) চিত্রধ্বজৈঃ (বিচিত্রধ্বজ-বিশিষ্টৈঃ) সদশ্বৈঃ (সন্তঃ শোভনাঃ অশ্বাঃ যেষু তৈঃ) রুক্মসন্নাহৈঃ (রুক্মময়াঃ সুবর্ণময়াঃ সন্নাহাঃ বন্ধনাঃ যেষু তৈঃ) রথৈঃ (সহ) পুরটবর্ম্মভিঃ (স্বর্ণকবচধারিভিঃ) ভটৈঃ (সৈন্যৈঃ সহ) শ্রেণীভিঃ (তাম্বুলিকৈঃ) বারমুখ্যাভিঃ (বারাঙ্গনা শ্রেষ্ঠাভিঃ সহ) পদানুগৈঃ (পদ্ভ্যাম্ অনুগচ্ছন্তীতি তৈঃ পদচারিভিঃ) ভৃত্যৈঃ (দাসৈঃ) চ এব (সহ) পারমেষ্ঠ্যানি (রাজার্হাণি ছত্রচামরাদীনি তথা) উচ্চাবচানি (বিবিধানি) পণ্যানি (রত্নাদীনি) উপাদায় (গৃহীত্বা) নন্দিগ্রামাৎ (তদাখ্যস্থানাৎ) স্বশিবিরাৎ (স্বস্য শিবিরাৎ নির্গতঃ সন্) অগ্রজং রামং প্রত্যুদ্যতঃ (প্রত্যুদ্গমনবিধিনা প্রাপ্তো ভূত্বা) প্রেম্না (ভ্রাতৃপ্রেমবশাৎ) বিক্লিন্নহৃদয়েক্ষণঃ (বিক্লিন্নম্ আর্দ্রীভূতং হৃদয়ম্ ঈক্ষণে নেত্রে চ যস্য সঃ তথা ভূতঃ সঃ) পাদয়োঃ (শ্রীরামস্য পাদদ্বয়ে) ন্যপতৎ (নিপতিতঃ বভূব) ॥ ৩৫-৩৮ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতেছেন শ্রবণ করিয়া ভরত স্বমস্তকে রামচন্দ্রের পাদুকা ধারণপূর্ব্বক পুরজন, অমাত্য, পুরোহিত, গীতবাদ্যাদির ধ্বনি-সহ উচ্চৈঃস্বরে মুহুর্মুহুঃ বেদ-উচ্চারণকারী বৈদিক ব্রাহ্মণ, প্রান্তভাগ স্বর্ণের দ্বারা মণ্ডিত-পতাকা, সুবর্ণময় বিচিত্র ধ্বজা বিশিষ্ট, পরম শোভমান অশ্ব-সমন্বিত ও সুবর্ণ রশ্মি-সংযুক্ত রথ, স্বর্ণকবচধারী সৈন্য, তাম্বুলিক, বারাঙ্গনা, পদচারী বহুভৃত্যসমূহের সহিত রাজযোগ্য ছত্র চামরাদি, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বহুমূল্য রত্নসমূহ সঙ্গে লইয়া নন্দীগ্রামস্থ স্বশিবির হইতে বহির্গত হইলেন এবং অগ্রজের পদতলে নিপতিত হইলেন। প্রেমে তাঁহার হৃদয় ও নয়ন আর্দ্রীভূত হইল ॥ ৩৫-৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্বশিবিরাৎ স্বীয়সৈন্যস্থানাৎ। গীতাদিভির্যুক্তঃ পঠতাং ব্রহ্মবাদিনাং বেদঘোষেণ চ। স্বর্ণরসাক্তাঃ কক্ষাঃ প্রান্তা যাসাং তাভিঃ পতাকাভিঃ। পুরটবর্ম্মভিঃ স্বর্ণকবচযুক্তৈঃ। পারমেষ্ঠ্যানি ছত্রচামরাদি-রাজচিহ্নানি। পণ্যানি বহুমূল্যানি রত্নাদীনি চ ॥ ৩৫-৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বশিবিরাৎ'—নন্দিগ্রামস্থ স্বীয় সৈন্যস্থান হইতে গীতবাদ্যধ্বনি সহকারে, নিরন্তর উচ্চস্বরে বেদমন্ত্র পাঠরত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত, 'স্বর্ণকক্ষপতাকাভিঃ'—প্রান্তভাগে সুবর্ণ রসে রঞ্জিত পতাকারাজি শোভিত, 'পুরটবর্ম্মভিঃ'—স্বর্ণবর্ম্মাবৃত সৈন্যসমুদয়, 'পারমেষ্ঠানি'—রাজোচিত ছত্রচামরাদি ও বহুমূল্য রত্নাদি লইয়া (ভরত শ্রীরামচন্দ্রের নিকট যাইয়া তাঁহার পদযুগলে পতিত হইলেন।) ॥ ৩৫-৩৮ ॥

পাদুকে ন্যস্য পুরতঃ প্রাঞ্জলির্বাষ্পলোচনঃ ।
তমাশ্লিষ্য চিরং দোর্ভ্যাং স্নাপয়ন্নেত্রজৈর্জলৈঃ ॥ ৩৯॥
রামো লক্ষ্মণসীতাভ্যাং বিপ্রেভ্যো যে অর্হত্তমাঃ ।
তেভ্যঃ স্বয়ং নমশ্চক্রে প্রজাভিশ্চ নমস্কৃতঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) পুরতঃ (রামস্য অগ্রভাগে) পাদুকে (পাদুকাযুগলং) ন্যস্য (সংস্থাপ্য) প্রাঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলিঃ) বাষ্পলোচনঃ (সাশ্রুনয়নঃ তস্থৌ ইতি শেষঃ ততঃ) রামঃ নেত্রজৈঃ (নয়নজাতৈঃ) জলৈঃ স্নাপয়ন্ (আর্দ্রীকুর্ব্বন্) দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) চিরং (দীর্ঘকালং তম্) আশ্লিষ্য (আলিঙ্গ্য) লক্ষ্মণসীতাভ্যাং (সহ মিলিত্বা) বিপ্রেভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ তথা) যে অর্হত্তমাঃ (অর্হত্তমাঃ পূজ্যতমাঃ কুলবৃদ্ধাঃ) তেভ্যঃ (অপি) নমশ্চক্রে (নমস্কৃতবান্), স্বয়ং চ প্রজাভিঃ (প্রজাবৃন্দৈঃ) নমস্কৃতঃ (বন্দিতঃ বভূবঃ) ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—ভরত রামচন্দ্রের অগ্রে তদীয় পাদুকাযুগল সমর্পণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর রামচন্দ্র তাঁহাকে অশ্রুজলে স্নান করাইতে করাইতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। পরে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ও পূজনীয় কুলবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে নমস্কার করিলেন, তদনন্তর প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল ॥ ৩৯-৪০ ॥

ধুন্বন্ত উত্তরাসঙ্গান্ পতিং বীক্ষ্য চিরাগতম্ ।
উত্তরাঃ কোশলা মাল্যৈঃ কিরন্তো ননৃতুর্মুদা ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—উত্তরাঃ কোশলাঃ (অযোধ্যায়াঃ প্রজাজনাঃ) চিরাগতং (দীর্ঘকালাৎ সমাগতং) পতিং (শ্রীরামং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) উত্তরাসঙ্গান্ (উত্তরীয়বস্ত্রাণি) ধুন্বন্তঃ (পরিচালয়ন্তঃ) মাল্যৈঃ কিরন্তঃ (তম্ অভিবর্ষন্তঃ সন্তঃ) মুদাঃ (হর্ষেণ) ননৃতুঃ নৃত্যং চক্রুঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অযোধ্যার প্রজাবর্গ দীর্ঘকাল পরে আপনাদের অধিপতি রামচন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া মাল্যবর্ষণ করিতে করিতে উত্তরীয় বসন চালন পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—উত্তরাঃ কোশলা অযোধ্যাবাসিনঃ। উত্তরাসঙ্গান্ উত্তরীয়ান্ ধুন্বন্তঃ কম্পয়ন্তো ননৃতুঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উত্তরাঃ কোশলাঃ'—অযোধ্যাবাসিগণ, 'উত্তরাসঙ্গান্ ধুন্বন্তঃ'—উত্তরীয় বসন সঞ্চালনপূর্ব্বক হর্ষভরে নৃত্য করিয়াছিল ॥ ৪১ ॥

পাদুকে ভরতোঽগৃহ্ণাচ্চামরব্যজনোত্তমে ।
বিভীষণঃ সসুগ্রীবঃ শ্বেতচ্ছত্রং মরুৎসুতঃ ॥ ৪২ ॥
ধনুর্নিষঙ্গাঞ্ছত্রুঘ্নঃ সীতা তীর্থকমণ্ডলুম্ ।
অবিভ্রদঙ্গদঃ খড়্গং হৈমং চর্ম্মর্ক্ষরাড়্ নৃপ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—অযোধ্যাপ্রবেশপ্রকারমাহ—ততঃ হে) ভরতঃ পাদুকে (পাদুকাদ্বয়ম্) অগৃহ্ণাৎ (গৃহীতবান্), সসুগ্রীবঃ (সুগ্রীবেণ সহিতঃ) বিভীষণঃ চামরব্যজনোত্তমে (উৎকৃষ্টচামরব্যজনদ্বয়ম্ অগৃহ্ণাৎ), মরুৎসুতঃ (হনুমান্) শ্বেতচ্ছত্রম্ (অগৃহ্ণাৎ), শত্রুঘ্নঃ ধনুর্নিষঙ্গান্ (ধনুঃ নিষঙ্গৌ তূণৌ চ অগৃহ্ণাৎ), সীতা তীর্থকমণ্ডলুং (তীর্থোদক-পূর্ণকমণ্ডলুম্ অগৃহ্ণাৎ), অঙ্গদঃ খড়্গম্ অবিভ্রৎ (ধৃতবান্), ঋক্ষরাট্ (জাম্ববান্) হৈমং (সুবর্ণবদ্ধং) চর্ম্ম (অবিভ্রৎ) ॥৪২-৪৩

অনুবাদ—হে রাজন্! ভরত পাদুকাদ্বয়, সুগ্রীব ও বিভীষণ দুইজনে চামর ও উৎকৃষ্ট ব্যজন, হনুমান্ শ্বেত ছত্র, শত্রুঘ্ন ধনুক ও তূণ, সীতাদেবী তীর্থোদকপূর্ণ কমণ্ডলু, অঙ্গদ খড়্গ এবং জাম্ববান্ সুবর্ণ কবচ ধারণ করিলেন ॥ ৪২-৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—অযোধ্যাপ্রবেশপ্রকারমাহ—পাদুকে অগৃহ্ণাৎ ভরতোঽগ্রবর্ত্তী। বিভীষণসুগ্রীবৌ পার্শ্বদ্বয়বর্ত্তিনৌ চামরব্যজনহস্তৌ, শ্বেতচ্ছত্রধারী হনুমান্ পৃষ্ঠবর্ত্তী ॥ ৪২-৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অযোধ্যা প্রবেশের প্রকার বলিতেছেন—'পাদুকে', ভরত অগ্রবর্ত্তী হইয়া শ্রীরামের পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়াছেন, বিভীষণ ও সুগ্রীব উভয় পার্শ্বে চামর ব্যজন করিতেছেন এবং পৃষ্ঠদেশে হনুমান্ শ্বেতছত্র ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪২-৪৩ ॥

পুষ্পকস্থো নুতঃ স্ত্রীভিঃ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ ।
বিরেজে ভগবান্ রাজন্ গ্রহৈশ্চন্দ্র ইবোদিতঃ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! পুষ্পকস্থঃ (পুষ্পক-বিমানস্থিতঃ) ভগবান্ (রামচন্দ্রঃ) স্ত্রীভিঃ (নন্দী-গ্রামস্থৈঃ স্ত্রীজনৈঃ) নুতঃ (স্তুতঃ), বন্দিভিঃ (স্তুতি-পাঠকৈঃ) চ স্তূয়মানঃ (গীয়মানচরিতঃ সন্) গ্রহৈঃ (সহ) উদিতচন্দ্রঃ ইব বিরেজে (বিরাজিতঃ বভূবঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! স্ত্রীগণ পুষ্পকরথারূঢ় ভগবান্ রামচন্দ্রকে স্তুতি এবং বন্দিগণ তাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছিল। তৎকালে রামচন্দ্র গ্রহগণের সহিত সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥৪৪

———

ভ্রাত্রাভিনন্দিতঃ সোঽথ সোৎসবাং প্রাবিশৎ পুরীম্ ।
প্রবিশ্য রাজভবনং গুরুপত্নীঃ স্বমাতরম্ ॥ ৪৫ ॥
গুরূন্ বয়স্যাবরজান্ পূজিতঃ প্রত্যপূজয়ৎ ।
বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চৈব যথাবৎ সমুপেয়তুঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) ভ্রাতা (ভরতেন) অভিনন্দিতঃ সঃ (রামচন্দ্রঃ) সোৎসবাম্ (উৎসব-যুক্তাং) পুরীম্ (অযোধ্যাং) প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টবান্, ততঃ) রাজভবনং প্রবিশ্য গুরুপত্নীঃ (কৈকেয্যাদ্যাঃ) স্বমাতরং (কৌশল্যাং) গুরূন্ (চ বন্দিত্বা) পূজিতঃ (বয়স্যৈঃ অবরজৈশ্চ যথাযথং সম্মানিত সন্ তান্) বয়স্যাবরাজান্ (বয়স্যান্ অবরজান্ কনিষ্ঠজনান্ চ) প্রত্যপূজয়ৎ (যথাবৎ সম্ভাবয়ামাস), বৈদেহী লক্ষ্মণঃ চ এব যথাবৎ (যথাবিধানং বন্দনাদিভিঃ) সমুপেয়তুঃ (পূজয়ন্তৌ পূজিতৌ চ সন্তৌ রাজভবনম্ আজগ্মতুঃ) ॥ ৪৫-৪৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভ্রাতা ভরতকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ভগবান্ রামচন্দ্র উৎসবপূর্ণ নগরী অযোধ্যায় প্রবিষ্ট হইলেন এবং রাজভবনে প্রবিষ্ট হইয়া কৈকেয়ী প্রভৃতি গুরুপত্নীদিগকে নিজমাতা কৌশল্যাকে ও অন্যান্য গুরু বর্গকে প্রণাম করিয়া বয়স্য ও কনিষ্ঠদিগকে যথাযথ সম্মান করিলেন। সীতা এবং লক্ষ্মণও ঐরূপভাবে গুরুবর্গের বন্দনা করিতে করিতে এবং কনিষ্ঠগণকর্ত্তৃক বন্দিত হইতে হইতে রাজ-ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৫-৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—গুরুপত্নীঃ কৈকেয্যাদ্যাঃ স্বমাতরং কৌশল্যাঞ্চ। গুরূননন্যাংশ্চ গুরুলোকান্ বন্দিত্বা বয়স্যানবরজাংশ্চ প্রত্যপূজয়ৎ তৈঃ পূজিতঃ সন্, যথাবৎ যথোচিতং বন্দনাদিভিঃ সম্যগুপেয়তুঃ ॥ ৪৫-৪৬

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং ।
নবমে দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুরুপত্নীঃ'—শ্রীরামচন্দ্র রাজভবনে প্রবেশ করিয়া কৈকেয়ী প্রভৃতি গুরুপত্নী-গণ, নিজ মাতা কৌশল্যা এবং অন্যান্য গুরুবর্গকে বন্দনা করিয়া, পরে বয়স্য ও কনিষ্ঠগণ তাঁহার যথোচিত পূজা করিলে তিনি তাঁহাদের প্রতি যথা-যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন ॥ ৪৫-৪৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।১০ ॥

———

পুত্রান্ স্বমাতরস্তাস্তু প্রাণাংস্তন্ব ইবোত্থিতাঃ ।
আরোপ্যাঙ্কেঽভিষিঞ্চন্ত্যো বাষ্পৌঘৈর্বিজহুঃ শুচঃ ॥

অন্বয়ঃ—স্বমাতরঃ তাঃ (কৌশল্যাদয়ঃ) তু পুত্রান্ (সুতান্ প্রাপ্য) তন্বঃ (দেহাঃ) প্রাণান্ ইব উত্থিতাঃ (প্রাণান্ প্রাপ্য যথা উত্থিতাঃ ভবন্তি তথা উত্থিতাঃ সত্যঃ) অঙ্কে (ক্রোড়ে) আরোপ্য (কৃত্বা) বাষ্পৌঘৈঃ (নয়নজলধারাভিঃ) অভিসিঞ্চন্ত্যঃ (অভি-ষিক্তান্ কুর্ব্বত্যঃ সত্যঃ) শুচঃ (পুত্রবিরহশোকান্) বিজহুঃ (তত্যজুঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—মূর্চ্ছিত দেহে প্রাণের সঞ্চার হইলে যেরূপ দেহ সহসা উত্থিত হয়, কৌশল্যাপ্রমুখ মাতৃ-বর্গও সেইরূপ নিজ নিজ পুত্রদিগকে প্রাপ্ত হইয়া সহসা উত্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া নয়নবারিতে সিঞ্চন করিতে করিতে পুত্র-বিরহ-শোক ত্যাগ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

———

জটা নির্ম্মুচ্য বিধিবৎ কুলবৃদ্ধৈঃ সমং গুরুঃ।
অভ্যষিঞ্চদ্ যথৈবেন্দ্রং চতুঃসিন্ধুজলাদিভিঃ॥ ৪৮॥

অন্বয়ঃ—(অথ) গুরুঃ (বশিষ্ঠঃ) কুলবৃদ্ধৈঃ সমং (কুলবৃদ্ধজনৈঃ সহ মিলিতঃ সন্) জটাঃ নির্ম্মুচ্য (মুণ্ডয়িত্বা) বিধিবৎ (যথাবিধি) চতুঃসিন্ধুজলাদিভিঃ (চতুঃ সমুদ্রজলাদিভিঃ) (অভিষেকদ্রব্যৈঃ) ইন্দ্রং যথা এব (ইন্দ্রম্ ইব তম্) অভ্যষিঞ্চৎ (অভিষিক্তবান্)॥ ৪৮॥

অনুবাদ—অনন্তর গুরু বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের জটা মোচন করাইলেন এবং কুলবৃদ্ধগণের সহিত মিলিত হইয়া চারি সমুদ্রের বারিদ্বারা ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন॥ ৪৮॥

এবং কৃতশিরঃস্নানঃ সুবাসাঃ স্রগ্ব্যলঙ্কৃতঃ।
স্বলঙ্কৃতৈঃ সুবাসোভির্ভ্রাতৃভির্ভার্য্যয়া বভৌ॥ ৪৯॥

অন্বয়ঃ এবং কৃতশিরঃ স্নানঃ (কৃতং শিরঃ স্নানং যেনঃ সঃ) সুবাসাঃ (সুবসনধারী) স্রগ্ব্যলঙ্কৃতঃ (মাল্যভূষিতঃ) (সন্ সঃ) সুবাসোভিঃ (সুবসনধারিভিঃ) স্বলঙ্কৃতৈঃ ভ্রাতৃভিঃ (সহ তথা সুবাসসা স্বলঙ্কৃতয়া) ভার্য্যয়া (সীতয়া চ সহ) বভৌ (ভাতি স্ম)॥ ৪৯॥

অনুবাদ—রামচন্দ্র এই প্রকারে মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক স্নান করিয়া সুবসন পরিধান করিলেন, পরে মাল্য ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া সুবসনবিভূষিত ও অলঙ্কৃত ভ্রাতৃবর্গ এবং সীতাদেবীর সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৪৯॥

অগ্রহীদাসনং ভ্রাত্রা প্রণিপত্য প্রসাদিতঃ।
প্রজাঃ স্বধর্ম্মনিরতবর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ।
জুগোপ পিতৃবদ্রামো মেনিরে পিতরঞ্চ তম্॥ ৫০॥

অন্বয়ঃ—(অথ) ভ্রাতা (ভরতেন) প্রণিপত্য (প্রণম্য) প্রসাদিতঃ (প্রসন্নীকৃতঃ) রামঃ আসনং (রাজাসনম্) অগ্রহীৎ (স্বীচকার, অপি চ) পিতৃবৎ (পিতা ইব স্নেহেন) স্বধর্ম্মনিরত বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ (স্বধর্ম্মে নিরতাঃ বর্ণাশ্রমগুণৈঃ অন্বিতাঃ যুক্তাশ্চ) প্রজাঃ (জনান্) জুগোপ (পালয়ামাস, তাঃ প্রজাঃ) চ (অপি) তং (রামং) পিতরং (পিতৃতুল্যং) মেনিরে (চিন্তয়ামাসুঃ)॥ ৫০॥

অনুবাদ—অনন্তর ভরত প্রণামাদিদ্বারা রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিলে রামচন্দ্র রাজসিংহাসন গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন এবং পিতা যেমন সস্নেহে পুত্রকে পালন করেন, সেইরূপভাবে স্বধর্ম্মনিরত বর্ণ ও আশ্রমোচিতগুণযুক্ত প্রজাবর্গকে পালন করিতে লাগিলেন। প্রজাবর্গও রামচন্দ্রকে পিতৃতুল্য মনে করিতেন॥ ৫০॥

ত্রেতায়াং বর্ত্তমানায়াং কালঃ কৃতসমোঽভবৎ।
রামে রাজনি ধর্ম্মজ্ঞে সর্ব্বভূতসুখাবহে॥ ৫১॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভূতসুখাবহে (নিখিলপ্রাণিমঙ্গলবিধায়কে) ধর্ম্মজ্ঞে রামে রাজনি (সতি) ত্রেতায়াং বর্ত্তমানায়াং (ত্রেতাযুগে বর্ত্তমানে অপি) কালঃ (সময়ঃ) কৃতসমঃ (সত্যযুগ-তুল্যঃ সুখসমৃদ্ধিধর্ম্মভাবাদিপরিপূর্ণঃ) অভবৎ (আসীৎ)॥ ৫১॥

অনুবাদ—নিখিল প্রাণিগণের মঙ্গল বিধায়ক ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্র যখন রাজা হন তখন যদিও ত্রেতাযুগ বর্ত্তমান ছিল, তথাপি ঐ যুগ সুখ-সমৃদ্ধি ধর্ম্মাদিদ্বারা সত্যযুগের সমান হইল॥ ৫১॥

বনানি নদ্যো গিরয়ো বর্ষাণি দ্বীপসিন্ধবঃ।
সর্ব্বে কামদুঘা আসন্ প্রজানাং ভরতর্ষভ॥ ৫২॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভরতর্ষভ! (হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ!) বনানি, নদ্যঃ, গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) বর্ষাণি (ভূভাগাঃ), দ্বীপসিন্ধবঃ (দ্বীপাঃ সিন্ধবঃ সমুদ্রাশ্চ এতে) সর্ব্বে (তদানীং) প্রজানাং কামদুঘাঃ (সর্ব্বকামপ্রদায়কাঃ) আসন্ (অভবন্)॥ ৫২॥

অনুবাদ—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ! বন, নদী, পর্ব্বত, নববর্ষ, সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র—সকলেই তৎকালে প্রজাবর্গের সর্ব্বকামদায়ক হইয়াছিল॥ ৫২॥

নাধি-ব্যাধি-জরা-গ্লানি-দুঃখ-শোক-ভয়-ক্লমাঃ।
মৃত্যুশ্চানিচ্ছতাং নাসীদ্রামে রাজন্যধোক্ষজে॥৫৩॥

অন্বয়ঃ—অধোক্ষজে (অতীন্দ্রিয়স্বরূপে ভগবতি) রামে রাজনি (সতি) আধি-ব্যাধি-জরা-গ্লানি-দুঃখ-শোক-ভয়-ক্লমাঃ (আধিঃ মানসী পীড়া, ব্যাধিঃ শারীরিকী পীড়া, জরা বার্দ্ধক্যং, গ্লানিঃ সন্তাপঃ, দুঃখং শোকঃ, ভয়ং, ক্লমঃ ক্লান্তিশ্চ এতে তথা) মৃত্যুঃ চ (মরণমপি) অনিচ্ছতাং (তত্তদনভিলাষিনাং জনানাং বিষয়ে) ন আসীৎ (ন স্থিতঃ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—অধোক্ষজ রামচন্দ্র রাজা হইলে আধি, ব্যাধি, জরা, সন্তাপ, দুঃখ, শোক, ভয়, ক্লান্তি রহিল না। ইচ্ছা না করিলে মৃত্যুও কাহার নিকট উপস্থিত হইত না ॥ ৫৩ ॥

———

একপত্নীব্রতধরো রাজর্ষিচরিতঃ শুচিঃ।
স্বধর্ম্মং গৃহমেধীয়ং শিক্ষয়ন্ স্বয়মাচরৎ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—একপত্নীব্রতধরঃ (পত্ন্যন্তরপরিগ্রহ-রহিতঃ) রাজর্ষিচরিতঃ (রাজর্ষেঃ ইব চরিতং যস্য সঃ) শুচিঃ (রাগাদিপ্রাকৃতগুণশূন্যঃ সঃ) গৃহমেধীয়ং (গৃহস্থস্য বিহিতং) স্বধর্ম্মং (স্ববর্ণাশ্রমানুকূলং ধর্ম্মং) শিক্ষয়ন্ (লোকস্য শিক্ষার্থম্ ইত্যর্থঃ) স্বয়ম্ আচরৎ (অনুষ্ঠিতবান্) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্র একপত্নী-ব্রতধারী, রাজর্ষি-দিগের ন্যায় আচরণশীল ও রাগদ্বেষাদি প্রাকৃত গুণ-রহিত হইয়া গৃহস্থদিগের অনুষ্ঠেয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম লোকশিক্ষণের জন্য স্বয়ং আচরণ করিতে লাগি-লেন ॥ ৫৪ ॥

———

প্রেম্নানুবৃত্ত্যা শীলেন প্রশ্রয়াবনতা সতী।
ভিয়া হ্রিয়া চ ভাবজ্ঞা ভর্ত্তুঃ সীতাহরন্মনঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে শ্রীরামচরিত নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—প্রশ্রয়াবনতা (বিনয়নম্রা) ভাবজ্ঞা অভিপ্রায়জ্ঞা) সতী (পতিব্রতা) সীতা প্রেম্না (প্রীত্যা) অনুবৃত্ত্যা (পরিচর্য্যা) শীলেন (সুস্বভাবেন সদ্‌বৃত্ত্যা চ) ভিয়া (ভয়েন) হ্রিয়া (লজ্জয়া) চ ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ রামচন্দ্রস্য) মনঃ (চিত্তম্) অহরৎ (আকৃষ্টবতী) ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—বিনয়নম্রাদিগুণসম্পন্না ভাবজ্ঞা, পতি-ব্রতা সীতাদেবী প্রেম ও পরিচর্য্যা, সুস্বভাব, লজ্জা, ভয়দ্বারা রামচন্দ্রের চিত্ত হরণ করিতেন ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে দশমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবতপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দশমাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ভগবানাত্মনাত্মানং রাম উত্তমকল্পকৈঃ।
সর্ব্বদেবময়ং দেবমীজেঽথাচার্য্যবান্ মখৈঃ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের অনুজগণের সহিত অযোধ্যায় বাস এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র যজ্ঞারম্ভ করিয়া নিজেই নিজের অর্চ্চনে প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞান্তে হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মাকে যথাক্রমে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ দান করিলেন। অবশিষ্ট সমস্ত আচার্য্যকে দিলেন। ব্রাহ্মণদেব রামচন্দ্রের ভৃত্য-বাৎসল্য দর্শনে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্তব করিতে করিতে সমস্ত বস্তুই প্রত্যর্পণপূর্ব্বক কহিলেন,—ভগবান্ যখন তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রভা দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞান-তিমিররাশি দূর করেন, তখন তাঁহার আর তাঁহাদিগকে দেওয়ার কি অবশিষ্ট আছে। অতঃপর ভগবান্ রামচন্দ্র রাজ্যস্থ প্রজাবৃন্দের তাঁহার প্রতি কিরূপ ধারণা, তাহা জানিবার জন্য রাত্রিতে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দৈবক্রমে একরাত্রিতে কোন এক ব্যক্তিকে তাহার পরগৃহগতা বনিতার চরিত্রে সন্দেহান্বিত হইয়া ভর্ৎসনা-প্রসঙ্গে সীতাদেবীর চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ করিতে শ্রবণ করিলেন। তখনই গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শ্রীরাম অজ্ঞ অবাধ্য বহুমুখ লোকভয়ে ভীত হইয়া সীতাদেবীকে লোকচক্ষে ত্যাগ করিবার অভিনয় করিলেন। সীতাদেবী গর্ভিণ্যবস্থায় মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিলেন। সেখানে তাঁহার লব ও কুশ নামক যমজ পুত্র প্রসূত হইল। এদিকে অযোধ্যায় লক্ষ্মণের অঙ্গদ ও চিত্রকেতু, ভরতের তক্ষ ও পুষ্কল, শত্রুঘ্নের সুবাহু ও শ্রুতসেন নামক পুত্র জন্মিল। ভরত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহু কোটি গন্ধর্ব্ব বিনাশপূর্ব্বক বহু-ধনরত্ন আনিলেন, শত্রুঘ্ন মধুবনে মধুপুত্র লবণানুসুরকে বধ করিয়া তথায় মথুরাপুরী নির্ম্মাণ করিলেন। সীতাদেবী বাল্মীকির নিকট তনয়দ্বয় রক্ষা করিয়া ভূবিবরে প্রবেশ করিলেন। তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র সীতাবিরহ জন্য দুঃখিত হইলেন এবং ত্রয়োদশ সহস্র বর্ষ যাবৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। অতঃপর শ্রীশুক-দেবের মহারাজ পরীক্ষিতের সমীপে শ্রীরামচন্দ্রের অপ্রাকট্য লীলাপ্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ দেবগণের প্রার্থনায় লীলার্থই যে ভগবানের রামাবতার স্বীকার, তাহা, ফলশ্রুতি তথা রাজা রামচন্দ্রের প্রজাপালন ও ভ্রাতৃস্নেহাদি বর্ণন দ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অথ ভগবান্ রামঃ আচার্য্যবান্ (আচার্য্যযুক্তঃ সন্) উত্তমকল্পকৈঃ (উত্তমানি শ্রেষ্ঠানি কল্পকানি উপকরণানি যেষু তৈঃ) মখৈঃ (যজ্ঞৈঃ) আত্মনা (স্বয়মেব) সর্ব্বদেবময়ং (সর্ব্বদেবাত্মকং) দেবং আত্মানম্ (এব) ঈজে (আরাধিতবান্ যজ্ঞসাধনস্য যজনীয়স্য চ স্বভিন্নত্বাভাবাদিতি ভাবঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র আচার্য্যবান্ হইয়া উত্তম উত্তম উপকরণসমন্বিত যজ্ঞের দ্বারা নিজেই সর্ব্বদেবময় পরমদেব নিজকেই আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মখাংশ্চকার তত্যাজ সীতাং সা বিবরং গতা ॥
ভ্রাতৄন্ দিগ্বিজয়েঽযুঙ্ক্ত রাম একাদশে বিভুঃ ॥০

আত্মনাত্মানমিতি যজ্ঞসাধনস্য যজনীয়স্য চ স্বভিন্নত্বাভাবাৎ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের বহু যজ্ঞানুষ্ঠান, সীতাপরিত্যাগ, সীতার পাতালপ্রবেশ ও ভ্রাতৃগণের দিগ্বিজয়ে প্রেরণ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'আত্মনা আত্মানং'—যজ্ঞসাধন ও যজনীয়ের নিজ হইতে অভিন্ন বলিয়া (ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞসমূহদ্বারা সর্ব্বদেবময় বিষ্ণুরূপী নিজকেই নিজে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন) ॥ ১ ॥

———

হোত্রেঽদদাদ্দিশং প্রাচীং ব্রহ্মণে দক্ষিণাং প্রভুঃ।
অধ্বর্য্যবে প্রতীচীং বা উত্তরাং সামগায় সঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ প্রভুঃ (রামঃ) হোত্রে (হোতৃকর্ম্ম-নিষ্পাদকায়) প্রাচীং দিশং (পূর্ব্বাং দিশং দিগ্‌বর্ত্তি-ভূমিং), ব্রহ্মণে (যজ্ঞস্য কৃতাকৃতাবেক্ষণরূপব্রহ্মকর্ম্ম-কারিণে) দক্ষিণাং (দিশম্) অদদাৎ, অধ্বর্য্যবে (অধ্বর্য্যুকর্ম্মকারিণে) প্রতীচীং (পশ্চিমাং দিশং), সামগায় (সামগানকর্ত্রে উদ্‌গাত্রে বিপ্রায়) বা (সমুচ্চয়ে) উত্তরাং (দিশং দক্ষিণাম্ অদদাৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—প্রভু রামচন্দ্র হোতাকে পূর্ব্বদেশ, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদেশ, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদেশ এবং সামগানকারী উদ্‌গাতাকে উত্তরদেশ দক্ষিণাস্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

———

আচার্য্যায় দদৌ শেষাং যাবতী ভূস্তদন্তরা।
মন্যমান ইদং কৃৎস্নং ব্রাহ্মণোঽর্হতি নিস্পৃহঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(অনন্তরম্) ইদং কৃৎস্নং (সর্ব্বং ভূমণ্ডলং) ব্রাহ্মণঃ (এব) অর্হতি (গ্রহীতুং শক্নোতি), ইতি মন্যমানঃ (বিচিন্তয়ন্) নিস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্যঃ সঃ) তদন্তরা (তাসাং দিশাং মধ্যে) যাবতী (যৎ-পরিমিতো) ভূঃ (ভূমিরবশিষ্টা) (তাং) শেষাম্ (অবশিষ্টাং ভূমিম্) আচার্য্যায় দদৌ (নিবেদিত-বান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর "ব্রাহ্মণই এই পরিদৃশ্যমান ভূমণ্ডল গ্রহণে যোগ্য" এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক রামচন্দ্র স্পৃহাশূন্য হইয়া ঐ সকল দিগের মধ্যে যে পরিমিত ভূমি অবশিষ্ট ছিল, তৎসমুদয় আচার্য্যকে প্রদান করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদন্তরা তাসাং দিশাং মধ্যে যাবতী ভূস্তাং শেষভূতাং ব্রাহ্মণজাতিমেব যদ্দানপাত্রীকরোতি, তত্র হেতুঃ—ইদং কৃৎস্নমেব ভূতলং ব্রাহ্মণ এবার্হতি যতো নিস্পৃহ ইতি মন্যমানঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদন্তরা'—ঐ সকল দিকের মধ্যবর্ত্তী যে সমুদয় ভূমি ছিল, সেই অবশিষ্ট ভূমি ব্রাহ্মণজাতিকেই যে দানপাত্র করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কারণ বলিতেছেন—'ইদং কৃৎস্নং'—এই সমগ্র ভূমণ্ডল ব্রাহ্মণই পাইবার যোগ্য, যেহেতু ব্রাহ্মণ নিস্পৃহ, এরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি ঐ সকল আচার্য্যকে দান করিলেন ॥ ৩ ॥

———

ইত্যয়ং তদলঙ্কারবাসোভ্যামবশেষিতঃ।
তথা রাজ্ঞ্যপি বৈদেহী সৌমঙ্গল্যাবশেষিতাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি তৎ (তদা দানানন্তরং) অয়ং (শ্রীরামচন্দ্রঃ) অলঙ্কারবাসোভ্যাং (পরিহিতালঙ্কার-বস্ত্রাভ্যাং) অবশেষিতঃ (তন্মাত্রযুক্তঃ বভূব) তথা রাজ্ঞী বৈদেহী অপি (ভর্ত্তুরভিপ্রায়জ্ঞানেন সর্ব্বং দত্ত্বা) সৌমঙ্গল্যাবশেষিতা (নাসাভরণচূড়াদিমাত্র অবশেষিতং যস্যাঃ সা তথাভূতা অভূৎ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে সমুদায় দান করায় রামচন্দ্রের পরিহিত বস্ত্র ও অলঙ্কার মাত্র অবশিষ্ট রহিল। রাজমহিষী সীতাদেবীরও নাসাভরণ চূড়ামাত্র অবশিষ্ট ছিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদলঙ্কারেতি দেহস্থালঙ্কারবস্ত্রব্যতিরিক্তানামন্যেষামলঙ্কারাদীনামপি দত্তত্বাৎ, সীতা তু দেহাদপ্যুত্তার্য্যালঙ্কারাদি ং দদাবিত্যাহ সৌমঙ্গল্যং নাসাভরণচূড়াদিমাত্রমবশেষিতং যস্যাঃ সা ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদলঙ্কার'-ইত্যাদি, শ্রীরামচন্দ্র দেহস্থ অলঙ্কার ও পরিহিত বস্ত্র ব্যতীত অন্য সমস্ত অলঙ্কারাদিই দান করিয়াছিলেন, কিন্তু সীতাদেবী দেহ হইতেও অলঙ্কারাদি খুলিয়া দান করিয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'সৌমঙ্গল্যাবশেষিতা', তাঁহার কেবলমাত্র মাঙ্গলিক নাসাভরণ ও হস্তস্থিত চূড়ি অবশিষ্ট ছিল ॥ ৪ ॥

———

তে তু ব্রাহ্মণদেবস্য বাৎসল্যং বীক্ষ্য সংস্তুতম্।
প্রীতাঃ ক্লিন্নধিয়স্তস্মৈ প্রত্যর্প্যেদং বভাষিরে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তে (হোত্রাদয়ঃ) তু ব্রাহ্মণদেবস্য (রামস্য) সংস্তুতং (সংস্তবনযোগ্যং) বাৎসল্যং (স্নেহ-পারবশ্যং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) প্রীতাঃ (তুষ্টাঃ) ক্লিন্নধিয়ঃ (দ্রবচ্চিত্তাঃ সন্তঃ) তস্মৈ (রামায়) ইদং (দত্তং সর্ব্বং বস্তু) প্রত্যর্প্য বভাষিরে (ঊচুঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হোতা, উদ্‌গাতা প্রভৃতি ব্রাহ্মণবর্গ ব্রাহ্মণদেব রামচন্দ্রের অতীব প্রশংসনীয় বাৎসল্য

দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হইল। তাঁহারা প্রদত্ত দ্রব্যসমূহ রামচন্দ্রকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন— ॥ ৫ ॥

অপ্রত্তং নস্ত্বয়া কিং নু ভগবন্ ভুবনেশ্বর।
যন্নোঽন্তর্হৃদয়ং বিশ্য তমো হংসি স্বরোচিষা ॥৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, ভুবনেশ্বর! (জগদীশ্বর!) ত্বয়া নঃ (অস্মভ্যং) কিং নু (বস্তু) অপ্রত্তম্? (অদত্তং সর্ব্বমেব দত্তমিত্যর্থঃ) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) নঃ (অস্মাকম্) অন্তর্হৃদয়ং (হৃদয়াভ্যন্তরে) বিশ্য (প্রবিশ্য) স্বরোচিষা (স্বদীপ্ত্যা) তমঃ (অজ্ঞানং) হংসি (নিরস্যসি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! হে জগদীশ্বর! আপনি আমাদিগকে কি না দিয়াছেন? যেহেতু আপনি আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ প্রভাদ্বারা মদীয় হৃদ্গত অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিয়াছেন। (এই জন্য এই সকল দ্রব্য আমাদের নিকট বহু বলিয়া মনে হইতেছে না) ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিম্ অপ্রত্তম্ অপি তু সর্ব্বমেব প্রদত্তং যদ্যস্মাদ্বিশ্য অতোঽনেন পৃথ্বীরাজ্যেনালমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কিং নু অপ্রত্তম্'—আপনি আমাদিগকে কোন বস্তুই না দান করিয়াছেন, অর্থাৎ সমস্তই দান করিয়াছেন, যেহেতু 'বিশ্য'—আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিজ দীপ্তিদ্বারা অজ্ঞানময় অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন, অতএব এই পার্থিব রাজ্যের প্রয়োজন নাই—এই ভাব ॥ ৬ ॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
উত্তমঃশ্লোকধুর্য্যায় ন্যস্তদণ্ডার্পিতাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মণ্যদেবায় (ব্রহ্মণি ব্রহ্মকুলে সাধুঃ ব্রহ্মণ্যঃ তেষাং দেবঃ শ্রেষ্ঠঃ তস্মৈ) অকুণ্ঠমেধসে (নিত্যাসঙ্কুচিতাপরিচ্ছিন্নজ্ঞানায়) উত্তমঃশ্লোকধুর্য্যায় (উত্তমঃশ্লোকানাং প্রথিতযশসাং মধ্যে ধুর্য্যায় অগ্র্যায় মুখ্যায় ইতি যাবৎ) ন্যস্তদণ্ডার্পিতাঙ্ঘ্রয়ে (ন্যস্তদণ্ডৈঃ মুনিভিঃ অর্পিতৌ চিত্তে ন্যস্তৌ অঙ্ঘ্রী যস্য তস্মৈ) রামায় নমঃ (বয়ং নমস্কুর্ম্ম) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আপনি ব্রহ্মণ্যদেব, অসীম জ্ঞান-সম্পন্ন ও উত্তমঃশ্লোক পুরুষাগ্রগণ্য, মুনিগণ নিজ নিজ হৃদয়ে আপনার চরণযুগল ধ্যান করিয়া থাকেন। রামচন্দ্র আপনাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ন্যস্তদণ্ডেভ্যো নির্ব্বৈরভক্তেভ্যোঽর্পিতাবঙ্ঘ্রী যেন তস্মৈ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন্যস্তদণ্ডার্পিতাঙ্ঘ্রয়ে'—অহিংসাপরায়ণ ভক্তজনে যিনি নিজ চরণযুগল অর্পণ করেন, সেই ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করি ॥৭

কদাচিল্লোকজিজ্ঞাসুর্গূঢ়ো রাত্র্যামলক্ষিতঃ।
চরন্ বচোঽশৃণোদ্রামো ভার্য্যামুদ্দিশ্য কস্যচিৎ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—(অথ) কদাচিৎ (কস্মিংশ্চিৎ সময়ে) রামঃ লোকজিজ্ঞাসুঃ (লোকানাং কিম্বদন্তীং জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ) গূঢ়ঃ (প্রচ্ছন্নবেশঃ) অলক্ষিতঃ (অন্যৈরদৃষ্টঃ) রাত্র্যাং (রজন্যাং চরন্ (পর্য্যটন্) ভার্য্যামুদ্দিশ্য (পত্নীং লক্ষ্যীকৃত্য উচ্যমানং) কস্যচিৎ (পুংসঃ) বচঃ (বাক্যম্) অশৃণোৎ (শ্রুতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রামচন্দ্র কোন সময় লোক-সমূহের চিত্তবৃত্তি জানিতে ইচ্ছা করিয়া গুপ্তবেশে অন্যের অলক্ষিতভাবে রাত্রিকালে নগরীমধ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে সীতাদেবীর উদ্দেশে কোন ব্যক্তির কথিত বাক্য শ্রবণ করিলেন ॥ ৮ ॥

নাহং বিভর্ম্মি ত্বাং দুষ্টামসতীং পরবেশ্মগাম্।
স্ত্রৈণো হি বিভৃয়াৎ সীতাং রামো নাহং ভজে পুনঃ ॥৯

অন্বয়ঃ—অহং পরবেশ্মগাং (পরস্য পুরুষান্তরস্য বেশ্ম গৃহং গচ্ছতি যা তাং) দুষ্টাম্ অসতীম্ (ব্যভিচারিণীং) ত্বাং ন বিভর্ম্মি (ভরণাদিকং তব ন করোমি) হি (যস্মাৎ) রামঃ স্ত্রৈণঃ (স্ত্রীপরবশঃ অতঃ) সীতাং (ব্যভিচারিণীমপি) বিভৃয়াৎ (গৃহ্নীয়াৎ)। অহং (তু ন স্ত্রৈণঃ অতঃ) পুনঃ ন ভজে (ন গৃহ্নামি ত্বামিতি শেষঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—(সেই ব্যক্তি নিজ অসতী স্ত্রীকে বলিতেছে) তুই পরপুরুষের গৃহে গমন করিস্, আমি অসতী তোকে ভরণ-পোষণাদি দ্বারা আর পালন করিব না, রাম 'স্ত্রৈণ' বলিয়া পর-গৃহগতা সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন, আমি স্ত্রৈণ নহি সুতরাং আমি তোকে আর গ্রহণ করিতে পারিব না ॥ ৯ ॥

ইতি লোকাদ্বহুমুখাদ্দুরারাধ্যাদসংবিদঃ।
পত্যা ভীতেন সা ত্যক্তা প্রাপ্তা প্রাচেতসাশ্রমম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(অথ) অসম্বিদঃ (অজ্ঞাৎ) বহুমুখাৎ (নানাবিধবাদিনঃ অতএব) দুরারাধ্যাৎ লোকাৎ ভীতেন পত্যা (রামেণ) ত্যক্তা (পরিত্যক্তা) সা (অন্তর্ব্বত্নী গর্ভিণী সীতা) প্রাচেতসাশ্রমং (বাল্মীকেরাশ্রমং) প্রাপ্তা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞ দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির নানা কথায় ভীত হইয়া পতি রামচন্দ্র গর্ভবতী পত্নী সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিলেন। সীতাদেবী রাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বাল্মীকির আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অসংবিদঃ জ্ঞানশূন্যাৎ, প্রাচেতসো বাল্মীকিঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসংবিদঃ'—জ্ঞানশূন্য (অতত্ত্বজ্ঞ) লোকের কথায় ভীত হইয়া রামচন্দ্র সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিলে, তিনি 'প্রাচেতসাশ্রমং' —বাল্মীকিমুনির আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন ॥১০॥

অন্তর্ব্বত্ন্যাগতে কালে যমৌ সা সুষুবে সুতৌ।
কুশ লব ইতি খ্যাতৌ তয়োশ্চক্রে ক্রিয়া মুনিঃ ॥১১

অন্বয়ঃ—(ততঃ) অন্তর্বত্নী (গর্ভিণী) সা (সীতা) কালে (প্রসবকালে) আগতে (উপস্থিতে সতি) যমৌ (যমজৌ) সুতৌ (পুত্রৌ) সুষুবে (প্রসূতবতী, তৌ) কুশঃ লবঃ ইতি (নামভ্যাং) খ্যাতৌ (কথিতৌ) মুনিঃ (বাল্মীকিঃ) তয়োঃ (কুশলবয়োঃ) ক্রিয়া (জাতকর্ম্মাদিসংস্কারান্) চক্রে (চকার) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে তথায় গর্ভবতী সীতাদেবী দুইটী যমজ পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারাই লব ও কুশ নামে প্রসিদ্ধ। মুনি বাল্মিকী তাঁহাদের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তর্বত্নী গর্ভবতী ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তর্বত্নী'—সীতাদেবী তৎকালে গর্ভবতী ছিলেন ॥ ১১ ॥

অঙ্গদশ্চিত্রকেতুশ্চ লক্ষ্মণস্যাত্মজৌ স্মৃতৌ।
তক্ষঃ পুষ্কল ইত্যাস্তাং ভরতস্য মহীপতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহীপতে! লক্ষ্মণস্য অঙ্গদঃ চিত্রকেতুঃ চ (ইতি নামানৌ) আত্মজৌ (পুত্রৌ) স্মৃতৌ (কথিতৌ), ভরতস্য তক্ষঃ পুষ্কলঃ চ (এবমভিধেয়ৌ পুত্রৌ) আস্তাম্ (অভবতাং) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ অঙ্গদ ও চিত্রকেতু—এই দুই জন লক্ষ্মণের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ তক্ষ ও পুষ্কল ভরতের সন্তান ছিলেন ॥ ১২ ॥

সুবাহুঃ শ্রুতসেনশ্চ শত্রুঘ্নস্য বভূবতুঃ।
গন্ধর্ব্বান্ কোটিশো জঘ্নে ভরতো বিজয়ে দিশাম্ ॥১৩
তদীয়ং ধনমানীয় সর্ব্বং রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ।
শত্রুঘ্নশ্চ মধোঃ পুত্রং লবণং নাম রাক্ষসম্।
হত্বা মধুবনে চক্রে মথুরাং নাম বৈ পুরীম্ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—শত্রুঘ্নস্য সুবাহুঃ শ্রুতসেনঃ চ (ইতি নামানৌ পুত্রৌ) বভূবতুঃ। ভরতঃ দিশাং বিজয়ে (দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে) কোটিশঃ গন্ধর্বান্ জঘ্নে (হতবান্)। তদীয়ং (গন্ধর্ব্বাণাং সম্বন্ধী) সর্ব্বং ধনম্ আনীয় রাজ্ঞে (রামায়) ন্যবেদয়ৎ (অদাৎ), শত্রুঘ্নঃ চ মধোঃ (মধুরাক্ষসস্য) পুত্রং লবণং নাম রাক্ষসং হত্বা মধুবনে মথুরাং নাম পুরীং চক্রে বৈ (নির্ম্মিতবান্) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—শত্রুঘ্নের সুবাহু ও শ্রুতসেন নামে দুইটি পুত্র ছিল। ভরত দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিয়া কোটি সংখ্যক গন্ধর্ব্ব বিনাশ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের যাবতীয় ধন আনয়নপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্নও মধুপুত্র লবণনামক

রাক্ষসকে নিহত করিয়া মধুবনে মথুরাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

মুনৌ নিক্ষিপ্য তনয়ৌ সীতা ভর্ত্রা বিবাসিতা।
ধ্যায়ন্তী রামচরণৌ বিবরং প্রবিবেশ হ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভর্ত্রা (স্বামিনা রামেণ) বিবাসিতা (নির্ব্বাসিতা) সীতা মুনৌ (বাল্মীকি-সমীপে) তনয়ৌ (পুত্রৌ কুশলবৌ) নিক্ষিপ্য রামচরণৌ (রাম-পাদৌ) ধ্যায়ন্তী (চিন্তয়ন্তী) বিবরং (গর্ত্তং পাতালং) প্রবিবেশ হ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—স্বামী রামচন্দ্র কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া সীতাদেবী কুশ, লবকে বাল্মিকী-হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের পাদপদ্মযুগল ধ্যান করিতে করিতে পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভর্ত্তৃবিচ্ছেদদুঃখমসহিষ্ণুঃ ভুবো বিবরং প্রাবিশৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিবরং'—পতি রামচন্দ্রের বিচ্ছেদদুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া সীতাদেবী তাঁহার চরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

তৎ শ্রুত্বা ভগবান্ রামো রুন্ধন্নপি ধিয়া শুচঃ।
স্মরংস্তস্যা গুণাংস্তাংস্তান্ নাশক্নোদ্রোদ্ধুমীশ্বরঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ—ভগবান্ রামঃ তৎ (সীতায়াঃ পাতাল-প্রবেশ-বিবরণং) শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) শুচঃ (শোকান্) রুন্ধন্ অপি (নিবারয়ন্নপি) ঈশ্বরঃ (ক্লেশাদিভিঃ পরামৃষ্টপুরুষবিশেষোঽপি) তস্যাঃ (সীতায়াঃ) তান্ তান্ (পূর্ব্বপ্রত্যক্ষীকৃতান্) গুণান্ স্মরন্ (শুচঃ) রোদ্ধুং (সম্যগপনেতুং) ন অশক্নোৎ (ন সমর্থো বভূব) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ রামচন্দ্র সীতার পাতাল-প্রবেশ-বিবরণ শ্রবণ করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে শোক সম্বরণ করিতে সমর্থ হইয়াও সীতার পূর্ব্ব গুণসমূহ স্মরণ করিয়া শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না॥১৬

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরোঽপি রোদ্ধুং নাশক্নোদিতি তস্য প্রেমবশ্যত্বস্বভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঈশ্বরঃ'—শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও (সীতার গুণসমূহ স্মরণ করিয়া) শোকবেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হন নাই, যেহেতু প্রেমবশ্যত্বই তাঁহার স্বভাব, এই ভাব ॥ ১৬ ॥

স্ত্রীপুংপ্রসঙ্গ এতাদৃক্ সর্ব্বত্র ত্রাসমাবহঃ।
অপীশ্বরাণাং কিমুত গ্রাম্যস্য গৃহচেতসঃ ॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ—স্ত্রীপুংপ্রসঙ্গঃ (স্ত্রীপুংসয়োরাসক্তিঃ) সর্ব্বত্র এতাদৃক্ (এবম্বিধঃ) ত্রাসমাবহঃ (ভয়প্রদঃ) ঈশ্বরাণাম্ অপি (ব্রহ্মাদীনাম্ অপি অয়ং প্রসঙ্গো ভীতিপ্রদ এব) গৃহচেতসঃ (গৃহাসক্তচিত্তস্য) গ্রাম্যস্য কিমুত (সাধারণজনস্য কিং পুনঃ তেষান্তু সর্ব্বথৈব ত্রাসপ্রদো ভবেদিত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—স্ত্রী, পুরুষের আসক্তি সর্ব্বত্রই এইরূপ ভয়প্রদ। ব্রহ্মাদি সমর্থবান্ পুরুষগণেরও যখন এইরূপ ভীতিপ্রদ তখন গৃহাসক্তচিত্ত গ্রাম্য পুরুষ-দিগের কথা কি ? ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যে কামাসক্তাঃ স্ত্রিয়ং স্মরন্তস্তু সংসার এব মজ্জন্তীত্যাহ—স্ত্রীপুংসয়োঃ প্রসঙ্গঃ সমা-সান্তাভাব আর্ষঃ। ঈশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনামপি সর্ব্বত্র ইহলোকে পরলোকে চ ত্রাসং সংসারমাবহতীতি সঃ ষষ্ঠ্যভাব, আর্ষঃ প্রসঙ্গস্য প্রাকৃতত্বাৎ কামমূলকত্বাচ্চেতি ভাবঃ। এতদেবাহ—এতাদৃক্ এতয়ো রামসীতয়ো-রিব দৃষ্টঃ কেনচিদংশেন ব্যবহারিকেণৈব, ন তু তাত্ত্বিকেন ন ত্বেতয়োরপীত্যর্থঃ। প্রসঙ্গস্যাপ্রাকৃতত্বাৎ প্রেমমূলকত্বাচ্চেতি ভাবঃ। অতএবেশ্বরাণামিতি ন ত্বীশ্বরস্যাপীত্যুক্তম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপর কামাসক্ত ব্যক্তিগণ স্ত্রীকে স্মরণ করিয়া সংসারেই নিমজ্জিত হয় ইহা বলিতেছেন—'স্ত্রীপুংপ্রসঙ্গঃ', স্ত্রী ও পুরুষের আসক্তি সর্ব্বত্রই এরূপ ভীতিজনক হয়। এখানে সমাসান্তের অভাব আর্ষপ্রয়োগ। 'ঈশ্বরাণাং'—ব্রহ্মাদি ঈশ্বর-গণেরও ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বত্র 'ত্রাস' অর্থাৎ সংসার আনয়ন করে, এখানে ষষ্ঠীর অভাব আর্ষ-প্রয়োগ। যেহেতু ঐরূপ প্রসঙ্গ প্রাকৃত ও কামমূলক —এই ভাব। ইহাই বলিতেছেন—'এতাদৃক্—এই রামসীতার ন্যায় কোনও ব্যবহারিক অংশেই দৃষ্টান্ত,

কিন্তু তাত্ত্বিক অংশে নহে। পরন্তু উহা রাম-সীতার পক্ষে নহে, যেহেতু তাঁহাদের আসক্তি প্রেমমূলক ও অপ্রাকৃত, এই ভাব। এইহেতু 'ঈশ্বরাণাং'—সমর্থবান্ ব্যক্তিগণের ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু 'ঈশ্বরস্যাপি'—ঈশ্বরেরও ভয়াবহ, এরূপ উক্ত হয় নাই ॥ ১৭ ॥

———

তত ঊর্দ্ধ্বং ব্রহ্মচর্য্য ধারয়ন্নজুহোৎ প্রভুঃ।
ত্রয়োদশাব্দসাহস্রমগ্নিহোত্রমখণ্ডিতম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভুঃ (রামঃ) ততঃ ঊর্দ্ধ্বং (সীতায়াঃ পাতালপ্রবেশানন্তরং) ব্রহ্মচর্য্যং ধারয়ন্ (পত্ন্যন্তর-পরিগ্রহং বর্জ্জয়ন্) ত্রয়োদশাব্দসাহস্রং (ত্রয়োদশ-সহস্রবর্ষসাধ্যম্) অখণ্ডিতম্ (অনবচ্ছিন্নম্) অগ্নিহোত্রম্ অজুহোৎ (আচরিতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সীতার পাতাল প্রবেশানন্তর রামচন্দ্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্নভাবে ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর অগ্নিহোত্র করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তদানীন্তনান্ স্বপুরস্থান্ নীত্বৈবান্তর্দ্ধানলীলাং চকার ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর শ্রীরামচন্দ্র তৎকালীন অযোধ্যাবাসিগণকে সঙ্গে লইয়াই অন্তর্দ্ধান-লীলা করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

———

স্মরতাং হৃদি বিন্যস্য বিদ্ধং দণ্ডককণ্টকৈঃ।
স্বপাদপল্লবং রাম আত্মজ্যোতিরগাৎ ততঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অগ্নিহোত্র-যাগানন্তরং) রামঃ দণ্ডককণ্টকৈঃ (বনবাসকালে দণ্ডকারণ্যকণ্টকৈঃ) বিদ্ধং স্বপাদপল্লবং স্মরতাং (ভাবয়তাং জনানাং) হৃদি বিন্যস্য (সংস্থাপ্য) আত্মজ্যোতিঃ (আত্মনঃ ন তু মায়ায়াঃ) জ্যোতি (যত্র তৎপরং প্রপঞ্চাগোচরং স্বপ্রকাশম্) অগাৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তাহার পর রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যের কণ্টকে বিদ্ধ স্বীয়পাদপদ্মস্মরণকারী ভক্তগণের হৃদয়মধ্যে বিন্যস্ত করিয়া চিজ্জ্যোতির্ম্ময় প্রপঞ্চাতীত ধামে গমন করিলেন। ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্ত্বন্যদেশস্থিতানামনুরাগিভক্তানাং হৃদি দণ্ডককণ্টকৈর্বিদ্ধং পাদমিতি তে কণ্টকাস্তেষাং হৃদ্যেব সহস্রগুণং লগন্তস্তান্ মূর্চ্ছিতান্ কুর্ব্বন্ত্বিতি বুদ্ধ্যৈবেতি তেষু রামস্য দয়া নাভূদিতি ব্যাজস্তুতিঃ। আত্মন এব ন তু মায়ায়া জ্যোতির্যত্র তৎপরং প্রপঞ্চাগোচরং স্বধামঃ প্রকাশমগাদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দণ্ডক-কণ্টকৈঃ বিদ্ধং'—কিন্তু অন্যদেশস্থিত অনুরাগী ভক্তগণের হৃদয়ে দণ্ডকারণ্যের কণ্টকে বিদ্ধ পদযুগল বিন্যস্ত করিয়া (অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্তে নিজ পদযুগলের স্মৃতি রাখিয়া নিজ জ্যোতির্ম্ময়-ধামে গমন করিলেন)। ইহাতে সেই কণ্টকগুলি তাঁহাদের হৃদয়ে সহস্রগুণ লগ্ন হইয়া তাঁহাদিগকে মূর্চ্ছিত করুক—এরূপ বুদ্ধিতেই, ইহার দ্বারা তাঁহাদের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের দয়া ছিল না—এরূপ ব্যাজস্তুতি (নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা) ধ্বনিত হইল। 'আত্মজ্যোতিঃ'—নিজেরই জ্যোতি, কিন্তু মায়ার জ্যোতি (প্রকাশ) নহে, অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত নিজ চিন্ময় ধামে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

———

নেদং যশো রঘুপতেঃ সুরযাচ্ঞয়াত্ত-
লীলাতনোরধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ।
রক্ষোবধো জলধিবন্ধনমস্ত্রপূগৈঃ
কিং তস্য শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—সুর-যাচ্ঞয়া (রাক্ষসবধায় দেবানাং প্রার্থনয়া) আত্তলীলাতনোঃ (আত্তা স্বীকৃতা লীলার্থা তনুর্যেন তস্য) অধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ (অধিক-সাম্যাভ্যাং বিমুক্তং ধাম প্রভাবো যস্য তস্য) রঘুপতেঃ (রামস্য) জলধিবন্ধনং (সমুদ্রবন্ধনম্) অস্ত্রপূগৈঃ (অস্ত্রসমূহৈঃ) রক্ষোবধঃ (রাবণাদীনাং নিধনঞ্চ) ইদং ন যশঃ (স্তুতির্ন ভবতি), তস্য (তাদৃশস্য রামচন্দ্রস্য) শত্রুহননে (রাবণাদিবধবিষয়ে) কিং কপয়ঃ (সুগ্রীবাদয়ঃ) সহায়াঃ (সাহায্যকারিণঃ ? তস্য অন্য-সাহায্যাপেক্ষৈব নাস্তি সুগ্রীবাদ্যাশ্রয়ণন্তু লীলামাত্রমিতি ভাবঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—দেবতাদিগের প্রার্থনায় সমুদ্রবন্ধন ও অস্ত্রসমূহ দ্বারা রাক্ষস বধ—ইহা নিত্যলীলাবিগ্রহ রামচন্দ্রের যশঃ স্তুতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; তিনি অসমোর্দ্ধ্ব প্রভাবসম্পন্ন, তাঁহার শত্রুনিধনে কপিগণের সহায়তার কি প্রয়োজন ? ২০ ॥

বিশ্বনাথ—নরলীলত্বেনৈব চমৎকারং তস্য যশো-মাধুর্য্যমাস্বাদ্যতে ন ত্বৈশ্বর্য্যদৃষ্ট্যেত্যাহ—নেদমিতি আ সম্যগেব আত্ততনোর্নিত্যগৃহীতলীলাবিগ্রহস্য রক্ষসো রাবণস্য বধ ইতীদং যশস্তুতির্ন ভবতি। তত্র হেতুঃ—অধিক-সাম্যাভ্যাং বিমুক্তং ধাম প্রভাবো যস্য তস্য কিং কপয়ঃ সহায়াঃ? তেন নরলীলত্বমাধুর্য্যেণৈব সর্ব্বমেতদুপপদ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নরলীলত্বরূপেই চমৎকার তাঁহার যশোমাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন, কিন্তু ঐশ্বর্য্যদৃষ্টিতে নহে, ইহা বলিতেছেন—'নেদং যশঃ'। 'আত্তলীলাতনোঃ'—'আ' সম্যক্‌রূপে লীলা করিবার জন্য যিনি নিত্য শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে 'রক্ষোবধঃ'—রাক্ষস রাবণের বধ, ইহা স্তুতির বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তাহার কারণ—'অধিকসাম্য-বিমুক্তধাম্নঃ', যাঁহার প্রভাব অপেক্ষা অধিক বা তুল্য প্রভাব অপর কাহা-রও নাই, সেই অসমোর্দ্ধ্ব প্রভাবসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রের সুগ্রীবাদি বানরগণ কি সহায়ক হইতে পারে? অত-এব নরলীলার মাধুর্য্যবশতঃই এই সমস্ত যুক্তিযুক্ত হইতে পারে—এই ভাব ॥ ২০।

———

যস্যামলং নৃপসদঃসু যশোঽধুনাপি
গায়ন্ত্যঘঘ্নমৃষয়ো দিগিভেন্দ্রপট্টম্‌।
তন্নাকপালবসুপালকিরীটজুষ্ট-
পদাম্বুজং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অধুনা অপি ঋষয়ঃ (মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ) যস্য (রামচন্দ্রস্য) দিগিভেন্দ্রপট্টং (দিগিভেন্দ্রাণাং দিগ্‌গজানাং পট্টবৎ আভরণরূপং তৎপর্য্যন্তং ব্যাপ্ত-মিত্যর্থঃ) অঘঘ্নং (পাপহরম্‌) অমলং যশঃ (নিষ্কল-ঙ্কং কীর্ত্তিং) নৃপসদঃসু (নৃপাণাং যুধিষ্ঠিরাদীনাং সদঃসু সভাসু) গায়ন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি), নাকপাল-বসু-পাল-কিরীটজুষ্ট-পাদাম্বুজং (নাকপালানাং দেবানাং বসুপালানাং বসুধাপালানাং কিরীটৈঃ জুষ্টং সেবিতং পাদাম্বুজং যস্য তং) রঘুপতিং তং (রামং) শরণং প্রপদ্যে (শরণং রক্ষকং প্রাপ্নোমি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার দিগ্‌গজেন্দ্রসমূহের পটবৎ আবরণস্বরূপ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত নির্ম্মল পাপহারি যশঃ ঋষিগণ অদ্যাবধি রাজন্যবর্গের সভায় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, দেবেন্দ্র ও নরেন্দ্রগণ নিজ নিজ শিরোভূষণ কিরীটের দ্বারা যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন, আমি সেই আশ্রয়স্বরূপ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—রামং প্রপদ্যমানস্য সর্ব্বোৎকর্ষমাহ—যস্য নির্ম্মলং যশঃ নৃপাণাং যুধিষ্ঠিরাদীনাং সদঃসু ঋষয়ো মার্কণ্ডেয়াদয়ো গায়ন্তি, দিগিভেন্দ্রপট্টং পট্ট-শব্দস্যাসদ্‌বাচিত্বাৎ দিগ্‌গজেন্দ্রারূঢ়মিত্যর্থঃ। তেন যশসঃ সর্ব্বদিগ্‌বিজয়িসেনানীত্বমুক্তম্‌। নাকপালাঃ দেবেন্দ্রাদ্যাঃ, বসুপালাঃ নরেন্দ্রাশ্চ তেষাং কিরীটৈ-র্জুষ্টং পাদাম্বুজং যস্য তম্‌। জুষ্টমিতি রঘুপতে-রিতি পাঠে তত্তস্যেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত জনের সর্ব্বোৎকর্ষ বলিতেছেন—'যস্য', যাঁহার নির্ম্মল যশঃ যুধিষ্ঠিরাদি নৃপতিগণের সভায় মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ অদ্যাবধি কীর্ত্তন করেন। 'দিগিভেন্দ্র-পট্টং'—যাঁহার যশোরাশি দিক্‌হস্তিগণের আচ্ছাদন বস্ত্র-রূপে বিরাজ করিতেছে, অর্থাৎ দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এখানে পট্ট-শব্দের অসদ্‌বাচিত্বহেতু দিগ্‌-গজেন্দ্র আরূঢ়, এই অর্থ। ইহার দ্বারা যশো-রাশির সর্ব্বদিক্‌বিজয়ী সেনানীত্ব উক্ত হইল। 'নাকপাল'—ইত্যাদি, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও নরপতিগণ তাঁহাদের মস্তকস্থিত কিরীটের অগ্রভাগ দ্বারা যাঁহার পাদপদ্ম-যুগলের সেবা করিতেছেন। এইস্থলে 'জুষ্টম্‌' এবং 'রঘুপতেঃ'—এইরূপ পাঠান্তরে, রঘু-পতি শ্রীরামচন্দ্রের দেবেন্দ্র-নরেন্দ্র-সেবিত পাদপদ্মে আমি শরণ লইতেছি—এই অর্থ ॥ ২১ ॥

———

স যৈঃ স্পৃষ্টোঽভিদৃষ্টো বা সংবিষ্টোঽনু-
গতোঽপি বা।
কোশলাস্তে যযুঃ স্থানং যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—যৈঃ (জনৈঃ কোশলবাসিভিঃ) সঃ (রামচন্দ্রঃ) স্পৃষ্টঃ (নমনাদিনা কৃতস্পর্শঃ) অভি-দৃষ্টঃ বা সংবিষ্টঃ (সহোপবিষ্টঃ) অনুগতঃ অপি বা (কৃতানুসরণঃ বা) তে কোশলাঃ (কোশল-

বাসিনঃ) ; যোগিনঃ (ভক্তিযোগবন্তঃ) যত্র গচ্ছন্তি (তৎ) স্থানং যযুঃ (প্রাপুঃ)॥ ২২॥

অনুবাদ—যে সকল অযোধ্যাবাসী দাস্যভাবে প্রণামাদি দ্বারা রামচন্দ্রকে স্পর্শ অথবা দর্শন করিতেন কিম্বা সখ্যভাবে তাঁহার সহিত একত্র উপবেশন অথবা অনুগমন করিতেন, তাঁহারা সকলেই ভক্তিযোগিগণ যথায় গমন করেন তথায় গমন করিয়াছিলেন॥ ২২॥

বিশ্বনাথ—সংবিষ্টঃ সখ্যাৎ যৈঃ সহোপবিষ্টঃ শয়িতো বা। তে কোশলদেশবাসিনঃ যোগিনো ভক্তিযোগবন্তঃ স্থানং বৈকুণ্ঠম্॥ ২২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংবিষ্টঃ'—সখ্যভাবে যাঁহাদের সহিত একত্র উপবেশন বা শয়ন করিয়াছেন, 'কোশলাঃ যোগিনঃ'—সেই কোশলদেশবাসী ভক্তযোগিগণ 'স্থানং'—বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন॥২২॥

———

পুরুষো রামচরিতং শ্রবণৈরুপধারয়ন্।
আনৃশংস্যপরো রাজন্ কর্ম্মবন্ধৈর্বিমুচ্যতে॥২৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, (পরীক্ষিৎ,) পুরুষঃ শ্রবণৈঃ (শ্রোত্রেন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ) রামচরিতং (রামস্য চরিতম্ ইতিবৃত্তম্) উপধারয়ন্ (শৃণ্বন্) আনৃশংস্যপরঃ (শৌর্য্যশূন্যোঽমৎসরঃ) কর্ম্মবন্ধৈঃ (কর্ম্মরূপবন্ধনৈঃ) মুচ্যতে (মুক্তো ভবতি)॥ ২৩॥

অনুবাদ—হে রাজন্! যে ব্যক্তি শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা রামচন্দ্রের চরিত ধারণ করিবেন, তিনি মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন॥ ২৩॥

বিশ্বনাথ—আনৃশংস্যপরঃ ক্রৌর্য্যশূন্যোঽমৎসর ইত্যর্থঃ॥ ২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আনৃশংস্যপরঃ'—নৃশংসতা ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ অমৎসর হইয়া (এই রামচরিত কর্ণগোচর করিলে মানুষ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে।)॥ ২৩॥

———

শ্রীরাজোবাচ—

কথং স ভগবান্ রামো ভ্রাতৄন্ বা স্বয়মাত্মনঃ।
তস্মিন্ বা তেঽন্ববর্ত্তন্ত প্রজাঃ পৌরাশ্চ ঈশ্বরে॥২৪

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদুবাচ) সঃ ভগবান্ রামঃ স্বয়ং কথং (অবর্ত্তত অবতিষ্ঠতে স্ম), আত্মনঃ (অংশভূতান্) ভ্রাতৄন্ (প্রতি) বা (কথং অবর্ত্তত), তে (ভ্রাত্রাদয়ঃ) প্রজাঃ পৌরাশ্চ (পুরবাসিনশ্চ) তস্মিন্ ঈশ্বরে (রামে) বা (কথম্) অনু (অনন্তরম্) অবর্ত্তন্ত (ইতি প্রশ্নত্রয়ম্)॥ ২৪॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে কহিলেন,—ভগবান্ রামচন্দ্র কি প্রকারে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার অংশভূত তদীয় ভ্রাতৃবর্গের প্রতি তিনি কিরূপ ব্যবহার করিতেন? সেই সকল ভ্রাতৃবর্গ প্রজাবৃন্দ, পুরবাসিগণই বা ভগবান্ রামচন্দ্রের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন? ২৪॥

বিশ্বনাথ—আত্মনো ভ্রাতৄন্ প্রতি কথমবর্ত্তত স্বয়ং বা কথমবর্ত্তত তস্মিন্ ভ্রাত্রাদয়ঃ কথমবর্ত্তন্তেতি প্রশ্নত্রয়ম্॥ ২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মনঃ ভ্রাতৄন্'—ভগবান্ রামচন্দ্র নিজের ভ্রাতৃগণের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতেন, স্বয়ং কিরূপে বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি ভ্রাতৃগণ, প্রজাগণ ও পুরবাসিগণই বা কিরূপ ব্যবহার করিতেন?—এই তিনটি প্রশ্ন॥ ২৪॥

———

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

অথাদিশদ্দিগ্বিজয়ে ভ্রাতৄংস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
আত্মানং দর্শয়ন্ স্বানাং পুরীমৈক্ষত সানুগঃ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—(পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেবঃ উবাচ,) অথ (সিংহাসনস্বীকারানন্তরং) ত্রিভুবনেশ্বরঃ (ত্রিভুবনস্য ঈশ্বরঃ রামঃ) দিগ্বিজয়ে (দিগ্বিজয়ং কর্ত্তুং) ভ্রাতৄন্ (ভরতাদীন্) আদিশৎ, (ততঃ) স্বানাম্ (আত্মীয়ানাম্) আত্মানং দর্শয়ন্ সানুগঃ (অনুচরসহিতঃ) পুরীম্ (অযোধ্যাম্) ঐক্ষত (নিরীক্ষণং চকার। প্রজানুকম্পিত্বমনেন দর্শিতং রামস্য ইতি ভাবঃ)॥ ২৫॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভরতের কাতরবাক্যে সিংহাসন গ্রহণান্তর ত্রিভুবনাধিপতি রামচন্দ্র ভ্রাতৃবর্গকে দিগ্বিজয়ার্থ আদেশ করিলেন। এবং স্বয়ং পুরজন ও প্রজাবর্গের প্রতি স্বীয় দর্শনদানরূপ

কৃপাবলোকন করিতে করিতে সহচরগণের সহিত অযোধ্যানগরী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভ্রাতৄন্ দিগ্বিজয়ে আদিশদিতি ভ্রাতৄণাং তদ্দর্শনরূপং স্বসুখমপি পরিহায় তদাজ্ঞাপালনরূপা তস্মিন্ননুবৃত্তিরুক্তা। রামস্যাপি তেষু স্নেহাত্তত্তদ্দেশাধিকারদানরূপা বৃত্তিরুক্তা। স্বানাং স্বপ্রজা পৌরাংশ্চেতি প্রজাসু পৌরেষু চ স্বদর্শনকৃপাবলোকাদিদানরূপা তস্য বৃত্তিরুক্তা। পুরীমৈক্ষতেতি স্বয়ং কথমবর্ত্ততেতস্যোত্তরম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আদিশৎ'—শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে দিগ্-বিজয়ের আদেশ দিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা ভ্রাতৃগণের তাঁহার দর্শনরূপ স্বসুখও পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালনরূপ তাঁহাতে অনুবৃত্তি বলা হইল। শ্রীরামেও তাঁহাদের প্রতি স্নেহবশতঃ সেই সেই দেশের অধিকার দানরূপ বৃত্তি উক্ত হইল। 'স্বানাং দর্শয়ন্'—নিজ প্রজাবর্গ ও পুরবাসিগণকে সাক্ষাৎকার দান করিয়া পুরী দর্শন করিতেন, ইহার দ্বারা প্রজাবর্গ ও পুরজনের প্রতি স্বীয় দর্শনদানরূপ কৃপাবলোকনাদি বৃত্তি উক্ত হইল। 'পুরীম্ ঐক্ষত'—পুরী দর্শন করিতেন, ইহা স্বয়ং কিরূপ অবস্থান করিতেন, এই প্রশ্নের উত্তর ॥ ২৫ ॥

আসিক্তমার্গাং গন্ধোদৈঃ করিণাং মদশীকরৈঃ।
স্বামিনং প্রাপ্তমালোক্য মত্তাং বা সুতরামিব ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—গন্ধোদৈঃ (গন্ধোদকৈঃ) করিণাং (গজানাং) মদশীকরৈঃ (মদবিন্দুভিশ্চ) আসিক্তমার্গাম্ (আসিক্তাঃ মার্গাঃ যস্যাং তাং) স্বামিনম্ (অযোধ্যাপতিং রামং নায়কং বা) প্রাপ্তম্ (উপস্থিতম্) আলোক্য (দৃষ্ট্বা) সুতরাম্ (আতিশয্যেন) মত্তাম্ ইব (সমৃদ্ধাং) বা (বিতর্কে, পুরীম্ ঐক্ষত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্রের রাজত্বকালে অযোধ্যাপুরীর মার্গসমূহ সুগন্ধি উদকের ও হস্তিগণের মদবল দ্বারা সিক্ত হইত। অযোধ্যাপুরীও নিজ স্বামীকে উপস্থিত দেখিয়া সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অতস্তস্যেক্ষণীয়াং পুরীং বর্ণয়তি আসিক্তেত্যাদি সুতরাং মত্তামিব সমৃদ্ধাং বেতি বিতর্কে। বাসিতগামিবেতি পাঠে বাসিতাং কামোন্মত্তাং গামিবেত্যর্থঃ। সমাসান্তাভাব আর্ষঃ ॥ ২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর তাঁহার ঈক্ষণীয় পুরীর বর্ণনা করিতেছেন—'আসিক্তমার্গাং' ইত্যাদি, পথসমূহ গন্ধজল ও হস্তিগণের মদজলদ্বারা সিক্ত হইত। 'সুতরাং'—অতিশয়রূপে মত্তার ন্যায় সমৃদ্ধা নগরী, অর্থাৎ সেই পুরী নিজ স্বামীকে সমাগত দেখিয়া যেন অতিশয় হর্ষোন্মত্ততা প্রকাশ করিত। 'বা'—ইহা বিতর্কে। 'বাসিতগাম্ ইব'—এরূপ পাঠান্তরে কামোন্মত্তা গাভীর ন্যায়, এই অর্থ। এখানে সমাসান্তের অভাব আর্ষপ্রয়োগ ॥ ২৬ ॥

প্রাসাদগোপুরসভা-চৈত্যদেবগৃহাদিষু।
বিন্যস্তহেমকলসৈঃ পতাকাভিশ্চ মণ্ডিতাম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাসাদ-গোপুর-সভা-চৈত্য-দেবগৃহাদিষু (প্রাসাদেষু অট্টালিকাসু গোপুরেষু পুরদ্বারেষু সভাসু চৈত্যানি পাষাণাদিবদ্ধ-বৃক্ষমূলস্থলানি তেষু-দেব-গৃহাদিষু চ) বিন্যস্তহেমকলসৈঃ (স্থাপিতস্বর্ণকুম্ভৈঃ) পতাকাভিঃ চ মণ্ডিতাং (শোভিতাং পুরীম্ ঐক্ষত ইতি শেষঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—প্রাসাদ, পুরদ্বার, পাষাণাদি দ্বারা বদ্ধ পূজার স্থান, দেবগৃহ প্রভৃতিতে সুবর্ণকলসসমূহ বিন্যস্ত থাকিত এবং সর্ব্বত্র পতাকাসমূহ শোভা পাইত ॥ ২৭ ॥

পূগৈঃ সবৃন্তৈ রম্ভাভিঃ পট্টিকাভিঃ সুবাসসাম্।
আদর্শৈরংশুকৈঃ স্রগ্‌ভিঃ কৃতকৌতুকতোরণাম্ ॥২৮

অন্বয়ঃ—সবৃন্তৈঃ (ফলস্তবকসহিতৈঃ) পূগৈঃ (ক্রমুকৈঃ) রম্ভাভিঃ (কদলীস্তম্ভৈঃ) সুবাসসাং (নানাচিত্রবিচিত্রাণাং বস্ত্রাণাং) পট্টিকাভিঃ (পতাকাভিঃ) আদর্শৈঃ (দর্শনৈঃ) অংশুকৈঃ (বস্ত্রৈশ্চ) স্রগ্‌ভিঃ (মাল্যৈশ্চ) কৃতকৌতুক-তোরণাং (কৃতানি কৌতুক-তোরণানি মঙ্গলার্থানি তোরণানি যস্যাং তাং পুরীম্ ঐক্ষত ইতি শেষঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তথায় ফলস্তবক-সহিত পূগবৃক্ষ

(সুপারিবৃক্ষ), কদলীস্তম্ভ, নানাবিধ চিত্রবিচিত্রবস্ত্রের পতাকা, এবং আদর্শ বস্ত্র-মাল্য দ্বারা মঙ্গল তোরণ (বহির্দ্বার) রচিত হইত ॥ ২৮ ॥

তমুপেয়ুস্তত্র তত্র পৌরা অর্হণপাণয়ঃ ।
আশিষো যুযুজুর্দেবপাহীমাং প্রাক্ ত্বয়োদ্ধৃতাম্ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—পৌরাঃ তত্র তত্র (রামঃ যত্র যত্র গচ্ছতি তস্মিন্নেব স্থানে) অর্হণপাণয়ঃ (অর্ঘ্যপাণয়ঃ সন্তঃ) তং (রামম্) উপেয়ুঃ (সমীপমুপতস্থুঃ, হে) দেব ! প্রাক্ (বরাহাবতারে) ত্বয়া উদ্ধৃতাং (পাতালাদুদ্ধৃতাম্) ইমাং (মহীং) পাহি, (রক্ষ ইতি প্রার্থয়মানাঃ) আশিষ যুযুজুঃ (প্রযুক্তবন্তঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্র যে যে স্থানে গমন করিতেন, পুরবাসিগণ পূজোপকরণ-হস্তে সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইতেন এবং হে দেব ! বরাহ অবতারে আপনি এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন, সম্প্রতি ইহাকে পালন করুন—এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—পৌরাণাং তস্মিন্ননুবৃত্তিমাহ তমিতি ইমাং পৃথ্বীং প্রাক্ বরাহরূপেণ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরবাসিগণের তাঁহার প্রতি ব্যবহার বর্ণনা করিতেছেন—'তম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ তিনি যেখানে যেখানে গমন করিতেন, পুরবাসিগণ উপহারহস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। 'ত্বয়া উদ্ধৃতাং'—পূর্ব্বে বরাহরূপে উদ্ধৃতা এই পৃথিবীকে সম্প্রতি পালন করুন ॥ ২৯ ॥

ততঃ প্রজা বীক্ষ্য পতিং চিরাগতং
দিদৃক্ষয়োৎসৃষ্টগৃহাঃ স্ত্রিয়ো নরাঃ ।
আরুহ্য হর্ম্যাণ্যরবিন্দলোচন-
মতৃপ্তনেত্রাঃ কুসুমৈরবাকিরন্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ স্ত্রিয়ঃ, নরাঃ (পুরুষাশ্চ) প্রজাঃ চিরাগতং (দীর্ঘ-কালানন্তরম্ আগতং) পতিং দিদৃক্ষয়া (দ্রষ্টুমিচ্ছয়া) উৎসৃষ্টগৃহাঃ (ত্যক্তগৃহাঃ) হর্ম্যাণি আরুহ্য অরবিন্দলোচনম্ (অরবিন্দবৎ লোচনে নয়নে যস্য তং পদ্মনেত্রং পতিং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অতৃপ্তনেত্রাঃ (দর্শনেন তৃপ্তিমপ্রাপ্তাঃ) কুসুমৈঃ (পুষ্পৈঃ) অবাকিরন্ (অবাক্ষিপন্) ॥ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর প্রজাবৃন্দ স্ত্রীপুরুষসকলেই দীর্ঘকাল পরে আগত স্বামী রামচন্দ্রের দর্শনবাসনায় হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক অবিতৃপ্তলোচনে পদ্মলোচন রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে করিতে তদুপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজানাং তস্মিন্ বৃত্তিমাহ—তত ইতি। চিরাগতমিতি বনবাসাদাগমনসময়ভবদর্শনমিদং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রজাবর্গের তাঁহার প্রতি অনুরাগ বর্ণন করিতেছেন—'ততঃ' ইত্যাদি। 'চিরাগতং'—ইহা বনবাস হইতে আগমনকালের দর্শন বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ নারী পুরুষ সকল প্রজাগণ দীর্ঘকাল পরে নিজপতি রামচন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার দর্শনাভিলাষে প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন।)॥ ৩০ ॥

অথ প্রবিষ্টঃ স্বগৃহং জুষ্টং স্বৈঃ পূর্ব্বরাজভিঃ ।
অনন্তাখিলকোষাঢ্যমনর্ঘোরুপরিচ্ছদম্ ॥ ৩১ ॥
বিদ্রুমোড়ুম্বরদ্বারৈর্বৈদূর্য্যস্তম্ভপঙ্ক্তিভিঃ ।
স্থলৈর্মারকতৈঃ স্বচ্ছৈর্ভ্রাজৎস্ফটিকভিত্তিভিঃ ॥৩২॥
চিত্রস্রগ্ভিঃ পট্টিকাভির্বাসোমণিগণাংশুকৈঃ ।
মুক্তাফলৈশ্চিদুল্লাসৈঃ কান্তকামোপপত্তিভিঃ ॥ ৩৩ ॥
ধূপদীপৈঃ সুরভিভির্মণ্ডিতং পুষ্পমণ্ডনৈঃ ।
স্ত্রীপুংভিঃ সুরসঙ্কাশৈর্জুষ্টং ভূষণভূষণৈঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (পুরীদর্শনানন্তরং রামঃ) স্বৈঃ (আত্মীয়ৈঃ) পূর্ব্বরাজভিঃ জুষ্টং (সেবিতম্) অনন্তাখিলকোষাঢ্যম্ (অনন্তা নিরবধিকা যে অখিলরত্নাদীনাং কোষাঃ তৈঃ আঢ্যং সমৃদ্ধম্) অনর্ঘ্যোরুপরিচ্ছদং (অনর্ঘ্যাঃ মূল্যৈঃ নির্দ্দেষ্টুমশক্যাঃ উরবঃ মহান্তঃ পরিচ্ছদাঃ যস্মিন্ তৎ) বিদ্রুমোড়ুম্বরদ্বারৈঃ (বিদ্রুমময়া উড়ুম্বরা দেহল্যঃ যেষু তৈঃ দ্বারৈঃ), বৈদূর্য্যস্তম্ভপঙ্ক্তিভিঃ (বৈদূর্য্যমণিময়স্তম্ভানাং পংক্তিভিঃ শ্রেণীভিঃ), স্বচ্ছৈঃ মারকতৈঃ (মরকতমণিনির্ম্মিতৈঃ) স্থলৈঃ, ভ্রাজৎস্ফটিকভিত্তিভিঃ (ভ্রাজন্তীভিঃ প্রদীপ্তাভিঃ স্ফটিকভিত্তিভিঃ) চিত্রস্রগ্ভিঃ (বিচিত্র-

মাল্যৈঃ), পট্টিকাভিঃ (পতাকাভিঃ) বাসোমণিগণাংশুকৈঃ (বাসসাং বস্ত্রাণাং মণিগণানাঞ্চ অংশুকৈঃ দীপ্তিভিঃ) চিদুল্লাসৈঃ (চিচ্ছক্তেরুল্লাসৈঃ চিন্ময়ৈঃ মুক্তাফলৈঃ, কান্তকামোপপত্তিভিঃ (কান্তাঃ কমনীয়াঃ কামোপপত্তয়ঃ ভোগসাধনানি তৈঃ) সুরভিভিঃ (সুগন্ধৈঃ) ধূপদীপৈঃ মণ্ডিতং (ভূষিতং), পুষ্পমণ্ডনৈঃ (পুষ্পভূষণৈঃ) ভূষণভূষণৈঃ (ভূষণানাম্ অলঙ্কারাণাং শোভাসম্পাদকৈঃ) সুরশঙ্কাশৈঃ (দেবতুল্যৈঃ) স্ত্রীপুংভিঃ (স্ত্রীপুরুষৈঃ) জুষ্টং (সেবিতং) স্বগৃহং প্রবিষ্টঃ (বভূব) ॥ ৩১-৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রামচন্দ্র অযোধ্যাপুরীদর্শনানন্তর আত্মীয় পূর্ব্বরাজগণের দ্বারা পরিসেবিত, নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ গৃহ অখিল অনন্ত রত্নকোষে সমৃদ্ধিশালী এবং বহু অমূল্য পরিচ্ছদদ্বারা সুসজ্জিত। তথাকার দেহলী (গৃহদ্বারের বহির্ভাগে উভয় দিক্‌স্থিত উচ্চভূমি বা রক) সকল নবপল্লববিশিষ্ট উড়ুম্বরবৃক্ষে শোভমান, স্তম্ভশ্রেণী বৈদূর্য্যময়, গৃহতল অতি স্বচ্ছ মরকতমণিনির্ম্মিত এবং ভিত্তিসকল স্ফটিকপ্রভায় উদ্দীপ্ত, গৃহ বিচিত্র মাল্য, পতাকা, বস্ত্র ও রত্নসমূহের ছটায় দীপ্যমান, চিন্ময় উজ্জ্বল, মুক্তাফল-মণ্ডিত কমনীয় ভোগসাধন-দ্রব্যে সজ্জিত, সুগন্ধি ধূপ, দীপদ্বারা সুবাসিত ও পুষ্পমণ্ডলে সুশোভিত এবং অলঙ্কারেরও অলঙ্কারস্বরূপ দেবতুল্য বহু স্ত্রীপুরুষদ্বারা নিষেবিত ॥ ৩১-৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্বয়ং কথমবর্ত্ততেত্যস্যোত্তরং বিস্তারেণ পুনরাহ অথেত্যাদিনা। বিদ্রুমময়া উড়ুম্বরা দেহল্যো যেষু তৈর্দ্বারৈঃ। তৃতীয়ান্তানাং মণ্ডিতমিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। বাসসাং মণিগণানাং চাংশুকৈঃ। চিতশ্চিচ্ছক্তেরুল্লাসৈশ্চিন্ময়ৈরিতি সর্ব্বেষাং বিশেষণমিদং পূর্য্যা অপ্রাকৃতত্বাৎ, কান্তা কমনীয়া ভোগানাম্ উপপত্তিঃ সিদ্ধির্যতস্তৈরিত্যপি সর্ব্বেষাং বিশেষণম্ ॥ ৩১-৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বয়ং কিরূপে অবস্থান করিতেন, তাহার উত্তর অতি বিস্তৃতভাবে পুনরায় বলিতেছেন—'অথ প্রবিষ্টঃ স্বগৃহং'—অনন্তর নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহের বর্ণনা করিতেছেন—'বিদ্রুমোড়ম্বরদ্বারৈঃ', বিদ্রুমময় উড়ুম্বর বলিতে দেহলীসকল যাহাতে, তাদৃশ দ্বারের দ্বারা মণ্ডিত গৃহ, অর্থাৎ উক্ত গৃহের দ্বারস্থিত দেহলী-(চৌকাঠ) সমূহ বিদ্রুম মণিময় ছিল। এখানে তৃতীয়ান্ত পদসমূহের সহিত পরবর্ত্তী তৃতীয় শ্লোকের 'মণ্ডিত'—পদের অন্বয় হইবে। 'বাসো-মণিগণাংশুকৈঃ'—বস্ত্রসকল ও মণিরাজির দীপ্তিতে সুশোভিত গৃহ। 'চিদুল্লাসৈঃ' চিচ্ছক্তির উল্লাস অর্থাৎ চিন্ময়, ইহা সকলের বিশেষণ, যেহেতু অপ্রাকৃত ঐ পুরী। 'কান্ত-কামোপপত্তিভিঃ'—কমনীয় ভোগসমূহের উপপত্তি বলিতে সিদ্ধি যাহা হইতে তাহাদের দ্বারা সজ্জিত গৃহ। ইহাও সকলের বিশেষণ বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৩১-৩৪ ॥

তস্মিন্ স ভগবান্ রামঃ প্রিয়য়া স্নিগ্ধয়েষ্টয়া।
রেমে স্বারামধীরাণামৃষভঃ সীতয়া কিল ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্বারামধীরাণাং (যস্মিন্ আত্মনি আরমন্তে যে স্বারামাঃ আত্মজ্ঞানিনঃ তে এব ধীরাঃ পণ্ডিতাঃ তেষাং) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ) সঃ ভগবান্ রামঃ স্নিগ্ধয়া ইষ্টয়া প্রিয়য়া সীতয়া তস্মিন্ (গৃহে) রেমে কিল (অক্রীড়ৎ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তথায় আত্মারাম পণ্ডিতদিগের অগ্রগণ্য ভগবান্ রামচন্দ্র স্নিগ্ধা স্বীয় ভোগ্যা প্রিয়া সীতাদেবীর সহিত আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্ স্বগৃহে ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মিন্'— সেই নিজগৃহে প্রিয়তমা সীতাদেবীর সহিত বিহার করিতেন ॥৩৫॥

বুভুজে চ যথাকালং কামান্ ধর্ম্মমপীড়য়ন্।
বর্ষপূগান্ বহূন্ নৃণামভিধ্যাতাঙ্ঘ্রিপল্লবঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে শ্রীরামচরিত্রমেকাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—নৃণাং (নৃভিরিত্যর্থঃ) অভিধ্যাতাঙ্ঘ্রিপল্লবঃ (অভিধ্যাতং চিন্তিতম্ অঙ্ঘ্রিপল্লবং পদপল্লবং যস্য সঃ রাম) ধর্ম্মম্ অপীড়য়ন্ (ধর্ম্মগ্লানিমনুৎপাদয়ন্) বহূন্ বর্ষপূগান্ (বহুবৎসরান্ ব্যাপ্যেত্যর্থঃ)

যথাকালং (সময়মনতিক্রম্য) কামান্ (বিষয়ান্) বুভুজে চ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—পুরুষসকল যাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই রামচন্দ্র ধর্ম্মগ্লানি উৎপন্ন না করিয়াই বহু বর্ষ যাবৎ যথাকালে ভোগ্যবিষয়-সমূহ ভোগ করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—নৃ ণাং নৃভিঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
নবমৈকাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৃ ণাম্'—মানবগণের দ্বারা (চিন্তিত-পাদপদ্ম শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মের অবিরোধে বিষয়-সমূহ ভোগ করিয়াছিলেন ।) ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯-১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের
অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একাদশাধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।**

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

**কুশস্য চাতিথিস্তস্মান্নিষধস্তৎসুতো নভঃ
পুণ্ডরীকোঽথ তৎপুত্রঃ ক্ষেমধন্বাভবৎ ততঃ ॥ ১ ॥**

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রামপুত্র কুশ ও ইক্ষ্বাকুপুত্র শশাদের বংশ-বিবরণ কথিত হইয়াছে ।

শ্রীরামতনয় কুশ হইতে বংশপারম্পর্য্যে যথাক্রমে অতিথি, নিষধ, নভ, পুণ্ডরীক, ক্ষেমধন্বা, দেবানীক, অনীহ, পারিযাত্র, বনস্থল, বজ্রনাভ, সগণ, বিধৃতি, হিরণ্যনাভ যিনি জৈমিনিশিষ্য হইয়া পরে যোগাচার্য্য ও যাজ্ঞবল্ক্যের অধ্যাত্মযোগ-শিক্ষাদাতা, পুষ্প, ধ্রুব-সন্ধি, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্র, মরু—যিনি যোগসিদ্ধ হইয়া অদ্যাপি কলাপগ্রামে অবস্থান করিতেছেন এবং যিনি কলিযুগান্তে বিনষ্টসূর্য্যবংশের ভাবী প্রবর্ত্তক, প্রসুশ্রুত, সন্ধি, অমর্ষণ, মহাস্বান্, বিশ্ববাহু, প্রসেন-জিৎ, তক্ষক, বৃহদ্বল—যিনি অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত হন, জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই অতীত হইয়াছেন। ইঁহাদের পরে বৃহদ্বল হইতে যথাক্রমে বৃহদ্রণ, উরুক্রিয়, বৎসবৃদ্ধ, প্রতিব্যোম, ভানু, সেনা-পতি, দিবাক, সহদেব, বীর, বৃহদশ্ব, ভানুমান্, প্রতী-কাশ্ব, সুপ্রতীক, মরুদেব, সুনক্ষত্র, পুষ্কর, অন্তরীক্ষ, সুতপা, অমিত্রজিৎ, বৃহদ্রাজ, বর্হি, কৃতঞ্জয়, ধনঞ্জয়, সঞ্জয়, শাক্য, শুদ্ধোদ, লাঙ্গল, প্রসেনজিৎ, ক্ষুদ্রক, রণক, সুরথ তনয় ও সুমিত্র রাজা হন। সুমিত্রই ইক্ষ্বাকুবংশে শেষ রাজা, ইঁহার পর কলিযুগে ঐ বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—কুশস্য (শ্রীরামচন্দ্র-পুত্রস্য) চ অতিথিঃ (তন্নামকসুতোঽভবৎ) তস্মাৎ (অতিথে) নিষধঃ (অভূৎ), তৎসুতঃ (তস্য নিষধস্য সুতঃ) নভঃ (অভূৎ), অথ (অনন্তরং) তৎপুত্রঃ (তস্য নভস্য পুত্রঃ) পুণ্ডরীকঃ (অভূৎ), ততঃ (পুণ্ডরীকাৎ) ক্ষেমধন্বা অভবৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, —রামচন্দ্রের পুত্র কুশের অতিথিনামে এক পুত্র ছিলেন, তাঁহা হইতেই নিষধ জন্মগ্রহণ করেন, নিষধের পুত্র নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক। এই পুণ্ডরীক হইতে ক্ষেমধন্বার উৎপত্তি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বাদশে কুশবংশস্য সুমিত্রান্তস্য কীর্ত্তনম্ ।
সমাপ্তশ্চেক্ষ্বাকুসুনোবিকুক্ষেরয়মন্বয়ঃ ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাদশ অধ্যায়ে সুমিত্র পর্য্যন্ত কুশবংশের বর্ণনের দ্বারা ইক্ষ্বাকুতনয় বিকুক্ষির বংশ সমাপ্ত হইয়াছে ॥ ০ ॥

দেবানীকস্ততোঽনীহঃ পারিযাত্রোঽথ তৎসুতঃ।
ততো বলস্থলস্তস্মাদ্বজ্রনাভোঽর্কসম্ভবঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (ক্ষেমধন্বা) দেবানীকঃ (সুতোঽভবৎ, ততঃ) অনীহঃ (পুত্রঃ অভূৎ), অথ (অনন্তরং) তৎসুতঃ (তস্য অনীহস্য সুতঃ) পারিযাত্রঃ (অভূৎ), ততঃ (পারিযাত্রাৎ) বলস্থলঃ (অভূৎ), তস্মাৎ (বলস্থলাৎ) অর্কসম্ভবঃ (অর্কস্য সূর্য্যস্য অংশাৎ সম্ভবঃ উৎপত্তির্য্যস্য সঃ বজ্রনাভঃ (অভবৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীক হইতে অনীহ উৎপন্ন হন, অনীহের পুত্র পারিযাত্র, পারিযাত্র হইতে বলস্থল। বলস্থল তনয় বজ্রনাভ। এই বজ্রনাভ সূর্য্যাংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—অর্কসম্ভবঃ অর্কস্যাংশাৎ সম্ভূতঃ ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্কসম্ভবঃ'—বলস্থলের পুত্র বজ্রনাভ সূর্য্যের অংশে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২ ॥

সগণস্তৎসুতস্তস্মাদ্বিধৃতিশ্চাভবৎ সুতঃ।
ততো হিরণ্যনাভোঽভূদ্ যোগাচার্য্যস্তু জৈমিনেঃ।
শিষ্য কৌশল্য আধ্যাত্মং যাজ্ঞবল্ক্যোঽধ্যগাদ্ যতঃ ॥৩
যোগং মহোদয়মৃষির্হৃদয়গ্রন্থিভেদকম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তৎসুতঃ (তস্য বজ্রনাভস্য সুতঃ) সগণঃ (অভবৎ), তস্মাৎ (সগণাৎ) চ বিধৃতিঃ সুতঃ (পুত্রঃ) অভবৎ, ততঃ (বিধৃতেঃ) হিরণ্যনাভঃ অভূৎ, (যঃ খলু) জৈমিনেঃ শিষ্যঃ (সন্) যোগাচার্য্যঃ তু (অভবৎ), যতঃ (হিরণ্যনাভসকাশাৎ) কৌশল্যঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, ঋষিঃ মহোদয়ং (মহান্তঃ উদয়াঃ সিদ্ধয়ো যস্মিন্ তং) হৃদয়গ্রন্থিভেদকং (হৃদয়গ্রন্থেঃ কর্ম্মবাসনায়াং ভেদকম্) আধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্মসম্বন্ধীয়ং) যোগম্ অধ্যগাৎ (অধীতবান্) ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—বজ্রনাভের পুত্র সগণ হইতে বিধৃতি নামক পুত্রের জন্ম হয়। বিধৃতি পুত্র হিরণ্যনাভ, ইনি জৈমিনির শিষ্য হইয়া যোগাচার্য্য হইয়াছিলেন, ইঁহার নিকট যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষি ভোগবাসনারূপ হৃদয়-গ্রন্থি-ছেদক মহতীসিদ্ধিরূপ অধ্যাত্মযোগ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৩-৪ ॥

বিশ্বনাথ—হিরণ্যনাভস্তু জৈমিনেঃ শিষ্যঃ সন্ যোগাচার্য্যোঽভূদিত্যন্বয়ঃ। যতো হিরণ্যনাভাৎ কৌশল্যো যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিঃ আধ্যাত্মং যোগম্ অধ্যগাৎ ॥ ৩-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হিরণ্যনাভঃ'—বিধৃতির পুত্র হিরণ্যনাভ জৈমিনির শিষ্য হইয়া যোগাচার্য্য হইয়াছিলেন—এই অন্বয়। 'যতঃ'—যে হিরণ্যনাভের নিকট হইতে কৌশল্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অধ্যাত্মযোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৩-৪ ॥

পুষ্পো হিরণ্যনাভস্য ধ্রুবসন্ধিস্ততোঽভবৎ।
সুদর্শনোঽথাগ্নিবর্ণঃ শীঘ্রস্তস্য মরুঃ সুতঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—হিরণ্যনাভস্য পুষ্পঃ (তন্নামকঃ সুতঃ অভবৎ), ততঃ (পুষ্পাৎ ধ্রুবসন্ধিঃ অভবৎ, অথ (অনন্তরং ধ্রুবসন্ধিতঃ) সুদর্শনঃ (অভবৎ), তস্য (সুদর্শনস্য) অগ্নিবর্ণঃ (সুতঃ তথাপি) শীঘ্রঃ (সুতঃ) তস্য সুতঃ (পুত্রঃ) মরু (বভূব) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, পুষ্প হইতে ধ্রুবসন্ধি উৎপন্ন হন। অনন্তর ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র এবং শীঘ্রের পুত্র মরু ॥ ৫ ॥

সোঽসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রামমাস্থিতঃ।
কলেরন্তে সূর্য্যবংশং নষ্টং ভাবয়িতা পুনঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অসৌ (মরুঃ) যোগসিদ্ধঃ (যোগেন সিদ্ধঃ জিতকায়ঃ সন্) কলাপগ্রামং (তন্নামধেয়ং গ্রামম্) আস্থিতঃ (আশ্রিতঃ অধুনাপি) আস্তে (বর্ত্ততে), কলেঃ (কলিযুগস্য) অন্তে (অবসানে) নষ্টং (বিনাশং প্রাপ্তং) সূর্য্যবংশং পুনঃ ভাবয়িতা (ভাবয়িষ্যতি পুত্রপৌত্রাদিপরম্পরয়া প্রবর্ত্তয়িষ্যতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই মরু যোগমার্গে সিদ্ধিলাভ করিয়া কলাপগ্রামে অদ্যাপি অবস্থান করিতেছেন। ইনি যুগান্তে বিনষ্ট সূর্য্যবংশ পুত্রোৎপাদন-দ্বারা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিবেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—যো মরুঃ প্রসুশ্রুতং পুত্রমুৎপাদ্য কলাপগ্রামমাশ্রিতোঽদ্যাপ্যাস্তে। ভাবয়িতা পুনঃ পুত্রমুৎপাদ্য প্রবর্ত্তয়িষ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স অসৌ'—শীঘ্রের পুত্র মরু, যে মরু যোগে সিদ্ধিলাভ করতঃ প্রসুশ্রুত নামক পুত্র উৎপাদন করিয়া অদ্যাপি কলাপগ্রামে বাস করিতেছেন। 'ভাবয়িতা'—ইনি কলিযুগের অন্তে বিনষ্ট সূর্য্যবংশকে পুত্রোৎপাদন দ্বারা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিবেন, এই অর্থ ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ প্রসুশ্রুতস্তস্য সন্ধিস্তস্যাপ্যমর্ষণঃ।
মহস্বাংস্তৎসুতস্তস্মাদ্ বিশ্ববাহুরজায়ত ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (মরুতঃ) প্রসুশ্রুতঃ (সুতঃ অভবৎ), তস্য (প্রসুশ্রুতস্য) সন্ধিঃ (পুত্রঃ অভবৎ), তস্য অপি (সন্ধেরপি) অমর্ষণঃ (অভবৎ) তৎসুতঃ (তস্য অমর্ষণস্য সুতঃ) মহস্বান্, তস্মাৎ (মহস্বতঃ) বিশ্ববাহুঃ অজায়তঃ (জজ্ঞে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—মরু হইতে প্রসুশ্রুত উৎপন্ন হন। প্রসুশ্রুতের পুত্র সন্ধি, সন্ধির পুত্র অমর্ষণ তৎপুত্র মহাস্বান্। এই মহাস্বান্ হইতে বিশ্ববাহু জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মান্মরোঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মাৎ'—সেই মরু হইতে প্রসুশ্রুত উৎপন্ন হন ॥ ৭ ॥

ততঃ প্রসেনজিৎ তস্মাৎ তক্ষকো ভবিতা পুনঃ।
ততো বৃহদ্বলো যস্তু পিত্রা তে সমরে হতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (বিশ্ববাহোঃ) প্রসেনজিৎ (বভূব)। তস্মাৎ (প্রসেনজিতঃ), পুনঃ তক্ষকঃ ভবিতা (জাতঃ), ততঃ (তক্ষকাৎ) বৃহদ্বলঃ (অভূৎ), যঃ তু (বৃহদ্বলঃ) সমরে (যুদ্ধে) তে (তব) পিত্রা জনকেন অভিমন্যুনা হতঃ (নিহতঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর বিশ্ববাহুর ঔরসে প্রসেনজিতের জন্ম হয়। প্রসেনজিৎ হইতে তক্ষক উৎপন্ন হন। তক্ষক হইতে বৃহদ্বলের উৎপত্তি। এই বৃহদ্বল যুদ্ধে আপনার (পরীক্ষিতের) পিতা অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত হন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—পিত্রা অভিমন্যুনা ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পিত্রা'—আপনার পিতা অভিমন্যু কর্ত্তৃক তক্ষকের পুত্র বৃহদ্বল যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

এতে হীক্ষ্বাকুভূপালা অতীতাঃ শৃণ্বানাগতান্।
বৃহদ্বলস্য ভবিতা পুত্রো নাম্না বৃহদ্রণঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—এতে হি (পূর্ব্বোক্তাঃ) ইক্ষ্বাকুভূপালাঃ (ইক্ষ্বাকুবংশীয়া রাজানঃ) অতীতাঃ (অতিক্রান্তাঃ)। অথ (অনন্তরং) অনাগতান্ (পশ্চাৎ যে ভবিষ্যন্তি তান্ কথয়ামি), শৃণু (আকর্ণয়, তথাহি) বৃহদ্বলস্য বৃহদ্রণঃ (ইতি) নাম্না (খ্যাতঃ) পুত্রঃ ভবিতা (ভবিষ্যতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যে সকল ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণের কথা কীর্ত্তিত হইল, তাঁহারা সকলেই অতীত হইয়াছেন। এখন ভবিষ্যতে যাহারা হইবেন, তাহাদের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। বৃহদ্বলের বৃহদ্রণ নামে একপুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৯ ॥

উরুক্রিয়ঃ সুতস্তস্য বৎসবৃদ্ধো ভবিষ্যতি।
প্রতিব্যোমস্ততো ভানুর্দিবাকো বাহিনীপতিঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—তস্য (বৃহদ্রণস্য) সুতঃ (পুত্রঃ) উরুক্রিয়ঃ (ভবিষ্যতি), তস্য (উরুক্রিয়স্য) বৎসবৃদ্ধঃ (সুতঃ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ), ততঃ (বৎসবৃদ্ধাৎ) প্রতিব্যোমঃ, (ততশ্চ প্রতিব্যোমাৎ) ভানুঃ (তস্মাৎ ভানোঃ) বাহিনীপতিঃ (বাহিন্যাঃ সেনায়াঃ পতিঃ) দিবাকঃ (ভবিষ্যতি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—বৃহদ্রণের পুত্র উরুক্রিয় এবং উরুক্রিয়ের পুত্র বৎসবৃদ্ধ হইবেন। বৎসবৃদ্ধ হইতে প্রতিব্যোম, প্রতিব্যোম হইতে ভানু এবং তাঁহা হইতে সেনাপতি দিবাক জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ১০ ॥

সহদেবস্ততো বীরো বৃহদশ্বোঽথ ভানুমান্।
প্রতীকাশ্বো ভানুমতঃ সুপ্রতীকোঽথ তৎসুতঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (দিবাকাৎ) সহদেবঃ, (ততঃ সহদেবাৎ) বীরঃ বৃহদশ্বঃ, অথ (অনন্তরং বৃহদশ্বাৎ) ভানুমান্ (ভানুমতঃ) প্রতীকাশ্বঃ অথ (অনন্তরং) তৎসুতঃ (তস্য প্রতীকাশ্বস্য সুতঃ) সুপ্রতীকঃ (ভবিষ্যতীতি শেষঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ - তদনন্তর দিবাক হইতে সহদেব, সহদেব হইতে বীর বৃহদশ্ব, তাঁহা হইতে ভানুমান্, ভানুমান্ হইতে প্রতীকাশ্ব, প্রতীকাশ্বের পুত্র সুপ্রতীক উৎপন্ন হইবেন ॥ ১১ ॥

ভবিতা মরুদেবোঽথ সুনক্ষত্রোঽথ পুষ্করঃ।
তস্যান্তরীক্ষস্তৎপুত্রঃ সুতপাস্তদমিত্রজিৎ ॥ ১২॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং সুপ্রতীকাৎ) মরুদেবঃ (সুতঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি), অথ (অনন্তরং মরুদেবাৎ) সুনক্ষত্রঃ (ততঃ সুনক্ষত্রাৎ), পুষ্করঃ (সুতঃ), তস্য (পুষ্করস্য সুতঃ) অন্তরীক্ষঃ, তৎপুত্রঃ (তস্য অন্তরীক্ষস্য পুত্রঃ) সুতপাঃ, তৎ (তস্মাৎ সুতলসঃ) অমিত্রজিৎ (ভবিষ্যতীতি শেষঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ইহার পর সুপ্রতীক হইতে মরুদেব, মরুদেব হইতে সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্র হইতে পুষ্কর উৎপন্ন হইবেন। পরে পুষ্করের পুত্র অন্তরীক্ষ, তৎপুত্র সুতপা ও তৎপুত্র অমিত্রজিৎ জন্মগ্রহণ করিবেন ॥১২॥

বৃহদ্রাজস্তু তস্যাপি বর্হিস্তস্মাৎ কৃতঞ্জয়ঃ।
রণঞ্জয়স্তস্য সুতঃ সঞ্জয়ো ভবিতা ততঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—তস্য অপি তু (অমিত্রজিতোঽপি) বৃহদ্রাজঃ (সুতঃ ভবিতা), তস্মাৎ (বৃহদ্রাজাৎ) বর্হিঃ (সুতঃ) তস্মাৎ (বর্হিষঃ) কৃতঞ্জয়ঃ (সুতঃ), তস্য (কৃতঞ্জয়স্য), সুতঃ রণঞ্জয়ঃ, ততঃ (রণঞ্জয়াৎ) সঞ্জয়ঃ (সুতঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অমিত্রজিৎ হইতে বৃহদ্রাজ, বৃহদ্রাজ হইতে বর্হি, তাহা হইতে কৃতঞ্জয় উৎপন্ন হইবেন। কৃতঞ্জয়সুত রণঞ্জয় হইতে সঞ্জয় জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ১৩ ॥

তস্মাচ্ছাক্যোঽথ শুদ্ধোদা লাঙ্গলস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ।
ততঃ প্রসেনজিৎ তস্মাৎ ক্ষুদ্রকো ভবিতা ততঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ --তস্মাৎ (সঞ্জয়াৎ) শাক্যঃ (সুতঃ), অথ (তস্মাৎ শাক্যাৎ) শুদ্ধোদঃ (সুতঃ ভবিষ্যতি)। তৎসুতঃ (তস্য শুদ্ধোদস্য সুতঃ) লাঙ্গলঃ স্মৃতঃ (কথিতো ভবিষ্যতি), ততঃ (লাঙ্গলাৎ) প্রসেনজিৎ (সুতঃ) তস্মাৎ (প্রসেনজিতঃ) ক্ষুদ্রকঃ (পুত্রঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সঞ্জয় হইতে শাক্য, তাহা হইতে শুদ্ধোদ জন্মগ্রহণ করিবেন। শুদ্ধোদর পুত্র লাঙ্গলনামে বিখ্যাত হইবেন। এই লাঙ্গল হইতে প্রসেনজিৎ এবং প্রসেনজিৎ হইতে ক্ষুদ্রক জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ১৪ ॥

রণকো ভবিতা তস্মাৎ সুরথস্তনয়স্ততঃ।
সুমিত্রো নাম নিষ্ঠান্ত এতে বার্হদ্বলান্বয়াঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (ক্ষুদ্রকাৎ) রণকঃ ভবিতা (ভবিষ্যতি), তস্মাৎ (রণকাৎ) সুরথতনয়ঃ (পুত্রঃ ভবিষ্যতি), ততঃ (সুরথাৎ) নিষ্ঠান্তঃ (নিষ্ঠাবংশস্য স্থিতিঃ তস্যাঃ অন্তঃ অবধিভূতঃ) সুমিত্রঃ নাম (পুত্রঃ ভবিতা)। এতে (খলু রাজানঃ) বার্হদ্বলান্বয়াঃ (বৃহদ্বলস্য অয়ং বার্হদ্বলঃ অন্বয়ঃ বংশঃ যেষাং তে তথাঃ ভূতাঃ কথিতাঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ক্ষুদ্রক হইতে রণক, তাহা হইতে সুরথ, সুরথ হইতে সুমিত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। সুমিত্রই এই বংশের শেষরাজা। বৃহদ্বলের বংশ কথিত হইল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—নামনিষ্ঠয়োর্বাচকবাচ্যয়োরন্তো নাশো যস্মাৎ সঃ। তস্মাদন্যো ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা; নাম্নৈব ন তু কয়াচন কীর্ত্ত্যা নিতরাং তিষ্ঠন্তীতি নামনিষ্ঠা বৃহদ্বলসুতাদয়স্তেষামপি অন্তঃপ্রবাহঃ সমাপ্তির্যস্মাৎ সঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
নবমে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুমিত্রো নাম-নিষ্ঠান্তঃ'—সুমিত্র এই নাম ও নিষ্ঠা বলিতে বংশের স্থিতি তাহার অন্ত (নাশ), অর্থাৎ বাচক ও বাচ্যের অন্ত বলিতে

নাশ যাহা হইতে তিনি, তাঁহার পর আর বংশ থাকিবে না, অর্থাৎ সুরথতনয় সুমিত্র পর্য্যন্তই এই বংশ স্থায়ী হইবে, এই অর্থ। অথবা—নামেই সুমিত্র রাজা, কোন কীর্ত্তির দ্বারা তিনি জীবিত থাকিবেন না, ইহা নামনিষ্ঠা। এই সুমিত্র পর্য্যন্তই বৃহদ্বলের বংশেরও সমাপ্তি হইবে ॥ ১৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।১২ ॥

———

ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।
যতস্তং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে শ্রীরামবংশানুকীর্ত্তনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—ইক্ষ্বাকুণাং অয়ং (বর্ণিতঃ) বংশঃ সুমিত্রান্তঃ (সুমিত্র এব অন্তঃ অবধিভূতঃ যস্য তথাবিধঃ) (ভবিষ্যতি), যতঃ (যস্মাদ্ধেতোঃ অহং বংশঃ) তং রাজানং (সুমিত্রং) প্রাপ্য বৈ (এব) কলৌ (কলিযুগে) সংস্থাং (সমাপ্তিং) প্রাপ্স্যতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ইক্ষ্বাকুর এই বংশের শেষ রাজা সুমিত্র, কেননা সুমিত্র রাজা হইলে পর কলিযুগে ঐ বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দ্বাদশাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

নিমিরিক্ষ্বাকুতনয়ো বশিষ্ঠমবৃতর্ত্বিজম্।
আরভ্য সত্রং সোঽপ্যাহ শক্রেণ প্রাগ্বৃতোঽস্মি ভোঃ ॥১

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে যে বংশে ব্রহ্মজ্ঞ-জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই ইক্ষ্বাকুপুত্র নিমির বংশ বর্ণিত হইয়াছে।

নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বশিষ্ঠকে ঋত্বিক্‌কর্ম্মে বরণ করিতে অভিলাষী হইলে বশিষ্ঠ তাঁহার বাক্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না, কেননা তিনি তৎপূর্ব্বেই ইন্দ্রকর্ত্তৃক ঋত্বিক্‌পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং বশিষ্ঠ নিমিকে ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কিন্তু নিমি জীবন অনিত্য জানিয়া তাবৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া অন্য ঋত্বিকের সাহায্যে যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন, তাহাতে বশিষ্ঠ "তোমার দেহ নিপাত হউক" —এই বলিয়া নিমিকে অভিসম্পাত করেন, তজ্জন্য নিমিও ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠকে "তোমারও দেহ পতিত হউক" —এই বলিয়া প্রতিশাপ প্রদান করিলেন, ফলে উভয়েরই শরীর পতন হইল। অনন্তর বশিষ্ঠ মিত্রাবরুণের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে পুনরুৎপন্ন হন।

ঋত্বিকগণ নিমির দেহ গন্ধদ্রব্য মধ্যে সংরক্ষিত করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে দেবতাগণ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে ঋত্বিকগণ তাঁহাদের নিকট নিমির পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু নিমি জড়দেহের হেয়ত্ব ও তুচ্ছত্ব অনুভব করিয়া তল্লাভে অনিচ্ছুক হইলে দেবতাদিগের বরে অধ্যাত্মদেহে চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষরূপে লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাহার পর মহর্ষিগণ নিমির পুত্র কামনা করিয়া তাহার দেহ মন্থন করিতে লাগিলেন,

তৎফলে বিদেহ জনকের উৎপত্তি হয়। জনকের পুত্র উদাবসু হইতে নন্দিবর্দ্ধন, সুকেতু, দেবরাত, বৃহদ্রথ, মহাবীর্য্য, সুধৃতি, ধৃষ্টকেতু, হর্য্যশ্ব, মরু, প্রতীপ, কৃতরথ, দেবমীঢ়, বিশ্রুত, মহাধৃতি, মহারোমা, স্বর্ণরোমা, কৃতিরাত, হ্রস্বরোমা, শীরধ্বজ পুত্র-পারম্পর্য্যে উৎপন্ন হন। শীরধ্বজ হইতে সীতাদেবীর আবির্ভাব। তাঁহার পুত্র কুশ, কুশের পুত্র ধর্ম্মধ্বজ ও ধর্ম্মধ্বজের পুত্র কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ। কৃতধ্বজ হইতে কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজ হইতে খাণ্ডিক্য উৎপন্ন হন। আত্মতত্ত্বজ্ঞ কেশিধ্বজ হইতে ভানুমান্, শতদ্যুম্ন, শুচি, সনদ্বাজ, উর্জ্জকেতু, পুরুজিৎ, অরিষ্টনেমি, শ্রুতায়ু, সুপার্শ্ব, চিত্ররথ, ক্ষেমাধি, সমরথ, সত্যরথ, উপগুরু, বস্বনন্ত, যজুর্বান্, সুভাষণ, শ্রুত, জয়, বিজয়, ঋত, শুনক, বীতহব্য, ধৃতি, বহুলাশ্ব এবং জিতেন্দ্রিয় আত্মবিদ্যাবিশারদ কৃতি বংশ-পরম্পরায় উৎপন্ন হন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইক্ষ্বাকুতনয়ঃ নিমিঃ সত্রং (যজ্ঞং) আরভ্য বশিষ্ঠম্ ঋত্বিজং (পুরোহিতম্) অবৃত (বব্রে)। সঃ অপি (বশিষ্ঠোঽপি) ভোঃ (নিমে,) শক্রেণ (ইন্দ্রেণ) অহং প্রাক্ (ত্বদবরণাৎ পূর্ব্বমেব) বৃতঃ অস্মি (ভবামীতি) আহ (উবাচ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ইক্ষ্বাকুতনয় নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বশিষ্ঠকে ঋত্বিগ্‌রূপে বরণ করিলেন। তখন বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে নিমে, অগ্রে ইন্দ্র আমাকে ঋত্বিক্‌পদে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

নিমেরিক্ষ্বাকুপুত্রস্য বংশমুক্ত্বা ত্রয়োদশে।
সমাপিতঃ সূর্য্যবংশো বিষ্ণুবৈষ্ণবসৎকথঃ ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইক্ষ্বাকুপুত্র নিমির বংশ-বর্ণনের দ্বারা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সৎকথা-সম্বলিত সূর্য্যবংশেরও সমাপ্তি হইল ॥ ০ ॥

**তং নির্ব্বর্ত্ত্যাগমিষ্যামি তাবন্মাং প্রতিপালয়।
তূষ্ণীমাসীদ্ গৃহপতিঃ সোঽপীন্দ্রস্যাকরোন্মখম্ ॥২॥**

অন্বয়ঃ—অহং (বশিষ্ঠঃ) তং (শক্রমখং) নির্ব্বর্ত্ত্য (সমাপ্য) আগমিষ্যামি। (অতঃ) তাবৎ (শক্রযজ্ঞসমাপ্তিং যাবৎ) মাং প্রতিপালয় (প্রতীক্ষস্ব) গৃহপতিঃ (নিমিঃ) তূষ্ণীং (নিঃশব্দম্ মাস্তু মাস্তু বেতি কিঞ্চিদপ্যনুক্ত্বা ইত্যর্থঃ) আসীৎ (তস্থৌ)। সঃ (বশিষ্ঠঃ) অপি ইন্দ্রস্য মখং (যজ্ঞম্) অকরোৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—আমি ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া এখানে আগমন করিব। অতএব যাবৎ ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপ্ত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। এইকথায় গৃহপতি নিমি কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন, বশিষ্ঠও ইন্দ্রযজ্ঞ আরম্ভ করিতে গমন করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিপালয় প্রতীক্ষস্ব। গৃহপতির্নিমিঃ ॥২

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতিপালয়'—ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করিয়া যাবৎ আমি ফিরিয়া না আসিতেছি, ততকাল পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা কর। 'গৃহপতিঃ'—গৃহপতি রাজা নিমি (একথা শুনিয়া কোন কথা বলিলেন না) ॥ ২ ॥

**নিমিশ্চলমিদং বিদ্বান্ সত্রমারভতাত্মবান্।
ঋত্বিগ্‌ভিরপরৈস্তাবন্নাগমদ্ যাবতা গুরুঃ ॥ ৩ ॥**

অন্বয়ঃ—আত্মবান্ (তত্ত্বজ্ঞঃ) নিমিঃ ইদং (জীবিতং) চলম্ (অস্থিরং) বিদ্বান্ (জানন্) গুরু (বশিষ্ঠঃ) যাবতা (কালেন) ন অগমৎ, তাবৎ (তাবৎ কালমধ্যে) অপরৈঃ (অন্যৈঃ) ঋত্বিগ্‌ভিঃ (যাজ্ঞিকৈঃ) সত্রং (যজ্ঞম্) আরভত (সমারব্ধবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—আত্মতত্ত্বজ্ঞ নিমি "এই জীবন অস্থির" জানিয়া যে কাল পর্য্যন্ত গুরু বশিষ্ঠ প্রত্যাগমন না করিয়াছিলেন, সেকাল পর্য্যন্ত অন্য ঋত্বিগ্ দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ইদং জীবিতং চলমস্থিরং বিদ্বান্ যত আত্মবান্ সুবুদ্ধিঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইদং'—এই জীবন অনিত্য মনে করিয়া (রাজা নিমি অপর ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন।) 'যতঃ আত্মবান্'—যেহেতু তিনি সুবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন ॥ ৩ ॥

শিষ্যব্যতিক্রমং বীক্ষ্য তং নির্ব্বর্ত্ত্যাগতো গুরুঃ।
অশপৎ পততাদ্‌দেহো নিমেঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—গুরুঃ (বশিষ্ঠঃ) তং (শক্রযজ্ঞং) নির্ব্বর্ত্ত্য (সমাপ্য) আগতঃ (সন্) শিষ্যব্যতিক্রমং (শিষ্যস্য ব্যতিক্রমম্ অন্যায়ং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) নিমেঃ দেহঃ (শরীরং) পততাৎ (পততু। আত্মনা বিযুজ্যতামিতি) অশপৎ (শাপম্ অদাৎ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—গুরু বশিষ্ঠ ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাগত হইলেন এবং শিষ্যের অন্যায় দর্শন করিয়া "পণ্ডিতাভিমানী নিমির দেহ নিপাত হউক"—এই অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—নির্ব্বর্ত্ত্য শক্রস্য মখং নিষ্পাদ্য আগতঃ শিষ্যস্য নিমের্ব্যতিক্রমং স্বস্যানপেক্ষাম্। ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্ব্বর্ত্ত্য'—ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গুরু বশিষ্ঠ শিষ্য নিমির 'ব্যতিক্রমং'—নিজের অনপেক্ষারূপ অন্যায় আচরণ (লক্ষ্য করিয়া অভিশাপ দিলেন) ॥ ৪ ॥

নিমিঃ প্রতিদদৌ শাপং গুরবেঽধর্ম্মবর্ত্তিনে।
তবাপি পততাদ্‌দেহো লোভাদ্ধর্ম্মমজানতঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—নিমিঃ (অপি) অধর্ম্মবর্ত্তিনে (অধর্ম্মে অকারণ-শাপাদৌ বর্ত্তিতুং শীলমস্য তস্মৈ) গুরবে (বশিষ্ঠায়) লোভাৎ (উভয়তঃ দক্ষিণাপ্রাপ্ত্যাশয়েত্যর্থঃ) ধর্ম্মম্ অজানতঃ তব অপি দেহঃ (শরীরং) পততাৎ (পততু আত্মনা বিযুজ্যতামিত্যর্থঃ ইতি) শাপং প্রতিদদৌ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—নিমি অকারণ শাপপ্রদাতা গুরু বশিষ্ঠকে দক্ষিণাপ্রাপ্তির লোভে তোমার ধর্ম্মজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে সুতরাং "তোমার শরীর শীঘ্র পতিত হউক" —এই প্রতিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অধর্ম্মবর্ত্তিনে লোভাৎ ইন্দ্রতো মত্তোঽপি দক্ষিণাকাঙ্ক্ষারূপাৎ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধর্ম্মবর্ত্তিনে'—লোভবশতঃ ইন্দ্র হইতে এবং আমার নিকট হইতেও দক্ষিণা-গ্রহণের অভিলাষরূপ অধর্ম্মে যিনি অবস্থান করিতে-ছেন (তাদৃশ অধর্ম্মবর্ত্তী গুরুকে নিমিও অভিশাপ দিলেন।) ॥ ৫ ॥

ইত্যুৎসসর্জ্জ স্বং দেহং নিমিরধ্যাত্মকোবিদঃ।
মিত্রাবরুণয়োর্জজ্ঞে উর্ব্বশ্যাং প্রপিতামহঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (ইত্থং বদন্) অধ্যাত্মকোবিদঃ (অধ্যাত্মশাস্ত্রপণ্ডিতঃ) নিমি স্বং দেহং (আত্মীয়ং শরীরম্) উৎসসর্জ (তত্যাজ)। প্রপিতামহঃ (বশিষ্ঠোঽপি তথা ত্যক্তদেহঃ সন্ পুনঃ) মিত্রাবরুণয়োঃ (উর্ব্বশীদর্শনাৎ স্কন্নবীর্য্যয়োঃ) উর্ব্বশ্যাং জজ্ঞে (বভূব অত্র উর্ব্বশীদর্শনাৎ স্কন্নং রেতঃ পশ্চাৎ তাভ্যাং কুম্ভে নিষিক্তং তস্মাৎ জাতম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই বলিয়া অধ্যাত্মশাস্ত্রে নিপুণ নিমি স্বীয় দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। প্রপিতামহ বশিষ্ঠও দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় মিত্রাবরুণের বীর্য্যে উর্ব্বশী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রপিতামহো বশিষ্ঠঃ দেহং ত্যক্ত্বা, মিত্রাবরুণয়োর্জজ্ঞে ইতি উর্ব্বশীদর্শনতস্তদীয়রেতসঃ কুম্ভনিহিতাদিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ কুম্ভে রেতঃ সিষিচতুঃ সমানমিতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রপিতামহঃ'—(শ্রীল শুক-দেবের) প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেব নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া, 'মিত্রাবরুণয়োঃ' মিত্র ও বরুণ হইতে, অর্থাৎ উর্ব্বশীর দর্শনে মিত্র ও বরুণের বীর্য্য স্খলিত হইলে কুম্ভমধ্যে রক্ষিত ঐ বীর্য্য হইতে জন্মলাভ করেন। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—তাঁহারা উভয়ে সমানভাবে কুম্ভমধ্যে বীর্য্য সেচন করিয়াছিলেন ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

গন্ধবস্তুষু তদ্দেহং নিধায় মুনিসত্তমাঃ।
সমাপ্তে সত্রযাগে চ দেবানূচুঃ সমাগতান্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—মুনিসত্তমাঃ (মুনিশ্রেষ্ঠাঃ) গন্ধবস্তুষু তদ্দেহং (তস্য নিমের্দেহং) নিধায় (সংস্থাপ্য) সত্রযাগে (সত্রনামকে যজ্ঞে) সমাপ্তে (সতি) সমাগতান্ (উপস্থিতান্ দেবান্) ঊচুঃ চ (কথয়ামাসুঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞ করিতে করিতে নিমির দেহপতন হইলে মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার দেহ গন্ধবস্তু মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং সত্রযাগসমাপনান্তে সমাগত দেবতা-বৃন্দকে বলিলেন— ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্দেহং নিমিশরীরম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্দেহং'—নিমির মৃতদেহ (মুনিগণ গন্ধদ্রব্যের মধ্যে রক্ষা করিলেন।) ॥ ৭ ॥

রাজ্ঞো জীবতু দেহোঽয়ং প্রসন্নাঃ প্রভবো যদি।
তথেত্যুক্তে নিমিঃ প্রাহ মাভূন্মে দেহবন্ধনম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যদি (যূয়ং) প্রভবঃ (জীবয়িতুঃ সমর্থাঃ) প্রসন্নাঃ (চ) (তদা) রাজ্ঞঃ (নিমেঃ) অয়ং দেহঃ জীবতু (পুনঃ প্রাণযুক্তো ভবতু ততঃ দেবৈঃ) "তথা (জীবতু)" ইতি উক্তে (কথিতে সতি) নিমিঃ মে দেহবন্ধনং (দেহরূপং মম বন্ধনং) মা ভূৎ (ইতি প্রাহ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যদি আপনারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি সমর্থবান্ হন, তাহা হইলে রাজার দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হউক। এই কথা শুনিয়া দেবতাগণ "আচ্ছা তাহাই হউক"—এইরূপ বলিলেন,—"আমার যেন কখন দেহ বন্ধন না হয়" ॥৮॥

বিশ্বনাথ—যদি প্রসন্নাঃ প্রভবঃ সমর্থাশ্চ তর্হি জীবত্বিত্যূচুঃ। তথেতি দেবৈরুক্তে সতি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদি প্রসন্নাঃ'—আপনারা যদি প্রসন্ন ও সমর্থ হন, তবে রাজার এই দেহ পুনরায় জীবিত হউক। 'তথা ইতি উক্তে'—'তাহাই হউক', দেবগণ এরূপ বলিলে (নিমি বলিলেন—আমার যেন দেহবন্ধন না হয়) ॥ ৮ ॥

যস্য যোগং ন বাঞ্ছন্তি বিয়োগভয়কাতরাঃ।
ভজন্তি চরণাম্ভোজং মুনয়ো হরিমেধসঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—হরিমেধসঃ (হরৌ মেধা বুদ্ধির্যেষাং তে হরিবৎ সূর্য্যবৎ প্রকাশমানা মেধা বুদ্ধির্যেষাং তে ইতি বা) মুনয়ঃ বিয়োগভয়কাতরাঃ (বিয়োগস্য বিচ্ছেদস্য ভয়েন কাতরাঃ ভীতাঃ সন্তঃ) যস্য (দেহস্য) যোগং ন বাঞ্ছন্তি (ন অভিলষন্তি। কিন্তু কেবলং সেবা সুখেচ্ছয়া) চরণাম্ভোজং (হরিশ্চরণকমলং) ভজন্তি (সেবন্তে) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হরিবুদ্ধিসম্পন্ন মুনিগণ—"দেহের বিয়োগ হইবে"—এই ভয়ে কাতর হইয়া দেহযোগ অর্থাৎ দেহগতসুখ বাসনা করেন না, কিন্তু কেবল সেবাসুখবাসনায় ভগবৎপাদপদ্ম ভজন করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভজন্তীতি দেহাভাবে চরণাম্ভোজভজনাসম্ভবান্মম ভগবৎপার্ষদদেহোঽস্ত্বিতি প্রার্থনারূপো গূঢ়ো ধ্বনিঃ। ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভজন্তি'—দেহ না থাকিলে শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজন অসম্ভব, অতএব আমার ভগবৎ-পার্ষদদেহ হউক—এরূপ গূঢ় প্রার্থনা এখানে ধ্বনিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

দেহং নাবরুরুৎসেঽহং দুঃখশোকভয়াবহম্।
সর্ব্বত্রাস্য যতো মৃত্যুর্মৎস্যানামুদকে যথা ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অহং শোক-দুঃখ-ভয়াবহং (শোকং দুঃখং ভয়ঞ্চ আবহতীতি যৎ তৎ) দেহং ন অবরুরুৎসে (অবরোদ্ধুং ধর্ত্তুং নেচ্ছামি), যতঃ (যস্মাদ্ধেতোঃ) অস্য (দেহস্য গ্রহণাৎ) মৃত্যুঃ সর্ব্বত্র (সর্ব্বদা পুনঃ পুনঃ দেহিনম্ অনুবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ) যথা উদকে মৎস্যানাং (পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর্ভবতীতি শেষঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—আমি শোকদুঃখভয়াবহ দেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিনা, কেন না, জলে মৎস্যসকলের যেরূপ অন্য জলচর জন্তু হইতে সর্ব্বদাই মৃত্যুর আশঙ্কা হয়, সেইরূপ দেহধারী জীবমাত্রেরই দেহগ্রহণজনিত মৃত্যুভয় সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—নাবরুরুৎসে ন ধর্ত্তুমিচ্ছামি। উদকে উদকেঽপি। উদকে জলচরাদন্যস্মাৎ অন্যত্র স্থলে স্বভাবাচ্চ মৃত্যুরিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাবরুরুৎসে,—দুঃখ-শোক-ভয়জনক দেহ ধারণ করিতে আমি ইচ্ছা করি না। 'উদকে'—জলেও অন্য জলচর হইতে মৎস্যগণের যেরূপ মৃত্যু, অন্যত্র স্থলেও স্বভাবতঃই জীবগণের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, এই অর্থ ॥ ১০ ॥

দেবা ঊচুঃ—

বিদেহ উষ্যতাং কামং লোচনেষু শরীরিণাম্।
উন্মেষণনিমেষাভ্যাং লক্ষিতোঽধ্যাত্মসংস্থিতঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—দেবাঃ উচুঃ—(নিমিঃ) বিদেহঃ (দেহশূন্য এব সন্) অধ্যাত্মসংস্থিতঃ (সূক্ষ্মদেহস্থিতিমান্) কামং (যথেচ্ছং) শরীরিণাং (দেহিনাং) লোচনেষু (দৃষ্টিষু) উন্মেষণনিমেষাভ্যাং লক্ষিতঃ (তৎপ্রবর্ত্তকত্বেন সূচিতঃ) উষ্যতাং (বসতু) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—(মুনিগণ রাজার জীবিত দেহ প্রার্থনা করিয়াছেন এবং রাজা শোকমোহাদির আকরদেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না—এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া) দেবতাগণ বলিলেন,—নিমি দেহরহিত হইয়া সূক্ষ্মদেহে বা ভগবৎপার্ষদদেহে শরীরিগণের দৃষ্টিমধ্যে উন্মেষ ও নিমেষের প্রবর্ত্তকরূপে লক্ষিত হইয়া যথেচ্ছাক্রমে বাস করিতে থাকুন ॥১১॥

বিশ্বনাথ—দেবা উচুরিতি। দেহো জীবত্বিতি মুনীনাং প্রার্থিতং ন জীবত্বিতি রাজ্ঞঃ পার্ষদদেহো ভবত্বিতি তৃতীয়প্রার্থিতস্য দাতুমশক্যত্বাদুভয়মেব দিৎসন্তঃ উচুরিত্যর্থঃ। নিমিবিদেহ এব উষ্যতাং বসতু, লক্ষিতো জ্ঞাতঃ সন্ লোচনেষু অধ্যাত্মসংস্থিত ইত্যাভ্যাং জীবিতং দেহবন্ধাভাবশ্চেত্যুভয়প্রার্থিতং সেৎস্যতীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবাঃ উচুঃ'—'দেহ জীবিত হউক' এরূপ মুনিগণের প্রার্থনা, 'জীবিত না হউক' —এরূপ রাজার প্রার্থনা, এবং 'ভগবৎপার্ষদ-দেহ হউক'—এই তৃতীয় প্রার্থনা পূরণে অসমর্থ বলিয়া পূর্ব্বোক্ত উভয় বর দিবার ইচ্ছা করিয়া দেবগণ বলিলেন, এই অর্থ। 'বিদেহঃ'—নিমি 'বিদেহ', অর্থাৎ দেহহীন হইয়া অবস্থান করুক, আবার প্রাণিগণের নেত্রে জ্ঞাত হইয়া সূক্ষ্মদেহরূপে অবস্থান করুক—ইহার দ্বারা জীবিত এবং দেহবন্ধনের অভাব, এই দুইটি প্রার্থনাই পূরণ হইবে, এই ভাব ॥ ১১ ॥

অরাজকভয়ং নৃণাং মন্যমানা মহর্ষয়ঃ।
দেহং মমন্থুঃ স্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত ॥ ১২॥

অন্বয়ঃ—(অনন্তরং) মহর্ষয়ঃ নৃণাং (প্রজানামিত্যর্থঃ) অরাজকভয়ং মন্যমানাঃ (সম্ভাবয়ন্তঃ) নিমেঃ দেহং মমন্থুঃ স্ম (মথিতবন্তঃ ততঃ), কুমারঃ (পুত্রঃ) সমজায়ত (বভূব) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মহর্ষিগণ প্রজাবর্গের অরাজকজন্য ভীতির সম্ভাবনা মনে করিয়া নিমির দেহ মন্থন করিতে লাগিলেন ; তাহাতে তাঁহার দেহ হইতে একটী কুমার উৎপন্ন হইল ॥ ১২ ॥

জন্মনা জনকঃ সোঽভূদ্বৈদেহস্তু বিদেহজঃ।
মিথিলো মথনাজ্জাতো মিথিলা যেন নির্ম্মিতা ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—(তস্য অন্বর্থানি ত্রীণি নামান্যাহ—) সঃ (কুমারঃ) জন্মনা (অসাধারণেন জায়তে ইতি জনকঃ তৎসংজ্ঞাবিশিষ্টঃ অভূৎ) বিদেহজঃ তু (জীবশূন্যদেহাৎ উৎপন্নঃ অতএব) বৈদেহঃ (বৈদেহসংজ্ঞকঃ) মথনাৎ (মৃতনিমেরঙ্গমন্থনাৎ উৎপত্তেঃ) মিথিলঃ (মিথিলসংজ্ঞকঃ বভূবঃ), যেন (মিথিলেন) নির্ম্মিতা (পুরী) মিথিলা (ইতি খ্যাতা অভবৎ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অসাধারণ ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ কুমার জনক এবং প্রাণহীন দেহ হইতে জাত হইয়াছিলেন বলিয়া বৈদেহ এবং মন্থন হইতে হইয়াছিলেন বলিয়া মিথিল-নামে অভিহিত হইতেন। এই মিথিল কর্ত্তৃক নির্ম্মিতাপুরী মিথিলা নামে বিখ্যাত ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—জন্মনা অসাধারণেন জায়ত ইতি জনকঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জন্মনা'—অসাধারণভাবে জন্মহেতু তাঁহার নাম জনক ॥ ১৩ ॥

তস্মাদুদাবসুস্তস্য পুত্রোঽভূন্নন্দিবর্দ্ধনঃ।
ততঃ সুকেতুস্তস্যাপি দেবরাতো মহীপতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহীপতে, (পরীক্ষিৎ !) তস্মাৎ (মিথিলাৎ) উদাবসুঃ (অভবৎ), তস্য (উদাবসোঃ) পুত্রঃ নন্দিবর্দ্ধনঃ অভূৎ। ততঃ (নন্দিবর্দ্ধনাৎ) সুকেতুঃ (অভবৎ), তস্য অপি (সুকেতোরপি) দেবরাতঃ (পুত্রঃ বভূব) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! মিথিল হইতে উদাবসু জন্মগ্রহণ করেন। উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্দ্ধন। নন্দি-

বর্দ্ধন হইতে সুকেতু উৎপন্ন হন, সুকেতুর পুত্র দেবরাত ॥ ১৪ ॥

তস্মাদ্ বৃহদ্রথস্তস্য মহাবীর্য্যঃ সুধৃৎপিতা ।
সুধৃতের্ধৃষ্টকেতুর্বৈ হর্য্যশ্বোহথ মরুস্ততঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (দেবরাতাৎ) বৃহদ্রথঃ (অভবৎ), তস্য (বৃহদ্রথস্য) মহাবীর্য্যঃ (পুত্রঃ অভবৎ স চ) সুধৃৎপিতা (সুধৃতঃ পিতা আসীদিত্যর্থঃ) সুধৃতেঃ ধৃষ্টকেতুঃ বৈ (পুত্রঃ বভূব), অথ (অনন্তরং ধৃষ্টকেতোঃ) হর্য্যশ্বঃ (পুত্রঃ বভূব) ততঃ (হর্য্যশ্বাৎ) মরুঃ (বভূব) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—দেবরাত হইতে বৃহদ্রথ জন্ম গ্রহণ করেন, বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর্য্য। ইনি সুধৃতের পিতা, সুধৃতের পুত্র ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতু হইতে হর্য্যশ্ব জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহা হইতে মরু জাত হন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—সুধৃতেঃ পিতা সুধৃৎপিতা ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুধৃৎপিতা'—সুধৃতির পিতা, অর্থাৎ মহাবীর্য্যের পুত্র সুধৃতি ॥ ১৫ ॥

মরোঃ প্রতীপকস্তস্মাজ্জাতঃ কৃতরথো যতঃ ।
দেবমীঢ়স্তস্য পুত্রো বিশ্রুতোহথ মহাধৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—মরোঃ (সুতঃ) প্রতীপকঃ, তস্মাৎ (প্রতীপকাৎ) কৃতরথঃ জাতঃ (উৎপন্নঃ), যতঃ (যস্মাৎ কৃতরথাৎ) দেবমীঢ়ঃ (জাতঃ), তস্য (দেবমীঢ়স্য) পুত্রঃ বিশ্রুতঃ। অথ (অনন্তরং বিশ্রুতাৎ) মহাধৃতিঃ (অভবৎ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—মরুর পুত্র প্রতীপক, প্রতীপক হইতে কৃতরথ উৎপন্ন হন, এবং কৃতরথ হইতে দেবমীঢ় জন্মগ্রহণ করেন। দেবমীঢ়ের পুত্র বিশ্রুত, ইহা হইতে মহাধৃতি জাত হন ॥ ১৬ ॥

কৃতিরাতস্ততস্তস্মান্মহারোমা চ তৎসুতঃ ।
স্বর্ণরোমা সুতস্তস্য হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তস্মাৎ মহাধৃতেঃ) কৃতিরাতঃ (জাতঃ), তস্মাৎ (কৃতিরাতাৎ) চ মহারোমা (বভূব), তৎসুতঃ (তস্য মহারোম্নঃ সুতঃ) স্বর্ণরোমা (বভূব), তস্য (স্বর্ণরোম্নঃ) সুতঃ হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত (অভবৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মহাধৃতি হইতে কৃতিরাত জন্মগ্রহণ করেন, কৃতিরাত হইতে মহারোমা, মহারোমার পুত্র স্বর্ণরোমা, স্বর্ণরোমার হ্রস্বরোমা নামে এক পুত্র হয় ॥ ১৭ ॥

ততঃ শীরধ্বজো জজ্ঞে যজ্ঞার্থং কর্ষতো মহীম্ ।
সীতা শীরাগ্রতো জাতা তস্মাৎ শীরধ্বজঃ স্মৃতঃ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (হ্রস্বরোম্নঃ) শীরধ্বজঃ জজ্ঞে (অজায়ত, যতঃ) যজ্ঞার্থং (হ্রস্বরোম্নঃ যজ্ঞার্থং) মহীং কর্ষতঃ শীরাগ্রতঃ (হলাগ্রতঃ) সীতা জাতা (উৎপন্না), তস্মাৎ (হেতোঃ) শীরধ্বজঃ (ইতি) স্মৃতঃ (কথিতঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হ্রস্বরোমার শীরধ্বজ নামে এক পুত্র হইয়াছিল, এই শীরধ্বজ যজ্ঞার্থ ভূমিকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার লাঙ্গলের অগ্রভাগ হইতে রামপত্নী সীতাদেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি শীরধ্বজ নামে কীর্ত্তিত হইতেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ষতো যস্য সীতা রামপত্নী শীরাগ্রতো লাঙ্গলাগ্রতো জাতা তস্মাদেব হেতোঃ শীর এব ধ্বজঃ কীর্ত্তিব্যঞ্জকো যস্য সঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ষতঃ'—হ্রস্বরোমার পুত্র শীরধ্বজ এক সময় যজ্ঞের জন্য ভূমি কর্ষণ করিতে থাকিলে, রামপত্নী সীতা 'শীরাগ্রতঃ'—শীর অর্থাৎ লাঙ্গলের অগ্রভাগ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এইহেতু তিনি 'শীরধ্বজ'—শীরই যাঁহার ধ্বজ অর্থাৎ কীর্ত্তিব্যঞ্জক, এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

কুশধ্বজস্তস্য পুত্রস্ততো ধর্ম্মধ্বজো নৃপঃ ।
ধর্ম্মধ্বজস্য দ্বৌ পুত্রৌ কৃতধ্বজমিতধ্বজৌ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (শীরধ্বজস্য) পুত্র কুশধ্বজঃ। ততঃ (কুশধ্বজাৎ) নৃপঃ ধর্ম্মধ্বজঃ (বভূব), ধর্ম্ম-

ধ্বজস্য কৃতধ্বজমিতধ্বজৌ (তন্নামানৌ) দ্বৌ পুত্রৌ (আস্তাম্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—শীরধ্বজের পুত্র কুশধ্বজ, কুশধ্বজ হইতে রাজা ধর্ম্মধ্বজের আবির্ভাব। ধর্ম্মধ্বজের কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ নামে দুই পুত্র ছিল ॥ ১৯ ॥

———

কৃতধ্বজাৎ কেশিধ্বজঃ খাণ্ডিক্যস্তু মিতধ্বজাৎ।
কৃতধ্বজসুতো রাজন্নাত্মবিদ্যাবিশারদঃ ॥ ২০ ॥
খাণ্ডিক্যঃ কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞো ভীতঃ কেশিধ্বজাদ্ দ্রুতঃ।
ভানুমাংস্তস্য পুত্রোঽভূচ্ছতদ্যুম্নস্তু তৎসুতঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, (পরীক্ষিৎ), কৃতধ্বজাৎ কেশিধ্বজঃ (সুতঃ) মিতধ্বজাৎ তু খাণ্ডিক্যঃ (সুতঃ অভবৎ), কৃতধ্বজ-সুতঃ (কেশিধ্বজঃ) আত্মবিদ্যাবিশারদঃ (ব্রহ্মবিদ্যায়াং প্রবীণঃ বভূব), খাণ্ডিক্যঃ (মিতধ্বজসুতস্তু) কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞঃ (কর্ম্মযাথাত্ম্যবিৎ) কেশিধ্বজাৎ ভীতঃ (সন্) দ্রুতঃ (পলায়িতঃ) তস্য (কেশিধ্বজস্য) পুত্র ভানুমান্ অভূৎ। তৎসুতঃ তু (তস্য ভানুমতঃ সুতঃ) শতদ্যুম্নঃ (বভূব) ॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—হে পরীক্ষিৎ। কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য। কৃতধ্বজতনয় আত্মতত্ত্ববিৎ এবং মিতধ্বজপুত্র কর্ম্মতত্ত্বে সুনিপুণ ছিলেন। ইনি কেশিধ্বজের ভয়ে দূরে পলায়ন্ করিয়াছিলেন। কেশিধ্বজের পুত্র ভানুমান্ এবং ভানুমানের পুত্র শতদ্যুম্ন ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রুতঃ পলায়িতঃ। তস্য কেশিধ্বজস্য ভানুমান্। তৎ তস্য ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্রুতঃ'—মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য কেশিধ্বজের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। 'তস্য'—সেই কেশিধ্বজের পুত্র ভানুমান্। 'তৎ'—তাহার (সেই ভানুমানের) পুত্র শতদ্যুম্ন ॥ ২০-২১ ॥

———

শুচিস্তু তনয়স্তস্মাৎ সনদ্বাজঃ সুতোঽভবৎ।
উর্জ্জকেতুঃ সনদ্বাজাদজোঽথ পুরুজিৎসুতঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—(শতদ্যুম্নাৎ) শুচিঃ (তন্নামকঃ) তনয়ঃ (পুত্রঃ জাতঃ), তস্মাৎ তু (শুচেঃ) সনদ্বাজঃ (তন্নামকঃ) সুতঃ অভবৎ, সনদ্বাজাৎ উর্জ্জকেতুঃ (অভবৎ)। অথ (অনন্তরম্ উর্জ্জকেতোঃ) অজঃ (বভূব স চ) পুরুজিৎ সুতঃ (পুরুজিৎসুতো যস্য সঃ তথাভূতঃ আসীৎ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শতদ্যুম্নের শুচি নামে এক পুত্র ছিল, তাঁহা হইতেই সনদ্বাজ নামক তৎপুত্রের জন্ম হয়। সনদ্বাজ হইতে উর্জ্জকেতু এবং উর্জ্জকেতু হইতে অজ জন্মগ্রহণ করেন। এই অজের পুরুজিৎ নামে এক পুত্র ছিল ॥ ২২ ॥

———

অরিষ্টনেমিস্তস্যাপি শ্রুতায়ুস্তৎ সুপার্শ্বকঃ।
ততশ্চিত্ররথো যস্য ক্ষেমাধির্মিথিলাধিপঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য অপি (পুরুজিতোঽপি) অরিষ্টনেমিঃ (জাতঃ, তস্য) শ্রুতায়ুঃ (অভবৎ), তৎ (তস্মাৎ শ্রুতায়ুষঃ) সুপার্শ্বকঃ (জাতঃ), ততঃ (সুপার্শ্বকাৎ) চিত্ররথঃ (বভূব), যস্য (চিত্ররথস্য), ক্ষেমাধিঃ (পুত্রঃ অভূৎ স চ ক্ষেমাধিঃ) মিথিলাধিপঃ (মিথিলারাজ্যাধিপতির্বভূব) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—পুরুজিৎ-তনয় অরিষ্টনেমি, তৎপুত্র শ্রুতায়ু। শ্রুতায়ুর ঔরসে সুপার্শ্বক জন্মগ্রহণ করেন, সুপার্শ্বক হইতে চিত্ররথের আবির্ভাব, চিত্ররথ-পুত্র ক্ষেমাধি মিথিলার অধিপতি ছিলেন ॥ ২৩ ॥

———

তস্মাৎ সমরথস্তস্য সুতঃ সত্যরথস্ততঃ।
আসাদুপগুরুস্তস্মাদুপগুপ্তোঽগ্নিসম্ভবঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (ক্ষেমাধেঃ) সমরথঃ (অজায়ত), তস্য (সমরথস্য) সুতঃ সত্যরথঃ (আসীৎ)। ততঃ (সত্যরথাৎ) উপগুরুঃ আসীৎ। তস্মাৎ (উপগুরোঃ) অগ্নিসম্ভবঃ (অগ্ন্যংশসম্ভূত) উপগুপ্তঃ (অভূৎ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ক্ষেমাধির পুত্র সমরথ, সমরথ-পুত্র সত্যরথ, সত্যরথ হইতে উপগুরু জন্মগ্রহণ করেন। এই উপগুরু হইতে অগ্নির অংশ উপগুপ্তের আবির্ভাব হয় ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অগ্নিসম্ভবঃ অগ্ন্যংশসম্ভূতঃ ॥ ২৪ ॥
ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ নবমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অগ্নি-সম্ভবঃ'—উপগুরুর পুত্র উপগুপ্ত অগ্নিদেবের অংশ হইতে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।১৩ ॥

বস্বনন্তোঽথ তৎপুত্রো যুযুধো যৎসুভাষণঃ।
শ্রুতস্ততো জয়স্তস্মাদ্বিজয়োঽস্মাদৃতঃ সুতঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং তস্মাদুপগুপ্তাৎ) বস্বনন্তঃ (জাতঃ), তৎপুত্রঃ (তস্য বস্বনন্তস্য পুত্রঃ) যুযুধঃ (আসীৎ)। যৎ (যস্মাৎ যুযুধাৎ) সুভাষণঃ (অভূৎ), ততঃ (সুভাষণাৎ) শ্রুতঃ (বভূব)। তস্মাৎ (শ্রুতাৎ) জয়ঃ (অজায়ত), অস্মাৎ (জয়াৎ) বিজয়ঃ (বভূব অস্য সঃ) সুতঃ ঋতঃ (আসীৎ)॥ ৫ ॥

অনুবাদ—উপগুপ্তের পুত্র বস্বনন্ত, তৎপুত্র যুযুধ, যুযুধ হইতে সুভাষণ, তাহা হইতে শ্রুত, শ্রুত হইতে জয় এবং জয় হইতে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন। এই বিজয়ের পুত্র ঋত ॥ ২৫ ॥

শুনকস্তৎসুতো জজ্ঞে বীতহব্যো ধৃতিস্ততঃ।
বহুলাশ্বো ধৃতেস্তস্য কৃতিরস্য মহাবশী ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—তৎসুতঃ (তস্য ঋতস্য সুতঃ) শুনকঃ জজ্ঞে (অজায়ত, তস্য চ) বীতহব্যঃ (সুতঃ বভূব)। ততঃ (বীতহব্যাৎ) ধৃতিঃ (অভবৎ), ধৃতেঃ বহুলাশ্বঃ (সুতঃ বভূব), তস্য (বহুলাশ্বস্য) কৃতিঃ তন্নামকঃ পুত্রঃ আসীৎ), অস্য (কৃতেঃ) মহাবশী (সুতঃ বভূব)॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ঋতের শুনক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। শুনকের পুত্র বীতহব্য, বীতহব্য হইতে ধৃত এবং ধৃত হইতে বহুলাশ্বের জন্ম হয়। এই বহুলাশ্বের কৃতি নামে এক পুত্র ছিল, তাঁহার পুত্র মহাবশী ॥ ২৬ ॥

এতে বৈ মৈথিলা রাজন্নাত্মবিদ্যাবিশারদাঃ।
যোগেশ্বরপ্রসাদেন দ্বন্দ্বৈর্মুক্তা গৃহেষ্বপি ॥২৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে সূর্য্যবংশকীর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! (পরীক্ষিৎ!) আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ (ব্রহ্মবিদ্যায়াং প্রবীণাঃ) এতে (কথিতাঃ) মৈথিলাঃ (মিথিলবংশজাঃ রাজানঃ) যোগেশ্বরপ্রসাদেন (যোগেশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোঃ অনুগ্রহেণ) গৃহেষু (সন্তোঽপি) দ্বন্দ্বৈঃ (সুখদুঃখাদিভিঃ) মুক্তাঃ বৈ (বিমুক্তাঃ বুভুবুঃ)॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! আত্মতত্ত্ববিৎ এই সকল মৈথিলরাজন্যবর্গ ভগবৎকৃপায় গৃহে অবস্থান করিয়াও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত ছিলেন ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের মধ্য, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের ত্রয়োদশাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথাতঃ শ্রূয়তাং রাজন্ বংশঃ সোমস্য পাবনঃ।
যস্মিন্নৈলাদয়ো ভূপাঃ কীর্ত্ত্যন্তে পুণ্যকীর্ত্তয়ঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সোম হইতে বৃহস্পতি-পত্নী তারার গর্ভে বুধের উৎপত্তি এবং বুধ হইতে ঐল ও ঐল হইতে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু প্রমুখ ছয়জনের জন্ম বর্ণিত হইয়াছে।

গর্ভোদকশায়ী পুরুষের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব, ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রি-পুত্র ঔষধি ও নক্ষত্র-বর্গের অধিপতি সোম। ইনি ত্রিভুবন জয় করিয়া অতিদর্পে সুরগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে বল-পূর্ব্বক অপহরণ করেন, তন্নিমিত্ত দেবাসুরে প্রবল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, ব্রহ্মা চন্দ্রের নিকট হইতে তারাকে উদ্ধার করিয়া বৃহস্পতিকে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক সমরানল শান্ত করেন। এই তারার গর্ভে চন্দ্রের ঔরসে বুধের জন্ম হয়। বুধ হইতে ইলার গর্ভে পুরূরবার উৎপত্তি হয়। উর্ব্বশী ইহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া কিছুকাল তৎসহ অবস্থান করে এবং সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে পুরূরবা উন্মত্তপ্রায় হন এবং গন্ধর্বগণের উপাসনা করিয়া পুনরায় উর্ব্বশীকে প্রাপ্ত হন। উর্ব্বশী বৎসরান্তে একরাত্র পুরূরবার সহিত সহবাস করিতে অঙ্গীকার করে।

একদিন পুরূরবা কুরুক্ষেত্রে উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইয়া, পরমানন্দে তাহার সহিত একরাত্র যাপন করিলেন, পরে উর্ব্বশীর ভাবীবিরহাশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িলে উর্ব্বশী তাঁহাকে গন্ধর্ব্বদিগের উপাসনা করিতে বলে, উর্ব্বশীর বাক্যে পুরূরবা গন্ধর্ব্ব-উপাসনা করিলে, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে এক অগ্নিস্থালী প্রদান করেন। পুরূরবা অগ্নিস্থালীকেই উর্ব্বশী ভ্রম করিয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছিলেন, পরে তাঁহার ভ্রম দূর হইলে ঐ অগ্নিস্থালীকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাত্রিতে উর্ব্বশীকে ধ্যান করিতেছিলেন। তাহাতে তাঁহার চিত্তে কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদত্রয় আবির্ভূত হয়। অনন্তর পুরূরবা যে স্থানে অগ্নিস্থালী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তথায় পুনরায় গমন করেন এবং তথায় একটী শমীবৃক্ষগর্ভে একটা অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপত্তি হইয়াছে দেখিতে পান ও তদ্দ্বারা অরণি নির্ম্মাণপূর্ব্বক মন্থন করিতে করিতে অগ্নির উৎপত্তি হয়। এই অগ্নিদ্বারা ভোগ্য-ধন সিদ্ধ হইয়া থাকে। উহা শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিক—এই ত্রিবিধ-রূপ প্রাপ্ত হইয়া পুরূরবার পুত্ররূপে কল্পিত হইল। সত্যযুগে হংসনামে একটা বর্ণ প্রণবই 'বেদ' এবং অন্য দেবদেবীর উপাসনার পরিবর্ত্তে ভগবদুপাসনাই মাত্র প্রচলিত ছিল।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(পরীক্ষিতং প্রতি হে) রাজন্। (পরীক্ষিৎ!) অথ (সূর্য্যবংশবৃত্ত-শ্রবণানন্তরম্) অতঃ (যতো বংশানুবর্ণনশ্রবণং পুণ্যজনকম্ অতঃ কারণাৎ) সোমস্য (চন্দ্রস্য) পাবনঃ (পবিত্রতা-সম্পাদকঃ) বংশঃ (বংশেতি বৃত্তান্তঃ) শ্রূয়তাম্ (আকর্ণ্যতাং)। যস্মিন্ (সোম-বংশে) পুণ্যকীর্ত্তয়ঃ (পুণ্যা কীর্ত্তিঃ যেষাং তে পবিত্র-যশসঃ) ঐলাদয়ঃ (পুরূরবাদয়ঃ) ভূপাঃ (নৃপাঃ) কীর্ত্ত্যন্তে (গীয়ন্তে) ॥ ১।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন,—হে রাজন্! সূর্য্যবংশ বিবরণ শ্রবণ করিলেন, এখন পরম-পবিত্র চন্দ্রবংশ-বিবরণ বলি-তেছি শ্রবণ কর। এই চন্দ্রবংশে পুণ্যকীর্ত্তি ঐল প্রভৃতি নৃপতিগণ কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

তারায়াং স্বগুরোঃ পত্ন্যামিন্দুনা জনিতাদ্বুধাৎ।
জাত ঐলঃ ষড়ুর্ব্বশ্যাং পুত্রান্ প্রাপ চতুর্দ্দশে ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে নিজ গুরু বৃহস্পতির পত্নী তারার গর্ভে সোম কর্ত্তৃক বুধের উৎপত্তি, এবং তাহা হইতে জাত পুরূরবা উর্ব্বশীর গর্ভে ছয়টি পুত্র লাভ করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

———

সহস্রশিরসঃ পুংসো নাভীহ্রদসরোরুহাৎ।
জাতস্যাসীৎ সুতো ধাতুরত্রিঃ পিতৃসমো গুণৈঃ ॥ ২॥

অন্বয়ঃ—সহস্রশিরসঃ (সহস্রং শিরাংসি যস্য তস্য) পুংসঃ (অনিরুদ্ধরূপিণঃ পরমপুরুষস্য) নাভিহ্রদসরোরুহাৎ (নাভিরেব হ্রদঃ তস্মিন্ উৎপন্নং যৎ সরোরুহং পদ্মং তস্মাৎ) জাতস্য (উৎপন্নস্য) ধাতুঃ (চতুর্ম্মুখস্য ব্রহ্মণঃ) গুণৈঃ পিতৃসমঃ (পিতৃতুল্যঃ ব্রহ্মতুল্য ইত্যর্থঃ) সুতঃ (পুত্রঃ) অত্রিঃ (আসীৎ) ॥ ২॥

অনুবাদ—সহস্রশীর্ষা পুরুষের নাভিহ্রদপদ্ম হইতে বিধাতার জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র অত্রি, ইনি গুণে পিতৃতুল্য ছিলেন ॥ ২॥

তস্য দৃগ্ভ্যোঽভবৎ পুত্রঃ সোমোঽমৃতময়ঃ কিল।
বিপ্রৌষধ্যুড়ুগণানাং ব্রহ্মণা কল্পিতঃ পতিঃ ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—তস্য (অত্রেঃ) দৃগ্ভ্যঃ (আনন্দাশ্রুভ্যঃ) কিল (আশ্চর্য্যে) অমৃতময়ঃ পুত্রঃ সোমঃ (চন্দ্রঃ) অভবৎ। ব্রহ্মণা (চতুর্ম্মুখেন সঃ) বিপ্রৌষধ্যুড়ুগণানাং (বিপ্রাঃ ব্রাহ্মণাঃ চ ওষধয়ঃ ফলপাকান্তবৃক্ষাঃ চ উড়ুগণাঃ নক্ষত্রাণি তেষাং) পতিঃ (পতিত্বেন) কল্পিতঃ (বিহিতঃ অভূৎ) ॥ ৩॥

অনুবাদ—সেই অত্রির আনন্দাশ্রু হইতে অমৃতময় সোমনামক পুত্রের আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মা তাঁহাকে বিপ্র ওষধি ও নক্ষত্রগণের অধিপতি করিয়াছিলেন ॥ ৩॥

বিশ্বনাথ—দৃগ্ভ্য আনন্দাশ্রুভ্যঃ অতএবামৃতময়ঃ, দৃশ ইতি চ পাঠঃ। অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীন্ জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্। সোমং দুর্ব্বাসসং দত্তমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবানিতি চতুর্থোক্তেঃ। সা পুনস্তং স্বগর্ভে দধারেতি কেচিৎ। সঙ্গকালে আনন্দাশ্রূণ্যপি তস্যাম্ আধত্তেত্যন্যে, পত্যুঃ পুত্রত্বেন তস্যা এব সুত ইত্যপরে ॥ ৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৃগ্ভ্যঃ'—আনন্দাশ্রু হইতে অতএব অমৃতময় (অর্থাৎ অত্রির আনন্দাশ্রু হইতে সোম নামক এক অমৃতময় পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল)। এখানে 'দৃশঃ'—এরূপ পাঠান্তরে নেত্র হইতে, এই অর্থ। চতুর্থ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া" (৪।১।১৫), অর্থাৎ অত্রির পত্নী অনসূয়া, বিষ্ণু, রুদ্র এবং ব্রহ্মা এই দেবত্রয়ের অংশে দত্ত, দুর্ব্বাসা ও সোম নামক তিনটি মহাযশস্বী সন্তানের জন্ম দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন—সেই অনসূয়া পুনরায় তাঁহাকে (সোমকে) নিজগর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। অন্যে বলেন—অত্রি সঙ্গকালে আনন্দাশ্রুও তাঁহাতে আধান করিয়াছিলেন। অপরে বলেন—পতির পুত্র বলিয়া তাঁহারই (অনসূয়ারই) সন্তান ॥ ৩॥

সোঽযজদ্রাজসূয়েন বিজিত্য ভুবনত্রয়ম্।
পত্নীং বৃহস্পতের্দর্পাৎ তারাং নামাহরদ্বলাৎ ॥ ৪॥

অন্বয়ঃ—সঃ (সোমঃ) ভুবনত্রয়ং (ভুবনানাং ত্রয়ং ত্রিভুবনং) বিজিত্য (জিত্বা) রাজসূয়েন (তদভিধেয়েন যাগেন) অযজৎ (যজ্ঞং কৃতবান্, অপি চ) দর্পাৎ (গর্ব্বাৎ হেতোঃ) বৃহস্পতেঃ (সুরাচার্য্যস্য) পত্নীং (ভার্য্যাং) তারাং বলাৎ (প্রসভং) নাম (সমভাবনায়াম্ অহরৎ হৃতবান্) ॥ ৪॥

অনুবাদ—এই সোম ত্রিভুবন জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং অতিদর্পে সুরাচার্য্য বৃহস্পতির পত্নী তারাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪॥

যদা স দেবগুরুণা যাচিতোঽভীক্ষ্ণশো মদাৎ।
নাত্যজৎ তৎকৃতে জজ্ঞে সুরদানববিগ্রহঃ ॥ ৫॥

অন্বয়ঃ—যদা (যস্মিন্কালে) দেবগুরুণা (বৃহস্পতিনা) অভীক্ষ্ণশঃ (পুনঃ পুনঃ) যাচিতঃ (প্রার্থিতঃ), সঃ (সোমঃ) মদাৎ (গর্ব্বাৎ) ন অত্যজৎ (ন ত্যক্তবান্, তারামিতি শেষঃ) তদাঃ তৎকৃতে (তন্নিমিত্তং) সুরদানববিগ্রহঃ (দেবাসুরাণাং বিগ্রহঃ যুদ্ধঃ) জজ্ঞে (বভুব) ॥ ৫॥

অনুবাদ—দেবগুরু বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হইয়াও যখন চন্দ্র গর্ব্ববশতঃ তারাকে পরিত্যাগ করিলেন না, তখন তন্নিমিত্ত দেব ও অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল ॥ ৫॥

শুক্রো বৃহস্পতের্দ্বেষাদগ্রহীৎ সাসুরোড়ুপম্।
হরো গুরুসুতং স্নেহাৎ সর্ব্বভূতগণাবৃতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শুক্রঃ বৃহস্পতেঃ দ্বেষাৎ (বৃহস্পতিং প্রতি শত্রুতয়া) সাসুরঃ (অসুরৈঃ সহঃ) উড়ুপং (নক্ষত্রাধিপতিং সোমম্) অগ্রহীৎ (সপক্ষপাতিনম্ অকরোৎ)। হরঃ (রুদ্রশ্চ) স্নেহাৎ (বাৎসল্যাৎ) সর্ব্বভূতগণাবৃতঃ (সর্ব্বৈর্ভূতগণৈঃ আবৃতঃ বেষ্টিতঃ সন্) গুরুসুতং (গুরোঃ অঙ্গিরসঃ সুতং বৃহস্পতিম্ অগ্রহীৎ স্বপক্ষপাতিনম্ অকরোৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—বৃহস্পতির প্রতি শুক্রের দ্বেষভাব বর্ত্তমান ছিল, সুতরাং তিনি (শুক্র) অসুরগণ সহ চন্দ্রপক্ষ গ্রহণ করিলেন এবং রুদ্র বাৎসল্যবশতঃ সর্ব্বভূতগণে পরিবৃত হইয়া গুরুপুত্র বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—সাসুরঃ অসুরৈঃ সহিতঃ উড়ুপং চন্দ্রমগ্রহীৎ, তস্যৈব পক্ষো বভূব। সন্ধিরার্ষঃ। গুরুসুতমিতি অঙ্গিরসঃ সকাশাৎ প্রাপ্তবিদ্যো হর ইতি প্রসিদ্ধিরিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাসুরঃ'—অসুরগণের সহিত শুক্রাচার্য্য 'উড়ুপং'—চন্দ্রকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। 'সাসুরোড়ুপম্'—এই স্থলে বিসর্গ লোপ হইয়া আবার সন্ধি আর্ষপ্রয়োগ। 'গুরুসুতং'—ভগবান্ শঙ্কর গুরুপুত্র বৃহস্পতির সহায় হইয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—শঙ্কর পূর্ব্বে অঙ্গিরার নিকট হইতে বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন, এই প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৬॥

———

সর্ব্বদেবগণোপেতো মহেন্দ্রো গুরুমন্বয়াৎ।
সুরাসুরবিনাশোঽভূৎ সমরস্তারকাময়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বদেবগণোপেতঃ (সর্ব্বৈঃ দেবগণৈঃ উপেতঃ যুক্তঃ) মহেন্দ্রঃ (ইন্দ্রঃ) গুরুং (বৃহস্পতিম্) অন্বয়াৎ (অনুসসার এবং স্থিতে সতি) সুরাসুরবিনাশঃ (সুরাণাং দেবানাম্ অসুরাণাঞ্চ বিনাশঃ যস্মাৎ সঃ) তারকাময়ঃ (তারকা তারা তস্যাঃ নিমিত্তীভূতায়াঃ আগতঃ তারকাময়ঃ) সমরঃ (যুদ্ধঃ) অভূৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বদেবতাদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্র গুরু বৃহস্পতির অনুগামী হইলেন। এই প্রকারে তারার নিমিত্ত দেবাসুর-বিনাশন-সমর আরম্ভ হইল ॥ ৭ ॥

———

নিবেদিতোঽথাঙ্গিরসা সোমং নির্ভর্ৎস্য বিশ্বকৃৎ।
তারাং স্বভর্ত্রে প্রাযচ্ছদন্তর্বত্নীমবৈৎ পতিঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গিরসা সোমং (চন্দ্রং) নির্ভর্ৎস্য (তিরস্কৃত্য) বিশ্বকৃৎ (ব্রহ্মা) নিবেদতঃ (বিজ্ঞাপিতঃ অভূৎ ততশ্চন্দ্রাৎ) তারাং (বৃহস্পতিভার্য্যাং) স্বভর্ত্রে (তারাস্বামিনে বৃহস্পতয়ে) প্রাযচ্ছৎ (অদদাৎ), পতিঃ (বৃহস্পতিং) (ভার্য্যাং) অন্তর্বত্নীং (গর্ভিণীম্) অবৈৎ (অবধ্যুত) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—বৃহস্পতি ব্রহ্মার নিকট ঐ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, ব্রহ্মা চন্দ্রকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে তারাকে লইয়া তদীয় স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন, বৃহস্পতি স্বীয় পত্নী তারাকে গর্ভবতী বলিয়া জানিতে পারিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অজো ব্রহ্মা সোমং নির্ভৎস্য তস্মাৎ সকাশাৎ তারাং নিষ্কাশ্য স্বভর্ত্রে বৃহস্পতয়ে, স চ পতিস্তাম্ অন্তর্বত্নীং গর্ভবতীং অবৈৎ জ্ঞাতবান্ ॥ ৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজঃ'—ব্রহ্মা সোমকে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তারাকে লইয়া নিজ স্বামী বৃহস্পতিকে অর্পণ করিলেন। পতি বৃহস্পতি তাঁহাকে গর্ভবতী বলিয়া জানিতে পারিলেন ॥৮॥

———

ত্যজ ত্যজাশু দুষ্প্রজ্ঞে মৎক্ষেত্রাদাহিতং পরৈঃ।
নাহং ত্বাং ভস্মসাৎ কুর্য্যাং স্ত্রিয়ং সান্তানিকোঽসতি ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দুষ্প্রজ্ঞে ! (দুষ্টবুদ্ধে !) মৎক্ষেত্রাৎ (মমৈব আধানযোগ্যাৎ ক্ষেত্রাৎ) পরৈঃ (মদ্‌ভিন্নৈঃ) আহিতং (স্থাপিতং গর্ভম্) আশু (শীঘ্রং) ত্যজ ত্যজ (দূরীকুরু বিমোচয়, ইতি যাবৎ। পশ্চাৎ গর্ভে ত্যক্তে সতি মাং ভস্মসাৎ করিষ্যতীতি বিভ্যতীং তাং প্রত্যাহ নাহমিত্যাদি হে) অসতি, (ব্যভিচারিণি !) সান্তনিকঃ (সন্তানার্থী) অহং স্ত্রিয়ং ত্বাং ন ভস্মসাৎ কুর্য্যাৎ (ন ভস্মী করোমি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—(বৃহস্পতি তৎপত্নী তারাকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক বলিলেন)—অরে দুর্ব্বুদ্ধে! অন্যের দ্বারা উৎপন্ন গর্ভ আমার গর্ভাধান যোগ্যক্ষেত্র হইতে শীঘ্র দূরীভূত কর। গর্ভ পরিত্যাগ করিলে আমি তোকে ভস্মসাৎ করিব মনে করিয়া ভীতা হইস্ না, সন্তানার্থী আমি তোকে ভস্মীভূত করিব না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—বৃহস্পতিরুবাচ,—ত্যজেতি পরৈরাহিতং গর্ভং মৎক্ষেত্রাদস্মাৎ ত্যজ দূরীকুরু। গর্ভে ত্যক্তে মাং ভস্মীকরিষ্যতীতি বিভ্যতীমাশ্বাসয়ন্নাহ—নাহমিতি সান্তানিকঃ সন্তানার্থী ত্বয়ি সন্তানমুৎপাদয়িতুমনা অস্মীত্যর্থঃ। সান্তানিকে ইতি পাঠে সম্বোধনম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৃহস্পতি বলিলেন—'ত্যজ', অপরের আহিত গর্ভ আমার ক্ষেত্র হইতে শীঘ্র ত্যাগ কর (দূর করে দাও)। গর্ভ ত্যাগ করিলে আমাকে ভস্ম করিবে, এই ভয়ে ভীতা পত্নীকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক বলিতেছেন—'নাহং', আমি তোমাকে ভস্ম করিব না, যেহেতু আমি সন্তানার্থী, অর্থাৎ তোমাতে সন্তান উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করি—এই অর্থ। 'সান্তানিকে'—এই পাঠে, উহা সম্বোধন ॥ ৯ ॥

তত্যাজ ব্রীড়িতা তারা কুমারং কনকপ্রভম্।
স্পৃহামাঙ্গিরসশ্চক্রে কুমারে সোম এব চ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তারা (বৃহস্পতিভার্য্যা) ব্রীড়িতা (লজ্জিতা সতী) কনকপ্রভম্ (স্বর্ণাভং) কুমারং তত্যাজ (বিজহৌ প্রসুসুবে)। আঙ্গিরসঃ (বৃহস্পতিঃ) সোমঃ এব চ (চন্দ্রশ্চ) কুমারে (প্রসুতে তস্মিন্ পুত্রে) স্পৃহাং (প্রাপ্ত্যাশাং) চক্রে (অকরোৎ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—বৃহস্পতি-ভার্য্যা তারা পতির বাক্যে অতীব লজ্জিতা হইয়া গর্ভ হইতে স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট এক কুমার প্রসব করিলেন। কুমার প্রসূত হইলে, তাহাতে বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়ের স্পৃহা জন্মিল ॥১০॥

মমায়ং ন তবেত্যুচ্চৈস্তস্মিন্ বিবদমানয়োঃ।
পপ্রচ্ছুর্মুনয়ো দেবা নৈবোচে ব্রীড়িতা তু সা ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—মম অয়ং (পুত্রঃ) ন তব (ইত্যেবং তস্মিন্ (পুত্রনিমিত্তম্ উচ্চৈর্বিবদমানয়োঃ পরস্পরং মহান্তং বিবাদং কুর্ব্বতোঃ সতোঃ) মুনয়ঃ দেবাঃ (চ) পপ্রচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসাঞ্চক্রুঃ তারামিতি শেষঃ কস্যায়ং পুত্র ইতি) সা তু (তারা তু) ব্রীড়িতা (লজ্জিতা সতী) ন এব উচে (ন কথিতবতী) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—"এই পুত্র আমার তোমার নহে"—উভয়ের মধ্যে এই প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইলে, দেবতা ও মুনিগণ "এই সন্তান কাহার"—এই কথা তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু লজ্জায় তারা কিছু বলিতে পারিলেন না ॥ ১১ ॥

কুমারো মাতরং প্রাহ কুপিতোঽলীকলজ্জয়া।
কিং ন বচস্যসদ্বৃত্তে আত্মাবদ্যং বদাশু মে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) কুমারঃ (পিতৃনামাকথনাৎ) কুপিতঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) মাতরং (তারাং) প্রাহ (উবাচ,—হে) অসদ্বৃত্তে! (দুরাচারে,) কিং (কথম্) অলীকলজ্জয়া (মিথ্যা লজ্জয়া) আত্মাবদ্যম্ (আত্মদোষং) ন বচসি (ন কথয়সি) আশু (শীঘ্রং) মে (মম সমীপে) বদ (কো মে পিতেতি কথয়) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কুমার ক্রুদ্ধ হইয়া মাতার প্রতি বলিল,—"অরে অসদ্বৃত্তে! বৃথা লজ্জায় প্রয়োজন কি? নিজ দোষ বলিতেছিস্ না কেন? শীঘ্র আমার নিকট নিজ দোষ বল্" ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনোঽবদ্যং দোষং কিং ন বদসি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মাবদ্যং'—নিজের দোষ কিজন্য বলিতেছ না? ১২ ॥

ব্রহ্মা তাং রহ আহূয় সমপ্রাক্ষীচ্চ সান্ত্বয়ন্।
সোমস্যেত্যাহ শনকৈঃ সোমস্তং তাবদগ্রহীৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মা তাং (পুত্রেণ তিরস্কৃতাং তারাং) রহঃ (একান্তে) আহূয়ঃ (সম্বোধ্য আনীয়) সান্ত্বয়ন্ চ (অনুনয়ন্ চ) সমপ্রাক্ষীৎ (কস্যায়ং সুত ইতি পৃষ্ঠবান্ পৃষ্ঠা চ—সা) শনকৈঃ (অনুচ্চৈঃ শব্দেন)

সোমস্য (অয়ং সোমস্য পুত্রঃ) ইতি আহ (অব্রবীৎ,) সোমঃ তং (কুমারং) তাবৎ (বাক্যালঙ্কারে) অগ্রহীৎ (আত্মীয়মকরোৎ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ইহার পর ব্রহ্মা তারাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক "এই পুত্র কাহার"—জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তারা ধীরে ধীরে "ইহা সোমের সন্তান"—এই কথা বলিলেন। এই কথা বলিবামাত্র সোম কুমারকে গ্রহণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—রহ একান্তে ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রহঃ'—নির্জ্জন স্থানে (তারাকে আহ্বান করিয়া ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন) ॥ ১৩ ॥

তস্যাত্মযোনিরকৃত বুধ ইত্যভিধাং নৃপ।
বুদ্ধ্যা গম্ভীরয়া যেন পুত্রেণাপোড়ুরান্মুদম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—হে নৃপ! (হে পরীক্ষিৎ) আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা) তস্য (কুমারস্য) বুধঃ ইতি অভিধাং (নামধেয়ম্) অকৃত (অকরোৎ), উড়ুরাট্ (চন্দ্রঃ) যেন (যতঃ) পুত্রেণ (পুত্রস্য) গম্ভীরয়া বুদ্ধ্যা মুদং (হর্ষং) আপ (প্রাপ তত বুধ ইতি নামধেয়মিতি ভাবঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে পরীক্ষিৎ! ব্রহ্মা ঐ কুমারের গম্ভীর বুদ্ধি দেখিয়া "বুধ" নাম রাখিয়াছিলেন। নক্ষত্রপতি চন্দ্র ঐ পুত্র দ্বারা অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন ॥ ১৪ ॥

ততঃ পুরূরবা জজ্ঞে ইলায়াং য উদাহৃতঃ।
তস্য রূপ-গুণৌদার্য্য-শীল-দ্রবিণ-বিক্রমান্ ॥ ১৫ ॥
শ্রুত্বোর্ব্বশীন্দ্রভবনে গীয়মানান্ সুরর্ষিণা।
তদন্তিকমুপেয়ায় দেবী স্মরশরার্দ্দিতা ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (বুধাৎ) ইলায়াং পুরূরবাঃ জজ্ঞে (জাতঃ), যঃ (নবমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে কথিতঃ) দেবী উর্ব্বশী (স্বর্গণিকা) তস্য (পুরূরবসঃ) সুরর্ষিণা (নারদেন) ইন্দ্রভবনে গীয়মানাম্ (সংগীতান্) রূপগুণৌদার্য্যশীলদ্রবিণান্ (রূপং শরীরসৌন্দর্য্যং, গুণাঃ দয়া-দাক্ষিণ্যাদয়ঃ, ঔদার্য্যঃ উদারতা, শীলং স্বভাবঃ, দ্রবিণং ধনং তান্) শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) স্মরশরার্দ্দিতা (কাম-বাণপীড়িতা সতী) তদন্তিকং (তস্য পুরূরবসঃ অন্তিকং সমীপম্) উপেয়ায় (উপাজগাম) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর বুধ হইতে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। এই পুরূরবার কথা নবমস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। একদিন দেবর্ষি নারদ পুরূরবার রূপ, গুণ, ঔদার্য্য, স্বভাব, ধন, বিক্রমসকল কীর্ত্তন করিতেছিলেন, দেবী উর্ব্বশী তাহা শ্রবণপূর্ব্বক কামজালে পীড়িতা হইয়া তৎসমীপে (পুরূরবার নিকট) গমন করিল ॥ ১৫-১৬॥

মিত্রাবরুণয়োঃ শাপাদাপন্না নরলোকতাম্।
নিশাম্য পুরুষশ্রেষ্ঠং কন্দর্পমিব রূপিণম্ ॥ ১৭ ॥
ধৃতিং বিষ্টভ্য ললনা উপতস্থে তদন্তিকে।
স তাং বিলোক্য নৃপতির্হর্ষেণোৎফুল্ললোচনঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা দেবীং হৃষ্টতনূরুহঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ললনা (সা উর্ব্বশী) মিত্রাবরুণয়োঃ শাপাৎ নরলোকতাং (মনুষ্যভাবম্) আপন্না (উপগতা সতী) রূপিণং (পরিগৃহীতশরীরম্) ইব (কামদেবমিব তং) পুরুষশ্রেষ্ঠং (পুরূরবসং) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) ধৃতিং (ধৈর্য্যং) বিষ্টভ্য (অবলম্ব্য) তদন্তিকং (তস্য পুরূরবসঃ অন্তিকং সমীপম্) উপতস্থে (উপস্থিতবতী), সঃ নৃপতিঃ (পুরূরবাঃ) তাম্ (উর্ব্বশীং) বিলোক্য হর্ষেণ উৎফুল্ললোচনঃ (উৎফুল্লে বিকশিতে লোচনে নয়নে যস্য সঃ) হৃষ্টতনূরুহঃ (হৃষ্টানি উদঞ্চিতানি তনূরুহাণি রোমাণি যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) শ্লক্ষ্ণয়া (কোমলয়া) বাচা (বাক্যেন) দেবীম্ (উর্ব্বশীম্) উবাচ ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ—মিত্রাবরুণের অভিশাপে মনুষ্যভাবাপন্না ললনা উর্ব্বশী মূর্তিমান্ কামদেবস্বরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবাকে দেখিয়া ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে গমন করিল। উর্ব্বশীকে দেখিয়া রাজা পুরূরবার নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া তিনি সুমধুরবাক্যে উর্ব্বশীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—মিত্রাবরুণয়োস্তদ্দর্শনজনিতকামবিকারয়োরুর্ব্বশী ত্বং মানুষীব মনুষ্যভুক্তা ভবেত্যভিশাপাৎ নরলোকতাং নরলোকম্ ॥ ১৭-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মিত্রাবরুণয়োঃ'—উর্ব্বশীকে দর্শন করতঃ কামবিকারে অভিভূত হইয়া মিত্র ও বরুণ অভিশাপ দিয়াছিলেন—'তুমি মনুষ্য কর্ত্তৃক ভুক্তা হও', এই অভিশাপবশতঃ উর্ব্বশী 'নরলোকতাং'—নরলোকে গমন করিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

———

শ্রীরাজোবাচ—

স্বাগতং তে বরারোহে আস্যতাং করবাম কিম্ ।
সংরমস্ব ময়া সাকং রতির্নৌ শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজঃ (পুরূরবাঃ) উবাচ,—(হে) বরারোহে ! (হে সুন্দরি !) তে (তুভ্যং) স্বাগতং (সুভাগমনং ভবতু), আস্যতাং (অত্র উপবিশ্যতাং), কিং করবাম (তদ্ বিদধাম বয়মিত্যর্থঃ) ময়া সাকং সংরমস্ব (সঙ্গতা ভব) নৌ (আবয়োঃ) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বৎসরান্ ব্যাপ্য) রতিঃ (অস্তিতিঃ শেষঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—পুরূরবা বলিলেন,—"হে সুন্দরি ! তোমার শুভাগমন হউক, উপবেশন কর, বল আমি কি করিব ? আমার সহিত বিহার কর। বহু বৎসর যাবৎ আমাদের পরমসুখে রমণ হউক" ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—নৌ রতিরস্তু ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৌ রতিরস্তু'—রাজা পুরূরবা বলিলেন—আমাদের এই বিহার দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক ॥ ১৯ ॥

———

উর্ব্বশ্যুবাচ—

কস্যাস্ত্বয়ি ন সজ্জেত মনো দৃষ্টিশ্চ সুন্দর ।
যদঙ্গান্তরমাসাদ্য চ্যবতে হ রিরংসয়া ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—উর্ব্বশী উবাচ,—(রাজানং প্রতি হে) সুন্দর ! (কমনীয়কান্তে !) কস্যাঃ (স্ত্রিয়ঃ) মনঃ (চিত্তং) দৃষ্টিঃ চ ত্বয়ি ন সজ্জেত । (ন আসক্তং ভবেৎ, সর্ব্বস্যা এব ভবেদিত্যর্থঃ) যদঙ্গান্তরং (যস্য তব অঙ্গান্তরং বক্ষঃ) রিরংসয়া (রন্তমিচ্ছয়া) আসাদ্য (প্রাপ্য নারী) ন চ্যবতে (ন অপযাতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—উর্ব্বশী বলিল,—হে সুন্দর ! কোন্ স্ত্রীর চিত্ত ও দৃষ্টি আপনাতে আকৃষ্ট না হয় ? আপনার বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত হইয়া রমণ ইচ্ছায় কেহই তথা হইতে অপগত হইতে ইচ্ছা করে না ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্‌যস্মাৎ অঙ্গ, হে রাজন্, অন্তরং রহসি অবকাশং আসাদ্য প্রাপ্য রিরংসয়া মনশ্চ্যবতে বিকৃতীভবতি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদঙ্গান্তরং'—যেহেতু হে রাজন্ ! নির্জ্জন অবকাশ প্রাপ্ত হইলে রমণেচ্ছায় কোন্ রমণীর মন বিকৃত না হয় ? ২০ ॥

———

এতাবুরণকৌ রাজন্ ন্যাসৌ রক্ষস্ব মানদ ।
সংরংস্যে ভবতা সাকং শ্লাঘ্যঃ স্ত্রীণাং বরঃ স্মৃতঃ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! (পুরূরবঃ !) এতৌ ন্যাসৌ (নিক্ষেপরূপৌ) উরণকৌ (মেষৌ) রক্ষস্ব (পালয়, হে) মানদ, (মেষরক্ষণমেব অস্মৎসম্মানং তদ্‌রক্ষণেন মানং রক্ষস্ব ইত্যর্থঃ) ভবতা সাকং (সহ) সংরংস্যে (সঙ্গমিষ্যামি যতঃ যঃ) শ্লাঘ্যঃ (প্রশংসনীয়ঃ স এব) স্ত্রীণাং (নারীণাং) বরঃ (বরণীয়ঃ) স্মৃতঃ (কথিতঃ অতো বিজাতীয়ত্বং ন দোষাবহমিতি ভাবঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—(অনন্তর শাপবসানে উর্ব্বশী স্বর্গ গমন করিবে এইরূপ ইচ্ছায় বলিতে লাগিল)—হে রাজন্ ! আপনি এই দুইটী মেষ নিক্ষেপরূপে (গচ্ছিতবস্তু স্বরূপে) রক্ষা করুন, আমি আপনার সহিত রমণ করিব। যেহেতু যিনি (লোক-সমাজে) প্রশংসনীয় তিনি স্ত্রীগণের-বরণীয় (অতএব আপনি বিজাতীয় পুরুষ হইলেও বরণে দোষ হইতে পারে না) ॥ ২১॥

বিশ্বনাথ—শাপাবসানমিষেণ স্বর্গং জিগমিষোস্তস্যা ভাষাবন্ধমাহ এতাবিতি দ্বাভ্যাম্ । উরণকৌ মেষৌ ন্যাসৌ নিক্ষেপরূপৌ রক্ষ । যঃ শ্লাঘ্যঃ স এব স্ত্রীণাং বরঃ স্মৃতঃ ইতি বিজাতীয়ত্বং স্ত্রীণামস্মাকং ন দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শাপাবসানে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গচ্ছলে

স্বর্গে গমনের ইচ্ছায় তাঁহার ভাষাবন্ধ বলিতেছেন—'এতৌ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'উরণকৌ'—আমার পুত্ররূপে পালিত এই মেষ দুইটি তোমার নিকট গচ্ছিত রহিল, তুমি ইহাদিগকে রক্ষা করিবে। (অর্থাৎ যতদিন তুমি ইহাদিগকে রক্ষা করিবে, ততকাল আমি তোমার সহিত রমণ করিব)। 'শ্লাঘ্যঃ'—যিনি প্রশংসনীয়, তিনিই অপ্সরা রমণীগণের পতি বলিয়া গণ্য হন, অতএব আপনি বিজাতীয় পুরুষ হইলেও পতিরূপে আপনাকে বরণ করিতে আমাদের কোন দোষ নাই—এই ভাব ॥২১॥

ঘৃতং মে বীর ভক্ষ্যং স্যান্নেক্ষে ত্বান্যত্র মৈথুনাৎ।
বিবাসসং তৎ তথেতি প্রতিপেদে মহামনাঃ॥ ২২॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর! মে (মম) ঘৃতম্ (আজ্যং) ভক্ষ্যং স্যাৎ (ভোজ্যং ভবেৎ, দেবানামমৃতাশিত্বাৎ) মৈথুনাৎ (সঙ্গমাৎ) অন্যত্র (অন্যস্মিন্ সময়ে) ত্বা (ত্বাং) বিবাসসম্ (উলঙ্গং) ন ঈক্ষে (ন দ্রক্ষ্যামীত্যর্থঃ দর্শয়িষ্যসি চেৎ গমিষ্যামীতি ভাবঃ) মহামন্যঃ (পুরূরবাঃ) তৎ (বাক্যং) তথা ইতি (তদেবাস্ত ইতি) প্রতিপেদে (স্বীচকার) ॥ ২২॥

অনুবাদ—হে বীর! ঘৃত আমার ভোজ্য হইবে এবং মৈথুনের পর আমি আপনাকে বিবস্ত্র দেখিতে পাইব না। মহামনা পুরূরবা উর্ব্বশীর উক্ত বাক্য অঙ্গীকার করিলেন॥ ২২॥

বিশ্বনাথ—ঘৃতং মে ভক্ষ্যমিত্যমৃতং বা আজ্যমিতি শ্রুতের্দেবানাঞ্চামৃতাশিত্বাৎ, ত্বা ত্বাম্। তত্তস্যা বচনং তথাস্ত্বিতি প্রতিপেদে অঙ্গীকৃতবান্॥ ২২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঘৃতং মে ভক্ষ্যং'—ঘৃত বলিতে অমৃত বা আজ্য আমার ভোজ্য হইবে, শ্রুতিতে উক্ত আছে—অমৃতই দেবগণের ভোজ্য। 'ত্বা'—তোমাকে মৈথুনকাল ব্যতীত অন্য কোন সময়েই নগ্ন দেখিব না। 'তৎ তথা'—'তাহাই হইবে', এই বলিয়া পুরূরবা তাঁহার কথা স্বীকার করিলেন॥ ২২॥

অহো রূপমহো ভাবো নরলোকবিমোহনম্।
কো ন সেবেত মনুজো দেবীং ত্বাং স্বয়মাগতাম্॥২৩

অন্বয়ঃ—অহো (আশ্চর্য্যং) রূপং (তবেদৃশং সৌন্দর্য্যম্) অহো (আশ্চর্য্যং) ভাবঃ চ (অভিপ্রায়বিশেষশ্চ) নরলোকবিমোহনং (নরলোকান্ বিমোহয়তীতি মনুষ্য-লোকমুগ্ধকরং এতদুভয়মিতি শেষঃ অতঃ) স্বয়ম্ আগতাং (স্বয়মেব উপস্থিতাং) দেবীং ত্বাং কঃ মনুজঃ (মনুষ্যঃ) ন সেবেত (ভজেত) ॥২৩॥

অনুবাদ—(অনন্তর পুরূরবা বলিলেন,—হে সুন্দরি!) তোমার আশ্চর্য্যরূপ আশ্চর্য্যভাব মনুষ্যমাত্রেরই মনোমুগ্ধকর অতএব স্বর্গলোক হইতে স্বয়ং আগতা দেবী তোমাকে কোন্ মনুষ্যই বা সেবা না করিবে? ২৩॥

বিশ্বনাথ—ভাবো ভাবহাবাদি॥ ২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভাবঃ'—তোমার ভাব হাবাদি কি আশ্চর্য্যজনক॥ ২৩॥

তয়া স পুরুষশ্রেষ্ঠো রময়ন্ত্যা যথার্হতঃ।
রেমে সুরবিহারেষু কাম চৈত্ররথাদিষু॥ ২৪॥

অন্বয়ঃ পুরুষশ্রেষ্ঠঃ (পুরূরবাঃ) যথার্হতঃ (যথাশক্তি) রময়ন্ত্যা (ক্রীড়য়ন্ত্যা) তয়া (উর্ব্বশ্যা সহ) চৈত্ররথাদিষু (চৈত্ররথপ্রভৃতিষু) সুরবিহারেষু (দেববিহারক্ষেত্রেষু) কামং (যথেষ্টং) রেমে॥ ২৪॥

অনুবাদ—পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবা উর্ব্বশীর সহিত চৈত্ররথ প্রভৃতি দেববিহারস্থলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিলেন, উর্ব্বশীও তাঁহার বিহারসম্পাদনে ব্যাপৃতা রহিল॥ ২৪॥

রমমাণস্তয়া দেব্যা পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধয়া।
তন্মুখামোদমুষিতো মুমুদেঽহর্গণান্ বহূন্॥২৫॥

অন্বয়ঃ—পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধয়া (পদ্মকিঞ্জল্কস্য গন্ধ ইব গন্ধো যস্যাঃ তয়া) তয়া দেব্যা (উর্ব্বশ্যা সহ) রমমাণঃ তন্মুখামোদমুষিতঃ (তস্যাঃ উর্ব্বশ্যাঃ মুখামোদেন মুষিতঃ প্রলোভিতঃ সন্ সহঃ) বহূন্ (অনেকান্) অহর্গণান্ (দিবসান্ যাবৎ) মুমুদে (হৃষ্টোঽভূৎ পরিতোষমনুবভূব)॥ ২৫॥

অনুবাদ—পদ্মকেশরগন্ধা দেবী উর্ব্বশীর সহিত বিহার করিতে করিতে তন্মুখ-সৌভরে প্রলোভিত হইয়া পুরূরবা অনেক দিন পরমানন্দ ভোগ করিলেন ॥ ২৫ ॥

অপশ্যন্নুর্ব্বশীমিন্দ্রো গন্ধর্ব্বান্ সমচোদয়ৎ ।
উর্ব্বশীরহিতং মহ্যমাস্থানং নাতিশোভতে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রঃ (দেবরাজঃ) উর্ব্বশীঃ (সভায়াম্) অপশ্যন্ (অনবলোকয়ন্) উর্ব্বশীরহিতং (উর্ব্বশীশূন্যং) মহ্যং (মম ইত্যর্থম্) আস্থানং (সভা) ন অতিশোভতে, (ইতি বিচার্য্য) গন্ধর্ব্বান্ (উর্ব্বশীমানেতুং) সমচোদয়ৎ (প্রেষয়ামাস) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—দেবরাজ ইন্দ্র সভামধ্যে উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া "আমার এই সভা উর্ব্বশীরহিত হইয়া শোভা পাইতেছে না"—এই বিচারে উর্ব্বশীকে আনয়ন করিবার জন্য গন্ধর্ব্বদিগকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মহ্যমাস্থানং মম সভা ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহ্যম্ আস্থানং'—আমার এই সভা (উর্ব্বশী না থাকিলে শোভা পায় না।) ॥ ২৬ ॥

ত উপেত্য মহারাত্রে তমসি প্রত্যুপস্থিতে ।
উর্ব্বশ্যা উরণৌ জহ্রুর্ন্যস্তৌ রাজনি জায়য়া ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—তে (গন্ধর্ব্বাঃ) মহারাত্রে (মহানিশায়াং "মহানিশা দ্বে ঘটিকে রাত্রের্মধ্যমযাময়োঃ") তমসি (অন্ধকারে নিদ্রায়াং বা) প্রত্যুপস্থিতে (আগতে সম্ভূতে সতি) উপেত্য (আগত্য) জায়য়া উর্ব্বশ্যা রাজনি (পুরূরবসি) ন্যস্তৌ (পাল্যত্বেন নিহিতৌ) উরণৌ (মেষৌ) জহ্রুঃ (চোরয়ামাসুঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—গন্ধর্ব্বগণ মধ্যরাত্রে গাঢ় অন্ধকার হইলে,—মর্ত্ত্যলোকে আগমনপূর্ব্বক জায়া উর্ব্বশী যে মেষ দুইটী গচ্ছিতস্বরূপে পুরূরবার নিকট রাখিয়াছিল, তাহা হরণ করিল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—মহারাত্রে মধ্যরাত্রে। মহানিশা দ্বে ঘটিকে রাত্রের্মধ্যমযাময়োরিতি স্মৃতেঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহারাত্রে'—মধ্যরাত্রে, নিশীথকালে। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে—রাত্রির মধ্যম দুই প্রহরকে মহানিশা বা মধ্যরাত্রি বলে ॥ ২৭ ॥

নিশম্যাক্রন্দিতং দেবী পুত্রয়োর্নীয়মানয়োঃ ।
হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—দেবী (উর্ব্বশী) নীয়মানয়োঃ পুত্রয়োঃ (পুত্রবদবস্থিতয়োঃ মেষয়োরিত্যর্থঃ) আক্রন্দিতং (রোদনং) নিশম্য (শ্রুত্বা) বীরমানিনা (বীরমাত্মানং মন্যতে যঃ স বীরমানী তেন) নপুংসা (ক্লীবেন নির্বীর্য্যেণ) কুনাথেন (কুৎসিতস্বামিনা) অহং হতা অস্মি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—উর্ব্বশী ঐ মেষ দুইটীকে পুত্রতুল্য স্নেহ করিত। গন্ধর্ব্বগণ যখন উহাদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল তখন মেষ দুইটী ক্রন্দন করিতেছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী "বীরাভিমানী—নির্ব্বীর্য্য কুৎসিৎ স্বামি কর্ত্তৃক আমি হত হইলাম"—এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল ॥২৮॥

বিশ্বনাথ—পুত্রয়োর্মেষয়োঃ। নপুংসা নপুংসকেন, যত্র বিস্রম্ভাৎ বীরোঽয়মিতি বিশ্বাসাৎ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুত্রয়োঃ'—পুত্রবৎ পালিত মেষ দুইটির (ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী বলিলেন)। 'নপুংসা'—এই বীরাভিমানী নপুংসক নিন্দনীয় পতি দ্বারা আমি বিনষ্ট হইলাম। 'যদ্‌বিস্রম্ভাৎ'—(ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের কথা), এই ব্যক্তি বীর, আমার পুত্র দুইটিকে রক্ষা করিবে—এই বিশ্বাসবশতঃ আমি বিনষ্টা হইয়াছি ॥ ২৮ ॥

যদ্বিস্রম্ভাদহং নষ্টা হৃতাপত্যা চ দস্যুভিঃ ।
য শেতে নিশি সন্ত্রস্তো যথা নারী দিবা পুমান্ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—যদ্বিস্রম্ভাৎ (যস্য অস্য কুনাথস্য বিস্রম্ভাৎ বিশ্বাসাৎ) অহং দস্যুভিঃ হৃতাপত্যা (হৃতে চোরিতে অপত্যে পুত্রৌ যস্যাঃ সা অতঃ) নষ্টা চ (মৃতপ্রায়া অভবম্), নারী যথা দিবা (দিবসে সন্ত্রস্তা সতী শেতে তথা) যঃ পুমান্ (পুরুষঃ অয়ং) নিশি (রাত্রৌ) সন্ত্রস্তঃ (সন্) শেতে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—আমি ইহার প্রতি বিশ্বাস করিয়াছিলাম বলিয়া অদ্য দস্যুগণ আমার পুত্র দুইটীকে অপহরণ করিল। আমি বিনষ্ট হইলাম। দিবাভাগে স্ত্রীগণ যেরূপ ভীতা হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, ইনি তদ্রূপ ভীত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—নিশি নারী যথা তথা শেতে সন্ত্রস্তঃ। চৌরান্মেষাবানেতুমসমর্থঃ। তস্মাদ্দিবৈব যঃ পুমান্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিশি'—নারী যেমন রাত্রিতে চৌরভয়ে ভীত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই ব্যক্তি মেষ দুইটি আনিতে অসমর্থ হইয়া শয়ন করিয়া আছে। 'দিবা পুমান্'—অতএব দিবাভাগেই ইনি পুরুষ। (অর্থাৎ ইনি রাত্রিতে নারীর ন্যায় সন্ত্রস্তচিত্তে শয়ন করিয়া থাকেন এবং দিবাভাগে পুরুষের ন্যায় আচরণ করেন) ॥ ২৯ ॥

———

ইতি বাক্শায়কৈর্বিদ্ধঃ প্রতোদৈরিব কুঞ্জরঃ।
নিশি নিস্ত্রিংশমাদায় বিবস্ত্রোঽভ্যদ্রবদ্রুষা ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(অনন্তরঃ পুরূরবাঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তৈঃ) বাক্শায়কৈঃ (বাক্য-বাণৈঃ) প্রতোদৈঃ (অঙ্কুশৈঃ) কুঞ্জরঃ (গজঃ) ইব বিদ্ধঃ (অভিহতঃ) বিবস্ত্রঃ (উলঙ্গো ভূত্বা) রুষা (কোপেন) নিশি (রাত্রৌ) নিস্ত্রিংশম্ আদায় (খড়্গং গৃহীত্বা) অভ্যদ্রবৎ (গন্ধর্ব্বান্ অনুসসারে) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—গজ যেরূপ অঙ্কুশদ্বারা বিদ্ধ হয়, পুরূরবাও তদ্রূপ উর্ব্বশীর বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে নগ্নাবস্থায় রাত্রিতে খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—নিস্ত্রিংশং খড়্গম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিস্ত্রিংশং'—খড়্গ (গ্রহণপূর্ব্বক রাজা ধাবিত হইলেন।) ॥ ৩০ ॥

———

তে বিসৃজ্যোরণৌ তত্র ব্যদ্যোতন্ত স্ম বিদ্যুতঃ।
আদায় মেষাবায়ান্তং নগ্নমৈক্ষত সা পতিম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—তে (গন্ধর্ব্বাঃ) উরণৌ (মেষৌ) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) তত্র (পুরূরবোগৃহে) বিদ্যুতঃ (বিশিষ্টদ্যুতিমন্তঃ সন্তঃ) ব্যদ্যোতন্ত স্ম (দীপ্তিম্ অকুর্ব্বত ইত্যবসরে) সা (উর্ব্বশী) মেষৌ আদায় (গৃহীত্বা) আয়ান্তম্ (আগচ্ছন্তং) পতিং (পুরূরবাং) নগ্নম্ (উলঙ্গম্) ঐক্ষত (অপশ্যৎ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—গন্ধর্ব্বগণ মেষ দুইটী পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশিষ্ট দ্যুতিমান্ হইয়া পুরূরবার গৃহে প্রভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। তৎকালে উর্ব্বশী পতিকে নগ্নাবস্থায় মেষ দুইটী লইয়া আগমন করিতে দেখিতে পাইল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—বিদ্যুতঃ বিশিষ্টদ্যুতিমন্তো ব্যদ্যোতন্ত দীপ্তিমকুর্ব্বত। তদৈব নগ্নমৈক্ষতেতি ভাষাভঙ্গান্নির্জগামেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিদ্যুতঃ'—গন্ধর্ব্বগণ অতিশয় দীপ্তিমান্ হইয়া তথায় দীপ্তি বিস্তার করিতেছিল। তৎকালে মেষ দুইটিকে লইয়া 'নগ্নম্'—নগ্ন স্বামীকে আসিতে দেখিলেন, ইহার দ্বারা রাজার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ায় উর্ব্বশী চলিয়া গেলেন, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

———

ঐলোঽপি শয়নে জায়ামপশ্যন্ বিমনা ইব।
তচ্চিত্তো বিহ্বলঃ শোচন্ বভ্রামোন্মত্তবন্মহীম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—ঐলঃ (পুরূরবাঃ) অপি শয়নে (শয্যায়াং) জায়াং (পত্নীম্ উর্ব্বশীম্) অপশ্যন্ (ন দৃষ্ট্বা) বিমনাঃ ইব (দুঃখিতান্তঃকরণ ইব) তচ্চিত্তঃ (তস্যামেব চিত্তং যস্য তথাভূতঃ) বিহ্বলঃ (বিহ্বলঃ) শোচন্ (শোকং কুর্ব্বন্) উন্মত্তবৎ (ক্ষিপ্তবৎ) মহীং (পৃথিবীং) বভ্রাম (বিচচার) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—পুরূরবাও শয্যায় পত্নী উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে তদ্গতচিত্ত ও বিহ্বল হইয়া শোক করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

———

স তাং বীক্ষ্য কুরুক্ষেত্রে সরস্বত্যাঞ্চ তৎসখীঃ।
পঞ্চ প্রহৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং পুরূরবাঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ পুরূরবাঃ সরস্বত্যাং (সরস্বত্যাস্তীরে) কুরুক্ষেত্রে তাম্ (উর্ব্বশীং) পঞ্চ তৎসখীঃ

চ (তস্যাঃ উর্ব্বশ্যাঃ পঞ্চসখীশ্চ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) প্রহৃষ্টবদনঃ (প্রহৃষ্টম্ অত্যানন্দিতং বদনং যস্য স তথাভূতঃ সন্) সূক্তং (শোভনং বচঃ) প্রাহ (ব্রবীতি স্ম) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—পুরূরবা (এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে) সরস্বতীতীরে উর্ব্বশী ও তাহার পঞ্চ সখীকে দেখিতে পাইয়া প্রসন্নবদনে এই সুশোভন-বাক্য বলিলেন— ॥ ৩৩ ॥

অহো জায়ে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে ন ত্যক্তুমর্হসি।
মাং ত্বমদ্যাপ্যনির্বৃত্য বচাংসি কৃণবাবহৈ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—অহো ঘোরে ! (নির্দ্দয়ে), জায়ে ! (ভার্য্যে), অদ্য অপি ত্বম্ অনির্বৃত্য (মৎকৃতাং নির্বৃতিং তৃপ্তিম্ অপ্রাপ্য) মাং ত্যক্তুং (বিহাতুং) ন অর্হসি (ন সমর্থাসি, যদি ত্যক্ষ্যস্যেব তদা) বচাংসি (ক্ষণং গোষ্ঠীং) কৃণবাবহৈ (করবাবহৈ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে জায়ে ! হে ঘোরে ! তুমি অদ্যাপি আমার দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হও নাই, কিন্তু তাই বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হইতেছে না। যদি একান্ত পরিত্যাগ কর তথাপি তোমার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করি ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—অদ্যাপি অনির্বৃত্য ন নির্বৃতা ভূত্বা মদ্দত্তাং নির্বৃতিমপ্রাপ্য মাং ত্যক্তুং নার্হসি। অনির্বত্যেতি পাঠে মাং নিঃশেষেণ আবর্ত্তয়িত্বা অজীবয়িত্বেত্যর্থঃ। যদি বা ত্যক্ষ্যসি তদপি ক্ষণং তাবদ্বচাংসি কৃণবাবহৈ গোষ্ঠীং করবাবহৈ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদ্যাপি অনির্বৃত্য'—নির্বৃতা না হইয়া, অর্থাৎ তুমি এখনও আমার নিকট হইতে সুখের পরিসমাপ্তি লাভ কর নাই, অতএব আমাকে ত্যাগ করিতে পার না। 'অনির্বত্য'—পাঠে, আমাকে নিঃশেষরূপে সঞ্জীবিত না করিয়া, তুমি ত্যাগ করিতে পার না। যদি ত্যাগই কর, তথাপি কিছুক্ষণ আমরা বাক্যালাপ করি ॥ ৩৪ ॥

সুদেহোঽয়ং পতত্যত্র দেবি দূরং হৃতস্ত্বয়া।
খাদন্ত্যেনং বৃকা গৃধ্রাস্ত্বৎপ্রসাদস্য নাস্পদম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—দেবি ! (উর্ব্বশি !) ত্বয়া (এব হেতুভূতয়া) দূরং হৃতঃ (এবং দূরং দেশং প্রাপিতঃ) অহং সুদেহঃ (কমনীয়ং শরীরং ত্বৎপ্রত্যাখ্যানে) অত্র পততি (মরিষ্যামীতি ভাবঃ তদা তু) ত্বৎপ্রসাদস্য (তব অনুগ্রহস্য) নাস্পদম্ এনং (দেহং) বৃকাঃ (কুক্কুরাকৃতিব্যাঘ্রবিশেষাঃ) গৃধ্রাঃ (শকুনয়শ্চ) খাদন্তি (দেহোঽয়ং গৃধ্রাদীনাং ভক্ষ্যঃ ভবতীতি ভাবঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে দেবি ! তোমা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমার এই সুন্দর কলেবর এই স্থানে পতিত হইতেছে এবং তোমার কৃপার আস্পদ না হওয়ায় বৃক (নেকড়ে বাঘ) শকুনি ইহাকে খাইয়া ফেলিবে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—পশ্যন্ত্যাস্তস্যা দয়ামুৎপাদয়তি সুদেহ ইতি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দর্শনকারিণী উর্ব্বশীর দয়া উৎপাদন করিতেছেন—'সুদেহ' ইত্যাদি, অর্থাৎ তোমা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে আমার এই কমনীয় দেহ বৃক ও গৃধ্রগণ ভক্ষণ করিবে ॥ ৩৫ ॥

উর্ব্বশ্যুবাচ—

মা মৃথাঃ পুরুষোঽসি ত্বং মাস্ম ত্বাদ্যুর্বৃকা ইমে।
ক্বাপি সখ্যং ন বৈ স্ত্রীণাং বৃকাণাং হৃদয়ং যথা ॥৩৬

অন্বয়ঃ—উর্ব্বশী উবাচ,—(হে রাজন্ !) ত্বং পুরুষঃ অসি (পুরুষাকারসম্পন্নোঽসি অতঃ) মা মৃথাঃ (ন ম্রিয়স্ব, ধৈর্য্যং বিধেহি ইত্যর্থঃ) ইমে বৃকাঃ (প্রসিদ্ধাঃ ইন্দ্রিয়রূপাঃ বৃকাঃ) ত্বা (ত্বাং) মাস্ম অদ্যুঃ (ন ভক্ষয়েয়ুঃ ইন্দ্রিয়পরবশো মা ভবেত্যর্থঃ) ক্বাপি (কুত্রাপি) স্ত্রীণাং সখ্যং (প্রীতিঃ) ন বৈ (নভবত্যেব) যথা বৃকাণাং (তথা স্ত্রীণামপি) হৃদয়ং (চিত্তং ভবেৎ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—উর্ব্বশী বলিলেন,—(হে রাজন্ !) আপনি পুরুষ, সুতরাং অধৈর্য্য হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন না, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। ইন্দ্রিয়রূপ বৃকগণ যেন আপনাকে ভক্ষণ না করে অর্থাৎ আপনি অজিতেন্দ্রিয় হইবেন না। স্ত্রীগণের হৃদয় বৃকগণের ন্যায় সুতরাং তাহাদের কুত্রাপি সখ্য থাকে না ॥৩৬॥

বিশ্বনাথ—মা মৃথাঃ ন ম্রিয়স্ব পুরুষোঽসীতি নপুংসক-লক্ষণমধৈর্য্যং ত্যজেতি ভাবঃ। ইমে বৃকা ইতি বৃকাঃ খলু ন বৃকাঃ কিন্ত্বিন্দ্রিয়াণ্যেব বৃকা দুর্বা-রাস্ত্বাং মাস্ম অদ্যুঃ ভক্ষয়েষুঃ অজিতেন্দ্রিয়ো মাভূরি-ত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মা মৃথাঃ'—তুমি মরিও না, তুমি পুরুষ, অতএব নপুংসকলক্ষণ অধৈর্য্য পরিত্যাগ কর (অর্থাৎ ধৈর্য্য ধারণ কর)—এই ভাব। 'ইমে বৃকাঃ'—এই বৃকগণ বৃক নহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়রূপী বৃকগণ দুর্ব্বারণীয়, তাহারা যেন তোমাকে ভক্ষণ না করে, অর্থাৎ তুমি অজিতেন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়পরবশ) হইও না—এই অর্থ ॥ ৩৬ ॥

স্ত্রিয়ো হ্যকরুণাঃ ক্রূরা দুর্ম্মর্ষাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ঘ্নন্ত্যল্পার্থেঽপি বিস্রব্ধং পতিং ভ্রাতরমপ্যুত ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যস্মাৎ) অকরুণাঃ (নির্দ্দয়া) ক্রূরাঃ (অতএব কুটিলস্বভাবাঃ) দুর্ম্মর্ষাঃ (অপরাধা-সহিষ্ণবঃ) প্রিয়সাহসাঃ (প্রিয়ার্থং সুখার্থম্ অধর্ম্মাদৌ সাহসো যাসাং তাঃ) স্ত্রিয়ঃ (নার্য্যঃ) অল্পার্থে অপি (কিঞ্চিদপি প্রয়োজনমাসাদ্য) বিস্রব্ধং (বিশ্বস্তং) ভ্রাতরম্ উত অপি (অথবা) পতিং (স্বামিনমপি) ঘ্নন্তি (নাশয়ন্তি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—যেহেতু স্ত্রীগণ নির্দ্দয়া ও কুটীল-স্বভাবা। তাহারা সামান্য দোষও সহ্য করে না এবং নিজ সুখের নিমিত্ত অধর্ম্মাদিতে ভীত হয় না, (সুতরাং) সামান্য কারণেই তাহারা বিশ্বস্ত ভ্রাতা ও পতির প্রাণ নাশ করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—যত্র ত্বং বিস্রভ্য দুর্ল্লভং মানুষ্যং বিফলয়সি, তাসামস্মাকং স্ত্রীজাতীনাং স্বভাবং শৃণ্বি-ত্যাহ স্ত্রিয় ইতি দ্বাভ্যাম্। দুর্ম্মর্ষা অপরাধাসহিষ্ণবঃ প্রিয়ার্থমধর্ম্মাদাবপি সাহসং যাসাং তাঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া তুমি দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম বিফল করিতেছ, সেই স্ত্রীজাতি আমাদের স্বভাব শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন 'স্ত্রিয়ঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'দুর্ম্মর্ষাঃ'—ক্ষমারহিত, সামান্য অপরাধও তাহারা সহ্য করে না। 'প্রিয়-সাহসাঃ'—নিজের রুচিপ্রদ প্রিয় বস্তুর জন্য অধর্ম্মাদি আচরণেও যাহাদের সাহস, (তাহাদিগকে তুমি বিশ্বাস করিতেছ ?) ॥ ৩৭ ॥

বিধায়ালীকবিস্রম্ভমজ্ঞেষু ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
নবং নবমভীপ্সন্ত্যঃ পুংশ্চল্যঃ স্বৈরবৃত্তয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—স্বৈরবৃত্তয়ঃ (স্বেচ্ছাচারিণঃ) পুংশ্চল্যঃ (কুলটাঃ) ত্যক্তসৌহৃদাঃ (ত্যক্তং সৌহৃদং সখ্যং যাভিঃ তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ স্ত্রিয়ঃ) অজ্ঞেষু (মূর্খেষু) অলীক-বিস্রম্ভং (মিথ্যা-বিশ্বাসং) বিধায় (উৎপাদ্য) নবং নবং (নূতননূতনসঙ্গম) অভীপ্সন্ত্যঃ (বাঞ্ছন্ত্যঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—স্বেচ্ছাচারিণী কুলটা, ত্যক্তসৌহৃদ স্ত্রীগণ অজ্ঞগণমধ্যে মিথ্যা প্রণয় স্থাপনপূর্ব্বক নিত্য নূতন নূতন সঙ্গ অভিলাষ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

সংবৎসরান্তে হি ভবানেকরাত্রং ময়েশ্বরঃ।
রংস্যত্যপত্যানি চ তে ভবিষ্যন্ত্যপরাণি ভোঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ (হে রাজন্ পুরূরব !) ঈশ্বরঃ ভবান্ সম্বৎসরান্তে (সম্বৎসরাবসানে) একরাত্রং হি ময়া (সহ) রংস্যতি (সংগমিষ্যতি তথা সতি) তে (তব) অপরাণি চ (অন্যানি চ) অপত্যানি (সন্ত-তয়ঃ) ভবিষ্যন্তি (উৎপৎস্যন্তে এতেনাত্মনো গর্ভি-ণীত্বং সূচিতম্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! আপনি সম্বৎসরান্তে একরাত্র আমার সহিত বিহার করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতেই আপনার অন্যান্য সন্তানগণের জন্ম হইবে ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রবোধয়িতুমশক্যং পুনঃ সান্ত্বয়তি। সম্বৎসরান্তে ইতি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রবোধদানে অসমর্থ তাঁহাকে পুনরায় সান্ত্বনা দিতেছেন—'সম্বৎসরান্তে', (অর্থাৎ তুমি সংবৎসর পরে একরাত্রি আমার সহিত রমণ করিবে এবং ইহাতে তোমার আরও সন্তান উৎপন্ন হইবে।) ॥ ৩৯ ॥

অন্তর্বত্নীমুপালক্ষ্য দেবীং স প্রযযৌ পুরীম্ ।
পুনস্তত্র গতোঽব্দান্তে উর্ব্বশীং বীরমাতরম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (পুরূরবাঃ) দেবীম্ (উর্ব্বশীম্) অন্তর্বত্নীং (গর্ভিণীম্) উপালক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) পুরীং প্রযযৌ (গতবান্)। পুনঃ অব্দান্তে (সম্বৎসরাবসানে) তত্র (কুরুক্ষেত্রে) বীরমাতরং (বীরজননীম্) উর্ব্বশীং গতঃ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—পুরূরবা উর্ব্বশীকে গর্ভবতী লক্ষ্য করিয়া নিজ পুরীতে গমন করিলেন এবং বৎসরান্তে কুরুক্ষেত্রে পুনরায় বীর-প্রসবিনী উর্ব্বশীকে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তর্বত্নীমুপালক্ষ্যেতি তস্যা অপরাণীতি বচনাৎ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তর্বত্নীম্ উপালক্ষ্য'—উর্ব্বশীকে গর্ভবতী দেখিয়া রাজা নিজ পুরীতে গমন করিলেন। 'পুনঃ'—'তোমার আরও সন্তান হইবে', উর্ব্বশীর এই বাক্য অনুসারে রাজা পুনরায় সংবৎসরান্তে তাহার সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৪০ ॥

উপলভ্য মুদা যুক্তঃ সমুবাস তয়া নিশাম্ ।
অথৈনমুর্ব্বশী প্রাহ কৃপণং বিরহাতুরম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(পুরূরবাঃ তাম্ উর্ব্বশীম্) উপলভ্য (প্রাপ্য) মুদা (হর্ষেণ) যুক্তঃ (সন্) তয়া (উর্ব্বশ্যা) সহ নিশাং (একাং রাত্রিং) সমুবাস (সম্ভোগলক্ষণং সুরতম্ অনুভূতবান্)। অথ (অনন্তরম্) উর্ব্বশী কৃপণং (দীনং) বিরহাতুরং (বিশ্লেষকাতরম্) এনং (পুরূরবসং) প্রাহ (অব্রবীৎ)— ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—পুরূরবা উর্ব্বশীকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দসহকারে তাহার সহিত একরাত্র সহবাস করিলেন। তাহার পর বিচ্ছেদভয়ে রাজার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইল, তখন উর্ব্বশী বিরহকাতর রাজাকে বলিল— ॥ ৪১ ॥

গন্ধর্ব্বানুপধাবেমাংস্তুভ্যং দাস্যন্তি মামিতি ।
তস্য সংস্তুবতস্তুষ্টা অগ্নিস্থালীং দদুর্নৃপ ।
উর্ব্বশীং মন্যমানস্তাং সোঽবুধ্যত চরন্ বনে ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! (পুরূরবঃ ত্বং) গন্ধর্ব্বান্ উপধাব (শরণং গচ্ছ, ততঃ তে তুষ্টাঃ সন্তঃ) তুভ্যম্ ইমাং (উর্ব্বশীং) দাস্যন্তি সম্প্রদাস্যন্তি), ইতি (তস্য এবং বচনেন) সংস্তুবতঃ (গন্ধর্ব্বাণাং স্তবং কুর্ব্বতঃ) তস্য (পুরূরবসঃ সম্বন্ধে) তুষ্টাঃ প্রীতাঃ গন্ধর্ব্বাঃ) অগ্নিস্থালীং দদুঃ। (অনেনাগ্নিনা কর্ম্ম কৃত্বা তদ্বশাদ্ উর্ব্বশীং প্রাপ্স্যসীতাভিপ্রায়েণ অগ্নিস্থালীং দদুরিত্যর্থঃ) সঃ (পুরূরবাঃ) তাম্ (অগ্নিস্থালীম্) উর্ব্বশীং মন্যমানঃ বনে চরন্ (তয়া সহ পরিভ্রমন্) অবুধ্যত (নেয়মুর্ব্বশী পরন্তু অগ্নিস্থালীতি জানাতি স্ম) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—উর্ব্বশী বলিল, --হে রাজন্ ! আপনি গন্ধর্ব্বগণের শরণাগত হউন, তাহারা আমাকে আপনার হস্তে প্রদান করিবে। উর্ব্বশীর বাক্যে রাজা গন্ধর্ব্বগণের স্তব করিতে লাগিলেন, তখন গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক অগ্নিস্থালী প্রদান করিলেন, রাজা ঐ অগ্নিস্থালীকে উর্ব্বশী মনে করিয়া উহা লইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে উহা উর্ব্বশী নহে পরন্তু অগ্নিস্থালী ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য তস্মিন্ গন্ধর্ব্বান্ স্তুবতি সতি তুষ্টা গন্ধর্ব্বা অনেনাগ্নিনা কর্ম্ম কৃত্বা তদ্বশাদুর্ব্বশীং প্রাপ্স্যসীত্যভিপ্রায়েণাগ্নি-স্থালীং দদুঃ। স তু উর্ব্বশ্যামত্যাবেশাৎ কামান্ধস্তাং স্থালীমেবোর্বশীং মন্যমানস্তয়া সহিতো বনে বিচরন্ সঙ্গসময়ে নেয়মুর্ব্বশী কিন্ত্বগ্নিস্থালীত্যবুধ্যতে ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য'—পুরূরবা গন্ধর্ব্বগণের স্তুতি করিলে তাহারা তুষ্ট হইয়া রাজাকে একটি অগ্নিস্থালী (যজ্ঞাদির উপযোগী অগ্নিরক্ষার পাত্র) দান করিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল—রাজা এই অগ্নিদ্বারা যথোচিত ক্রিয়া করিলেই উর্ব্বশীকে লাভ করিবে। কিন্তু রাজা উর্ব্বশীতে অতিশয় আসক্তিবশতঃ কামান্ধ হইয়া সেই স্থালীকেই উর্ব্বশী মনে করিয়া তাহা লইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে বুঝিতে পারিলেন—ইহা উর্ব্বশী নহে, কিন্তু অগ্নিস্থালী ॥ ৪২ ॥

স্থালীং ন্যস্য বনে গত্বা গৃহানাধ্যায়তো নিশি।
ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং মনসি ত্রয্যবর্ত্তত ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ততশ্চ) স্থালীং বনে ন্যস্য (স্থাপয়িত্বা) গৃহান্ গত্বা নিশি (রাত্রৌ) আধ্যায়তঃ (তামেব সম্যক্ চিন্তয়তঃ সতঃ) ত্রেতায়াং (ত্রেতাযুগে) সম্প্রবৃত্তায়াম্ (আরব্ধায়াং সত্যাং) মনসি (তস্য চিত্তে) ত্রয়ী (বেদত্রয়ম্) অবর্ত্তত (প্রাদুরভূৎ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর অগ্নিস্থালীকে বনে পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া রাত্রিতে উর্ব্বশীকে ধ্যান করিতে লাগিলেন, তাহাতে ত্রেতাযুগারম্ভে তাঁহার চিত্তে কর্ম্মবোধক বেদত্রয় প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—নিশি আ সম্যক্ তামুর্বশীমেব ধ্যায়তস্তস্য ত্রেতারম্ভে ত্রয়ী অবর্ত্তত কর্ম্মবোধকং বেদত্রয়ং প্রাদুরভূদিতি কামিন এব কর্ম্ম কার্য্যমিত্যভিব্যঞ্জিতম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিশি'—গৃহে গমন করিয়া প্রতিদিন রাত্রিকালে রাজা সম্যক্‌রূপে সেই উর্ব্বশীরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। 'ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং'—এইরূপে ত্রেতাযুগের আরম্ভে তাঁহার মনে কর্ম্মসমূহের উপদেশক বেদত্রয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহার দ্বারা কামিগণই কর্ম্ম করিবেন—ইহা অভিব্যঞ্জিত হইল (অর্থাৎ কামিজনই সকাম কর্ম্ম করিবেন, কিন্তু যাঁহারা ভক্তিপথের পথিক, তাঁহারা নহেন—এই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত দ্যোতিত হইল।) ॥ ৪৩ ॥

স্থালীস্থানং গতোঽশ্বত্থং শমীগর্ভং বিলক্ষ্য সঃ।
তেন দ্বে অরণী কৃত্বা উর্ব্বশীলোককাম্যয়া ॥ ৪৪ ॥
উর্ব্বশীং মন্ত্রতো ধ্যায়ন্নধরারণিমুত্তরাম্।
আত্মানমুভয়োর্মধ্যে যত্তৎ প্রজননং প্রভুঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) প্রভুঃ সঃ (পুরূরবাঃ) স্থালীস্থানং গতঃ (সন্) শমীগর্ভং (শম্যা গর্ভে জাতম্) অশ্বত্থং বিলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অস্মিন্নেব অসৌ অগ্নিরস্তীতি বিশেষেণ লক্ষয়িত্বা) তেন (অশ্বত্থেন) দ্বে অরণী (মন্থনকাষ্ঠে) কৃত্বা উর্ব্বশীলোককাম্যয়া (উর্ব্বশীলোকেচ্ছয়া) মন্ত্রতঃ (মথনপ্রকাশকমন্ত্রযোগপূর্ব্বকম্) অধরারণিং (নিম্নস্থিতং মন্থনকাষ্ঠম্) উর্ব্বশীং ধ্যায়ন্ উত্তরাম্ (উপরিস্থিতাম্ অরণিম্) আত্মানং (ধ্যায়ন্) উভয়োঃ (অরণ্যোঃ) মধ্যে যৎ (কাষ্ঠং) তৎ প্রজননং (পুত্রং ধ্যায়ন্ মমন্থ ইতি শেষঃ) ॥ ৪৪-৪৫ ॥

অনুবাদ—কর্ম্মবোধক বেদত্রয় আবির্ভূত হইলে, পুরূরবা বনে যে স্থলে স্থালী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন,—একটী শমীবৃক্ষের গর্ভে একটী অশ্বত্থবৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে, তখন তিনি সেই অশ্বত্থবৃক্ষদ্বারা উর্ব্বশীলোককামনায় দুইটী অরণি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মন্ত্রযোগে নিম্নভাগের অরণিকে উর্ব্বশী, উত্তরারণিকে নিজ এবং তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অরণিকে পুত্ররূপে চিন্তা করিতে করিতে অগ্নি মন্থন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪-৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ স্থালী যত্র ন্যস্তা তৎস্থানং গতঃ সন্ ছোকর ইতি খ্যাতে। শম্যা গর্ভে জাতমশ্বত্থং বিলক্ষ্য তেনৈবাশ্বত্থেন দ্বে অরণী কৃত্বা অগ্নিং মমন্থেতি শেষঃ। শমীগর্ভাদগ্নিং মমন্থেতি শ্রুতেঃ। মন্থনপ্রকারমাহ—অধরারণিমুর্ব্বশীং ধ্যায়ন্নুত্তরারণিঞ্চাত্মানং ধ্যায়ন্ উভয়োর্মধ্যে যৎ কাষ্ঠং তৎ প্রজননং পুত্রং ধ্যায়ন্। তথা চ মন্ত্রঃ উর্ব্বশ্যামুরসি পুরূরবা ইতি ॥ ৪৪-৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্থালীস্থানং'—তারপর রাজা বনমধ্যে যে স্থানে স্থালী রাখিয়াছিলেন, সেই 'ছোকর' নামক স্থানে গমন করিলেন। তথায় শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরে উৎপন্ন একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া, সেই অশ্বত্থের দ্বারা দুইটি অরণি নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নি মন্থন করিয়াছিলেন। (অরণি বলিতে যে কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় অপর একটি কাষ্ঠখণ্ডের উপর রাখিয়া ঘর্ষণ করিলে মধ্যবর্ত্তী কাষ্ঠখণ্ড হইতে যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়)। শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে—'শমীগর্ভ হইতে অগ্নি মন্থন করিয়াছিলেন'। মন্থনের প্রকার বলিতেছেন—নিম্নস্থিত অরণিকে উর্ব্বশীরূপে, উপরিস্থিত অরণিকে নিজ আত্মারূপে এবং মধ্যস্থিত যে কাষ্ঠ তাহাকে পুত্ররূপে মন্ত্রানুসারে ধ্যান করিয়া মন্থন করিয়াছিলেন। মন্ত্র যথা—'উর্ব্বশ্যামুরসি পুরূরবা' ইত্যাদি ॥ ৪৪-৪৫ ॥

তস্য নির্ম্মথনাজ্জাতো জাতবেদা বিভাবসুঃ ।
ত্রয্যা স বিদ্যয়া রাজ্ঞা পুত্রত্বে কল্পিতস্ত্রিবৃৎ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (পুরূরবসঃ কর্ত্তুঃ) নির্ম্মথনাৎ জাতবেদাঃ (জাতং বেদো ধনং ভোগ্যং যস্মাৎ সঃ) বিভাবসুঃ (অগ্নিঃ) জাতঃ (উৎপন্নঃ) সঃ (অগ্নিঃ) ত্রয্যা বিদ্যয়া (তদ্বিহিতেন আধানসংস্কারেণ) ত্রিবৃৎ (আহ্বনীয়াদিরূপঃ সন্) রাজ্ঞা (পুরূরবসা) পুত্রত্বে কল্পিতঃ (অভূদিতি শেষঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—পুরূরবার মন্থন হইতে অগ্নি প্রকটিত হইলেন। এই অগ্নি হইতে ভোগ্যধন সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা ত্রয়ী বিদ্যাদ্বারা সংস্কৃত ও গর্ভাধান-সংস্কারদ্বারা শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিক এই ত্রিবিধ আহ্বনীয়রূপ প্রাপ্ত হইয়া রাজার পুত্ররূপে কল্পিত হইল ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য তৎ কর্ত্তৃকান্নির্মথনাদ্ বিভাবসুরগ্নির্জাতঃ। জাতং বেদো ধনং ভোগ্যং যস্মাৎ স চ ত্রয্যা বিদ্যয়া সংস্কৃতো রাজ্ঞা পুত্রত্বেন কল্পিতঃ পুণ্যলোক-প্রাপকত্বাৎ। ত্রিবৃৎ আহ্বনীয়াদি-রূপঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য'—তৎকর্ত্তৃক মন্থনের ফলে অগ্নি উৎপন্ন হইল, যাহা 'জাতবেদা', অর্থাৎ যজমানের ভোগ্য সম্পত্তির প্রসবকারী। সেই অগ্নি 'ত্রয্যা বিদ্যয়া'—ত্রয়ীবিদ্যা-বিহিত আধানসংস্কারের ফলে রাজার পুত্ররূপে কল্পিত হইয়া পুণ্যলোক-প্রাপক হইয়াছিল। 'ত্রিবৃৎ'—দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহ্বনীয়, এই ত্রিবিধ রূপে সেই অগ্নি পরিণত হন। (রাজা সেই ত্রিবৃৎ অগ্নিকে পুত্ররূপে কল্পনা করিয়াছিলেন) ॥ ৪৬ ॥

তেনাযজত যজ্ঞেশং ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
উর্ব্বশীলোকমন্বিচ্ছন্ সর্ব্বদেবময়ং হরিম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—(পুরূরবাঃ) উর্ব্বশীলোকম্ অন্বিচ্ছন্ (তল্লোকং লব্ধুকামঃ) তেন (বিভাবসুনা) সর্ব্বদেবময়ম্ অধোক্ষজং যজ্ঞেশং (যজ্ঞেশ্বরং) ভগবন্তং হরিম্ অযজত (অপূজয়ৎ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—পুরূরবা উর্ব্বশীলোককামনায় ঐ অগ্নিদ্বারা সর্ব্বদেবময় অধোক্ষজ যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরিকে যজন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—তেনাগ্নিনা ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেন'—সেই অগ্নিদ্বারা (রাজা পুরূরবা উর্ব্বশীলোক কামনায় যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।) ॥ ৪৭ ॥

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—পুরা (সত্যযুগে) সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ (সর্ব্বাসাং বাচাং বীজভূতঃ প্রণব এক এব) বেদঃ নারায়ণঃ (একঃ এব) দেবঃ (পূজ্যঃ) ন অন্যঃ অগ্নিঃ একঃ (লৌকিকঃ এব) বর্ণ এব চ (বর্ণোঽপি এক এব হংসনামকঃ আসীৎ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—সত্যযুগে সর্ব্ববাক্যের বীজভূত প্রণবই একমাত্র বেদ, নারায়ণ একমাত্র সেব্য ছিলেন, অন্য দেব-দেবীগণ সেব্যরূপে কল্পিত হন নাই, অগ্নি একমাত্র লৌকিক, বর্ণও একমাত্র হংস ছিল ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বেদত্রয়বোধিতঃ কর্ম্মমার্গঃ প্রাঙ্নাসীৎ, সত্যং প্রকটো নাসীদেবেত্যাহ এক এবেতি দ্বাভ্যাম্। পুরা কৃতযুগে সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ সর্ব্বাসাং বাচাং বীজভূতঃ প্রণবঃ এক এব বেদঃ দেবশ্চ নারায়ণ এক এব অগ্নিশ্চৈক এব লৌকিকঃ বর্ণশ্চৈকঃ হংসো নাম যতঃ কৃতযুগে সত্ত্বপ্রধানাঃ প্রায়শঃ সর্ব্বেঽপি ধ্যাননিষ্ঠা এবেতি ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, বেদত্রয়-বোধিত কর্ম্মমার্গ কি পূর্ব্বে ছিল না? তাহার উত্তরে—হ্যাঁ, প্রকটরূপে ছিল না, ইহা বলিতেছেন—'এক এব' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'পুরা'—সত্যযুগে সকল বাক্যের বীজস্বরূপ প্রণবই একমাত্র বেদ এবং নারায়ণই একমাত্র দেবতা ছিলেন। তৎকালে অগ্নিও লৌকিকরূপে এক এবং বর্ণও হংস নামে একই ছিল, যেহেতু সত্যযুগে সত্ত্বপ্রধান প্রায় সকলেই ধ্যাননিষ্ঠ ছিলেন ॥ ৪৮ ॥

পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ ।
অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধর্ব্বমেয়িবান্ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে ঐলোপাখ্যানং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! (পরীক্ষিৎ,) ত্রেতামুখে (ত্রেতায়াপ্রারম্ভে) পুরূরবসঃ এব (তৎসকাশাদেব) ত্রয়ী (বেদত্রয়ী) আসীৎ (প্রকটিতা বভূব) রাজা (পুরূরবাঃ) প্রজয়া (পুত্রত্বেন কল্পিতেন) অগ্নিনা (হেতুভূতেন) গান্ধর্ব্বং লোকম্ এয়িবান্ (প্রাপ) ॥৪৯॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ত্রেতারম্ভে পুরূরবা হইতে কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদত্রয়ীর আবির্ভাব হয়। রাজা পুরূরবা অগ্নিকে পুত্ররূপে কল্পিত করিয়া তদ্দ্বারা গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রেতারম্ভে পুরূরবসঃ সকাশাদেব কর্ম্মমার্গ-প্রাদুর্ভাবঃ। এবং স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরাদাবপি। বহুচতুর্যুগব্যাপক-রাজত্ববদ্ভ্যঃ প্রিয়ব্রতাদিভ্য এব তত্র তত্র ত্রেতারম্ভে কর্ম্মপ্রাদুর্ভাব ইত্যপি জ্ঞেয়ম্ ॥৪৯॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ নবমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরূরবসঃ এব'—ত্রেতারম্ভে পুরূরবা হইতেই কর্ম্মমার্গের প্রাদুর্ভাব (অর্থাৎ তখন হইতে বেদ ত্রয়ীময় বলিতে তিনভাগে বিভক্তরূপে প্রকাশিত হন)। এইরূপ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরাদিতেও বহুচতুর্যুগ ব্যাপী রাজ্য শাসনকারী প্রিয়ব্রত প্রভৃতি হইতেও সেই সেই ত্রেতারম্ভে কর্ম্মমার্গের প্রাদুর্ভাব জানিতে হইবে ॥ ৪৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।১৪ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য,
বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের চতুর্দ্দশাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—
ঐলস্য চোর্ব্বশীগর্ভাৎ ষড়াসন্নাত্মজা নৃপ।
আয়ুঃ শ্রুতায়ুঃ সত্যায়ু রয়োঽথ বিজয়ো জয়ঃ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ঐলবংশে গাধির জন্ম এবং গাধির দৌহিত্র-পৌত্র রাম কর্ত্তৃক জমদগ্নির বিনাশ বর্ণিত হইয়াছে।

উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, জয় ও বিজয় নামক ছয় পুত্রের জন্ম হয়। শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান্, সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতঞ্জয়, রয়ের তনয় এক, জয়পুত্র অমিত, বিজয়পুত্র ভীম, তৎপুত্র কাঞ্চন। কাঞ্চন হইতে হোত্রক, হোত্রক হইতে জহ্নু—ইনি গণ্ডূষে গঙ্গা পান করিয়াছিলেন।

জহ্নু হইতে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পুরুবলাক, অজক, কুশ জন্মগ্রহণ করে। কুশের কুশাম্বু, তনয়, বসু ও কুশনাভ—এই চারি পুত্রের মধ্যে কুশাম্বু হইতে গাধির জন্ম হয়। গাধির সত্যবতী নাম্নী কন্যাকে ঋচীকমুনি গাধির প্রার্থিতপণ-প্রদানপূর্ব্বক বিবাহ করেন। এই ঋচীক-সত্যবতী হইতে জমদগ্নির উৎপত্তি। তৎপুত্র রাম তাঁহার পিতা জমদগ্নির কামধেনু অপহরণকারী মহাবলী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনষ্ট করেন। এই রাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ ইঁহাকে ভগবানের (শক্ত্যাবেশ) অবতার বলিয়া থাকেন।

রাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনষ্ট করিলে, তদীয় পিতা জমদগ্নি "রাজাকে হত্যা করা পাপ" "সহিষ্ণুতাই ব্রাহ্মণের গুণ"—প্রভৃতি উপদেশ করিয়া রামকে পাপক্ষালনের জন্য তীর্থ ভ্রমণ করিতে আদেশ করেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—(পরীক্ষিতং প্রতি হে) নৃপ, (পরীক্ষিৎ), অথ (অনন্তরম্) ঐলস্য (পুরূরবসঃ) চ উর্ব্বশীগর্ভাৎ আয়ুঃ, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়ঃ, জয়ঃ, বিজয়ঃ (ইতি নামানঃ) ষট্ আত্মজাঃ (ষটপুত্রাঃ) আসন্ (বভূবুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—(হে রাজন্)! উর্ব্বশীর গর্ভে ঐলের আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয় এবং জয় ও বিজয় নামক ছয় পুত্র হয় ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ঐলবংশভুবো গাধের্দৌহিত্রাত্মজ ঈশ্বরম্।
অর্জ্জুনং ধেনুহর্ত্তারং রামঃ পঞ্চদশেঽবধীৎ ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরূরবার বংশোদ্ভূত গাধির দৌহিত্র সন্তান পরশুরাম কর্ত্তৃক কামধেনুর অপহারক শক্তিশালী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বধ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

শ্রুতায়োর্বসুমান্ পুত্রঃ সত্যায়োশ্চ শ্রুতঞ্জয়ঃ।
রয়স্য সুত একশ্চ জয়স্য তনয়োঽমিতঃ ॥ ২ ॥
ভীমস্তু বিজয়স্যাথ কাঞ্চনো হোত্রকস্ততঃ।
তস্য জহ্নুঃ সুতো গঙ্গাং গণ্ডূষীকৃত্য যোঽপিবৎ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রুতায়োঃ পুত্রঃ বসুমান্ (বভূব), সত্যায়োঃ চ (পুত্রঃ) শ্রুতঞ্জয়ঃ (বভূব)। রয়স্য একঃ (একনামকঃ) সুতঃ চ (অভবৎ), জয়স্য তনয়ঃ (পুত্রঃ) অমিতঃ (অমিতনামকঃ) বভূব। বিজয়স্য তু (সুতঃ) ভীমঃ (অভবৎ), অথ (ভীমাৎ) কাঞ্চনঃ (অভবৎ), ততঃ (কাঞ্চনাৎ) হোত্রকঃ (অজায়ত), তস্য (হোত্রকস্য) সুতঃ জহ্নুঃ (বভূব), যঃ (জহ্নুঃ) গঙ্গাং গণ্ডূষীকৃত্য অপিবৎ (পীতবান্) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান্, সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতঞ্জয়, রয়ের পুত্র এক, জয়ের পুত্র অমিত, বিজয়ের পুত্র ভীম, তৎপুত্র কাঞ্চন। কাঞ্চন হইতে হোত্রকের জন্ম হয়, হোত্রকের পুত্র জহ্নু, ইনি গণ্ডূষে গঙ্গা পান করিয়াছিলেন ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—আয়োর্বংশং বিস্তৃতমুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যন্ প্রথমং শ্রুতায়ুপ্রভৃতীনাং যণ্ণাং বংশান্ সংক্ষিপ্তানাহ শ্রুতায়োরিতি একশ্চেত্যেকসংজ্ঞঃ। তনয়স্তৎসংজ্ঞঃ ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আয়ুর বিস্তৃত বংশ পরে বলিবেন জন্য প্রথমতঃ শ্রুতায়ু প্রভৃতি ছয় জনের বংশ সংক্ষেপে বলিতেছেন—'শ্রুতায়োঃ' ইত্যাদি। 'একঃ'—ইহা একটি নাম, অর্থাৎ অয়ের পুত্র এক। 'তনয়ঃ'—(৪র্থ শ্লোকে), ইহাও একটি নাম, অর্থাৎ কুশের কুশাম্বু, তনয়, বসু ও কুশনাভ—এই চারি পুত্র ॥ ২-৩ ॥

জহ্নোস্তু পুরুস্তস্যাথ বলাকশ্চাত্মজোঽজকঃ।
ততঃ কুশঃ কুশস্যাপি কুশাম্বুস্তনয়ো বসুঃ।
কুশনাভশ্চ চত্বারো গাধীরাসীৎ কুশাম্বুজঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—জহ্নোঃ তু (জহ্নুতঃ) পুরুঃ (অভবৎ), অথ তস্য (পুরোঃ) বলাকঃ চ (আসীৎ, তস্য) আত্মজঃ (পুত্রঃ) অজকঃ (অজায়ত), ততঃ (অজকাৎ) কুশঃ (সম্ভূতঃ), কুশস্য অপি কুশাম্বু-তনয়ঃ বসুঃ কুশনাভঃ চ (ইতি নামানঃ) চত্বারঃ (পুত্রাঃ আসন্ তেষাং মধ্যে) কুশাম্বুজঃ (কুশাম্বু-তনয়ঃ) গাধিঃ আসীৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ - জহ্নুর পুত্র পুরু এবং তৎপুত্র বলাক, বলাকের আত্মজ অজক হইতে কুশের জন্ম হয়। কুশের কুশাম্বু, তনয়, বসু ও কুশনাভ—এই চারিপুত্র, তন্মধ্যে কুশাম্বু হইতে গাধির জন্ম হয় ॥ ৪ ॥

তস্য সত্যবতীং কন্যামৃচীকোঽযাচত দ্বিজঃ।
বরং বিসদৃশং মত্বা গাধির্ভার্গবমব্রবীৎ ॥ ৫ ॥
একতঃ শ্যামকর্ণানাং হয়ানাং চন্দ্রবর্চ্চসাম্।
সহস্রং দীয়তাং শুল্কং কন্যায়াঃ কুশিকা বয়ম্ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—দ্বিজঃ ঋচীকঃ (তন্নামা মুনিঃ) তস্য (গাধেঃ) কন্যাং সত্যবতীম্ অযাচত (প্রার্থিতবান্), গাধিঃ ভার্গবম্ (ঋচীকং) বিসদৃশং (কন্যায়াঃ

অননুরূপং) বরং মত্বা অব্রবীৎ, (তমিতি শেষঃ)। (হে দ্বিজ)! একতঃ (দক্ষিণবাময়োরেকতঃ) শ্যামকর্ণানাং (শ্যামঃ কর্ণো যেষাং তেষাং) চন্দ্রবর্চ্চসাং (চন্দ্রস্যেব বর্চ্চঃ দীপ্তিঃ যেষাং তেষাং) হয়ানাম্ (অশ্বানাং) সহস্রং কন্যায়াঃ শুল্কং (পণং) দীয়তাং, (এতদপি ন পর্য্যাপ্তং যতঃ) বয়ং কুশিকাঃ (কুশিকস্য বংশ্যাঃ ক্ষত্রিয়া অপি সর্ব্বতঃ কুলীনাঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—গাধির সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা ছিল, দ্বিজবর ঋচীক ঐ কন্যাকে গাধির নিকট প্রার্থনা করেন, কিন্তু গাধি কন্যার অনুরূপ বর নহেন মনে করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—হে দ্বিজবর! আমরা কুশিক-বংশজাত ক্ষত্রিয় পরমকুলীন সুতরাং কন্যার পণস্বরূপ দক্ষিণ ও বামকর্ণের মধ্যে একটি শ্যামবর্ণ কর্ণবিশিষ্ট চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান্ সহস্র অশ্ব প্রদান করুন ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—গাধেঃ পুত্রো বিশ্বামিত্রো ব্রহ্মর্ষিরভূদিত্যুত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যতে তস্য কন্যা-বংশপ্রসঙ্গেনৈব পরশুরামাবতারং বক্ষ্যন্ ঋচীক-ঋষিচরিতমাহ তস্যেতি। কুশিকা ইতি কুশস্য বংশা বয়ং ক্ষত্রিয়া অপি সর্ব্বতোঽপি কুলীনা ইতি ভাবঃ। দক্ষিণবাময়োর্মধ্যে একতঃ শ্যামঃ কর্ণো যেষাং তেষাম্ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন, ইহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলিবেন। এক্ষণে তাঁহার (গাধির) কন্যার বংশ-প্রসঙ্গে পরশুরামাবতারের কথা বলিবার জন্য ঋচীক ঋষির চরিত বলিতেছেন—'তস্য', অর্থাৎ গাধির কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করিবার জন্য ঋচীক নামক এক ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিলেন। 'কুশিকাঃ বয়ম্'—আমরা কুশের বংশধর ক্ষত্রিয় হইলেও সর্ব্বতোভাবে কুলীন, এই ভাব। 'একতঃ শ্যামকর্ণানাং'—দক্ষিণ ও বাম কর্ণের মধ্যে যাহাদের একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ (এবং দেহের কান্তি চন্দ্রতুল্য, এরূপ এক সহস্র অশ্ব কন্যার পণরূপে দান করুন।) ॥ ৫-৬ ॥

———

ইত্যুক্তস্তন্মতং জ্ঞাত্বা গতঃ স বরুণান্তিকম্।
আনীয় দত্বা তানশ্বানুপযেমে বরাননাম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি উক্তঃ (গাধিনা এবং কথিতঃ) সঃ (ঋচীকঃ) তন্মতং (তস্য গাধের্মতম্ অভিপ্রায়ং) জ্ঞাত্বা বরুণান্তিকং (বরুণসমীপং) গতঃ (সন্ ততঃ) তান্ (তৎসংখ্যকান্ তাদৃশাংশ্চ) অশ্বান্ আনীয় দত্বা (তস্মৈ গাধয়ে প্রদায়) বরাননাং (সুন্দরীং সত্যবতীম্) উপযেমে (পরিণিনায়) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—গাধি এইরূপ বলিলে, ঋচীক তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বরুণের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে তাদৃশ সহস্রসংখ্যক অশ্ব আনয়ন পূর্ব্বক গাধিকে প্রদান করিয়া তদীয় কন্যাকে বিবাহ করিলেন ॥ ৭ ॥

———

স ঋষিঃ প্রার্থিতঃ পত্ন্যা শ্বশ্র্বা চাপত্যকাম্যয়া।
শ্রপয়িত্বোভয়ৈর্মন্ত্রৈশ্চরুং স্নাতুং গতো মুনিঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) স ঋষিঃ (ঋচীকঃ অপত্যকাম্যয়া (সন্তানার্থিন্যা) পত্ন্যা (স্বভার্য্যায়া সত্যবত্যা) শ্বশ্র্বা চ (পত্নীমাত্রা চ) প্রার্থিতঃ (সন্) উভয়ৈঃ মন্ত্রৈঃ (পত্ন্যৈ ব্রাহ্মৈর্মন্ত্রৈঃ স্বশ্রৈঃ তু ক্ষাত্রৈর্মন্ত্রৈরিত্যর্থঃ) চরুং শ্রপয়িত্বা (পাচয়িত্বা) মুনিঃ (ঋচীকঃ) স্নাতুং (স্নানং কর্ত্তুং গতঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঋচীকের পত্নী সত্যবতী এবং শ্বশ্রূ উভয়ে পুত্রার্থিনী হইয়া ঋচীককে চরু প্রস্তুত করিতে প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে ঋচীক পত্নীর নিমিত্ত ব্রহ্মমন্ত্র এবং শ্বশ্রূর নিমিত্ত ক্ষাত্রমন্ত্রে দুইটী চরু পাক করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—উভয়ৈর্মন্ত্রৈঃ ব্রাহ্মৈর্মন্ত্রৈঃ পত্ন্যৈ চরুং দত্বা শ্বশ্রৈ তু ক্ষাত্রৈর্মন্ত্রৈরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উভয়ৈঃ মন্ত্রৈঃ'—উভয় মন্ত্রের দ্বারা, অর্থাৎ নিজে ব্রাহ্মণ বলিয়া পত্নীর পুত্রকামনায় ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত এক চরু, এবং শ্বশ্রূ ক্ষত্রিয়া বলিয়া তাঁহার পুত্রের জন্য ক্ষাত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত অপর চরু পাক করিয়া (উভয়কে প্রদানপূর্ব্বক ঋষি ঋচীক স্বয়ং স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।) ॥ ৮ ॥

———

তাবৎ সত্যবতী মাত্রা স্বচরুং যাচিতা সতী।
শ্রেষ্ঠং মত্বাঽনয়াযচ্ছন্মাত্রে মাতুরদৎ স্বয়ম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অনয়া মাত্রা (জনন্যা তাবৎ (মুনিঃ স্নানং কৃত্বা যাবৎ নাগতঃ তদবসরে) শ্রেষ্ঠং মত্বা (ভার্য্যায়াং) ভর্ত্তৃস্নেহাধিক্যাৎ কন্যায়াঃ চরুং শ্রেষ্ঠং মত্বেত্যর্থঃ) সত্যবতী যাচিতা সতী (প্রার্থিতা সতী) স্বচরুং (ব্রাহ্মণাভিমন্ত্রিতং চরুং) মাত্রে অযচ্ছৎ (দদাতি স্ম) স্বয়ং চ মাতুঃ (ক্ষত্রিয়াভিমন্ত্রিতং চরুম্ অদৎ (ভক্ষিতবতী) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ঋচীক স্নানে গমন করিয়াছেন, তখনও প্রত্যাগমন করেন নাই, ইত্যবসরে সত্যবতীর মাতা ভার্য্যার প্রতি ভর্ত্তার স্নেহ অপেক্ষাকৃত অধিক সুতরাং সত্যবতীর জন্য নির্ম্মিত চরু অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হইবে, এই মনে করিয়া স্বীয় কন্যার নিকট ঐ ব্রহ্মমন্ত্রে নির্ম্মিত-চরু প্রার্থনা করিলেন এবং সত্যবতীও মাতার প্রার্থনায় নিজ চরু তাঁহাকে প্রদান করিয়া স্বয়ং মাতার জন্য ক্ষাত্রমন্ত্রে নির্ম্মিত-চরু ভক্ষণ করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—যাবৎ স্নাত্বা মুনির্নাগত-স্তাবদ্ভার্য্যায়াং ভর্ত্তৃস্নেহাধিক্যাৎ পুত্র্যাঃ সত্যবত্যাঃ চরুং শ্রেষ্ঠং মত্বাঽনয়া মাত্রা সত্যবতী যাচিতা সতী ব্রাহ্মমন্ত্রাভিমন্ত্রিতং স্বচরুং মাত্রেঽযচ্ছৎ প্রাদাৎ। মাতুশ্চরুং ক্ষাত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিতং স্বয়মদৎ আদৎ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাবৎ'—যতক্ষণ মুনি স্নান করিয়া ফিরিয়া আসেন নাই, সেই সময়ে সত্যবতীর জননী মনে করিলেন—স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সমধিক স্নেহ হইয়া থাকে, অতএব কন্যা সত্যবতীর চরু শ্রেষ্ঠ হইবে, এই বিবেচনা করিয়া তিনি কন্যার নিকট ঐ চরু প্রার্থনা করিলে, সত্যবতী নিজের ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত চরু মাতাকে প্রদান করিলেন এবং মাতার ক্ষাত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত চরু নিজে ভক্ষণ করিলেন ॥ ৯ ॥

———

তদ্বিদিত্বা মুনিঃ প্রাহ পত্নীং কণ্টমকারষীঃ।
ঘোরো দণ্ডধরঃ পুত্রো ভ্রাতা তে ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—মুনিঃ (স্নানং কৃত্বা আগতো মুনিঃ) তৎ (চরুবিনিময়রূপং কর্ম্ম) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) পত্নীং (সত্যবতী) প্রাহ (ব্রবীতি স্ম)—কণ্টং (জুগুপ্সিতং) অকারষীঃ (আকার্ষীঃ ত্বমিতি শেষঃ) তে (তব) পুত্রঃ ঘোরঃ দণ্ডধরঃ (ঘোরপ্রকৃতিঃ ক্ষত্রিয়ো ভবিষ্যতি) ভ্রাতা তু (ব্রহ্মবিত্তমঃ) (ব্রহ্মজ্ঞানিশ্রেষ্ঠঃ ভবিতেতি শেষঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—স্নানান্তর আগমন করিয়া মুনি তাঁহাদের চরু বিনিময় কর্ম্ম অবগত হইলেন এবং নিজপত্নী সত্যবতীকে বলিলেন,—তুমি অতীব অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তোমার পুত্র ঘোর দণ্ডধর ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন হইবে, এবং তোমার ভ্রাতা ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ হইবে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কণ্টং জুগুপ্সিতং দণ্ডধরঃ ক্ষত্রিয়ো ভবিষ্যতি, ব্রহ্মবিত্তমো ব্রাহ্মণঃ স চ বিশ্বামিত্র উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যতে ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঋচীক মুনি ইহা জানিতে পারিয়া পত্নী সত্যবতীকে বলিলেন—'কণ্টম্ অকারষীঃ' (অকার্ষীঃ)—তুমি অতিশয় নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছ, ইহার ফলে তোমার পুত্র শস্ত্রধারী ক্রূরস্বভাব ক্ষত্রিয় হইবে এবং তোমার ভ্রাতা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ হইবে। তিনিই বিশ্বামিত্র, যাঁহার কথা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলা হইবে ॥ ১০ ॥

———

প্রসাদিতঃ সত্যবত্যা মৈবং ভূরিতি ভার্গবঃ।
অথ তর্হি ভবেৎ পৌত্রো জমদগ্নিস্ততোঽভবৎ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—সত্যবত্যা এবং মাভূঃ (মৎপুত্রঃ ঘোরদণ্ডধরং মা ভবতু) ইতি প্রসাদিতঃ (ইত্যর্থং বিনয়াদিভিঃ প্রসন্নীকৃতঃ) ভার্গবঃ (ঋচীকঃ প্রাহেতি শেষঃ) অথ তর্হি (যদি পুত্রঃ তাদৃক্ ন ভবেৎ তদা) পৌত্রঃ (পুত্রস্য অপত্যং) ভবেৎ (ঘোরো ভবিতেতি) ততঃ জমদগ্নিঃ (পুত্রঃ) অভবৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সত্যবতী ঋচীকমুনিকে বিনয়-নম্রাদি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া বলিল,—আমার যেন এইরূপ ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন পুত্র না হয়, তাহাতে ঋচীক বলিলেন, "যদি তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন না হয় তাহা হইলে তোমার পৌত্র ঐরূপ ভাবাপন্ন হইবে। অনন্তর সত্যবতীর জমদগ্নি নামে এক পুত্র হয় ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—এবং মাভূরিতি প্রসাদিত ঋচীক উবাচ —অথেতি তর্হি পৌত্রো দণ্ডধরো ভবিষ্যতি স চ পরশুরাম এব ততো হেতোঃ পুত্রো জমদগ্নির্মুনিরভূৎ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং মা ভূঃ'—'আমার যেন এরূপ সন্তান না হয়', ইহা বলিয়া সত্যবতী বহু বিনয়সহকারে মুনিকে প্রসন্ন করিলে, তিনি বলিলেন—যদি তোমার পুত্র এরূপ না হয়, তবে তোমার পৌত্র ঐরূপ দণ্ডধর হইবে। তিনিই পরশুরাম, এবং সেইজন্য তাঁহার পুত্র জমদগ্নি মুনি হইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

সা চাভূৎ সুমহৎপুণ্যা কৌশিকী লোকপাবনী।
রেণোঃ সুতাং রেণুকাং বৈ জমদগ্নিরুবাহ যাম্ ॥১২
তস্যাং বৈ ভার্গবঋষেঃ সুতাঃ বসুমদাদয়ঃ।
যবীয়ান্ যজ্ঞ এতেষাং রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—সা চ (সত্যবতী) সুমহৎপুণ্যা লোকপাবনী (লোকপবিত্রতাবিধায়িনী) কৌশিকী (তন্নাম্নী-নদী) অভূৎ। জমদগ্নিঃ বৈ রেণোঃ সুতাং রেণুকাং (রেণুকানাম্নীং) যাম্ উবাহ (উপযেমে), তস্যাং বৈ (রেণুকায়াং) ভার্গবঋষেঃ (জমদগ্নেঃ) বসুমদাদয়ঃ সুতাঃ (অভবন্), এতেষাং (পুত্রাণাং) যবীয়ান্ (কনিষ্ঠঃ) রামঃ ইতি অভিবিশ্রুতঃ (বিখ্যাতঃ) জজ্ঞে (বভূব) ১২-১৩ ॥

অনুবাদ—সত্যবতী অতিশয় পুণ্যবতী জগৎ-পবিত্রকারিণী কৌশিকী নদী হইয়াছিলেন। সত্যবতীতনয় জমদগ্নি রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। এই রেণুকার গর্ভে জমদগ্নির বসুমান্ প্রভৃতি কতিপয় সন্তান হয়, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র 'রাম' নামে বিখ্যাত ॥ ১২-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—সা চ সত্যবতী কৌশিকী নদ্যভূৎ ॥ ১২-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সা চ'—সেই সত্যবতীই লোকপাবনী মহাপুণ্যা কৌশিকী নদী হইয়াছিলেন ॥ ১২-১৩ ॥

যমাহুর্বাসুদেবাংশং হৈহয়ানাং কুলান্তকম্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো য ইমাং চক্রে নিঃক্ষত্রিয়াং মহীম্ ॥১৪

অন্বয়ঃ—(পণ্ডিতাঃ) যং (রামং) হৈহয়ানাং কুলান্তকং (বংশনাশকরং) দেবাংশং (দেবস্য ভগবতঃ বিষ্ণোরংশভূতম) আহুঃ (বদন্তি) যঃ চ (রামঃ) ইমাং মহীং (পৃথিবীং) ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ (একবিংশতিবারান্) নিঃক্ষত্রিয়াং (ক্ষত্রিয়শূন্যাং) চক্রে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ এই রামকে কার্ত্তবীর্য্যকুলান্তক এবং ভগবান্ বাসুদেবের অংশ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইনি পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

দৃপ্তং ক্ষত্রং ভুবো ভারমব্রহ্মণ্যমনীনশৎ।
রজস্তমোবৃতমহন্ ফল্গুন্যপি কৃতেঽংহসি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(যশ্চ রামঃ) ফল্গুনি (অল্পে) অংহসি (অপরাধে) কৃতে (ক্ষত্রিয়েণ অনুষ্ঠিতে) অপি রজস্তমোবৃতং (রজস্তমোগুণসমাবৃতং) দৃপ্তং (গর্ব্বিতম্) অব্রহ্মণ্যম্ (অধার্ম্মিকং) ক্ষত্রং (ক্ষত্রকুলম্) অহন্ (বিনাশিতবান্, ততঃ) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারম্ অনীনশৎ (দূরীকৃতবান্ চ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—রজস্তমোগুণযুক্ত, অতীব গর্ব্বিত অধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়গণ সামান্য অপরাধ করিলেও রাম তাহাদিগকে নাশ করিয়া পৃথিবীর ভার অপনোদন করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অনীনশদ্ভুবো ভারমব্রহ্মণ্যমধার্ম্মিকমিতি। দৃপ্তক্ষত্রং ভুবো ভারমব্রহ্মণ্যমনীনশদিতি চ পাঠদ্বয়ম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনীনশৎ ভুবো ভারং'—পৃথিবীর ভার অপনোদিত করিয়াছিলেন। 'অব্রহ্মণ্যম্'—অধার্ম্মিক। দৃপ্তক্ষত্রং ভুবো ভারম্ অব্রহ্মণ্যমনীনশৎ'—এই পাঠান্তরে, পৃথিবীর ভারস্বরূপ ব্রাহ্মণবিরোধী দর্পান্ধ ক্ষত্রিয়কুলের সংহার করিয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ১৫ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

কিং তদংহো ভগবতো রাজন্যৈরজিতাত্মভিঃ।
কৃতং যেন কুলং নষ্টং ক্ষত্রিয়াণামভীক্ষ্ণশঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—অজিতাত্মভিঃ (ন জিতঃ আত্মা যৈঃ তৈঃ ইন্দ্রিয়পরায়ণৈঃ) রাজন্যৈঃ

(রাজসমূহৈঃ) ভগবতঃ (রামস্য বিষয়ে) তৎ কিং (কীদৃশং তৎ) অংহঃ (অপরাধঃ) কৃতম্ (অনুষ্ঠিতং) যেন (অপরাধেন) ক্ষত্রিয়াণাং কুলম্ অভীক্ষ্ণশঃ (পুনঃ পুনঃ) নষ্টঃ (অভূৎ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, অজিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয়রাজন্যবর্গ ভগবান্ রামের নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছিল, যাহাতে তিনি ক্ষত্রিয়-কুলকে পুনঃ পুনঃ নষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

———

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

হৈহয়ানামধিপতিরর্জ্জুনঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
দত্তং নারায়ণাংশাংশমারাধ্য পরিকর্ম্মভিঃ ॥ ১৭ ॥
বাহূন্ দশশতং লেভে দুর্দ্ধর্ষত্বমরাতিষু।
অব্যাহতেন্দ্রিয়ৌজঃ শ্রীতেজোবীর্য্যযশোবলম্ ॥ ১৮ ॥
যোগেশ্বরত্বমৈশ্বর্য্যং গুণা যত্রাণিমাদয়ঃ।
চচারাব্যাহতগতির্লোকেষু পবনো যথা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ (শুকদেবঃ) উবাচ,—হৈহয়ানাম্ অধিপতিঃ (হৈহয়রাজঃ) ক্ষত্রিয়র্ষভঃ (ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠঃ) অর্জ্জুনঃ (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ) পরিকর্ম্মভিঃ (পরিচর্য্যা কর্ম্মভিঃ) নারায়ণাংশাংশং (ভগবতঃ নারায়ণস্য যোঽংশস্তস্যাংশং) দত্তং (দত্তাত্রেয়ম্) আরাধ্য দশশতং বাহূন্, অরাতিষু (শত্রুষু) দুর্দ্ধর্ষত্বং (দুর্দ্দমনীয়ত্বঞ্চ) অব্যাহতেন্দ্রিয়ৌজঃ (ইন্দ্রিয়াণি চ ওজাংসি চ ইন্দ্রিয়ৌজঃ অব্যাহতং যৎ ইন্দ্রিয়ৌজঃ তৎ) শ্রীতেজোবীর্য্যযশোবলং (শ্রীশ্চ তেজশ্চ বীর্য্যঞ্চ যশশ্চ বলঞ্চ তৎ) যোগেশ্বরত্বং (তথা) যত্র অণিমাদয়ঃ গুণাঃ (সিদ্ধয়ঃ বর্ত্তন্তে) তৎ ঐশ্বর্য্যম্ (অপি) লেভে। (ততঃ সঃ) যথা পবনঃ (বায়ুঃ) লোকেষু (ভুবনেষু) অব্যাহতগতিঃ (সন্ চরতি তথা) চচার ॥ ১৭-১৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হৈহয়গণের অধিপতি ক্ষত্রিয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পরিচর্য্যা দ্বারা নারায়ণ অংশাংশ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া দশ শত বাহু, শত্রুগণের মধ্যে দুর্দ্দমনীয়ত্ব, তথা অপ্রতিহত ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য, সম্পৎ, তেজঃ, বীর্য্য, যশঃ ও যোগেশ্বরত্ব এবং যাহাতে অনিমাদি সিদ্ধি-সমূহ বর্ত্তমান—এরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া পবনের ন্যায় অপ্রতিহত-গতিবিশিষ্ট হইয়া ইহলোকে বিচরণ করিতেন ॥ ১৭-১৯ ॥

———

স্ত্রীরত্নৈরাবৃতঃ ক্রীড়ন্ রেবাম্ভসি মদোৎকটঃ।
বৈজয়ন্তীং স্রজং বিভ্রদ্রুরোধ সরিতং ভুজৈঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—মদোৎকটঃ (মদেন মত্ততয়া উৎকটঃ উগ্রস্বভাবঃ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ) বৈজয়ন্তীং স্রজং (জয়-মাল্যং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) স্ত্রীরত্নৈঃ আবৃতঃ (পরি-বেষ্টিতঃ সন্) রেবাম্ভসি (নর্ম্মদা-জলে) ক্রীড়ন্ (বিহারং কুর্ব্বন্) ভুজৈঃ সরিতং (নর্ম্মদাং) রুরোধ (নর্ম্মদায়াঃ বেগম্ অবরুরোধঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—একদা তিনি বৈজয়ন্তীমালা ধারণ-পূর্ব্বক স্ত্রীরত্নগণে পরিবৃত হইয়া নর্ম্মদা-জলে অতিশয় উন্মত্ততাসহকারে ক্রীড়া করিতে করিতে ভুজসমূহ দ্বারা নর্ম্মদার স্রোত অবরোধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০ ॥

———

বিপ্লাবিতং স্বশিবিরং প্রতিস্রোতঃসরিজ্জলৈঃ।
নামৃষ্যৎ তস্য তদ্বীর্য্যং বীরমানী দশাননঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—বীরমানী (বীর্য্যাভিমানী) দশাননঃ (রাবণঃ) প্রতিস্রোতঃসরিজ্জলৈঃ (কার্ত্তবীর্য্যেণ ভুজৈঃ প্রবাহস্য অবরোধাৎ প্রতিকূলং স্রোতঃ যস্যাঃ তস্যাঃ সরিতঃ জলৈঃ) স্বশিবিরং (দিগ্বিজয়প্রসঙ্গেন আগত্য নর্ম্মদা-তীরে স্থাপিতম্ আত্মনঃ শিবিরং) বিপ্লাবিতং (নিমজ্জিতম্ আলক্ষ্য) তস্য (কার্ত্তবীর্য্যস্য) তৎ-বীর্য্যং (প্রতাপং) ন অমৃষ্যৎ (ন সেহে) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—(রাবণ দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া মাহিষ্মতী পুরীসমীপে শিবির স্থাপন করিয়া দেবার্চ্চনা করিতেছিল) তৎকালে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ভুজদ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ায় বিপরীত দিকে প্রবাহমান নর্ম্মদা-সলিলে নিজ শিবির প্লাবিত হইতেছে দেখিয়া, বীরাভিমানী রাবণ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের এতাদৃশ প্রভাব সহ্য করিতে পারিল না ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—রাবণো দিগ্বিজয়ে মাহিষ্মত্যাঃ সমীপে দেবপূজাং কুর্ব্বন্ তেন প্রবাহস্যাবরোধাদ্ হেতোঃ প্রতিস্রোতাঃ প্রতিকূলপ্রবাহা সরিদ্রেবা, তস্যা জলৈঃ

প্লাবিতং স্বশিবিরমালোক্য তস্য তদ্বীর্য্যং ন সেহে তেন সাকং যোদ্ধুমগমদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মাহিষ্মতীর নিকটে নর্ম্মদার তীরে শিবির স্থাপনপূর্ব্বক দেবার্চ্চনা করিতেছিলেন। তৎকালে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ভুজ দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ায় 'প্রতিস্রোতঃ-সরিজ্জলৈঃ'—স্রোতের প্রতিকূলে প্রবাহিত নর্ম্মদার জলরাশিদ্বারা নিজ শিবির প্লাবিত হইতে দেখিয়া অর্জ্জুনের তাদৃশ বীর্য্য সহ্য করিতে পারিলেন না, অর্থাৎ তিনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন, এই অর্থ ॥ ২১ ॥

গৃহীতো লীলয়া স্ত্রীণাং সমক্ষং কৃতকিল্বিষঃ।
মাহিষ্মত্যাং সংনিরুদ্ধো মুক্তো যেন কপির্যথা ॥২২॥

অন্বয়ঃ—স্ত্রীণাং সমক্ষং (সাক্ষাৎ) কৃতকিল্বিষঃ (কৃতং কিল্বিষম্ অপরাধঃ যেন সঃ ক্রীড়ন্তং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনং অভিভবিতুং প্রবৃত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ) লীলয়া (অনায়াসেনৈব) যেন (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনেন) গৃহীতঃ (বলেন ধৃতঃ) মাহিষ্মত্যাং (স্বপুর্য্যাং) যথা কপিঃ (কপিরিব) সংনিরুদ্ধঃ (আবদ্ধীকৃতঃ) (পুনঃ) মুক্তঃ (অবজ্ঞয়া ত্যক্তোঽভূৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—এইরূপ ক্রীড়াকারি-অর্জ্জুনকে স্ত্রীগণের সমক্ষে পরাজয় করিতে প্রবৃত্ত, সুতরাং অপরাধী অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে রাবণকে ধরিয়া আনিলেন এবং বানরের ন্যায় মাহিষ্মতীপুরীতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া অবশেষে অবজ্ঞাক্রমে ছাড়িয়া দিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ স রাবণস্তেন পরাজিতঃ গৃহীতঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর সেই রাবণ তাঁহার নিকট পরাজিত ও বলপূর্ব্বক ধৃত হইলেন ॥ ২২ ॥

স একদা তু মৃগয়াং বিচরন্ বিজনে বনে।
যদৃচ্ছয়াশ্রমপদং জমদগ্নেরুপাবিশৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ) তু একদা বিজনে (জনশূন্য) বনে মৃগয়াং বিচরন্ (বিদধানঃ) যদৃচ্ছয়া (ভাগ্যক্রমেণ) জমদগ্নেঃ আশ্রমপদম্ উপাবিশৎ (প্রবিবেশ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—একদা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মৃগয়ার্থ বিজনবনে বিচরণ করিতে করিতে ভাগ্যক্রমে জমদগ্নির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবং বীর্য্যোঽপি সোঽর্জ্জুনঃ পরশুরামেণ হত ইতি বক্তুং তৎকৃতমপরাধং দর্শয়তি স ইতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার শক্তিশালী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনও পরশুরাম কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন, ইহা বলিবার জন্য তৎকৃত অপরাধ দেখাইতেছেন—'স একদা' ইত্যাদি (অর্থাৎ সেই অর্জ্জুন একসময় মৃগয়ার জন্য বনে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ জমদগ্নির আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন।) ॥ ২৩ ॥

তস্মৈ স নরদেবায় মুনিরর্হণমাহরৎ।
সসৈন্যামাত্যবাহায় হবিষ্মত্যা তপোধনঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ তপোধনঃ (তপোনিরতঃ) মুনিঃ (জমদগ্নিঃ) হবিষ্মত্যা (কামধেন্বা) সসৈন্যামাত্যবাহায় (সৈন্যৈঃ সহ অমাত্যান্ মন্ত্রিণঃ বহতি যং তস্মৈ) নরদেবায় (রাজ্ঞে) তস্মৈ (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনায়) অর্হণম্ (আতিথ্যাদি) আহরৎ (সমগ্রহীৎ) ॥২৪॥

অনুবাদ—তপোনিরত মুনি জমদগ্নি সৈন্য, অমাত্য ও বাহকগণের সহিত রাজাকে কামধেনু দ্বারা যথাবিধি আতিথ্য করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—হবিষ্মত্যা কামধেন্বা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হবিষ্মত্যা'—একটিমাত্র কামধেনুর সাহায্যেই (জমদগ্নি রাজার যথাযথ আতিথ্য সৎকার করিলেন।) ॥ ২৪ ॥

স বৈ রত্নন্তু তদ্দৃষ্ট্বাত্মৈশ্বর্য্যাতিশায়নম্।
তন্নাদ্রিয়তাগ্নিহোত্র্যাং সাভিলাষঃ সহৈহয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সহৈহয়ঃ (হৈহয়ৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ) সঃ বৈ (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ) আত্মৈশ্বর্য্যাতিশায়নম্ (আত্মনঃ ঐশ্বর্য্যাৎ অতিশায়নং শ্রেষ্ঠং) তৎ রত্নং (কামধেনুং) দৃষ্ট্বা অগ্নিহোত্র্যাং (কামধেনৌ)

সাভিলাষঃ (আকাঙ্ক্ষাযুক্তঃ সন্) তু তৎ (প্রদত্তম্ অর্হণং) ন আদ্রিয়ত (তস্মিন্ নাতুষ্যৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হৈহয়গণের সহিত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নিজ ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কামধেনুরত্ন দর্শন করিয়া মুনিপ্রদত্ত আতিথ্যে সন্তুষ্ট হইলেন না, পরন্তু অগ্নিহোত্রীয় কামধেনু অভিলাষ করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ অর্হণসাধনমৈশ্বর্য্যং দৃষ্ট্বা তৎ অর্হণং নাদ্রিয়ত। যতোঽগ্নিহোত্র্যাং কামধেনৌ ॥২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্ দৃষ্ট্বা'—নিজ ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কামধেনুর দ্বারা সম্পাদিত ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া রাজা অর্জ্জুন মুনিপ্রদত্ত আতিথ্য সৎকারের প্রতি সমাদর প্রকাশ করিলেন না, যেহেতু তিনি সেই কামধেনুর প্রতিই সাভিলাষী ছিলেন ॥২৫॥

হবির্দ্ধানীমৃষের্দর্পান্নরান্ হর্ত্তুমচোদয়ৎ।
তে চ মাহিষ্মতীং নিন্যুঃ সবৎসাং ক্রন্দতীঃ বলাৎ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ সঃ অর্জ্জুনঃ) দর্পাৎ (গর্ব্বাৎ) ঋষেঃ (জমদগ্নেঃ) হবির্দ্ধানীং (হোমধেনুং) হর্ত্তুম্ (অপহর্ত্তুং) নরান্ (অনুচরান্) অচোদয়ৎ (প্রেরয়ামাস)। তে চ (অনুচরাঃ) বলাৎ (প্রসহ্য) সবৎসাং (বৎসসহিতাং) ক্রন্দতীং (তাং কামধেনুং) মাহিষ্মতীং (কার্ত্তবীর্য্যনগরীং) নিন্যুঃ (প্রাপয়ামাসুঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর তিনি দর্প করিয়া জমদগ্নির অগ্নিহোত্র-ধেনু অপহরণার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। তাহারা রোরুদ্যমানা সবৎসা ধেনুটীকে বলপূর্ব্বক মাহিষ্মতীপুরীতে লইয়া গেল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—হবির্ধানীং কামধেনুং হর্ত্তুম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হবির্ধানীং'—রাজা অর্জ্জুন ঋষির কামধেনুটিকে হরণ করিবার জন্য অনুচরগণকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

অথ রাজনি নির্য্যাতে রাম আশ্রমমাগতঃ।
শ্রুত্বা তৎ তস্য দৌরাত্ম্যং চুক্রোধাহিরিবাহতঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) রাজনি (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনে নির্য্যাতে হোমধেনুমাদায় নির্গচ্ছতি সতি) রামঃ (জমদগ্নি-কনিষ্ঠসুতঃ পরশুরাম ইত্যর্থঃ) আশ্রমম আগতঃ (সন্) তস্য (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনস্য) তৎ (আশ্রমাৎ বলাৎ হোমধেনুগ্রহণরূপং) দৌরাত্ম্যং শ্রুত্বা আহতঃ (আঘাতং প্রাপ্তঃ) অহিঃ ইব (সর্প ইব) চুক্রোধ (কোপং চকার) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কামধেনু লইয়া চলিয়া গেলে, রাম আশ্রমে আসিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের আশ্রম হইতে বলপূর্ব্বক ধেনু অপহরণরূপ দৌরাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন এবং সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ২৭ ॥

ঘোরমাদায় পরশুং সতূণং বর্ম্ম কার্ম্মুকম্।
অন্বধাবত দুর্ম্মর্ষো মৃগেন্দ্র ইব যূথপম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্ম্মর্ষঃ (ক্রুদ্ধঃ রামঃ) ঘোরং (ভীষণং) পরশুং বর্ম্ম (কবচং) সতূণং কার্ম্মুকং (তূণম্ ইষুধিং কার্ম্মুকং ধনুশ্চ ইত্যর্থঃ) আদায় (গৃহীত্বা) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহঃ) যূথপং (হস্তিনম্) ইব (তম্ অর্জ্জুনম্) অন্বধাবত (অন্বগচ্ছৎ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ পরশু বর্ম্ম, তূণসহ ধনুক গ্রহণপূর্ব্বক হস্তির প্রতি যেরূপ সিংহ ধাবিত হয়, তদ্রূপ অর্জ্জুনের পশ্চাৎ ধাবমান্ হইলেন ॥ ২৮ ॥

তমাপতন্তং ভৃগুবর্য্যমোজসা
ধনুর্ধরং বাণপরশ্বধায়ুধম্।
ঐণেয়চর্ম্মাম্বরমর্কধামভি-
র্যুতং জটাভির্দদৃশে পুরীং বিশন্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—পুরীং (মাহেষ্মতীং) বিশন্ (হোমধেনুমাদায় প্রবিশন্ অর্জ্জুনঃ) ধনুর্দ্ধরং বাণপরশ্বধায়ুধং (বাণঞ্চ পরশ্বধশ্চ পরশুশ্চ আয়ুধম্ অস্ত্রং যস্য তম্) ঐণেয়চর্ম্মাম্বরম্ (ঐণেয়চর্ম্ম কৃষ্ণাজিনচর্ম্ম অম্বরং বস্ত্রং যস্য তম্) অর্কধামভিঃ (অর্কবৎ সূর্য্যবৎ ধাম তেজো যেষাং তাভিঃ) জটাভিঃ যুতম্ ওজসা (বেগেন) আপতন্তম্ (আগচ্ছন্তং) তং ভৃগুবর্য্যং (রামং) দদৃশে (দৃষ্টবান্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন ধেনু লইয়া মাহিষ্মতীপুরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় সূর্য্যের ন্যায় দ্যুতিমান্ জটাযুক্ত ধনুর্ধারী রামকে কৃষ্ণাজিন চর্ম্ম পরিধান-পূর্ব্বক বাণ, পরশু, অস্ত্র লইয়া অতিবেগে আগমন করিতে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—পুরীং প্রবিশন্নেবার্জ্জুনো দদর্শ ॥ ২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরীং বিশন্'—অর্জ্জুন নিজ পুরীতে প্রবেশ করিতে করিতেই ধনুর্ধারী রামকে নিজের অভিমুখে আসিতে দেখিলেন ॥ ২৯ ॥

অচোদয়দ্ধস্তিরথাশ্বপত্তিভি-
র্গদাসিবাণর্ষ্টিশতঘ্নিশক্তিভিঃ ।
অক্ষৌহিণীঃ সপ্তদশাতিভীষণা-
স্তা রাম একো ভগবানসূদয়ৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(দৃষ্ট্বা চ) হস্তিরথাশ্বপত্তিভিঃ (হস্তিনশ্চ, রথাশ্চ, অশ্বাশ্চ, পত্তয়ঃ, পদাতয়শ্চ তৈঃ তথা) গদাসিবাণর্ষ্টিশতাঘ্নিশক্তিভিঃ (গদাদিভিঃ অস্ত্রৈশ্চ উপলক্ষিতাঃ) অতিভীষণাঃ সপ্তদশ অক্ষৌহিণীঃ (দশভিঃ অনিকিনীভিঃ একা অক্ষৌহিণীঃ, তাদৃশীঃ সপ্তদশ অক্ষৌহিণীঃ) অচোদয়ৎ (প্রেরিতবান্)। ভগবান্ রামঃ (ভার্গবঃ) একঃ এব তাঃ (অক্ষৌহিণীঃ) অসূদয়ৎ (নিহতবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—রামকে দেখিয়া অর্জ্জুন ভীত হইয়া তন্নিকটে যুদ্ধার্থ হস্তী, রথ, অশ্ব, পদাতি, গদা, অসি, বাণ, ঋষ্টি এবং শতঘ্নী শক্তিসহ সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করিলেন, ভগবান্ রাম একাকীই সে সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—হস্ত্যাদিভির্গদাদিভিশ্চ ভীষণা অক্ষৌহিণীরচোদয়ৎ প্রেরয়ামাস ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অচোদয়ৎ'—হস্তী, অশ্বাদিযুক্ত গদাদি ধারী ভয়ঙ্কর সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সেনাকে রামের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। (ভগবান্ রাম একাকীই উহাদের সকলকে বিনাশ করিয়াছিলেন।) ॥ ৩০ ॥

যতো যতোঽসৌ প্রহরৎপরশ্বধো
মনোঽনিলৌজাঃ পরচক্রসূদনঃ ।
ততস্ততশ্ছিন্নভুজোরুকন্ধরা
নিপেতুরুর্ব্ব্যাং হতসূতবাহনাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—পরচক্রসূদনঃ (পরেষাং শত্রুণাং চক্রং সৈন্যং সূদয়তি নাশয়তি পরচক্রসূদনঃ) মনোঽনিলৌজাঃ (মনশ্চ অনিলশ্চ তয়োরিব ওজঃ বীর্য্যং বেগো বা যস্য সঃ) অসৌ (রামঃ) প্রহরৎপরশ্বধঃ (প্রহরন্ পরশ্বধঃ পরশুর্যস্য স তথাবিধঃ সন্) যতঃ যতঃ (যস্যাং যস্যাং দিশি অগচ্ছৎ) ততঃ ততঃ ছিন্নভুজোরুকন্ধরাঃ (ছিন্নাঃ ভুজা উরবঃ কন্ধরাশ্চ যেষাং তে তথাবিধাঃ) হতসূতবাহনাঃ (হতাঃ সুতাঃ সারথয়ঃ বাহনানি চ যেষাং তে তথাবিধাঃ সন্তঃ বীরাঃ) উর্ব্যাঃ (ভূমৌ) নিপেতুঃ ॥৩১॥

অনুবাদ—বিপক্ষগণের সৈন্য বিনাশ-সাধনে সমর্থ, মন ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ রাম পরশুদ্বারা প্রহার করিতে করিতে যে যে দিকে গমন করিতেছিলেন সেই সেই স্থানেই বিপক্ষবীরগণ ছিন্নবাহু ছিন্ন উরু ও ছিন্নকন্ধর হইয়া পৃথ্বীতলে পতিত হইতেছিল, তাহাদের পুত্র সারথি ও বাহনসকলও নিহত হইল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রহরন্ পরশ্বধো যস্য সঃ। মনোঽনিলয়োরিবৌজো বেগো যস্য সঃ। প্রথমং সৈন্যস্যাতিবাহুল্যে দৃষ্টে মনস ইব আত্মনো বেগঃ কৃতঃ, তস্মিন্ নষ্টপ্রায়ে সতি কিঞ্চিদ্বিশ্রমণার্থমনিলস্যেবেত্যর্থঃ। তত্র তত্র বীরা নিপেতুঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রহরৎ-পরশ্বধঃ'—যাঁহার কুঠারই প্রহার করিতেছে, তিনি। 'মনোঽনিলৌজাঃ'—মন ও বায়ুর ন্যায় বেগ যাঁহার, তিনি। প্রথমতঃ সৈন্যগণের অতিশয় বাহুল্য দেখিয়া মনের ন্যায় বেগ ধারণ করিলেন, পরে সৈন্যগণ নষ্টপ্রায় হইলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য বায়ুর মত বেগ ধারণ করিলেন, অর্থাৎ তৎকালে মন ও বায়ুর ন্যায় প্রবল বেগবান্ পরশুরাম কুঠারের আঘাত করিতে করিতে যে যে স্থানে গমন করিতেছিলেন, সেখানে সেখানেই শত্রুবীরগণ নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

দৃষ্ট্বা স্বসৈন্যং রুধিরৌঘকর্দ্দমে
রণাজিরে রামকুঠারশায়কৈঃ ।

বিরূক্ণবর্ম্মধ্বজচাপবিগ্রহং
নিপাতিতং হৈহয় আপতদ্রুষা ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—হৈহয়ঃ (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ) রামকুঠারশায়কৈঃ (রামস্য কুঠারেণ শায়কৈঃ বাণৈশ্চ) বিরূক্ণবর্ম্মধ্বজচাপবিগ্রহং বিরূক্ণাঃ ছিন্নাঃ ধর্ম্মধ্বজচাপ বিগ্রহাঃ যস্য তৎ) রণাজিরে নিপাতিতং স্বসৈন্যং রুধিরৌঘকর্দ্দমে (রুধিরাণাম্ ওঘেন কর্দ্দমঃ যস্মিন্ তস্মিন্) দৃষ্ট্বা রুষা (ক্রোধেন) আপতৎ (অভ্যগচ্ছৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—রামের কুঠার ও বাণে বর্ম্ম, ধ্বজা, ধনু ও কলেবর বিচ্ছিন্ন হওয়ায় স্বসৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইয়াছে এবং রণভূমি রুধিরে কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ক্রোধে স্বয়ং (রণক্ষেত্রে) আগমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—হৈহয়োঽর্জ্জুনঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হৈহয়ঃ'—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ॥ ৩২ ॥

অথার্জ্জুনঃ পঞ্চশতেষু বাহুভি-
র্ধনুঃষু বাণান্ যুগপৎ স সন্দধে।
রামায় রামোঽস্ত্রভৃতাং সমগ্রণী-
স্তান্যেকধন্বেষুভিরচ্ছিনৎ সমম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথ সঃ অর্জ্জুনঃ (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ) পঞ্চশতেষু ধনুঃষু (কার্ম্মুকেষু) বাহুভিঃ (সহস্রভুজৈঃ) যুগপৎ (একপ্রযত্নেন) রামায় (রামং হন্তুং) বাণান্ সন্দধে (সংযোজিতবান্)। অস্ত্রভৃতাম্ (অস্ত্রধারিণাং) সমগ্রণীঃ (শ্রেষ্ঠঃ) রামঃ একধন্বা (একং ধনুঃ যস্য স তথাবিধঃ সন্) তানি (ধনূংষি) ইষুভিঃ (বাণৈঃ) সমং (সহ) অচ্ছিনৎ (বিদীর্ণবান্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রামের জন্য সহস্রভুজদ্বারা একবারে পঞ্চশত ধনুকে পঞ্চশত শর যোজনা করিলেন। অস্ত্রধারিগণের অগ্রণী রাম একটি মাত্র ধনুক-ধারণপূর্ব্বক ঐ সকল বাণ, ইষু (তূণ) সহ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—রামায় রামং হন্তুং, রামস্তু তানি ধনূংষি সমং বাণৈঃ সহিতান্যেবাচ্ছিনৎ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রামায়'—পরশুরামকে বধ করিবার জন্য (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সহস্র বাহুদ্বারা একেবারে পাঁচ শত ধনুতে পাঁচ শত বাণ যোজনা করিলেন), কিন্তু রাম একটিমাত্র ধনুতে যোজিত বাণসমূহ দ্বারা এককালেই তাঁহার সকল ধনুক বাণ ছেদন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

পুনঃ স্বহস্তৈরচলান্ মৃধেঽঙ্ঘ্রিপান্
উৎক্ষিপ্য বেগাদভিধাবতো যুধি।
ভুজান্ কুঠারেণ কঠোরনেমিনা
চিচ্ছেদ রামঃ প্রসভং ত্বহেরিব ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—রামঃ (পরশুরামঃ) পুনঃ স্বহস্তৈঃ অচলান্ (পর্ব্বতান্) অঙ্ঘ্রিপান্ (বৃক্ষাংশ্চ) উৎক্ষিপ্য (উৎপাট্য) মৃধে (রণে) বেগাৎ অভিধাবতঃ তু (অভিগচ্ছতঃ তস্য) অহেঃ ইব (অহেঃ সর্পস্য ফণা ইব) ভুজান্ কঠোরনেমিনা (সিতধারেণ) কুঠারেণ প্রসভং (বলাৎ) চিচ্ছেদ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—বাণসমূহ ছিন্ন হইলে, অর্জ্জুন পর্ব্বত ও বৃক্ষসমূহ স্বহস্তে উৎপাটিত করিয়া পুনরায় অতিবেগে রণমধ্যে রামের প্রতি ধাবমান হইল। তখন পরশুরাম বলপূর্ব্বক কুঠারদ্বারা উহার সর্প ফণার ন্যায় ভুজসকল ছিন্ন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—অচলান্ পর্ব্বতান্ অভিধাবতস্তস্য অহেঃ ফণানিবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — 'অচলান্' — পর্ব্বতসমূহ, অর্থাৎ অর্জ্জুন নিজ সহস্র হস্তদ্বারা পর্ব্বত ও বৃক্ষরাশি উৎপাটিত করিয়া রামকে বধ করিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলে, রাম তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা সর্পের ফণাসমূহের ন্যায় তাঁহার সহস্র বাহু সবলে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪ ॥

কৃত্তবাহোঃ শিরস্তস্য গিরেঃ শৃঙ্গমিবাহরৎ।
হতে পিতরি তৎপুত্রা অযুতং দুদ্রুবুর্ভয়াৎ ॥ ৩৫ ॥
অগ্নিহোত্রীমুপাবর্ত্ত্য সবৎসাং পরবীরহা।
সমুপেত্যাশ্রমং পিত্রে পরিক্লিষ্টাং সমর্পয়ৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—কৃত্তবাহোঃ (কৃত্তাঃ ছিন্নাঃ বাহবো

যস্য তস্য) তস্য (অর্জ্জুনস্য) শিরঃ গিরে (সকাশাৎ) শৃঙ্গম্ ইব জহার (ভুবি পাতিতবান্) পিতরি (অর্জ্জুনে) হতে (সতি) অযুত (দশসহস্রং) তৎপুত্রাঃ (তস্য অর্জ্জুনস্য পুত্রাঃ) ভয়াৎ দুদ্রুবুঃ (পলায়নং চক্রুঃ ততঃ) সবৎসাম্ অগ্নিহোত্রীং (হোমধেনুম্) উপাবর্ত্ত্য (সমীপমানীয়) পরবীরহা (পরেষাং শত্রূণাং মধ্যে যে বীরাঃ তান হন্তীতি পরবীরহা রামঃ) আশ্রমং সমুপেত্য (প্রাপ্য) পরিক্লিষ্টাং (আকর্ষণাদিনা ক্লেশোপেতাং ধেনুং) পিত্রে (জমদগ্নয়ে) সমর্পয়ৎ (সমর্পিতবান্)॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রাম ছিন্নবাহু অর্জ্জুনের গিরিশৃঙ্গবৎ মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলেন। পিতা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিধন হইলে, তাহার দশ সহস্র পুত্রগণ ভয়ে পলায়ন করিল, অনন্তর তিনি শত্রু নিধনপূর্ব্বক সবৎস অগ্নিহোত্রধেনু লইয়া আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক বিপক্ষগণের হস্তে ক্লেশপ্রাপ্তা ধেনু পিতা জমদগ্নির হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

স্বকর্ম্ম তৎ কৃতং রামঃ পিত্রে ভ্রাতৃভ্য এব চ।
বর্ণয়ামাস তৎ শ্রুত্বা জমদগ্নিরভাষত ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—রামঃ কৃতম্ (অনুষ্ঠিতং) তৎ স্বকর্ম্ম পিত্রে (জমদগ্নয়ে) ভ্রাতৃভ্যঃ এব চ বর্ণয়ামাস (কথয়ামাস)। জমদগ্নিঃ তৎ (পুত্রবর্ণিতং বাক্যং) শ্রুত্বা অভাষত (অব্রবীৎ রামমিতি শেষঃ)॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—রাম নিজ কৃতকর্ম্মসমূহ পিতা ও ভ্রাতৃবর্গের নিকট বর্ণন করিলেন। জমদগ্নি পুত্র রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৩৭॥

রাম রাম মহাবাহো ভবান্ পাপমকারষীৎ।
অবধীন্নরদেবং যৎ সর্ব্বদেবময়ং বৃথা ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাবাহো রাম, রাম, যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) ভবান্ সর্ব্বদেবময়ং নরদেবং (রাজানং) বৃথা অবধীৎ (হতবান্ ততঃ) পাপম্ অকারষীৎ (অকার্ষীৎ)॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো রাম! হে রাম! তুমি সর্ব্বদেবময় রাজাকে বৃথা বিনষ্ট করিয়া পাপ করিয়াছ ॥ ৩৮ ॥

বয়ং হি ব্রাহ্মণাস্তাত ক্ষময়ার্হণতাং গতাঃ।
যয়া লোকগুরুর্দেবঃ পারমেষ্ঠ্যমগাৎ পদম্ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত! (হে বৎস,) ব্রাহ্মণাঃ বয়ং ক্ষময়া (ক্ষান্ত্যা অপরাধিনঃ প্রত্যপকারাকরণেন ইত্যর্থঃ) হি (এব) অর্হণতাং (পূজ্যতাং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ ক্ষমাগুণেনৈব বয়ং লোকানাং পূজনীয়া ইত্যর্থঃ) লোকগুরুঃ দেবঃ (ব্রহ্মা) যয়া (ক্ষান্ত্যা) পারমেষ্ঠ্যং (পরমেষ্ঠিযোগ্যং) পদং (স্থানম্) অগাৎ (প্রাপ্তবান্)॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে বৎস! আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষমাগুণে আমরা লোকের পূজ্য হইয়াছি, লোকগুরু ব্রহ্মা ঐ ক্ষমাগুণে পরমেষ্ঠি-পদবীলাভ করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—অর্হণতাং পূজত্বম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্হণতাং'—পূজ্যত্ব (আমরা ব্রাহ্মণজাতি ক্ষমাগুণের দ্বারাই পূজ্যত্ব লাভ করিয়াছি।)॥ ৩৯ ॥

ক্ষময়া রোচতে লক্ষ্মীর্ব্রাহ্মী সৌরী যথা প্রভা।
ক্ষমিণামাশু ভগবাংস্তুষ্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রাহ্মী (ব্রাহ্মণসম্বন্ধিনী) লক্ষ্মীঃ (শোভা) ক্ষময়া (এব) যথা সৌরী প্রভা (সূর্য্যসম্বন্ধিনী প্রভা ইব) রোচতে (দীপ্যতে), ক্ষমিণাং (ক্ষমাবতাং বিষয়ে) ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ আশু (শীঘ্রং) তুষ্যতে (সন্তুষ্টো ভবতি)॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণের শ্রী (শোভা) ক্ষমা দ্বারাই সূর্য্যের প্রভার ন্যায় দীপ্তি লাভ করে। ক্ষমাশীল পুরুষগণের প্রতি ভগবান শ্রীহরি অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট হন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মী ব্রাহ্মণসম্বন্ধিনী লক্ষ্মীঃ শোভা ক্ষময়ৈব রোচতে দ্যোততে সৌরী সূর্য্যপ্রভেব ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রাহ্মী লক্ষ্মীঃ'—ব্রাহ্মণের শোভা ক্ষমাগুণহেতুই সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় সমুজ্জ্বল হয় ॥ ৪০ ॥

রাজ্ঞো মূর্ধাভিষিক্তস্য বধো ব্রহ্মবধাদ্ গুরুঃ।
তীর্থসংসেবয়া চাংহো জহ্যঙ্গাচ্যুতচেতনঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে পরশুরামচরিতে নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—অঙ্গ! (হে বৎস) মূর্দ্ধাভিসিক্তস্য (সার্ব্বভৌমস্য) রাজ্ঞঃ বধঃ (হননং) ব্রহ্মবধাৎ (ব্রাহ্মণবধজনিতপাপাৎ) গুরুঃ (অধিকপাপজনকঃ অতঃ) অচ্যুতচেতনঃ (অচ্যুতে ভগবতি বাসুদেবে চেতনা চিত্তং যস্য স তথাভূতঃ সন্) তীর্থসংসেবয়া (তীর্থানাং গঙ্গাদীনাং সংসেবয়া) অংহঃ (তৎপাপং) জহি চ (অপকুরু) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে বৎস! সার্ব্বভৌমরাজার বধ ব্রাহ্মণবধ অপেক্ষাও গুরুতর। অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তীর্থসেবা দ্বারা এই পাপ দূরীভূত কর ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—চকারাদ্ যমনিয়মাদিভিশ্চ। শ্লেষেণ ন চ্যুতচেতনা চিচ্ছক্তির্যস্য তথাভূত ঈশ্বরোঽপি লোকসংগ্রহার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চদশোঽয়ং নবমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তীর্থসেবয়া চ'—তীর্থসেবা এবং যম-নিয়মাদির দ্বারা, 'অচ্যুত-চেতনঃ'—অচ্যুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক পাপ পরিহার কর। শ্লিষ্টার্থে—যাঁহার চিচ্ছক্তি কখন বিচ্যুত হয় না, তাদৃশ সমর্থবান্ পুরুষও লোকশিক্ষার নিমিত্ত তীর্থাদির সেবা করিয়া থাকেন—এই অর্থ ॥ ৪১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।১৫ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের পঞ্চদশাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—
পিত্রোপশিক্ষিতো রামস্তথেতি কুরুনন্দন।
সংবৎসরং তীর্থচর্য্যাং চরিত্বাশ্রমমাব্রজৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-পুত্রগণ কর্ত্তৃক জমদগ্নি হত হইলে, তৎপুত্র পরশুরামের একবিংশতি-বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়করণ ও বিশ্বামিত্রবংশের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

জমদগ্নিপত্নী রেণুকা জল আনয়নার্থ গঙ্গায় গমন করিয়া অপ্সরাদিগের সহিত ক্রীড়াসক্ত গন্ধর্ব্বরাজকে দর্শন করিয়া তাহার প্রতি ঈষৎ স্পৃহাবতী হওয়ার অপরাধে জমদগ্নির আদেশে অন্যান্য পুত্রগণের সহিত তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র রামকর্ত্তৃক নিহত হন, পরে জমদগ্নির তপোপ্রভাবে পুত্রগণের সহিত পুনর্জ্জীবন লাভ করেন, এদিকে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণ রামকর্ত্তৃক নিজ পিতার বধ-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তৎপ্রতি-শোধার্থ রামের অনুপস্থিতিকালে তাহার পিতা ভগবদ্ধ্যানরত জমদগ্নিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। পরশুরাম আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া নিজ পিতার বিনাশদর্শনে অতীব মর্ম্মাহত হইলেন এবং পিতার মৃতদেহ অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে রক্ষা করিতে বলিয়া ক্রোধাবেশে ক্ষত্রিয়কুল বিধ্বংস করিতে মনস্থ করিলেন। অনন্তর স্বীয় অস্ত্র পরশু গ্রহণপূর্ব্বক রাম মাহিষ্মতীপুরে গমন করিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-পুত্রদিগকে বিনষ্ট করিলেন। তাঁহাদের রক্তে এক নদী প্রবাহিত হইল। পরশুরাম কেবল এই কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্ত

ক্ষত্রিয়গণ অত্যাচারী হইলে,—এই পিতৃবধ হেতু করিয়া একবিংশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। পরে নিহতপিতার মস্তক তদীয় দেহে যোজিত করিয়া বিবিধ যজ্ঞের দ্বারা পরমাত্মার আরাধনা করিলে, তাঁহার পিতা জমদগ্নি স্বশরীর লাভ করিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্তম ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম মহেন্দ্রপর্ব্বতে অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছেন। আগামী মন্বন্তরে ইনি বেদ-প্রবর্ত্তক হইবেন।

গাধির বংশে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি। ইনি তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইহার একশত পুত্র ছিল। তাঁহার পুত্রগণ মধুছন্দ নামে কথিত হইতেন। হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পুরুষ পশুরূপে বিক্রীত অজীগর্ত্ত-তনয় শুনঃশেফ প্রজাপতিদিগের কৃপায় পাশবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া ভৃগু-বংশীয় হইয়াও গাধিবংশে দেবরাত নাম বিখ্যাত হন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের মধুছন্দনামক পুত্রগণ শুনঃ-শেফকে জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে অঙ্গীকার না করায় পিতার শাপে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের মধ্যম পুত্র মধুছন্দ তাঁহার পঞ্চাশৎ কনিষ্ঠভ্রাতার সহিত পিতার আদেশে শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, বিশ্বামিত্র অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করেন। দেবরাজকে কৌশিকগোত্রত্বে অঙ্গীকার করায় কৌশিকগোত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রবর প্রচলিত আছে।

অন্বয়ঃ—শুকঃ উবাচ,—(পরীক্ষিতং প্রতি হে) কুরুনন্দন! (পরীক্ষিৎ!) পিত্রা (জমদগ্নিনা) উপশিক্ষিতঃ (এবম্ আদিষ্টঃ সন্) রামঃ (জমদগ্নিকনিষ্ঠসুতঃ) তথা ইতি (তদেব ভবতু ইত্যঙ্গীকুর্ব্বন্) সম্বৎসরং তীর্থচর্য্যাং (তীর্থসেবাং) চরিত্বা (কৃত্বা) আশ্রমম্ আব্রজৎ (আগতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে কুরুনন্দন! পিতা জমদগ্নি কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া পরশুরাম পিতার আদেশ অঙ্গীকারপূর্ব্বক সম্বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

জমদগ্নির্হতো যৈস্তান্ রামোঽর্জ্জুনসুতানহন্।
নিঃক্ষত্রকৃৎ ষোড়শেঽত্র বিশ্বামিত্রকথা ততঃ ॥ ০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহাদের দ্বারা জমদগ্নি নিহত হইয়াছিলেন, সেই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রদিগের ক্ষত্রিয়কুল-সংহারী পরশুরাম কর্ত্তৃক বধ এবং তৎপরে বিশ্বামিত্রবংশের কথা এই ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

**কদাচিদ্রেণুকা যাতা গয়ায়াং পদ্মমালিনম্।
গন্ধর্ব্বরাজং ক্রীড়ন্তমপ্সরোভিরপশ্যত ॥ ২ ॥**

অন্বয়ঃ—কদাচিৎ (কস্মিন্নপি সময়ে) রেণুকা (জমদগ্নিপত্নী) গঙ্গায়াং যাতা (গতা সতী) গন্ধর্ব্বরাজং (গন্ধর্ব্বাধীশং) পদ্মমালিনম্ অপ্সরোভিঃ (স্বর্গবেশ্যাভিঃ সহ) ক্রীড়ন্তং (খেলয়ন্তম্) অপশ্যত (দৃষ্টবতী) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—কোন সময়ে জমদগ্নিপত্নী রেণুকা (জল আনয়নার্থ) গঙ্গায় গমন করিয়া তথায় গন্ধর্ব্বরাজ পদ্মমালীকে অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥

**বিলোকয়ন্তী ক্রীড়ন্তমুদকার্থং নদীং গতা।
হোমবেলাং ন সস্মার কিঞ্চিচ্চিত্ররথস্পৃহা ॥ ৩ ॥**

অন্বয়ঃ—উদকার্থং (জলানয়নার্থং) নদীং গতা (সা) ক্রীড়ন্তং (গন্ধর্ব্বরাজং) বিলোকয়ন্তী (পশ্যন্তী চ) কিঞ্চিৎ চিত্ররথস্পৃহা (কিঞ্চিৎ ঈষৎ চিত্ররথে গন্ধর্ব্বরাজে স্পৃহা সঙ্গমাভিলাষঃ যস্যাঃ সা তথাভূতা সতী) হোমবেলাং (হোমকালং) ন সস্মার (হোমকালো ইতি বর্ত্ততে ইতি ন স্মৃতবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—জল আনয়নার্থ গঙ্গায় গমন পূর্ব্বক অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়ারত গন্ধর্ব্বরাজকে অবলোকন করিয়া রেণুকা তাহার প্রতি ঈষৎ স্পৃহাবতী হইলেন, হোমের সময় যে অতীত হইতে লাগিল, তাহা তাহার স্মরণ হইল না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চিদিতি ন সস্মারেতাস্য বিশেষণং হোমবেলায়াঃ কিঞ্চিন্মাত্রং বিস্মরণমভূদিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ চিত্রময়ে গন্ধর্ব্বরাজস্য রথে দর্শনকৌতুকার্থং স্পৃহা যস্যাঃ সা ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কিঞ্চিৎ'—ইহা 'ন সস্মার' ইহার বিশেষণ, অর্থাৎ হোমবেলার কিছুমাত্র বিস্মরণ হইয়াছিল, এই অর্থ। তাহার হেতু—'চিত্ররথ-স্পৃহা', গন্ধর্ব্বরাজের বিচিত্রময় রথের দর্শন-কৌতুকের নিমিত্ত যাঁহার স্পৃহা হইয়াছিল, তিনি (অর্থাৎ রেণুকা জল আনয়নের জন্য নদীতে গমন করিলে, তথায় গন্ধর্ব্বরাজের রথের চিত্র-বিচিত্র শোভাদর্শনে ঔৎসুক্য-বশতঃ হোমের সময় চলিয়া যাইতেছে, ইহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।) ॥ ৩ ॥

কালাত্যয়ং তং বিলোক্য মুনেঃ শাপবিশঙ্কিতা।
আগত্য কলসং তস্থৌ পুরোধায় কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ তং কালত্যয়ং (হোমকালাতিপাতং) বিলোক্য (বিজ্ঞায়) মুনেঃ (পত্যুর্জমদগ্নেঃ) শাপবিশঙ্কিতা (শাপম্ আশঙ্কমানা রেণুকা) আগত্য (আশ্রমমিতি শেষঃ) কলসং পুরোধায় (মুনেরগ্রে নিধায়) কৃতাঞ্জলিঃ তস্থৌ (অতিষ্ঠৎ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর সময় অতীত হইয়াছে দেখিয়া, মুনি জমদগ্নির শাপভয়ে অত্যন্ত ভীতা রেণুকা আশ্রমে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মুনির সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা হইলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—শাপবিশঙ্কিতা হন্ত হন্ত কিঞ্চিন্মাত্র-বিস্মরণত এব মে হোমবেলাপীয়তী ব্যতীতেতি ভয়-বিহ্বলা ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শাপ-বিশঙ্কিতা'—হায়! হায়! সামান্য বিস্মরণের ফলেই হোমের সময় এতটা চলিয়া গিয়াছে, এইহেতু রেণুকা ভয়ে বিহ্বলা হইলেন ॥ ৪ ॥

ব্যভিচারং মুনির্জ্ঞাত্বা পত্ন্যাঃ প্রকুপিতোঽব্রবীৎ।
ঘ্নতৈনাং পুত্রকাঃ পাপামিত্যুক্তাস্তে ন চক্রিরে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—মুনিঃ (জমদগ্নিঃ) পত্ন্যাঃ (রেণুকায়াঃ) ব্যভিচারং (মানসং) জ্ঞাত্বা (বিজ্ঞায়) প্রকুপিতঃ (ক্রুদ্ধঃ) অব্রবীৎ (অকথয়ৎ)। পুত্রকাঃ! (হে পুত্রাঃ,) এনাং পাপাং (ব্যভিচারিণীং) ঘ্নত (যূয়ং মারয়ত) ইতি উক্তাঃ তে (পুত্রাশ্চ) ন চক্রিরে (মাতুর্বধমিতি শেষঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—মুনি পত্নীর এই প্রকার ব্যভিচার অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পুত্রদিগকে বলিলেন,—হে পুত্রগণ! তোমরা "এই পাপীয়সীকে হত্যা কর," কিন্তু পুত্রগণ তাহা করিল না ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—হোমবেলায়া প্রাগেব জলমানেষ্যামীতি তস্যা বচনস্য ব্যভিচারং জ্ঞাত্বা স্বনিত্যকর্ম্মাসিদ্ধ্যা চ প্রকর্ষেণ কুপিতঃ হে পুত্রকাঃ! এনাং ঘ্নতেত্যুক্তাস্তে পুত্রা ন চক্রিরে তস্যা হননমিতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যভিচারং'—হোমবেলার পূর্ব্বেই আমি জল আনিব, এরূপ তাঁহার বাক্যের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়া এবং নিজ নিত্যকর্ম্মের অসিদ্ধি-হেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মুনি পুত্রদিগকে বলিলেন—'হে পুত্রগণ! তোমরা ইহাকে বধ কর'। এরূপ আদিষ্ট হইয়াও পুত্রগণ মাতৃবধ করিলেন না ॥৫॥

রামঃ সঞ্চোদিতঃ পিত্রা ভ্রাতৄন্ মাত্রা সহাবধীৎ।
প্রভাবজ্ঞো মুনেঃ সম্যক্ সমাধেস্তপসশ্চ সঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) পিত্রা (জমদগ্নিনা) সঞ্চোদিতঃ (আজ্ঞালঙ্ঘিনাং ভ্রাতৄণাং মাতুশ্চ বধে প্রেরিতঃ) মুনেঃ (পিতুঃ) সমাধেঃ তপসঃ চ সম্যক্ প্রভাবজ্ঞঃ (যদি ন হন্যাং তর্হি মামপি শপ্তুং সমর্থঃ। যদি হন্যাং তর্হি ময়ি সন্তুষ্টঃ সন্ তানপি জীবয়িতুং শক্নোতীতি সামর্থ্যং জানাতীতি প্রভাবজ্ঞঃ) সঃ রামঃ (জমদগ্নিকনিষ্ঠসুতঃ) মাত্রা (রেণুকয়া) সহ ভ্রাতৄন্ অবধীৎ (অমারয়ৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর পিতা জমদগ্নি কনিষ্ঠ পুত্র রামকে আজ্ঞালঙ্ঘনকারী তদীয় ভ্রাতৃবর্গের ও মাতার বধার্থ আদেশ করিলেন। রাম পিতার সমাধি ও ও তপস্যার প্রভাব অবগত ছিলেন, সুতরাং "যদি আমি পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি তাহা হইলে, পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি অভিশাপ প্রদান করিবেন, আর যদি পিতার আদেশ পালন করি তাহা হইলে, পিতা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ইহাদের প্রাণদান করিলেও করিতে পারেন"—এই বিচার করিয়া মাতার এবং ভ্রাতৃবর্গের প্রাণনাশ করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—আজ্ঞালঙ্ঘিনাং ভ্রাতৄণাং মাতুশ্চ বধে নিযুক্তোঽবধীৎ। নন্বেবমাজ্ঞাপালনমপি জুগুপ্সিতং,

তত্রাহ—প্রভাবজ্ঞঃ অস্য বধস্যোদর্ক এবস্তবিষ্যতীতি সর্ব্বজ্ঞত্বেন জানন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আজ্ঞালঙ্ঘনকারি ভ্রাতৃগণ ও জননীর বধে নিযুক্ত হইয়া পরশুরাম তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন। যদি বলেন—এরূপ আদেশ-পালনও গর্হিত, তাহাতে বলিতেছেন—'প্রভাবজ্ঞঃ', এই বধের পরবর্ত্তী ফল এরূপই ইহা, সর্ব্বজ্ঞতাহেতু জানিয়াই তিনি বধ করিয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ৬ ॥

বরেণ চ্ছন্দয়ামাস প্রীতঃ সত্যবতীসুতঃ।
বব্রে হতানাং রামোঽপি জীবিতঞ্চাস্মৃতিং বধে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সত্যবতীসুতঃ (জমদগ্নিঃ) প্রীতঃ (রামং প্রতি তুষ্টঃ সন্) বরেণ (বরার্থং) চ্ছন্দয়ামাস (বরং বৃণু ইত্যুক্তবান্), রামঃ অপি হতানাং জীবিতং (জীবনং) বধে অস্মৃতিং (তেষাং বধ-বিষয়বিস্মরণঞ্চ) বব্রে (প্রার্থয়ামাস) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সত্যবতীসুত জমদগ্নি রামের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তাহাতে রাম "হত ব্যক্তি জীবিত হউক এবং আমি যে, তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলাম, ইহা যেন উহা-দের স্মৃতিপথে উদয় না হয়"—এই বর প্রার্থনা করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বরেণেতি বরং বৃণ্বিত্যুক্তবানিত্যর্থঃ। বব্রে ইতি মৃতা ইমে জীবন্তু মৎকর্ত্তৃকং বধঞ্চ ন স্মরন্তিত্যহং বৃণে ইত্যুক্তবান্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বরেণ'—'বর গ্রহণ কর', জমদগ্নি এরূপ বলিলেন। 'বব্রে'—'এই মৃত ব্যক্তি-গণ জীবিত হউন এবং মৎকর্ত্তৃক বধও তাঁহারা যেন স্মরণ করিতে না পারেন—এই বর আমি প্রার্থনা করি', পরশুরাম ইহা বলিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

উত্তস্থুস্তে কুশলিনো নিদ্রাপায় ইবাঞ্জসা।
পিতুর্বিদ্বাংস্তপো-বীর্য্যং রামশ্চক্রে সুহৃদ্বধম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—তে (সমাতৃকাঃ ভ্রাতরঃ) নিদ্রাপায়ে (নিদ্রাবসানে) ইব কুশলিনঃ (জীবন্তঃ সন্তঃ) অঞ্জসা (দ্রুতম্) উত্তস্থুঃ (উদতিষ্ঠন্), পিতুঃ (জমদগ্নেঃ) তপোবীর্য্যং (তপসঃ বীর্য্যং সামর্থ্যং) বিদ্বান্ (জানন্) রামঃ সুহৃদ্বধম্ (আত্মীয়বধং) চক্রে (ন তু বিদ্বেষতঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জমদগ্নির বরে তৎক্ষণাৎ পরশুরামের ভ্রাতৃবর্গ তদীয় মাতার সহিত সুস্থ ব্যক্তি যেরূপ নিদ্রাবসানে উত্থিত হয়, সেইরূপে গাত্রোত্থান করিল। পরশুরাম পিতার তপোবীর্য্য অবগত ছিলেন বলিয়াই আত্মীয়বধে ব্রতী হইয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

যেঽর্জ্জুনস্য সুতা রাজন্ স্মরন্তঃ স্বপিতুর্বধম্।
রামবীর্য্যপরাভূতা লেভিরে শর্ম্ম ন কৃচিৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! (পরীক্ষিৎ!) যে অর্জ্জুনস্য (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনস্য) সুতাঃ (পুত্রাঃ) রামবীর্য্যপরাভূতাঃ (রামস্য পরশুরামস্য বীর্য্যেণ পরাভূতাঃ পরাভবং প্রাপ্তাঃ পলায়িতা ইত্যর্থঃ তে) স্ব পিতু (অর্জ্জুনস্য) বধং স্মরন্তঃ কৃচিৎ (কদা-চিদপি) শর্ম্ম (সুখং) ন লেভিরে (ন প্রাপ্তবন্তঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—(শ্রীশুকদেব কহিলেন),—হে রাজন্! কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের যে সকল পুত্র পরশুরামের বীর্য্যে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা নিজ পিতার বধবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া কোথাও শান্তি লাভ করিতে পারে নাই ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—নিরপরাধায়া পতিব্রতাশিরোমণের্রেণু-কায়া বধমাদিষ্টবতো জমদগ্নেরপি বধরূপং তদ-পরাধফলং দর্শয়ন্নাহ। যেঽর্জ্জুনস্যেতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিরপরাধা পতিব্রতা-শিরো-মণি রেণুকার বধের আদেশদানকারী জমদগ্নিরও বধ সেই অপরাধের ফল, ইহা দেখাইতেছেন—'যে অর্জ্জুনস্য' ইত্যাদি, অর্থাৎ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণ পরশুরাম কর্ত্তৃক নিজ পিতার বধবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া কোথাও শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই ॥৯॥

একদাশ্রমতো রামে সভ্রাতরি বনং গতে।
বৈরং সিষাধয়িষবো লব্ধচ্ছিদ্রা উপাগমন্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—একদা সভ্রাতরি (বসুমদাদিভিঃ

ভ্রাতৃভিঃ সহ) রামে (পরশুরামে) আশ্রমতঃ (আশ্রমাৎ) বনং গতে (সতি) লব্ধচ্ছিদ্রাঃ লব্ধবসরাঃ) বৈরং (শত্রুতাং সিষাধয়িসবঃ (সাধয়িতুম্ ইচ্ছবঃ অর্জ্জুনসুতাঃ) উপাগমন্ (আশ্রমসমীপম্ আগতবন্তঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—একদা পরশুরাম বসুমান্ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত আশ্রম হইতে বনে গমন করিয়াছিলেন, তৎকালে অর্জ্জুনপুত্রগণ সুযোগ পাইয়া বৈর-সাধন-মানসে আশ্রম সমীপে আগমন করিল ॥ ১০ ॥

———

দৃষ্ট্বাগ্ন্যাগার আসীনমাবেশিতধিয়ং মুনিম্ ।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে জঘ্নুস্তে পাপনিশ্চয়াঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্রাশ্রমে গত্বা চ) পাপনিশ্চয়াঃ তে (পাপ এব নিশ্চয়ো যেষাং তে অর্জ্জুনসুতাঃ) অগ্ন্যাগারে (অগ্নিহোত্রশালায়াম্) আসীনম্ (উপবিষ্টং) ভগবতি উত্তমঃশ্লোকে (বাসুদেবে) আবেশিতধিয়ং (সমাহিতমনসং) মুনিং (জমদগ্নিং) দৃষ্ট্বা জঘ্নুঃ (হতবন্তঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—মূর্ত্তিমান্ পাপস্বরূপ অর্জ্জুন-পুত্রগণ অগ্নিহোত্র-যজ্ঞগৃহে উপবিষ্ট, উত্তমঃশ্লোক ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত জমদগ্নিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে হত্যা করিল ॥ ১১ ॥

———

যাচ্যমানাঃ কৃপণয়া রামমাত্রাতিদারুণাঃ ।
প্রসহ্য শিরঃ উৎকৃত্য নিন্যুস্তে ক্ষত্রবন্ধবঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—কৃপণয়া (দীনয়া বিনীতয়া ইতি যাবৎ) রামমাত্রা (রেণুকয়া) যাচ্যমানাঃ (এনং ন মারয় ইতি প্রার্থ্যমানাঃ অপি) অতি দারুণাঃ (নিতরাং ক্রূরাঃ) ক্ষত্রবন্ধবঃ তে (অর্জ্জুনসুতাঃ) প্রসহ্য (বলাৎ) শিরঃ (জমদগ্নেঃ মস্তকং) উৎকৃত্য (ছিত্বা) নিন্যুঃ (নীতবন্তঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—রামের জননী রেণুকা অতীব কাতরতার সহিত পতির প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, তথাপি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয়াধম অর্জ্জুনপুত্রগণ বলপূর্ব্বক জমদগ্নির মস্তক ছিন্ন করিয়া লইয়া গেল ॥১২॥

বিশ্বনাথ—স্বভর্ত্তুঃ প্রাণান্ যাচ্যমানাঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাচ্যমানাঃ'—পরশুরামের জননী অতিকাতরভাবে তাহাদের নিকট পতির প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

———

রেণুকা দুঃখশোকার্ত্তা নিঘ্নন্ত্যাত্মানমাত্মনা ।
রাম রামেতি তাতেতি বিচুক্রোশোচ্চকৈঃ সতী ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—সতী (সাধ্বী) রেণুকা (জমদগ্নি-পত্নী) দুঃখ-শোকার্ত্তা (দুঃখেন আভ্যন্তরেণ ক্লেশেন, শোকেন বাহ্যেন ক্লেশেন চ আর্ত্তা পীড়িতা সতী) আত্মানং (দেহম্) আত্মনা (স্বয়মেব) নিঘ্নন্তী (তাড়য়ন্তী) 'রাম রাম' ইতি 'তাত' ইতি (চ উচ্চারয়ন্তী) উচ্চকৈঃ বিচুক্রোশ (বিলপয়াঞ্চকার) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—পতিব্রতা রেণুকা দুঃখ ও শোকে পীড়িতা হইয়া নিজেই নিজেকে আঘাত করিতে করিতে হা রাম, হা রাম, হা তাত, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

———

তদুপশ্রুত্য দূরস্থা রামেত্যার্ত্তবৎ স্বনম্ ।
ত্বরয়াশ্রমমাসাদ্য দদৃশুঃ পিতরং হতম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—দূরস্থা (দূরবর্ত্তিনঃ জমদগ্নি-সুতাঃ হা) রাম ইতি আর্ত্তবৎ স্বনং (আর্ত্তায়াঃ পীড়িতায়া ইব আর্ত্তবৎ তৎস্বনং মাতুঃ ক্রন্দনশব্দম্) উপশ্রুত্য (শ্রুত্বা) ত্বরয়া (বেগেন) আশ্রমম্ আসাদ্য (প্রাপ্য) পিতরং (জমদগ্নিং) হতং দদৃশুঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—জমদগ্নি-পুত্রগণ-দূরে থাকিয়া 'হা রাম' —এই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া শীঘ্র আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং পিতা জমদগ্নি নিহত হইয়াছেন দেখিতে পাইলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তদা আর্ত্তবৎ। অন্যস্যা আর্ত্তায়া ইব তস্যা মাতুঃ স্বরম্ উপশ্রুত্য দদৃশে দদর্শ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ আর্ত্তবৎ'—তৎকালে অপর আর্ত্তজনের ন্যায় স্বীয় জননীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া জমদগ্নির পুত্রগণ সত্বর আশ্রমে আসিয়া পিতাকে নিহত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। 'দদৃশুঃ' —এইস্থলে 'দদৃশে', এই পাঠান্তরে রাম নিজে আসিয়া দেখিলেন, এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

———

তে দুঃখরোষামর্ষার্ত্তিশোকবেগবিমোহিতাঃ।
হা তাত সাধো ধর্ম্মিষ্ঠ ত্যক্ত্বাস্মান্ স্বর্গতো ভবান্॥১৫

অন্বয়ঃ—(ততঃ) তে (জমদগ্নিসুতাঃ) দুঃখরোষামর্ষ্যার্ত্তিশোকবেগবিমোহিতাঃ (দুঃখং মানসিকঃ ক্লেশঃ, রোষঃ ক্রোধম্, অমর্ষঃ অক্ষমা, আর্ত্তিঃ দৈন্যং, শোকঃ বিলাপনং তেষাং বেগেন বিমোহিতাঃ সন্তঃ) হা তাত, সাধো, ধর্ম্মিষ্ঠ, অস্মান্ ত্যক্ত্বা (বিহায়) ভবান্ স্বর্গতঃ (স্বর্গং প্রাপ্তঃ ইতি বিলেপুঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর তাঁহারা দুঃখ, ক্রোধ, আর্ত্তি, অমর্ষ (অসহিষ্ণুতা) ও শোকবেগে অতীব বিমোহিত হইয়া পড়িলেন এবং হা তাত ! হে সাধো ! হে ধর্ম্মিষ্ঠ ! আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন—এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তে ভ্রাতরঃ বিমূর্চ্ছিতা বভূবুঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে'—সেই ভ্রাতৃগণ বিমূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

বিলপ্যৈবং পিতুর্দেহং নিধায় ভ্রাতৃষু স্বয়ম্।
প্রগৃহ্য পরশুং রামঃ ক্ষত্রান্তায় মনো দধে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ - রামঃ (পরশুরামঃ) এবং বিলপ্য (বিলাপং কৃত্বা) পিতুঃ দেহং ভ্রাতৃষু নিধায় (পিতুর্দেহং যূয়ং রক্ষত ইত্যাদিশ্য) স্বয়ং পরশুং (কুঠারং) প্রগৃহ্য (গৃহীত্বা) ক্ষত্রান্তায় (ক্ষত্রিয়নিধনায়) মনঃ দধে (সঙ্কল্পং চকার) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—পরশুরাম এই প্রকারে বিলাপ করিয়া পিতার দেহরক্ষার্থ ভ্রাতৃবর্গের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং কুঠার লইয়া ক্ষত্রিয়বংশ নিধন করিতে মনস্থ করিলেন ॥ ১৬ ॥

গত্বা মাহিষ্মতী রামো ব্রহ্মঘ্নবিহতশ্রিয়ম্।
তেষাং স শীর্ষভী রাজন্ মধ্যে চক্রে মহাগিরিম্ ॥১৭

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! (ততঃ) রামঃ (পরশুরামঃ) ব্রহ্মঘ্নবিহতশ্রিয়ম্ (ব্রহ্মঘ্নেন ব্রহ্মবধিনা বিহতা নষ্টা শ্রীঃ যস্যাস্ত্যাং) মাহিষ্মতীং (পুরীং) গত্বা সঃ (রামঃ) তেষাং শীর্ষভিঃ (শিরোভিঃ) মধ্যে (মাহিষ্মত্যা মধ্যে) মহাগিরিং (মহান্তং পর্ব্বতং) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ - (শুকদেব কহিলেন,—) হে রাজন্ ! তদনন্তর পরশুরাম ব্রহ্মঘাতিগণের দ্বারা হতশ্রী মাহিষ্মতী পুরে গমনপূর্ব্বক তাহার মধ্যস্থলে অর্জ্জুনপুত্রদিগের মস্তকদ্বারা একসুমহৎ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মঘ্নৈর্হেতুভির্বিহতা শ্রীর্যস্যাস্তাং, স রামঃ মহাগিরিং নদীং চ চক্রে ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মঘ্ন-বিহতশ্রিয়ং'—ব্রহ্মঘাতিগণের পাপে যাহার শ্রী নষ্ট হইয়াছে, সেই মাহিষ্মতী পুরীতে আগমনপূর্ব্বক শ্রীপরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণের মস্তকরাশিদ্বারা 'মহাগিরিং' —সেখানে একটি বৃহৎপর্ব্বত এবং তাহাদের রক্তের দ্বারা একটি নদীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

তদ্রক্তেন নদীং ঘোরামব্রহ্মণ্যভয়াবহাম্।
হেতুং কৃত্বা পিতৃবধং ক্ষত্রেঽমঙ্গলকারিণি ॥ ১৮ ॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ।
সমন্তপঞ্চকে চক্রে শোণিতোদান হ্রদান্ নব ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্ (তেষাং রাজ্ঞং) রক্তেন (রুধিরেণ) অব্রহ্মণ্যভয়াবহাম্ (অব্রহ্মণ্যানাং ব্রাহ্মণদ্বেষিণাং ভয়াবহাং ভয়ঙ্করীং) ঘোরাং (ভীষণাং) নদীং (চক্রে সর্ব্বক্ষত্রিয়বধে হেতুমাহ—) ক্ষত্রে (ক্ষত্রিয়ে) অমঙ্গলকারিণি (অন্যায়বর্ত্তিনি সতি) পিতৃবধং হেতুং কৃত্বা প্রভুঃ (রামঃ) ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ (একবিংশতিবারং) পৃথিবীং নিঃক্ষত্রিয়াং (ক্ষত্রিয়শূন্যাং) কৃত্বা সমন্তপঞ্চকে (সমন্তপঞ্চকাখ্যে দেশে) শোণিতোদান্ (শোণিতং রুধিরম্ উদকং যেষাং তান্) নব (নবসংখ্যকান্) হ্রদান্ চক্রে (কৃতবান্) ॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ—পরে তিনি (রাম) অর্জ্জুন-পুত্রদিগের রক্তে ব্রাহ্মণদ্বেষিগণের ভয়াবহ এক নদী নির্ম্মাণ করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে, রাম পিতৃবধ-হেতু করিয়া পৃথিবীকে

একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন এবং সমন্তপঞ্চকে নয়টি রুধিরময় হ্রদ নির্ম্মাণ করেন ॥ ১৮-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অমঙ্গলকারিণি অন্যায়বর্ত্তিনি সতি পিতৃবধমেব নিমিত্তীকৃত্য ত্রিঃসপ্তকৃত্ব ইতি রেণুকায়াস্তাবৎকৃত্ব এবোরস্তাড়নাদিতি ভাবঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অমঙ্গলকারিণি'—অনন্তর ক্ষত্রিয়গণ সামান্য অন্যায় আচরণ করিলেই রাম পিতার বধকে নিমিত্ত করিয়া, 'ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ'—একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। একবিংশতি বারের কারণ জননী রেণুকা ততবার বক্ষঃ তাড়না করিয়াছিলেন—এই ভাব ॥ ১৮-১৯ ॥

———

পিতুঃ কায়েন সন্ধায় শির আধায় বর্হিষি।
সর্ব্বদেবময়ং দেবমাত্মানযজন্মখৈঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—পিতুঃ (নিহতস্য পিতুঃ) শিরঃ কায়েন (দেহেন) সন্ধায় (সংযোজ্য) বর্হিষি (কুশে) আধায় (স্থাপয়িত্বা) মখৈঃ (যজ্ঞৈঃ) সর্ব্বদেবময়ং দেবম্ আত্মানং (পরমাত্মস্বরূপং বাসুদেবম্) অযজৎ (অপূজয়ৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পরশুরাম স্বীয় পিতা জমদগ্নির মস্তক তদীয়দেহে সংযোজিত করিয়া কুশোপরি স্থাপনপূর্ব্বক যজ্ঞের দ্বারা সর্ব্বদেবময় পরমাত্মা বাসুদেবের পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

———

দদৌ প্রাচীং দিশং হোত্রে ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্।
অধ্বর্য্যবে প্রতীচীং বৈ উদ্গাত্রে উত্তরাং দিশম্ ॥২১॥
অন্যেভ্যোঽবান্তরদিশঃ কশ্যপায় চ মধ্যতঃ।
আর্য্যাবর্ত্তমুপদ্রষ্ট্রে সদস্যেভ্যস্ততঃ পরম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(যজ্ঞং সমাপ্য) হোত্রে প্রাচীং দিশং, ব্রহ্মণে (যজ্ঞস্য কৃতাকৃতাবেক্ষণকারিণে) দক্ষিণাং দিশম্, অধ্বর্য্যবে (যজুর্বেদবিদে) প্রতীচীম্, উদ্গাত্রে (সামগায়) উত্তরাং দিশম্, অন্যেভ্যঃ (ঋত্বিগ্ভ্যঃ) অবান্তরদিশঃ (অন্তরালদিশঃ ঈশানাদি দিশঃ ইত্যর্থঃ) কশ্যপায় চ মধ্যতঃ (মধ্যমা দিশঃ,) উপদ্রষ্ট্রে (উপদেশকায়) আর্য্যাবর্ত্তং (বিন্ধ্যহিমবৎ পর্ব্বতমধ্যদেশং) ততঃপরং (যৎ অবশিষ্টং) সদস্যেভ্যঃ দদৌ (দক্ষিণাং দত্তবান্) ॥ ২১-২২ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞ সমাপনান্তর রাম হোতাকে পূর্ব্বদিগ্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদিক্, উদ্গাতাকে উত্তরদিক্ ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু এই দিক্চতুষ্টয় অন্যান্য ঋত্বিগ্দিগকে দক্ষিণা-স্বরূপে প্রদান করিয়া মধ্যদেশ কশ্যপকে, আর্য্যাবর্ত্ত উপদ্রষ্ট্রাকে এবং অবশিষ্ট দেশ সদস্যবর্গকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২১-২২ ॥

———

ততশ্চাবভৃথস্নান-বিধূতাশেষকিল্বিষঃ।
সরস্বত্যাং মহানদ্যাং রেজে ব্যব্ভ্র ইবাংশুমান্ ॥২৩

অন্বয়ঃ—ততঃ চ (যজ্ঞানন্তরং রামঃ) অবভৃথস্নানবিধূতাশেষকিল্বিষঃ (অবভৃথস্নানেন ক্রত্ববসানে অবভৃথাখ্যে কর্ম্মণি যৎ স্নানং তেন স্নানেন বিধূতানি নির্ম্মুক্তানি অশেষাণি কিল্বিষাণি পাপানি যস্য সঃ তথাবিধঃ সন্) মহানদ্যাং (ব্রহ্মনদ্যাং) সরস্বত্যাং (তত্তীরে ইত্যর্থঃ) ব্যব্ভ্রঃ (বিগতম্ অভ্রং মেঘং যস্মাৎ স বিগতাভ্রঃ) অংশুমান্ (সূর্য্য) ইব রেজে (বিরেজে) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তাহার পর যজ্ঞান্ত স্নানজলে যাবতীয় পাপরাশি বিধৌত করিয়া রাম মহানদী সরস্বতীতীরে মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অবভৃথস্নানেন বিধূতমশেষং কিল্বিষং যস্মাৎ সঃ। ইতি সরস্বত্যা এব নিরঘত্বং গঙ্গায়া ইব জাতমিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবভৃথস্নান-বিধূতাশেষকিল্বিষঃ'—অবভৃথ স্নানের দ্বারা বিধুত হইয়াছে অশেষ পাপ যাহা হইতে, তিনি (অর্থাৎ শ্রীপরশুরাম সরস্বতী নদীতে যজ্ঞসমাপ্তিকালীন স্নানাচরণদ্বারা পাপনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন)। ইহার দ্বারা সরস্বতী নদীরও গঙ্গার ন্যায় পাপ-বিনাশকত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল—এই ভাব ॥ ২৩ ॥

———

স্বদেহং জমদগ্নিস্তু লব্ধা সংজ্ঞানলক্ষণম্।
ঋষীণাং মণ্ডলে সোঽভূৎ সপ্তমো রামপূজিতঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—রামপূজিতঃ (রামেণ পূজিতঃ) সঃ জমদগ্নিঃ তু সংজ্ঞানলক্ষণং (সংজ্ঞানং স্মৃতিস্তদেব লক্ষণং চিহ্নং যস্য তং) স্বদেহং লব্ধ্বা ঋষীণাং মণ্ডলে (সপ্তর্ষীণাং মণ্ডলে) সপ্তমঃ (ঋষিঃ) অভূৎ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপ রাম কর্ত্তৃক পূজিত জমদগ্নি স্মৃতিই যাহার চিহ্নস্বরূপ, এরূপ স্বীয়দেহ লাভ করিয়া ঋষিমণ্ডলে সপ্তম ঋষি হইলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—সংজ্ঞানং স্মৃতিস্তদেব লক্ষণং যস্য তাদৃশং দেহং লব্ধ্বা ঋষীণাং মণ্ডলে "কশ্যপোঽত্রির্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বমিত্রোঽথ গৌতমঃ। জমদগ্নির্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতা" ইতি তত্র জমদগ্নিরেব সপ্তম ঋষিরভূৎ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংজ্ঞান-লক্ষণং'—সংজ্ঞান বলিতে স্মৃতি, তাহাই যাঁহার লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন, তাদৃশ দেহ লাভ করিয়া, রামকর্ত্তৃক পূজিত জমদগ্নি ঋষিগণের মণ্ডলে সপ্তম ঋষি হইয়াছিলেন। [সপ্ত মহর্ষি হইতেছেন—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ]। স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত সপ্ত ঋষি অর্থাৎ মুনি—কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ। এই সপ্ত ঋষিগণের মণ্ডলে জমদগ্নিই সপ্তম ঋষি হইয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ২৪ ॥

জামদগ্ন্যোঽপি ভগবান্ রামঃ কমললোচনঃ।
আগামিন্যন্তরে রাজন্ বর্ত্তয়িষ্যতি বৈ বৃহৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! ভগবান্ জামদগ্ন্যঃ (জমদগ্নিসুতঃ) অপি কমললোচনঃ (কমলে ইব লোচনে নয়নে যস্য সঃ) রামঃ আগামিনি অন্তরে (ভবিষ্যমন্বন্তরে) বৃহৎ (ব্রহ্মবেদং) বর্ত্তয়িষ্যতি বৈ (প্রবর্ত্তয়িষ্যতি দেবপ্রবর্ত্তকেষু সপ্তসু ঋষিষু একতমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—(শ্রীশুকদেব কহিলেন,—) হে রাজন্, ভগবান্ জমদগ্নিপুত্র, কমলনয়ন রাম ভবিষ্যমন্বন্তরে বেদ প্রবর্ত্তক হইবেন অর্থাৎ তিনিও বেদপ্রবর্ত্তক সপ্তর্ষিগণের অন্যতম হইবেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বৃহৎ ব্রহ্ম বেদপ্রবর্ত্তকেষু সপ্তর্ষিষ্বেকতমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃহৎ'—ব্রহ্ম, অর্থাৎ বেদপ্রবর্ত্তক সপ্ত ঋষিগণের মধ্যে আগামী মন্বন্তরে এই জমদগ্নি-তনয় পরশুরামও একজন (বেদপ্রবর্ত্তক) হইবেন ॥ ২৫ ॥

আস্তেঽদ্যাপি মহেন্দ্রাদ্রৌ ন্যস্তদণ্ডঃ প্রশান্তধীঃ।
উপগীয়মানচরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণৈঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অদ্য (অধুনা) অপি ন্যস্তদণ্ডঃ (ন্যস্তঃ ত্যক্তঃ দণ্ডঃ ক্ষত্রধ্বজাদিরূপঃ যেন সঃ) প্রশান্তধীঃ (প্রশান্তা বিক্ষেপরহিতা ধীঃ বুদ্ধিঃ যস্য সঃ রামঃ) সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণৈঃ (কর্ত্তৃভিঃ) উপগীয়মানচরিতঃ (উপগীয়মানং চরিতং যস্য স তথাভূতঃ সন্) মহেন্দ্রাদ্রৌ (মহেন্দ্রপর্ব্বতে) আস্তে (বর্ত্ততে) ॥২৬॥

অনুবাদ—ক্ষত্রিয়নিধনাদি দণ্ডবিধানকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্তচিত্তে রাম অদ্যাপি মহেন্দ্রপর্ব্বতে বর্ত্তমান আছেন। সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্ব্বগণ সতত তাহার বিচিত্র চরিত্র গান করিতেছে ॥ ২ ॥

এবং ভৃগুষু বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
অবতীর্য্য পরং ভারং ভুবোঽহন্ বহুশো নৃপান্ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—এবম (ইত্থং) বিশ্বাত্মা বিশ্বমু আত্মা স্বরূপং যস্য সঃ) ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ ভৃগুষু (ভৃগুবংশে) অবতীর্য্য (আবির্ভূয়) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারম্ (উদ্বেগজনকত্বাৎ অধিকভারস্বরূপান্) বহুশঃ (অনেকান্) নৃপান্ অহন্ (অবধীৎ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপ বিশ্বাত্মা, ভগবান্, ঈশ্বর, শ্রীহরি ভৃগুবংশে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারস্বরূপ বহু নৃপতি বধ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

গাধেরভূন্মহাতেজাঃ সমিদ্ধ ইব পাবকঃ।
তপসা ক্ষাত্রমুৎসৃজ্য যো লেভে ব্রহ্মবর্চ্চসম্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—(তদেবং প্রসক্তানুপ্রসক্তং পরশুরামচরিতং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ গাধেরিত্যাদি) সমিদ্ধঃ (প্রদীপ্তঃ) পাবকঃ ইব (অগ্নিরিব) গাধেঃ মহাতেজাঃ (বিশ্বামিত্রঃ) অভূৎ (অজায়ত)। যঃ

(বিশ্বামিত্রঃ) তপসা (তপোবলেন) ক্ষাত্রং (ক্ষত্রিয়ত্বম্) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) ব্রহ্মবর্চ্চসং (ব্রহ্মতেজঃ ব্রহ্মর্ষিতাং) লেভে (প্রাপ্তবান্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—(পরশুরামের চরিত্রবর্ণন সমাপ্ত করিয়া প্রস্তাবিত বিষয় বর্ণন করিতেছেন—) গাধি হইতে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই বিশ্বামিত্র তপস্যাবলে ক্ষত্রিয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাসঙ্গিকীং কথাং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ গাধেরিতি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গাধির কন্যা-বংশের প্রসঙ্গে পরশুরামের চরিত্র বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি গাধির পুত্র বিশ্বামিত্রের বংশ বর্ণনা করিতেছেন—'গাধেঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ মহারাজ গাধি হইতে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন।) ॥ ২৮ ॥

বিশ্বামিত্রস্য চৈবাসন্ পুত্রা একশতং নৃপঃ।
মধ্যমস্তু মধুচ্ছন্দা মধুচ্ছন্দস এব তে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! (পরীক্ষিৎ), বিশ্বামিত্রস্য চ একশতং পুত্রাঃ এব (অবধারণে) আসন্ (অভবন্), (বিশ্বামিত্রপুত্রেষু চ) মধ্যমঃ তু মধুচ্ছন্দাঃ তে মধুচ্ছন্দসঃ এব (সর্ব্বে লিঙ্গসমন্যায়েন প্রাণভৃত উপধাবতীতিবৎ মধুচ্ছন্দস এবোচ্যন্তে) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ! বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র ছিল, তন্মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম মধুচ্ছন্দা, তৎসম্বন্ধে অন্যান্য পুত্রগণও ঐ নামে অভিহিত হইতেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—একশতম্ একাধিকং শতং, তথা চ শ্রুতিঃ। তস্য হ বিশ্বামিত্রস্যৈকং শতপুত্রা আসুঃ। পঞ্চাশদেব জ্যায়াংসো মধুচ্ছন্দঃসঃ। পঞ্চাশৎ কনীয়াংস ইতি। তে সর্ব্বে লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন প্রাণভৃত উপদধাতীতিবন্মধুচ্ছন্দস এবোচ্যন্তে। ইষ্টকাচয়নে যাগে প্রাণভৃৎ-প্রসিদ্ধমন্ত্রেণ সংস্কৃতা একেবেষ্টকা প্রাণভৃদুচ্যতে তত্র পুনস্তৎ প্রাধান্যেনান্যাপি ইষ্টকা যথা প্রাণভৃত উচ্যন্তে তথৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একশতং' এক অধিক শত, অর্থাৎ বিশ্বামিত্রের একশত একটি (নিজের একশত এবং দেবরাত একটি) পুত্র ছিল। শ্রুতিতেও সেরূপ উক্ত হইয়াছে। পঞ্চাশ জন জ্যেষ্ঠ, পঞ্চাশ জন কনিষ্ঠ, তন্মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম মধুচ্ছন্দ, কিন্তু লিঙ্গসমবায় ন্যায়ে (অর্থাৎ প্রাধান্য অনুসারে) সকলকেই মধুচ্ছন্দস্ বলা হইত। যেমন বৈদিক ইষ্টকাচয়ন যাগে প্রাণভৃৎ-প্রসিদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত একটি মাত্র ইষ্টকা প্রাণভৃৎ বলিয়া কথিত হইলেও, প্রাধান্য অনুসারে অন্যান্য ইষ্টকাগুলিকেও প্রাণভৃৎ বলা হয়, তদ্রূপ ॥ ২৯ ॥

পুত্রং কৃত্বা শুনঃশেফং দেবরাতঞ্চ ভার্গবম্।
আজীগর্ত্তং সুতানাহ জ্যেষ্ঠ এষ প্রকল্প্যতাম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(বিশ্বামিত্রম্) আজিগর্ত্তম্ (অজিগর্ত্তস্য সুতং) ভার্গবং (ভৃগুবংশজং) দেবরাতং (দেবৈর্দত্তপ্রাণত্বাৎ দেবরাজপরনামানং) শুনঃশেফং পুত্রং কৃত্বা (পুত্রত্বেন পরিগৃহ্য) চ সুতান্ (একশতসংখ্যকান্) আহ (ব্রবীতি)—এষঃ (শুনঃশেফঃ) জ্যেষ্ঠঃ প্রকল্প্যতাং (জ্যেষ্ঠভ্রাতৃত্বেন গৃহ্যতাম্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—বিশ্বামিত্র ভৃগুবংশোদ্ভব আজিগর্ত্ত-পুত্র দেবরাত নামান্তর শুনঃশেফকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার পুত্রদিগকে বলিলেন,—"তোমরা ইহাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ কর" ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—স চ বিশ্বামিত্রঃ ভার্গবং ভৃগুবংশোদ্ভবম্ আজীগর্ত্তসুতং শুনঃশেফং কৃপয়ৈব পুত্রং কৃত্বা সুতানৌরসান্ প্রত্যাহ জ্যেষ্ঠ ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভার্গবং'—বিশ্বামিত্র ভৃগুবংশোদ্ভব আজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেফকে কৃপাপূর্ব্বক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া নিজ ঔরসজাত পুত্রদিগকে বলিলেন—'তোমরা ইহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ কর' ॥ ৩০ ॥

যো বৈ হরিশ্চন্দ্রমখে বিক্রীতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
স্তুত্বা দেবান্ প্রজেশাদীন্ মুমুচে পাশবন্ধনাৎ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—যঃ (শুনঃশেফঃ) বৈ (পিত্রা অজিগর্ত্তেন) হরিশ্চন্দ্রমখে (হরিশ্চন্দ্রস্য রাজ্ঞঃ যজ্ঞে) বিক্রীতঃ (সন্) পুরুষঃ পশুঃ (ভূত্বা) প্রজেশাদীন্ (ব্রহ্মাদীন্) দেবান্ স্তুত্বা (তেষাং স্তবং কৃত্বা তৎ-

প্রসাদাৎ) পাশবন্ধনাৎ (যূপসমবন্ধিরজ্জুবন্ধনাৎ) মুমুচে (স্বয়মেব অমুচ্যত আত্মানাং মোচয়ামাস ইত্যর্থঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শুনঃশেফের পিতা অজিগর্ত্ত তাঁহাকে হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে বিক্রয় করিয়াছিলেন। পরে তিনি যজ্ঞে নরপশুরূপে নীত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবতাগণের স্তব করিয়া তাঁহাদের কৃপায় পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু শুনঃশেফ এব কস্তত্রাহ ইতি হরিশ্চন্দ্রস্য মখে পুত্রমেধে কর্ত্তব্যে পুত্রেণ রোহিতেনৈব যঃ পুরুষঃ পশুরানীতঃ কনিষ্ঠ-জ্যেষ্ঠয়োঃ স্নেহবত্ত্যাং শুনঃশেফনামা মধ্যমঃ পুত্রো বিক্রীতঃ স চ প্রজেশাদীন্ দেবান্ স্তুত্বা পশুপাশবন্ধনাৎ মুমুচে মুক্তঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—এই শুনঃশেফ কে? তাহাতে বলিতেছেন—'হরিশ্চন্দ্র-মখে'—রাজা হরিশ্চন্দ্রের বরুণযাগে নিজ পুত্রকেই আহুতি দিবার কথা ছিল, কিন্তু রোহিত যাহাকে যজ্ঞীয় নরপশুরূপে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি শুনঃশেফ। পিতা অজীগর্ত্ত কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ শুনঃশেফ নামক মধ্যম পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। সেই শুনঃশেফ (বিশ্বামিত্রের উপদেশে) ব্রহ্মাদি দেবগণকে স্তুতি করিয়া পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥৩১॥

যো রাতো দেবযজনে দেবৈর্গাধিষু তাপসঃ।
দেবরাত ইতি খ্যাতঃ শুনঃশেফস্তু ভার্গবঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ শুনঃসেফঃ ভার্গবঃ (ভৃগুবংশজঃ ভবতি সঃ) দেব যজনে (যজ্ঞে) দেবৈঃ রাতঃ (রক্ষিতঃ তৈরেব চ প্রগাধিসুতায় দত্তশ্চ সন্) গাধিষু (গাধের্বংশজেষু) দেবরাতঃ ইতি (নাম্না) খ্যাতঃ তু (প্রসিদ্ধঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শুনঃশেফ ভৃগুবংশোৎপন্ন হইলেও যজ্ঞে দেবতাগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গাধিবংশে দেবরাতনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অতো ভার্গবোঽপি বিশ্বামিত্রকৃপাপাত্রী ভবন্ গাধিষু গাধের্বংশেষু দেবরাত ইতি খ্যাতস্তাপসোঽভূৎ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব শুনঃশেফ ভৃগুবংশীয় হইলেও বিশ্বামিত্রের কৃপাপাত্র হইয়া গাধির বংশে (যজ্ঞে দেবগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হওয়ায়) 'দেবরাত' নামে প্রসিদ্ধ তাপস হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

যে মধুচ্ছন্দসো জ্যেষ্ঠাঃ কুশলং মেনিরে ন তৎ।
অশপৎ তান্ মুনিঃ ক্রুদ্ধো ম্লেচ্ছা ভবথ দুর্জ্জনাঃ ॥

অন্বয়ঃ—যে জ্যেষ্ঠাঃ মধুচ্ছন্দসঃ (বিশ্বামিত্রসুতাঃ) তৎ (তস্য শুনঃশেফস্য জ্যেষ্ঠত্বং) কুশলং ন মেনিরে (মধ্যমত্বস্যানর্থাবহত্বং দৃষ্ট্বা নাঙ্গীকৃতবন্তঃ)। মুনিঃ (বিশ্বামিত্রঃ) ক্রুদ্ধঃ (সন্) তান্ (সুতান্ হে) দুর্জ্জনাঃ ! (যূয়ং) ম্লেচ্ছাঃ (ভবথ ইতি) অশপৎ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—বিশ্বামিত্রের মধুচ্ছন্দা নামক যে সকল জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন, তাঁহারা শুনঃশেফকে জোষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করা শুভ মনে করিলেন না ; তজ্জন্য বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রদিগকে বলিলেন,—"তোরা অত্যন্ত দুষ্ট সুতরাং তোরা ম্লেচ্ছ হইবি" ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—যে জ্যেষ্ঠাঃ পঞ্চাশৎ শুনঃশেফস্য জ্যেষ্ঠত্বং কুশলং ভদ্রং ন মেনিরে মুনির্বিশ্বামিত্রঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যে মধুচ্ছন্দসঃ জ্যেষ্ঠাঃ'—মধুচ্ছন্দস্‌গণের মধ্যে যাঁহারা জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশ (অর্থাৎ মধুচ্ছন্দ ভিন্ন ঊনপঞ্চাশ) জন, তাঁহারা শুনঃশেফের জ্যেষ্ঠত্ব সঙ্গত মনে করিলেন না। 'মুনিঃ'—মুনি বিশ্বামিত্র (এইহেতু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন —হে দুর্জ্জনগণ ! তোমরা ম্লেচ্ছ হও।) ॥৩৩॥

স হোবাচ মধুচ্ছন্দাঃ সার্দ্ধং পঞ্চাশতা ততঃ।
যন্নো ভবান্ সঞ্জানীতে তস্মিংস্তিষ্ঠামহে বয়ম্ ॥৩৪

অন্বয়ঃ—(জ্যেষ্ঠান্ প্রতি শাপানন্তরং) সঃ (মধ্যমঃ) মধুছন্দাঃ পঞ্চাশতা (কনিষ্ঠৈঃ) সার্দ্ধং (সহ) উবাচ হ। ভবান্ (পিতা) নঃ (অস্মাকং) যৎ (কনিষ্ঠত্বং জ্যেষ্ঠত্বং বা) সংজানীতে (মন্যতে), বয়ং তস্মিন্ (জ্যেষ্ঠত্বে কনিষ্ঠত্বে বা) তিষ্ঠামহে (স্থাস্যামঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—বিশ্বামিত্র জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে পর, মধ্যমপুত্র মধুচ্ছন্দা পঞ্চাশৎ কনিষ্ঠভ্রাতার সহিত পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে পিতঃ! আপনি আমাদের পিতা, আমাদিগের জ্যেষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠ আপনি যাহা মনে করিবেন, সেই ভাবেই আমরা অবস্থান করিব ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—পঞ্চাশতা কনিষ্ঠৈঃ সাকং স মধ্যমো মধুচ্ছন্দাঃ হ স্পষ্টমুবাচ—নোঽস্মাকং পিতা ভবান্ যৎ জ্যেষ্ঠত্বং কনিষ্ঠত্বং বা সংজানীতে মন্যতে। তস্মিন্নেব বয়ং তিষ্ঠামেতি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তখন মধুচ্ছন্দ কনিষ্ঠ পঞ্চাশ জন ভ্রাতার সহিত স্পষ্টভাবে বলিলেন—আপনি আমাদের পিতা, অতএব আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠত্ব যাহা মনে করেন, আমরা তাহাই মান্য করিব ॥ ৩৪ ॥

জ্যেষ্ঠং মন্ত্রদৃশং চক্রুস্ত্বামন্বঞ্চো বয়ং স্ম হি।
বিশ্বামিত্রঃ সুতানাহ বীরবন্তো ভবিষ্যথ।
যে মানং মেঽনুগৃহ্ণন্তো বীরবন্তমকর্ত্ত মাম্ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—(এবমুক্ত্বা তে মধুচ্ছন্দসঃ) মন্ত্রদৃশং ('কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং' ইত্যাদি মন্ত্রাণাং দ্রষ্টারং শুনঃশেফং) জ্যেষ্ঠং চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ)। বয়ং (সর্ব্বে) ত্বাং (শুনঃশেফম্) অন্বঞ্চ স্ম (অনুগতাঃ কনিষ্ঠাঃ স্ম ইত্যর্থঃ) হি (ততঃ) বিশ্বামিত্রঃ (প্রসন্নঃ সন্) সুতান্ (তান্ মধুচ্ছন্দসঃ) আহ (অব্রবীৎ),—(যূয়ং) বীরবন্তঃ (পুত্রবন্তঃ) ভবিষ্যথ, যে (যূয়ং) মে (মম) মানং (পূজ্যত্বম্) অনুগৃহ্ণন্তঃ (অনুবর্ত্তমানাঃ সন্ত) মাং বীরবন্তং (পুত্রবন্তম্) অকর্ত্ত (কৃতবন্তঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর তাঁহারা শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—"আমরা তোমার অনুগত হইলাম" ইহাতে বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পুত্রদিগকে বলিলেন,—"তোমরা সকলে ইহাকে (শুনঃশেফকে) 'আমার পূজ্যত্ব' বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আমাকে পুত্রবান্ করিলে, অতএব তোমরাও পুত্রবান্ হইবে" ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ শুনঃশেফং জ্যেষ্ঠং চক্রুঃ। মন্ত্রদৃশং। কস্য নূনং কতমস্যামৃতানামিত্যাদিমন্ত্রাণাং দ্রষ্টারম্। তদাহ বয়ং সর্ব্বে ত্বামন্বঞ্চ অনুগন্তারঃ কনিষ্ঠাঃ স্ম ইত্যূচুরিত্যর্থঃ। ততঃ প্রসন্নো বিশ্বামিত্রস্তান্ সুতানাহ উবাচ—বীরবন্তঃ পুত্রবন্তো ভবিষ্যথ, যে যূয়ং মে মানং পূজ্যত্বম্ অনু মদাজ্ঞানন্তরং গৃহ্ণন্তঃ অঙ্গীকুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ মাং বীরবন্তম্ অকর্ত্ত কৃতবন্তঃ, অন্যথা যুষ্মাস্বপি মচ্ছাপাৎ ম্লেচ্ছীভূতেষু অপুত্রক এবাভবিষ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা শুনঃশেফের জ্যেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন। শুনঃশেফ 'কস্য নূনং কতমস্য অমৃতানাম্'—ইত্যাদি মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন—আমরা সকলে আপনার অনুগামী কনিষ্ঠ হইলাম। ইহাতে বিশ্বামিত্র প্রসন্ন হইয়া সেই পুত্রদিগকে বলিলেন—তোমরা পুত্রবান্ হইবে, যে তোমরা 'মে মানং'—আমার পূজ্যত্ব, 'অনু—আমার আজ্ঞানুসারে 'গৃহ্ণন্তঃ'—অঙ্গীকার করিয়া আমাকে পুত্রবান্ করিয়াছ (অর্থাৎ আমি পূজনীয় বলিয়া আমার আদেশ রক্ষা করিয়া আমাকে যথার্থই পুত্রবান্ করিয়াছ), অন্যথা আমার শাপে তোমরাও ম্লেচ্ছগণের অন্তর্ভূত হইলে আমি অপুত্রক হইতাম—এই ভাব ॥ ৩৫ ॥

এষ বঃ কুশিকো বীরো দেবরাতস্তমন্বিত।
অন্যে চাষ্টকহারীত-জয়ক্রতুমদাদয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে কুশিকাঃ!) এষঃ দেবরাতঃ বঃ (যুষ্মদীয়ঃ কৌশিক এষঃ যতঃ) বীরঃ (মৎপুত্রঃ ততঃ) তম্ (এনম্) অন্বিত (অনুগচ্ছত), অন্যে চ অষ্টকহারীতজয়ক্রতুমদাদয়ঃ (অষ্টকাদয়ঃ তস্য সুতাঃ আসন্) ॥ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে কুশিকগণ! এই দেবরাত তোমাদের কৌশিকগোত্রই যেহেতু এই বীর আমার পুত্র হইয়াছেন। অনন্তর তোমরা ইঁহার অনুগমন কর। (হে রাজন্!) এতদ্ব্যতীত বিশ্বামিত্রের অষ্টক, হারীত, জয়, ক্রতুমান্ প্রভৃতি অনেক সন্তান ছিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—হে কুশিকা! বো যুষ্মদীয়ঃ কৌশিক

এব, যতঃ বীরঃ মৎপুত্রঃ। তমেনমন্বিত অনুগচ্ছত। অন্যে চাষ্টকাদয়স্তস্য সুতা আসন্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে কুশিকগণ! 'এষঃ বঃ কুশিকঃ'—এই দেবরাত তোমাদের কৌশিক গোত্রই; যেহেতু এই বীর আমার পুত্র হইয়াছে, তোমরা ইহার অনুগামী হইবে। 'অন্যে'—এতদ্ব্যতীত বিশ্বামিত্রের অষ্টক প্রভৃতি আরও অনেক পুত্র ছিল ॥ ৩৬ ॥

এবং কৌশিকগোত্রন্তু বিশ্বামিত্রৈঃ পৃথগ্বিধম্।
প্রবরান্তরমাপন্নং তদ্ধি চৈবং প্রকল্পিতম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে শ্রীপরশুরামচরিতং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—বিশ্বামিত্রৈঃ এবম্ (একে শপ্তাঃ একে অনুগৃহীতাঃ অন্যস্তু পুত্রত্বেন স্বীকৃত ইত্যেবং) কৌশিকগোত্রং তু পৃথগ্বিধং (নানাপ্রকারং জাতং সৎ) প্রবরান্তরং (প্রবরপার্থক্যম্) আপন্নং (প্রাপ্তং) হি (যস্মাৎ) এবং চ (দেবরাতজ্যেষ্ঠত্বেন) তৎ প্রকল্পিতং (নির্ণীতম্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—বিশ্বামিত্র কর্তৃক কতকগুলি অভিশপ্ত, কতকগুলি অনুগৃহীত এবং অন্য একব্যক্তি পুত্ররূপে অঙ্গীকৃত হওয়ায়, কৌশিকগোত্র নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রবরত্ব প্রাপ্ত হয়। দেবরাতের জ্যেষ্ঠত্বই এইরূপ হইবার কারণ বলিয়া নির্ণীত হয় ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—উপসংহরতি এবমিতি। একে শপ্তা একেঽনুগৃহীতাঃ অন্যস্তু পুত্রত্বেন গৃহীতঃ ইত্যেবং কৌশিকগোত্রং বিশ্বামিত্রৈঃ বিশ্বামিত্রেণ হেতুনা পৃথগ্বিধং নানাপ্রকারং জাতং তচ্চ প্রবরান্তরমাপন্নং হি যস্মাদেবং দেবরাতজ্যেষ্ঠত্বেন তৎ দেবরাতপ্রবরং প্রকল্পিতম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
নবমে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে নবমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপসংহার করিতেছেন—'এবং কৌশিকগোত্রং', বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের মধ্যে কতকগুলি (জ্যেষ্ঠ ঊনপঞ্চাশ জন) অভিশপ্ত, কতকগুলি (কনিষ্ঠ পঞ্চাশ জন) অনুগ্রহপ্রাপ্ত এবং অন্য একজন (অপরের পুত্র দেবরাত) পুত্ররূপে স্বীকৃত। এইরূপে কৌশিক গোত্র 'বিশ্বামিত্রৈঃ'—বিশ্বামিত্রের জন্যই নানাপ্রকার এবং অন্যপ্রবর প্রাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু দেবরাতের জ্যেষ্ঠত্বহেতুই দেবরাত-প্রবর নির্ণীত হইয়াছে (অর্থাৎ দেবরাতের জ্যেষ্ঠত্বই এরূপ হইবার কারণ) ॥ ৩৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।১৬ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য
বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের ষোড়শাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

যঃ পুরূরবসঃ পুত্র আয়ুস্তস্যাভবন্ সুতাঃ ।
নহুষঃ ক্ষত্রবৃদ্ধশ্চ রজী রাভশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ১ ॥
অনেনা ইতি রাজেন্দ্র শৃণু ক্ষত্রবৃধোঽন্বয়ম্ ।
ক্ষত্রবৃদ্ধসুতস্যাসন্ সুহোত্রস্যাত্মজাস্ত্রয়ঃ ॥ ২ ॥
কাশ্যঃ কুশো গৃৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ ।
শুনকঃ শৌনকো যস্য বহ্বৃচপ্রবরো মুনিঃ ॥ ৩ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পুরূরবার জ্যেষ্ঠপুত্র আয়ুর পঞ্চ পুত্রের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধপ্রমুখ চারিজনের বংশ-বিবরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পুরূরবোপুত্র আয়ুর পঞ্চপুত্রের অন্যতম ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র। তাঁহার কাশ্য, কুশ ও গৃৎসমদ নামক তিন পুত্র। গৃৎসমদ হইতে বহ্বৃচশ্রেষ্ঠ শুনক। কাশ্যের পুত্র কাশী। কাশী হইতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাষ্ট্র, দীর্ঘতমা, ভগবান্ বাসুদেবের শক্ত্যাবেশাবতার আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তক ধন্বন্তরি কেতুমান্, ভীমরথ, দিবোদাস, দ্যুমন নামান্তর প্রতর্দ্দন, শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ-কুবলয়াশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। দ্যুমনের পুত্র অলর্ক বহুবর্ষ ব্যাপিয়া রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। অলর্কের পুত্র পারম্পর্য্যে যথাক্রমে সন্ততি, সুনীত, নিকেতন, ধর্ম্মকেতু, সত্যকেতু, ধৃষ্টকেতু, সুকুমার, বীতিহোত্র, ভর্গ, ভাগভূমির উৎপত্তি হয়। ইঁহারা সকলেই কাশীবংশীয়। রাভের পুত্র রভস ও তৎপুত্র গম্ভীর। গম্ভীর হইতে অক্রিয় ও অক্রিয় হইতে ব্রহ্মবিৎ জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর অনেনার বংশ কীর্ত্তিত হইয়াছে। অনেনার পুত্র শুদ্ধ, তৎপুত্র শুচি এবং শুচির পুত্র চিত্রকৃৎ, চিত্রকৃতের পুত্র শান্তরাজা। রজির অপরিমিত বলশালী ৫০০ শত পুত্র ছিল। রজি নিজে অসীম প্রভাবে দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিলেন কিন্তু রজির মৃত্যুর পর বৃহস্পতির অভিচারাদিবিধানের দ্বারা তদীয় (রজির) পুত্রদিগের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হওয়ায় তাহারা ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরাজিত হয়।

ক্ষত্রবৃদ্ধপৌত্র কুশ হইতে প্রতির জন্ম হয়। প্রতি হইতে সঞ্জয়, সঞ্জয় হইতে জয় এবং জয় হইতে কৃত ও কৃত হইতে হর্য্যবলের জন্ম হয়।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ (শুকদেবঃ) উবাচ, —পুরূরবসঃ যঃ আয়ুঃ (আয়ুঃ সংজ্ঞকঃ) পুত্রঃ তস্য (আয়োঃ) বীর্য্যবান্, নহুষঃ, ক্ষত্রবৃদ্ধঃ চ রজিঃ রাভঃ চ অনেনা ইতি (ইতি পঞ্চ) সুতাঃ অভবন্। (হে) রাজেন্দ্র ! (পরীক্ষিৎ, ইদানীং) ক্ষত্রবৃদ্ধঃ (ক্ষত্রবৃদ্ধস্য) অন্বয়ং (বংশং) শৃণু, ক্ষত্রবৃদ্ধসুতস্য সুহোত্রস্য (ক্ষত্রবৃদ্ধস্য সুতঃ সুহোত্রঃ তস্য ইত্যর্থঃ) কাশ্যঃ, কুশঃ গৃৎসমদঃ ইতি ত্রয়ঃ আত্মজাঃ (পুত্রাঃ অভবন্)। গৃৎসমদাৎ শুনকঃ অভূৎ, যস্য (শুনকস্য) বহ্বৃচপ্রবরঃ মুনিঃ শৌনকঃ (পুত্রঃ বভূব) ॥ ১-৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্ ! পুরূরবার যে আয়ুনামে পুত্র ছিলেন, তাঁহার বীর্য্যবান্, নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি ও রামনামে পাঁচটি পুত্র ছিল। হে রাজেন্দ্র ! সম্প্রতি ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ক্ষত্রবৃদ্ধপুত্র সুহোত্রের কাশ্য, কুশ ও গৃৎসমদ্ —এই তিন পুত্র। গৃৎসমদ্ হইতে শুনকের জন্ম হয়, শুনকের পুত্র শৌনক বহ্বৃচ প্রবরীয় ঋষি হন ॥ ১-৩ ॥

বিশ্বনাথ—

আয়োরৈলসুতস্যাত্র প্রোক্তাঃ সপ্তদশে সুতাঃ ।
ক্ষত্রবৃদ্ধাদয়ঃ খ্যাতা অলর্কাদ্যা যদন্বয়ে ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তদশ অধ্যায়ে পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ুর ক্ষত্রবৃদ্ধাদি পুত্রগণের এবং তদ্বংশে প্রসিদ্ধ অলর্ক প্রভৃতির কথা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

বিশ্বনাথ----ক্ষত্রবৃধঃ ক্ষত্রবৃদ্ধস্য ॥ ১-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষত্রবৃধঃ অন্বয়ং'—সম্প্রতি ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ শ্রবণ কর ॥ ১-৩ ॥

কাশ্যস্য কাশিস্তৎপুত্রো রাষ্ট্রো দীর্ঘতমঃ পিতা ।
ধন্বন্তরির্দীর্ঘতমস আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তকঃ ।
যজ্ঞভুগ্বাসুদেবাংশঃ স্মৃতমাত্রার্ত্তিনাশনঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—কাশ্যস্য (পুত্রঃ) কাশিঃ (অভবৎ), তৎপুত্রঃ (তস্য কাশেঃ পুত্রঃ) রাষ্ট্রঃ (রাষ্ট্রো নাম) দীর্ঘতমঃ পিতা (দীর্ঘতমসঃ পিতা বভূব, রাষ্ট্রাৎ দীর্ঘতমাঃ জাতঃ ইত্যর্থঃ) দীর্ঘতমসঃ আয়ুর্বেদপ্রবর্ত্তকঃ (চিকিৎসাশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ) যজ্ঞভুক্ (যজভাগভুক্) বাসুদেবাংশঃ (বাসুদেবস্য ভগবতঃ অংশঃ অংশভূতঃ) স্মৃতমাত্রার্ত্তিনাশনঃ (স্মৃতমাত্র এব আর্ত্তিং রোগদুঃখং নাশয়তীতি তথা) আসীৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—কাশ্যের পুত্র কাশি, তৎপুত্র রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্র দীর্ঘতমের পিতা। দীর্ঘতমের পুত্র ধন্বন্তরি, ইনি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, বাসুদেব-অংশসম্ভূত এবং যজ্ঞভাগভোক্তা, ইঁহার স্মৃতিমাত্রে যাবতীয় ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

———

তৎপুত্রঃ কেতুমানস্য জজ্ঞে ভীমরথস্ততঃ।
দিবোদাসো দ্যুমাংস্তস্মাৎ প্রতর্দ্দন ইতি স্মৃতঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—তৎপুত্রঃ (তস্য ধন্বন্তরেঃ পুত্রঃ) কেতুমান্, অস্য (কেতুমতঃ) ভীমরথঃ জজ্ঞে (অজায়ত), ততঃ (ভীমরথাৎ) দিবোদাসঃ, তস্মাৎ (দিবোদাসাৎ) প্রতর্দ্দনঃ ইতি (নামান্তরেণ) স্মৃতঃ (কথিতঃ) দ্যুমান্ (অজায়ৎ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্, তৎপুত্র ভীমরথ, ইঁহা হইতে দিবোদাসের উৎপত্তি, দিবোদাসের পুত্র দ্যুমন নামান্তর প্রতর্দ্দন ॥ ৫ ॥

———

স এব শত্রুজিৎ বৎস ঋতধ্বজ ইতীরিতঃ।
তথা কুবলয়াশ্বেতি প্রোক্তোঽলর্কাদয়স্ততঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ এব (দ্যুমান্ এব) শত্রুজিৎ বৎসঃ, ঋতধ্বজঃ ইতি (নামভিঃ) ঈরিতঃ (কথিতঃ) তথা কুবলয়াশ্বঃ ইতি (নাম্না যে চ) প্রোক্তঃ (বভূব)। ততঃ (দ্যুমতঃ) অলর্কাদয়ঃ (বহবঃ সুতাঃ অভবন্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই দ্যুমন, শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ এবং কুবলয়াশ্বনামেও অভিহিত হইতেন। ইহা হইতে অলর্ক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতর্দ্দনাদি-শব্দবাচ্যাদ্ দ্যুমতঃ সকাশাদলর্কাদয়ঃ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মাৎ'—প্রতর্দ্দনাদি শব্দবাচ্য, অর্থাৎ প্রতর্দ্দন, শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ এবং কুবলয়াশ্ব নামে কথিত দ্যুমান্ হইতে অলর্ক প্রভৃতি অনেক পুত্র হইয়াছিল ॥ ৫-৬ ॥

———

ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ।
নালর্কাদপরো রাজন্ বুভুজে মেদিনীং যুবা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! (পরীক্ষিৎ) অলর্কঃ ষষ্টিং বর্ষ সহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষ শতানি চ (ব্যাপ্য) মেদিনীং (পৃথিবীং) বুভুজে (পালয়ামাস)। অলর্কাৎ অপরঃ (অন্যস্তু) যুবা ন (অন্যঃ কোঽপি এতাবৎ কালং রাজ্যং শাসিতুং ন শশাক ইত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! দ্যুমনপুত্র অলর্ক ষষ্টিসহস্রবর্ষাধিক ষট্ সহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। অলর্ক ব্যতীত অন্য কোন যুবক এতাবৎকাল রাজ্যশাসন করেন নাই ॥ ৭ ॥

———

অলর্কাৎ সন্ততিস্তস্মাৎ সুনীথোঽথ নিকেতনঃ।
ধর্ম্মকেতুঃ সুতস্তস্মাৎ সত্যকেতুরজায়ত ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অলর্কাৎ সন্ততিঃ (সন্ততিঃ সংজ্ঞকঃ) তস্মাৎ (সন্ততেঃ) সুনীথঃ অথ (সুনীথাৎ) নিকেতনঃ, তস্মাৎ (নিকেতনাৎ) ধর্ম্মকেতুঃ সুতঃ (পুত্রঃ অভবৎ তস্মাৎ) সত্যকেতুঃ অজায়তঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অলর্ক হইতে সন্ততি, সন্ততি হইতে সুনীথ, তাহা হইতে ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মকেতু হইতে সত্যকেতু শৌক্রপারম্পর্য্যে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—সন্ততিসংজ্ঞঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সন্ততি'—অলর্ক হইতে সন্ততি নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে ॥ ৮ ॥

———

ধৃষ্টকেতুস্ততস্তস্মাৎ সুকুমারঃ ক্ষিতীশ্বরঃ।
বীতিহোত্রোঽস্য ভর্গোঽতো ভার্গভূমিরভূন্নৃপঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপঃ ! ততঃ (সত্যকেতোঃ) ধৃষ্টকেতুঃ (অজায়ত), তস্মাৎ (ধৃষ্টকেতোঃ) ক্ষিতীশ্বরঃ, সুকুমারঃ (জজ্ঞে), অস্য (সুকুমারস্য) বীতিহোত্রঃ অতঃ (বীতিহোত্রাৎ) ভর্গাৎ, (তস্মাৎ ভর্গাৎ) ভার্গভূমিঃ (সুতঃ) অভূৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! সত্যকেতু হইতে ধৃষ্টকেতু এবং ধৃষ্টকেতু হইতে পৃথিবীপতি সুকুমার জন্মগ্রহণ করেন। সুকুমারের পুত্র বীতিহোত্র, বীতিহোত্র হইতে ভর্গ এবং ভর্গ হইতে ভার্গভূমির জন্ম হয় ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—সুকুমারাদ্বীতিহোত্রঃ তস্য ভর্গঃ অতো ভর্গাৎ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাজা সুকুমার হইতে বীতিহোত্র, তাঁহার পুত্র ভর্গ, 'অতঃ'—এই ভর্গ হইতে ভার্গভূমির জন্ম হয় ॥ ৯ ॥

ইতীমে কাশয়ো ভূপাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়ায়িনঃ ।
রাভস্য রভসঃ পুত্রো গম্ভীরশ্চাক্রিয়স্ততঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি ইমে (উক্তাঃ) কাশয়ঃ (কাশের্বংশ্যাঃ) ভূপাঃ (রাজানঃ) ক্ষত্র-বৃদ্ধান্বয়ায়িনঃ (কাশেঃ প্রপিতা মহস্য ক্ষত্রবৃদ্ধস্য অন্বয়ং বংশম্ অয়ন্তে যান্তীতি তথা ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়া উচ্যন্তে ইত্যর্থঃ) রাভস্য পুত্রঃ রভসঃ (অভূৎ), ততঃ (রভসাতঃ) গম্ভীরঃ, (ততঃ গম্ভীরাৎ) অক্রিয়ঃ চ (বভূব) ॥১০॥

অনুবাদ—(হে রাজন্) এই যে কাশি-বংশসম্ভূত নৃপতিবর্গের বংশ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, ইহারা সকলেই ক্ষত্রবৃদ্ধ অন্বয়ের আনুগত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ ইহাদিগকে ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশও বলা যায়। রাভের পুত্র রভস, রভস হইতে গম্ভীর এবং গম্ভীর হইতে অক্রিয় জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কাশয়ঃ কাশের্বংশ্যাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধস্যান্বয়ম্ অয়ন্তে প্রাপ্নুবন্তীতি তে তথা ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কাশয়ঃ'—কাশির বংশোৎপন্ন নৃপতিবর্গ সকলেই ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশগত (অর্থাৎ ইহাঁরা কাশির প্রপিতামহ ক্ষত্রবৃদ্ধের অন্বয়ের অনুগামী হইয়াছিলেন।) ॥ ১০ ॥

তদ্‌গোত্রং ব্রহ্মবিজ্জজ্ঞে শৃণু বংশমনেনসঃ ।
শুদ্ধস্ততঃ শুচিস্তস্মাচ্চিত্রকৃদ্ধর্ম্মসারথিঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্‌গোত্রং (তস্য অক্রিয়স্য গোত্রং সুতঃ) ব্রহ্মবিৎ জজ্ঞে, (হে রাজন্ অধুনা) অনেনসঃ বংশং শৃণু, ততঃ (অনেনসঃ) শুদ্ধঃ (জজ্ঞে), তস্মাৎ শুচিঃ (বভূব), তস্মাৎ (শুচেঃ) ধর্ম্মসারথিঃ চিত্রকৃৎ (বভূব) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অক্রিয়ের ব্রহ্মবিৎ নামে একপুত্র হয়। হে রাজন্ ! সম্প্রতি অনেনার বংশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। অনেনা হইতে শুদ্ধের জন্ম হয়, শুদ্ধের পুত্র শুচি, তাহা হইতে ধর্ম্মসারথি চিত্রকৃৎ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১১ ॥

ততঃ শান্তরজা জজ্ঞে কৃতকৃত্যঃ স আত্মবান্ ।
রজেঃ পঞ্চশতান্যাসন্ পুত্রাণামমিতৌজসাম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (চিত্রকৃতঃ) শান্তরজাঃ জজ্ঞে, কৃতকৃত্যঃ সঃ (কৃতম্ অনুষ্ঠিতং কৃত্যং মুক্তি-সাধনং কর্ম্ম যেন স তথাভূতঃ) আত্মবান্ (জ্ঞানী চ বভূব, অতঃ পুত্রোৎপাদনং ন কৃতবান্ ইত্যর্থঃ) রজেঃ অমিতৌজসাম্ (অমিতম্ ওজঃ বলং যেষাং তেষাং) পুত্রাণাং পঞ্চশতানি আসন্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—চিত্রকৃৎ হইতে শান্তরজা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আত্মতত্ত্ববিৎ ছিলেন এবং মুক্তি লাভোপযোগী যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (এইজন্য তিনি পুত্রোৎপাদনে যত্নবান্ হন নাই) রজির অপরিমিত বলশালী পুত্রগণের সংখ্যা পঞ্চশত ॥ ১২ ॥

দেবৈরভ্যর্থিতো দৈত্যান্ হত্বেন্দ্রায়াদদাদ্দিবম্ ।
ইন্দ্রস্তস্মৈ পুনর্দত্ত্বা গৃহীত্বা চরণৌ রজেঃ ।
আত্মানমর্পয়ামাস প্রহ্লাদাদ্যরিশঙ্কিতঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—দেবৈঃ অভ্যর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ রজিঃ) দৈত্যান্ হত্বা ইন্দ্রায় (দেবরাজায়) দিবং (স্বর্গম্) অদদাৎ (দত্তবান্), ইন্দ্রঃ প্রহ্লাদাদ্যারিশঙ্কিতঃ (প্রহ্লাদাদিভ্যঃ অরিভ্যঃ শত্রুভ্যঃ শঙ্কিতং সন্) তস্মৈ (রজয়ে) পুনঃ দত্ত্বা (স্বর্গং দত্ত্বা) রজেঃ চরণৌ

(পাদৌ) গৃহীত্বা আত্মানম্ অর্পয়ামাস (স্ব রক্ষাভারং তস্মিন্ নিহিতবান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—দেবতাগণের প্রার্থনায় রজি দৈত্যদিগকে বধ করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গ প্রদান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র স্বর্গ প্রহ্লাদাদি শত্রু ভয়ে রজিকে প্রত্যার্পণ করেন এবং তাঁহার (রজির) চরণ ধারণপূর্ব্বক আত্মপর্য্যন্ত সমর্পণ করেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রহলাদাদ্যরীত্যতদ্গুণসংবিজ্ঞানোয়ং বহুব্রীহিঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রহলাদাদ্যরি'—ইহা অতদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি, অর্থাৎ প্রহলাদ ব্যতীত অন্যান্য শত্রুগণের ভয়ে ইন্দ্র রজিকে স্বর্গরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

পিতুর্য্যুপরতে পুত্রা যাচমানায় নো দদুঃ।
ত্রিবিষ্টপং মহেন্দ্রায় যজ্ঞভাগান্ সমাদদুঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—পিতরি (রজৌ) উপরতে (মৃতে সতি) পুত্রাঃ (রজেঃ পঞ্চশতং পুত্রাঃ) ত্রিবিষ্টপং (স্বর্গরাজ্যং) যাচমানায় (প্রার্থয়তে) মহেন্দ্রায় (ইন্দ্রায়) নো দদুঃ (অস্মৎপৈতৃকং ত্রিপিষ্টপমিতি ন্যায়েন ন দদুঃ), (তে স্বর্গাধিপাঃ সন্তঃ) যজ্ঞ-ভাগান্ সমাদদুঃ (গৃহীতবন্তঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—রজির মৃত্যু হইলে ইন্দ্র রজির পুত্রগণের নিকট স্বীয় পুরী স্বর্গ প্রার্থনা করিলেন, রজির পুত্রগণ তাহা প্রত্যর্পণ করিল না কিন্তু যজ্ঞভাগ প্রদান করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—পিতরি রজৌ কালেন উপরতে মৃতে সতি পুত্রা রজিসুতা অস্মৎপৈতৃকং ত্রিপিষ্টপমিতি ন্যায়েন ন দদুঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পিতরি'—কালবশতঃ পিতা রজি পরলোক গমন করিলে, ইন্দ্র তাঁহার পুত্রগণের নিকট স্বর্গরাজ্য প্রার্থনা করিলেও, 'পুত্রাঃ'—রজির পুত্রগণ 'আমাদের পৈতৃক স্বর্গরাজ্য'—এই ন্যায়ানুসারে ইন্দ্রকে তাহা না দিয়া নিজেরাই স্বর্গের অধিপতিরূপে যজ্ঞভাগও গ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

গুরুণা হূয়মানেঽগ্নৌ বলভিৎ তনয়ান্ রজেঃ।
অবধীদ্ভ্রংশিতান্ মার্গান্ন কশ্চিদবশেষিতঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) গুরুণা (বৃহস্পতিনা) অগ্নৌ হূয়মানে (তেষাং রজেঃ পুত্রাণাং মতিভ্রংশায় অভিচারবিধিনা অগ্নৌ হূয়মানে সতীত্যর্থঃ) বলভিৎ (ইন্দ্রঃ) মার্গাৎ (নীতিমার্গাৎ) ভ্রংশিতান্ তনয়ান্ (রজেঃ পুত্রান্) অবধীৎ (অহন্) কশ্চিৎ (তেষাং পঞ্চশত পুত্রাণাং কোঽপি) ন অবশেষিতঃ (সর্ব্বানেব অবধীদিত্যর্থঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি রজি-পুত্রগণের বুদ্ধিভ্রংশার্থ অভিচার-বিধান ক্রমে অগ্নিতে হোম করিলে তাহারা নীতিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইল, তখন বলবান্ ইন্দ্র অনায়াসে তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলিলেন। পঞ্চশত পুত্রগণের মধ্যে একজনও অবশিষ্ট রহিল না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অভিচারবিধানেনাগ্নৌ হূয়মানে সতি বলভিদিন্দ্রঃ রজেস্তনয়ানবধীৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অগ্নৌ হূয়মানে'—দেবগুরু বৃহস্পতি রজির পুত্রগণের বুদ্ধিনাশের জন্য আভিচারিক বিধানে হোম করিলে, 'বলভিৎ'—ইন্দ্র রজির পুত্রগণকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

কুশাৎ প্রতিঃ ক্ষাত্রবৃদ্ধাৎ সঞ্জয়স্তৎসুতো জয়ঃ।
ততঃ কৃতঃ কৃতস্যাপি জজ্ঞে হর্য্যবলো নৃপঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—(কুশান্বয়মাহ) ক্ষাত্রবৃদ্ধাৎ (ক্ষত্রবৃদ্ধপৌত্রাৎ) কুশাৎ প্রতিঃ (বভূব), তৎসুতঃ (তস্য প্রতেঃ সুতঃ) সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়াৎ) জয়ঃ (অভূৎ), ততঃ (জয়াৎ) কৃতঃ (কৃতসংজ্ঞকঃ সুতঃ) কৃতস্য অপি নৃপঃ হর্য্যবলঃ জজ্ঞে (বভূব) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ক্ষত্রবৃদ্ধঃ পৌত্র কুশ হইতে প্রতির জন্ম হয়। প্রতির পুত্র সঞ্জয়, সঞ্জয় হইতে জয়, এবং জয় হইতে কৃত জন্মগ্রহণ করেন। কৃতের ঔরসে রাজা হর্য্যবলের জন্ম হয় ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষত্রবৃদ্ধপৌত্রাৎ কুশাৎ প্রতিঃ ॥ ১৬ ॥
ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
নবমেঽসৌ সপ্তদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষাত্ৰবৃদ্ধাৎ'—ক্ষত্ৰবৃদ্ধের পৌত্র কুশ হইতে প্রতির জন্ম হয় ॥ ১৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।১৭ ॥

সহদেবস্ততো হীনো জয়সেনস্তু তৎসুতঃ।
সংকৃতিস্তস্য চ জয়ঃ ক্ষত্ৰধৰ্ম্মা মহারথঃ।
ক্ষত্ৰবৃদ্ধান্বয়া ভূপা ইমে শৃণ্বথ নাহুষান্ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে আয়ুবংশঃ নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হর্য্যবলাৎ) সহদেবঃ, ততঃ (সহদেবাৎ) হীনঃ (বভুব) তৎ সুতঃ তু (তস্য হীনস্য সুতঃ) জয়সেনঃ (জয়সেনাৎ) সংকৃতিঃ, তস্য চ (সংকৃতেঃ) মহারথঃ ক্ষত্ৰধৰ্ম্মা (যুদ্ধাদিতৎপরঃ) জয় (অজায়ত), ইমে (পূর্ব্বোক্তাঃ) ভূপাঃ (রাজানঃ) ক্ষত্ৰবৃদ্ধান্বয়া (ক্ষত্ৰবৃদ্ধবংশজাঃ ভবন্তি) অথ (অধুনা তু) নাহুষান্ (নহুষস্য অন্বয়ান্) শৃণু ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হর্য্যবল হইতে সহদেব, সহদেব হইতে হীন জন্মগ্রহণ করেন। হীনের পুত্র জয়সেন, জয়সেন হইতে সংকৃতির উৎপত্তি, সংকৃতির পুত্র ক্ষাত্ৰধৰ্ম্মপরায়ণ মহারথ জয়। এই সকল নরপতি ক্ষত্ৰবৃদ্ধবংশে উৎপন্ন হন। সম্প্রতি নহুষের বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ১৭ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের সপ্তদশাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—
যতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়তির্বিয়তিঃ কৃতিঃ।
ষড়িমে নহুষস্যাসন্নিন্দ্রিয়াণীব দেহিনঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নহুষ এবং যাঁহার পঞ্চপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র তদীয় জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই নহুষপুত্র যযাতির বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

নহুষের পঞ্চপুত্র। নহুষ সর্পত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি সন্ন্যাস-গ্রহণ করায় তদীয় মধ্যম পুত্র যযাতিই সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। যযাতি ক্ষত্রিয় হইয়াও দৈব প্রেরিত হইয়া ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি দেবযানীর সখী, বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকেও বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত এই যে—কোন সময় বৃষপর্ব্বা-কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সহস্রসখীসঙ্গে দেবযানীসহ জলবিহার করিতেছিল, এমন সময় উমাসহ মহাদেবকে বৃষোপরি আরোহণপূর্ব্বক আসিতে দেখিয়া সহসা তীরে উঠিয়া সকলে নিজ নিজ বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিল। শর্ম্মিষ্ঠা ভ্রমবশতঃ দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করায় দেবযানী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে কুবাক্য প্রয়োগ করে। তাহাতে শর্ম্মিষ্ঠাও অতীব ক্রোধান্বিতা হইয়া দেবযানীর প্রতি নানাপ্রকার কটুবাক্য-প্রয়োগ করতঃ তাহাকে এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করে। দৈবযোগে সেই স্থানে রাজা যযাতি আসিয়া উপস্থিত হন এবং কূপ মধ্যে পতিত দেবযানীকে দেখিতে পাইয়া কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে ঐ কূপ হইতে উত্তোলন করেন। দেবযানী যযাতিকে পতিত্বে বরণ করিতে

ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যযাতি স্বীকৃত হন। অনন্তর দেবযানী ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহে গমনপূর্ব্বক শুক্রাচার্য্যকে বৃষপর্ব্বা-কন্যার ব্যবহার জ্ঞাপন করিলে শুক্রাচার্য্য বৃষপর্ব্বার প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিজ পুর হইতে বহির্গত হইয়া তাহার (বৃষপর্ব্বার) গৃহে গমন করিলেন কিন্তু বৃষপর্ব্বা শুক্রাচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্তব স্তুতি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন, অবশেষে নিজ কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর দাসীরূপে প্রদান করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা দাসীরূপে দেবযানীসহ তাহার ভর্তৃগৃহে গমন করে। তথায় দেবযানীকে পুত্রবতী দেখিয়া তাহারও হৃদয়ে দেবযানীর ন্যায় পুত্রবতী হইবার পিপাসা প্রবল হয় এবং ঋতু-কাল উপস্থিত হইলে একদিন গোপনে রাজা যযাতিকে আহ্বানপূর্ব্বক সঙ্গ প্রার্থনা করে। শর্ম্মিষ্ঠাকে গর্ভবতী দেখিয়া দেবযানীর মনে হিংসার উদয় হইল, সে ক্রোধে পিতৃগৃহে গমনপূর্ব্বক পিতার নিকট আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বর্ণনা করিয়া শোক প্রকাশ করিলে শুক্রাচার্য্য যযাতিকে "তুমি জরা-গ্রস্ত হও" বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন, পরে যযাতির অনুরোধে অন্যের যৌবনত্বের সহিত তাহার নিজ বৃদ্ধত্বের বিনিময় করিবার শক্তি প্রদান করেন। পরে যযাতি স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর যৌবনত্ব গ্রহণ করিয়া যোষিৎ-সঙ্গ-সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—দেহিনঃ (জীবস্য) ইন্দ্রিয়াণি ইব নহুষস্য ইমে (বক্ষ্যমাণঃ) যতিঃ, যযাতিঃ, সংযাতিঃ, আয়তি, বিয়তি, কৃতিঃ (ইতি নামানঃ) ষট্ (পুত্রাঃ) আসন্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—(হে রাজন্!) দেহধারি-জীবগণের ছয়টী ইন্দ্রিয়ের ন্যায় নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, বিয়তি, কৃতি,—এই ছয়জন পুত্র ছিল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টাদশে দেবযানী শর্মিষ্ঠা কলহাদিকাঃ।
যথা যত্র জরাং পুরুর্যযাতেরগ্রহীৎ পিতুঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার কলহাদি এবং পুরু পিতা যযাতির জরা যেভাবে গ্রহণ করেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে॥০॥

রাজ্যং নৈচ্ছদ্ যতিঃ পিত্রা দত্তং তৎপরিণামবিৎ।
যত্র প্রবিষ্টঃ পুরুষঃ আত্মানং নাববুধ্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তৎপরিণামবিৎ (তৎ তস্য রাজ্যস্য পরিণামম্ অনর্থাবহত্বং বেত্তীতি পরিণামবিৎ) যতিঃ (জ্যেষ্ঠঃ) পিত্রাঃ (নহুষেণ) দত্তং রাজ্যং ন ঐচ্ছৎ (ন অভিলষিতবান্) যত্র (রাজ্যে) প্রবিষ্টঃ (যমধি কুর্ব্বন্) পুরুষঃ (জীবঃ) আত্মানম্ (আত্মস্বরূপং) ন অববুধ্যতে (ন জানাতি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—রাজত্বের পরিণাম অনর্থ মাত্র জানিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র যতি পিতৃদত্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, কারণ রাজ্যে প্রবিষ্ট ব্যক্তির আত্মস্বরূপ বোধ থাকে না ॥ ২ ॥

পিতরি ভ্রংশিতে স্থানাদিন্দ্রাণ্যা ধর্ষণাদ্দ্বিজৈঃ।
প্রাপিতেঽজগরত্বং বৈ যযাতিরভবন্নৃপঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রাণ্যাঃ (শচ্যাঃ) ধর্ষণাৎ (সংস্পর্শ-নিমিত্তাৎ) দ্বিজৈঃ (শচ্যা বিজ্ঞাপিতৈঃ অগস্ত্যাদিভিঃ) পিতরি (নহুষে) স্থানাৎ (স্বর্গাৎ) ভ্রংশিতে (স্বর্গাৎ সর্প সর্প ইতি উক্তি-পূর্ব্বকং ত্যাজিতে ততশ্চ) অজগরত্বং (সর্পত্বং) প্রাপিতে (সতি) যযাতিঃ বৈ নৃপঃ অভবৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রপত্নী শচীর প্রতি ধৃষ্টতা ব্যবহার করায় পিতা নহুষ স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অগস্ত্যাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক অজগরত্ব প্রাপ্ত হইলে যযাতিই নৃপতি হইলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্থানাৎ স্বর্গাৎ দ্বিজৈরগস্ত্যাদিভিঃ ॥৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্থানাৎ'—স্বর্গ হইতে, 'দ্বিজৈঃ'—অগস্ত্যপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক (ভ্রষ্ট হইয়া নহুষ অজগরত্ব প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পুত্র যযাতি রাজা হইয়াছিলেন।) ॥ ৩ ॥

চতসৃষ্বাদিশদ্দিক্ষু ভ্রাতৄন্ ভ্রাতা যবীয়সঃ।
কৃতদারো জুগোপোর্ব্বীং কাব্যস্য বৃষপর্ব্বণঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভ্রাতা (যযাতিঃ) যবীয়সঃ (কনিষ্ঠান্) ভ্রাতৄন্ (চতুরঃসংযতিপ্রভৃতীন্) চতসৃষু দিক্ষু আদিশৎ (পালনার্থং নিয়োজিতবান্) স্বয়ং কাব্যস্য

(শুক্রস্য) বৃষপর্ব্বণঃ (দানবস্য চ কন্যাভ্যাং) কৃতদারঃ (কৃতবিবাহঃ সন্) উর্ব্বীং (পৃথিবীং) জুগোপ (পালয়ামাস) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যযাতি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়কে চতুর্দ্দিক পালনার্থ আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং শুক্রাচার্য্যের দেবযানী এবং বৃষপর্ব্বার শর্ম্মিষ্ঠা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়া পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কাব্যস্য শুক্রস্য কন্যয়া বৃষপর্ব্বণশ্চ কন্যয়া কৃতদারঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতদারঃ'—যযাতি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪॥

শ্রীরাজোবাচ—

ব্রহ্মর্ষির্ভগবান্‌কাব্যঃ ক্ষত্রবন্ধুশ্চ নাহুষঃ।
রাজন্যবিপ্রয়োঃ কস্মাদ্বিবাহঃ প্রাতিলৌমিকঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(শুকদেবং প্রতি) ভগবান্ কাব্যঃ (শুক্রঃ) ব্রহ্মর্ষিঃ (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ) নাহুষঃ চ (যযাতিশ্চ) ক্ষত্রবন্ধুঃ (ক্ষত্রিয়বর্ণঃ অতঃ) রাজন্যবিপ্রয়োঃ (ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণয়োঃ) কস্মাৎ (হেতোঃ) প্রাতিলৌমিকঃ (কনিষ্ঠবর্ণেন জ্যেষ্ঠবর্ণস্য কন্যায়াঃ পাণিগ্রহণরূপঃ) বিবাহঃ (অভূৎ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ভগবন্! শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ আর নহুষ ক্ষত্রকুলোদ্ভুত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রতিলোম বিবাহ কিরূপে হইল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণকন্যাগ্রহণশ্রবণাৎ যযাতিঃ ক্ষত্রবন্ধুপদেন নির্দ্দিষ্টো রাজ্ঞা অজ্ঞাতচরতত্ত্বেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষত্রবন্ধুশ্চ নাহুষঃ'—ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ শ্রবণ করিয়া, মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহার তত্ত্ব (বিবরণ) না জানিয়াই যযাতিকে এখানে 'ক্ষত্রবন্ধু'—(ক্ষত্রিয়াধম) পদে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

একদা দানবেন্দ্রস্য শর্ম্মিষ্ঠা নাম কন্যকা।
সখীসহস্রসংযুক্তা গুরুপুত্র্যা চ ভামিনী ॥ ৬ ॥
দেবযান্যা পুরোদ্যানে পুষ্পিতদ্রুমসঙ্কুলে।
ব্যচরৎ কলগীতালিনলিনীপুলিনেঽবলা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(পরীক্ষিতং প্রতি নাত্র প্রতিলোমতাদোষঃ ঈশ্বরঃ ঘটনাদিতি দর্শয়ন্ কথামাহ একদেত্যাদি) একদা দানবেন্দ্রস (বৃষপর্ব্বণঃ) ভামিনী (অতিকোপনা) অবলা শর্ম্মিষ্ঠা নাম কন্যকা সখীসহস্রসংযুক্তা (সখীনাং সহস্রেণ সংযুক্তা সতী) গুরুপুত্র্যা চ (গুরোঃ শুক্রস্য পুত্র্যা কন্যয়া) দেবযান্যা চ (সহ) পুষ্পিতদ্রুমসঙ্কুলে (পুষ্পিতৈঃ দ্রুমৈঃ বৃক্ষৈঃ সঙ্কুলে ব্যাপ্তে) কলগীতালিনলিনীপুলিনে (কলগীতাঃ মধুরশব্দায়মানাঃ অলয়ো যেষু তানি নলিনীপুলিনানি যস্মিন্ তস্মিন্) পুরোদ্যানে (অন্তঃপুররক্ষবাটিকায়াং) ব্যচরৎ (পরিবভ্রাম) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—একদিন বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র সখী-সঙ্গে গুরুপুত্রী দেবযানীর সহ পুরী মধ্যস্থ উদ্যানে বিচরণ করিতেছিল। সেই স্থান পুষ্পভারাবনত বৃক্ষ সমূহে পরিপূর্ণ ছিল এবং তত্রস্থ নলিনী পুলিনে অলিকুল মধুর শব্দ করিতে করিতে বিহার করিতেছিল ॥ ৬-৭ ॥

বিশ্বনাথ—দানবেন্দ্রস্য বৃষপর্ব্বণঃ। কলগীতালয়ো যেষু তথাবিধানি নলিনী পুলিনানি যস্মিংস্তত্র ॥ ৬-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দানবেন্দ্রস্য'—দানবরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা। 'কলগীতালি-নলিনী-পুলিনে'—অব্যক্ত মধুর গীত যাহাদের, তাদৃশ ভৃঙ্গগণ যেখানে, সেই সকল নলিনী-পুলিন অর্থাৎ পদ্মবন যেখানে তথায়, (অর্থাৎ ভ্রমরগুঞ্জনমুখর পদ্মপুষ্প-শোভিত সরোবরের তীরে সখীসহস্র-পরিবৃতা শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর সহিত বিচরণ করিতেছিলেন।) ॥ ৬-৭ ॥

তা জলাশয়মাসাদ্য কন্যাঃ কমললোচনাঃ।
তীরে ন্যস্য দুকূলানি বিজহ্রুঃ সিঞ্চতীর্মিথঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—কমললোচনাঃ (পদ্মলোচনাঃ) তাঃ

কন্যাঃ, জলাশয়ম্ আসাদ্য (প্রাপ্য) তীরে (জলাশয়তীরে) দুকূলানি (পট্টবস্ত্রাণি) ন্যস্য (নিধায়) মিথঃ সিঞ্চতীঃ (অন্যোন্যং জলপ্রক্ষেপং কুর্ব্বন্ত্যঃ) বিজহ্রুঃ (জলবিহারং চক্রুঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—পদ্মনয়না সেই কন্যাগণ জলাশয় দেখিয়া তাহার তটে নিজ নিজ বস্ত্র রাখিয়া পরস্পর জল সেচন করিতে করিতে জলবিহার করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—সিঞ্চতীঃ সিঞ্চন্ত্যঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সিঞ্চতীঃ'—সিঞ্চন্ত্যঃ (প্রথমার বহুবচন হইবে), পরস্পর জল সিঞ্চন করিতে করিতে সেই কন্যাগণ বিহার করিতেছিলেন ॥ ৮ ।

বীক্ষ্য ব্রজন্তং গিরিশং সহ দেব্যা বৃষস্থিতম্ ।
সহসোত্তীর্য্য বাসাংসি পর্য্যধূর্ব্রীড়িতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—স্ত্রিয়ঃ (জলে বিহরন্ত্যঃ কন্যকাঃ) দেব্যা (উময়া) সহ বৃষস্থিতং ব্রজন্তং (গচ্ছন্তং) গিরিশং (শিবং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ব্রীড়িতাঃ (লজ্জিতাঃ সত্যঃ) সহসা (দ্রুতম্) উত্তীর্য্য (জলাৎ ইতি শেষঃ) বাসাংসি (বস্ত্রাণি) পর্য্যধুঃ (পরিহিতবত্যঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—জলে বিহার করিতে করিতে ঐ কন্যাকাগণ উমাদেবী সহ গিরীশকে বৃষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিতে পাইল এবং অত্যন্ত লজ্জা সহকারে সহসা তীরে উত্থিত হইয়া বস্ত্র পরিধান করিল ॥ ৯ ॥

শর্ম্মিষ্ঠাজানতী বাসো গুরুপুত্র্যাঃ সমব্যয়ৎ ।
স্বীয়ং মত্বা প্রকুপিতা দেবযানীদমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—শর্ম্মিষ্ঠা (দানবকন্যা) অজানতী (অজ্ঞা সতী) স্বীয়ং মত্বা গুরুপুত্র্যাঃ (দেবযান্যাঃ) বাসঃ (বস্ত্রং) সমব্যয়ৎ (পর্য্যধাৎ) । দেবযানী প্রকুপিতা (ক্রুদ্ধা সতী) ইদং (বক্ষ্যমাণং বাক্যম্) অব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শর্ম্মিষ্ঠা না জানিয়া গুরুপুত্রী দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করিলে দেবযানী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অজানতী স্বীয়ং মত্বা গুরুপুত্র্যাঃ বাসঃ সমব্যয়ৎ পর্য্যধাৎ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজানতী'—না জানিয়া, অর্থাৎ নিজ বসন মনে করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা গুরুপুত্রী দেবযানীর বসন পরিধান করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

অহো নিরীক্ষ্যতামস্যা দাস্যাঃ কর্ম্ম হ্যসাম্প্রতম্ ।
অস্মদ্ধার্য্যং ধৃতবতী শুনীব হবিরধ্বরে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অহো ! (ক্ষেপসূচকমব্যয়ম্) অস্যাঃ দাস্যাঃ (শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ) অসাম্প্রতম্ (অন্যায্যং) কর্ম্ম নিরীক্ষ্যতাং (দৃশ্যতাং যুষ্মাভিরিতি শেষঃ) শুনী (হবিঃগ্রহণাযোগ্যা কুক্কুরী) অধ্বরে (যজ্ঞে) হবিঃ ইব (যথা কদাচিৎ যজ্ঞীয়ং হবিঃ স্পৃশতি তথা ইয়মপি) অস্মদ্ধার্য্যং (মম ধারণযোগ্যং বস্ত্রং) ধৃতবতী (পরিহিতবতী) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞে কুক্কুরী যেরূপ যজ্ঞীয় হবি স্পর্শ করে তুই তদ্রূপ আমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করিলি ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অসাম্প্রতমনুচিতং ব্রাহ্মণৈর্ধার্য্যং হবিঃ শুনীব ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসাম্প্রতম্'—অনুচিত, তোমারা এই দাসীর অন্যায় কার্য্য লক্ষ্য কর। 'শুনীব'—কুক্কুরী যেরূপ ব্রাহ্মণগণের ধার্য্য যজ্ঞের হবিঃ গ্রহণ করে, এই দাসীও সেরূপ আমার পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছে ॥ ১১ ॥

যৈরিদং তপসা সৃষ্টং মুখং পুংসঃ পরস্য যে ।
ধার্য্যতে যৈরিহ জ্যোতিঃ শিবঃ পন্থাঃ প্রদর্শিতঃ ॥১২
যান্ বন্দন্ত্যপতিষ্ঠন্তে লোকনাথাঃ সুরেশ্বরাঃ ।
ভগবানপি বিশ্বাত্মা পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ ॥ ১৩ ॥
বয়ং তথাপি ভৃগবঃ শিষ্যোহস্যা নঃ পিতাসুরঃ ।
অস্মদ্ধার্য্যং ধৃতবতী শূদ্রো বেদমিবাসতী ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যে (ব্রাহ্মণাঃ) পরস্য পুংসঃ (ব্রহ্মণঃ) মুখং (মুখাদুৎপন্নত্বেন তৃপ্তিদ্বারত্বেন চ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ) যৈঃ (ব্রাহ্মণৈঃ ভৃগ্বাদিভিঃ) তপসা ইদং (বিশ্বং) সৃষ্টং, যৈ (ব্রাহ্মণৈঃ চ) ইহ জ্যোতিঃ (পরং ব্রহ্ম)

ধার্য্যতে (উপাস্যতে যৈঃ) শিবঃ (ক্ষেমকরঃ) পন্থাঃ (বৈদিকমার্গশ্চ) প্রদর্শিতঃ, সুরেশ্বরাঃ লোকনাথাঃ (কিমুত) পাবনঃ বিশ্বাত্মা (সর্ব্বময়ঃ) ভগবান্ শ্রীনিকেতনঃ (মাধবঃ) অপি যান্ (ব্রাহ্মণান্) বন্দন্তি (অর্চ্চয়ন্তি), উপতিষ্ঠন্তে (প্রত্যুদ্‌গচ্ছন্তি চ) তথাপি (তদেবং ব্রাহ্মণমাত্রমেব তাবৎ পূজ্যং তত্রাপি তেষু ব্রাহ্মণেষু অপি বিশেষতঃ) বয়ং ভৃগবঃ (ভৃগু-বংশজাতা অতঃ পূজ্যতমা ইত্যর্থঃ)। অস্যাঃ (শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ) পিতা অসুরঃ (বৃষপর্ব্বা) নঃ (অস্মাকং) শিষ্যঃ, (এবং সত্যপি) শূদ্রঃ বেদম্ ইব (ধারণযোগ্যং বেদং যথা ধারয়তি তথা) (ইয়ম) অসতী (শর্ম্মিষ্ঠা) অস্মদ্‌ধার্য্যং (মম ধারণযোগ্যং) বস্ত্রং ধৃতবতী ॥ ১২-১৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা পরমপুরুষের মুখ স্বরূপ, যাঁহারা তপস্যা দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মকে (হৃদয় মধ্যে) ধারণ করেন, যাঁহারা মঙ্গলময় পন্থার অর্থাৎ বেদমার্গের প্রদর্শক, সুরেশ্বরগণ অধিক কি পরম পাবন বিশ্বাত্মা শ্রীনিবাসও যাঁহাদিগকে বন্দনা ও পূজা করিয়া থাকেন সেই ব্রাহ্মণগণই একমাত্র পূজ্য, তাহাতে আবার আমরা ভৃগুবংশজাত, এই দাসীর পিতা অসুর বৃষপর্ব্বা আমাদের শিষ্য, তথাপি এই অসতী শূদ্রের বেদ ধারণের ন্যায় আমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করিল ॥ ১২-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনৌচিত্যমেবাহ ত্রিভিঃ যৈর্দক্ষাদিভিঃ জ্যোতির্ব্রহ্ম তদেবং ব্রাহ্মণমাত্রমেব তাবৎ পূজ্যং, তত্রাপি বয়ং ভৃগবঃ তত্রাপ্যস্যাঃ পিতা নঃ শিষ্যঃ ॥ ১২-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনৌচিত্যই তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। 'যৈঃ'—দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ মঙ্গলময় বেদমার্গের প্রদর্শক। 'জ্যোতির্ব্রহ্ম'—স্বয়ং প্রকাশরূপ পরব্রহ্মকে ব্রাহ্মণগণ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। ইহাতে যদিও সাধারণতঃই ব্রাহ্মণগণ পূজ্য, তন্মধ্যে আমরা আবার ভৃগুবংশীয় বলিয়া বিশেষ সম্মানভাজন, বিশেষতঃ ইহার পিতা অসুর বৃষপর্ব্বা আমাদের শিষ্য ॥ ১২-১৪ ॥

এবং ক্ষিপন্তীং শর্ম্মিষ্ঠা গুরুপুত্রীমভাষত।
রুষা শ্বসন্ত্যুরঙ্গীব ধর্ষিতা দষ্টদচ্ছদা ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ষিতা (নিষ্ঠুরবাক্যৈঃ পীড়িতা) শর্ম্মিষ্ঠা রুষা (ক্রোধেন) উরগী (পন্নগী) ইব শ্বসন্তী (শ্বাসং মুঞ্চন্তী) দষ্টদচ্ছদা (দষ্টৌ দচ্ছদৌ অধরোষ্ঠৌ যয়া তথাভূতা সতী) এবং ক্ষিপন্তীং (তিরস্কুর্ব্বতীং) গুরুপুত্রীং (দেবযানীম্) অভাষত (অব্রবীৎ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—দেবযানীর এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্যে অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া শর্ম্মিষ্ঠা ক্রোধে সর্পিনীর ন্যায় মুহুর্মুহু নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অধরোষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক গুরুপুত্রী দেবযানীকে তিরস্কার সহকারে বলিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

আত্মবৃত্তমবিজ্ঞায় কত্থসে বহু ভিক্ষুকি।
কিং ন প্রতীক্ষসেঽস্মাকং গৃহান্ বলিভুজো যথা ॥১৬

অন্বয়ঃ—(হে) ভিক্ষুকি ! আত্মবৃত্তং (আত্মনঃ বৃত্তং চরিতম্ অবিজ্ঞায় কথং) বহু কত্থসে (বহুধা আত্মানং শ্লাঘসে ব্যর্থবচনং বদসি ইত্যর্থঃ) বলিভুজঃ যথা (বায়সাঃ ইব ত্বম্) অস্মাকং গৃহান্ ন প্রতীক্ষসে কিং (জীবনার্থং ন প্রতীক্ষিতবত্যসি কিম্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে ভিক্ষুকি ! নিজ-আচরণ না বুঝিয়া অকারণ অধিক বাক্য বলিতেছিস্ কেন ? কাকের ন্যায় তোরা আমাদের গৃহ প্রতীক্ষা করিস্ না কি ?॥১৬

বিশ্বনাথ—বলিভুজঃ কাকাঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বলিভুজঃ'—কাক, তোমরা কি কাকের ন্যায় আমাদের গৃহের প্রত্যাশা কর না ? ॥ ১৬ ॥

এবম্বিধৈঃ সুপরুষৈঃ ক্ষিপ্ত্বাচার্য্যসুতাং সতীম্।
শর্ম্মিষ্ঠা প্রাক্ষিপৎ কূপে বাসশ্চাদায় মন্যুনা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শর্ম্মিষ্ঠা এবম্বিধৈঃ (পূর্ব্বোক্তপ্রকারৈঃ) সুপরুষৈঃ (অতিকঠোরৈঃ বচোভিঃ) আচার্য্যসুতাম্ (আচার্যস্য শুক্রস্য সুতাং) সতীং (দেবযানীং) ক্ষিপ্ত্বা (তিরস্কৃত্য) মন্যুনা (ক্রোধেন) বাসঃ চ

(বস্ত্রং চ) আদায় (গৃহীত্বা তাং) কূপে প্রাক্ষিপৎ (নিচিক্ষেপ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শর্ম্মিষ্ঠা এই প্রকার কঠোর বাক্যে গুরুপুত্রী দেবযানীকে তিরস্কার পূর্ব্বক ক্রোধে বস্ত্র হরণ করিয়া লইল এবং তাহাকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিল ॥ ১৭ ॥

তস্যাং গতায়াং স্বগৃহং যযাতির্মৃগয়াং চরন্।
প্রাপ্তো যদৃচ্ছয়া কূপে জলার্থী তাং দদর্শ হ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(দেবযানীং কূপে প্রক্ষিপ্য) তস্যাং (শর্ম্মিষ্ঠায়াং) স্বগৃহং গতায়াং (সত্যাং) যযাতিঃ মৃগয়াং চরন্ (কুর্ব্বন্) যদৃচ্ছয়া (ভাগ্যক্রমেণ) জলার্থী (জলপিপাসুঃ সন্ কূপসমীপং প্রাপ্তঃ) কূপে তাং (নগ্নাং দেবযানীং) দদর্শ হ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা গৃহে গমন করিলে যযাতি মৃগয়া করিতে করিতে তৃষ্ণাতুর হইয়া ঘটনা ক্রমে ঐ কূপ-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় দেবযানীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৮ ॥

দত্ত্বা স্বমুত্তরং বাসস্তস্যৈ রাজা বিবাসসে।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিমুজ্জহার দয়াপরঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—দয়াপরঃ (দয়ালুঃ) রাজা (যযাতিঃ) বিবাসসে (নগ্নায়ৈঃ) তস্যৈ (দেবযান্যৈ) স্বং (স্বকীয়ম্) উত্তরম্ (উত্তরীয়ং) বাসঃ (বস্ত্রং) দত্ত্বা পানিনা (স্বকীয়েন) পাণিং (দেবযানীহস্তং) গৃহীত্বা উজ্জহার (উন্নতবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—রাজা যযাতি দয়াপরবশ হইয়া নগ্না দেবযানীর নিমিত্ত স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করিলেন এবং নিজ হস্ত দ্বারা দেবযানীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে কূপ হইতে উদ্ধৃত করিলেন ॥ ১৯ ॥

তং বীরমাহৌশনসী প্রেমনির্ভরয়া গিরা।
রাজংস্ত্বয়া গৃহীতো মে পাণিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ২০ ॥
হস্তগ্রাহোঽপরো মাভূদ্‌গৃহীতায়াস্ত্বয়া হি মে।
এষ ঈশকৃতো বীর সম্বন্ধো নৌ ন পৌরুষঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) ঔশনসী (দেবযানী) প্রেম-নির্ভরয়া (প্রেমপূর্ণয়া) গিরা (বাক্যেন) তং বীরং (যযাতিম্) আহ (ব্রবীতি হে) পরপুরঞ্জয় ! (পরেষাং শত্রূণাং পুরাঃ জয়তীতি তথাভূতঃ) রাজন্ ! (যযাতে) ত্বয়া মে (মম) পাণিঃ গৃহীতঃ (হে) বীর ! (যযাতে !) ত্বয়া গৃহীতায়াঃ মে (মম) হি অপরঃ (অন্যঃ) হস্তগ্রাহঃ (হস্তং গৃহ্ণাতি যঃ সঃ পাণিগ্রহীতা) মাভূৎ (ত্বমেব মাম্ উদবহস্ব ইত্যর্থঃ) নৌ (আবয়োঃ) এষঃ (ভর্তৃভার্য্যাভাবরূপঃ) সম্বন্ধঃ ঈশকৃতঃ (ঈশ্বরেণ কৃতঃ) ন তু পৌরুষঃ (পুরুষেণ জাগতিকজনেন কৃতঃ) ॥ ০-২১ ॥

অনুবাদ—দেবযানী প্রেমপূর্ণবাক্যে বীর যযাতিকে বলিন—হে শত্রুপুরী জয়কারী রাজন্ ! আপনি আমার পাণি গ্রহণ করিলেন। হে বীর ! আপনি যে আমার কর গ্রহণ করিলেন সেই কর যেন অন্য কেহ গ্রহণ না করে। আমাদের এই স্বামী, স্ত্রী সম্বন্ধ ঈশ্বর-কৃত, কোন জাগতিক ব্যক্তি-কৃত নহে ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—কিং জাতিস্ত্বমিত্যুক্তা সা রাজন্নৌশনসী ভবামীতি প্রোবাচেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঔশনসী'—'তোমরা কোন্ জাতি ?' রাজা এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেবযানী বলিলেন—হে রাজন্ ! আমি শুক্রাচার্য্যের কন্যা ॥ ২০-২১ ॥

যদিদং কূপমগ্নায়া ভবতো দর্শনং মম।
ন ব্রাহ্মণো মে ভবিতা হস্তগ্রাহো মহাভুজ।
কচস্য বার্হস্পত্যস্য শাপাদ্ যমশপং পুরা ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ) কূপমগ্নায়াঃ মম ভবতঃ ইদম্ (অসম্ভাবি দর্শনম্ অভূৎ অথেদং দর্শনম্ ঈশ্বরকারিতমেব মন্যে অতস্ত্বমেব মম ভর্ত্তা ইত্যর্থঃ হে) মহাভুজ ! বার্হস্পত্যস্য (বৃহস্পতি-সুতস্য) কচস্য শাপাৎ (তব পতিব্রাহ্মণো মাভূৎ ইতি শাপাৎ) ব্রাহ্মণঃ মে (মম) হস্তগ্রাহঃ (ভর্ত্তা) ন ভবিতা (ভবিষ্যতি)। যং (কচং) পুরা (অগ্রে) অহম্ অশপং (মৎপ্রার্থনস্য প্রত্যাখ্যানাৎ তবেয়ং বিদ্যা নিষ্ফলা ভবতু ইতি শাপং দত্তবতী) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আমি কূপে মগ্না হইয়াছিলাম এরূপ অবস্থায় আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল সুতরাং এইরূপ মিলন ঈশ্বর কর্ত্তৃক সংঘটিত বলিয়াই মনে হইতেছে। বৃহস্পতিতনয় কচের শাপে আমার ব্রাহ্মণ স্বামী হইবে না তাহার কারণ ইতঃপূর্ব্বে আমি কচকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলাম কিন্তু কচ আমাকে প্রত্যাখ্যান করায় আমি তাঁহাকে অভিশাপ করিয়াছিলাম, তাহাতে সেও আমাকে "তোমার ব্রাহ্মণ স্বামী হইবে না" বলিয়া অভিশাপ করে ॥২২॥

বিশ্বনাথ—যমশপং পুরেতি বৃহস্পতেঃ পুত্রঃ কচঃ শুক্রান্মৃতসঞ্জীবনীং বিদ্যামধ্যগাৎ। তদা চ দেবযানী তং পতিঞ্চকমে, স চ গুরুপুত্রী মম পূজ্যেতি ন তামুদবহৎ। ততশ্চ কুপিতা সতী তবেয়ং বিদ্যা নিষ্ফলা ভবত্বিতি তং শশাপ। স চ তব ব্রাহ্মণঃ পতির্ন ভবেদিতি তাং শশাপেতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যম্ অশপম্ পুরা'—আমি পূর্ব্বে যাহাকে অভিশাপ দিয়াছিলাম। একসময় বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্রাচার্য্যের নিকট মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন। তৎকালে দেবযানী তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু কচ 'গুরুপুত্রী আমার পূজ্যা', এই হেতু তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবযানী, 'তোমার এই বিদ্যা নিষ্ফলা হউক'—এই বলিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। তিনিও 'কোন ব্রাহ্মণ তোমার পতি হইবে না'—এই বলিয়া দেবযানীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

———

যযাতিরনভিপ্রেতং দৈবোপহৃতমাত্মনঃ।
মনস্তু তদ্গতং বুদ্ধ্বা প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যযাতিঃ অনভিপ্রেতম্ (অশাস্ত্রীয়ত্বেন অনীপ্সিতমপি) আত্মনঃ (সম্বন্ধে) দৈবোপহৃতং (দৈবেন উপহৃতং প্রাপিতং) বুদ্ধ্বা (জ্ঞাত্বা) তদ্গতং (তস্যাঃ গতং স্বকামং স্বং) মনঃ তু (বুদ্ধ্বা) তদ্বচঃ (তস্যাঃ বচঃ) প্রতিজগ্রাহ (স্বীচকার) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অশাস্ত্রীয় প্রযুক্ত অনভিপ্রেত হইলেও যযাতি দৈবযোগে মিলিত বোধ করিয়া এবং নিজকে তদ্গতচিত্ত জানিয়া দেবযানীর বাক্য অঙ্গীকার করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণকন্যাপরিণয়স্যাধর্ম্মসাধনত্বাদনভিপ্রেতং দৈবেন পরমেশ্বরেণৈব আত্মনে উপহৃতমিত্যত্র হেতুং তদ্গতং স্বমনশ্চ বুদ্ধ্বা বাল্যমারভ্য মদীয়ং মনঃ কুচিদপি নাধর্ম্মেঽরমত নাপি মৎপ্রভুস্তচ্চরণৈকশরণস্য মম মনো হ্যধর্ম্মে রময়েদিতি ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিরিত্যতো নায়মধর্ম্মো ভবিষ্যতীতি নিশ্চিত্য তস্যা বচঃ প্রতিজগ্রাহ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রাহ্মণকন্যা পরিণয় অধর্ম্মসাধন অর্থাৎ অশাস্ত্রীয় বলিয়া অনভিপ্রেত হইলেও রাজা যযাতি 'দৈবেন উপহৃতং'—উহা দৈবকর্ত্তৃক প্রাপিত মনে করিলেন। তদ্বিষয়ে হেতু—'তদ্গতং স্বমনশ্চ বুদ্ধ্বা', দেবযানীর প্রতি নিজ চিত্তের অনুরাগ উপলব্ধি করিয়া, অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে আমার মন কখনও অধর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত হয় নাই এবং আমার প্রভুও তাঁহার চরণে শরণাগত আমার মনকে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত করান নাই, ইহাই ধর্ম্মের সূক্ষ্মা গতি এবং ইহাতে আমার অধর্ম্ম হইবে না—এরূপ নিশ্চয় করিয়া রাজা দেবযানীর প্রস্তাববাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

———

গতে রাজনি সা ধীরে তত্র স্ম রুদতী পিতুঃ।
ন্যবেদয়ৎ ততঃ সর্ব্বমুক্তং শর্ম্মিষ্ঠয়া কৃতম্ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—ধীরে (বিজ্ঞে) রাজনি (যযাতৌ) গতে (সতি) সা (দেবযানী) রুদতী (ক্রন্দন্তী সতী) তত্র স্ম (স্বভবনে গতা) ততঃ পিতুঃ (শুক্রাচার্য্যস্য সকাশে) শর্ম্মিষ্ঠয়া উক্তং (ভিক্ষুকি ! ইত্যাদি কথিতং বাক্যং) কৃতম্ (অনুষ্ঠিতঞ্চ কূপপ্রক্ষেপাদি) সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ (নিবেদিতবতী) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিজ্ঞ রাজা যযাতি চলিয়া গেলে দেবযানী ক্রন্দন করিতে করিতে স্বগৃহে গমন করিল এবং পিতা শুক্রাচার্য্য-সন্নিধানে তাহার প্রতি শর্ম্মিষ্ঠার উক্তি ও কূপে নিক্ষেপাদি বিবরণ সকলই নিবেদন করিল ॥ ২৪ ॥

———

দুর্ম্মনা ভগবান্ কাব্যঃ পৌরোহিত্যং বিগর্হয়ন্।
স্তবন্ বৃত্তিঞ্চ কাপোতীং দুহিত্রা স যযৌ পুরাৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তদাকর্ণ্য) সঃ ভগবান্ কাব্যঃ (শুক্রঃ) দুর্ম্মনাঃ (দুঃখিতান্তঃকরণঃ সন্) পৌরোহিত্যং (পুরোহিতকর্ম্ম) বিগর্হয়ন্ (জুগুপ্সমানঃ) কাপোতীং বৃত্তিম্ (উঞ্ছবৃত্তিঃ) স্তবন্ চ (প্রশংসমানঃ চ) দুহিত্রা (দেবযান্যা সহ) পুরাৎ যযৌ (বহির্জ্জগাম) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তাহা শ্রবণ করিয়া শুক্রাচার্য্য অতীব দুঃখিত হইয়া পৌরোহিত্যকর্ম্মের নিন্দা এবং উঞ্ছবৃত্তির প্রশংসা করিতে করিতে দেবযানীর সহিত পুর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—কাপোতীমুঞ্ছবৃত্তিম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কপোতীং'—উঞ্ছবৃত্তি, (দেবযানীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে শুক্রাচার্য্য মনঃক্ষুন্ন হইয়া পৌরোহিত্য-বৃত্তির নিন্দা এবং উঞ্ছবৃত্তির প্রশংসা করিতে করিতে কন্যার সহিত দৈত্যপুরী হইতে অন্যত্র গমন করিলেন।) ॥ ২৫ ॥

বৃষপর্ব্বা তমাজ্ঞায় প্রত্যনীকবিবক্ষিতম্।
গুরুং প্রসাদয়ন্মূর্দ্ধ্না পাদয়োঃ পতিতঃ পথি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—বৃষপর্ব্বা (দানবরাজঃ) প্রত্যনীকবিবক্ষিতং (প্রতিকুলশাপময়ং বিবক্ষিতং বক্তুমিষ্টং যস্য তথাভূতং) তং গুরুং (শুক্রাচার্য্যম্) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) পথি মূর্দ্ধ্না (শিরসা) পাদয়োঃ পতিতঃ (সন্) প্রসাদয়ৎ (প্রসন্নং চকার) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—গুরু শুক্রাচার্য্য আমাদের প্রতি শাপ-প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া বহির্গত হইয়াছেন জানিয়া, বৃষপর্ব্বা পথিমধ্যে শুক্রাচার্য্যের পদতলে স্বীয় মস্তক সমর্পণ দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যনীকেষু দেবেষু বিবক্ষিতম্ অসুরান্ পরিত্যাজ্য যুষ্মানেব জয়ং প্রাপয়ামীত্যাদিকং বক্তুমিষ্টং যস্য তথাভূতং তম্ আজ্ঞায় ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যনীক-বিবক্ষিতং'—দেবগণের প্রতি 'অসুরদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের জয় আনয়ন করিব'—এরূপ বলিবার অভিলাষ যাঁহার, তাদৃশ শুক্রাচার্য্যকে বুঝিয়া (অর্থাৎ শত্রু দেবতাগণের বিজয়সম্পাদনই সম্প্রতি গুরু শুক্রাচার্য্যের অভিপ্রায়, ইহা বুঝিয়া রাজা বৃষপর্ব্বা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য পথিমধ্যে অবনতমস্তকে শুক্রাচার্য্যের পদযুগলে পতিত হইলেন।) ॥ ২৬ ॥

ক্ষণার্দ্ধমন্যুর্ভগবান্ শিষ্যং ব্যাচষ্ট ভার্গবঃ।
কামোঽস্যাঃ ক্রিয়তাং রাজন্নৈনাং ত্যক্তুমিহোৎসহে ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষণার্দ্ধমন্যুঃ (ক্ষণার্দ্ধকালং মন্যুঃ কোপঃ যস্য সঃ) ভগবান্ ভার্গবঃ (শুক্রঃ) শিষ্যং (বৃষপর্ব্বাণং) ব্যাচষ্ট (অকথৎ)—রাজন্! অস্যাঃ (দেবযান্যাঃ) কামঃ (যদভিলষিতং তৎ) ক্রিয়তাম্! ইহ (সংসারে অহম্) এনাং (দেবযানীং) ত্যক্তুং (বিহাতুং) ন উৎসহে (ন সমর্থোঽস্মি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অতি অল্পকাল মধ্যে শুক্রের ক্রোধ প্রশমিত হইল, তিনি শিষ্য বৃষপর্ব্বাকে বলিলেন,—হে রাজন্! দেবযানীর অভিলাষানুযায়ী কর্ম্ম কর, সংসারে আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না ॥ ২৭ ॥

তথেত্যবস্থিতে প্রাহ দেবযানী মনোগতম্।
পিত্রা দত্তা যতো যাস্যে সানুগা যাতু মামনু ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তথা (তদেবস্তু ইত্যঙ্গীকৃত্য) অবস্থিতে (রাজনি বৃষপর্ব্বণি) দেবযানী মনোগতম্ (অভিপ্রায়ং) প্রাহ (উক্তবতী)—পিত্রা (শুক্রাচার্য্যেন) দত্তা (সতী অহং) যতঃ (যস্মিন্ ভর্ত্তৃগৃহে) যাস্যে (গমিষ্যামি), সানুগা (সসখী শর্ম্মিষ্ঠা) মাম্ অনুযাতু (অনুগচ্ছতু ইতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃষপর্ব্বা দেবযানীর প্রসন্নতা প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন দেবযানী স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—"পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্তা হইয়া আমি যে, স্বামীর গৃহে গমন করিব সখী শর্ম্মিষ্ঠাও সেই স্থানে আমার অনুগামিনী হউক" ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—তথেতি দেবযান্যাঃ পাদয়োঃ পতিত্বা

বৃষপর্ব্বণ্যবস্থিতে সতি। মনোগতমেব প্রাহ প্রকট-মুবাচ। সানুগা সখিসহিতা শর্ম্মিষ্ঠা মামনুযাত্বিতি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তথেতি অবস্থিতে'—'তাহাই হইবে', এরূপ বলিয়া দেবযানীর পদযুগলে পতিত হইয়া বৃষপর্ব্বা অবস্থান করিতে থাকিলে, দেবযানী নিজের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'আমি পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্তা হইয়া যেখানে যাইব, তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাও সহচরীগণের সহিত সেই স্থানে আমার অনুগামিনী হউক ॥' ২৮ ॥

পিত্রা দত্তা দেবযান্যৈঃ শর্ম্মিষ্ঠা সানুগা তদা।
স্বানাং তৎ সঙ্কটং বীক্ষ্য তদর্থস্য চ গৌরবম্।
দেবযানীং পর্য্যচরৎ স্ত্রীসহস্রেণ দাসবৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—তদা তৎ (ততঃ শুক্রাৎ কুপিতাৎ) স্বানাম্ (অসুরাণাং) সঙ্কটং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) তৎ (ততঃ প্রসন্নাৎ) অর্থস্য (স্ব-প্রয়োজনস্য) গৌরবং চ (বীক্ষ্য) দাসবৎ (ভৃত্যতুল্যং বৃষপর্ব্বা পর্য্যচরৎ), পিত্রা (বৃষপর্ব্বণা) দেবযান্যৈ দত্তা সানুগা (সখি-সহিতা) শর্ম্মিষ্ঠা স্ত্রীসহস্রেণ দেবযানীং পর্য্যচরৎ (অসেবত) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্য কুপিত হইলে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হইবে এবং তিনি প্রসন্ন হইলে আমা-দের প্রয়োজন সিদ্ধির গুরুতর সম্ভাবনা—এইরূপ বিবেচনা করিয়া বৃষপর্ব্বা শুক্রাচার্য্যের দাসের ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠাও পিতৃ-কর্ত্তৃক প্রদত্তা হইয়া সহস্র সখীর সহিত দেবযানীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্ততঃ শুক্রাৎ কুপিতাৎ স্বানামসুরাণাং সঙ্কটং বীক্ষ্য তথৈব তত্ততঃ প্রসন্নাৎ অর্থস্য স্বপ্রয়ো-জনস্য গৌরবঞ্চ বীক্ষ্য দাসবদ্ দাস ইব বৃষপর্ব্বা পর্য্যচরৎ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বানাং তৎসঙ্কটং'—শুক্রা-চার্য্য কুপিত হইলে অসুরগণের সঙ্কট, আর তিনি প্রসন্ন হইলে নিজেদের গুরুতর কার্য্যসিদ্ধি —এরূপ বিবেচনা করিয়া বৃষপর্ব্বা শুক্রাচার্য্যের দাসের ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

নাহুষায় সুতাং দত্ত্বা সহ শর্ম্মিষ্ঠয়োশনা।
তমাহ রাজন্ শর্ম্মিষ্ঠামধাস্তল্পে ন কর্হিচিৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—উশনা (শুক্রাচার্য্যঃ) নাহুষায় (যযা-তয়ে) শর্ম্মিষ্ঠয়া সহ সুতাং (দেবযানীং) দত্ত্বা (সম্প্রদায়) (যযাতিম্) আহঃ (ব্রবীতি—হে) রাজন্! কর্হিচিৎ (কদাপি) শর্ম্মিষ্ঠাং তল্পে (শয্যা-য়াং ন অধাঃ (নোপগচ্ছেঃ) । ৩০ ॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্য শর্ম্মিষ্ঠাসহ দেবযানীকে যযাতি-রাজার হস্তে প্রদান করিয়া তাহাকে বলিলেন, —হে রাজন্! আপনি এই শর্ম্মিষ্ঠাকে কখনও নিজ শয্যায় গ্রহণ করিতে পারিবেন না ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—কর্হিচিদপি তল্পে ন অধাঃ ন ধেহি ন ধাস্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন কর্হিচিৎ'—শুক্রাচার্য্য যযাতিকে বলিলেন,—'তুমি কখনও শর্ম্মিষ্ঠাকে নিজ শয্যায় গ্রহণ করিবে না' ॥ ৩০ ॥

বিলোক্যৌশনসীং রাজন্ শর্ম্মিষ্ঠা সুপ্রজাং ক্বচিৎ।
তমেব বব্রে রহসি সখ্যাঃ পতিমৃতৌ সতী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! সতী শর্ম্মিষ্ঠা ঔশনসীং (দেবযানীং) সুপ্রজাং (শোভনাপত্যবতীং) বিলোক্য (স্বয়মপি) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) ঋতৌ (ঋতুকালে প্রাপ্তে) সখ্যাঃ (দেবযান্যাঃ) পতিং তম্ এব (যযাতি-মেব) রহসি (নির্জ্জনে) বব্রে (প্রার্থয়ামাস) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—(শ্রীশুকদেব কহিলেন,—) হে রাজন্! শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে সুপুত্রবতী দেখিয়া কোন সময় ঋতুকাল উপস্থিত হইলে, সসখী দেব-যানীর পতি যযাতিকে নির্জ্জনে পুত্রোৎপাদনার্থ প্রার্থনা করিল ॥ ৩১ ॥

রাজপুত্র্যার্থিতোঽপত্যে ধর্ম্মঞ্চাবেক্ষ্য ধর্ম্মবিৎ।
স্মরন্ শুক্রবচঃ কালে দিষ্টমেবাভ্যপদ্যত ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—রাজপুত্র্যা (শর্ম্মিষ্ঠয়া) অপত্যে (অপত্যার্থে) অর্থিতঃ (প্রার্থ্যমানঃ) ধর্ম্মবিৎ (ধর্ম্মজ্ঞঃ যযাতিঃ) ধর্ম্মং চ (অপত্যার্থম্ ঋতু কালে প্রার্থনাৎ তস্যাঃ কামপূরণং ধর্ম্মমেব) অবেক্ষ্য (বিচার্য্য) শুক্রবচঃ স্মরন্ (কদাচিদপি শর্ম্মিষ্ঠাং তল্পে মাধাঃ ইতি ভৃগুবাক্যং স্মরন্নপি) কালে দিষ্টম্ (ঈশ্বরোদিষ্টং প্রেরিতং সঙ্গমম্) অভ্যপদ্যত (অঙ্গীকৃতবান্, ন তু কামত ইত্যর্থঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠা কর্তৃক অপত্যার্থ প্রার্থিত হইয়া ধর্ম্মবিদ্ রাজা যযাতি—'ইহার কামনা পূরণ করাই ধর্ম্ম'—বিবেচনা করিয়া শুক্রাচার্য্যের বাক্য স্মরণ হইলেও ঈশ্বর প্রেরিত-বোধে শর্ম্মিষ্ঠার সহিত সঙ্গম অঙ্গীকার করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মবিদিতি অপত্যার্থমৃতুকালে প্রার্থ্যমানায়াস্তস্যাঃ কামপূরণং ধর্ম্ম এবেতি জানন্ শুক্রবচশ্চ শর্ম্মিষ্ঠাসঙ্গপ্রতিষেধকং স্মরন্ দোলায়মানচিত্তোঽপি দিষ্টং দৈবপ্রাপিতং সঙ্গমেব প্রাপ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্মবিৎ'—সন্তানোৎপাদনের জন্য ঋতুকালে প্রার্থয়মানা শর্ম্মিষ্ঠার কামপূরণ ধর্ম্ম, ইহা বিবেচনা করিয়া এবং শুক্রাচার্য্যের শর্ম্মিষ্ঠাসঙ্গপ্রতিষেধক নিষেধ বাক্য স্মরণ করতঃ দোলায়মানচিত্ত হইয়াও, 'দিষ্টমেব'—উহা দৈবপ্রাপিত জ্ঞানে শর্ম্মিষ্ঠার সহিত সঙ্গমই স্বীকার করিলেন ॥ ৩২ ॥

যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত ।
দ্রুহ্যুঞ্চানুঞ্চ পুরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—দেবযানী যদুং চ তুর্ব্বসুং চ এব ব্যজায়ত (প্রসুষুবে)। বার্ষপর্ব্বণী (বৃষপর্ব্বণঃ কন্যা) শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্যুং চ অনুং চ পুরুং চ (ব্যজায়ত) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—দেবযানী যদু ও তুর্ব্বসু এবং শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু—এই তিন পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যজায়ত ব্যজনয়ৎ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যজায়ত'—উৎপাদন করিয়াছিলেন (অর্থাৎ দেবযানী যদু ও তর্ব্বসু এই দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু—এই তিন পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন) ॥ ৩৩ ॥

গর্ভসম্ভবমাসুর্য্যা ভর্তুর্বিজ্ঞায় মানিনী ।
দেবযানী পিতুর্গেহং যযৌ ক্রোধবিমূর্চ্ছিতা ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভর্ত্তুঃ (যযাতেঃ সকাশাৎ) আসুর্য্যাঃ (শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ) গর্ভসম্ভবং (গর্ভসঞ্চারং) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) মানিনী দেবযানী ক্রোধবিমূর্চ্ছিতা (ক্রোধেন বিমূর্চ্ছিতা সতী) পিতুঃ (শুক্রস্য) গেহং যযৌ (গতবতী) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ভর্ত্তা যযাতি হইতে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভোৎপত্তি হইয়াছে জানিয়া দেবযানী অভিমানিনী এবং ক্রোধে মূর্চ্ছিতাপ্রায় হইয়া পিতৃগৃহে গমন করিল ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভর্ত্তুঃ সকাশাদ্গর্ভসম্ভবমাজ্ঞায়েতি পূর্ব্বপূর্ব্বমন্যস্মাদ্ব্রাহ্মণাদিকাদেব জানত্যাসীদিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভর্ত্তুঃ'—দেবযানী নিজ স্বামী হইতেই শর্ম্মিষ্ঠার সন্তানোৎপত্তির কথা জানিতে পারিয়া, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অন্যান্য ব্রাহ্মণাদির নিকট হইতে (পুত্রের সংস্কার কালে) অবগত হইয়া (ক্রোধে পিতার গৃহে চলিয়া গেলেন ।) ॥ ৩৪ ॥

প্রিয়ামনুগতঃ কামী বচোভিরুপমন্ত্রয়ন্ ।
ন প্রসাদয়িতুং শেকে পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—অনুগতঃ দেবযান্যাঃ পশ্চাদ্ গতঃ) কামী (কামুকঃ সঃ) বচোভিঃ (স্তুতিবাক্যৈঃ) পাদসম্বাহনাদিভিঃ (পাদগ্রহণাদিভিশ্চ) উপমন্ত্রয়ন্ (প্রার্থয়মানোঽপি) প্রিয়াং (দেবযানীং) প্রসাদয়িতুং (প্রসন্নাং কর্ত্তুং) ন শেকে (ন সমর্থঃ বভূব) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—যযাতি অত্যন্ত কামুক ছিলেন, তিনি পত্নী দেবযানীর অনুগমন করিয়া বাক্য ও পাদগ্রহণাদি দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ—উপমন্ত্রয়ন্ সান্ত্বয়ন্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ –'উপমন্ত্রয়ন্'—সান্ত্বনা দিতে

দিতে (অর্থাৎ কামুক যযাতি নানারূপ অনুনয় বাক্যে পত্নীকে সান্ত্বনা দিতে দিতে তাঁহার অনুগমন করিলেন)॥ ৩৫ ॥

———

শুক্রস্তমাহ কুপিতঃ স্ত্রীকামানৃতপুরুষ।
ত্বাং জরা বিশতাং মন্দ বিরূপকরণী নৃণাম্ ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—শুক্রঃ কুপিতঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) তং (যযাতিম্) আহ (অব্রবীৎ—হে) স্ত্রীকাম! (হে স্ত্রীকামিন্! হে) অনৃত-পুরুষ! (মৃষাভাষিন্! হে) মন্দ! (দুর্ব্বুদ্ধে!) নৃণাং বিরূপকরণী (বিকৃতং রূপং করোতীতি যা সা) জরা (বার্দ্ধক্যং) ত্বাং বিশতাং (প্রবিশতু)॥ ৩৬॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে বলিল,—অরে মন্দ! তুই স্ত্রীকামী হইয়া অন্যায় আচরণ করিয়াছিস্, মনুষ্যদিগের বিরূপকরণী জরা তোর শরীরে প্রবিষ্ট হউক॥ ৩৬॥

———

শ্রীযযাতিরুবাচ—

অতৃপ্তোঽস্ম্যদ্য কামানাং ব্রহ্মন্ দুহিতরি স্ম তে।
ব্যত্যস্যতাং যথাকামং বয়সা যোঽভিধাস্যতি ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীযযাতিঃ উবাচ,—(শুক্রং প্রতি উক্তবান্) ব্রহ্মন্ (হে ব্রহ্মবর!) তে (তব) দুহিতরি (দেবযান্যাম্) অদ্য (অদ্যাপি) কামানাং (কামৈঃ ভোগৈরিত্যর্থঃ) অতৃপ্তঃ (অসমাপ্ততৃপ্তিঃ) অস্মি স্ম (ভবামি স্ম, শুক্রঃ আহ—তর্হি) যঃ (জনঃ) অভিধাস্যতি (অভিতো ধারয়িষ্যতি তাং জরামিতিঃ শেষঃ) যথাকামং বয়সা ব্যত্যস্যতাং (ব্যত্যয়ং বিনিময়ং নীয়তাং জরাং তস্মৈ দত্ত্বা তদ্বয়ো গৃহাণ ইত্যর্থঃ)॥ ৩৭॥

অনুবাদ—যযাতি বলিলেন,—হে পরমপূজ্য! আমি আপনার কন্যাকে ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই (সুতরাং এইরূপ অভিশাপ পক্ষান্তরে আপনি আপনার কন্যার উপরই প্রদান করিলেন,—যযাতির উক্ত বাক্যে শুক্রাচার্য্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—) যে তোমার জরা গ্রহণ করিবে, তুমি তাহার যৌবনের সহিত ইচ্ছামত তোমার জরা বিনিময় করিতে পারিবে॥ ৩৭॥

বিশ্বনাথ—কামানামিতি নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানামিতিবৎ ষষ্ঠী, তে দুহিতরীতি ভঙ্গ্যা ত্বৎশাপোঽয়ং তব দুহিতর্য্যপি ফলিত ইতি ব্যঞ্জিতম্। শুক্রোঽপি বিমৃশ্য প্রসীদন্নুবাচ—যথেষ্টং জরা বয়সা যৌবনেন ব্যত্যস্যতাং বিনিময়তাং। ননু জরাং গৃহীত্বা বিনিময়েন যৌবনং কঃ খলু দাস্যতি? তত্রাহ—যোঽভিধাস্যতি যঃ পুত্রাদিকঃ ত্বয়ি স্নেহেন অভিতো ধাস্যতি জরাং স ধারয়িষ্যতি। যদ্বা; ত্বমেবং বিনিময়ং সর্ব্বান্ জ্ঞাপয় তেষু মধ্যে যোঽভিধাস্যতি যৌবনং দত্ত্বা জরামেষোঽহং গৃহ্ণামীতি বদিষ্যতীত্যর্থঃ॥৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কামানাং'—'নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্', অর্থাৎ কাষ্ঠের দ্বারা অগ্নি তৃপ্ত হয় না, এই স্থলে 'তৃপ্ত্যর্থানাং বিভাষা করণে', তৃপ্ত্যর্থক ধাতুর করণকারকে বিকল্পে ষষ্ঠী হয়, এই সূত্রে ষষ্ঠী হইয়াছে। যযাতি বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনার কন্যার উপভোগ দ্বারা আমি এখনও কামতৃপ্ত হই নাই। 'তে দুহিতরি'—আপনার কন্যাতে, ইহা বলায় ভঙ্গীক্রমে, আপনার প্রদত্ত এই শাপ আপনার কন্যার উপরও পর্য্যবসিত হইতেছে, ইহা ব্যক্ত হইল। ইহাতে শুক্রাচার্য্যও বিবেচনা করিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—'ব্যত্যস্যতাং'—কাহারও যৌবনের সহিত যথেচ্ছরূপে নিজ জরার বিনিময় কর। যদি বলেন—দেখুন, জরা লইয়া তাহার বিনিময়ে কে নিজের যৌবন প্রদান করিবে? তাহাতে বলিতেছেন—'যঃ অভিধাস্যতি', যে পুত্রাদি তোমার প্রতি অধিক স্নেহ করে, সেই তোমার জরা গ্রহণ করিবে। অথবা তুমি সকল পুত্রদিগকে এই জরা বিনিময়ের কথা জানাও, তাহাদের মধ্যে 'আমিই আমার যৌবন দিয়া আপনার জরা গ্রহণ করিব'—ইহা যে বলিবে (তাহার সহিত বিনিময় কর)—এই ভাব॥ ৩৭॥

———

ইতি লব্ধব্যবস্থানঃ পুত্রং জ্যেষ্ঠমবোচত।
যদো তাত প্রতীচ্ছেমাং জরাং দেহি নিজং বয়ঃ ॥৩৮

অন্বয়ঃ—ইতিলব্ধব্যবস্থানঃ (ইতি ইত্থং বিনিময়রূপেণ লব্ধং ব্যবস্থানং জরায়া ব্যবস্থিতির্যেন স যযাতিঃ) জ্যেষ্ঠং পুত্রং (যদুম্) অবোচত (উক্তবান্—হে) তাত! যদো! নিজং (তব স্বকীয়ং)

বয়ঃ (তারুণ্যং) দেহি (মহ্যমিতি শেষঃ) ইমং জরাং (বার্দ্ধক্যঞ্চ) প্রতীচ্ছ (মত্তঃ প্রতিগৃহাণ) ॥৩৮॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে এইরূপ বিনিময়ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যযাতি তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে বলিলেন,—হে তাত ! হে যদো ! তুমি তোমার যৌবন আমাকে প্রদানপূর্ব্বক তদ্বিনিময়ে তুমি আমার বার্দ্ধক্য গ্রহণ কর ॥ ৩৮ ॥

———

মাতামহকৃতাং বৎস ন তৃপ্তো বিষয়েষ্বহম্ ।
বয়সা ভবদীয়েন রংস্যে কতিপয়াঃ সমাঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৎস ! অহং বিষয়েষু (বিষয়-ভোগেষু) ন তৃপ্তঃ (মম তৃপ্তির্ন সমাপ্তিং গতা ইত্যর্থঃ অতঃ) মাতামহকৃতাং (তব মাতামহেন শুক্রাচার্য্যেণ কৃতাং প্রহিতাং জরাং গৃহাণ ইতি শেষঃ) ভবদীয়েন —বয়সা (তারুণ্যেন অহং) কতিপয়াঃ সমাঃ (বৎ-সরান্ ব্যাপ্য) রংস্যে (বিষয়সুখমনুভবিষ্যামি ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে বৎস ! আমি বিষয়ভোগে তৃপ্ত হইতে পারি নাই ; অতএব তুমি মৎপ্রতি তোমার মাতামহপ্রদত্ত জরা গ্রহণ কর এবং আমি তোমার যৌবনত্ব লইয়া কতিপয় বৎস সুখভোগ করি ॥ ৩৯॥

———

শ্রীযদুরুবাচ—

নোৎসহে জরসা স্থাতুমন্তরা প্রাপ্তয়া তব ।
অবিদিত্বা সুখং গ্রাম্যং বৈতৃষ্ণ্যং নৈতি পুরুষঃ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীযদুঃ উবাচ,—(অহম্) অন্তরা প্রাপ্তয়া (বয়ো মধ্যে যৌবনে লব্ধয়া) তব জরসা (উপলক্ষিতঃ সন্) স্থাতুং ন উৎসহে (শক্নোমি যতঃ) পুরুষঃ গ্রাম্যং (লৌকিকং) সুখম্ অবিদিত্বা (অননু-ভূয়) বৈতৃষ্ণ্যং (বিষয়বৈরাগ্যং) ন এতি (ন প্রাপ্নোতি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—যদু কহিলেন,—আপনি যৌবনকালেই যে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বৃদ্ধত্বের সহিত আহ্বান করিতে আমি সমর্থ হইতেছি না, কেন না গ্রাম্যসুখ ভোগ না করিয়া কেহই বিষয়ে বৈরাগ্যলাভ করিতে পারে না ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তরা যৌবনমধ্যে এব । কুতঃ অবি-দিত্বেত্যাদি । অয়মস্যাশয়ো মম বিধিৎসিত-ভগ-বদ্ভক্ত্যনুকূলং বিষয়বৈতৃষ্ণ্যমপেক্ষিতং বর্ত্ততে তচ্চ ভোগবাহুল্যং বিনা প্রায়ো ন ভবেৎ । তত্র যদ্যপি কালবিলম্বে সতি ত্বং স্বীয়াং জরাং গৃহীত্বা মদ্‌যৌবনং দাস্যসীতি জানামি, তদপি নিরন্তরায় হরিভজনস্যোৎ-কণ্ঠস্য মম কালবিলম্বস্যাসহ্যত্বাৎ পিতুরপি তবেমা-মাজ্ঞাং ন পালয়াম্যত্র যদ্ভবেত্তদ্ভবত্বিতি । অতএব যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্যেতি রাজ্ঞা দশমে বক্ষ্যতে, পরমধর্ম্মাপেক্ষ-য়াপি তু রাজাজ্ঞাপালনলক্ষণধর্ম্মস্য প্রাকৃতস্য সনকাদি-ভিরিব তেন ত্যাগাদ্ যত এব সংতুষ্যংস্তদ্বংশে ভগবান্ স্বয়মবততার । 'যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায় ইতি' কুন্তী-স্তুতিশ্চ, যা তূত্তরশ্লোকেঽধর্ম্মজ্ঞা ইতি শুকোক্তিঃ সা তু তুর্ব্বস্বাদীন্ প্রত্যেবেতি ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তরা'—এই যৌবনকালেই আপনার জরা গ্রহণ করিয়া আমি অবস্থান করিতে উৎসাহ বোধ করি না । কিজন্য ? তাহাতে বলি-তেছেন—'অবিদিত্বা' ইত্যাদি । যদুর অভিপ্রায় এই-রূপ—আমার করণীয় ভগবদ্ভক্তির অনুকূল বিষয়-বিতৃষ্ণার অপেক্ষা রহিয়াছে এবং তাহা ভোগবাহুল্য ব্যতীত প্রায়শঃই সম্ভব হয় না । তন্মধ্যে যদিও কালবিলম্বে (কিছুকাল পরে) তুমি নিজ জরা গ্রহণ করিয়া আমার যৌবন ফিরাইয়া দিবে, ইহা জানি, তথাপি নির্ব্বিবাদে হরিভজনের উৎকণ্ঠাবশতঃ আমার কালবিলম্ব অসহনীয়, অতএব পিতা হইলেও তোমার এই আদেশ আমি পালন করিব না, তাহাতে যাহা হয় হউক । অতএব শ্রীদশমে রাজা পরীক্ষিৎ বলি-বেন—"যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য" (১০।১।২), অর্থাৎ অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ যদুর কথাও বলিয়াছেন, যে বংশে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ অংশ বলরামের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন । পরম ধর্ম্মের অপেক্ষায় সনকাদির ন্যায় রাজাজ্ঞা-পালনরূপ প্রাকৃত ধর্ম্ম তিনি ত্যাগ করিয়াছেন, এইহেতু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বংশে ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন । শ্রীকুন্তীদেবীর স্তুতিও 'যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে', (১।৮।৩২), অর্থাৎ প্রিয়তম যদুরাজের কীর্ত্তিবিস্তারের নিমিত্ত তুমি যদু-বংশে অবতীর্ণ হইয়াছ । কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকে 'অধর্ম্মজ্ঞাঃ',—অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞানরহিত, এই শ্রীশুক-

দেবের উক্তি তুর্ব্বসু প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

তুর্ব্বসুশ্চোদিতঃ পিত্রা দ্রুহ্যুশ্চানুশ্চ ভারত।
প্রত্যাচখ্যুরধর্ম্মজ্ঞা হ্যনিত্যে নিত্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত! (হে পরীক্ষিৎ!) পিত্রা (যযাতিনা তথৈব) তুর্ব্বসুঃ দ্রুহ্যুঃ চ অনুঃ চ চোদিতঃ (বয়োবিনিময়েন জরাগ্রহণার্থং সমাদিষ্টঃ অভূৎ) অনিত্যে হি (অস্থিরে যৌবনে তথা দেহে চ) নিত্যবুদ্ধয়ঃ (নিত্যত্বাভিমানিনঃ) অধর্ম্মজ্ঞাঃ (অতএব ধর্ম্মজ্ঞানরহিতাঃ তুর্ব্বস্বাদয়ঃ) প্রত্যাচখ্যুঃ (পিতৃবাক্যপ্রত্যাখানং চক্রুঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে পরীক্ষিৎ! পিতা যযাতি তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও অনু—পুত্রত্রয়কে যৌবনবিনিময়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহারা ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য অস্থির যৌবনকেই নিত্য জ্ঞান করিত, সুতরাং তাহারা পিতৃবাক্য প্রত্যাখ্যান করিল ॥ ৪১ ॥

অপৃচ্ছৎ তনয়ং পুরুং বয়সোনং গুণাধিকম্।
ন ত্বমগ্রজবদ্ বৎস মাং প্রত্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(ততো যযাতিঃ) বয়সা ঊনং (পুত্রত্রয়াৎ বয়সা ঊনং হীনং) গুণাধিকং (গুণৈস্তু অধিকং) তনয়ং (পুত্রং) পুরুম্ অপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞাসিতবান্—হে) বৎস! ত্বম্ অগ্রজবৎ (অগ্রজাঃ ইব) মাং প্রত্যাখ্যাতুং (নিরাকর্ত্তুং) ন অর্হসি ন (শক্নোমি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যযাতি পুত্রত্রয় অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ কিন্তু গুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুত্র পুরুকে বলিলেন,—হে বৎস! অগ্রজদিগের ন্যায় তোমার আমাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে ॥ ৪২ ॥

শ্রীপুরুরুবাচ—
কো নু লোকে মনুষ্যেন্দ্র পিতুরাত্মকৃতঃ পুমান্।
প্রতিকর্ত্তুং ক্ষমো যস্য প্রসাদাদ্বিন্দতে পরম্ ॥ ৪৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপুরুঃ উবাচ,—হে মনুষ্যেন্দ্র! (হে নরনাথ!) যস্য প্রসাদাৎ (প্রসাদেন প্রাপ্তাৎ মনুষ্য দেহাৎ) পরং (পরমেশ্বরমপি) বিন্দতে (লভতে তস্য) আত্মকৃতঃ (স্বদেহকর্ত্তুঃ) পিতুঃ প্রতিকর্ত্তুং (প্রত্যুপকারং কর্ত্তুং) লোকে কঃ পুরুষঃ নু ক্ষমঃ (ভবতি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—পুরু কহিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ, যাঁহার কৃপায় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভগবানকে পর্য্যন্ত লাভ করা যায়, সেই দেহোৎপাদক পিতার প্রত্যুপকার করিতে ইহলোকে কেই বা সমর্থ? ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মকৃতঃ দেহোৎপাদয়িতুঃ, পরং স্বর্গাদিম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মকৃতঃ'—দেহোৎপাদক, অর্থাৎ নিজ জন্মদাতা পিতার উপকারের প্রত্যুপকার কে করিতে পারে? 'পরম্'—স্বর্গাদি লোক, অর্থাৎ যাঁহার অনুগ্রহে মানব স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয় ॥৪৩॥

উত্তমশ্চিন্তিতং কুর্য্যাৎ প্রোক্তকারী তু মধ্যমঃ।
অধমোঽশ্রদ্ধয়া কুর্য্যাদকর্ত্তোচ্চরিতং পিতুঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ পুত্রঃ) চিন্তিতং (পিতুঃ অভিপ্রেতং কর্ম্ম) কুর্য্যাৎ, (সঃ) উত্তমঃ (পুত্রশ্রেষ্ঠঃ, যঃ) প্রোক্তকারী তু (পিত্রা যৎ প্রোক্তং তৎ করোতি সঃ) মধ্যমঃ, (যঃ) অশ্রদ্ধয়া (পিত্রা অভিহিতং কর্ম্ম বিরক্তিপূর্ব্বকং) কুর্য্যাৎ (সঃ) অধমঃ (হীনঃ), অকর্ত্তা (যো ন তৎ কর্ম্ম বিরক্তিপূর্ব্বকমপি কুর্য্যাৎ সঃ) পিতুঃ উচ্চরিতং (পুরীষপ্রায়ঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—যে পুত্র পিতার চিন্তিত বিষয় সম্পাদন করেন তিনি উত্তম এবং যিনি পিতা আদেশ করিলে পালন করেন তিনি মধ্যম পুত্র। পিতা আদেশ করিলে যে পুত্র অশ্রদ্ধার সহিত কার্য্য করে, সে অধম এবং যে পিতার আদেশ পালন করে না, সে পিতার পুরীষসদৃশ ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি তবাজ্ঞাং পালয়ন্নপ্যহমুত্তমপুত্রো ন কিন্তু মধ্যম এবেত্যাহ। উত্তম ইতি। উচ্চরিতং মূত্রমলসদৃশ ইতি ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি আপনার আদেশ পালন করিয়া আমি উত্তম পুত্র হইতে না পারিলেও মধ্যম পুত্রই হইব, ইহা বলিতেছেন—'উত্তমঃ'

ইত্যাদি। 'উচ্চরিতং'—মূত্রমল-সদৃশ (অর্থাৎ যে পুত্র পিতার আদেশ পাইয়াও কার্য্য করে না, সে পিতার বিষ্ঠাসদৃশ।)॥ ৪৪ ॥

ইতি প্রমুদিতঃ পূরুঃ প্রত্যগৃহ্ণাজ্জরাং পিতুঃ।
সোঽপি তদ্বয়সা কামান্ যথাবজ্জুজুষে নৃপ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! (হে পরীক্ষিৎ!) (ইত্থং ভাষমানঃ) পূরুঃ প্রমুদিতঃ (প্রীতঃ সন্) পিতুঃ জরাং প্রত্যগৃহ্ণাৎ (স্বীকৃতবান্)। সঃ অপি (স যযাতিরপি) তদ্বয়সা (তস্য পুরোঃ তারুণ্যেন) কামান্ (বিষয়ান্) যথাবৎ (যথাশক্তি) জুজুষে (সেবিতবান্)॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে পরীক্ষিৎ! পুরু এইরূপ বলিতে বলিতে হৃষ্টচিত্তে পিতার জরা গ্রহণ করিলেন। পিতা যযাতিও পুত্রের যৌবন প্রাপ্ত হইয়া যথোচিত বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

সপ্তদ্বীপপতিঃ সম্যক্ পিতৃবৎ পালয়ন্ প্রজাঃ।
যথোপজোষং বিষয়ান্ জুজুষেঽব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ যযাতিঃ) সপ্তদ্বীপপতিঃ (সপ্তদ্বীপাধিপতিঃ সন্) পিতৃবৎ (যথা পিতা পুত্রান্ পালয়তি তথা) সম্যক্ প্রজাঃ পালয়ন্ অব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ (অবিকলেন্দ্রিয় এব) বিষয়ান্ যথোপজোষং (যথাপ্রীতি জুজুষে (সেবিতবান্)॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—তাহার পর যযাতি সপ্তদ্বীপাধিপতি হইয়া পিতা যেরূপ পুত্রদিগকে পালন করেন, সেইরূপভাবে প্রজাদিগকে পালন পূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ বিষয়ভোগ করিতে লাগিলেন। পুত্রের যৌবন গ্রহণ করায় তাহার ইন্দ্রিয়সকল বিকলতা প্রাপ্ত হয় নাই ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—সপ্তদ্বীপপতিঃ ভারতবর্ষবর্তিনো যে নবদ্বীপাস্তেষামাদিমান্তিমৌ দ্বীপৌ বিনা যে সপ্তসংখ্যা দ্বীপাস্তেষাং পতিরিত্যেব ব্যাখ্যেয়মগ্রিমগ্রন্থব্যাখ্যানুরোধাৎ। যথোপজোষং যথাপ্রীতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সপ্তদ্বীপ-পতিঃ'—ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী (ব্রহ্মাবর্ত্তাদি) যে নয়টি দ্বীপ রহিয়াছে, তাহার আদি ও অন্ত্য দ্বীপ ভিন্ন যে সাতটি দ্বীপ, তাহার অধিপতি—এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'যথোপজোষং'—প্রীতির সহিত (সপ্তদ্বীপের অধিপতি যযাতি বিষয় সমূহ ভোগ করিতে লাগিলেন।)॥ ৪৬ ॥

দেবযান্যপ্যনুদিনং মনোবাগ্দেহবস্তুভিঃ।
প্রেয়সঃ পরমাং প্রীতিমুবাহ প্রেয়সী রহঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—প্রেয়সী দেবযানী অপি অনুদিনং (সর্ব্বদা) রহঃ (একান্তে) মনোবাগ্দেহবস্তুভিঃ প্রেয়সঃ (ভর্ত্তুঃ) পরমাং প্রীতিম্ উবাহ (উৎপাদয়ামাস ইত্যর্থঃ)॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—প্রেয়সী দেবযানীও সর্ব্বদা নির্জ্জনে মন, বাক্য, দেহ এবং অন্যবস্তু দ্বারা ভর্ত্তার পরমানন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

অযজদ্ যজ্ঞপুরুষং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
সর্ব্বদেবময়ং দেবং সর্ব্ববেদময়ং হরিম্ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—(যযাতিঃ) ভূরিদক্ষিণৈঃ (ভূরিঃ প্রচুরাঃ দক্ষিণা যেষু তৈঃ) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) সর্ব্বদেবময়ং (সর্ব্বে দেবাঃ স্বস্বকারণে শক্তিরূপেণ প্রচুরতয়া প্রস্তুতা যত্র তং) সর্ব্ববেদময়ং (সর্ব্বে বেদাঃ চ স্বস্বকারণে শক্তিরূপেণ প্রচুরতয়া প্রস্তুতা যত্র তং) দেবং যজ্ঞপুরুষং (যজ্ঞেশ্বরং) হরিম্ অযজৎ (আরাধিতবান্)॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—যযাতি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের দ্বারা সর্ব্বদেবস্বরূপ সর্ব্ববেদময় যজ্ঞেশ্বর পরম-পুরুষ শ্রীহরিকে যজন করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

যস্মিন্নিদং বিরচিতং ব্যোম্নীব জলদাবলিঃ।
নানেব ভাতি নাভাতি স্বপ্নমায়ামনোরথঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মিন্ (বাসুদেবে) ইদং (নিখিলং জগৎ) বিরচিতম্ (উৎপাদিতং সৎ) ব্যোম্নি (আকাশে বিরচিতা) জলদাবলিঃ (মেঘপঙ্ক্তিঃ) ইব (তথা) স্বপ্নমায়ামনোরথঃ (অস্থিরত্বাৎ স্বপ্ন-

মায়াভ্যাং সহিতঃ মনোরথঃ ইব) নানা ইব ভাতি (যাবদিন্দ্রিয়বৃত্তি তাবৎ নানাবৎ প্রতীয়তে তথা তদুপরমে) ন আভাতি (ন প্রতীয়তে চ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—যে বাসুদেবে এই সৃষ্ট জগৎ (স্থিতিকালে) আকাশে জলদাবলির ন্যায় নানারূপে প্রতিভাত হয় (বস্তুতঃ নানাত্ব নাই কেননা উহার কারণ অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেব প্রলয় কালে কারণরূপী ভগবানে প্রবিষ্ট হন) বলিয়া নানারূপে প্রতীত হয় না। ইহা স্বপ্ন, মায়া এবং মনোরথের ন্যায় চঞ্চল, স্থায়ী নহে ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মিন্নধিষ্ঠানে ইদং জগন্নানেব কারণরূপেণ তেনৈবৈক্যাৎ ন তু বস্ততো নানেত্যর্থঃ। অতএব প্রলয়ে তত্র প্রবিষ্টত্বান্নাভাতি ন বহির্ব্যক্তীভবতি, স্বপ্নমায়ামনোরথ ইত্যস্থৈর্য্যে দৃষ্টান্তত্রয়ং, সর্ব্বো দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈকবদ্ভবতীত্যেকবচনম্ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্মিন্ ইদং'—যে বাসুদেবের অধিষ্ঠানে এই জগৎ বিরচিত হইয়া 'নানা ইব'—নানারূপে প্রতিভাত হয়, তাহার হেতু—কারণরূপ তাঁহার সহিত ঐক্য রহিয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ নানাত্ব নাই, এই অর্থ। অতএব প্রলয়কালে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হওয়ায়, 'ন আভাতি'—বাহিরে প্রকাশ পায় না। যেমন স্বপ্ন, মায়া ও মনোরথ, এই তিনটি অস্থৈর্য্যে (অস্থিরতা বিষয়ে) দৃষ্টান্ত। 'স্বপ্ন-মায়া-মনোরথঃ'—সকল দ্বন্দ্ব সমাসই বিকল্পে একবচনান্ত অর্থাৎ সমাহার হয়, এই নিয়ম অনুসারে একবচন হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

———

তমেব হৃদি বিন্যস্য বাসুদেবং গুহাশয়ম্।
নারায়ণমণীয়াংসং নিরাশীরযজৎ প্রভুঃ ॥৫০॥

অন্বয়ঃ—প্রভুঃ (যযাতিঃ) নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ সন্) তম্ এব গুহাশয়ং (অন্তর্য্যামিত্বেন জীবহৃদয়গুহাগতম্) অণীয়াংসং (সূক্ষ্মত্বাৎ নির্লেপত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ং ন তু অণুপরিমাণং) বাসুদেবং নারায়ণং হৃদি বিন্যস্য (ধ্যেয়ত্বেন সংস্থাপ্য) অযজৎ (যাগং কৃতবান্) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—সপ্তদ্বীপাধিপতি যযাতি ভোগবাসনাশূন্য হইয়া সর্ব্বান্তর্য্যামী দুর্ব্বিজ্ঞেয়, সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—বাসুদেবমিতি সর্ব্বত্রৈবাসৌ বসতীত্যতঃ প্রয়াসাভাবঃ। যতো গুহায়ামন্তঃকরণে শেতে ন চান্য শয়ান ইব যতো নারং জীবসমূহম্ অয়তে জানাতি। ন চ জীবসমূহস্তং জানাতীত্যাহ। অণীয়াংসং দুর্জ্ঞেয়ম্। স চ বহির্বিষয়লম্পটোঽপি যযাতির্ন মনসা বিষয়লম্পট ইত্যাহ নিরাশীঃ, প্রভুমিতি দাস্যভাবাকাঙ্ক্ষী ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাসুদেবম্'—মহারাজ যযাতি ভগবান্ বাসুদেবকে নিজহৃদয়ে স্থাপন করিয়া তাঁহারই যজ্ঞ (অর্চ্চনা) করিয়াছিলেন। বাসুদেব, যিনি সর্ব্বত্রই অবস্থান করেন, অতএব তাঁহার প্রাপ্তিতে কোন প্রয়াস নাই। যেহেতু 'গুহাশয়ং'—সকল জীবের গুহা বলিতে অন্তঃকরণে তিনি শয়ন করেন, কিন্তু অন্যের ন্যায় নিদ্রিত নহেন, যেহেতু তিনি 'নারায়ণ', অর্থাৎ জীবসমূহকে জানেন, কিন্তু জীবসকল তাঁহাকে জানে না, এই জন্য বলিতেছেন—'অণীয়াংসং', অর্থাৎ তিনি দুর্জ্ঞেয়। সেই যযাতি বাহিরে বিষয়লম্পট হইলেও মনে বিষয়লম্পট ছিলেন না, ইহা বলিতেছেন—'নিরাশীঃ', ফলান্তরাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া 'প্রভুং'—নিজ প্রভু শ্রীভগবান্‌কে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি তাঁহার দাস্যভাবের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। [এই স্থলে 'প্রভুঃ'—এই পাঠান্তরে, উহা যযাতির বিশেষণ।] ॥ ৫০ ॥

———

এবং বর্ষসহস্রাণি মনঃষষ্ঠৈর্মনঃসুখম্।
বিদধানোঽপি নাতৃপ্যৎ সার্ব্বভৌমঃ কদিন্দ্রিয়ৈঃ ॥৫১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে যযাতেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—সার্ব্বভৌমঃ (সর্ব্বমণ্ডলেশ্বরঃ নরপতিঃ সঃ এবং (অনেন প্রকারেণ) বর্ষসহস্রাণি (সহস্রবর্ষান্ ব্যাপ্য) মনঃষষ্ঠৈঃ (মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তৈঃ) কদিন্দ্রিয়ৈঃ (কুৎসিতৈঃ পরাঙ্মুখৈঃ পঞ্চভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ) মনঃসুখং (মনসো বিষয়ভোগজন্যাং প্রীতিং) বিদ-

ধানঃ (সম্পাদয়ন্) অপি ন অতৃপ্যৎ (ভোগাশায়াঃ পারং ন অধিগতবান্) ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধেঽষ্টাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—সমগ্রপৃথিবীর অধীশ্বর যযাতি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন—এই ছয় বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহুবর্ষপর্য্যন্ত বিষয় ভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—বিষয়লাম্পট্যাৎ কদিন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
নবমেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়স্য 'সারার্থদর্শিনী' টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কদিন্দ্রিয়ৈঃ'—বিষয়লাম্পট্য হেতু যযাতি কুৎসিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সহস্র বৎসর কাম্য বস্তুর উপভোগ করিয়াও তৃপ্তি-বোধ করিতে পারেন নাই ॥ ৫১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।১৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টাদশাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

স ইত্থমাচরন্ কামান্ স্ত্রৈণোঽপহ্নবমাত্মনঃ।
বুদ্ধা প্রিয়ায়ৈ নির্ব্বিণ্ণো গাথামেতামগায়ত ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

উনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে যযাতির স্বীয় ছাগতুল্য আচরণ দেবযানীকে শ্রবণ করাইয়া বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক মুক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

যযাতি বহুকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীসঙ্গ বিষয়ভোগ করিয়া ভোগের অনিত্যতা ও তুচ্ছতা বুঝিতে পারিলেন এবং নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া নিজ প্রেয়সীর নিকট স্বীয় আচরণানুরূপ কল্পিত ছাগসম্বন্ধি-ইতিহাস বর্ণন করিলেন, সেই গল্পটী এই—কোন সময় এক ছাগ বন-মধ্যে নিজাভীষ্ট অন্বেষণ করিতে করিতে নিজ কর্ম্মফলে কূপ-মধ্যে পতিত এক ছাগীকে দেখিতে পাইয়া কাম-পরবশ হইয়া উহাকে কোন উপায়ে কূপ হইতে উদ্ধার করিলে উদ্ধৃত ছাগী উক্ত ছাগকে পতিত্বে বরণ করিল। অনন্তর কূপলব্ধ ছাগী একদিন নিজ প্রিয়-তমকে অন্য ছাগীর সহিত বিহার করিতে দেখিয়া ঈর্ষাবশে তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অতীব দুঃখিত-চিত্তে নিজ পালনকর্ত্তা কোন এক ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়া ছাগের কুব্যবহার বর্ণন করিলে সেই ব্রাহ্মণ ক্রোধে ছাগের রতি-সামর্থ্য হরণ করিলেন, পরে নিজ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় তাহাকে রতি-সামর্থ্য প্রদান করেন। তাহাতে সেই ছাগ উক্ত ছাগীর সহিত বহুবর্ষযাবৎ ইন্দ্রিয়সুখে যাপন করিতে লাগিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উহার বৈরাগ্য হইল না। পৃথিবীর সুবর্ণাদি যাবতীয় ধন কামিজনের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না; অগ্নিতে ঘৃত প্রদানের ন্যায় যতই বিষয়ভোগ করা যায় ততই ভোগস্পৃহা বর্দ্ধিত হয়। ভোগিব্যক্তি কখনই সুখী হইতে পারে না;

অতএব সুখাভিলাষী ব্যক্তি নির্ব্বোধজনের দুস্ত্যজ্য ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রীসঙ্গ অতিযত্নের সহিত পরিত্যজ্য, যেহেতু স্ত্রীলোকগণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির চিত্তকেও আকর্ষণ করে। রাজা যযাতি এইরূপে বিবেকবান্ হইয়া পুত্রদিগকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বাসক্তি ত্যাগ করতঃ আত্মানুভূতিক্রমে ভগবদ্ভজন করিতে করিতে পরমা গতি লাভ করিলেন। অবশেষে দেবযানীরও ভ্রম বিদূরিত হওয়ায় ভগবদ্ভজনে চিত্ত সন্নিবেশ করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—সঃ স্ত্রৈণঃ (স্ত্রীবশীভূতঃ যযাতিঃ) ইত্থং কামান্ (বিষয়ান্) আচরন্ (উপভুঞ্জানঃ কদাচিৎ) আত্মনঃ অপহ্নবম্ (অপহারং) বুদ্ধ্বা (জ্ঞাত্বা) নির্ব্বিণ্ণঃ (নির্ব্বেদং প্রাপ্তঃ) প্রিয়ায়ৈ (দেবযান্যৈ) এতাং (বক্ষ্যমাণাং) গাথাম্ (ইতিহাসম্) অগায়ত (অব্রবীৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—(হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) যযাতি স্ত্রৈণ হইয়া কাম-ভোগ করিতে করিতে নিজের অনিষ্ট বুঝিতে পারিলেন, তিনি বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া প্রিয়ার নিকট এই গাথা (ইতিহাস) কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

উনবিংশে চ্ছাগগাথাবর্ণিতঃ স্বস্বরূপকঃ।
বিরজ্য প্রাপ কৃষ্ণং স দেবযান্যপি সা তথা ॥ ০ ॥
কামান্ আচরন্ উপভুঞ্জানঃ। অপহ্নবং বঞ্চনম্ ॥ ১

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই উনবিংশ অধ্যায়ে যযাতি নিজের স্বরূপকেই একটি ছাগের কাহিনীর দ্বারা বর্ণনা করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দেবযানীও শ্রীকৃষ্ণে মনঃ সন্নিবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'কামান্ আচরন্'—স্ত্রৈণ রাজা যযাতি এইরূপে বিষয়রাশি ভোগ করিতে করিতে, 'আত্মনঃ অপহ্নবং' —নিজের আত্মবঞ্চনা বুঝিতে পারিয়া (বৈরাগ্যের উদয়হেতু দেবযানীর নিকট এই ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছিলেন।) ॥ ১ ॥

শৃণু ভার্গব্যমুং গাথাং মদ্বিধাচরিতং ভুবি।
ধীরা যস্যানুশোচন্তি বনে গ্রামনিবাসিনঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভার্গবি ! (দেবযানি !) ভুবি (পৃথিব্যাং) মদ্বিধাচরিতং (মদ্বিধেন মাদৃশেন আচরিতাম্ অনুষ্ঠিতাং) অমুং গাথাম্ (ইতিবৃত্তং) শৃণু, যস্য (মদ্বিধস্য) গ্রামনিবাসিনঃ (কামিনঃ আচরিতং) বনে (বনস্থিতাঃ) ধীরাঃ (জিতেন্দ্রিয়াঃ) অনুশোচন্তি ॥ ২ ॥

অনুবাদ—(যযাতি বলিলেন,—) হে ভৃগুনন্দিনি ! পৃথিবীতে আমার ন্যায় আচরণশীল একব্যক্তি ছিল, তাহার অনুষ্ঠিত গাথাবলি বলিতেছি শ্রবণ কর। ঐ গ্রামবাসীর জন্য বনস্থিত ধীর ব্যক্তিগণ শোক করিতেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—মদ্বিধস্যাচরিতং যস্যাং তাং, যস্য গ্রামনিবাসিনো মদ্বিধস্যাচরিতং বনে স্থিতা ধীরা অনুশোচন্তীতি সমাসে গুণীভূতাভ্যামপি পদাভ্যামন্বয় আর্য্যত্বাৎ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মদ্বিধাচরিতাং'—আমার ন্যায় ব্যক্তির আচরণ যাহাতে আছে, তাদৃশ গাথা (ইতিহাস) শ্রবণ কর। 'যস্য গ্রামনিবাসিনঃ'— মদ্বিধ গ্রাম্যভোগরত কামুক ব্যক্তির যে আচরণের জন্য 'বনে স্থিতাঃ ধীরাঃ'—বনবাসী জ্ঞানী পুরুষগণও শোক প্রকাশ করেন। এখানে আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া সমাসে গুণীভূত হইলেও দুইটি পদের অন্বয় করিতে হইবে ॥ ২ ॥

বস্ত একো বনে কশ্চিদ্বিচিন্বন্ প্রিয়মাত্মনঃ।
দদর্শ কূপে পতিতাং স্বকর্ম্মবশগামজাম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—একঃ (অসহায়ঃ) কশ্চিৎ বস্তঃ (ছাগঃ) বনে আত্মনঃ প্রিয়ং (প্রীতিসাধনং বিষয়ং) বিচিন্বন্ (অন্বিষ্যন্) কূপে পতিতাং স্বকর্ম্মবশগাং (স্বস্য আত্মনঃ কর্ম্মণঃ অদৃষ্টস্য বশগাম্ অধীনং কর্ম্মফলম্ অনুভবন্তীম্) অজাং দদর্শ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—এক ছাগ বনমধ্যে নিজ প্রিয়বস্তু অন্বেষণ করিতে করিতে নিজ কর্ম্মফলে কূপমধ্যে পতিতা এক ছাগীকে দেখিতে পাইল ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—বস্তশ্ছাগঃ অতিশয়োক্ত্যা যযাতিঃ, বনে সংসারে প্রিয়ং বিষয়সুখম্ অজাং দেবযানীম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বস্ত'—ছাগ, অতিশয়োক্তি-বশতঃ এখানে যযাতি, 'বনে'—বলিতে সংসারে, 'প্রিয়ং'—বিষয়সুখ, 'অজাং'—দেবযানীকে। [এখানে রাজা নিজকে উপলক্ষ্য করিয়া ছাগ এবং পত্নী দেব-যানীকে উপলক্ষ্য করিয়া ছাগী শব্দ ব্যবহার করতঃ নিজেদের ঘটনাই বর্ণনা করিতেছেন।] ॥ ৩ ॥

তস্যা উদ্ধরণোপায়ং বস্তঃ কামী বিচিন্তয়ন্।
ব্যধত্ত তীর্থমুদ্ধৃত্য বিষাণাগ্রেণ রোধসি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—কামী (কামুকঃ) বস্তঃ (ছাগঃ) তস্যাঃ (অজায়াঃ) উদ্ধরণোপায়ম্ (উত্তোলনস্য বিচিন্তয়ন্ রোধসি (তটে) বিষাণাগ্রেণ (শৃঙ্গাগ্রেণ) উদ্ধৃত্য তীর্থং (নির্গমায় মার্গং) ব্যধত্ত (কৃতবান্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—কামুক ছাগ ঐ ছাগীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে কূপতটে শৃঙ্গাগ্রদ্বারা মৃত্তিকা অপসারিত করতঃ নির্গম পথ প্রস্তুত করিয়া দিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—রোধসি তটে বিষাণাগ্রেণ মৃদাদিমুদ্ধৃত্য তীর্থং নির্গমমার্গং ব্যধত্ত ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রোধসি'—কূপতটে, শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা মৃত্তিকাদি উত্তোলনপূর্ব্বক, 'তীর্থং'—ছাগীর নির্গমনের পথ করিয়া দিল ॥ ৪ ॥

সোত্তীর্য্য কূপাৎ সুশ্রোণী তমেব চকমে কিল।
তয়া বৃতং সমুদ্বীক্ষ্য বহ্ব্যোঽজাঃ কান্তকামিনীঃ ॥৫
পীবানং শ্মশ্রুলং প্রেষ্ঠং মীঢ্বাংসং যাভকোবিদম্।
স একোঽজবৃষস্তাসাং বহ্বীনাং রতিবর্দ্ধনঃ।
রেমে কামগ্রহগ্রস্ত আত্মানং নাববুধ্যত ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সুশ্রোণী সা (অজা) কূপাৎ উত্তীর্য্য (উত্থায়) তমেব (ছাগমেব) কিল (নিশ্চিতং) চকমে (পতিত্বেন প্রাপ্তুমৈয়েষ)। বহ্ব্যঃ (অনেকাঃ) অজাঃ (ছাগ্যঃ) পীবানং (পুষ্টং) শ্মশ্রুলং (শ্মশ্রুবহুলং রতিসমর্থমিত্যর্থঃ) মীঢ্বাংসং (রেতঃ-সেক্তারং) যাভকোবিদং (যাভে মৈথুনে কোবিদম্ অভিজ্ঞম্ অতএব) প্রেষ্ঠং (প্রিয়ং) তয়া (অজয়া) বৃতং (পতিত্বেন গৃহীতং ছাগং) সমুদ্বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) কান্তকামিনীঃ (কান্তং প্রতি কামনাকৃত্য বভূবুঃ) সঃ একঃ অজবৃষঃ (অজশ্রেষ্ঠঃ ছাগঃ) তাসাং বহ্বীনাম্ (অজানাং) রতিবর্দ্ধনঃ কামগ্রহগ্রস্তঃ (কাম এব গ্রহঃ পিশাচঃ তেন গ্রস্তঃ সন্) রেমে (বিক্রীড় ন তু) আত্মানং (দেহবিলক্ষণং স্ব-স্বরূপং) ন অববুধ্যত (ন জ্ঞাতবান্) ৫-৬ ॥

অনুবাদ—সুশ্রোণী (সুন্দর নিতম্বশালিনী) সেই ছাগী কূপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ ছাগকে পতিরূপে বরণ করিতে ইচ্ছা করিল। ছাগী ঐ ছাগকে পতি-রূপে বরণ করিল দেখিয়া অন্যান্য বহু ছাগী স্থূল-কায়, বহুল শ্মশ্রু, রেতঃ সেচক এবং মৈথুনাভিজ্ঞ উহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিণী হইল। সেই অজশ্রেষ্ঠ একাকী অনেক ছাগীর আসক্তি বর্দ্ধন করিয়া কামগ্রহগ্রস্ত হইয়া বিহার করিতে লাগিল। আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিল না ॥ ৫-৬॥

বিশ্বনাথ—অজাঃ শর্ম্মিষ্ঠাদ্যাঃ কান্তং কাময়িতুং শীলং যাসাং তাঃ কান্তকামিন্যঃ তমেব কাময়ামাসুঃ মীঢ্বাংসং রেতঃসেক্তারং যাভে মৈথুনে কোবিদং পণ্ডিতম্ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজাঃ'—আরও অনেক ছাগী, এখানে শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি। 'কান্তকামিনীঃ'—কান্তকামিন্যঃ (এখানে প্রথমার বহুবচন হইবে), কান্তকে কামনা করাই যাহাদের স্বভাব, তাহারা ঐ ছাগটিকেই নিজ নিজ কান্তরূপে কামনা করিয়াছিল। যেহেতু ঐ ছাগ 'মীঢ্বাংসং'—রেতঃসেককারী ও 'যাভকোবিদং'—রতিনিপুণ ছিল ॥ ৫-৬ ॥

তমেব প্রেষ্ঠতময়া রমমাণমজান্যয়া।
বিলোক্য কূপসংবিগ্না নামৃষ্যদ্বস্তকর্ম্ম তৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—কূপসংবিগ্না অজা তমেব (আত্মনঃ প্রিয়মেব) অন্যয়া প্রেষ্ঠতময়া (প্রিয়তময়া সহ) রমমাণং বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) তৎ বস্তকর্ম্ম (ছাগস্য তৎকর্ম্ম) ন অমৃষ্যৎ (নাসহত) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যে ছাগী কূপে পড়িয়াছিল, সে নিজ

প্রিয়তমকে অন্য প্রিয়তমার সহিত রমণাসক্ত দেখিয়া উহার (ছাগের) কর্ম্ম সহ্য করিতে পারিল না ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যয়া অজয়েত্যাহিতাগ্ন্যাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। কূপসংবিগ্না দেবযানী ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজান্যয়া'—এখানে 'আহিতাগ্নি' পদের ন্যায় অন্য শব্দের পরনিপাত হইয়াছে, অন্য ছাগীর সহিত নিজ প্রিয় ছাগকে রমণ করিতে দেখিয়া, 'কূপ-সংবিগ্না'- যে ছাগী পূর্ব্বে কূপে পড়িয়া কষ্ট পাইয়াছিল (অর্থাৎ দেবযানী), ছাগের সেই অনুচিত কর্ম্ম সহ্য করিতে পারিল না ॥ ৭ ॥

———

তং দুর্হৃদং সুহৃদ্রূপং কামিনং ক্ষণসৌহৃদম্।
ইন্দ্রিয়ারামমুৎসৃজ্য স্বামিনং দুঃখিতাং যযৌ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(সা অজা) দুঃখিতা (সতী) সুহৃদ্রূপং (সুহৃদাভাসং বস্তুতস্তু) দুর্হৃদং (দুষ্টহৃদয়ং) ক্ষণসৌহৃদম্ (অতএব ক্ষণং ক্ষণকালং সৌহৃদং যস্য তম্) ইন্দ্রিয়ারামং (কেবলম্ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধায়কং) কামিনং তং (স্বামিনং বস্তম্) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) যযৌ (গতবতী) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সেই অজা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া মিত্রবেশী বস্তুতঃ অমিত্র, ক্ষণকালের জন্য বন্ধুত্ব স্থাপনে অভিলাষী, ইন্দ্রিয়সেবী, কামুক নিজস্বামী ছাগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্বামিনমিতি শুক্রাভিপ্রায়েণোক্তৌ বিরুদ্ধমতিকৃদ্দোষ আর্ষত্বাৎ সোঢ়ব্যঃ। স্বামিন্নৈশ্বর্য্য ইতি পাণিনি-স্মরণাৎ স্বামিশব্দোহপি ন কেবলং পতিপর্য্যায়ো দৃষ্টঃ। যদ্বা স্বামিনং তং যযাতিমুৎসৃজ্য যযৌ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বামিনং যযৌ,—স্বামীর নিকট গমন করিল, এখানে শুক্রাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হওয়ায় 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' দোষ আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া সহ্য করিতে হইবে। অথবা—স্বামী শব্দে কেবল পতিকেই বুঝায় না, পাণিনি বলিয়াছেন—'স্বামিন্নৈশ্বর্য্যে', অতএব নিজ প্রভুর নিকট গমন করিল, এই অর্থ। কিম্বা—'স্বামিনং উৎসৃজ্য'—নিজ পতি যযাতিকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিল, এরূপ অর্থ ॥ ৮ ॥

———

সোঽপি চানুগতঃ স্ত্রৈণঃ কৃপণস্তাং প্রসাদিতুম্।
কুর্ব্বন্নিড়বিড়াকারং নাশক্নোৎ পথি সন্ধিতুম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অপি চ স্ত্রৈণঃ কৃপণঃ (দীনঃ সন্) তাম্ (অজাং) প্রসাদিতুম্ (অনুনেতুম্) অনুগতঃ (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গচ্ছন্) ইড়বিড়াকারং (বস্তজাতিশব্দম্) কুর্ব্বন্ পথি সন্ধিতুং (প্রসাদয়িতুং) ন অশক্নোৎ (ন সমর্থোঽভবৎ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ঐ স্ত্রৈণ ছাগও দুঃখিত হইয়া সেই ছাগীকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত শব্দ করিতে করিতে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল, কিন্তু পথিমধ্যে তাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিল না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ইড়িবিড়াকারং বস্তজাতিশব্দং, সন্ধিতুং প্রসাদয়িতুম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইড়িবিড়াকারং'—পাঠান্তর ইড়বিড়াকারং, ছাগের জাত্যুচিত শব্দ, 'সন্ধিতুং'—প্রসন্ন করিবার জন্য (অর্থাৎ সেই ছাগও ছাগীকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিজ জাত্যুচিত শব্দ করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিয়াছিল।) ॥ ৯ ॥

———

তস্য তত্র দ্বিজঃ কশ্চিদজাস্বাম্যচ্ছিন্নদ্রুষা।
লম্বন্তং বৃষণং ভূয়ঃ সন্দধেঽর্থায় যোগবিৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র অজাস্বামী কশ্চিৎ দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণঃ) রুষা (ক্রোধেন) তস্য (বস্তস্য) লম্বন্তং বৃষণম্ অচ্ছিনৎ (জরয়া সম্ভোগাসামর্থমকরোৎ ততস্তেন অনুরুধ্যমানঃ) যোগবিৎ (উপায়জ্ঞঃ দ্বিজঃ) অর্থায় (স্বপুত্র্যাঃ কামভোগায়) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বারং তং বৃষণং) সন্দধে (সংযোজিতবান্ রতিশক্তিং দদাবিত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ঐ ছাগী যথায় গমন করিল, তথায় উহার পালন-কর্ত্তা এক দ্বিজ ক্রোধভরে সেই ছাগের লম্বমান অণ্ডদ্বয় ছিন্ন করিয়া দিল। কিন্তু যখন ঐ ছাগ অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল, তখন উপায়জ্ঞ দ্বিজ নিজ পুত্রীর কামভোগার্থ পুনরায় ঐ অণ্ডদ্বয় সংযোজিত করিয়া দিল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজঃ শুক্রাচার্য্যঃ। অজা শুক্রস্য স্ত্রী তস্যাঃ স্বামী স এব বৃষণমচ্ছিনৎ। জরয়া সম্ভোগাসমর্থমকরোৎ। ভূয়ঃ প্রসন্নঃ সমর্থায় কাম-

ভোগায় সন্দধে বৃষণং যথাস্থিতমকরোদ্ জরাব্যত্যয়েন যৌবনযুক্তং চকার। যোগবিৎ উপায়জ্ঞঃ ॥ ১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিজঃ'—কোন এক ব্রাহ্মণ, এখানে শুক্রাচার্য্য। 'অজাস্বামী'—ছাগীর স্বামী (প্রভু) বলিতে সেই শুক্রাচার্য্যই, তিনি ক্রোধে সেই ছাগের লম্বমান অণ্ডদ্বয় ছেদন করিয়া দিলেন, অর্থাৎ জরার দ্বারা সম্ভোগের অক্ষমতা উৎপাদন করিলেন। পরে প্রসন্ন হইয়া 'অর্থায়'—নিজ কন্যারূপা ছাগীর কামোপভোগের জন্য ছাগের ছিন্ন অণ্ড পুনরায় যুক্ত করিয়া দিলেন, অর্থাৎ জরা-বিনিময়ের দ্বারা যৌবনযুক্ত করিলেন। 'যোগবিৎ'—ঐ ব্রাহ্মণ উপায়জ্ঞ ছিলেন ॥ ১০ ॥

সংবদ্ধবৃষণঃ সোঽপি হ্যজয়া কৃপলব্ধয়া।
কালং বহুতিথং ভদ্রে কামৈর্নাদ্যাপি তুষ্যতি ॥১১॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভদ্রে! (সাধুশীলে!) সংবদ্ধবৃষণঃ (সংযোজিতমুষ্কঃ) সঃ (বস্তঃ) অপি কৃপলব্ধয়া অজয়া (সহ) বহুতিথং কালং (ব্যাপ্য রমমাণঃ) অদ্যাপি কামৈঃ (ভোগৈঃ) ন তুষ্যতি (ন তৃপ্তিং গচ্ছতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ভদ্রে! এইরূপ পুনরায় অণ্ডদ্বয় সংযুক্ত হইয়া ঐ ছাগ কৃপলব্ধ অজার সহিত বিষয়ভোগে বহুকাল অতিবাহিত করিল, তথাপি আজপর্য্যন্ত তাহার কামভোগে তৃপ্তিলাভ হইল না ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কৃপলব্ধয়া কামলব্ধয়েতি পাঠদ্বয়ম্। বহুতিথং কালং ব্যাপ্যাপি সেব্যমানৈরদ্যাপি ন তুষ্যতি ন তৃপ্যতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃপলব্ধয়া'—পাঠান্তর 'কামলব্ধয়া', সেই ছাগ পুনরায় অণ্ড লাভ করিয়া কৃপলব্ধা ছাগীর সহিত বহুকাল ভোগাসক্ত থাকিয়াও অদ্যাবধি বিষয়ভোগে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই ॥ ১১॥

তথাহং কৃপণঃ সুভ্রু ভবত্যাঃ প্রেমযন্ত্রিতঃ।
আত্মানং নাভিজানামি মোহিতস্তব মায়য়া ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুভ্রু! তথা (বস্তবৎ) কৃপণঃ (দীনঃ) অহং ভবত্যাঃ (দেবযান্যাঃ) প্রেমযন্ত্রিতঃ (প্রেম্না যন্ত্রিত বশীকৃতঃ) তব মায়য়া মোহিতঃ (মুগ্ধঃ সন্ অধুনাপি) আত্মানং (স্বস্বরূপং পরস্বরূপং চ) ন অভিজানামি (ন অবগচ্ছামি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে সুভ্রু! ঐ ছাগের ন্যায় দীন আমিও তোমার প্রেমে যন্ত্রিত ও মায়ায় মোহিত হইয়া আত্মস্বরূপ জানিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ১২॥

বিশ্বনাথ—মোহিতস্তব মায়য়েতি মম জীবস্য ত্বমেব মূর্ত্তিমত্যবিদ্যেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মোহিতঃ তব মায়য়া'—আমিও ঐ ছাগের ন্যায় তোমার মায়াদ্বারা আত্মবিস্মৃত হইয়াছি, অর্থাৎ মাদৃশ জীবের নিকট তুমিই মূর্ত্তিমতী অবিদ্যা—এই ভাব ॥ ১২ ॥

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃপ্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—পৃথিব্যাং যৎ ব্রীহিযবং (ধান্যাদিভোজ্যদ্রব্যং) হিরণ্যং (সুবর্ণং) পশবঃ স্ত্রিয়ঃ (সর্ব্বেঽপি পদার্থাঃ) কামহতস্য (কামপ্রলুব্ধস্য) পুংসঃ (পুরুষস্য) মনঃ প্রীতিং (মনসঃ প্রীতিং সন্তোষং) ন দুহ্যন্তি (ন পূরয়িতুং সমর্থা ভবন্তি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—পৃথিবীতে যে সকল ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু, স্ত্রী আছে, সে সমুদয়ও কামহত ব্যক্তির মনঃপ্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। ১৩॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বং সম্রাট্ পূর্ণকামোঽসি বিষয়ানন্দেনাত্মানং রময়ন্তস্তব কথমেতাবদ্দৈন্যং সম্ভবেত্তত্রাহ—যদিতি ন দুহ্যন্তি ন পূরয়ন্তি কামহতস্যেতি কামহতত্বমেবাপূর্ণকামত্বে কারণমিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তুমি সম্রাট্ পূর্ণকাম, বিষয়ানন্দের দ্বারা নিজকে সুখী করিতেছ, তোমার কিরূপে এপ্রকার দৈন্য সম্ভব হইতে পারে? তাহাতে বলিতেছেন—'যৎপৃথিব্যাং' ইত্যাদি, পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্যসমষ্টিও কামনাগ্রস্ত এক ব্যক্তিরই সন্তোষ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। 'কামহতস্য'—কামহতত্বই তাহার অপূর্ণকামত্বের কারণ, এই ভাব ॥ ১৩ ॥

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—কামঃ (তৃষ্ণা) কামানাং (স্রক্‌চন্দনাদি-ভোগবিষয়ানাম্) উপভোগেন হবিষা (ঘৃতেন) কৃষ্ণ-বর্ত্মা ইব (অগ্নিরিব) জাতু (কদাচিদপি) ন শাম্যতি (নির্ব্বাণং নিবৃত্তিং ন প্রাপ্নোতি) ভূয়ঃ (পুনঃ) অভিবর্দ্ধতে এব (প্রজ্বলিত বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি চ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ঘৃত দ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা ভোগপিপাসা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, উপশম প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যাবাংস্তে কামস্তাবানেব ততোঽপ্যধিকপ্রমাণো বা বিষয় উপভুজ্যতাং মহাসম্পন্নস্য তব স্রক্‌চন্দনবনিতাদি-বিষয়াণাং কিমল্পত্বমিত্যত আহ। ন জাত্বিতি। কৃষ্ণবর্ত্মা অগ্নিঃ। তস্মাদ-শান্তকামস্য সদা দুঃখমেবেত্যতঃ শান্তকাম এব সুখীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমার যত কামনা আছে তত, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণ বিষয় ভোগ কর, স্রক্-চন্দন-বণিতাদি বিষয়ের কি তোমার অল্পতা আছে? তাহাতে বলিতেছেন —'ন জাতু' ইত্যাদি, অর্থাৎ কাম্য বিষয়সমূহের উপভোগ দ্বারা কখনও কামনার উপশম হয় না, পরন্তু ঘৃত দ্বারা অগ্নি যেরূপ অত্যধিক প্রজ্জ্বলিত হয়, সেরূপ ভোগ দ্বারাও কামনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই ঘটিয়া থাকে। এইহেতু অশান্তকামের সর্ব্বদা দুঃখই, অতএব শান্তকামীই সুখী—এই ভাব ॥ ১৪ ॥

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষ্বমঙ্গলম্।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—যদা (যস্মিন্ কালে) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বপ্রাণিষু পুমান্) অমঙ্গলং ভাবং (রাগদ্বেষাদি-বৈষম্যং) ন কুরুতে (সমাচরতি), তদা সমদৃষ্টেঃ (সর্ব্বভূতেষু সমদৃষ্টিসম্পন্নস্য) পুংসঃ (পুরুষস্য) সর্ব্বাঃ দিশঃ সুখময়াঃ (সুখময্যঃ ভবন্তি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—পুরুষ যখন সর্ব্বপ্রাণীতে রাগদ্বেষাদি বৈষম্য দৃষ্টি করেন না, তৎকালে তিনি সমদৃক্ হন, সেই সমদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের সর্ব্ব দিকই সুখময় হইয়া উঠে। ১৫॥

বিশ্বনাথ—শান্তকামস্যাসাধারণং লক্ষণমাহ—যদেতি সর্ব্বভূতেষু স্বদ্বেষ্টৃষ্বপি অমঙ্গলং দ্বেষং ন কুরুত ইতি। স্বসম্মানাদিকামসত্ত্বে এবাবমানাদি-কর্ত্তরি দ্বেষঃ সম্ভবেদিতি ভাবঃ। সমদৃষ্টেঃ ব্যব-হারিকনিন্দা-স্তুত্যাদিষু তুল্যবুদ্ধেঃ সুখময়া সুখময্যঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শান্তকামের অসাধারণ লক্ষণ বলিতেছেন—'যদা' ইত্যাদি। 'সর্ব্বভূতেষু'—সকল প্রাণীর প্রতি, এমন কি যাহারা তাহার বিদ্বেষী, তাহা-দের প্রতিও যিনি দ্বেষ করেন না। নিজ সম্মানাদি প্রাপ্তির কামনা থাকিলেই অপমানকারীর প্রতি দ্বেষ-ভাব উৎপন্ন হইতে পারে—এই ভাব। 'সমদৃষ্টেঃ' —ব্যবহারিক নিন্দা, স্তুতি প্রভৃতিতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট নিখিল জগৎ সুখময়রূপে অনুভূত হয়। 'সুখময়াঃ'—সুখময্যঃ, এখানে স্ত্রীলিঙ্গ দিক্-শব্দের বিশেষণ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ হইবে ॥ ১৫ ॥

যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্জীর্য্যতো যা ন জীর্য্যতি।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্ম্মকামো দ্রুতং ত্যজেৎ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্ম্মতিভিঃ (বিষয়াসক্তজীবৈঃ) যা (তৃষ্ণা) দুস্ত্যজা (অতিদুঃখেন ত্যক্তুং শক্যা) জীর্য্যতঃ (জীর্ণতাং প্রাপ্তস্য জনস্যাপি) যা (তৃষ্ণা) ন জীর্য্যতি (পরিসমাপ্তিং ন গচ্ছতীত্যর্থঃ), শর্ম্মকামঃ (সুখাভিলাষী জনঃ) তাং দুঃখনিবহাং (দুঃখানি নিতরাং বহতীতি তথা তাম্) তৃষ্ণাং দ্রুতম্ ত্যজেৎ (বিসৃজেৎ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বিষয়াসক্ত দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা অত্যন্ত কষ্টজনক, স্বয়ং জরাগ্রস্ত হইলেও যাহা জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না, সেই দুঃখরাশি-বহন-কারিণী ভোগপিপাসাকে সুখাভিলাষী ব্যক্তি অতি শীঘ্র পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বসংহর্ত্তা কালোঽপি কামনায়াঃ সংহারে ন হেতুরিত্যাহ যেতি। যদ্বা; দুরুপশমায়া অপি কামনায়া উপশমে সাধনমাহ—যেতি জীর্য্যতঃ জরাং প্রাপ্নুবতোঽপি লোকস্য শর্ম্মকাম স্বশত্রূণামপি যো মঙ্গলং কাময়তে সঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বসংহর্ত্তা কালও কামনার সংহারে সমর্থ নহে, ইহা বলিতেছেন—'যা' ইত্যাদি। অথবা—দুরুপশমা হইলেও সেই কামনার উপশমের সাধন (উপায়) বলিতেছেন—'যা' ইত্যাদি, অর্থাৎ, যে বিষয়তৃষ্ণা জরাজীর্ণ ব্যক্তিকেও ত্যাগ করে না, 'শর্ম্মকামঃ'—যিনি নিজ শত্রুগণেরও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই কল্যাণকামী ব্যক্তি অশেষ দুঃখের বাহন বিষয়তৃষ্ণাকে সত্বর পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৬ ॥

———

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—মাত্রা, স্বস্রা (ভগিন্যা) দুহিত্রা বা (কন্যয়া) অবিবিক্তাসনঃ (অবিবিক্তং সঙ্কীর্ণম্ আসনং যস্য সঃ তথাভূতঃ) ন ভবেৎ, (যতঃ) বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামঃ (ইন্দ্রিয়সমূহঃ) বিদ্বাংসং (জ্ঞানবন্তম্) অপি কর্ষতি (আকর্ষতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মাতা, ভগিনী ও কন্যার সহিত একাসনে উপবেশন করা উচিত নহে। যেহেতু বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ স্ত্রীবিষয়ঃ কামস্তু সদাচারেণৈব শাম্যতীতি সদাচারং দর্শয়তি মাত্রেতি, অবিবিক্তম্ অপৃথগ্‌ভূতমাসনং যস্য সঃ। বিদ্বাংসমপ্যাকর্ষতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, স্ত্রীবিষয়ক কামনা কিন্তু সদাচারের দ্বারাই উপশম প্রাপ্ত হয়, এই বিষয়ে সদাচার দেখাইতেছেন—'মাত্রা' ইত্যাদি, অর্থাৎ মাতা, ভগিনী কিম্বা কন্যার সহিত নির্জ্জনে এক আসনে অথবা সংলগ্নভাবে অবস্থান করিবে না। যেহেতু প্রবল ইন্দ্রিয়বর্গ 'বিদ্বাংসম্ অপি'—জ্ঞানী ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

———

পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়ান্ সেবতোঽসকৃৎ।
তথাপি চানুসবনং তৃষ্ণা তেষূপজায়তে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অসকৃৎ (নিরন্তরং) বিষয়ান্ সেবতঃ (সেবমানস্য) মে (মম) বর্ষসহস্রং পূর্ণং (অভূৎ), তথাপি চ (বহুকালব্যাপি ভোগসত্ত্বেঽপি) তেষু (বিষয়েষু) অনুসবনং তৃষ্ণা উপজায়তে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বহুবার বিষয়সমূহ ভোগ করিতে করিতে আমার পূর্ণ সহস্রবর্ষ অতিবাহিত হইল, তথাপি প্রতিদিন তাহাতে পিপাসা বৃদ্ধি হইতেছে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিষয়াভিনিবেশস্য কালদুর্জ্জরত্বেঽহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ পূর্ণমিতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিষয়ের অভিনিবেশ কালও জীর্ণ (ক্ষয়) করিতে পারে না, তদ্বিষয়ে আমিই দৃষ্টান্ত, ইহা বলিতেছেন—'পূর্ণং' ইত্যাদি, অর্থাৎ নিরন্তর বিষয়রাশি উপভোগ করিতে করিতে আমার সহস্র বৎসর পূর্ণ হইল, তথাপি সেই বিষয়ের প্রতি প্রতিদিন আমার তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ১৮ ॥

———

তস্মাদেতামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যধ্যায় মানসম্।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারশ্চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (হেতোঃ) অহম্ এতাং (তৃষ্ণাং) ত্যক্ত্বা (বিহায়) ব্রহ্মণি (বাসুদেবে) মানসং (মনঃ) অধ্যায় (সন্নিবেশ্য) নির্দ্বন্দ্বঃ (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বৈরনভিভূতঃ) নিরহঙ্কারঃ (কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যঃ সন্) মৃগৈঃ সহ চরিষ্যামি (বনং প্রবিশামীত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অতএব এই সকল ভোগপিপাসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমি পরব্রহ্মে মনঃসন্নিবেশপূর্ব্বক সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবরহিত ও নিরহঙ্কার হইয়া মৃগগণের সহিত ভ্রমণ করিব ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি কস্মাৎ তস্যা উপশমস্তত্র ভগবদ্রূপগুণাদৌ মনো বিধানাদিত্যাহ—মানসম্ আধায়েতি নিরাকারস্য ধ্যানং ন সম্ভবতীতি সাকারে ব্রহ্মণীত্যর্থঃ। 'ভাগবতীং গতিং লেভে' ইত্যগ্রেতনোক্তেশ্চ। মৃগৈঃ সহেতি এতাবন্তং কালং ভবত্যাঃ ক্রীড়ামৃগঃ সন্ গৃহাঙ্গনে নৃত্যমকরবম্, অতঃপরন্তু বনে মৃগৈঃ কৃষ্ণসারৈঃ সহৈবং কৃষ্ণলীলামগ্নো নর্ত্তিষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে কি প্রকারে সেই বিষয়তৃষ্ণার উপশম হইবে ?

তাহার উত্তর বলিতেছেন—শ্রীভগবানের রূপ ও গুণাদিতে মন সমর্পণের দ্বারা, ইহাই পরিস্ফুট করিতেছেন—'মানসম্ আধায়' ইত্যাদি। নিরাকারের ধ্যান সম্ভব নহে বলিয়া সাকার ব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ করিলেন, এই অর্থ। পরেও বলিবেন—'ভাগবতীং গতিং লেভে' (২৫ শ্লোক), অর্থাৎ মহারাজ যযাতি পরব্রহ্ম বাসুদেবে ভাগবতী গতি লাভ করিয়াছিলেন। 'মৃগৈঃ সহ'—এতকাল পর্য্যন্ত তোমার ক্রীড়ামৃগ হইয়া গৃহাঙ্গনে নৃত্য করিয়াছি, অতঃপর বনে কৃষ্ণসার মৃগগণের সহিত, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণকেই যাঁহারা সার করিয়াছেন, তাদৃশ ভক্তজনের সহিত কৃষ্ণলীলাতে নিমগ্ন হইয়া নৃত্য করিব—এই ভাব ॥ ১৯ ॥

———

দৃষ্টং শ্রুতমসদ্বুদ্ধ্বা নানুধ্যায়েন্ন সন্দিশেৎ।
সংসৃতিঞ্চাত্মনাশঞ্চ তত্র বিদ্বান্ স আত্মদৃক্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ) দৃষ্টম্ (ঐহিকং ভোগবিষয়ং) শ্রুতং (পারত্রিকভোগবিষয়ং স্বর্গাদিরূপম্) অসদ্‌বুদ্ধ্বা (অপুরুষার্থরূপং বিজ্ঞায়) ন অনুধ্যায়েৎ (চিন্তয়েৎ), ন সন্দিশেৎ (ন চ উপভুঞ্জীত), তত্র (দৃষ্টশ্রুতয়োরনুধ্যানাদৌ) সংসৃতিং চ (সংসরণং স্খলনমিত্যর্থঃ) আত্মনাশং চ (আত্মঘাতং চ) বিদ্বান্ (জানন্) সঃ আত্মদৃক্ (আত্মদর্শী ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যিনি ঐহিক, পারত্রিক ভোগাবিষয়সমূহ অনিত্য জানিয়া ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা ও উপভোগ করেন না তিনিই আত্মদর্শী। তিনি জানেন যে, ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়সমূহের অনুক্ষণ চিন্তায় সংসারবন্ধন ও আত্মনাশ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্ত্ববিচারেণাপি বিষয়ধ্যানং ত্যক্তুং ভগবদ্ধ্যানপরিপাকে সত্যেব শক্নুয়াদিত্যাহ দৃষ্টমিতি। য আত্মদৃক্ ধ্যানেনাত্মানং ভগবন্তং পশ্যতি স এবং দৃষ্টং শ্রুতঞ্চ বিষয়সুখম্ অসদ্ অসাধুত্বাদরোচকং বুদ্ধ্বা ন পুনঃ পুনর্ধ্যায়েদ্ ন চোপভুঞ্জীত। কিঞ্চ তত্র দৃষ্টশ্রুতধ্যানে এব সংসৃতিম্ আত্মনাশমাত্মঘাতঞ্চ বিদ্বান্ জানন্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তত্ত্ববিচারেও বিষয়ধ্যানের পরিহার ভগবদ্ধ্যানের পরিপাকেই সম্ভব, ইহা বলিতেছেন—'দৃষ্টং শ্রুতং' ইত্যাদি। 'আত্মদৃক্'—যিনি ধ্যানের দ্বারা পরমাত্মা শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করেন, তিনি এইরূপ দৃষ্ট ও শ্রুত, অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়সুখকে 'অসৎ'—অনিত্য, অসাধুত্বহেতু অরোচক জানিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিবেন না, অর্থাৎ উহার উপভোগ করিবেন না, বরং সেই ভোগ্যবিষয়ের চিন্তাতেই সংসার-বন্ধন ও আত্মার অধঃপতন হয়—ইহা বিবেচনা করিবেন ॥ ২০ ॥

———

ইত্যুক্ত্বা নাহুষো জায়াং তদীয়ং পূরবে বয়ঃ।
দত্ত্বা স্বজরসং তস্মাদাদদে বিগতস্পৃহঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ - নাহুষঃ (যযাতিঃ) জায়াং (দেবযানীং) ইতি উক্ত্বা (এবং কথয়িত্বা) পূরবে (কনিষ্ঠসুতায়) তদীয়ং বয়ঃ দত্ত্বা (প্রত্যর্প্য) বিগতস্পৃহঃ (সন্) তস্মাৎ (পুরোঃ) স্বজরসং (নিজজরাং) আদদে (গৃহীতবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—রাজা যযাতি পত্নী দেবযানীকে এই বলিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে তদীয় বয়স প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক স্পৃহাশূন্য হইয়া তাহার নিকট হইতে নিজ জরা গ্রহণ করিলেন ॥ ২১ ॥

———

দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং দ্রুহ্যুং দক্ষিণতো যদুম্।
প্রতীচ্যাং তুর্ব্বসুং চক্রে উদীচ্যামনুমীশ্বরম্ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—(নাহুষঃ) দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং দিশি, দ্রুহ্যুং দক্ষিণতঃ (দক্ষিণস্যাং দিশি), যদুং প্রতীচ্যাং (পশ্চিমায়াং দিশি), তুর্ব্বসুম্ উদীচ্যাম্ (উত্তরস্যাং দিশি), অনুম্ ঈশ্বরং (অধিপতিং) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যযাতি দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণদিকে যদুকে, পশ্চিমদিকে তুর্ব্বসুকে ও উত্তরদিকে অনুকে অধীশ্বর করিলেন ॥ ২২ ॥

———

ভূমণ্ডলস্য সর্ব্বস্য পুরুমর্হত্তমং বিশাম্।
অভিষিচ্যাগ্রজাংস্তস্য বশে স্থাপ্য বনং যযৌ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বস্য ভূমণ্ডলস্য (পৃথিব্যাঃ) বিশাং (প্রজানাম্) অর্হত্তমং (পূজ্যতমং) পুরুং (কনিষ্ঠসুতম্) অভিষিচ্য (রাজপদে অভিষিক্তং কৃত্বা)

অগ্রজান্ (যদুপ্রভৃতীন্) তস্য (পুরোঃ) বশে (অধীনতায়াং) স্থাপ্য (স্থাপয়িত্বা) বনং যযৌ (গতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সমগ্র পৃথিবীর ধনসমূহের আধিপত্যে পুরুকে অভিষিক্ত করিয়া অগ্রজাতপুত্রদিগকে পুরুর অধীনে স্থাপন পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিশাং সর্ব্বভূমণ্ডলসম্বন্ধিধনানাম্ অর্হত্তমম্ অতিশয়েনার্হতীতি তম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ 'বিশাম্ অর্হত্তমং'—ভূমণ্ডলস্থ সকল ধনের যোগ্যতম অধিকারী পুরুকে (রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে তাঁহার অধীনে রাখিয়া মহারাজ যযাতি স্বয়ং বনে গমন করিলেন) ॥ ২৩ ॥

আসেবিতং বর্ষপূগান্ ষড়্‌বর্গং বিষয়েষু সঃ ।
ক্ষণেন মুমুচে নীড়ং জাতপক্ষ ইব দ্বিজঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (যযাতিঃ) বর্ষপূগান্ (বর্ষরাশীন্ ব্যাপ্য) বিষয়েষু (ভোগ্যবিষয়েষু) আসেবিতম্ (অভ্যস্তং) ষড়বর্গং (ষড়িন্দ্রিয়সুখং) জাতপক্ষঃ (জাতৌ উৎপন্নৌ পক্ষৌ যস্য সঃ) দ্বিজঃ (পক্ষী) নীড়ং (কুলায়ম্) ইব ক্ষণেন মুমুচে (তত্যাজ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! রাজা যযাতি বহুবর্ষ পর্য্যন্ত বিষয়ভোগে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু পক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইলে, পক্ষীশাবক যেরূপ নীড় পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যযাতিও ইন্দ্রিয়সুখ ক্ষণিকের মধ্যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—বর্ষপূগানপি ব্যাপ্য বিষয়েষু আ-সম্যক্ সেবিতমাসক্তির্যস্য তথাভূতমপি ষড়িন্দ্রিয়বর্গং ক্ষণেনৈব মুমুচে উপেক্ষত ইন্দ্রিয়াধীনো ন বভূবেত্যর্থঃ । নীড়ং মুমুচে নীড়াধীনো যথা ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বর্ষপূগান্'—যযাতি বহু বৎসর ব্যাপী সম্যক্‌রূপে বিষয়সেবায় পরিচালিত নিজ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে ক্ষণকালমধ্যেই ত্যাগ অর্থাৎ উপেক্ষা করিলেন অর্থাৎ তিনি আর ইন্দ্রিয়ের অধীন হন নাই, এই অর্থ ; 'নীড়ং মুমুচে'—যেমন পক্ষ উদ্‌গমের পর পক্ষী অল্পকালমধ্যেই দীর্ঘকালের আশ্রিত নিজ বাসস্থান ত্যাগ করে, অর্থাৎ আর সেই নীড়ের অধীন হয় না, এই অর্থ ॥ ২৪ ॥

স তত্র নির্ম্মুক্তসমস্তসঙ্গ
আত্মানুভূত্যা বিধূতত্রিলিঙ্গঃ ।
পরেঽমলে ব্রহ্মণি বাসুদেবে
লেভে গতিং ভাগবতীং প্রতীতঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রতীতঃ (প্রখ্যাতঃ) সঃ (যযাতিঃ) তত্র (বনে) নির্ম্মুক্তসমস্তসঙ্গঃ (নির্ম্মুক্তঃ ত্যক্তঃ সঙ্গঃ আসক্তির্যেন স তথাভূতঃ) আত্মানুভূত্যা (আত্মানাত্মবিবেকেন) বিধূতত্রিলিঙ্গঃ (বিধূতং নিরস্তং ত্রিগুণাত্মকং লিঙ্গং যেন সঃ) পরে (শ্রেষ্ঠে) অমলে (গুণাতীতে) ব্রহ্মণি বাসুদেবে (পরব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবে) ভাগবতীং গতিং (ভক্তপদবীং) লেভে (প্রাপ্তবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—রাজা যযাতি বনমধ্যে সর্ব্বাসক্তিরহিত এবং আত্মানুভূতি-প্রভাবে ত্রিগুণাত্মক উপাধিশূন্য হইয়া গুণাতীত, পরমব্রহ্ম, বাসুদেবে ভাগবতী গতি অর্থাৎ তদীয় পার্ষদত্ব লাভ করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিধূতং ত্রিগুণাত্মকং লিঙ্গং যেন সঃ । ভাগবতীং ভগবদ্ধাম্নি প্রেমবৎ পার্ষদত্বং, প্রতীতঃ খ্যাতঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিধূত-ত্রিলিঙ্গঃ'—বিশেষরূপে ক্ষালিত হইয়াছে ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গ যাঁহা কর্ত্তৃক, অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ যযাতি গুণত্রয়জাত উপাধি পরিহারপূর্ব্বক 'ভাগবতীং গতিং'—ভগবদ্ধামে প্রেমবৎ পার্ষদদেহ লাভ করিলেন । 'প্রতীতঃ'—বলিতে প্রসিদ্ধ যযাতি ॥ ২৫ ॥

শ্রুত্বা গাথাং দেবযানী মেনে প্রস্তোভমাত্মনঃ ।
স্ত্রীপুংসোঃ স্নেহবৈক্লব্যাৎ পরিহাসমিবেরিতম্ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—(সা) দেবযানী স্ত্রীপুংসোঃ স্নেহবৈক্লব্যাৎ (স্নেহবিচ্যুতিবশাৎ) ঈরিতং (কথিতং) পরিহাসম্ ইব (তাং) গাথাং শ্রুত্বা আত্মনঃ প্রস্তোভং (নিবৃত্তিমার্গপ্রোৎসাহনং) মেনে (নির্ণীতবতী) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—স্ত্রী-পুরুষের স্নেহ-বৈক্লব্য বশতঃ পরি-

হাসছলে কথিত ইতিহাস শ্রবণ করিয়া দেবযানী মনে করিয়াছিল যে,—এই ইতিহাস তাহাকে নিবৃত্তিমার্গে উৎসাহ দিবার নিমিত্তই কথিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—গাথাং ছাগেতিহাসম্ আত্মনঃ স্বস্য প্রস্তোভমুপালম্ভনমেব বস্তুতো মেনে। স্নেহবৈক্লব্যা-দেব হেতোঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরিহাসতুল্যমুক্তম্। তেন হে দেবযানি! ময়া যত্ত্বং কৃপয়া পানীয়কূপা-দুদ্ধৃতাভূঃ তৎ পরিশোধনং ত্বয়া সম্যক্ কৃতং যদহ-মেতাবন্তং কালং বিষয়মহান্ধকূপে নিপতিত ইতি মৎপতির্যযাতির্মামবোচদিতি দেবযানী জানাতি স্মেতি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গাথাং'—পূর্ব্বোক্ত ছাগের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া দেবযানী 'আত্মনঃ প্রস্তোভম্' —নিজের প্রতি উপালম্ভন (অনুযোগ) বলিয়াই বস্তুতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা স্নেহবৈক্লব্যবশতঃ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পরিহাসের ন্যায় উক্ত হইয়াছে। যেমন—হে দেবযানি। আমি তোমাকে কৃপাপূর্ব্বক পানীয়কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহার প্রতি-দান তুমি ভালভাবেই দিলে, যেহেতু এতকাল পর্য্যন্ত আমি বিষয়রূপ মহান্ধকূপে নিপতিত হইয়াছিলাম— এরূপ আমার পতি যযাতি আমাকে বলিতেছেন, ইহা দেবযানী বুঝিয়াছিলেন। [এখানে শ্রীল শ্রীধরস্বামি-পাদ 'প্রস্তোভ' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ নিবৃত্তিমার্গে প্রোৎ-সাহন বলিয়াছেন, তাহাতে দেবযানী উহা শ্রবণ করিয়া ইহাকে নিজের নিবৃত্তিমার্গাবলম্বনের উৎসাহ-জনক মনে করিয়াছিলেন—এইরূপ অর্থ।] ॥ ২৬॥

সা সন্নিবাসং সুহৃদাং প্রপায়ামিব গচ্ছতাম্।
বিজ্ঞায়েশ্বরতন্ত্রাণাং মায়াবিরচিতং প্রভোঃ ॥২৭॥
সর্ব্বত্র সঙ্গমুৎসৃজ্য স্বপ্নৌপম্যেন ভার্গবী।
কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য ব্যধুনোল্লিঙ্গমাত্মনঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ— ততঃ (তদনন্তরং) সা ভার্গবী (দেব-যানী) ঈশ্বরতন্ত্রাণাং সুহৃদাং (পতিপুত্রাদীনাং) সন্নি-বাসং (সুহৃদ্ভিঃ সহবাসমিত্যর্থঃ) গচ্ছতাং প্রপায়াং (জলপানশালায়াং মেলনম্) ইব (ক্ষনিকং) প্রভোঃ (ঈশ্বরস্য) মায়াবিরচিতং (মায়য়া বিরচিতং) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) স্বপ্নৌপম্যেন (স্বপ্ন দৃষ্টান্তেন) সর্ব্বত্র সঙ্গং সমুৎসৃজ্য (স্বপ্নবৎ সর্ব্বে সম্বন্ধা অনিত্যা ইতি নিশ্চিত্য ইত্যর্থঃ) কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য (সমর্প্য) আত্মনঃ লিঙ্গং (শরীরং) ব্যধুনোৎ (তত্যাজ) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—তাহার পর দেবযানী ঈশ্বরাধীন পতি-পুত্রাদির সহিত সহবাস, পান্থদিগের পানীয়শালায় একত্র মিলনের ন্যায় ক্ষণিক ভগবানের মায়া-কল্পিত সুতরাং স্বপ্নতুল্য অনিত্যজ্ঞানে সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণে মনঃ সন্নিবেশ করিয়া স্বীয় দেহ পরি-ত্যাগ করিল ॥ ২৭-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রভোর্হরেঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রভোঃ'—শ্রীহরির (অর্থাৎ জীবগণের সংসারে সুহৃদ্গণের সহিত মিলন শ্রীহরির মায়ারচিত।) ॥ ২৭-২৮ ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
সর্ব্বভূতাধিবাসায় শান্তায় বৃহতে নমঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে যযাতং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(কথং সমাবেশ্য তদেবাহ—) বেধসে (জগৎস্রষ্ট্রে) সর্ব্বভূতাধিবাসায় (সর্ব্বভূতানাম্ আধার ভূতায়) শান্তায় বৃহতে (ব্রহ্মণে) ভগবতে বাসুদেবায় তুভ্যং নমঃ নমঃ (ইতি নয়নাদিভিঃ মনঃ সমাবেশ্য লিঙ্গং ব্যধুনোৎ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥২৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধে একোন-বিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—আপনি জগৎ-স্রষ্টা, সর্ব্বভূতাধিবাস, বাসুদেব, শান্ত অত্যন্ত বৃহৎ ব্রহ্মস্বরূপ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—কেন সাধনেন কৃষ্ণে মন আবেশিত-মিতি চেন্নমস্কারধ্যানকীর্ত্তনাদিভিরিত্যাহ নম ইতি। অত্র যদা অম্বরীষঃ সপ্তদ্বীপাধিপতিশ্চক্রবর্ত্তী বভূব তদৈব যযাতিস্তন্মণ্ডলাধ্যক্ষঃ প্রায়ো ভারতবর্ষভূপতি-রিত্যবসীয়তে। ব্রহ্ম-মরীচি-কশ্যপ-বিবস্বৎ-শ্রাদ্ধ-

দেব-নভগ-নাভাগাম্বরীষাস্তথা ব্রহ্মাত্রি-চন্দ্র-বুধ-পুরূরব-আয়ু-নহুষ-যযাতয় ইতি ব্রহ্মাতস্তয়োরষ্টমপুরুষত্বাৎ। অতএবাম্বরীষসঙ্গপ্রভাবাদেব তাদৃশবিষয়লম্পটস্যাপি যযাতেস্তাদৃশী ভক্তির্যযাতেশ্চ সঙ্গাদ্দেবযান্যাশ্চ। কিঞ্চৈবমেব সূর্য্যবংশচন্দ্রবংশয়োর্যুগপৎ প্রবৃত্তয়োর্যদা সূর্য্যবংশ্যঃ সপ্তদ্বীপাধিপতিশ্চক্রবর্ত্তী স্যাত্তদা চন্দ্রবংশ্যস্তন্মণ্ডলাধ্যক্ষো রাজা, যদা চন্দ্রবংশ্যশ্চক্রবর্ত্তী তদা সূর্য্যবংশ্যো রাজেত্যুভয়বংশ্যানাং ব্যবস্থয়া চক্রবর্ত্তিত্বরাজত্বে জ্ঞেয়ে ॥ ২৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একোনবিংশো নবমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে
নবমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী
টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নমস্তভ্যং'—যদি বলেন, কি সাধনের দ্বারা দেবযানী শ্রীকৃষ্ণে মন অভিনিবিষ্ট করিয়াছিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—নমস্কার, ধ্যান ও কীর্ত্তনাদির দ্বারা। এখানে এরূপ বিবেচনীয়—যখন অম্বরীষ সপ্তদ্বীপাধিপতি চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তৎকালে যযাতি মণ্ডলাধ্যক্ষ ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন। ব্রহ্মা, মরীচি, কশ্যপ, বিবস্বান্, শ্রাদ্ধদেব, নভগ, নাভাগ এবং অম্বরীষ; তদ্রূপ ব্রহ্মা, অত্রি, চন্দ্র, বুধ, পুরূরবা, আয়ু, নহুষ ও যযাতি—এইরূপ ব্রহ্মা হইতে উভয় বংশের অষ্টম পুরুষত্ব। অতএব অম্বরীষের সঙ্গপ্রভাবেই তাদৃশ বিষয়লম্পট যযাতিরও এই প্রকার ভক্তি হইয়াছিল এবং যযাতির সঙ্গবশতঃ দেবযানীরও।

আরও, এইরূপ সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের যুগপৎ প্রবৃত্তি হইলেও যখন সূর্য্যবংশীয় কেহ সপ্তদ্বীপের অধিপতি চক্রবর্ত্তী হন, তখন চন্দ্রবংশীয় কেহ সেই মণ্ডলাধ্যক্ষ রাজা, আবার যখন চন্দ্রবংশীয় কেহ চক্রবর্ত্তী হন, তখন সূর্য্যবংশীয় কেহ রাজা হন—এইরূপ উভয় বংশীয়গণের ব্যবস্থার দ্বারা চক্রবর্ত্তিত্ব ও রাজত্ব বুঝিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।১৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে
শ্রীমদ্ভাগবতে-নবমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে
একোনবিংশাধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একোনবিংশ
অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একোনবিংশ
অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একোনবিংশাধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।**

বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

পুরোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোঽসি ভারত।
যত্র রাজর্ষয়ো বংশ্যা ব্রহ্মবংশ্যাশ্চ জজ্ঞিরে ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পিতৃপ্রসাদ-প্রাপ্ত পুরুর বংশ বিবরণ এবং দুষ্মন্তপুত্র ভরতের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

পুরু হইতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র প্রচিন্বান্, প্রচিন্বান্ হইতে প্রবীর, মনস্যু, চারুপদ, সুদ্যু, বহুগব, সংযাতি, অহংযাতি রৌদ্রাশ্ব পুত্র পরম্পরায় জন্মলাভ করেন। রৌদ্রাশ্বের ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু, ও বনেয়ু—এই দশটী পুত্র ছিল তন্মধ্যে ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনাব। রন্তিনাবের সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ—এই তিন পুত্র। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতে প্রস্কণ্ব দ্বিজকুল উৎপন্ন হন। রন্তিনাব তনয় সুমতির পুত্র রেভি ও তৎপুত্র দুষ্মন্ত। এই দুষ্মন্ত কোন সময় মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে এক পরমরূপবতী রমণীকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হন। সেই রমণী বিশ্বামিত্র-তনয় শকুন্তলা। তাহার মাতা মেনকা তাহাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিলে, সে কণ্বমুনির আশ্রমে প্রতিপালিত হয়। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে পতিত্বে বরণ করিলে, দুষ্মন্ত তাঁহাকে গন্ধর্ব্ববিধি অনুসারে বিবাহ করিয়া যথাকালে শকুন্তলার গর্ভোৎপাদন পূর্ব্বক স্বীয় পুরীতে গমন করেন।

শকুন্তলা যথা সময়ে ভগবদ্‌বংশ-সম্ভূত এক পুত্র প্রসব করিলেন। দুষ্মন্ত স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সুতরাং শকুন্তলা নব প্রসূত পুত্র লইয়া ভর্ত্তৃ-সন্নিধানে উপনীত হইলে, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে স্বীয় পত্নী ও নবপ্রসূত পুত্রকে স্বীয় ঔরসজাত বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন না, পরে দৈববাণীর আদেশে তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিলেন।

দুষ্মন্তের মৃত্যুর পর শকুন্তলা-তনয় ভগবদ্বংশসম্ভূত ভরত রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বিভিন্ন স্থানে বহু যজ্ঞাদি দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা ও ব্রাহ্মণদিগকেও ধনদান প্রভৃতি পরহিতকরকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। অনন্তর ভরদ্বাজের উৎপত্তিবিবরণ; ভরতের তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—(হে) ভারত! (পরীক্ষিৎ!) যত্র (পুরোর্বংশে ত্বং) জাতঃ অসি যত্র (যস্মিন্ বংশে) রাজর্ষয়ো বংশ্যাঃ (রাজশ্রেষ্ঠাঃ সন্তানাঃ) ব্রহ্মবংশ্যাঃ চ (ব্রাহ্মণবংশ্যাঃ চ) জজ্ঞিরে (অধুনাতনং) পুরোঃ বংশং (কুলং) প্রবক্ষ্যামি (বিস্তরেণ কথয়িষ্যামি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে ভারত! যে বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যে বংশে বহু রাজর্ষি ও ব্রহ্মবংশের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই পুরুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পুরুবংশেঽত্র দৌষ্মন্তের্ভরতস্য কথান্বিতম্।
শাকুন্তলমুপাখ্যানং বিংশোঽধ্যায়েঽত্র বর্ণ্যতে ॥০॥
ব্রহ্মবংশ্যাশ্চ ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূতাশ্চ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিংশ অধ্যায়ে পুরুবংশীয় দুষ্মন্তপুত্র ভরতের কথান্বিত শকুন্তলার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'ব্রহ্মবংশ্যাশ্চ'—যে বংশে রাজর্ষি ও ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত অনেকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই পুরুর বংশ বর্ণনা করিতেছি ॥ ১ ॥

**জনমেজয়ো হ্যভূৎ পুরোঃ প্রচিন্বাংস্তৎসুতস্ততঃ।
প্রবীরোঽথ মনস্যুর্বৈ তস্মাচ্চারুপদোঽভবৎ ॥ ২ ॥**

অন্বয়ঃ—পুরোঃ জনমেজয়ঃ হি (অভূৎ) তৎসুতঃ (তস্য জনমেজয়স্য সুতঃ) প্রাচিন্বান্, ততঃ (প্রচিন্বতঃ) প্রবীরঃ (বভূব), অথ (তস্মাৎ) মনস্যুঃ (অজায়ত) তস্মাৎ (মনস্যোঃ) চারুপদঃ বৈ (অভবৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—জনমেজয় এই পুরুর বংশে আবির্ভূত

হন। জনমেজয়ের পুত্র প্রচিন্বান্ ও তৎপুত্র প্রবীর। অনন্তর প্রবীর হইতে মনস্যু এবং তাহা হইতে চারুপদ উৎপন্ন হন ॥ ২ ॥

———

তস্য সুদ্যুরভূৎ পুত্রস্তস্মাদ্বহুগবস্ততঃ।
সংযাতিস্তস্যাহংযাতী রৌদ্রাশ্বস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—তস্য (চারুপদস্য) সুদ্যুঃ পুত্রঃ অভূৎ, তস্মাৎ (সুদ্যোঃ) বহুগবঃ (অভবৎ), ততঃ (বহুগবাৎ) সংযাতিঃ (অজায়ত), তস্য (সংযাতেঃ) অহংযাতিঃ তৎসুতঃ (তস্য অহংযাতেঃ সুতঃ) রৌদ্রাশ্বঃ স্মৃতঃ (কথিতঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—চারুপদের পুত্র সুদ্যু, সুদ্যু হইতে বহুগব, বহুগব হইতে সংযাতি উৎপন্ন হন। সংযাতির পুত্র অহংযাতী এবং অহংযাতীর পুত্র রৌদ্রাশ্ব ॥ ৩ ॥

———

ঋতেয়ুস্তস্য কক্ষেয়ু স্থণ্ডিলেয়ু কৃতেয়ুকঃ।
জলেয়ু সন্নতেয়ুশ্চ ধর্ম্মসত্যব্রতেয়বঃ ॥ ৪ ॥
দশৈতেঽপ্সরসঃ পুত্রা বনেয়ুশ্চাবমঃ স্মৃতঃ।
ঘৃতাচ্যামিন্দ্রিয়াণীব মুখ্যস্য জগদাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (রৌদ্রাশ্বস্য) ঋতেয়ুঃ, কক্ষেয়ুঃ, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ুকঃ, জলেয়ুঃ, সন্নতেয়ুঃ, ধর্ম্মসত্যব্রতেয়বঃ চ (ধর্ম্মেয়ু, সত্যেয়ুঃ, ব্রতেয়ুঃ) অবমঃ (তেষাম্ ঋতেয়ুপ্রভৃতীনাং কনিষ্ঠঃ) বনেয়ুঃ স্মৃতঃ (কথিতঃ এতে পূর্ব্বোক্তাঃ ঋতেয়ুপ্রভৃতয়ঃ) দশপুত্রাঃ জগদাত্মনঃ (জগতঃ আত্মভূতস্য) মুখ্যস্য (প্রাণস্য) ইন্দ্রিয়াণি ইব (দশেন্দ্রিয়াণীব) অপ্সরসঃ (অপ্সরসি) ঘৃতাচ্যাং (বভূবুঃ) ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—রৌদ্রাশ্বের ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ুক, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সত্যেয়ু ও ব্রতেয়ু এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ বনেয়ু এই দশটী পুত্র। দশটী ইন্দ্রিয় যেমন জগদাত্মভূত একমুখ্যপ্রাণের অধীন থাকে, তদ্রূপ এই দশটী পুত্র রৌদ্রাশ্বের বশীভূত ছিলেন। ইহারা সকলেই অপ্সরা ঘৃতাচারী গর্ভসম্ভূত ॥ ৪-৫ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য রৌদ্রাশ্বস্য ঋতেয়ুপ্রভৃতয়ো দশপুত্রাঃ ধর্ম্মসত্যব্রতেয়বঃ, ধর্ম্মেয়ুঃ, সত্যেয়ুঃ, ব্রতেয়ুঃ, অবমঃ কনিষ্ঠো দশম ইত্যর্থঃ। অপ্সরস ইতি সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী। জীবস্য দশেন্দ্রিয়াণীব ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য'—সেই রৌদ্রাশ্বের ঋতেয়ু প্রভৃতি দশটি পুত্র হইয়াছিল। 'ধর্ম্মসত্যব্রতেয়বঃ'—ধর্ম্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু। 'অবমঃ'—সর্ব্বকনিষ্ঠ, দশমপুত্র বনেয়ু—এই অর্থ। 'অপ্সরসঃ'—ইহা সপ্তমীর অর্থে ষষ্ঠী, অর্থাৎ ইহারা সকলে অপ্সরা ঘৃতাচারী পুত্র। বশবর্ত্তিত্বে দৃষ্টান্ত—'ইন্দ্রিয়াণি ইব', জীবের দশটি ইন্দ্রিয় যেমন জগতের আত্মা মুখ্য প্রাণের বশীভূত থাকে, তদ্রূপ এই দশটি পুত্র রৌদ্রাশ্বের বশীভূত ছিলেন ॥ ৪-৫ ॥

———

ঋতেয়োরন্তিনাবোঽভূৎ ত্রয়স্তস্যাত্মজা নৃপ।
সুমতির্ধ্রুবোঽপ্রতিরথঃ কণ্বোঽপ্রতিরথাত্মজঃ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—হে নৃপ! (পরীক্ষিৎ!) ঋতেয়োঃ রন্তিনাবঃ (সুতঃ) অভূৎ, তস্য (রন্তিনাবস্য) সুমতিঃ ধ্রুবঃ অপ্রতিরথঃ (ইতি) ত্রয়ঃ আত্মজাঃ (পুত্রাঃ বভূবুঃ) অপ্রতিরথাত্মজঃ (অপ্রতিরথস্য আত্মজঃ পুত্রঃ) কণ্ব (ভবতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ঋতেয়ুর রন্তিনাব নামে এক পুত্র ছিল, তাহার সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ—এই তিন পুত্র। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব ॥ ৬ ॥

———

তস্য মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রস্কন্নাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ।
পুত্রোঽভূৎ সুমতেরেভির্দুষ্মন্তস্তৎসুতো মতঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (কণ্বস্য) মেধাতিথিঃ (অভূৎ), তস্মাৎ (মেধাতিথেঃ) প্রস্কন্নাদ্যাঃ (প্রস্কন্নপ্রভৃতয়ঃ) দ্বিজাতয়ঃ (ব্রাহ্মণাঃ অভবন্) সুমতেঃ (রন্তিনাবপ্রথমসুতস্য) পুত্রঃ রেভিঃ অভূৎ, তৎসুতঃ (তস্য রেভেঃ সুতঃ) দুষ্মন্তঃ মতঃ (প্রখ্যাতঃ অভূৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি। রন্তিনাবতনয় সুমতির পুত্র রেভি। ইঁহার পুত্র দুষ্মন্তনামে বিখ্যাত ॥ ৭ ॥

———

দুষ্মন্তো মৃগয়াং যাতঃ কণ্বাশ্রমপদং গতঃ।
তত্রাসীনাং স্বপ্রভয়া মণ্ডয়ন্তীং রমামিব ॥ ৮ ॥
বিলোক্য সদ্যো মুমুহে দেবমায়ামিব স্ত্রিয়ম্।
বভাষে তাং বরারোহাং ভটৈঃ কতিপয়ৈর্বৃতঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—দুষ্মন্তঃ মৃগয়াং যাতঃ (গতঃ) কণ্বাশ্রমপদং গতঃ তত্র (আশ্রমে) স্বপ্রভয়া (স্বীয়কান্ত্যা) রমাম্ ইব (লক্ষ্মীমিব) মণ্ডয়ন্তীম্ আসীনাং দেবমায়াম্ ইব স্ত্রিয়ং বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) মুমুহে (অমুহ্যৎ অনন্তরং) কতিপয়ৈঃ ভটৈঃ (সৈন্যৈঃ) বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) তাং বরারোহাং বভাষে (সম্বোধ্য কথয়ামাস) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—দুষ্মন্ত মৃগয়ায় গমন করিয়া কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। তথায় তিনি লক্ষ্মীর ন্যায় স্বীয় প্রভা দ্বারা আশ্রমকে আলোকিত করিয়া দেবমায়াসদৃশী এক রমণী অবস্থান করিতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মোহিত হইয়াছিলেন, পরে কতিপয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক ঐ বরারোহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৮-৯ ॥

তদ্দর্শনপ্রমুদিতঃ সন্নিবৃত্তপরিশ্রমঃ।
পপ্রচ্ছ কামসন্তপ্তঃ প্রহসন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্দর্শনপ্রমুদিতঃ (তদ্দর্শনেন হৃষ্টঃ সন্) সংনিবৃত্তঃ পরিশ্রমঃ (সংনিবৃত্তঃ অপগতঃ পরিশ্রমঃ মৃগয়াজনিতঃ ক্লেশঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ) কামসন্তপ্তঃ (কামেন সন্তপ্তঃ) প্রহসন্ (মন্দং মন্দং হাস্যং কুর্ব্বন্) শ্লক্ষ্ণয়া মধুরয়া (গিরা বাচা) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসিতবান্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ঐ রমণীকে দর্শন করিয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তাঁহার শ্রান্তি বিদূরিত হইল। তিনি কাম সন্তপ্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে মধুরবাক্যে তাহাকে (ঐ রমণীকে) জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১০ ॥

কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি কস্যাসি হৃদয়ঙ্গমে।
কিংস্বিচ্চিকীর্ষিতং তত্র ভবত্যা নির্জ্জনে বনে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কমলপত্রাক্ষি! (কমলপত্রবৎ অক্ষিণী যস্যাঃ সা তৎসম্বোধনে) হৃদয়ঙ্গমে! (মনোজ্ঞে!) ত্বং কা অসি কস্য (অসি বা কস্য সম্বন্ধিনী অসি) নির্জ্জনে (জনশূন্যে) বনে তত্র ভবত্যাঃ কিংস্বিৎ (কিমপি) চিকীর্ষিতং (কর্ত্তুমিষ্টম্ অস্তি কিমিত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে কমল-লোচনে! হে মনোহারিণি! তুমি কে, কাহার কন্যা? এই নির্জ্জনে বনে কি অভিপ্রায়ে অবস্থান করিতেছ? ১১ ॥

ব্যক্তং রাজন্যতনয়াং বেদ্ম্যহং ত্বাং সুমধ্যমে।
ন হি চেত পৌরবাণামধর্ম্মে রমতে ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুমধ্যমে! অহং ব্যক্তং (নিশ্চিতমেব) ত্বাং রাজন্যতনয়াং (ক্ষত্রিয়সুতাং) বেদ্মি (জানামি মন্যে ইত্যর্থঃ) যতঃ পৌরবাণাং (পুরুবংশীয়ানাং) চেতঃ, ক্বচিৎ (কদাপি) নহি অধর্ম্মে রমতে (প্রবর্ত্ততে, অতঃ মচ্চেতসঃ ত্বয়ি রমণাৎ ত্বাং ক্ষত্রিয়াং বেদ্মি ইত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে সুমধ্যমে! আমি তোমাকে কোন রাজকন্যা বলিয়াই মনে করিতেছি, যেহেতু পুরুবংশীয় কোন ব্যক্তির চিত্ত কখনও অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বেদ্মীতি ত্বয়ি মচ্চেতসঃ সলোভত্বান্যথানুপপত্ত্যেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বেদ্মি'—তোমাকে কোন রাজকন্যা বলিয়া মনে করি, অন্যথা তোমাতে আমার চিত্তের অভিলাষ উৎপন্ন হইত না, এই ভাব ॥ ১২ ॥

শ্রীশকুন্তলোবাচ—

বিশ্বামিত্রাত্মজৈবাহং ত্যক্তা মেনকয়া বনে।
বেদৈতদ্ভগবান্ কণ্বো বীর কিং করবাম তে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশকুন্তলা উবাচ,—অহং বিশ্বামিত্রাত্মজা এব (বিশ্বামিত্রস্য আত্মজা তনয়া) মেনকয়া (মাত্রা স্বর্গচ্ছন্ত্যা) অস্মিন্ বনে ত্যক্তা (অতোঽহং রাজন্যকন্যৈব ইতি ভাবঃ হে) বীর! এতৎ (বৃত্তং) ভগবান্ কণ্বঃ বেদ (জানাতি) তে (তব সম্বন্ধে) কিং করবাম (বয়মিতি শেষঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শকুন্তলা বলিল,—আমি বিশ্বামিত্রের

কন্যা, মেনকা আমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া যান। হে বীর! এ সকল বিষয় পরমপূজ্য কণ্ব অবগত আছেন। আমি আপনার কি সেবা করিব বলুন ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—বেদেতি কণ্বস্য মুখান্ময়েদং শ্রুতম্। অহন্তু মাতাপিতরৌ ন পরিচিনোমীতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বেদ'—ভগবান্ কণ্ব ইহা জানেন, অর্থাৎ আমি মহর্ষি কণ্বের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু আমার মাতা-পিতাকে আমি জানি না— এই ভাব ॥ ১৩ ॥

আস্যতাং হ্যরবিন্দাক্ষ গৃহ্যতামর্হণঞ্চ নঃ।
ভুজ্যতাং সন্তি নীবারা উষ্যতাং যদি রোচতে ॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) অরবিন্দাক্ষ! (কমললোচন!) আস্যতাং হি (উপবেশ্যতাং অত্র) নঃ (অস্মাকং) অর্হণং চ (অর্ঘং চ) গৃহ্যতাং (স্বীক্রিয়তাং) নীবারাঃ সন্তিঃ ভুজ্যতাং যদি রোচতে (স্পৃহা জায়তে তদা) উষ্যতাম্ (ইহ স্থীয়তাং) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে কমল-লোচন! উপবেশন করুন। আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। এই স্থানে বন্যজাত নীবার তণ্ডুল আছে, ভোজন করুন আর যদি অভিরুচি হয় তবে অবস্থান করুন ॥ ১৪ ॥

শ্রীদুষ্মন্ত উবাচ—
উপপন্নমিদং সুভ্রু জাতায়াং কুশিকান্বয়ে।
স্বয়ং হি বৃণুতে রাজ্ঞাং কন্যকাঃ সদৃশং বরম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদুষ্মন্তঃ উবাচ,—(শকুন্তলামিতি শেষঃ) সুভ্রু! (শকুন্তলে!) কুশিকান্বয়ে (বিশ্বামিত্রান্বয়ে) জাতায়াঃ (উৎপন্নায়াঃ তব) ইদং (কিং করবাম ইতি বচঃ) উপপন্নম্ এব (যুক্তমেব) রাজ্ঞাং কন্যকাঃ হি স্বয়ং সদৃশং (আত্মানুরূপং) বরং (পতিং) বৃণুতে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—রাজা দুষ্মন্ত কহিলেন,—হে সুভ্রু! তুমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার এতাদৃশ বাক্য উপযুক্তই বটে। রাজকন্যারা সদৃশ বরকে স্বয়ং বরণ করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিং করবামেত্যাদিবাক্যৈস্তস্যাপি মনঃ স্বস্মিন্নভিরতং জ্ঞাত্বাহ উপপন্নমিতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কিং করবাম' (১৩ শ্লোক), আমি আপনার কি সেবা করিব—ইত্যাদি বাক্যে শকুন্তলারও মন নিজেতে (রাজার প্রতি) আসক্ত, ইহা বুঝিতে পারিয়া দুষ্মন্ত বলিতেছেন—'উপপন্নং' ইত্যাদি, অর্থাৎ তুমি কুশিকের বংশজাতা বলিয়া তোমার বাক্য যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

ওমিত্যুক্তে তথাধর্ম্মমুপযেমে শকুন্তলাম্।
গন্ধর্ব্ববিধিনা রাজা দেশকালবিধানবিৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—"ওম্" ইতি উক্তে (শকুন্তলয়া দুষ্মন্তোক্তে স্বীকৃতে) দেশকালবিধানবিৎ (দেশকালবিধানজ্ঞঃ) রাজা (দুষ্মন্তঃ) গন্ধর্ব্ববিধিনা যথাধর্ম্মং (ধর্ম্মম্ অনতিক্রম্য) শকুন্তলাম্ উপযেমে (উবাহ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শকুন্তলা দুষ্মন্ত-বাক্য অঙ্গীকার করিলে, দেশকালবিদ্ রাজা দুষ্মন্ত গান্ধর্ব্ববিধানানুসারে যথাধর্ম্ম শকুন্তলাকে বিবাহ করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ওমিতি শকুন্তলয়া মৌনেনৈবোক্তে সতীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ওম্ ইতি উক্তে'—শকুন্তলা মৌনভাবে তাঁহার বাক্যে সম্মতি দান করিলে, (রাজা দুষ্মন্ত গান্ধর্ব্ব-বিধানানুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন) ॥ ১৬ ॥

অমোঘবীর্য্যঃ রাজর্ষির্মহিষ্যাং বীর্য্যমাদধে।
শ্বোভূতে স্বপুরং যাতঃ কালেনাসূত সা সুতম্ ॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ—অমোঘবীর্য্যঃ (সন্তানোৎপাদনে অমোঘম্ অপ্রতিহতং বীর্য্যম্ যস্য সঃ) রাজর্ষিঃ (রাজশ্রেষ্ঠঃ দুষ্মন্তঃ) মহিষ্যাং (শকুন্তলায়াং) বীর্য্যম্ আদধে (স্থাপিতবান্ ততঃ) শ্বোভূতে (প্রভাতে রাজা) স্বপুরং যাতঃ (গতঃ) কালেন (প্রাপ্তকালেন) সা (শকুন্তলা) সুতম্ (পুত্রম্) অসূত (প্রসুষুবে) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অমোঘবীর্য্য রাজা দুষ্মন্ত মহিষী শকুন্তলাতে বীর্য্য আধান করিয়া প্রাতঃকালে নিজপুরে গমন করিলেন, পরে উপযুক্ত সময়ে শকুন্তলা এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ১৭ ॥

কণ্বঃ কুমারস্য বনে চক্রে সমুচিতাঃ ক্রিয়াঃ ।
বদ্ধ্বা মৃগেন্দ্রং তরসা ক্রীড়তি স্ম স বালকঃ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—কণ্বঃ (কণ্বমুনিঃ) বনে (তস্য) কুমারস্য (দুষ্মন্তেন শকুন্তলায়াং জাতস্য বালকস্য) সমুচিতাঃ ক্রিয়াঃ (জাতকর্ম্মাদিসংস্কারান্) চক্রে (অকরোৎ), সঃ (শকুন্তলাসুতঃ চ) তরসা (বলেন) মৃগেন্দ্রং (সিংহং) বদ্ধ্বা (তেন ক্রীড়তি স্ম) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—কণ্বমুনি বনে শকুন্তলার গর্ভজাত কুমারের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। সেই বালক বলপূর্ব্বক সিংহকে ধরিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিত ॥ ১৮ ॥

তং দুরত্যয়বিক্রান্তমাদায় প্রমদোত্তমা ।
হরেরংশাংশসম্ভূতং ভর্ত্তুরন্তিকমাগমৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—প্রমদোত্তমা (শকুন্তলা) দুরত্যয়-বিক্রান্তং (দুরত্যয়ম্ অন্যৈরনভিভাব্যং বিক্রান্তং বিক্রমনং যস্য তং) হরেঃ অংশাংশসম্ভূতং (ভগবতঃ অংশাংশেন সম্ভূতং) তং (কুমারম্) আদায় (গৃহীত্বা) ভর্ত্তুঃ অন্তিকম্ (দুষ্মন্তসমীপম্) আগমৎ (উপস্থিতা) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—রমণীকুল-শ্রেষ্ঠা শকুন্তলা ভগবান্ শ্রীহরির অংশাংশসম্ভূত নিরতিশয় বিক্রমশালী পুত্রকে লইয়া ভর্ত্তা দুষ্মন্তসমীপে উপনীত হইলেন ॥ ১৯ ॥

যদা ন জগৃহে রাজা ভার্য্যাপুত্রাবনিন্দিতৌ ।
শৃণ্বতাং সর্ব্বভূতানাং খে বাগাহাশরীরিণী ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (যস্মিন্ সময়ে) রাজা (দুষ্মন্তঃ) অনিন্দিতৌ (তৌ আগতৌ অদুষ্টৌ) ভার্য্যা-পুত্রৌ (শকুন্তলা-কুমারৌ) ন অগৃহ্ণাৎ (আত্মীয়ত্বেন ন স্বীচকার) তদা সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বপ্রাণিনাং সর্ব্ব-জনানামিত্যর্থঃ) শৃণ্বতাং (সতাং) খে (আকাশে) অশরীরিণী বাক্ (দৈববাণী) আহ (ব্রবীতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—কিন্তু যখন রাজা নির্দ্দোষী ভার্য্যা-পুত্রকে নিজ বলিয়া স্বীকার করিলেন না, তখন এক আকাশ-বাণী হইল, তাহা সর্ব্বপ্রাণীর শ্রুতিগোচর হইল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ন জগৃহে লোকপ্রবাদভয়ান্ন জগ্রাহ ॥২০

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদা ন জগৃহে'—লোক-নিন্দার ভয়ে রাজা দুষ্মন্ত যখন সেই ভার্য্যা ও সন্তানকে গ্রহণ করিলেন না (তখন আকাশে অশরী-রিণী বাণী এরূপ বলিয়াছিল ।) ॥ ২০ ॥

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ ।
ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দুষ্মন্ত ! মাতা ভস্ত্রা (চর্ম্মপাত্রং তদ্বৎ আধারমাত্রং) পুত্রঃ পিতুঃ এব (জনকস্যৈব ভবতি) যেন (পিত্রা যঃ) জাতঃ (উৎপাদিতঃ) সঃ (পুত্রঃ) সঃ এব (পিতা এব আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইতি শ্রুতেঃ) অতঃ পুত্রং ভরস্ব (পালয়) শকুন্তলাং মা অবমংস্থাঃ (অবমাননং মা কুরু ভরস্ব ইত্যুক্ত্যা ভরত ইতি নাম ইতি ভাবঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—(দৈববাণী যথা) অহে দুষ্মন্ত ! পিতারই পুত্র, মাতা ভস্ত্রার ন্যায় (চর্ম্মপাত্রবৎ) আধার মাত্র। যেহেতু (শাস্ত্র বলেন—) যিনি জন্মদান করেন তাঁহার আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব পুত্রকে পালন কর, শকুন্তলাকে অবমাননা করিও না ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ভস্ত্রা চর্ম্মপাত্রং তদ্বদেব মাতা আধার-পাত্রং পিতুরেব পুত্রঃ, আত্মা বৈ পুত্রনামাসীতি শ্রুতেঃ। ভরস্ব অঙ্গীকুরু অনেনৈব ভরতনাম নিরুক্তিঃ ॥ ২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মাতা ভস্ত্রা'—মাতা চর্ম্ম-পাত্রের ন্যায় আধারমাত্র, বস্তুতঃ পুত্র পিতারই হয়। শ্রুতিতে উক্ত আছে—'আত্মা বৈ পুত্রনামাসি'—পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়। 'ভরস্ব'—অতএব তুমি এই পুত্রকে ভরণ কর, অর্থাৎ অঙ্গীকার কর, ইহাতেই 'ভরত'—এই নাম হইয়াছিল ॥ ২১ ॥

রেতোধাঃ পুত্রো নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ ।
ত্বঞ্চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ) নরদেব ! (হে রাজন্ !) রেতোধাঃ (রেতঃসেক্তা বংশকৃৎ) পুত্রঃ যমক্ষয়াৎ (পিতরং যমসদনাৎ) নয়তি (তারয়তি তথা চ

স্মৃতিঃ পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবঃ) ত্বং চ অস্য গর্ভস্য (অপত্যস্য) ধাতা (বিধাতা) শকুন্তলা সতাম্ আহ (ব্রবীতি ততো দুষ্মন্তঃ ভার্য্যা-পুত্রৌ গৃহীতবান্ ইতি শেষঃ)॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! যে ব্যক্তি রেতঃ সেক করেন, পুত্র তাঁহাকেই যমভবন হইতে উদ্ধার করে। তুমিই এই পুত্রের জন্মদাতা, শকুন্তলা সত্যই বলি-তেছে। (অনন্তর দুষ্মন্ত শকুন্তলা ও তৎপুত্রকে গ্রহণ করিলেন)॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—রেতোধা রেতঃসেক্তা বংশকৃদিত্যর্থঃ। যদ্বা পিতুরেতঃ স্বদেহোপাদানত্বেন ধত্ত ইত্যৌরসঃ পুত্র ইত্যর্থঃ। যমক্ষয়াৎ যমালয়াৎ পিতরং নয়তি তারয়তি। তথাচ স্মৃতিঃ। "পুন্নাম্নো নরকাদ্‌যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবেতি"। পুত্রমিতি দ্বিতীয়ান্তপাঠে পুত্রপ্রাপ্ত্যর্থং মাতাপিত্রোর্বিবাদে যমক্ষয়াৎ ধর্ম্মনির্ণেতুর্যমস্য স্থানাৎ রেতোধা রেতঃসেক্তা পিতৈব ধর্ম্মেণ বিজিত্য পুত্রং নয়তি নতু মাতেত্যর্থঃ। ততশ্চ ভার্য্যাপুত্রৌ স্বীকৃতবানিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রেতোধাঃ'—রেতঃসেক্তা বংশ কর্ত্তা, এই অর্থ। অথবা—পিতার রেতঃ নিজ দেহের উপাদানরূপে যে ধারণ করে, অর্থাৎ ঔরসজাত পুত্র, এই অর্থ। 'যমক্ষয়াৎ'—যমালয় হইতে বংশরক্ষক পুত্রই পিতাকে উদ্ধার করে। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"পুন্নাম্নো নরকাৎ" ইত্যাদি—অর্থাৎ পুংনামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ (উদ্ধার) করে জন্য 'পুত্র' এই নাম স্বয়ং ব্রহ্মাই দিয়াছেন। 'পুত্রং'—এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত পাঠে. পুত্র প্রাপ্তির জন্য (অর্থাৎ কাহার পুত্র এরূপ) মাতা ও পিতার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, 'যমক্ষয়াৎ'—ধর্ম্মের নির্ণয়-কর্ত্তা যমের স্থান হইতে রেতঃসেক্তা পিতাই ধর্ম্মের দ্বারা (ন্যায়ানুসারে) জয় করিয়া পুত্রকে আনয়ন করে, কিন্তু মাতা নহে, এই অর্থ। অনন্তর দুষ্মন্ত ভার্য্যা (শকুন্তলা) ও পুত্রকে গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহা জানিতে হইবে ॥ ২২ ॥

পিতুর্য্যুপরতে সোঽপি চক্রবর্ত্তী মহাযশাঃ।
মহিমা গীয়তে তস্য হরেরংশভুবো ভুবি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—পিতরি (দুষ্মন্তে) উপরতে (মৃতে সতি) মহাযশাঃ সঃ (কুমারঃ) অপি চক্রবর্ত্তী (বভূব)। হরেঃ (ভগবতঃ) অংশভুবঃ (অংশাংশেন জাতস্য) তস্য (ভরতস্য) মহিমা (মাহাত্ম্যং) ভুবি (লোকে) গীয়তে (কীর্ত্যতে)॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—পিতা দুষ্মন্তের মৃত্যুর পর মহাযশস্বী এই পুত্র চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়া-ছিলেন। ভগবানের অংশাংশসম্ভূত বলিয়া তাঁহার মহিমা পৃথিবীতে পরিগীত হইত ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—চক্রবর্ত্তী বভূব ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চক্রবর্ত্তী'—পিতার মৃত্যুর পর ভরতই চক্রবর্ত্তী, অর্থাৎ সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

চক্রং দক্ষিণহস্তেঽস্য পদ্মকোষোঽস্য পাদয়োঃ।
ঈজে মহাভিষেকেণ সোঽভিষিক্তোঽধিরাড়্‌বিভুঃ ॥
পঞ্চপঞ্চাশতা মেধ্যৈর্গঙ্গায়ামনু বাজিভিঃ।
মামতেয়ং পুরোধায় যমুনামনু চ প্রভুঃ ॥ ২৫ ॥
অষ্টসপ্ততিমেধ্যাশ্বান্ ববন্ধ প্রদদদ্বসু।
ভরতস্য হি দৌষ্মন্তেরগ্নিঃ সাচীগুণে চিতঃ।
সহস্রং বদ্ধশো যস্মিন্ ব্রাহ্মণা গা বিভেজিরে ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—অস্য (ভরতস্য) দক্ষিণহস্তে চক্রং (চক্রাকারং চিহ্নম্ অস্তি) অস্য (ভরতস্য) পাদয়োঃ পদ্মকোষঃ তদাকারচিহ্নবিশেষঃ অস্তি) সঃ (ভরতঃ) মহাভিষেকেন (মহাভিষেকবিধিনা) অভিষিক্তঃ অধিরাট্ (সার্ব্বভৌমঃ) বিভুঃ (প্রভুঃ ভূত্বা) গঙ্গায়াম্ অনু (অনুলোমং গঙ্গাসাগরসঙ্গমাদারভ্য যাবত্তদুৎপত্তিঃ তাবদিত্যর্থঃ) পঞ্চ-পঞ্চাশতা (পঞ্চাশদধিকশতদ্বয়সংখ্যকাভিরিত্যর্থঃ) মেধ্যৈঃ (পবিত্রৈঃ) বাজিভিঃ (অশ্বৈঃ) ঈজে (অশ্বমেধযজ্ঞেন ভগবন্তম্ আরাধিতবান্) প্রভুঃ (ভরতঃ) মামতেয়ং (ভৃগুং) পুরোধায় (পুরোহিতং কৃত্বা) বসু (ধনং) প্রদদৎ (প্রকর্ষেণ দদৎ) যমুনাম্ অনু চ (অনুলোমম্) অষ্টসপ্ততিমেধ্যাশ্বান্ (অষ্টাধিকসপ্ততিং যজ্ঞীয়াশ্বান্) ববন্ধ (যজ্ঞার্থমিতি শেষঃ) দৌষ্মন্তেঃ (দুষ্মন্ত-পুত্রস্য)

ভরতস্য সাচীগুণে (প্রকৃষ্টগুণবতিদেশে) অগ্নিঃ চিতঃ (অভবৎ) যস্মিন্ (অগ্নিচয়নে) ব্রাহ্মণাঃ (ভরতেন) দত্তাঃ সহস্রং গাঃ বদ্ধশঃ (প্রত্যেকং বদ্ধং) বিভেজিরে (বিভজ্য জগৃহুঃ) ॥ ২৪-২৬ ॥

অনুবাদ—এই দুষ্মন্ততনয়ের দক্ষিণহস্তে চক্র-চিহ্ন, পদযুগলে পদ্মকোষ চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। ইনি মহাভিষেক বিধি অনুসারে অভিষিক্ত, পৃথিবীর এক-ছত্র সম্রাট হইয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশে পঞ্চ-পঞ্চাশৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া-ছিলেন। তিনি মমতাতনয় ভৃগুকে পুরোহিত করিয়া বহু ধন বিতরণ এবং যমুনাতীরে যজ্ঞার্থ অষ্টসপ্ততী যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করিয়াছিলেন। প্রকৃষ্টগুণবৎ দেশে দুষ্মন্তপুত্র ভরতের অগ্নি প্রণীত ছিল। অগ্নি-চয়নকালে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ এক এক বদ্ধ গাভী (১৩০৮৪ সংখ্যায় এক বদ্ধ হয়) বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন ॥ ২৪-২৬ ॥

বিশ্বনাথ—বাজিভিরশ্বমেধৈঃ। মমতায়া পুত্রং পুরোধায় পুরোহিতং কৃত্বা অশ্বান্ ববন্ধ যজ্ঞার্থ-মিত্যর্থঃ। সাচীগুণে প্রকৃষ্টগুণবতি দেশেহগ্নিশ্চি-তোহভবৎ। যস্মিন্নগ্নিচয়নে কর্ম্মণি সহস্রসংখ্যা ব্রাহ্মণাঃ প্রত্যেকং বদ্ধং বদ্ধং চতুরশীত্যধিকত্রয়োদশ-সহস্রাণি গা বিভেজিরে প্রাপুঃ। বদ্ধং চতুরশীত্যগ্র-সহস্রাণি ত্রয়োদশ ॥ ২৪-২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাজিভিঃ'—ভরত পঞ্চান্নটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। 'মামতেয়ং'—মমতার পুত্রকে (দীর্ঘতমা ঋষিকে) পুরোহিত করিয়া, 'অশ্বান্ ববন্ধ'—যজ্ঞের নিমিত্ত অশ্ব বন্ধন করিয়া-ছিলেন। 'সাচীগুণে'—উত্তম গুণযুক্ত দেশে দুষ্মন্ত-নন্দন ভরতের যজ্ঞীয় অগ্নি স্থাপিত হইয়াছিল। যস্মিন্'—সেই স্থানে অগ্নিস্থাপন কালে সহস্র ব্রাহ্মণ প্রত্যেকে এক এক বদ্ধ, অর্থাৎ তের হাজার চৌরাশীটি গাভী বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন ॥ ২৪-২৬ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতং হ্যশ্বান্ বদ্ধা বিস্মাপয়ন্ নৃপান্।
দৌষ্মন্তিরত্যগান্মায়াং দেবানাং গুরুমাযযৌ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—দৌষ্মন্তিঃ (ভরতঃ তস্মিন্ যজ্ঞে) ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতং অশ্বান্ বদ্ধা নৃপান্ (অন্যান্ রাজ-গণান্) বিস্মাপয়ন্ (বিস্মিতান্ কুর্ব্বন্) দেবানাম্ অপি মায়াং (বৈভবম্) অত্যগাৎ (অত্যশেত) গুরুং (পূজ্যং হরিং) আযযৌ (প্রাপ্তঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—দুষ্মন্ততনয় ভরত সেই যজ্ঞে ৩৩০০ অশ্ব বন্ধন পূর্ব্বক অন্যান্য রাজন্যবর্গকে বিস্মিত করিয়া দেবতাদিগেরও বৈভব অতিক্রম করিয়াছিলেন যেহেতু তিনি ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—দেবানামপি মায়াং বৈভবং অত্যগাৎ অত্যশেত যতঃ গুরুং জগদ্‌গুরুং হরিং যযৌ প্রাপ্তঃ। ময়বত্তর ইতি পাঠে মায়া বৈভবং তদ্বতাং শ্রেষ্ঠঃ হরে-রংশত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবানাং মায়াং'—ভরত দেবগণেরও বৈভবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি জগদ্‌গুরু শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'ময়বত্তরঃ'—এই পাঠান্তরে, শ্রুত্যনুসারে হ্রস্ব হই-য়াছে, মায়া বলিতে বৈভব, অর্থাৎ বৈভবশালিগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কারণ তিনি শ্রীহরির অংশ-জাত ॥ ২৭ ॥

মৃগান্ শুক্লদতঃ কৃষ্ণান্ হিরণ্যেন পরীবৃতান্।
অদাৎ কর্ম্মণি মষ্ণারে নিযুতানি চতুর্দ্দশ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(ভরতঃ) মষ্ণারে কর্ম্মণি (তদাখ্যে কর্ম্মণি যজ্ঞবিশেষে ইত্যর্থঃ) চতুর্দ্দশনিযুতানি শুক্ল-দতঃ (শুক্লদন্তান্) হিরণ্যেন পরীবৃতান্ (সুবর্ণ-পরিবেষ্টিতান্) কৃষ্ণান্ মৃগান্ (শ্রেষ্ঠগজান্) অদাৎ (দত্তবান্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—ভরত মষ্ণারনামক কোন যজ্ঞে অথবা মষ্ণারতীর্থে ১৪ লক্ষ শুক্লদন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ শ্রেষ্ঠ হস্তী সুবর্ণ পরিবৃত করিয়া দান করিয়াছিলেন ॥২৮॥

বিশ্বনাথ—মৃগান্ শ্রেষ্ঠগজান্ ভদ্রমন্দ্রমৃগাদয়ো গজজাতিভেদা উচ্যন্তে। মষ্ণারে কস্মিংশ্চিৎ কর্ম্ম-বিশেষে তীর্থবিশেষে ইতি কেচিদাহুঃ। চতুর্দ্দশলক্ষাণি অদাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ। হিরণ্যেন পরিবৃতান্ কৃষ্ণান্ শুক্লদতো মৃগান্। মষ্ণারে ভরতোহদদাচ্ছতং বদ্ধানি সপ্তচেতি তেন সপ্তাধিকশত বদ্ধান্যেব চতুর্দ্দশলক্ষাণি ভবন্তীতি শ্রীশুকদেববিবরণাৎ। চতুর্দ্দশলক্ষাণাং

সপ্তাধিকশতভাগো যশ্চতুরশীত্যধিকত্রয়োদশসহস্র-প্রমাণঃ বদ্ধং ভবতীত্যবসীয়তে। অতএব বদ্ধসংখ্যা-শ্লোকেনোক্তা চতুর্দ্দশানাং লক্ষাণাং সপ্তাধিকশতাং শকঃ। বদ্ধং চতুরশীত্যগ্রসহস্রাণি ত্রয়োদশেতি ॥২৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মৃগান্'—মৃগ বলিতে এখানে শ্রেষ্ঠ গজ ; ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ প্রভৃতি গজের জাতিভেদ বলা হয়। 'মঞ্চারে'—মঞ্চার বলিতে কোন কর্ম্ম-বিশেষ, অথবা তীর্থবিশেষ, অর্থাৎ মহারাজ ভরত কোন বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষ্যে সুবর্ণমণ্ডিত শুক্লদন্ত কৃষ্ণ-কায় চতুর্দ্দশ লক্ষ হস্তী দান করিয়াছিলেন। শ্রুতিতেও ঐরূপ উক্ত হইয়াছে—'হিরণ্যেন পরি-বৃতান্' ইত্যাদি, অর্থাৎ ভরত স্বর্ণের দ্বারা পরিবৃত, কৃষ্ণবর্ণ, শুক্লদন্ত শত বদ্ধ সপ্ত হস্তী মঞ্চারে দান করিয়াছিলেন। এখানে সপ্তাধিক শত বদ্ধই শ্রীশুক-দেবের বিবরণ অনুসারে চতুর্দ্দশ লক্ষ। চতুর্দ্দশ লক্ষের সপ্তাধিক শতভাগে যাহা বিভক্ত, অর্থাৎ চতুরশীতি অধিক ত্রয়োদশ সহস্র প্রমাণে (১৩০৮৪ সংখ্যায়) এক বদ্ধ হয়। অতএব বদ্ধের সংখ্যা শ্লোক আকারে উক্ত হইয়াছে—"চতুর্দ্দশানাং লক্ষাণাং' ইত্যাদি ॥ ২৮ ॥

ভরতস্য মহৎ কর্ম্ম ন পূর্ব্বে নাপরে নৃপাঃ।
নৈবাপুর্নৈব প্রাপ্স্যন্তি বাহুভ্যাং ত্রিদিবং যথা ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যথা বাহুভ্যাং (গমনসাধনাভ্যাং) ত্রিদিবং (স্বর্গং কেচিৎ ন প্রাপ্স্যন্তি তদ্বৎ) ভরতস্য (দৌষ্মন্তেঃ) মহৎকর্ম্ম (অদ্ভুতকর্ম্ম) পূর্ব্বে (অতীতাঃ) নৃপাঃ ন আপুঃ (ন প্রাপ্তবন্তঃ) অপরে (ভাবিনো নৃপাশ্চ) ন প্রাপ্স্যন্তি (ইদানীন্তনাশ্চ ন প্রাপ্নুবন্তি ইতি শেষঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—বাহুদ্বারা যেরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইরূপ ভরতের অদ্ভুত কর্ম্ম পূর্ব্বে কোন নৃপতি লাভ করেন নাই বা ভাবী কোন রাজা লাভ করিতে পারিবেন না ॥ ২৯ ॥

কিরাতহূণান্ যবনান্ পৌণ্ড্রান্ কঙ্কান্ খশাঞ্ছকান্।
অব্রহ্মণ্যনৃপাংশ্চাহনম্লেচ্ছান্ দিগ্বিজয়েঽখিলান্ ॥৩০

অন্বয়ঃ—(ভরতঃ) দিগ্বিজয়ে কিরাতহূণান্, যবনান্, পৌণ্ড্রান্, কঙ্কান্, খশান্, শকান্ অখিলান্ (সর্ব্বান্) ম্লেচ্ছান্ অব্রহ্মণ্যনৃপান্ (অব্রহ্মণ্যান্ ব্রাহ্মণবিরোধিনঃ নৃপান্) চ অহন্ (অবধীৎ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ভরত দিগ্বিজয় করিতে গিয়া কিরাত, হূন, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খশ, শক, নিখিল ম্লেচ্ছ-জাতি এবং ব্রাহ্মণবিরোধী নৃপগণকে বধ করিয়া-ছিলেন ॥ ৩০ ॥

জিত্বা পুরাসুরা দেবান্ যে রসৌকাংসি ভেজিরে।
দেবস্ত্রিয়ো রসাং নীতাঃ প্রাণিভিঃ পুনরাহরৎ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—পুরা (পূর্ব্বকালে) যে অসুরাঃ দেবান্ জিত্বা (বিজিত্য) রসৌকাংসি (রসালাদিস্থানানি) ভেজিরে (সমাশ্রয়ন্), প্রাণিভিঃ (বলিভিঃ তৈঃ অসুরৈঃ) রসাং (রসাতলং) নীতাঃ (প্রাপিতাঃ), দেবস্ত্রিয়ঃ (দেবস্ত্রীঃ) পুনঃ আহরৎ (ভরতঃ পুনঃ আনিন্যে) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—পুরাকালে অসুরসকল দেবতাদিগকে জয় করিয়া রসাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং বিজিত দেবগণের স্ত্রী-সকলকেও তথায় লইয়া গিয়া-ছিল, ভরত সেই সকল দেবস্ত্রীদিগকে তথা হইতে পুনরায় আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—যেঽসুরাঃ পুরা দেবান্ জিত্বা রসৌ-কাংসি রসাতলাদি-স্থানানি ভেজিরে প্রাপ্তাঃ, অতএব দেবস্ত্রিয়ঃ রসাং নীতা নীতবন্তঃ, তেভ্যঃ এবাসুরেভ্যঃ সকাশাৎ তাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণিভিঃ স্বপ্রেষ্ঠজনৈঃ পুনঃ আহরৎ আনিনায় আনীয় চ দিবি দেবান্ প্রাপয়ামা-সেতি ভাবঃ। পণিভিরিতি পাঠে পণিভিরসুরৈর্দ্দার-ভূতৈঃ স্ত্রিয়ো নীতাঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যে অসুরাঃ'—পূর্ব্বে যে সকল অসুর দেবগণকে পরাজিত করিয়া রসাতলাদি স্থানে বাস করিতেছিল এবং সেখানে দেবরমণীগণ-কেও লইয়া গিয়াছিল, মহারাজ ভরত 'প্রাণিভিঃ'—নিজ প্রেষ্ঠ জনের দ্বারা পুনরায় তাঁহাদিগকে আনয়ন করিয়া স্বর্গে দেবতাগণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। 'পাণিভিঃ'—এইরূপ পাঠে, অসুরগণের দ্বারা যে রমণীগণ নীত হইয়াছিল, এই অর্থ ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বান্ কামান্ দুদুহতুঃ প্রজানাং তস্য রোদসী।
সমাস্ত্রিনবসাহস্রীর্দিক্ষু চক্রমবর্ত্তয়ৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (ভরতস্য) রোদসী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) প্রজানাং সর্ব্বান্ কামান্ (অভিলাষান্) দুদুহতুঃ (পুরয়ামাসতুঃ) ত্রিনবসাহস্রীং সমাঃ (সপ্তবিংশতি সহস্রবৎসরান্ ব্যাপ্য) দিক্ষু চক্রং (সেনাম্ আজ্ঞাং বা অবর্ত্তয়ৎ প্রেষয়ামাস) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—স্বর্গ ও পৃথিবী ভরতের প্রজাবর্গের অভীষ্ট সম্পাদন করিতেন। সপ্তবিংশতি সহস্র বৎসর যাবৎ তিনি সর্ব্বদিকে আজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিনবসাহস্রীঃ সপ্তবিংশতিসহস্রং বৎসরান্ ব্যাপ্য চক্রং সেনাম্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রিনবসাহস্রীঃ সমাঃ'—সপ্তবিংশতি সহস্র (সাতাশ হাজার) বৎসর কাল তিনি পৃথিবীর সকল দিকে 'চক্রম্'—নিজ সৈন্য চালনা বা আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

স সম্রাড়্লোকপালাখ্যমৈশ্বর্য্যমধিরাট্শ্রিয়ম্।
চক্রঞ্চাস্খলিতং প্রাণান্ মৃষেত্যুপররাম হ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—স সম্রাড় (সার্ব্বভৌমঃ ভরতঃ) লোকপালাখ্যং ঐশ্বর্য্যম্ অধিরাট্ শ্রিয়ং (রাজ্যলক্ষ্মীম্) অস্খলিতং চক্রম্ (অপ্রতিহতাং সেনাম্ আজ্ঞাং বা) প্রাণান্ (প্রাণবৎ প্রিয়ান্ পুত্রাদীংশ্চ) মৃষা ইতি উপররাম হ (বিষয়ভোগেভ্যঃ বিরতোহভূৎ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—সম্রাট ভরত লোকপালাখ্য ঐশ্বর্য্য, রাজলক্ষ্মী, দুর্দ্ধর্ষ্য সৈন্য বা অপ্রতিহতা আজ্ঞা, প্রাণতুল্য প্রিয় পুত্রাদিকে মিথ্যা জানিয়া সেই সকল বিষয়ভোগ হইতে বিরত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—লোকপালেভ্যোপ্যা সম্যক্ খ্যাতির্যত্র তথাভূতমৈশ্বর্য্যং প্রাণাৎ বলহেতুকাৎ শৌর্য্যাৎ অস্খলিতং চক্রমাজ্ঞাঞ্চ মৃষা মিথ্যাভূতং বিচার্য্যেতি শেষঃ। উপররামেতি সর্ব্বং ত্যক্ত্বা বনং গত্বা ভক্ত্যা ভগবন্তমবাপেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লোকপালাখ্যম্ ঐশ্বর্য্যং'—লোকপালগণ অপেক্ষাও সমধিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐশ্বর্য্য, সাম্রাজ্য সম্পত্তি, এবং 'প্রাণাৎ অস্খলিতং চক্রং'—শৌর্য্যপ্রভাবে প্রচারিত অলঙ্ঘনীয় রাজাদেশ সমস্তই মিথ্যা মনে করিয়া মহারাজ ভরত 'উপররাম'—সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক ভক্তিতে শ্রীভগবান্কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ৩৩ ॥

তস্যাসন্ নৃপ বৈদর্ভ্যঃ পত্ন্যস্তিস্রঃ সুসম্মতাঃ।
জঘ্নুস্ত্যাগভয়াৎ পুত্রান্ নানুরূপা ইতীরিতে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! তস্য (রাজ্ঞঃ ভরতস্য) বৈদর্ভ্যঃ (বিদর্ভরাজপুত্র্যঃ) সুসম্মতাঃ (সম্ভাবিতাঃ) তিস্রঃ (পত্ন্যঃ) আসন্, (তাঃ পত্ন্যঃ) নানুরূপাঃ (এতে পুত্রা ন হি মৎসদৃশাঃ) ইতি ঈরিতে (সতি ব্যভিচারশঙ্কয়া অস্মান্ ত্যক্ষ্যতীতি ভয়াৎ) পুত্রান্ জঘ্নুঃ (পুনঃ পুনঃ পুত্রাণাং দর্শনে বৈসাদৃশ্যানুসন্ধানেন ত্যজেৎ, নান্যথা ইত্যাশয়েন হতবত্যঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! রাজা ভরতের বিদর্ভদেশীয় সুসম্মতা তিন জন পত্নী ছিল। তাহারা পুত্র প্রসব করিয়া পাছে রাজা সেই পুত্র দেখিয়া "এই পুত্র আমার অনুরূপ অর্থাৎ আমার ঔরসে জাত নহে" বলিয়া তাহাদিগকে ব্যভিচারিণী জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন সেই আশঙ্কায় পুত্রদিগকে মারিয়া ফেলিত ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—নানুরূপান্ মৎসদৃশা ইমে ইতি ভর্ত্রা ঈরিতে সতি ব্যভিচারশঙ্কয়া অস্মাংস্ত্যক্ষ্যতীতি ভয়াৎ পুত্রান্ জঘ্নুঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নানুরূপাঃ'—'এই পুত্রগণ আমার অনুরূপ নহে'—রাজা ভরত এইরূপ বলিলে, তাঁহার বিদর্ভদেশীয় তিনজন পত্নীই পশ্চাৎ রাজা ব্যভিচারাশঙ্কায় আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে জন্মের পর সকল সন্তানকেই মারিয়া ফেলিত ॥ ৩৪ ॥

তস্যৈবং বিতথে বংশে তদর্থং যজতঃ সুতম্।
মরুৎসোমেন মরুতো ভরদ্বাজমুপাদদুঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (ভরতস্য) বংশে এবং (পত্নীভিঃ পুত্রবিধানেন) বিতথে (ব্যর্থে সতি) তদর্থং (পুত্রার্থং)

মরুৎসোমেন (তদভিধেয়েন যাগেন) যজতঃ (যাগং কুর্ব্বতঃ তৎপ্রতি প্রসন্নাঃ সন্তঃ) মরুতঃ (দেবাঃ) ভরদ্বাজং সুতম্ (তন্নামকপুত্রম্) উপাদদুঃ (পুত্রত্বেন দত্তবন্তঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার ভরতের বংশ ব্যর্থ হওয়ায় মহারাজ ভরত পুত্রলাভার্থ মরুদ্‌যাগনামক এক যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে মরুদ্‌গণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ভরদ্বাজনামক পুত্র প্রদান করেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—তদর্থং বংশার্থং মরুৎ সোমেন যজ্ঞেন যজতঃ যজতে তস্মৈ মরুতো ভরদ্বাজং নাম পুত্রং উপাদদুর্নিকটমানীয় দদুঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিতথে বংশে'—এইরূপে তাঁহার বংশ ব্যর্থ হইলে, ভরত 'তদর্থং'—বংশ রক্ষার জন্য মরুৎসোম নামক যজ্ঞ করিলে মরুদ্‌গণ সন্তুষ্ট হইয়া ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে তাঁহার নিকট অর্পণ করেন ॥ ৩৫ ॥

অন্তর্বত্ন্যাং ভ্রাতৃপত্ন্যাং মৈথুনায় বৃহস্পতিঃ ।
প্রবৃত্তো বারিতো গর্ভং শপ্ত্বা বীর্য্যমুপাসৃজৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—বৃহস্পতি অন্তর্বত্ন্যাং (গর্ভিণ্যাং) ভ্রাতৃপত্ন্যাং (ভ্রাতুঃ উতথ্যস্য পত্ন্যাং মমতায়াং) মৈথুনায় প্রবৃত্তঃ বারিতঃ (তত্র দ্বিতীয়স্য গর্ভস্য অবকাশাভাবাৎ গর্ভস্থেন নিবারিতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) গর্ভং (গর্ভস্থং বালং) শপ্ত্বা বীর্য্যং (রেতং) উপাসৃজৎ (ন্যষিঞ্চৎ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—বৃহস্পতি ভ্রাতৃপত্নী গর্ভবতী মমতাতে মৈথুনে প্রবৃত্ত হইলে গর্ভস্থ সন্তান তাঁহাকে নিষেধ করেন। বৃহস্পতি তখন গর্ভস্থ বালককে "তুই অন্ধ হ"—বলিয়া শাপ প্রদান পূর্ব্বক বীর্য্য ত্যাগ করেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভরদ্বাজ এব ক ইত্যপেক্ষায়ামাহ অন্তর্ব্বত্ন্যামিত্যাদি ভ্রাতুরুতথ্যস্য পত্ন্যাং মমতায়াং তদা দ্বিতীয়গর্ভস্যাবকাশাভাবাদাক্রোশপূর্ব্বকং গর্ভস্থেন বারিতঃ। ততঃ ক্রুদ্ধো বৃহস্পতিরন্ধো ভবেতি তং গর্ভস্থং শপ্ত্বা বলাদ্বীর্য্যমাদধৌ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ভরদ্বাজ কে? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'অন্তর্বত্ন্যাম্' ইত্যাদি। 'ভ্রাতৃপত্ন্যাং'—ভ্রাতা উতথ্যের গর্ভবতী পত্নী মমতাতে, তৎকালে দ্বিতীয় গর্ভের অবকাশ না থাকায় আক্রোশপূর্ব্বক গর্ভস্থ সন্তান বারণ করিলে, বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া 'তুমি অন্ধ হও'—এরূপ গর্ভস্থ সন্তানকে শাপ দিয়া বলপূর্ব্বক বীর্য্য সেচন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তং ত্যক্তুকামাং মমতাং ভর্ত্তুস্ত্যাগবিশঙ্কিতাম্ ।
নামনির্ব্বাচনং তস্য শ্লোকমেনং সুরা জগুঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য ভর্ত্তুঃ (উতথ্যস্য) ত্যাগবিশঙ্কিতাং (ত্যাগভীতাং) তম্ (অন্যবীর্য্যজং সুতং) ত্যক্তু কামাং (ত্যক্তুমিচ্ছন্তীং) মমতাং (প্রতি) সুরাঃ (দেবাঃ) তস্য এনং (বৃহস্পতে মমতায়াশ্চ বিবাদরূপং) নামনির্ব্বাচনং শ্লোকং জগুঃ (উচুঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—স্বামী পাছে ব্যভিচারিণী বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন—এই ভয়ে ভীতা মমতা কুমারকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। তখন দেবতাগণ ঐ কুমারের নাম নির্ব্বাচনার্থ এই শ্লোকটী গান করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ততো বৃহস্পতেঃ শাপাদ্‌গর্ভস্থো দীর্ঘতমা অন্ধো বভূব। তেন চ তদ্বীর্য্যং পার্ষ্ণিপ্রহারেণ যোনের্বহির্নিঃসারিতং ভূমৌ পতিতং সদ্যঃ কুমারোঽভূৎ। তন্তু পরবীর্য্যজং ত্যক্তুকামাং ভর্ত্তুস্ত্যাগাদ্বিশঙ্কিতাং মমতাং প্রতি সুরা এনং বৃহস্পতের্ম্মমতায়াশ্চ সংবাদরূপং শ্লোকং জগুঃ। কীদৃশং ? তস্য সুতস্য নাম নিরুচ্যতে যেন তং ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ - তারপর বৃহস্পতির শাপবশতঃ গর্ভস্থ সন্তান দীর্ঘতমা অন্ধ হইয়াছিল। তিনিও ঐ বীর্য্য পায়ের গুল্‌ফদেশের অধোভাগের দ্বারা যোনির বাহির করিয়া দিলে, ঐ বীর্য্য ভূমিতে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ এক পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিল। মমতা পতি তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন এই ভয়ে 'তং ত্যক্তুকামাং'—বৃহস্পতির বীর্য্যজাত সেই সেই পুত্রকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, 'সুরাঃ এনং শ্লোকং জগুঃ'—দেবতাগণ বৃহস্পতি ও মমতার সংবাদরূপ একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ঐ শ্লোক কিরূপ ? তাহাতে বলিতেছেন—'তস্য নাম-

নির্ব্বচনং'—ঐ পুত্রের নামের অর্থ যাহাতে নিরূপিত হয়, তাদৃশ একটি শ্লোক ।। ৩৭ ।।

মূঢ়ে ভরদ্বাজমিমং ভরদ্বাজং বৃহস্পতে ।
যাতৌ যদুক্ত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম্ ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ—(বৃহস্পতিরাহ—মমতাং প্রতি) মূঢ়ে ! (মমতে !) ইমং দ্বাজং (একস্য ক্ষেত্রে অন্যস্য বীজাদ্ জাতং পুত্রং) ভর (পুষাণ, ন ভর্ত্তুঃ ত্যাগাশঙ্কাং কুরু) বৃহস্পতে ! (মমতায়াঃ বৃহস্পতিং প্রতি সম্বোধনং) দ্বাজং ভর (পুষাণ, ত্বমেবেতি শেষঃ) যৎ (যস্মাৎ) উক্ত্বা (কথয়িত্বা) পিতরৌ (মমতাবৃহস্পতী বিবদমানৌ পুত্রং পরিত্যজ্য) যাতৌ (গতবন্তৌ) ততঃ তু অয়ং (ভরদ্বাজঃ ভরদ্বাজসংজ্ঞো বভূব) ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—বৃহস্পতি মমতাকে বলিলেন,—রে মূঢ়ে, একের ক্ষেত্রজ অপরের বীর্য্যজ এই পুত্রকে পোষণ কর । এই কথা শুনিয়া মমতা বৃহস্পতিকে বলিলেন,—হে বৃহস্পতে ! তুমিও ইহাকে ভরণ কর, পরস্পর এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে ঐ পুত্র ভরদ্বাজনামে বিখ্যাত হইলেন ।। ৩৮ ।।

বিশ্বনাথ—পুত্রং ত্যক্ত্বা যান্তীং মমতাং বৃহস্পতিরাহ হে মূঢ়ে ইমং পুত্রং ভর পালয় । ভর্ত্তুর্ব্বিভেমীতি চেত্তত্রাহ দ্বাজং একস্য ক্ষেত্রে অন্যস্য বীজাদিত্যেবং দ্বাভ্যাং জাতং অতস্তস্যাপ্যয়ং পুত্র ইতি ন তস্মাত্ত্বয়া শঙ্কেত্যর্থঃ । মমতা প্রাহ হে বৃহস্পতে ত্বমিমং ভর যতো দ্বাজং দ্বাভ্যামাবাভ্যামন্যায়তো জাতং তত্রাপি ময্যকামায়াং তব বলাৎকারাৎ তবৈবায়ং পুত্রো ন মম বস্তুত ইত্যুক্ত্বা পিতরৌ মমতা-বৃহস্পতী যতো যাতৌ গতৌ ততো হেতুরয়ন্ত ভরদ্বাজ ইতি । যদ্দুঃখাদিতি পাঠে যস্য পুত্রস্য ত্যাগদুঃখাৎ পিতরৌ যাতৌ ।। ৩৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সন্তান ত্যাগ করিয়া মমতা গমন করিতে উদ্যতা হইলে বৃহস্পতি বলিলেন—হে মূঢ়ে ! 'ইমং ভর'—এই পুত্রকে পালন কর । 'স্বামী হইতে ভয় পাইতেছি', মমতা এরূপ বলিলে, বৃহস্পতি বলিলেন—'দ্বাজং', একের ক্ষেত্রে অন্যের বীজ হইতে (অর্থাৎ তোমার স্বামীর ক্ষেত্রে আমা হইতে) উৎপন্ন বলিয়া এই পুত্র উভয়েরই হয়, অতএব তোমারও এই পুত্র, ইহাতে স্বামী হইতে তোমার কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই, এই অর্থ । মমতা বলিলেন—হে বৃহস্পতে ! তুমিই ইহাকে 'ভর'—ভরণ অর্থাৎ পালন কর, যেহেতু 'দ্বাজং'—আমাদের দুইজন হইতে অন্যায়ভাবে উৎপন্ন এই পুত্র, তথাপি অকামা আমাতে তোমার বলাৎকারেই এই পুত্র জাত হইয়াছে, অতএব এই পুত্র তোমারই, বস্তুতঃ আমার নহে । এই বলিয়া পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া 'পিতরৌ' —মমতা ও বৃহস্পতি উভয়েই চলিয়া গেলেন । সেইহেতু এই পুত্র ভরদ্বাজ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন । 'যদ্দুঃখাৎ'—এইরূপ পাঠে, যে পুত্রের ত্যাগহেতু মাতাপিতা দুঃখিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, এই অর্থ ।। ৩৮ ।।

চোদ্যমানা সুরৈরেবং মত্বা বিতথমাত্মজম্ ।
ব্যসৃজন্মরুতোঽবিভ্রন্ দত্তোঽয়ং বিতথেঽন্বয়ে ।। ৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে পুরুবংশকীর্ত্তনং বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—সুরৈঃ (দেবৈঃ) এবং চোদ্যমানা (পুত্রং ভবেতি প্রের্য্যমাণাপি সা মমতা) তম্ আত্মজং বিতথং (ব্যভিচারসম্ভবম্ অতো নিরর্থকং) মত্বা ব্যসৃজৎ (ত্যত্যাজ, মরুতঃ (ইমং বালম্) অবিভ্রন্ (ততঃ) অন্বয়ে (ভরতস্য বংশে) বিতথে (ব্যর্থে উৎসন্নে সতি মরুদ্ভিঃ) অহং (ভরদ্বাজঃ) দত্তঃ (ভরতায় ইতি শেষঃ) ।। ৩৯ ।।

অনুবাদ—দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া মমতা ঐ পুত্রকে ব্যভিচারোৎপন্ন নিরর্থকবোধে পরিত্যাগ করেন । মরুদ্গণ ঐ বালক প্রতিপালন করেন এবং ভরতবংশ ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইলে তাঁহারা ঐ পুত্রটী রাজাকে প্রদান করেন ।। ৩৯ ।।

বিশ্বনাথ—সুরৈরেবং চোদ্যমানা হে মমতে ত্বং বৃহস্পতেরুপপতেরাজ্ঞাং পালয়েতি সোপহাসমুক্তা তমাত্মজং বিতথং ব্যর্থং মত্বা মমতা লজ্জয়া ব্যসৃজৎ তত্যাজ । আদিজমিতি পাঠে প্রথমজং বৃহস্পতিজাতমিত্যর্থঃ । এবং তয়া ত্যক্তং মরুতোঽ-

বিভ্রন্ অবিভরুঃ। ভূত্বা চ ভরতস্যান্বয়ে বিতথে সতি দত্তঃ ।। ৩৯ ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
নবমে বিংশতিতমঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুরৈঃ এবং চোদ্যমানা'—'হে মমতে! তুমি উপপতি বৃহস্পতির আজ্ঞা পালন কর'—দেবগণের এরূপ উপহাস বাক্যে, সেই পুত্রকে 'বিতথং'—ব্যর্থ মনে করিয়া মমতা লজ্জায় তাহাকে পরিত্যাগ করেন। 'আদিজং'—এই পাঠে প্রথমজ অর্থাৎ বৃহস্পতি হইতে উৎপন্ন পুত্রকে পরিত্যাগ করিলেন—এই অর্থ। ['আদিভবং'—এরূপ পাঠান্তরে প্রথমজ অর্থাৎ ভর্ত্তার বীর্য্য হইতে উৎপন্ন পুত্রকে মুখ্য পুত্র মনে করিয়া বৃহস্পতি হইতে জাত পুত্রকে মমতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ এরূপ বলেন।] এই প্রকারে মমতার পরিত্যক্ত পুত্রকে মরুদ্গণ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পরে ভরতের বংশ ব্যর্থ হয় দেখিয়া, তাঁহাকেই পুত্ররূপে অর্পণ করেন ।। ৩৯ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ২০ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৯।২০ ।।

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের বিংশাধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

বিতথস্য সুতান্মন্যোর্বৃহৎক্ষত্রো জয়স্ততঃ।
মহাবীর্য্যো নরো গর্গঃ সংকৃতিস্তু নরাত্মজঃ ।।১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

একবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে দুষ্মন্তপুত্র ভরতের বংশ-বিবরণ, রন্তিদেব অজমীঢ় প্রভৃতির কীর্ত্তি বিস্তৃত হইয়াছে।

ভরদ্বাজপুত্র মন্যুর বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর এবং গর্গ—এই পঞ্চপুত্র; তন্মধ্যে নরের পুত্র সংকৃতি হইতে গুরু ও রন্তিদেবের উৎপত্তি। রন্তিদেব সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিতেন বলিয়া যাবতীয় অর্থ-দ্বারা কায়মনোবাক্যে ভক্ত ভগবানের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এমন কি, তিনি তাঁহার আহার্য্য বস্তু পর্য্যন্ত অন্যকে প্রদান করিয়া স্বয়ং সপরিবারে অনাহারে দিনযাপন করিতেন। কোন সময় তিনি জল-মাত্র পান করিয়া ৪৮ দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ৪৮ দিন উপবাসের পর একদিন ঘৃত পায়সাদি ভোজ্যদ্রব্য যদৃচ্ছাক্রমে রন্তিদেব-সন্নিধানে উপস্থিত হইল। তিনি ভোজন করিতে যাইবেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রন্তিদেবের আর আহার করা হইল না, তিনি সমস্ত অন্ন অতিথিকে বিভাগ করিয়া দিলেন। ভোজনান্তে বিপ্র চলিয়া গেলে, রন্তিদেব বিভাগাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে যাইবেন, এমন সময় আর একজন শূদ্র অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকেও অবশিষ্ট অন্ন বিভাগ করিয়া দিলেন। ভোজনান্তে শূদ্র চলিয়া গেলে রন্তিদেব অবশিষ্ট অন্ন সপরিবারে ভোজন করিবেন মনস্থ করিয়াছেন, কিন্তু এবারেও তাঁহার ভোজন হইল না, পূর্ব্বের ন্যায় আর একজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সুতরাং তিনি অবশিষ্ট দ্রব্য অতিথিকে বিভাগ করিয়া দিলেন। এখন একটু পানীয় জল-মাত্র অবশিষ্ট, রন্তিদেব সেই জল পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিবেন স্থির করিলেন, কিন্তু তাহাও হইল না, এবারেও একজন পিপাসাতুর অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রন্তিদেব সেই অবশিষ্ট জলটুকু পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভগবান্

স্বয়ং তাঁহার ভক্তের সহিষ্ণুতা সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিবার জন্যই এই লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন ; অবশেষে ভক্ত রন্তিদেবকে স্বয়ংরূপ প্রদর্শন করাইয়া অন্তরঙ্গ-সেবায় অধিকার প্রদান করিলেন।

ক্ষত্রিয় গর্গের পুত্র শিনি হইতে গার্গ্যগণ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাবর্য্যসন্তান দুরিতক্ষয়ের ত্রয্যারুণি, কবি, পুষ্করারুণি এই তিন পুত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তিনাপুর-নির্ম্মাতা হস্তী। হস্তীপুত্র—অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ় হইতে প্রিয়মেধাদি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। অজমীঢ় হইতে বৃহদিষু, বৃহদ্ধনু, বৃহৎকায়, জয়দ্রথ, বিষদ, স্যেনজিৎ, শৌক্রপরম্পরায় জন্মগ্রহণ করেন। স্যেনজিৎ হইতে রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য, বৎস উৎপন্ন হন। রুচিরাশ্ব হইতে পার ও পৃথুসেন পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জন্মগ্রহণ করেন। পারের নীপ নামক অন্য পুত্র হইতে একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নীপপুত্র ব্রহ্মদত্ত, তাহা হইতে বিষ্বকসেন, উদক্সেন, ভল্লাট শৌক্র পারম্পর্য্যে উৎপন্ন হন। অনন্তর দ্বিমীঢ়ের বংশ—দ্বিমীঢ়পুত্র সবীনর হইতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে কৃতিমান্ সত্য, ধৃতি, দৃঢ়নেমি, সপার্শ্ব, সুমতি, সন্নতিমান্ কৃতী, উগ্রায়ুধ, ক্ষেম, সুধীর, রিপুঞ্জয়, বহুরথ জন্মগ্রহণ করেন। পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। অজমীঢ়ের নীপনামক সন্তান হইতে শান্তি, সুশান্তি, পুরুজ, অর্ক, ভর্ম্মাশ্ব শৌক্র-পারম্পর্য্যে উৎপন্ন হন। ভর্ম্মাশ্বের পঞ্চপুত্রের অন্যতম মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্যব্রাহ্মণকুলের উৎপত্তি। মুদ্গলের পুত্র দিবোদাস, কন্যা অহল্যা। অহল্যা হইতে গৌতম, শতানন্দের উৎপত্তি। শতানন্দপুত্র সত্যধৃতি-তনয় শরদ্বান্। তাঁহার পুত্র কৃপ ও কন্যা দ্রোণাচার্য্য-পত্নী কৃপী।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—বিতথস্য (ভরতস্য অন্বয়ে বিতথে সতি মরুদ্ভিঃ দত্তত্বাৎ স ভরদ্বাজ এব বিতথসংজ্ঞঃ তস্য ভরদ্বাজস্য) সুতাৎ মন্যোঃ (ভরদ্বাজস্য সুতঃ মন্যুঃ তস্মাৎ) বৃহৎক্ষত্রঃ জয়ঃ, ততঃ (তদনন্তরং) মহাবীর্য্যঃ নরঃ গর্গঃ (এতে পঞ্চ-পুত্রাঃ বভূবুঃ ইতি শেষঃ) নরাত্মজঃ তু (তেষাং মধ্যে নরস্য আত্মজঃ পুত্রঃ) সংকৃতিঃ (ভবতি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মরুদ্গণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় ভরদ্বাজ বিতথ-সংজ্ঞা লাভ করেন। এই বিতথের পুত্র মন্যু হইতে বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর, গর্গ—এই পঞ্চ পুত্রের জন্ম হয়। মন্যুর পঞ্চ পুত্রের অন্যতম নরের পুত্র সংকৃতি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

একবিংশে পুরুবংশ্যরন্তিদেব-কথোচ্যতে।
যস্য ত্বৌদার্য্যধৈর্য্যাভ্যাং ত্র্যধীশাস্তোষমাযয়ুঃ ॥০॥

বিতথো ভরদ্বাজঃ স চ ব্রাহ্মণোঽপি ভরতস্য পুত্রস্তস্মান্মন্যুঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একবিংশ অধ্যায়ে যাঁহার উদারতা ও ধৈর্য্যগুণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, সেই পুরুবংশীয় রন্তিদেবের কথা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'বিতথস্য'—মরুদ্গণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভরদ্বাজই বিতথ-সংজ্ঞা লাভ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও ভরতের পুত্র। সেই বিতথের পুত্র মন্যু ॥ ১ ॥

গুরুশ্চ রন্তিদেবশ্চ সংকৃতেঃ পাণ্ডুনন্দন।
রন্তিদেবস্য মহিমা ইহামুত্র চ গীয়তে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পাণ্ডুনন্দন ! (পরীক্ষিৎ !) সংকৃতেঃ গুরুঃ চ রন্তিদেবঃ (দ্বৌ সুতৌ বভূবতুঃ) রন্তিদেবস্য তু মহিমা (যশঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) অমুত্র চ (পরলোকে স্বর্গাদৌ চ) গীয়তে (কীর্ত্ত্যতে নরৈঃ দেবাদিভিশ্চেতি শেষঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডুবংশোদ্ভব মহারাজ পরীক্ষিৎ ! সংকৃতির পুত্র গুরু ও রন্তিদেব। রন্তিদেবের মহিমা ইহ ও পরলোকে নর ও দেবতাগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

বিয়দ্বিত্তস্য দদতো লব্ধং লব্ধং বুভুক্ষতঃ।
নিষ্কিঞ্চনস্য ধীরস্য সকুটুম্বস্য সীদতঃ ॥ ৩ ॥
ব্যতীয়ুরষ্টচত্বারিংশদহান্যপিবতঃ কিল।
ঘৃতপায়সসংযাবং তোয়ং প্রাতরুপস্থিতম্ ॥ ৪ ॥
কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তকুটুম্বস্য ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং জাতবেপথোঃ।
অতিথির্ব্রাহ্মণঃ কালে ভোক্তুকামস্য চাগমৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—বিয়দ্বিত্তস্য (বিয়তঃ গগনাদিব উদ্যমং

বিনৈব দৈবাদুপস্থিতং বিত্তং যস্য তস্য) বুভুক্ষতঃ (ভোক্তুমিচ্ছতোঽপি সতঃ) লব্ধং লব্ধং (প্রাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বং) দদতঃ (দানং কুর্ব্বতঃ) নিষ্কিঞ্চনস্য সকুটুম্বস্য (কুটুম্বসহিতস্য) সীদতঃ (ক্লিশ্যতঃ) কৃচ্ছ্র-প্রাপ্তকুটুম্বস্য (কৃচ্ছ্রং ক্লেশং প্রাপ্তঃ কুটুম্বঃ যস্য) ক্ষুৎ-তৃড়্ভ্যাং (বুভুক্ষা-তৃষ্ণাভ্যাং) জাতবেপথোঃ (জাতঃ উৎপন্নঃ বেপথুঃ কম্পঃ যস্য তথাভূতস্য) ধীরস্য (এবং ক্লেশকারণসত্ত্বেঽপি দুঃখমননুভবতঃ) অপিবতঃ (জলপানমপি অকুর্ব্বতঃ রন্তিদেবস্য) কিল (নিশ্চি-তম্) অষ্টচত্বারিংশৎ অহানি (দিবসাঃ) ব্যতীয়ুঃ (অতিক্রান্তানি বভূবুঃ)। প্রাতঃ (তদা প্রাতঃকালে যদৃচ্ছাক্রমেণ) ঘৃতপায়সসংযাবং তোয়ম্ উপস্থিতং (ভাগ্যবশাৎ কুতশ্চিৎ প্রাপ্তমিত্যর্থঃ) কালে (ভোজন-কালে উপস্থিতে সতি) ভোক্তুকামস্য (ভোক্তুমিচ্ছতঃ রন্তিদেবস্য তথা) অতিথিঃ ব্রাহ্মণঃ চ (ভগবান্ হরিঃ রন্তিদেবস্য ধৈর্য্যপরীক্ষার্থং পরিগৃহীতঃ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিঃ সন্) আগমৎ ॥ ৩-৫ ॥

অনুবাদ—রন্তিদেবের কোনপ্রকার বিষয় চেষ্টা ছিল না। দৈবক্রমে যাহা স্বয়ং উপস্থিত হইত তাহাই তিনি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন। আবার দৈবলব্ধ যাহা কিছু পাইতেন, তাহাও তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন না, সর্ব্বস্ব দান করিতেন, তাহাতে আত্মীয় পাল্যবর্গের সহিত অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্ত হইতেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাহাদের শরীর কম্পমান হইত, তথাপি তিনি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া জল পর্য্যন্ত পান করিতেন না। এক সময় এইরূপে তাঁহার অষ্টচত্বারিংশৎ দিবস গত হইল। একদিন প্রাতে যদৃচ্ছাক্রমে ঘৃত, পায়স, সংযাব এবং জল উপস্থিত হইল। ভোজন-কাল উপস্থিত হইলে রন্তিদেব ভোজন করিতে যাই-বেন এমন সময় এক অতিথি ব্রাহ্মণ আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন ॥ ৩-৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিয়তো গগনাদিব উদ্যমং বিনা দৈবাদুপস্থিতমেব বিত্তং ভোগ্যং যস্য, তত্রাপি লব্ধং দদতঃ বুভুক্ষমাণস্যাপি ॥ ৩-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিয়দ্বিত্তস্য'—উদ্যম ব্যতী-তই আকাশ হইতেই যেন দৈবক্রমে ভোগ্যবস্তু রন্তি-দেবের নিকট উপস্থিত হইত। 'লব্ধং দদতঃ'—সেই প্রাপ্ত বস্তুর সর্ব্বস্বই (সবটুকুই) দান করিতেন বলিয়া তিনি ক্ষুধার্ত্ত থাকিলেও নিষ্কাম ও ধীর পুরুষ ছিলেন ॥ ৩-৫ ॥

তস্মৈ সংব্যভজৎ সোঽন্নমাদৃত্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
হরিং সর্ব্বত্র সম্পশ্যন্ স ভুক্ত্বা প্রযযৌ দ্বিজঃ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—সঃ (রন্তিদেবঃ) আদৃত্য (তস্য আদরং কৃত্বা) শ্রদ্ধয়া অন্বিতঃ (শ্রদ্ধাযুক্তঃ) সর্ব্বত্র (সর্ব্ব-ভূতেষু) হরিং সংপশ্যন্ তস্মৈ (অতিথয়ে) অন্নং (ঘৃত-পায়স-সংযাবং) সংব্যভজৎ (বিভজ্য দদৌ) সঃ দ্বিজঃ (অতিথিশ্চ) ভুক্ত্বা প্রযযৌ (গতবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—রন্তিদেব সর্ব্বভূতে ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করিতেন। সুতরাং তিনি অতিথিকে সমাদর করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ঘৃত, পায়সাদি বিভাগ করিয়া দিলেন। অতিথিও অন্ন ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন ॥ ৬ ॥

অথান্যো ভোক্ষ্যমাণস্য বিভক্তস্য মহীপতেঃ।
বিভক্তং ব্যভজৎ তস্মৈ বৃষলায় হরিং স্মরন্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) বিভক্তস্য (কুটুম্বার্থং বিভক্তবতঃ) মহীপতেঃ (রন্তিদেবস্য) ভোক্ষ্যমাণস্য (ভোজনং করিষ্যতঃ সতঃ) অন্যঃ (কশ্চিৎ বৃষলঃ অতিথিঃ আগমদিতি শেষঃ) হরিং স্মরন্ বিভক্তং (কুটুম্বার্থং বিভক্তং ভোজ্যং) তস্মৈ (বৃষলায়) ব্যভজৎ (বিভজ্য দদৌ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তাহার পর রন্তিদেব বিভাগাবশিষ্ট অন্ন স্বজনগণ-মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া রাজা রন্তি-দেব স্বয়ং ভোজন করিতে যাইবেন এমন সময় অন্য একজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাহাতেও ভগবৎ সম্বন্ধ দৃষ্টি করিয়া সেই বিভাগা-বশিষ্ট অন্নও ত্যাগ করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বিভক্তস্য বিভক্তবতো মহীপতেরন্যো-ঽতিথিরাগতঃ। ততশ্চ কুটুম্বাদ্যর্থং বিভক্তমেবান্নং তস্মৈ ব্যভজৎ বিভজ্য দদৌ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিভক্তস্য'—ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া চলিয়া গেলে অবশিষ্ট অন্ন পরিবারের জন্য ভাগ করিয়া দিয়া রন্তিদেব স্বয়ং কিঞ্চিৎ ভোজন করিতে যাইবেন, এমন সময় এক শূদ্র অতিথিরূপে

উপস্থিত হইল। তারপর কুটুম্বাদির জন্য বিভক্ত অন্ন তাহাকেও ভাগ করিয়া দিলেন ॥ ৭ ॥

যাতে শূদ্রে তমন্যোঽগাদতিথিঃ শ্বভিরাবৃতঃ।
রাজন্ মে দীয়তামন্নং সগণায় বুভুক্ষতে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) শূদ্রে যাতে (গতে সতি) অন্যঃ (কশ্চিৎ) অতিথিঃ শ্বভিঃ (কুক্কুরৈঃ) আবৃতঃ (বেষ্টিতঃ সন্) অগাৎ (আগমৎ, আগত্য চ আহ—) রাজন্! (হে রন্তিদেব!) সগণায় (শ্বযূথসহিতায়) বুভুক্ষতে (ভোক্তুমিচ্ছতে) মে (মহ্যম্) অন্নং দীয়তাম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শূদ্র ভোজনান্তে গমন করিলে (আবার) অন্য একজন অতিথি কুকুর-পরিবেষ্টিত হইয়া আগমন করিল এবং বলিল—"হে রাজন্! আমি ও এই কুকুরগণ ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর, কিছু আহার্য্য প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

স আদৃত্যাবশিষ্টং যদ্বহুমানপুরস্কৃতম্।
তচ্চ দত্ত্বা নমশ্চক্রে শ্বভ্যঃ শ্বপতয়ে বিভুঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—সঃ বিভুঃ (রন্তিদেবঃ) আদৃত্য (তেষাম্ আদরং কৃত্বা) যৎ অবশিষ্টং (ব্রাহ্মণাদ্যতিথিভুক্তাবশিষ্টং) তৎ চ (অন্নং) বহুমানপুরস্কৃতং (বহুসম্মানপূর্ব্বকং) শ্বভ্যঃ শ্বপতয়ে (চণ্ডালায় অতিথয়ে) দত্ত্বা (প্রদায়) নমশ্চক্রে (প্রণনাম) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—রন্তিদেব আদর করিয়া অবশিষ্ট অন্ন কুক্কুর ও কুক্কুর-স্বামী অতিথিকে বহু সম্মানপূর্ব্বক প্রদান করিয়া নমস্কার করিলেন ॥ ৯ ॥

পানীয়মাত্রমুচ্ছেষং তচ্চৈকপরিতর্পণম্।
পাস্যতঃ পুক্কশোঽভ্যাগাদপো দেহ্যশুভায় মে ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(তদা) পানীয়মাত্রং (জলমাত্রম্) উচ্ছেষম্ (উর্ব্বরিতং) তৎ চ (পানীয়ং) একপরিতর্পণম্ (একস্য পুরুষস্য তৃপ্তিজননযোগ্যম্ আসীদিত্যর্থঃ তৎ জলং) পাস্যতঃ (পানং করিষ্যতঃ রন্তিদেবস্য) পুক্কশঃ (একশ্চণ্ডালঃ) অভ্যগাৎ (সমীপমাগচ্ছৎ, আগত্য আহ—) অশুভায় (হীনায়) মে (মহ্যম্) অপঃ (পানীয়জলং) দেহি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পানীয় জলমাত্র অবশিষ্ট রহিল, তাহাও একজনের মাত্র পানীয় হইতে পারে। সেই জলটুকু পান করিতে যাইবেন এমন সময় এক চণ্ডাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কহিল—"হে রাজন্! আমি অতিশয় দীন আমাকে কিছু পানীয় জল প্রদান করুন ॥ ১০ ॥

তস্য তাং করুণাং বাচং নিশম্য বিপুলশ্রমাম্।
কৃপয়া ভৃশসন্তপ্ত ইদমাহামৃতং বচঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (চণ্ডালস্য) করুণাং (দৈন্যযুক্তাং) বিপুলশ্রমাং (জ্ঞাতঃ বিপুলশ্রমঃ যস্যাঃ তাং) তাং বাচং নিশম্য (শ্রুত্বা) ভৃশসন্তপ্তঃ (ভৃশম্ অতিশয়ং যথা স্যাত্তথা সন্তপ্তঃ রন্তিদেবঃ) কৃপয়া ইদম্ অমৃতং (তত্তুল্যমধুরং) বচঃ আহ (উবাচ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেই চণ্ডালের এইরূপ বিপুল শ্রমের বিবরণ ও দৈন্যযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ রন্তিদেব অতীব সন্তপ্ত হইলেন এবং কৃপাপূর্ব্বক অমৃততুল্য মধুবৎ এই বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥১১॥

বিশ্বনাথ—উচ্ছেষমুর্ব্বরিতম্ একমেব তৃপ্তীকরোতি ন তু দ্বাবিতি স্বার্থং বিভাগানর্হমিতি ভাবঃ। অমৃতং বচ ইতি তস্য বচোঽপি যেন সশ্রদ্ধং কর্ণাভ্যাং পীয়তে, সোঽপি ন ম্রিয়তে, তেন দেহেনৈব সিদ্ধ্যতি কিং পুনস্তৎকর্ম্মানুতিষ্ঠেয়ুরিতি ভাবঃ ॥ ১০-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উচ্ছেষম্'—যে পানীয় জল অবশিষ্ট ছিল, তাহা এক জনের মাত্র তৃপ্তির যোগ্য হইতে পারে, কিন্তু দুই জনকে তৃপ্ত করিতে পারে না, অর্থাৎ নিজের জন্য কোন ভাগ করা যায় না—এই অর্থ। সেই জলটুকুই রন্তিদেব পান করিতে উদ্যত হইলে এক চণ্ডাল আসিয়া তাহা প্রার্থনা করিল। সেই চণ্ডালের অতিকষ্টে উচ্চারিত করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রন্তিদেব 'অমৃতং বচঃ'—অমৃততুল্য মধুর বাক্য উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার বাক্যই এরূপ অমৃতময় যে যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কর্ণের দ্বারাও উহা পান করিবেন (শুনিবেন), তিনি মৃত না হইয়া সেই দেহেই সিদ্ধিলাভ করিবেন, তাহাতে আবার সেই

কর্ম্মের যিনি অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহার কথা অধিক কি বক্তব্য ?—এই ভাব ॥ ১০-১১ ॥

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা-
মষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা-
মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অহম্ ঈশ্বরাৎ (ভগবতঃ) অষ্টর্দ্ধি-যুক্তাং (অণিমাদ্যষ্টসমৃদ্ধিযুক্তাং) পরাং (শ্রেষ্ঠাং) গতিং (পরিণতিম্) অপুনর্ভবং বা (মোক্ষং বা) ন কাময়ে (ন ইচ্ছামি কিন্তু) অখিলদেহভাজাং (সর্ব্ব প্রাণিনাম্) অন্তঃস্থিতঃ (অন্তঃকরণে দুঃখ-ভোক্তৃ-রূপেণ অবস্থিতঃ সন্) আর্ত্তিং (তেষাং দুঃখং) প্রপদ্যে (প্রাপ্নুয়াম্ ইত্যেবং কাময়ে) যেন (তদ্ দুঃখভোক্ত্রা ময়া হেতুভূতেন) অদুঃখাঃ (তে দুঃখরহিতাঃ) ভবন্তি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আমি ভগবানের নিকট অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি-সমন্বিত পরাগতি বা অপুনর্ভব অর্থাৎ মোক্ষ প্রার্থনা করি না, কিন্তু যেন সর্ব্বজীবের অন্তঃ-স্থিত হইয়া তাহাদের দুঃখ প্রাপ্ত হই, তদ্দ্বারা যেন অন্য জীব দুঃখরহিত হয় ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তঃস্থিতঃ সন্ আর্ত্তিং প্রপদ্যে তৈর্ভোক্তব্যং দুঃখমহমেব ভুঞ্জীয় সর্ব্বজীবানামপি সমুদিতং দুঃখমহমেক এব ভোক্তুমলমিতি তৎ স্বদুঃখং সহ্যং পরদুঃখদর্শনন্ত্বসহ্যমিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তঃস্থিতঃ'—রন্তিদেব বলি-লেন, আমি জগতের সকল প্রাণীর অন্তরে থাকিয়া তাহাদের সকল প্রকার দুঃখ স্বয়ং ভোগ করিতে ইচ্ছা করি, যাহাতে তাহারা সকলে দুঃখশূন্য হয়। তাহাদের ভোক্তব্য দুঃখ আমিই যেন ভোগ করি, অর্থাৎ সর্ব্বজীবের সমুদিত দুঃখরাশি আমি একাকীই যেন ভোগ করিতে সমর্থ হই। ইহার দ্বারা তাঁহার নিকট নিজদুঃখ সহনীয়, কিন্তু অপরের দুঃখদর্শন অসহ্য (ছিল)—এই ভাব ॥ ১২ ॥

ক্ষুত্তৃট্শ্রমো গাত্রপরিভ্রমশ্চ
দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ।
সর্ব্বে নিবৃত্তাঃ কৃপণস্য জন্তো-
র্জিজীবিষোর্জীবজলার্পণান্মে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—কৃপণস্য (দীনস্য) জিজীবিষোঃ (জীবিতুমিচ্ছোঃ) জন্তোঃ (চণ্ডালস্য) জীবজলার্পণাৎ (জীবনহেতোঃ জলস্য অর্পণেন) মে (মম) ক্ষুত্তৃট্শ্রমঃ (ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া চ জনিতঃ শ্রমঃ ক্লেশঃ) গাত্রপরিভ্রমঃ চ (ভোজনাভাবজনিতঃ শরীরবেপথুশ্চ) দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ (এতে) সর্ব্বে (ক্লেশাঃ) নিবৃত্তাঃ (অপগতাঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—জীবনধারণেচ্ছু দীন চণ্ডালের জীব-নের নিমিত্ত জলদানের দ্বারা আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শ্রমজনিত ক্লেশ ও গাত্রঘূর্ণন, কাতরতা, ক্লান্তি, শোক, বিষাদ, মোহ সকলই অপগত হইল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বিতি পিপাসার্ত্তোঽসি কিঞ্চিদব-শিষ্টং জলং স্বয়ঞ্চ পিবেত্যত আহ ক্ষুত্তৃড়িতি। কৃপণস্যাস্য জন্তোর্জীবনহেতোর্জলস্যার্পণান্মম ক্ষুত্তৃড়া-দয়ো নিবৃত্তা এব ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তুমি পিপাসার্ত্ত হইয়াছ, কিছু অবশিষ্ট জল নিজেও পান কর, তাহাতে বলিতেছেন—'ক্ষুত্তৃট্শ্রমঃ' ইত্যাদি। এই জীবনাভিলাষী দীন জনের 'জীবজলার্পণাৎ'—জীবন রক্ষার উপযোগী জলদান করার ইচ্ছাতেই আমার সমস্ত ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দূরীভূত হইয়াছে। (এই বলিয়া তিনি সেই চণ্ডালকে নিজের পানীয় জল প্রদান করিয়াছিলেন।) ॥ ১৩ ॥

ইতি প্রভাষ্য পানীয়ং ম্রিয়মাণঃ পিপাসয়া।
পুক্কশায়াদদাদ্ধীরো নিসর্গকরুণো নৃপঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (এবং) প্রভাষ্য (কথয়িত্বা) পিপাসয়া (জলপানেচ্ছয়া) ম্রিয়মাণঃ (মৃতপ্রায়োঽপি) নিসর্গকরুণঃ (স্বাভাবিককৃপাবান্) ধীরঃ (ধৈর্য্য-যুক্তঃ) নৃপঃ (রন্তিদেবঃ) পুক্কশায় পানীয়ম্ অদাৎ ॥ ১৪ ।

অনুবাদ—এই বলিয়া জলপিপাসায় অত্যন্ত ম্রিয়-মাণ হইয়াও স্বভাবতঃ কৃপালু, ধৈর্য্যশালী রাজা রন্তি-দেব সেই পুক্কশকে পানীয় জল প্রদান করিলেন ॥ ১৪

তস্য ত্রিভুবনাধীশাঃ ফলদাঃ ফলমিচ্ছতাম্।
আত্মানং দর্শয়াঞ্চক্রুর্ম্মায়া বিষ্ণুবিনির্ম্মিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রিভুবনাধীশাঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) বিষ্ণু-বিনির্ম্মিতাঃ মায়াঃ (তস্য ধৈর্য্যপরীক্ষার্থং মায়য়া বৃষলাদিরূপেণ প্রতীতাঃ সন্তঃ) তস্য (রন্তিদেবস্য সম্মুখে) আত্মানং দর্শয়াঞ্চক্রুঃ (প্রকাশয়ামাসুঃ) ॥১৫

অনুবাদ—ফলাকাঙ্ক্ষিদিগের ফল-প্রদাতা ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গ বিষ্ণুবিনির্ম্মিতা মায়া দ্বারা বৃষলাদিরূপে আগমন পূর্ব্বক রন্তিদেবকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিভুবনাধীশা বিষ্ণু-ব্রহ্ম-রুদ্রাঃ তস্য ধৈর্য্যপরীক্ষার্থং প্রথমং মায়াঃ ব্রাহ্মণবৃষলাশ্বপতীন্ ততঃ আত্মানং স্বস্বরূপঞ্চ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রিভুবনাধীশাঃ'—ত্রিভুবনের অধিপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রই রন্তিদেবের ধৈর্য্য পরীক্ষার জন্য প্রথমতঃ মায়াবলে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডালাদি রূপে উপস্থিত হইয়া, পরে তাঁহাকে নিজ নিজ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

———

স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—নিঃসঙ্গঃ (আসক্তিশূন্যঃ) বিগতস্পৃহঃ (আকাঙ্ক্ষাবিহীনশ্চ) সঃ বৈ (রন্তিদেবঃ) তেভ্যঃ (ব্রহ্মাদিভ্যঃ) নমস্কৃত্য পরং (কেবলং) ভগবতি বাসুদেবে ভক্ত্যা মনঃ চক্রে (নিহিতবান্ ন তু তান্ কিমপি যাচিতবান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—আসক্তিরহিত ও বিষয়ভোগস্পৃহাশূন্য হইয়া রন্তিদেব ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গকে নমস্কার করিয়া কেবলমাত্র ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিসহকারে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—মনঃ পরং শ্রেষ্ঠং ভগবদ্রূপ-গুণাদি-ধ্যায়িত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনঃ পরং'—রন্তিদেব শ্রীভগবানের রূপ, গুণাদি ধ্যান করিতেন বলিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ মন একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবেই সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

———

ঈশ্বরালম্বনং চিত্তং কুর্ব্বতোঽনন্যরাধসঃ।
মায়া গুণময়ী রাজন্ স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! (পরীক্ষিৎ !) অনন্যরাধসঃ (ঈশ্বরাতিরিক্ত-ফলান্তরানপেক্ষস্য) ঈশ্বরালম্বনং (নিরন্তরং ভগবদেকনিষ্ঠং) চিত্তং কুর্ব্বতঃ (তস্য রন্তিদেবস্য) গুণময়ী (ত্রিগুণাত্মিকা) মায়া স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত (আত্মন্যেব লীনা বভূব) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। রন্তিদেব ভগবদ্ ভিন্ন অন্যফলাপেক্ষা শূন্য হইয়া চিত্তকে ভগবন্নিষ্ঠ করিয়াছিলেন সুতরাং গুণময়ী মায়া তাঁহার নিকট স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইত ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবাহ ঈশ্বরেতি। অনন্যরাধসঃ অন্যদেবাদ্যারাধনশূন্যস্য স্বপ্নবৎ স্বপ্নে যথা স্বতএব লীয়তে তথৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাই বলিতেছেন—'ঈশ্বরালম্বনং' ইত্যাদি অন্য দেবতাদির আরাধনাশূন্য রন্তিদেব স্বীয় মনকে ঈশ্বরের চিন্তায় নিযুক্ত করিলে, 'স্বপ্নবৎ'—স্বপ্ন যেমন স্বতঃই লয়প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার ত্রিগুণাত্মিকা মায়া তাঁহার নিকট হইতে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

———

তৎপ্রসঙ্গানুভাবেন রন্তিদেবানুবর্ত্তিনঃ।
অভবন্ যোগিনঃ সর্ব্বে নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—রন্তিদেবানুবর্ত্তিনঃ (রন্তিদেবম্ অনুবর্ত্তন্তে যে তে রন্তিদেবানুগতাঃ জনাঃ) তৎপ্রসঙ্গানুভাবেন (তস্য রন্তিদেবস্য যঃ প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ তস্য অনুভাবেন প্রভাবেণ শক্ত্যা) সর্ব্বে নারায়ণপরাঃ (ভগবৎপরায়ণাঃ) যোগিনঃ (ভক্তিযোগযুক্তাঃ) অভবন্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—রন্তিদেবের অনুগত জন সকলে তাঁহার (রন্তিদেবের) কৃপাশক্তি প্রভাবে ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ যোগী হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

———

গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ ব্রহ্ম হ্যবর্ত্তত।
দুরিতক্ষয়ো মহাবীর্য্যাৎ তস্য ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ ॥১৯
পুষ্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ।
বৃহৎক্ষত্রস্য পুত্রোঽভূদ্ধস্তী যদ্ধস্তিনাপুরম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—গর্গাৎ শিনিঃ (অভবৎ), ততঃ (শিনিতঃ) গার্গ্যঃ (অভবৎ), ক্ষত্রাৎ (বৃহৎক্ষত্রাৎ) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণকুলং) অবর্ত্তত (অজায়ত). মহাবীর্য্যাৎ দুরিতক্ষয়ঃ (অভবৎ), তস্য ত্রয্যারুনিঃ, কবিঃ পুষ্করারুনিঃ (পুত্রাঃ অভবন্), যে (পুত্রাঃ) অত্র (ক্ষত্রিয়বংশে জাতঃ অপি) ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ (প্রাপ্তাঃ), বৃহৎক্ষত্রস্য পুত্রঃ হস্তী অভূৎ, যৎ (যেন) হস্তিনাপুরং (কৃতমিত্যর্থঃ) ॥ ১৯-২০ ॥

অনুবাদ—গর্গ হইতে শিনি এবং শিনি হইতে গার্গ্য জন্মগ্রহণ করেন। বৃহৎক্ষত্র (ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব হইলেও) হইতে ব্রাহ্মণবংশের উদ্ভব হইয়াছে। মহাবীর্য্য হইতে দুরিতক্ষয়ের উৎপত্তি, দুরতিক্ষয়ের ত্রয্যারুনি, কবি ও পুষ্করারুনি। এই ক্ষত্রিয়বংশে যে সকল পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণগতি লাভ করিয়াছিলেন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী ইনি হস্তিনাপুর নামক স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ১৯-২০ ॥

বিশ্বনাথ—নরস্য বংশমুক্ত্বা তদ্ভ্রাতৃ্ণাং গর্গাদীনাং বংশমাহ গর্গ্যাদিতি ॥ ১৯-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মনুতনয় নরের বংশ বলিয়া তাঁহার ভ্রাতা গর্গাদির বংশ বলিতেছেন—'গর্গাৎ শিনিঃ', অর্থাৎ গর্গ হইতে শিনির জন্ম হয়, ইত্যাদি ॥ ১৯-২০ ॥

———

অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়শ্চ হস্তিনঃ।
অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ স্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—হস্তিনঃ, অজমীঢ়ঃ দ্বিমীঢ়ঃ পুরুমীঢ়ঃ চ (এতে ত্রয়ঃ পুত্রাঃ অভবন্) অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ প্রিয়মেধাদয়ঃ দ্বিজাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) স্যুঃ (ভবন্তি) ॥২১

অনুবাদ—হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় এবং পুরুমীঢ়—এই তিন পুত্র। অজমীঢ়ের বংশ প্রিয়মেধ প্রভৃতি, ইঁহারা সকলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

———

অজমীঢ়াদ্ বৃহদিষুস্তস্য পুত্রো বৃহদ্ধনুঃ।
বৃহৎকায়স্ততস্তস্য পুত্র আসীজ্জয়দ্রথঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অজমীঢ়াৎ বৃহদিষুঃ (অভবৎ), তস্য (বৃহদিষোঃ) পুত্রঃ বৃহদ্ধনুঃ (অভবৎ), ততঃ (বৃহদ্ধনোঃ) বৃহৎকায়ঃ (জাতঃ), তস্য (বৃহৎকায়স্য) পুত্রঃ জয়দ্রথঃ আসীৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অজমীঢ় হইতে বৃহদিষু জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদিষুর পুত্র বৃহদ্ধনু, বৃহদ্ধনু হইতে বৃহৎকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র জয়দ্রথ ॥ ২২ ॥

———

তৎসুতো বিশদস্তস্য স্যেনজিৎ সমজায়ত।
রুচিরাশ্বো দৃঢ়হনুঃ কাশ্যো বৎসশ্চ তৎসুতঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—তৎসুতঃ (তস্য জয়দ্রথস্য সুতঃ) বিশদঃ, তস্য (বিশদস্য) স্যেনজিৎ (পুত্রঃ) সমজায়ত (অভবৎ), তৎসুতঃ (তস্য স্যেনজিতঃ সুতঃ) রুচিরাশ্বঃ, দৃঢ়হনুঃ, কাশ্যঃ, বৎসঃ (এতে চত্বারঃ ভবন্তি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—জয়দ্রথের পুত্র বিশদ, তৎপুত্র স্যেনজিৎ, স্যেনজিতের রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস—এই চারি পুত্র ॥ ২৩ ॥

———

রুচিরাশ্বসুতঃ পারঃ পৃথুসেনস্তদাত্মজঃ।
পারস্য তনয়ো নীপস্তস্য পুত্রশতং ত্বভূৎ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—রুচিরাশ্বসুতঃ (রুচিরাশ্বস্য সুতঃ) পারঃ, তদাত্মজঃ (তস্য পারস্য আত্মজঃ পুত্রঃ) পৃথুসেনঃ, পারস্য তস্যৈব তনয়ঃ (দ্বিতীয়ঃ পুত্রঃ) নীপঃ, তস্য তু (নীপস্য) পুত্রশতম্ অভূৎ (অজায়ত) ॥২৪

অনুবাদ—রুচিরাশ্বের পুত্র পার, তৎপুত্র পৃথুসেন ও নীপ। নীপের একশত পুত্র হইয়াছিল ॥২৪

———

স কৃত্ব্যাং শুককন্যায়াং ব্রহ্মদত্তমজীজনৎ।
যোগী স গবি ভার্য্যায়াং বিষ্বক্সেনমধাৎ সুতম্ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (নীপ এব) শুককন্যায়াং (শুকস্য কন্যায়াং) কৃত্ব্যাং (কৃতীসংজ্ঞায়াং) ব্রহ্মদত্তং (পুত্রম্) অজীজনৎ (উৎপাদয়ামাস), যোগী সঃ (ব্রহ্মদত্তঃ) গবি (বাচি সরস্বত্যাং) ভার্য্যায়াং বিষ্বক্সেনং সুতম্ অধাৎ (অজীজনৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই নীপই শুককন্যা কৃত্বীর গর্ভে

ব্রহ্মদত্ত নামক পুত্র উৎপন্ন করেন। যোগী সেই ব্রহ্মদত্ত সরস্বতী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে বিশ্বক্‌সেন নামে এক সন্তান উৎপন্ন করেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—স এব নীপঃ পুনরপি কৃত্বীসংজ্ঞায়াং শুককন্যায়াং, শুকোঽয়ং ব্যাসাদরণ্যাঃ সংভূতোঽন্য এব। তদুক্তং হরিবংশাদিষু "পরাশরকুলোৎপন্নং শুকো নাম মহাযশাঃ ব্যাসাদরণ্যাং সংভূতো বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্। স তস্যাং পিতৃকন্যায়াং বীরিণ্যাং জনয়িষ্যতি। কৃষ্ণং গৌরং প্রভুং শম্ভুং তথা ভূরিশ্রুতং জয়ম্। কন্যাং কীর্ত্তিমতীং ষষ্ঠীং যোগিনীং যোগমাতরম্। ব্রহ্মদত্তস্য জননীং মহিষীমনুহস্য চ" ইতি। শ্রীভাগবতবক্তা শুকস্তু ব্যাসস্য প্রথমঃ পুত্রোঽরণিসংভূতাদন্যঃ। যদুক্তং—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, প্রাপ্তে কলিযুগে ব্যাসশ্চক্রে যো জগতঃ কৃতেঃ। মহাভারতমিত্যাদ্যনন্তরং ব্রহ্মচর্য্যপরিভ্রংশে মাতৃবাক্যাদুপস্থিতে। স্বয়ং পিতৃঋণী নালং দ্বিপবৎ সোঢ়ুমক্ষমঃ। বিচিন্ত্যমনসা চক্রে ভার্য্যাং জাবালিকন্যকাম্। বীটিকাখ্যাং দদৌ তস্মৈ সোঽপি বৈখানসাশ্রমী। ততশ্চ ব্যাসস্তয়া সহ বহুকালং তপস্তেপে, তদন্তে তস্যাং বীর্য্যমাধত্ত। সা চ গর্ভবতী একাদশসু বর্ষেষু ব্যতীতেষ্বপি ন প্রসূতে স্ম। অথ দ্বাদশে বর্ষে ব্যাসঃ কদাচিদ্‌গর্ভস্থং পুত্রমাহ—ভোঃ পুত্র! কিং স্বমাতরং পীড়য়সি? গর্ভান্নিঃসরেতি স চাহ—গর্ভান্নিঃসৃতং মায়া মামভিভবিষ্যতি, তস্মাদত্রৈব ভগবন্তং ধ্যাপয়ামীতি। ব্যাস আহ—মায়া ন ত্বামভিভবিষ্যতীতি মদ্বচনমেব প্রমাণীকৃত্য গর্ভান্নিঃসর, স্বমুখং মাং দর্শয়, মৎপত্নীং মা পীড়য়েতি। স আহ—পত্নী-পুত্রাদ্যাসক্তত্বেন ত্বামপি মায়াভিভূতং জানাম্যতস্তদ্বচনং ন প্রমাণীকরোমি। ব্যাস আহ—তর্হি কস্য বাক্যং প্রমাণীকুরুষে। স আহ—যস্য মায়েতি। ব্যাস আহ—তর্হি তমত্রৈবানয়ামীত্যুক্ত্বা দ্বারকাং গত্বা নিবেদিতসর্ব্ববৃত্তান্তং ভগবন্তং স্বপর্ণশালাভ্যন্তরমানীয় ব্যাসঃ পুনরাহ—ভোঃ পুত্র! আয়াতোঽয়ং ভগবানিতি। ততঃ স আহ—ত্বং ব্রূহি, মাধব! জগন্নিগড়োপমা সা মায়াখিলস্য ন বিলঙ্ঘ্যতমা ত্বদীয়া। বধ্নাতি মাং ন যদি গর্ভমিমং বিহায় যাস্যামি, সংপ্রতি বহিঃ প্রতিভূস্ত্বমত্রেতি ভগবানাহ—মন্মায়য়া ন ভবিতা তব সংপ্রয়োগো, গন্তাসি মোক্ষমধুনৈব মম প্রসাদাদিতি। অতো গর্ভান্নিসৃত্য প্রণম্য বহুস্তবানং তং দৃষ্ট্বা ভগবানাহ—ব্যাস! ত্বদীয়তনয়ঃ শুকবন্মনোজ্ঞং ব্রূতে বচো ভবতু তচ্ছুক এব নাম্নেতি। ব্যাসমামন্ত্র্য রথমারুহ্য দ্বারকাং প্রতস্থে; শুকোঽপি প্রবব্রাজ ব্যাসস্তমনুমজগামেতি। শ্রীস্বামিচরণাস্তু অরণীসম্ভূতঃ শুকঃ এব বিরহাতুরং পিতরমনুব্রজন্তমালক্ষ্য ছায়াশুকং নির্ম্মায় প্রবব্রাজ, ছায়াশুকস্যৈব গার্হস্থ্যব্যবহার ইত্যাহুঃ। স ব্রহ্মদত্তো গবি সরস্বত্যাম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স কৃত্ব্যাং'—এই নীপই পুনরায় (প্রৌঢ়াবস্থায়) শুককন্যা কৃত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। এই শুক ব্যাস হইতে অরণির গর্ভজাত। শ্রীহরিবংশে উক্ত হইয়াছে—'পরাশর-কুলোৎপন্ন" ইত্যাদি, অর্থাৎ পরাশর-বংশোৎপন্ন মহাযশস্বী শুক ব্যাস হইতে অরণিতে উৎপন্ন হইয়া ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইতেছিলেন। তিনি পিতৃকন্যা বীরিণীতে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, শম্ভু, ভূরিশ্রুত, জয় নামক পুত্র এবং কন্যা কীর্ত্তিমতী, ষষ্ঠী, যোগিনী, যোগমাতা, অনুহের মহিষী ও ব্রহ্মদত্তের জননীকে উৎপন্ন করিবেন ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা শ্রীল শুকদেব কিন্তু ব্যাসের প্রথম পুত্র, তিনি অরণি-সম্ভূত হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। যেমন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"প্রাপ্তে কলিযুগে" ইত্যাদি, কলিযুগ উপস্থিত হইলে ব্যাস জগতের উপকারার্থে মহাভারত রচনা করেন। অনন্তর মাতৃবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য পরিভ্রংশ হইলে, নিজেকে পিতৃঋণী মনে করিয়া জাবালী-কন্যা বীটিকাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। বানপ্রস্থাশ্রমে তাঁহার সহিত বহুকাল তপস্যা আচরণ করিয়া পরে তাঁহাতে বীর্য্যাধান করেন। তিনি গর্ভবতী হইয়া একাদশ বর্ষ অতীত হইলেও প্রসব করিলেন না। অনন্তর দ্বাদশ বর্ষে এক সময় ব্যাস গর্ভস্থ পুত্রকে বলিলেন—'হে পুত্র! কেন তুমি নিজ মাতাকে পীড়া দিতেছ? গর্ভ হইতে বাহির হও'। তিনি বলিলেন—'গর্ভ হইতে বাহির হইলে মায়া আমাকে আক্রমণ করিবে, অতএব এখানেই ভগবানের ধ্যান করিতেছি।' ব্যাস বলিলেন—'মায়া তোমাকে পরাভূত করিবে না, আমার বাক্য প্রমাণ জানিয়া তুমি গর্ভ হইতে নির্গত হও, নিজমুখ দর্শন করাও, আমার পত্নীকে পীড়ন করিও না।'

স আহ— 'পত্নীপুত্রাদ্যাসক্তত্বেন ত্বামপি মায়াভিভূতং জানামি, অতস্তদ্বচনং ন প্রমাণীকরোমি'— অর্থাৎ সেই গর্ভস্থ সন্তান বলিলেন—'আপনি যখন পত্নী ও পুত্রাদিতে আসক্ত, তখন আপনাকেও মায়াগ্রস্ত বলিয়া জানি, অতএব আপনার বাক্য প্রমাণরূপে গণ্য করিতে পারি না। তখন ব্যাস বলেন—'তুমি কাহার বাক্য প্রামানিক বলিয়া মনে কর ?' তিনি বলেন— 'যাঁহার মায়া'। ব্যাস বলিলেন—'তবে তাঁহাকেই এখানে আনয়ন করিতেছি।' এই বলিয়া ব্যাস স্বয়ং দ্বারকায় গিয়া স্বীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া স্বকীয় পর্ণশালায় শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া গর্ভকে বলিলেন—'হে পুত্র ! এই ভগবান্ আসিয়াছেন।'

ইহাতে সেই গর্ভ বলিলেন—'ত্বং ব্রূহি মাধব ! জগন্নিগড়োপমা সা মায়াখিলস্য ন বিলঙ্ঘ্যতমা ত্বদীয়া।' ইত্যাদি, অর্থাৎ হে মাধব ! আপনার মায়া জগতের শৃঙ্খলতুল্য, কেহ উহাকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। ঐ মায়া যদি আমাকে বন্ধন না করে, তবেই আমি গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইতে পারি, সম্প্রতি আপনিই বাহিরে প্রতিভূ। ভগবান্ বলিলেন— 'আমার মায়া তোমার প্রতি কার্য্যসাধিকা হইবে না, আমার প্রসাদে তুমি এখনই মোক্ষ পাইবে।' তখন তিনি গর্ভ হইতে বাহির হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বহু স্তব করিতে থাকিলে, ভগবান্ ব্যাসকে বলিলেন—'তোমার পুত্র শুকবৎ বহু মনোজ্ঞ বাক্য বলিতেছে, অতএব ইহার নাম শুক হউক।' এই বলিয়া ব্যাসের নিকট বিদায় লইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রথারোহণপূর্ব্বক দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। শুকও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে, ব্যাস তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—অরণিসম্ভূত শুকই বিরহাতুর পিতাকে অনুগমন করিতে দেখিয়া ছায়াশুক নির্ম্মাণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সেই ছায়াশুকেরই গার্হস্থ্যাদি ব্যবহার। 'স গবি'—সেই ব্রহ্মদত্ত যোগী ছিলেন, তিনি নিজ ভার্য্যা সরস্বতীর গর্ভে বিষ্বক্সেন নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

তথ্য—শুক—ব্যাস-পুত্র ও ব্যাসপত্নী অরণি গর্ভসম্ভূত। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা শুকদেব হইতে ভিন্ন। ইহার বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাসদেব জাবালি-কন্যাকে পত্নীরূপে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। অবশেষে তাঁহাতে বীর্য্যাধান করেন। দ্বাদশ বর্ষ পরে গর্ভস্থ কুমার ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজকধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যান। শ্রীব্যাসদেব পুত্র বিরহকাতর হইয়া তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইলে, ছায়া শুক বা কল্পিত শুকরূপে তিনি ব্যাসের নিকট পুনরাগমন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন। এই ছায়া শুক বা কল্পিত শুকের গার্হস্থ্য আচরণ শাস্ত্রে শ্রবণ করা যায় ॥ ২৫ ॥

জৈগীষব্যোপদেশেন যোগতন্ত্রং চকার হ।
উদক্সেনস্ততস্তস্মাদ্ভল্লাটো বার্হদীষবাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(স চ বিষ্বক্সেনঃ) জৈগীষব্যোপদেশেন (জৈগীষব্যস্য ঋষেঃ উপদেশেন) যোগতন্ত্রং (যোগশাস্ত্রং) চকার হ, ততঃ (বিষ্বক্সেনতঃ) উদক্সেনঃ (অভূৎ), তস্মাৎ (উদক্সেনাৎ) ভল্লাটঃ (অভবৎ এতে পূর্ব্বোক্তাঃ) বার্হদীষবাঃ (বৃহদীষোর্বংশজা ভবন্তি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—এই বিষ্বক্সেন জৈগীষব্যের উপদেশে যোগশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। বিষ্বক্সেন হইতে উদক্সেন জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহা হইতে ভল্লাটের উৎপত্তি হয়। ইহাঁরা সকলে বৃহদিষুর বংশ-জাত ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—স এব যোগতন্ত্রং চকার, ইমে বার্হদীষবা বৃহদিষোর্বংশ্যা দীর্ঘত্বমার্ষম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জৈগীষব্যোপদেশেন'—সেই বিষ্বক্সেনই জৈগীষব্যের উপদেশে, 'যোগতন্ত্রং'— যোগশাস্ত্র রচনা করেন। 'বার্হদীষবাঃ'—ইহারা সকলে বৃহদিষুর বংশজাত। এখানে দীর্ঘত্ব আর্ষপ্রয়োগ (অর্থাৎ 'বার্হদিষবাঃ' হওয়া উচিত ছিল।) ॥ ২৬ ॥

যবীনরো দ্বিমীঢ়স্য কৃতিমাংস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ।
নাম্না সত্যধৃতিস্তস্য দৃঢ়নেমিঃ সুপার্শ্বকৃৎ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—দ্বিমীঢ়স্য (সুতঃ) যবীনরঃ (ভবতি), তৎসুতঃ (তস্য যবীনরস্য সুতঃ) কৃতিমান্ স্মৃতঃ (কথিতঃ), তস্য (কৃতিমতঃ সুতঃ) নাম্না (অভিধানেন) সত্যধৃতিঃ তস্য (সত্যধৃতেঃ) দৃঢ়নেমিঃ (অভবৎ স চ) সুপার্শ্বকৃৎ (সুপার্শ্বস্য পিতা) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর, তাহার তনয় কৃতিমান্, কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি নামে বিখ্যাত। এই সত্যধৃতি হইতে দৃঢ়নেমি জন্মগ্রহণ করেন। সুপার্শ্বের জনক ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—সুপার্শ্বকৃৎ সুপার্শ্বজনকঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুপার্শ্বকৃৎ'—দৃঢ়নেমি সুপার্শ্বের জনক, অর্থাৎ দৃঢ়নেমির পুত্র সুপার্শ্ব ॥ ২৭॥

সুপার্শ্বাৎ সুমতিস্তস্য পুত্রঃ সন্নতিমাংস্ততঃ।
কৃতী হিরণ্যনাভাদ্ যো যোগং প্রাপ্য জগৌ স্ম ষট্ ॥
সংহিতাঃ প্রাচ্যসাম্নাং বৈ নীপো হ্যুদ্গ্রায়ুধস্ততঃ।
তস্য ক্ষেম্যঃ সুবীরোহথ সুবীরস্য রিপুঞ্জয়ঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—সুপার্শ্বাৎ সুমতিঃ (পুত্রঃ অভবৎ), তস্য (সুমতেঃ পুত্রঃ সন্নতিমান্ (ভবতি), ততঃ (সন্নতিমতঃ) কৃতী (কৃতিসংজ্ঞঃ জাতঃ) যঃ (কৃতী) হিরণ্যনাভাৎ (ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) যোগং প্রাপ্য প্রাচ্যসাম্নাং ষট্ সংহিতা জগৌ স্ম (বিভজ্য অধ্যাপিতবান্), তস্য (কৃতিসংজ্ঞস্য) বৈ নীপঃ (সুতঃ অভবৎ), অতঃ (নীপাৎ) উদ্গ্রায়ুধঃ (অভবৎ), অথ (উদ্গ্রায়ুধস্য পুত্রঃ) ক্ষেম্যঃ (ভবতি), অথ (অনন্তরং ক্ষেম্যাদিত্যর্থঃ) সুবীরঃ (জাতঃ), সুবীরস্য (পুত্রঃ) রিপুঞ্জয়ঃ (অভূৎ) ॥ ২৮-২৯ ॥

অনুবাদ—সুপার্শ্ব হইতে সুমতি, সুমতির পুত্র সন্নতিমান্, সন্নতিমান্ হইতে কৃতি জন্মগ্রহণ করেন, ইনি ব্রহ্মার নিকট হইতে শক্তি লাভ করিয়া প্রাচ্যসামের ছয়টী সংহিতা অধ্যয়ন করেন। কৃতির পুত্র নীপ, নীপ হইতে উদ্গ্রায়ুধ। উদ্গ্রায়ুধ তনয় ক্ষেম্য, ক্ষেম্য হইতে সুবীর উৎপন্ন হন। সুবীরের পুত্র রিপুঞ্জয় ॥ ২৮-২৯ ॥

ততো বহুরথো নাম পুরুমীঢ়োহপ্রজোঽভবৎ।
নলিন্যামজমীঢ়স্য নীলঃ শান্তিস্তু তৎসুতঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (রিপুঞ্জয়াৎ) বহুরথঃ (জাতঃ), পুরুমীঢ়ঃ অপ্রজঃ অভবৎ (নির্ব্বংশঃ আসীদিত্যর্থঃ), অজমীঢ়স্য নলিন্যাং (ভার্য্যায়াং) নীলঃ (অভবৎ), তৎসুতঃ (তস্য নীলস্য সুতঃ) শান্তিঃ (অভবৎ) ॥ ৩০॥

অনুবাদ—রিপুঞ্জয় হইতে বহুরথ উৎপন্ন হন, পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। অজমীঢ়ের নলিনী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে নীলের জন্ম হয়। নীলের পুত্র শান্তি ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অজমীঢ়স্য বংশান্তরমাহ। নলিন্যামিতি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অজমীঢ়ের অপর বংশ বলিতেছেন—'নলিন্যাম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ অজমীঢ়ের নলিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে নীল নামক পুত্র হয়, নীলের পুত্র শান্তি।) ॥ ৩০ ॥

শান্তেঃ সুশান্তিস্তৎপুত্রঃ পুরুজোঽর্কস্ততোঽভবৎ।
ভর্ম্ম্যাশ্বস্তনয়স্তস্য পঞ্চাসন্ মুদ্গলাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥
যবীনরো বৃহদ্বিশ্বঃ কাম্পিল্লঃ সঞ্জয়ঃ সুতাঃ।
ভর্ম্ম্যাশ্বঃ প্রাহ পুত্রা মে পঞ্চানাং রক্ষণায় হি ॥ ৩২॥
বিষয়াণামলমিমে ইতি পাঞ্চালসংজ্ঞিতাঃ।
মুদ্গলাদ্ ব্রহ্মনির্বৃত্তং গোত্রং মৌদ্গল্যসংজ্ঞিতম্ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—শান্তেঃ (পুত্রঃ) সুশান্তিঃ (বভূব), তৎপুত্রঃ (তস্য সুশান্তেঃ পুত্রঃ) পুরুজঃ, ততঃ (পুরুজাৎ) অর্কঃ (অভবৎ), তস্য (অর্কস্য) তনয়ঃ (পুত্রঃ ভর্ম্ম্যাশ্বঃ (বভূব), তস্য (ভর্ম্ম্যাশ্বস্য) মুদ্গলাদয়ঃ (মুদ্গলঃ আদির্যেষাং তে) যবীনরঃ, বৃহদ্বিশ্বঃ, কাম্পিল্লঃ, সঞ্জয়ঃ (যবীনরাদয়ঃ চত্বারঃ মুদ্গল একঃ ইত্যেবং) পঞ্চ সুতাঃ আসন্ (অভবন্), ভর্ম্ম্যাশ্বঃ প্রাহ (ব্রবীতি পুত্রান্ ইতি শেষঃ হে) পুত্রাঃ! ইমে (যূয়ং পঞ্চ) মে (মম) পঞ্চানাং বিষয়ানাং (দেশানাং) রক্ষণায় অলং (সমর্থা ভবথ) ইতি (অস্মাৎ কারণাৎ) পাঞ্চালসংজ্ঞিতাঃ (যূয়মিতিশেষঃ) মুদ্গলাৎ মৌদ্গল্যসংজ্ঞিতং ব্রহ্মগোত্রং (ব্রহ্মকুলং) নির্বৃত্তম্ (উৎপন্নম্) ॥ ৩১-৩৩ ॥

অনুবাদ—শান্তির পুত্র সুশান্তি, সুশান্তি-তনয় পুরুজ, পুরুজ হইতে অর্ক জন্মগ্রহণ করেন। অর্কের ভর্ম্ম্যাশ্ব, ভর্ম্ম্যাশ্বের মুদ্গল, যবীনর, বৃহদ্বিশ্ব,

কাম্পিল্য ও সঞ্জয়—এই পঞ্চ পুত্র ছিল। ভর্ম্যাশ্ব তাঁহার পুত্রদিগকে বলিলেন,—অহে পুত্রগণ। তোমরা আমার পঞ্চ বিষয় সংরক্ষণে সমর্থ। এই কারণ তাঁহারা পাঞ্চালসংজ্ঞায় অভিহিত হন। মুদ্গল হইলে মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি হয় ॥৩১-৩৩

———

মিথুনং মুদ্গলাদ্ভার্ম্যাদ্দিবোদাসঃ পুমানভূৎ।
অহল্যা কন্যকা যস্যাং শতানন্দস্তু গৌতমাৎ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভার্ম্যাৎ (ভর্ম্যাশ্বসুতাৎ) মুদ্গলাৎ মিথুনং (স্ত্রীপুরুষদ্বয়ম্) অভূৎ, (তত্র) পুমান্ দিবোদাসঃ কন্যকা অহল্যা (ভবতি), যস্যাং তু (অহল্যায়াং) গৌতমাৎ (ভর্তুঃ) শতানন্দঃ (অভূৎ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ভর্ম্যাশ্ব পুত্র মুদ্গল হইতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই উৎপন্ন হন। পুরুষ দিবোদাস এবং কন্যা অহল্যা। এই অহল্যার গর্ভে তাহার স্বামী গৌতমের ঔরসে শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভার্ম্যাৎ ভর্ম্যাশ্বপুত্রান্মুদ্গলাৎ ॥ ৩৪॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
নবমস্যৈকবিংশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভার্ম্যাৎ'—ভর্ম্যাশ্বের পুত্র মুদ্গল হইতে যমজ সন্তান হয়। (তন্মধ্যে দিবোদাস পুরুষ এবং অহল্যা কন্যা।) ॥ ৩৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।২১ ॥

———

তস্য সত্যধৃতিঃ পুত্রো ধনুর্বেদবিশারদঃ।
শরদ্বাংস্তৎসুতো যস্মাদুর্ব্বশীদর্শনাৎ কিল।
শরস্তম্বেঽপতদ্রেতো মিথুনং তদভূৎ শুভম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (শতানন্দস্য) পুত্রঃ সত্যধৃতিঃ (স চ) ধনুর্বেদবিশারদঃ (ধনুর্বেদে অস্ত্রবিদ্যায়াং নিপুণঃ আসীৎ) তৎসুতঃ (তস্য সত্যধৃতিঃ সুতঃ) শরদ্বান্ (জাতঃ), যস্মাৎ (শরদ্বতঃ) উর্ব্বশীদর্শনাৎ কিল শরস্তম্বে রেতঃ (বীর্য্যম্) অপতৎ (অতঃ শরদ্বান্ নাম বভূব ইতি ভাবঃ) তৎ (পতিতং বীর্য্যং) শুভং (শুভাচারং) মিথুনং (স্ত্রীপুরুষদ্বয়ম্) অভূৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি, ইনি ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সত্যধৃতির পুত্র শরদ্বান, উর্ব্বশী দর্শনে ইহার রেতঃ স্খলিত হইয়া শরস্তম্বে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে শুভ নরমিথুন উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

———

তদ্দৃষ্ট্বা কৃপয়াগৃহ্ণাৎ শান্তনুর্মৃগয়াং চরন্।
কৃপঃ কুমারঃ কন্যা চ দ্রোণপত্ন্যভবৎ কৃপী ॥ ৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে ভরতবংশানুবর্ণনে নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—মৃগয়াং চরন্ (কুর্ব্বন্) শান্তনুঃ (রাজা) তৎ (মিথুনং) দৃষ্ট্বা কৃপয়া অগৃহ্ণাৎ (গৃহীতবান্, তত্র মিথুনে) কুমারঃ (পুমান্) কৃপঃ (কৃপাচার্য্যঃ) কন্যা চ কৃপী (সা চ) দ্রোণপত্নী (দ্রোণাচার্য্যপত্নী) অভবৎ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শান্তনুরাজা মৃগয়া করিতে গিয়া কৃপাপরবশ হইয়া সেই নরমিথুনকে লইয়া আসেন। (তজ্জন্য) কুমারের নাম হইল কৃপ এবং কুমারীর নাম হইল কৃপী। এই কৃপী দ্রোণাচার্য্যের পত্নী হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একবিংশাধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

মিত্রায়ুশ্চ দিবোদাসাচ্চ্যবনস্তৎসুতো নৃপ।
সুদাসঃ সহদেবোঽথ সোমকো জন্তুজন্মকৃৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে দিবোদাসের বংশ বর্ণন করিয়া রিক্ষবংশোৎপন্ন জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন প্রভৃতির কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

দিবোদাস হইতে মিত্রায়ু, চ্যবন, সুদাম, সহদেব ও সোমক শৌক্রপারম্পর্য্যে উৎপন্ন হন। সোমকের শত পুত্র মধ্যে কনিষ্ঠ পৃষত হইতে দ্রুপদ জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইতে দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎপত্তি। ধৃষ্টদ্যুম্নপুত্র ধৃষ্টকেতু।

অজমীঢ়-তনয় ঋক্ষ সংবরণনামক পুত্র হইতে কুরুক্ষেত্রপতি কুরুর জন্ম হয়। তাঁহার চারি পুত্র পরীক্ষি, সুধনু, জহ্নু ও নিষধ। সুধনু হইতে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সুহোত্র, চ্যবন, কৃতি ও উপরিচর বসুর উৎপত্তি হয়। উপরিচর বসুর বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র প্রভৃতি সন্তানগণ চেদিদেশের রাজা হইয়াছিলেন। বৃহদ্রথ হইতে শৌক্রপরম্পরায় কুশাগ্র, ঋষভ, সত্যহিত, পুষ্পবান্, জহু, জরাসন্ধ, সহদেব, সোমাপি, শ্রুতশ্রবা জন্ম গ্রহণ করেন। কুরুপুত্র পরীক্ষি নিঃসন্তান ছিলেন।

জহ্নুর বংশপরম্পরা সুরথ, বিদুর, সার্ব্বভৌম, জয়সেন, রাধিক, অযুতায়ু, অক্রোধন দেবতিথি, ঋক্ষ, দিলিপ, প্রতীপ।

প্রতীপপুত্র দেবাপি বনে গমন করিলে শান্তনু রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। শান্তনু কনিষ্ঠ হইয়া জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য রাজসিংহাসন অধিকার করায় তাঁহার রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া বৃষ্টি না হওয়ায় ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে শান্তনু দেবাপিকে রাজত্ব প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু দেবাপি শান্তনুর মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে রাজা হইবার অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হওয়ায় শান্তনু পুনরায় রাজা হইলেন এবং তাঁহার রাজ্যেও যথাকালে বর্ষণ হইতে লাগিল। দেবাপি যোগাবলম্বন পূর্ব্বক কলাপগ্রামে অদ্যাপিও অবস্থান করিতেছেন। কলিযুগে চন্দ্রবংশ বিনষ্ট হইলে সত্যের প্রারম্ভে ইনি এই বংশ স্থাপন করিবেন। শান্তনু গঙ্গানাম্নী পত্নীর গর্ভে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম ভীষ্ম এবং দাসকন্যার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। দাসকন্যার গর্ভে মহর্ষি পরাশরের ঔরসে বেদব্যাসের আবির্ভাব হয়। ইনি জৈমিনী, পৈল প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া পরমগুহ্য ভাগবতরহস্য শ্রীশুকদেবকে প্রদান করিয়াছিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে শ্রীল ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামে তিনটী পুত্র উৎপন্ন করেন।

ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি একশত পুত্র ও দুঃশলা নাম্নী একটী কন্যা ছিল। পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পুত্র ; এই পঞ্চ পাণ্ডবের প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসেন, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক, শ্রুতবর্ম্মা এই পঞ্চ পুত্র ব্যতীত অন্যান্য ভার্য্যার গর্ভে দেবক, ঘটোৎকচ, সর্ব্বগত, সুহোত্র, নরমিত্র, ঈরাবান্, বভ্রুবাহন, অভিমন্যু প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। অভিমন্যু হইতে পরীক্ষিতের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন এবং উগ্রসেন এই চারি পুত্র।

অনন্তর ভাগবতবক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট ভবিষ্যৎ বংশাবলী কীর্ত্তন করিতেছেন। জন্মেজয় হইতে শতানীক, সহস্রানীক, অশ্বমেধজ, অসীম কৃষ্ণ, নেমীচক্র, উক্ত, চিত্ররথ, শুচীরথ, বৃষ্টিমান্, সুসেন, মহীপতি, সুনিথ, নৃচক্ষু, সখীনব, পরিপ্লব, সুনয়, মেধবী, নৃপজয়, দূর্ব্ব, তিমি, বৃহদ্রথ, সুদাম, শতানীক, দুর্দ্দমন, মহীনর, দণ্ডপানি, নিমি, ক্ষেম পুত্রপরম্পরায় জন্মগ্রহণ করিবেন। অনন্তর মাগধবংশের ভবিষ্যদ্‌বংশপরম্পরা কীর্ত্তিত হইতেছে।

জরাসন্ধতনয় মার্জ্জারি হইতে শ্রুতশ্রব, যুতায়ু, নিরমিত্র, সুনক্ষত্র, বৃহৎসেন, কর্ম্মাজিৎ, সুতঞ্জয়, বিপ্র, সুচী, ক্ষেম, সুব্রত, ধর্ম্মসূত্র, সম, দ্যুমৎসেন, সুমতি, সুবল, সুনির্থ, সত্যজিৎ, বিশ্বজিৎ ও রিপুঞ্জয় পুত্রপারম্পর্য্যে জন্ম গ্রহণ করিবেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ! দিবো-

দাসাৎ মিত্রায়ুঃ চ (অভবৎ) তৎসুতঃ (তস্য মিত্রায়োঃ সুতঃ) চ্যবনঃ, সুদাসঃ, সহদেবঃ সোমকঃ (ভবতি এতে চত্বারঃ মিত্রায়োঃ সুতা ইত্যর্থঃ) অথঃ (অনন্তরং কনিষ্ঠঃ সোমকঃ ইত্যর্থঃ) জন্তুজন্মকৃৎ (জন্তোঃ জন্মকর্ত্তা সোমকস্য পুত্রঃ জন্তুরিত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! দিবোদাস হইতে মিত্রায়ু জন্মগ্রহণ করেন। মিত্রায়ুর পুত্র চ্যবন, সুদাস, সহদেব ও সোমক। অনন্তর সোমক জন্তুর জন্মদাতা ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বাবিং.শহভূদ্দিবোদাসবংশে দ্রৌপদ্যথাভবন্।

ঋক্ষবংশে জরাসন্ধার্জ্জুনদুর্য্যোধনাদয়ঃ ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দিবোদাসের বংশে দ্রৌপদী এবং ঋক্ষবংশে জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন প্রভৃতির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

তস্য পুত্রশতং তেষাং যবীয়ান্ পৃষতঃ সুতঃ।
স তস্মাদ্ দ্রুপদো জজ্ঞে সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতঃ ॥২॥

অন্বয়ঃ—তস্য (সোমকস্য) পুত্রশতং (পুত্রাণাং শতং বভূব), তেষাং (শতপুত্রাণাং) যবীয়ান্ (কনিষ্ঠঃ) সুতঃ পৃষতঃ, তস্মাৎ (পৃষতাৎ) দ্রুপদঃ জজ্ঞে (অজায়ত) স চ (দ্রুপদঃ) সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতঃ (আসীদিতি শেষঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সোমকের একশত পুত্র ছিল; তন্মধ্যে পৃষত কনিষ্ঠ। এই পৃষত হইতে দ্রুপদের জন্ম হয়। দ্রুপদ সর্ব্বসম্পদ্-যুক্ত ছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য সোমকস্য শতং পুত্রাস্তেষাং জন্তুর্জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠঃ পৃষতঃ, তস্মাৎ দ্রুপদঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য'—সেই সোমকের একশত পুত্র, তাহাদের মধ্যে জন্তু জ্যেষ্ঠ এবং পৃষত কনিষ্ঠ। 'তস্মাৎ'—এই পৃষত হইতে দ্রুপদের জন্ম হইয়াছিল ॥ ২ ॥

দ্রুপদাদ্ দ্রৌপদী তস্য ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ সুতাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নাদ্ধৃষ্টকেতুর্ভার্ম্যাঃ পাঞ্চালকা ইমে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—দ্রুপদাৎ দ্রৌপদী (কন্যা অজায়ত), তস্য (দ্রুপদস্যৈব) ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ সুতাঃ (পুত্রাশ্চ অভবন্) ধৃষ্টকেতুঃ (অভবৎ) ইমে ভার্ম্যাঃ (ভর্ম্যাশ্ববংশজাঃ) পাঞ্চালকাঃ (ইতি স্মৃতাঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—দ্রুপদ হইতে দ্রৌপদীর জন্ম হয়। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি এই দ্রুপদের পুত্র ছিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে ধৃষ্টকেতু উৎপন্ন হন। ইঁহারা সকলে ভর্ম্যাশ্ববংশীয় পাঞ্চাল ॥ ৩ ॥

যোঽজমীঢ়সুতো হ্যন্য ঋক্ষঃ সংবরণস্ততঃ।
তপত্যাং সূর্য্যকন্যায়াং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ ॥ ৪ ॥
পরীক্ষিঃ সুধনুর্জহ্নুর্নিষধশ্চ কুরোঃ সুতাঃ।
সুহোত্রোঽভূৎ সুধনুষশ্চ্যবনোঽথ ততঃ কৃতী ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ হি অন্যঃ অজমীঢ়-সুতঃ (অজমীঢ়স্য সুতঃ) ঋক্ষঃ (ঋক্ষাখ্যঃ) ততঃ (তস্মাৎ ঋক্ষাৎ) সম্বরণঃ (জাতঃ), ততঃ (সম্বরণাৎ) সূর্য্য কন্যায়াং তপত্যাং (তপত্যাখ্যায়াং) কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ (অভবৎ), কুরোঃ (কুরুসকাশাৎ) পরীক্ষিঃ, সুধনুঃ, জহ্নুঃ, নিষধঃ চ সুতাঃ (জজ্ঞিরে)। সুধনুষঃ সুহোত্রঃ অভূৎ, অথ (তস্মাৎ) চ্যবনঃ, ততঃ (চ্যবনাৎ) কৃতী (জাতঃ) ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—অজমীঢ়ের ঋক্ষনামে অপর এক পুত্র ছিল। তাঁহা হইতে সম্বরণ জন্মগ্রহণ করেন। সম্বরণ হইতে সূর্য্যতনয়া তপতীর গর্ভে কুরুক্ষেত্র-পতি কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর পরীক্ষি, সুধনু, জহ্নু, নিষধ—এই চারি পুত্র হয়। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র চ্যবন। চ্যবন হইতে কৃতির জন্ম হয় ॥৫॥

বসুস্তস্যোপরিচরো বৃহদ্রথমুখাস্ততঃ।
কুশাম্বমৎস্যপ্রত্যগ্রাশ্চেদিপাদ্যাশ্চ চেদিপাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (কৃতিনঃ) উপরিচরঃ বসুঃ (পুত্রঃ অভূৎ), ততঃ (বসোঃ) বৃহদ্রথ-মুখাঃ (বৃহদ্রথঃ মুখম্ আদিযেষাং তে) কুশাম্বমৎস্যপ্রত্যগ্রাঃ (কুশাম্বঃ, মৎস্যঃ, প্রত্যগ্রঃ ইতি সুতাঃ জজ্ঞিরে) চেদিপাদ্যাঃ চ (সুতাঃ) চেদিপাঃ (চেদিদেশাধিপাঃ অভবন্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কৃতির পুত্র উপরিচর বসু, তৎপুত্র বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র, চেদিপ প্রভৃতি। ইঁহারা সকলে চেদিদেশের অধিপতি ছিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—বৃহদ্রথমুখানেবাহ। কুশাম্বেত্যাদি ॥৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃহদ্রথমুখাঃ'—বৃহদ্রথ মুখ বলিতে আদি যাহাদের, অর্থাৎ কৃতির পুত্র উপরিচর বসু হইতে বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য ও চেদিপ প্রভৃতির জন্ম হয়। ইহারা সকলেই চেদিদেশের রাজা ছিলেন ॥ ৬ ॥

বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রোঽভূদৃষভস্তস্য তৎসুতঃ।
জজ্ঞে সত্যহিতোঽপত্যং পুষ্পবাংস্তৎসুতো জহুঃ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রঃ অভূৎ, তস্য (কুশাগ্রস্য সুতঃ) ঋষভঃ (অজায়ত), তৎসুতঃ (তস্য ঋষভস্য সুতঃ) সত্যহিতঃ জজ্ঞে তস্য অপত্যং (পুষ্পবান্ ভবতি), তৎসুতঃ (তস্য পুষ্পবতঃ সুতঃ) জহুঃ (ভবতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বৃহদ্রথ হইতে কুশাগ্র জন্মগ্রহণ করেন। কুশাগ্রের পুত্র ঋষভ, তৎপুত্র সত্যহিত, সত্যহিতের পুত্র পুষ্পবান্ এবং পুষ্পবানের পুত্র জহু ॥ ৭ ॥

অন্যস্যামপি ভার্য্যায়াং শকলে দ্বে বৃহদ্রথাৎ।
যে মাত্রা বহিরুৎসৃষ্টে জরয়া চাভিসন্ধিতে।
জীব জীবেতি ক্রীড়ন্ত্যা জরাসন্ধোঽভবৎ সুতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—বৃহদ্রথাৎ অন্যস্যাম্ অপি ভার্য্যায়াং দ্বে শকলে (দ্বে খণ্ডে উৎপন্নে) যে (দ্বে খণ্ডে) মাত্রা বহিঃ উৎসৃষ্টে (ত্যক্তে), জীব জীব ইতি ক্রীড়ন্ত্যা (খেলয়ন্ত্যা) জরয়া চ (তন্নাম্ন্যা রাক্ষস্যা) অভিসন্ধিতে (সংযোজিতে সতী জরাসন্ধঃ সুতঃ অভবৎ ।৮

অনুবাদ—বৃহদ্রথের অন্যভার্য্যার গর্ভে দুই খণ্ড সন্তান হয়। তাহাদের মাতা তাহাদিগকে ঐরূপ দেখিয়া পরিত্যাগ করে, পরে জরা নাম্নী রাক্ষসী "জীবিত হও জীবিত হও"—বলিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে ঐ খণ্ডদ্বয় একত্র সংযোজিত করে। তাহাতে ঐ খণ্ডদ্বয় অবয়বসম্পন্ন হইয়া জরাসন্ধ নাম প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—জরয়া রাক্ষস্যা ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জরয়া'—জরা নামক রাক্ষসীর দ্বারা সংযোজিত হওয়ায় বৃহদ্রথের ঐ পুত্রের নাম জরাসন্ধ ॥ ৮ ॥

ততশ্চ সহদেবোঽভূৎ সোমাপির্যৎ শ্রুতশ্রবাঃ।
পরীক্ষিরনপত্যোঽভূৎ সুরথো নাম জাহ্নবঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ চ (জরাসন্ধাৎ) সহদেবঃ অভূৎ, ততঃ (সহদেবাৎ) সোমাপিঃ (জাতঃ), যৎ (যস্মাৎ সোমাপেঃ) শ্রুতশ্রবাঃ (বভূব)। পরীক্ষিঃ (কুরোঃ পুত্রঃ) অনপত্যঃ (সন্তানবিহীনঃ) অভূৎ। সুরথঃ নাম জাহ্নবঃ (কুরুপুত্রস্য জহ্নোঃ অপত্যম্) ॥৯॥

অনুবাদ—জরাসন্ধ হইতে সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। সহদেব হইতে সোমাপি এবং তাহা হইতে শ্রুতশ্রবা উৎপন্ন হন। কুরুপুত্র পরীক্ষি নিঃসন্তান ছিলেন; কুরুপুত্র জহ্নুর তনয় সুরথ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ যস্য সোমাপেঃ। পরীক্ষিঃ কুরুপুত্রঃ, জাহ্নবঃ কুরুপুত্রস্য জহ্নোঃ পুত্রঃ সুরথঃ ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যচ্ছ্রুতশ্রবাঃ'—যে সোমাপির পুত্র শ্রুতশ্রবা। 'পরীক্ষিঃ'—(পাঠান্তর পরীক্ষিৎ), কুরুপুত্র পরীক্ষি নিঃসন্তান ছিলেন। 'জাহ্নবঃ'—কুরুপুত্র জহ্নুর পুত্রের নাম সুরথ ॥ ৯ ॥

ততো বিদূরথস্তস্মাৎ সার্ব্বভৌমস্ততোঽভবৎ।
জয়সেনস্তত্তনয়ো রাধিকোঽতোঽযুতায়ুভূৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (সুরথাৎ) বিদূরথঃ (জাতঃ), তস্মাৎ (বিদূরথাৎ) সার্ব্বভৌমঃ (অভবৎ), ততঃ (সার্ব্বভৌমাৎ) জয়সেনঃ অভবৎ, তত্তনয়ঃ (তস্য জয়সেনস্য) তনয়ঃ (পুত্রঃ) রাধিকঃ, অতঃ (রাধিকাৎ) অযুতায়ুঃ অভূৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সুরথ হইতে বিদূরথ, তাহা হইতে সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌম হইতে জয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। জয়সেনের পুত্র রাধিক হইতে অযুতায়ু উদ্ভূত হন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অতো রাধিকাদযুতায়ুরভূৎ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতঃ'—জয়সেনের পুত্র রাধিক হইতে অযুতায়ুর জন্ম হয় ॥ ১০ ॥

ততশ্চাক্রোধনস্তস্মাদ্দেবাতিথিরমুষ্য চ।
ঋক্ষস্তস্য দিলীপোঽভূৎ প্রতীপস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ চ (অযুতায়োঃ অক্রোধনঃ তস্মাৎ (অক্রোধনাৎ) দেবাতিথিঃ, অমুষ্য চ (দেবাতিথেঃ চ) ঋক্ষঃ তস্য (ঋক্ষস্য) দিলীপঃ, তস্য চ (দিলীপস্য) আত্মজঃ (পুত্রঃ) প্রতীপঃ (অভূৎ) ॥১১

অনুবাদ—অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধ, তৎপুত্র দেবাতিথি, দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র দিলীপ, তৎপুত্র প্রতীপ ॥ ১১ ॥

দেবাপিঃ শান্তনুস্তস্য বাহলীক ইতি চাত্মজাঃ।
পিতৃরাজ্যং পরিত্যজ্য দেবাপিস্তু বনং গতঃ ॥ ১২ ॥
অভবচ্ছান্তনু রাজা প্রাঙমহাভিষসংজ্ঞিতঃ।
যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতি সঃ ॥১৩

অন্বয়ঃ—তস্য (প্রতীপস্য) দেবাপিঃ, শান্তনুঃ, বাহলীকঃ ইতি চ আত্মজাঃ (পুত্রাঃ ভবন্তি)। দেবাপিঃ তু পিতৃরাজ্যং (পিতুঃ প্রতীপস্য রাজ্যং) পরিত্যজ্য বনং গতঃ, শান্তনুঃ রাজা অভবৎ, (স চ) প্রাক্ (পূর্ব্বজন্মনি) মহাভিষসংজ্ঞিতঃ (মহাভিষ ইতি সংজ্ঞা সঞ্জাতা অস্য তথাভূতঃ আসীৎ সঃ) যং যং জীর্ণং (জরাগ্রস্তং) করাভ্যাং (হস্তাভ্যাং) স্পৃশতি সঃ (বৃদ্ধঃ) যৌবনম্ এতি (প্রাপ্নোতি) ॥১২-১৩

অনুবাদ—প্রতীপের পুত্র দেবাপি, শান্তনু বাহলীক। দেবাপি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন। (অতএব) শান্তনু রাজা হন। ইনি পূর্ব্বজন্মে মহাভিষনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং যে কোন জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতেন তিনিই যৌবনত্ব প্রাপ্ত হইতেন ॥ ১২-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাক্ পূর্ব্বজন্মনি। যং জীর্ণং বৃদ্ধং সঃ জীর্ণযৌবনম্ এষ্যতি প্রাপ্নোতি ॥ ১২-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাক্'—পূর্ব্বজন্মে রাজা শান্তনুর নাম ছিল মহাভিষ। তিনি জরাগ্রস্ত যাহাকে যাহাকে দুই হাত দিয়া স্পর্শ করিতেন, সেই সকল ব্যক্তিই পুনরায় যৌবনলাভ করিত ॥ ১২-১৩ ॥

শান্তিমাপ্নোতি চৈবাগ্র্যাং কর্ম্মণা তেন শান্তনুঃ।
সমা দ্বাদশ তদ্রাজ্যে ন ববর্ষ যদা বিভুঃ ॥১৪॥
শান্তনুর্ব্রাহ্মণৈরুক্তঃ পরিবেত্তাঽয়মগ্রভুক্।
রাজ্যং দেহ্যগ্রজায়াশু পুররাষ্ট্রবিবৃদ্ধয়ে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অগ্র্যাং (মুখ্যাং) শান্তিম্ (আরোগ্যজনিতং সুখং) চ (শান্তনুকরস্পর্শেন) আপ্নোতি তেন কর্ম্মণা (করস্পর্শেন শান্তিকররূপেণ) শান্তনুঃ (শান্তনুসংজ্ঞকঃ শং সুখং তনুতে ইতি সার্থকনামা বভূব ইত্যর্থঃ) যদা তদ্‌রাজ্যে (তস্য শান্তনোঃ রাজ্যে) দ্বাদশসমাঃ (বর্ষাণি) বিভুঃ (পর্জ্জন্যঃ) ন ববর্ষ (তদা ব্রাহ্মণান্ নিমিত্তং অপৃচ্ছৎ) ব্রাহ্মণৈঃ (কর্ত্তৃভিঃ), শান্তনুঃ (এবম্) উক্তঃ (প্রত্যুক্তঃ) অয়ং (ত্বমিত্যর্থঃ) অগ্রভুক্ (অগ্রজে তিষ্ঠতি যঃ ভুবম্ অগ্রতঃ ভুনক্তি স অগ্রভুক্ তথাবিধস্ত্বমসীত্যর্থঃ) অতঃ পরিবেত্তা (পরিবেদন-দোষদুষ্টোঽসি, তথাহি দারাগ্নিহোত্র-সংযোগং কুরুতে। যোঽগ্রজে স্থিতে পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তুপূর্ব্বজঃ) অতঃ পুররাষ্ট্রবিবৃদ্ধয়ে (পুররাষ্ট্রয়োঃ বৃদ্ধ্যর্থং) অগ্রজায় রাজ্যম্ আশু (শীঘ্রং) দেহি (ততঃ বৃষ্টির্ভবিষ্যতি ইতি ভাবঃ) ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুবাদ—ঐ প্রকার কর্ম্ম দ্বারা সকলকে অতীব শান্তি (ইন্দ্রিয় সুখ) প্রদান করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল শান্তনু। কোন সময় শান্তনুর রাজ্যে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া বৃষ্টি হয় নাই, তখন রাজা ব্রাহ্মণদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তদুত্তরে ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, (হে রাজন্) ইহার কারণ আপনি, যেহেতু অগ্রজ বর্ত্তমান থাকিতে আপনি রাজ্য ভোগ করিতেছেন। যিনি অগ্রজ বর্ত্তমান থাকিতে দারপরিগ্রহ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করেন, তিনি পরিবেত্তাদোষে অপরাধী, অতএব পুর ও রাষ্ট্রবৃদ্ধির নিমিত্ত আপনি শীঘ্র আপনার অগ্রজকে রাজত্ব প্রদান করুন ॥ ১৪-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিভুরিন্দ্রঃ। "দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে। পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥" ইতি স্মৃতেঃ। ত্বমগ্রজে

দেবাপৌ বর্ত্তমানেহপি অগ্রভুক্ কৃতদারো রাজ্যভোক্তা পরিবেত্তৈবেতি দোষাদিন্দ্রো ন বর্ষতি, তস্মাদ্রাজ্যমিত্যাদি ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিভুঃ'—ইন্দ্র এক সময় তাঁহার রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বারিবর্ষণ করেন নাই। 'পরিবেত্তা'—স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে, 'অগ্রজ বর্ত্তমান থাকিতে যিনি দারপরিগ্রহ ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করেন, তিনি পরিবেত্তা দোষে অপরাধী হন।' আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি বর্ত্তমান থাকিতে দারপরিগ্রহ ও স্বয়ং রাজ্য ভোগ করায় পরিবেত্তা হইয়াছেন, এইজন্য ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিতেছেন না। অতএব আপনি পুর ও রাষ্ট্রের কল্যাণবৃদ্ধির জন্য সত্বর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য দান করুন ॥ ১৪-১৫ ॥

———

এবমুক্তো দ্বিজৈর্জ্যেষ্ঠং ছন্দয়ামাস সোহব্রবীৎ।
তন্মন্ত্রিপ্রহিতৈর্বিপ্রৈর্বেদাদ্বিভ্রংশিতো গিরা ॥ ১৬ ॥
বেদবাদাতিবাদান্ বৈ তদা দেবো ববর্ষ হ।
দেবাপির্যোগমাস্থায় কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) দ্বিজৈঃ (ব্রাহ্মণৈঃ) উক্তঃ (শান্তনু বনং গত্বা) জ্যেষ্ঠং (দেবাপিং) ছন্দয়ামাস। (রাজ্ঞঃ প্রজাপালনাদিঃ পরমো ধর্ম্মঃ অতস্ত্বং রাজ্যং স্বীকুরু ইতি প্রার্থিতবান্) তন্মন্ত্রিপ্রহিতৈঃ (পূর্ব্বমেব তস্য শান্তনোঃ মন্ত্রিণা অশ্ববারসংজ্ঞেন দেবাপিং পাষণ্ডীকৃত্য রাজ্যানর্হং কর্ত্তুং যে প্রহিতাঃ প্রেরিতাঃ তৈঃ) বিপ্রৈঃ (কর্ত্তৃভিঃ) গিরা (বাক্যেন) বেদাৎ ভ্রংশিতঃ (সন্) সঃ (দেবাপিঃ যদা) বেদবাদাতিবাদান্ (বেদবাক্যস্য নিন্দাবচনানি অব্রবীৎ) তদা বৈ (বেদনিন্দাকরণ-জনিতেন পাতিত্যেন রাজ্যানর্হত্বে জাতে সতীত্যর্থঃ) দেবঃ (পর্জ্জন্যঃ) ববর্ষহ (বৃষ্টির্বভূব ইত্যর্থঃ) দেবাপিঃ যোগম্ আস্থায় (যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ তম্ আস্থায় অবলম্ব্য) কলাপগ্রামম্ আশ্রিতঃ (প্রাপ্তঃ) ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণ এই প্রকার বাক্য বলিলে, শান্তনু বনে গমন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ দেবাপিকে "প্রজাপালনই রাজার পরম ধর্ম্ম—অতএব আপনি রাজা হউন" এই সকল বাক্য বলিতে লাগিলেন। তৎপূর্ব্বে শান্তনুর মন্ত্রী অশ্ববার দেবাপিকে পাষণ্ডধর্ম্মে মতিবিশিষ্ট ও রাজা হইবার অনুপযুক্ত করিবার নিমিত্ত তৎসন্নিধানে কতিপয় বিপ্রকে প্রেরণ করিলেন, বিপ্রগণ পাষণ্ডমতানুযায়ী বাক্যের দ্বারা দেবাপীকে বেদমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিলে, দেবাপি শান্তনুর প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না বরং বেদ শাস্ত্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন। বেদনিন্দাপরাধে অধঃপতিত হওয়ায় দেবাপি রাজা হইবার যোগ্য হইলেন না, সুতরাং শান্তনুই পুনরায় রাজা হইলেন এবং ইন্দ্রও যথাকালে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবাপি যোগ অবলম্বন করিয়া কলাপগ্রামে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৬-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ছন্দয়ামাস ত্বং রাজ্যং কুর্ব্বিতি প্রার্থিতবান্, ততঃ স বেদবাদাতিবাদান্ বেদনিন্দাবাক্যানি অব্রবীৎ, তত্র হেতুঃ তস্য শান্তনোর্মন্ত্রিণা অশ্ববারসংজ্ঞেন শান্তনুপ্রার্থনাৎ পূর্ব্বমেব দেবাপিং পাষণ্ডীকৃত্য রাজ্যানর্হং কর্ত্তুং শান্তনুপ্রভৃত্যলক্ষিতং যে প্রহিতা বিপ্রাস্তৈঃ পাষণ্ডমতাশ্রয়য়া গিরা বেদাদ্বিভ্রংশিতঃ। ততশ্চ তস্য পাতিত্যেনৈব তস্য রাজ্যানর্হত্বে জাতে শান্তনোর্দোষাভাবাৎ দেবো ববর্ষেত্যর্থঃ ॥১৬-১৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ছন্দয়ামাস'—ব্রাহ্মণগণের ঐরূপ বাক্যে শান্তনু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপিকে 'আপনি রাজ্য গ্রহণ করুন'—এরূপ বলিয়া বহু অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি 'বেদবাদাতিবাদান্'—বেদের নিন্দাসূচক বহু বাক্য বলিতে লাগিলেন। তাহার কারণ—শান্তনুর প্রার্থনার পূর্ব্বেই শান্তনুর মন্ত্রী অশ্ববার দেবাপিকে পাষণ্ড ধর্ম্মে মতিবিশিষ্ট ও রাজা হওয়ার অনুপযুক্ত করাইবার জন্য শান্তনু প্রভৃতির অলক্ষিতে দেবাপির নিকট কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা দেবাপিকে পাষণ্ডমত গ্রহণ করাইয়া বেদমার্গ হইতে বিচ্যুত করায় দেবাপি বৈদিক মতের নিন্দাবাদ করেন, যাহার জন্য তাঁহার রাজত্বগ্রহণের ইচ্ছা রহিল না। তারপর দেবাপি পাতিত্যদোষে রাজা হইবার অনুপযুক্ত হওয়ায়, শান্তনুর কোন দোষ না থাকায়, দেবতা রাজ্যমধ্যে জলবর্ষণ করিয়াছিলেন। (সেই দেবাপি যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক এখনও কলাপগ্রামে বাস করিতেছেন।) ॥ ১৬-১৭ ॥

———

সোমবংশে কলৌ নষ্টে কৃতাদৌ স্থাপয়িষ্যতি।
বাহলীকাৎ সোমদত্তোঽভূদ্ভূরির্ভূরিশ্রবাস্ততঃ ॥ ১৮ ॥
শলশ্চ শান্তনোরাসীদ্ গঙ্গায়াং ভীষ্ম আত্মবান্।
সর্ব্বধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মহাভাগবতঃ কবিঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—কলৌ (কলিকালে) সোমবংশে নষ্টে (সতি সঃ দেবাপি) কৃতাদৌ (সত্যযুগাদৌ পুনঃ) স্থাপয়িষ্যতি (সোমবংশমিতি শেষঃ) বাহলীকাৎ সোমদত্তঃ অভূৎ, ততঃ (সোমদত্তাৎ) ভূরিঃ, ভূরিশ্রবাঃ শলঃ চ (ইতি এষঃ জজ্ঞিরে) শান্তনোঃ গঙ্গায়াং (ভার্য্যায়াং) আত্মবান্ (আত্মজ্ঞানী) সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বিদাং (সকলধর্ম্ম জ্ঞানিনাং) শ্রেষ্ঠঃ মহাভাগবতঃ (পরম-ভগবদ্ভক্তঃ) কবিঃ (বিদ্বান্) ভীষ্মঃ আসীৎ (জাতঃ) ॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ—কলিকালে সোমবংশ বিনষ্ট হইলে, সত্যের প্রথমে এই দেবাপিই সোমবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাহলীক হইতে সোমদত্ত, সোম-দত্ত হইতে ভূরি, ভূরিশ্রবা এবং শল উৎপন্ন হন। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে আত্মতত্ত্ববিৎ সর্ব্বধর্ম্মা-ভিজ্ঞ পরমভাগবত কবি ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করেন ॥১৮-১৯ ॥

বীরযূথাগ্রণীর্যেন রামোঽপি যুধি তোষিতঃ।
শান্তনোর্দাসকন্যায়াং জজ্ঞে চিত্রাঙ্গদঃ সুতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(স চ) বীরযূথাগ্রণীঃ (বীরাণাম্ অগ্রগণ্যঃ অভূৎ) যেন (ভীষ্মেণ) যুধি (যুদ্ধে) রামঃ (জামদগ্ন্যঃ) অপি তোষিতঃ (স্ববলেন সন্তোষিতঃ) শান্তনোঃ দাসকন্যায়াম্ (উপরিচরস্য বসোর্বীর্য্যে মৎস্যাগর্ভাৎ উৎপন্না কন্যা দাসৈঃ পালিতা অতো দাসকন্যেতি প্রসিদ্ধায়াং সত্যবত্যাং) চিত্রাদিঃ সুতঃ জজ্ঞে (বভূব) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—এই ভীষ্মদেব বীরাগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরশুরামও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শান্তনুর ঔরসে দাসকন্যা অর্থাৎ উপরিচর বসুর ঔরসে মৎস্যাগর্ভার গর্ভজাত ও কৈবর্ত্ত-পালিতা সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—দাসকন্যায়ামিতি উপরিচরবসো-বীর্য্যেণ মৎস্যাগর্ভাদুৎপন্না কন্যা দাসৈঃ কৈবর্ত্তৈঃ পালিতা, অতো দাসকন্যেতি প্রসিদ্ধায়াং সত্যবত্যাম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দাসকন্যায়াং'—উপরিচর-বসুর বীর্য্যে মৎস্যের গর্ভ হইতে উৎপন্না কন্যা, দাস অর্থাৎ কৈবর্ত্তগণের দ্বারা পালিতা বলিয়া দাসকন্যা নামে প্রসিদ্ধা সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে রাজা শান্তনুর দুই পুত্র হয় ॥ ২০ ॥

বিচিত্রবীর্য্যশ্চাবরজো নাম্না চিত্রাঙ্গদো হতঃ।
যস্যাং পরাশরাৎ সাক্ষাদবতীর্ণো হরেঃ কলা ॥২১॥
বেদগুপ্তো মুনিঃ কৃষ্ণো যতোঽহমিদমধ্যগাম্।
হিত্বা স্বশিষ্যান্ পৈলাদীন্ ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥২২॥
মহ্যং পুত্রায় শান্তায় পরং গুহ্যমিদং জগৌ।
বিচিত্রবীর্য্যোঽথোবাহ কাশিরাজসুতে বলাৎ ॥২৩॥
স্বয়ম্বরাদাদুপানীতে অম্বিকাম্বালিকে উভে।
তয়োরাসক্তহৃদয়ো গৃহীতো যক্ষ্মণা মৃতঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অবরজঃ (ততঃ অনুজঃ) বিচিত্রবীর্য্যঃ চ (সান্তনোঃ সত্যবতাং সুতো জাতঃ) চিত্রাঙ্গদঃ নাম্না (তৎসমাননাম্না চিত্রাঙ্গদেন গন্ধর্ব্বেণ) হতঃ (যুদ্ধে নিহতঃ) যস্যাং (সত্যবত্যাং শান্তনুপরিগ্রহাৎ পূর্ব্ব-মেব) বেদগুপ্তঃ (বেদাঃ গুপ্তাঃ বিভাগপূর্ব্বকপ্রবর্ত্তনেন রক্ষিতা যেন সঃ) মুনিঃ কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণদ্বৈপায়নাখ্যঃ ব্যাসদেব ইত্যর্থঃ) হরেঃ কলা (ভগবতোঽংশঃ) সাক্ষাৎ অবতীর্ণঃ (বভূব)। যতঃ (ব্যাসদেবাৎ) অহং (শুকঃ জাতঃ) ইদং (ভাগবতঞ্চ) অধ্যগাম্ (অধীতবান্)। ভগবান্ বাদরায়ণঃ (ব্যাসঃ) স্বশিষ্যান্ পৈলাদীন্ হিত্বা (ত্যক্ত্বা তেভ্যঃ অনুপদি-শেত্যর্থঃ) ইদং গুহ্যং পরং (সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারভূতং ভাগবতং) শান্তায় (কামাদিদোষরহিতায়) পুত্রায় মহ্যং জগৌ (উপদিদেশ)। অথ (অনন্তরং) বিচিত্রবীর্য্যঃ কাশীরাজসুতে বলাৎ (প্রসহ্য ভীষ্মেণ) স্বয়ম্বরাদুপানীতে অম্বিকা, অম্বালিকে উভে উবাহ (পরিণিনায়) তয়োঃ (অম্বিকাম্বালিকয়োঃ) আসক্ত-হৃদয়ঃ (আসক্তং হৃদয়ং যস্য সঃ বিচিত্রবীর্য্যঃ) যক্ষ্মণা (যক্ষ্ম রোগেণ ক্ষয়েণ) গৃহীতঃ (সন্) মৃতঃ ॥ ২১-২৪ ॥

অনুবাদ—চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিবীর্য্য।

চিত্রাঙ্গদ চিত্রাঙ্গদনামধারী জনৈক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক নিহত হন। উক্ত দাসকন্যা সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে ভগবদংশ-সম্ভূত বেদপ্রবর্ত্তক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সংজ্ঞক বেদব্যাস আবির্ভূত হন। এই ব্যাসদেব হইতে আমি শুকদেব আবির্ভূত হইয়া এই ভাগবত অধ্যয়ন করি। ভগবান্ বেদব্যাস পৈলাদি নিজ শিষ্যদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পরম গুহ্য শ্রীমদ্ভাগবত শান্তাদি গুণযুক্ত পুত্র আমাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর উক্ত বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজ-দুহিতা অম্বা ও অম্বালিকার স্বয়ম্বরে বলপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করেন। দুই ভার্য্যাতে আসক্ত হওয়ায় বিচিত্রবীর্য্য যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন ॥ ২১-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—নাম্না তৎ-সমাননাম্না চিত্রাঙ্গদেন গন্ধর্ব্বেণ যুদ্ধে হতঃ। যস্যাং সত্যবত্যাং শান্তনুপরিগ্রহাৎ পূর্ব্বমেব হরেঃ কলা ব্যাসঃ। বেদা গুপ্তা যেন সঃ। ইদং শ্রীভাগবতম্। স্বয়ম্বরাদ্ভীষ্মেণ বলাদুপানীতে চ ॥ ২১-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাম্না'—চিত্রাঙ্গদ তাঁহার সমাননামা চিত্রাঙ্গদ নামক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। 'যস্যাং'—যে সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর সহিত বিবাহের পূর্ব্বে পরাশর মুনি হইতে, 'হরেঃ কলা'—সাক্ষাৎ শ্রীহরির অংশরূপে বেদরক্ষক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব অবতীর্ণ হন। 'ইদং'—এই পরম গুহ্য শ্রীমদ্ভাগবত তিনি নিজ পুত্র আমাকে (শ্রীল শুকদেবকে) অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। 'স্বয়ম্বরাৎ'—স্বয়ম্বর সভা হইতে ভীষ্ম কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক আনীতা কাশিরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বলিকাকে বিচিত্রবীর্য্য বিবাহ করেন ॥ ২১-২৪ ॥

ক্ষেত্রেঽপ্রজস্য বৈ ভ্রাতুর্মাত্রোক্তো বাদরায়ণঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ বিদুরঞ্চাপ্যজীজনৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—বাদরায়ণঃ (ব্যাসঃ) মাত্রা (সত্যবত্যা) উক্তঃ (আদিষ্টঃ সন্) অপ্রজস্য (অপুত্রস্য) ভ্রাতুঃ (বিচিত্রবীর্য্যস্য) ক্ষেত্রে বৈ (অম্বিকায়াম্ অম্বালিকায়াং দাস্যাঞ্চ) ধৃতরাষ্ট্রং চ পাণ্ডুং চ বিদুরং চ অপি অজীজনৎ (জনয়ামাস) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—বাদরায়ণ শ্রীব্যাসদেব মাতা সত্যবতীর আদেশে নিঃসন্তান ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকায় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিনটী পুত্র উৎপন্ন করেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্রজস্য বিচিত্রবীর্য্যস্য, মাত্রা সত্যবত্যা উক্ত ইতি অপতিরপত্যালিপ্সুর্দেবরাদ্‌গুরুপ্রযুক্তাৎ ঋতুমতীয়াদিতি বচনবলাৎ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপ্রজস্য'—নিঃসন্তান কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে, 'মাত্রা উক্তঃ'—মাতা সত্যবতী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, অর্থাৎ পতিহীনা অপত্যকামা রমণী গুরুজন কর্ত্তৃক প্রযুক্তা হইলে দেবর হইতে ঋতুরক্ষা করিতে পারেন—এরূপ শাস্ত্রবিধানবলে (ভগবান্ বাদরায়ণ অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্মদান করেন।) ॥ ২৫ ॥

গান্ধার্য্যাং ধৃতরাষ্ট্রস্য যজ্ঞে পুত্রশতং নৃপ।
তত্র দুর্য্যোধনো জ্যেষ্ঠো দুঃশলা চাপি কন্যকা ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! (পরীক্ষিৎ!) ধৃতরাষ্ট্রস্য গান্ধার্য্যাং (ভার্য্যায়াং) পুত্রশতং কন্যকা দুঃশলা চ অপি জজ্ঞে (বভূব)। তত্র (তেষু পুত্রেষু) দুর্য্যোধনঃ জ্যেষ্ঠঃ (ভবতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ! ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী নাম্নী ভার্য্যায় একশত পুত্র ও দুঃশলা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই সকল পুত্রের মধ্যে দুর্য্যোধন জ্যেষ্ঠ ॥ ২৬ ॥

শাপান্মৈথুনরুদ্ধস্য পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাং মহারথাঃ।
জাতা ধর্ম্মানিলেন্দ্রেভ্যো যুধিষ্ঠিরমুখাস্ত্রয়ঃ ॥ ২৭ ॥
নকুলঃ সহদেবশ্চ মাদ্র্যাং নাসত্যদস্রয়োঃ।
দ্রৌপদ্যাং পঞ্চপঞ্চভ্যঃ পুত্রাস্তে পিতরোঽভবন্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—শাপাৎ (অরণ্যে মৃগশাপাদ্ধেতোঃ) মৈথুন রুদ্ধস্য (মৈথুনে প্রতিষিদ্ধস্য) পাণ্ডোঃ (ভার্য্যায়াং) কুন্ত্যাং ধর্ম্মানিলেন্দ্রেভ্যঃ (ধর্ম্মাৎ, বায়োঃ, ইন্দ্রাচ্চ ক্রমেণ) যুধিষ্ঠিরমুখাঃ (যুধিষ্ঠিরঃ মুখমাদির্যেষাং তে) ত্রয়ঃ (যুধিষ্ঠিরভীমার্জ্জুনাঃ) মহারথাঃ (পুত্রাঃ)

জাতাঃ (বভূব)। মাদ্র্যাং নাসত্যদস্রয়োঃ (নাসত্য-দস্রাভ্যাম্ অশ্বিনীকুমারাভ্যাম্) নকুলঃ সহদেবঃ চ (ইতি দ্বৌ সুতৌ জাতৌ) পঞ্চভ্যঃ (যুধিষ্ঠিরাদিভ্যঃ চ) দ্রৌপদ্যাম্ (একস্যাং ভার্য্যায়াং) পঞ্চপুত্রাঃ (জাতাঃ) তে চ (পুত্রাঃ তব) পিতরঃ (পিতৃব্যাঃ) অভবন্ ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—ঋষিশাপগ্রস্ত হইয়া পাণ্ডু মৈথুনবিরত ছিলেন। তাঁহার কুন্তী নাম্নী পত্নীতে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র হইতে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এই মহারথ পুত্রত্রয় উৎপন্ন হন। মাদ্রী নাম্নী তৎপত্নীতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠির প্রমুখ পঞ্চ পাণ্ডব হইতে দ্রৌপ-দীর গর্ভে পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা তোমার (পরীক্ষিতের) পিতৃব্য ॥ ২৭-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অরণ্যে মৃগশাপান্মৈথুনে রুদ্ধস্য, নাস-ত্যদস্রাভ্যাং অশ্বিনীভ্যাম্ ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মৈথুনরুদ্ধস্য'—মৈথুনবিরত পাণ্ডুর, অর্থাৎ বনমধ্যে মৃগরূপে মৈথুনরত এক মুনিকে মৃগয়াকালে বধ করায় তাঁহার অভিশাপে পাণ্ডু মৈথুনক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হওয়ায়, তাঁহার পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের অনুগ্রহে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের এবং অপর পত্নী মাদ্রীর গর্ভে 'নাসত্যদস্রয়োঃ'—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অনুগ্রহে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয় ॥ ২৭-২৮ ॥

———

যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যঃ শ্রুতসেনো বৃকোদরাৎ।
অর্জ্জুনাচ্ছ্রুতকীর্ত্তিস্তু শতানীকস্তু নাকুলিঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যঃ, বৃকোদরাৎ (ভীমাৎ) শ্রুতসেনঃ, অর্জ্জুনাৎ শ্রুতকীর্ত্তিঃ, তু (অভবৎ)। নাকুলিঃ তু (নকুলপুত্রস্তু) শতানীকঃ (ভবতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদর-ভীম হইতে শ্রুতসেন, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি জন্ম-গ্রহণ করেন। নকুলের পুত্র শতানীক ॥ ২৯ ॥

———

সহদেবসুতো রাজন্ শ্রুতকর্ম্মা তথাঽপরে।
যুধিষ্ঠিরাৎ তু পৌরব্যাং দেবকোঽথ ঘটোৎকচঃ ॥
ভীমসেনাৎ হিড়িম্বায়াং কাল্যাং সর্ব্বগতস্ততঃ।
সহদেবাৎ সুহোত্রন্তু বিজয়াসূত পার্ব্বতী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! সহদেবসুতঃ (সহ-দেবস্য পুত্রঃ) শ্রুতকর্ম্মা (ভবতি), তথা অপরে (পুত্রাঃ যুধিষ্ঠিরাদিভ্যঃ অন্যাসু ভার্য্যাসু জাত ইত্যর্থঃ) যুধিষ্ঠিরাৎ পৌরব্যাং দেবকঃ তু (অভূৎ অথ) ভীম-সেনাৎ হিড়িম্বায়াং ঘটোৎকচঃ (জাতঃ)। ততঃ (ভীমসেনাদেব) কাল্যাং (ভার্য্যায়াং) সর্ব্বগতঃ (জাতঃ)। সহদেবাৎ পার্ব্বতী (পর্ব্বতপুত্রী) বিজয়া তু সুহোত্রং (নাম পুত্রম্) অসূত ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্ম্মা। তদ্ব্যতীত যুধিষ্ঠিরাদির অন্যান্য ভার্য্যার অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যুধিষ্ঠির হইতে পৌরবীর গর্ভে দেবক, ভীমসেন হইতে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎ-কচ ও কালীর গর্ভে সর্ব্বগত উৎপন্ন হন। সহদেব হইতে পর্ব্বতপুত্রী বিজয়া সুহোত্র নামে পুত্র প্রসব করেন ॥ ৩০-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—কালী চান্যা ভীমস্য ভার্য্যা, তস্যাং সর্ব্বগতঃ ॥ ৩০-৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কাল্যাং সর্ব্বগতঃ'—ভীম-সেনের অপর ভার্য্যা কালী, তাহার গর্ভে সর্ব্বগত নামক পুত্রের জন্ম হইয়াছিল ॥ ৩০-৩১ ॥

———

করেণুমত্যাং নকুলো নরমিত্রং তথার্জ্জুনঃ।
ইরাবন্তমুলুপ্যাং বৈ সুতায়াং বভ্রুবাহনম্।
মণিপুরপতেঃ সোঽপি তৎপুত্রঃ পুত্রিকাসুতঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—নকুলঃ করেণুমত্যাং (ভার্য্যায়াং) নরমিত্রং (সুতং জনয়ামাস)। তথা অর্জ্জুনঃ উলুপ্যাং (নাগকন্যায়াম্) ইরাবন্তং বৈ মণিপুরপতেঃ সুতায়াং (পুত্রিকাধর্ম্মেণ দত্তায়াং) বভ্রুবাহনং (জনয়ামাস)। অতঃ তৎপুত্রঃ অপি (তস্য অর্জ্জুনস্য পুত্রঃ সন্নপি) সঃ (বভ্রুবাহনঃ) পুত্রিকাসুতঃ (মাতামহসুতঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—নকুল করেণুমতী নাম্নী ভার্য্যায় নর-মিত্র নামক পুত্র, অর্জ্জুন নাগকন্যা উলুপীর গর্ভে ইরাবন্ত এবং মণিপুর রাজ-কন্যায় বভ্রুবাহনকে উৎ-পন্ন করেন। অতএব বভ্রুবাহন মণিপুর রাজার পুত্রিকা-পুত্র ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পার্ব্বতী পর্ব্বতকন্যা। উলুপ্যাং নাগকন্যায়াং, মণিপুরপতেঃ সুতায়াং পুত্রিকাধর্ম্মেণ দত্তায়াং বভ্রুবাহনমসূত। অতস্তৎপুত্রঃ সন্নপি পুত্রিকাসুতঃ মাতামহসুত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পার্ব্বতী'—(ইহা ৩১ নং শ্লোকের কথা), পর্ব্বতকন্যা বিজয়া সহদেব হইতে সুহোত্র নামক পুত্র প্রসব করেন। 'উলুপ্যাং'—অর্জ্জুন নাগকন্যা উলুপীর গর্ভে ইরাবান্ এবং মণিপুররাজের পুত্রিকাধর্ম্মে দত্তা কন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্মদান করেন। (মণিপুররাজ অর্জ্জুনের সহিত বিবাহকালে বলিয়াছিলেন—এই কন্যার পুত্র আমার হইবে, এইহেতু) বভ্রুবাহন অর্জ্জুনের পুত্র হইলেও পুত্রিকাধর্ম্ম অনুসারে মাতামহ মণিপুররাজেরই পুত্ররূপে গণ্য হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

তব তাতঃ সুভদ্রায়ামভিমন্যুরজায়ত।
সর্ব্বাতিরথজিদ্বীর উত্তরায়াং ততো ভবান্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—তব (পরীক্ষিতঃ) তাতঃ (পিতা) অভিমন্যুঃ সুভদ্রায়াং (অর্জ্জুনাৎ) অজায়ত, (স চ) সর্ব্বাতিরথজিৎ (সর্ব্বান্ অতিরথান্ জয়তীতি তথাভূতঃ) বীরঃ (অভূৎ), ততঃ (অভিমন্যুতঃ) উত্তরায়াং (বিরাড়্‌রাজদুহিতরি) ভবান্ (জাতঃ)॥৩৩॥

অনুবাদ—তোমার (পরীক্ষিতের) পিতা অভিমন্যু অর্জ্জুন হইতে সুভদ্রার গর্ভে উৎপন্ন হন। তিনি সমস্ত অতিরথদিগের বিজেতা মহাবীর ছিলেন। তাঁহা হইতে বিরাট-রাজ-দুহিতা উত্তরার গর্ভে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৩৩ ॥

পরিক্ষীণেষু কুরুষু দ্রৌণের্ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা।
ত্বঞ্চ কৃষ্ণানুভাবেন সজীবো মোচিতোঽন্তকাৎ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—দ্রৌণেঃ (ক্রুদ্ধস্য অশ্বত্থাম্নঃ) ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা (দগ্ধোঽপি) কুরুষু (দুর্য্যোধনাদিষু) পরিক্ষীণেষু (নষ্টেষু সৎসু) ত্বং চ কৃষ্ণানুভাবেন (কৃষ্ণস্য ভগবতঃ অনুভাবেন অনুগ্রহেণ) অন্তকাৎ (মৃত্যোঃ) সজীবঃ (স প্রাণ এব) মোচিতঃ (অসি ইত্যর্থঃ)॥৩৪

অনুবাদ—অশ্বত্থামার ব্রহ্মতেজে কুরুকুল বিনষ্টপ্রায় হইলে, তাহাতে তুমিও বিনষ্ট হইতে কিন্তু কৃষ্ণকৃপায় তুমি মৃত্যুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ ॥৩৪॥

তবেমে তনয়াস্তাত জনমেজয়পূর্ব্বকাঃ।
শ্রুতসেনো ভীমসেন উগ্রসেনশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাতঃ! জনমেজয়পূর্ব্বকাঃ (জনমেজয়ঃ পূর্ব্বঃ জ্যেষ্ঠঃ যেষাং তে) বীর্য্যবান্ (শক্তিসম্পন্নঃ) শ্রুতসেনঃ, ভীমসেনঃ, উগ্রসেনঃ ইমে তব তনয়াঃ (পুত্রা ভবন্তি)॥ ৩৫॥

অনুবাদ—হে তাত! তোমার জনমেজয়, বীর্য্যবান্ শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন এই চারিপুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ জনমেজয় ॥ ৩৫ ॥

জনমেজয়স্ত্বাং বিদিত্বা তক্ষকান্নিধনং গতম্।
সর্পান্ বৈ সর্পযাগাগ্নৌ স হোষ্যতি রুষান্বিতঃ ॥৩৬

অন্বয়ঃ—জনমেজয়ঃ (তব পুত্রঃ) তক্ষকাৎ (সর্পাৎ) নিধনং (মরণং) গতং (প্রাপ্তং মৃতমিত্যর্থঃ) ত্বাং বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) সঃ (জনমেজয়ঃ) রুষান্বিতঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) সর্পযাগাগ্নৌ (সর্পনাশকযজ্ঞাগ্নৌ) সর্পান্ (সর্ব্বান্) হোষ্যতি (প্রক্ষিপস্যতি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তোমার পুত্র জনমেজয় সর্প হইতে তোমার মৃত্যু অবগত হইয়া ক্রোধে সর্পনাশক যজ্ঞাগ্নিতে যাবতীয় সর্প নিক্ষেপ করিবেন ॥ ৩৬ ॥

কালষেয়ং পুরোধায় তুরং তুরগমেধষাট্।
সমন্তাৎ পৃথিবীং সর্ব্বাং জিত্বা যক্ষ্যতিচাধ্বরৈঃ ॥৩৭

অন্বয়ঃ—কালষেয়ং (কলষাপত্যং) তুরং (তুরসংজ্ঞং) পুরোধায় (পুরোহিতং কৃত্বা) সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) সর্ব্বাং পৃথিবীং জিত্বা অধ্বরৈঃ (অশ্বমেধযজ্ঞৈঃ) যক্ষ্যতি চ (যাগং করিষ্যতি, অতঃ) তুরগমেধষাট্ (ইতি প্রসিদ্ধো ভবিষ্যতি জনমেজয়ঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—কলষতনয় তুরকে পুরোহিত করিয়া সর্ব্বপৃথিবী জয় করতঃ জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞ

করিতে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া, তিনি তুরগমেধষাট্ নামে প্রসিদ্ধ হইবেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তুরং তুরসংজ্ঞম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালষেয়ং'—(পাঠান্তর কাবষেয়ং), কলষতনয় তুরকে (পুরোহিত পদে বরণ করিয়া জনমেজয় অশ্বমেধ ও অন্যান্য বহু যজ্ঞ করিবেন।) ॥ ৩৭ ॥

তস্য পুত্রঃ শতানীকো যাজ্ঞবল্ক্যাৎ ত্রয়ীং পঠন্।
অস্ত্রজ্ঞানং ক্রিয়াজ্ঞানং শৌনকাৎ পরমেষ্যতি ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—তস্য (জনমেজয়স্য) পুত্রঃ শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যাৎ ত্রয়ীম্ (ঋগাদিবেদত্রয়ীং) পঠন্ (কৃপাচার্য্যতঃ) অস্ত্রজ্ঞানং, (যাজ্ঞবল্ক্যাৎ) ক্রিয়াজ্ঞানং, শৌনকাৎ পরম্ (আত্মজ্ঞানম্) এষ্যতি (প্রাপ্স্যতি) ॥ ৩৮ ।

অনুবাদ—জনমেজয়ের পুত্র শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ত্রয়ীবিদ্যা ও ক্রিয়াজ্ঞান এবং কৃপাচার্য্যসমীপে অস্ত্রবিদ্যা এবং শৌনকের নিকট আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন ॥ ৩৮ ॥

সহস্রানীকস্তৎপুত্রস্ততশ্চৈবাশ্বমেধজঃ।
অসীমকৃষ্ণস্তস্যাপি নেমিচক্রস্তু তৎসুতঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—তৎপুত্রঃ (তস্য শতানীকস্য পুত্রঃ) সহস্রানীকঃ (ভবিষ্যতি), ততঃ (সহস্রানীকাৎ) অশ্বমেধজঃ (ভবিষ্যতি), তস্য অপি (অশ্বমেধজস্যাপি) অসীমকৃষ্ণঃ (ভবিতা), তৎসুতঃ তু (তস্য অসীমকৃষ্ণস্য সুতঃ) নেমিচক্রঃ (ভবিষ্যতি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—শতানীকের পুত্র হইবে সহস্রানীক। তাহা হইতে অশ্বমেধজ জন্মগ্রহণ করিবেন। অশ্বমেধজের পুত্র অসীমকৃষ্ণ এবং তাহার পুত্র নেমিচক্র হইবেন ॥ ৩৯ ॥

গজাহ্বয়ে হৃতে নদ্যা কৌশাম্ব্যাং সাধু বৎস্যতি।
উক্তস্ততশ্চিত্ররথস্তস্মাচ্ছুচিরথঃ সুতঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ নেমিচক্রঃ) গজাহ্বয়ে (হস্তিনাপুরে) নদ্যা (গঙ্গয়া) হৃতে (প্লাবিতে সতি) কৌশাম্ব্যাং (পুরি) সাধু (যথা স্যাত্তথা) বৎস্যতি (বাসং করিষ্যতি)। ততঃ (নেমিচক্রাৎ জাতঃ সুতঃ) চিত্ররথঃ উক্তঃ (কথিতো ভবিষ্যতি), তস্মাৎ (চিত্ররথাৎ) শুচিরথঃ সুতঃ (ভবিতা) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—নেমিচক্র হস্তিনাপুর নদীর বন্যায় প্লাবিত হইলে, কৌশাম্বী নাম্নী পুরীতে বাস করিবেন। নেমিচক্রের পুত্র চিত্ররথনামে অভিহিত হইবে। চিত্ররথ হইতে শুচিরথ নামক পুত্রের জন্ম হইবে ॥ ৪০ ॥

তস্মাচ্চ বৃষ্টিমাংস্তস্য সুষেণোঽথ মহীপতিঃ।
সুনীথস্তস্য ভবিতা নৃচক্ষুর্যৎ সুখীনলঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ চ (শুচিরথাৎ) বৃষ্টিমান্, অথ তস্য (বৃষ্টিমতঃ) সুষেণঃ মহীপতিঃ (ভবিতা), তস্য (সুষেণস্য) সুনীথঃ (সুতঃ) ভবিতা, (সুনীথস্য) নৃচক্ষুঃ যৎ (যস্মাৎ) সুখীনলঃ (ভবিষ্যতি) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—শুচিরথ হইতে বৃষ্টিমান্ উৎপন্ন হইবেন। বৃষ্টিমানের পুত্র সুষেণ ইনি মহীপতি হইবেন। সুষেণের পুত্র সুনীথ, তাহার পুত্র নৃচক্ষু, নৃচক্ষু হইতে সুখীনল জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্‌যতঃ সুখীনলনামা ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ'—যে নৃচক্ষু হইতে সুখীনল জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৪১ ॥

পরিপ্লবঃ সুতস্তস্মান্মেধাবী সুনয়াত্মজঃ।
নৃপঞ্জয়স্ততো দূর্ব্বস্তিমিস্তস্মাজ্জনিষ্যতি ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (সুখীনলাৎ) পরিপ্লবঃ সুতঃ (ভবিষ্যতি), তস্মাৎ (পরিপ্লবাৎ) সুনয়াত্মজঃ (সুনয়ঃ তস্য আত্মজঃ) মেধাবী (ভবিষ্যতি), ততঃ (তস্মাৎ মেধাবিনঃ) নৃপঞ্জয়ঃ, ততঃ (তস্মাৎ) দূর্ব্বঃ তস্মাৎ (দূর্ব্বাৎ) তিমিঃ জনিষ্যতি (ভবিষ্যতি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—সুখীনলের পুত্র হইবে পরিপ্লব, পরিপ্লব হইতে সুনয় এবং সুনয় হইতে মেধাবী জন্মগ্রহণ করিবেন। মেধাবী হইতে নৃপঞ্জয়, তাঁহা হইতে দূর্ব্ব এবং দূর্ব্ব হইতে তিমি জন্মগ্রহণ করিবেন ॥৪২

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ পরিপ্লবঃ তস্য সুনয়ঃ, তস্যাত্মজো মেধাবীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মাৎ'—সুখীনল হইতে পরিপ্লব, তাহার পুত্র সুনয় এবং সেই সুনয়ের পুত্র মেধাবী জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৪২ ॥

তিমের্বৃহদ্রথস্তস্মাচ্ছতানীকঃ সুদাসজঃ।
শতানীকাদ্দুর্দ্দমনস্তস্যাপত্যং মহীনরঃ ॥ ৪৩॥

অন্বয়ঃ—তিমেঃ (পুত্রঃ) বৃহদ্রথঃ, তস্মাৎ (বৃহদ্রথাৎ) সুদাসজ (সুদাসঃ তস্মাৎ) জাতঃ শতানীকঃ (ভবিষ্যতি), শতানীকাৎ দুর্দ্দমনঃ তস্য (দুর্দ্দমনস্য) অপত্যং (পুত্রং) মহীনরঃ (ভবিষ্যতি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—তিমি হইতে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে সুদাস জন্মগ্রহণ করিবেন। সুদাসের পুত্র শতানীক, শতনীক হইতে দুর্দ্দমন উৎপন্ন হইবেন। দুর্দ্দমনের পুত্র হইবে মহীনর ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ সুদাসঃ, ততঃ শতানীক ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মাৎ'—বৃহদ্রথ হইতে সুদাস জন্মগ্রহণ করিবেন। সুদাসের পুত্র শতানীক, এই অর্থ ॥ ৪৩ ॥

দণ্ডপানির্নিমিস্তস্য ক্ষেমকো ভবিতা যতঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈ যোনির্বংশো দেবর্ষিসৎকৃতঃ ॥ ৪৪॥
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ।
অথ মাগধরাজানো ভাবিনো যে বদামি তে ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (মহীনরস্য) দণ্ডপানিঃ (সুতঃ) তস্য চ নিমিঃ (সুতঃ ভবিষ্যতি), যতঃ (নিমেঃ) ক্ষেমকঃ (ভবিতা), ব্রহ্মক্ষত্রস্য (ব্রাহ্মণক্ষত্রকুলয়োঃ যোনিঃ (কারণভূতঃ) দেবর্ষিসৎকৃতঃ (দেবৈঃ ঋষিভিশ্চ সৎকৃতঃ পূজিতঃ) অয়ং বংশঃ (সোমবংশঃ যঃ ময়া প্রোক্তঃ সঃ ইত্যর্থঃ) কলৌ (কলিযুগে) ক্ষেমকং (রাজানং) প্রাপ্য সংস্থাং (সমাপ্তিং) প্রাপ্স্যতি, বৈ অথ (অনন্তরং) ভাবিনঃ (ভবিষ্যন্তঃ) যে মাগধরাজানঃ (তান্ তুভ্যং) বদামি ॥ ৪৪-৪৫ ॥

অনুবাদ—মহীনরের পুত্র দণ্ডপাণি, তৎপুত্র নিমি, তাঁহা হইতে ক্ষেমক জন্মগ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কুলের কারণভূত দেবঋষিগণের পূজ্য এই সোমবংশ আমি কীর্ত্তন করিলাম। কলিযুগে ক্ষেমক নামক রাজা পর্য্যন্ত থাকিবে। অনন্তর ভাবী মাগধরাজদিগের কথা বলিতেছি ॥ ৪৪-৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—দেবৈর্ঋষিভিশ্চ সৎকৃতঃ ॥৪৪-৪৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবর্ষি-সৎকৃতঃ'—দেবতা ও ঋষিগণের দ্বারা সমাদরপ্রাপ্ত (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতির উৎপত্তিক্ষেত্র এই সোমবংশ রাজা ক্ষেমকের পরেই কলিযুগে অবসানপ্রাপ্ত হইবে।) ॥ ৪৪-৪৫ ॥

ভবিতা সহদেবস্য মার্জ্জারির্যৎ শ্রুতশ্রবাঃ ॥
ততো যুতায়ুস্তস্যাপি নিরমিত্রোঽথ তৎসুতঃ ॥ ৪৬ ॥
সুনক্ষত্রঃ সুনক্ষত্রাদ্বৃহৎসেনোঽথ কর্ম্মজিৎ।
ততঃ সুতঞ্জয়াদ্বিপ্রঃ শুচিস্তস্য ভবিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥
ক্ষেমোঽথ সুব্রতস্তস্মাদ্ধর্ম্মসূত্রঃ সমস্ততঃ।
দ্যুমৎসেনোঽথ সুমতিঃ সুবলো জনিতা ততঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—সহদেবস্য (জরাসন্ধপুত্রস্য পুত্রঃ) মার্জ্জারিঃ, যৎ (যস্মাৎ) শ্রুতশ্রবাঃ ভবিতা, ততঃ (শ্রুতশ্রবসঃ) যুতায়ুঃ তস্য অপি (যুতায়োরপি) নিরমিত্রঃ (ভবিতা), অথ (অনন্তরং) তৎসুতঃ (নিরমিত্রস্য সুতঃ) সুনক্ষত্রঃ, সুনক্ষত্রাৎ বৃহৎসেনঃ (ভবিষ্যতি), অথ (তস্মাৎ) কর্ম্মজিৎ, ততঃ (কর্ম্মজিতঃ সুতঞ্জয়ঃ) সুতঞ্জয়াৎ বিপ্রঃ শুচিঃ ভবিষ্যতি, তস্য (শুচেঃ) ক্ষেমঃ, অথ (ক্ষেমাৎ) সুব্রতঃ, তস্মাৎ (সুব্রতাৎ) ধর্ম্মসূত্রঃ, ততঃ (ধর্ম্মসূত্রাৎ) সমঃ, অথ (সমাৎ) দ্যুমৎসেনঃ ততঃ (তস্মাৎ) সুমতিঃ ততঃ (সুমতেঃ) সুবলঃ জনিতা (ভবিষ্যতি)॥ ৪৬-৪৮ ॥

অনুবাদ—সহদেবের পুত্র মার্জ্জারি, তাহা হইতে শ্রুতশ্রবা, তাহা হইতে যুতায়ু, তাহা হইতে নিরমিত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। নিরমিত্রের পুত্র সুনক্ষত্র, তাহা হইতে বৃহৎসেন, তাহা হইতে কর্ম্মজিৎ, তাহা হইতে সুতঞ্জয় উৎপন্ন হইবেন। সুতঞ্জয়ের পুত্র বিপ্র, তৎপুত্র শুচি, তৎপুত্র ক্ষেম, ক্ষেম হইতে সুব্রত, তাহা হইতে ধর্ম্মসূত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। ধর্ম্মসূত্র হইতে

সম, তাহা হইতে দ্যুমৎসেন, তাহা হইতে সুমতি এবং সুমতি হইতে সুবল জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৪৬-৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—সহদেবস্য জরাসন্ধপুত্রস্য ॥৪৬-৪৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহদেবস্য'—জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবের পুত্র মার্জ্জারি (অর্থাৎ সহদেব হইতে মার্জ্জারি জন্মগ্রহণ করিবেন।) ॥ ৪৬-৪৮ ॥

সুনীথঃ সত্যজিদথ বিশ্বজিদ্ যদ্রিপুঞ্জয়ঃ।
বার্হদ্রথাশ্চ ভূপালা ভাব্যাঃ সাহস্রবৎসরম্ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে শান্তনুবংশকীর্ত্তনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(সুবলাৎ) সুনীথঃ, অথ (তস্মাৎ) সত্যজিৎ, (সত্যজিতঃ) বিশ্বজিৎ, যৎ (যস্মাৎ) রিপুঞ্জয়ঃ (ভবিষ্যতি), বার্হদ্রথাঃ (এতে সর্ব্বে বৃহদ্রথবংশ্যাঃ) সাহস্রবৎসরং (সহস্রবৎসরান্তং) ভাব্যাঃ (ভাবিনঃ) ভূপালাঃ (ততঃ পরং ভাব্যান্ দ্বাদশস্কন্ধে বক্ষ্যতি) ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—সুবল হইতে সুনীথ জন্মগ্রহণ করেন। সুনীথ হইতে সত্যজিৎ, সত্যজিৎ হইতে বিশ্বজিৎ, তাহা হইতে রিপুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করিবেন। ইঁহারা সকলে বৃহদ্রথবংশীয়। বৃহদ্রথবংশীয় রাজগণ আর সহস্র বৎসর থাকিবেন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—জরাসন্ধাৎ সহস্রবৎসরপর্য্যন্তং ভবিষ্যন্তঃ, ততঃ পরস্তু ভাব্যান্ দ্বাদশস্কন্ধে বক্ষ্যতি ॥৪৯॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাবিংশো নবমস্যায়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাহস্রবৎসরং'—জরাসন্ধ হইতে বৃহদ্রথের বংশধর নরপতিগণ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবেন। ইহার পরবর্ত্তী রাজগণের কথা দ্বাদশ স্কন্ধে বলা হইবে ॥ ৪৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।২২ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দ্বাবিংশাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অনোঃ সভানরশ্চক্ষুঃ পরেক্ষুশ্চ ত্রয়ঃ সুতাঃ।
সভানরাৎ কালনরঃ সৃঞ্জয়স্তৎসুতস্ততঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অনু, দ্রুহ্য, তুর্ব্বসু ও যদুর বংশ বিবরণ এবং জ্যামঘের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অনুর সভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু এই তিন পুত্রের মধ্যে সভানর হইতে কালনর, সৃঞ্জয়, জনমেজয়, মহাশাল, মহামনা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উৎপন্ন হন। মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামক দুই পুত্রের মধ্যে উশীনরের চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ শিবি হইতে বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র, কেকয় এই চারি সন্তানের জন্ম হয়। তিতিক্ষুর পুত্র রুষাদ্রথ হইতে হোম, সুতপা, বলি, শৌক্রপারম্পর্য্যে জন্ম গ্রহণ করেন। বলির ভার্য্যার গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুহ্ম, পুণ্ড্র, ওড্র নামে নৃপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

অঙ্গ হইতে খলপান, দিবিরথ, ধর্ম্মরথ, চিত্ররথ নামান্তর রোমপাদ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উৎপন্ন হন। রাজা দশরথ নিঃসন্তান সখা রোমপাদকে নিজ শান্তা নাম্নী কন্যাকে দান করিয়াছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গের প্রভাবে রোমপাদের চতুরঙ্গনামে এক সন্তান হয়, চতুরঙ্গপুত্র পৃথুলাক্ষ, তনয় বৃহদ্রথ হইতে বৃহন্মনা, জয়দ্রথ, বিজয়, ধৃতি, ধৃত-ব্রত, সৎকর্ম্মা, অধিরথ, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উৎপন্ন হন। অধিরথ কুন্তি-পরিত্যক্ত সন্তান কর্ণকে পুত্ররূপে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কর্ণপুত্র বৃষসেন।

দ্রুহ্যতনয় বভ্রু হইতে সেতু, আরব্ধ, গান্ধার, ধর্ম্ম, ধৃত, দুর্ম্মদ, প্রচেতা, সন্তান সন্ততিক্রমে উৎপন্ন হন।

তুর্ব্বসুপুত্র বহ্নি হইতে শৌক্রপরম্পরায় যথাক্রমে ভর্গ, ভানুমান, ত্রিভানু, করন্ধম, মরুত্ত উৎপন্ন হন।

নিঃসন্তান মরুত্ত পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। দুষ্মন্ত রাজ্যাভিলাষী হইয়া পুনরায় নিজ পুরুবংশ অঙ্গীকার করেন।

যদুর চারি সন্তানের মধ্যে সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ, তাহার তিন পুত্রের মধ্যে হৈহয় হইতে বংশানুক্রমে ধর্ম্ম, নেত্র, কুন্তি, সোহাঞ্জি, মহিষ্মান্, ভদ্রসেন, কৃতবীর্য্য অর্জ্জুন, জয়ধ্বজ, তালজঙ্ঘ, বীতিহোত্র উৎপন্ন হন।

মধুপুত্র বৃষ্ণি। যদু, মধু ও বৃষ্ণির জন্য ঐ বংশ যাদব, মাধব এবং বৃষ্ণিনামে অভিহিত হয়।

যদুপুত্র ক্রোষ্টু হইতে বৃজিনবান্, স্বাহিত, বিশদ্গু, চিত্ররথ, শশবিন্দু, পৃথুশ্রবা, ধর্ম্ম, উশনা, রুচক, শৌক্র-পারম্পর্য্যে উৎপন্ন হন; রুচকের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম জ্যামঘ। দেবতা-কৃপায় জ্যামঘের বন্ধ্যাপত্নী শৈব্যার গর্ভে বিদর্ভ নামক এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অনোঃ (চতুর্থস্য যযাতিপুত্রস্য) সভানরঃ চক্ষুঃ পরেক্ষুঃ চ ত্রয়ঃ সুতাঃ (অভবন্)। সভানরাৎ কালনরঃ (সুতঃ অভবৎ), তৎসুতঃ (তস্য কালনরস্য সুতঃ) সৃঞ্জয়ঃ (ভবতি) ॥১

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—(হে রাজন্!) যযাতিপুত্র অনুর, সভানর, চক্ষু এবং পরেক্ষু এই তিন পুত্র ছিলেন। সভানর হইতে কালনর উৎপন্ন হন, এই কালনরের পুত্র সৃঞ্জয় ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অনোর্দ্রুহ্যোস্তুর্ব্বসোশ্চ যদোর্বংশোঽপি কীর্ত্ত্যতে।
জ্যামঘান্তস্ত্রয়োবিংশে কার্ত্তবীর্য্যোঽত্র কীর্ত্তিমান্ ॥০॥

যযাতেঃ পঞ্চমস্য পুত্রস্য পুরোর্বংশমুক্ত্বা চতুর্থা-দীনাং পুত্রাণাং বংশমাহ অনোরিতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে অনু, দ্রুহ্য, তুর্ব্বসু ও জ্যামঘ পর্য্যন্ত যদুবংশের বিবরণ এবং কীর্ত্তিমান্ কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

যযাতির পঞ্চম পুত্র পুরুর বংশ বলিয়া অপর চারিজন পুত্রের বংশ বলিতেছেন—'অনোঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ সভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু এই তিনজন অনুর পুত্র ॥ ১॥

জনমেজয়স্তস্য পুত্রো মহাশালো মহামনাঃ।
উশীনরস্তিতিক্ষুশ্চ মহামনস আত্মজৌ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (সৃঞ্জয়াৎ) জনমেজয়ঃ, তস্য (জনমেজয়স্য) পুত্রঃ মহাশালঃ (মহাশালাৎ) মহামনাঃ (অভূৎ) মহামনসঃ উশীনরঃ তিতিক্ষুঃ চ (দ্বৌ) আত্মজৌ (পুত্রৌ অভবতামিত্যর্থঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সৃঞ্জয় হইতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন। জনমেজয়ের পুত্র মহাশাল, তাঁহা হইতে মহামনা জন্মগ্রহণ করেন, মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামে দুই পুত্র ছিলেন ॥ ২ ॥

শিবির্ব্বরঃ কৃমির্দক্ষশ্চত্বারোশীনরাত্মজাঃ।
বৃষাদর্ভঃ সুবীরশ্চ মদ্রঃ কেকয় আত্মবান্ ॥ ৩ ॥
শিবেশ্চত্বার এবাসংস্তিতিক্ষোশ্চ রুষদ্রথঃ।
ততো হোমোহথ সুতপা বলিঃ সুতপসোঽভবৎ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—শিবিঃ বরঃ কৃমিঃ দক্ষঃ চ (এতে) চত্বারঃ উশীনরাত্মজাঃ (উশীনরস্য আত্মজাঃ পুত্রাঃ ভবন্তি), শিবেঃ বৃষাদর্ভঃ, সুধীরঃ, মদ্রঃ, কেকয়ঃ (এতে) চত্বারঃ এব (পুত্রাঃ) আসন্। তিতিক্ষোঃ চ রুষদ্রথঃ (পুত্রঃ অভবৎ), ততঃ (রুষদ্রথাৎ) হোমঃ, অথ (হোমাৎ) সুতপাঃ (অভূৎ), সুতপসঃ বলিঃ (অতঃ) অভবৎ ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—উশীনরের শিবি, বর, কৃমি, দক্ষ,—এই চারিপুত্র ছিল। শিবির বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র, আত্মতত্ত্ববিৎ কেকয়—এই চারি পুত্র এবং তিতিক্ষুর রুষদ্রথ নামে একটী পুত্র ছিল। রুষদ্রথ হইতে শম, তাহা হইতে সুতপা, এবং সুতপা হইতে বলি জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩-৪ ॥

বিশ্বনাথ—চত্বার উশীনরাত্মজাঃ ॥ ৩-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চত্বারঃ'—শিবি, বর, কৃমি ও দক্ষ—এই চারিজন উশীনরের পুত্র ॥ ৩-৪ ॥

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদ্যাঃ শুহ্মপুণ্ড্রৌড্রসংজ্ঞিতাঃ।
জজ্ঞিরে দীর্ঘতমসো বলেঃ ক্ষেত্রে মহীক্ষিতঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—মহীক্ষিতঃ (রাজ্ঞঃ) বলেঃ ক্ষেত্রে (পত্ন্যাং) দীর্ঘতমসঃ (বীর্য্যেণ) অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গাদ্যাঃ শুহ্মপুণ্ড্রৌড্রসংজ্ঞিতাঃ (সাকল্যেন ষট্ সুতাঃ ইত্যর্থঃ জজ্ঞিরে (বভূবুঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—মহীপতি বলির পত্নীতে দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুহ্ম, পুণ্ড্র, ওড্র এই ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—বলেঃ ক্ষেত্রে ভার্য্যায়াং দীর্ঘতমস উতথ্যপুত্রাৎ সকাশাৎ অঙ্গাদয়ো জজ্ঞিরে ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বলেঃ ক্ষেত্রে'—বলির ক্ষেত্রে (পত্নীর গর্ভে) উতথ্যপুত্র দীর্ঘতমা হইতে অঙ্গ প্রভৃতি ছয় জন মহীপতির জন্ম হয় ॥ ৫ ॥

চক্রুঃ স্বনাম্না বিষয়ান্ ষড়িমান্ প্রাচ্যকাংশ্চ তে।
খলপানোঽঙ্গতো জজ্ঞে তস্মাদ্দিবিরথস্ততঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—তে (অঙ্গাদ্যাঃ ষড় রাজানঃ) স্বনাম্না (স্ব স্বাভিধেয়েন) প্রাচ্যকান্ (ভারতবর্ষস্য পূর্ব্বদেশবর্ত্তিনঃ) ইমান্ ষড় বিষয়ান্ (অঙ্গবঙ্গাদ্যভিধেয়ান্ ষট্ দেশান্) চক্রুঃ (নির্ম্মমিরে)। অঙ্গতঃ (অঙ্গাৎ) খলপানঃ, তস্মাৎ (খলপানাৎ) দিবিরথঃ জজ্ঞে (বভূব) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অঙ্গ প্রভৃতি ছয় জন মহীপতি নিজ নিজ নামানুসারে ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে ছয়টী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অঙ্গ হইতে খলপান এবং খলপান হইতে দিবিরথ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিষয়ান্ দেশান্। প্রাচ্যকান্ ভারতবর্ষস্য পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তিনঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিষয়ান্ প্রাচ্যকান্'—ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দিকস্থিত ছয়টি দেশকে তাঁহারা নিজ নিজ নামে পরিচিত করেন (অর্থাৎ ঐ ছয়টি দেশের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুহ্ম, পুণ্ড্র ও ওড্র (উৎকল)-এই সকল নামকরণ করেন ॥ ৬ ॥

সুতো ধর্ম্মরথো যস্য জজ্ঞে চিত্ররথোঽপ্রজাঃ।
রোমপাদ ইতি খ্যাতস্তস্মৈ দশরথঃ সখা ॥ ৭ ॥
শান্তাং স্বকন্যাং প্রাযচ্ছদৃষ্যশৃঙ্গ উবাহ যাম্।
দেবেঽবর্ষতি যং রামা আনিন্যুর্হরিণীসুতম্ ॥ ৮ ॥
নাট্যসঙ্গীতবাদিত্রৈর্বিভ্রমালিঙ্গনার্হণৈঃ।
স তু রাজ্ঞোঽনপত্যস্য নিরূপ্যেষ্টিং মরুত্বতে ॥৯॥

প্রজামদাদ্দশরথো যেন লেভেঽপ্রজাঃ প্রজাঃ।
চতুরঙ্গো রোমপাদাৎ পৃথুলাক্ষস্তু তৎসুতঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (দিবিরথাৎ) ধর্ম্মরথঃ জজ্ঞে (অজায়ত), যস্য (ধর্ম্মরথস্য) সুতঃ চিত্ররথঃ (স চ) রোমপাদঃ ইতি (নাম্না) খ্যাতঃ (প্রসিদ্ধঃ) অপ্রজাঃ (অপুত্রঃ আসীদিত্যর্থঃ) সখা দশরথঃ তস্মৈ (রোমপাদাখ্যায় চিত্ররথায়) স্বকন্যাং শান্তাং (পুত্রিকারূপেণ) প্রাযচ্ছৎ (অদাৎ, যাং (শান্তাম্) ঋষ্যশৃঙ্গঃ উবাহঃ (উপযেমে) দেবে (পর্জ্জন্যে) অবর্ষতি (বর্ষণম্ অকুর্ব্বতি সতি) রামাঃ (ললনাঃ) নাট্য-সঙ্গিতবাদিত্রৈঃ (অভিনয়সঙ্গীতবাদ্যৈঃ) বিভ্রমালিঙ্গনার্হণৈঃ (বিভ্রমেণ বিলাসেন যানি পরস্পরমালিঙ্গনানি তৈরেব অর্হণৈঃ পূজোপকরণৈঃ) যং হরিণীসুতম্ (ঋষ্যশৃঙ্গম্) আনিন্যুঃ (আনীতবত্যঃ)। স তু (ঋষ্যশৃঙ্গঃ) অনপত্যস্য (পুত্রবিহীনস্য) রাজ্ঞঃ (দশরথস্য পুত্রোৎপাদনার্থং) মরুত্বতে ইষ্টিং (যজ্ঞং) নিরূপ্য (প্রস্তুত্য) প্রজাম্ অদাৎ, যেন (পুত্রেষ্টিযাগেন) অপ্রজাঃ দশরথঃ প্রজাঃ (পুত্রান্) লেভে, রোমপাদাৎ চতুরঙ্গঃ (বভূবঃ), তৎসুতঃ (তস্য চতুরঙ্গস্য সুতঃ) পৃথুলাক্ষঃ (ভবতি) ॥ ৭-১০ ॥

অনুবাদ—দিবিরথ হইতে ধর্ম্মরথ উৎপন্ন হন। ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ, ইনি রোমপাদনামে বিখ্যাত ছিলেন, ইঁহার পুত্রাদি ছিল না। রোমপাদের বন্ধু দশরথ নিজকন্যা শান্তাকে রোমপাদহস্তে পালিত-কন্যারূপে প্রদান করিয়াছিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গ সেই শান্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবতা বারিবর্ষণ না করায় বারাঙ্গনাগণ অভিনয় সঙ্গীত, বাদ্যরূপ নানাবিধ পুজোপকরণ বিভ্রমক বিলাসাদি দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিলে, রাজ্যমধ্যে বারিবর্ষণ হয়, অনন্তর সেই ঋষি নিঃসন্তান রাজার পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত যজ্ঞ করেন, তাহাতে অপুত্রক দশরথ পুত্র লাভ করেন, রোমপাদ হইতে চতুরঙ্গ উৎপন্ন হন, এই চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ ॥ ৭-১০ ॥

বৃহদ্রথো বৃহৎকর্ম্মা বৃহদ্ভানুশ্চ তৎসুতাঃ।
আদ্যাদ্ বৃহন্মনাস্তস্মাজ্জয়দ্রথ উদাহৃতঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তৎসুতাঃ (তস্য পৃথুলাক্ষস্য সুতাঃ) বৃহদ্রথঃ, বৃহৎকর্ম্মা, বৃহদ্ভানুঃ (এতে ত্রয়ো ভবন্তি) আদ্যাৎ (বৃহদ্রথাৎ) বৃহন্মনাঃ (জাতঃ) তস্মাৎ (বৃহন্মনসঃ) জয়দ্রথঃ উদাহৃতঃ (পুত্রত্বেন উক্তঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পৃথুলাক্ষের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্ম্মা ও বৃহদ্ভানু, বৃহদ্রথ হইতে বৃহন্মনা এবং বৃহন্মনা হইতে জয়দ্রথ পুত্ররূপে উৎপন্ন হন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—আদ্যাৎ বৃহদ্রথাৎ ॥ ১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আদ্যাৎ'—পৃথুলাক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃহদ্রথ হইতে বৃহন্মনা জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১১ ॥

বিজয়স্তস্য সম্ভূত্যাং ততো ধৃতিরজায়ত।
ততো ধৃতব্রতস্তস্য সৎকর্ম্মাধিরথস্ততঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (জয়দ্রথস্য) সম্ভূত্যাং (ভার্য্যায়াং) বিজয়ঃ (জাতঃ), ততঃ (বিজয়াৎ) ধৃতিঃ অজায়ত, ততঃ (ধৃতেঃ) ধৃতব্রতঃ তস্য (ধৃতব্রতস্য) সৎকর্ম্মা ততঃ (সৎকর্ম্মণঃ) অধিরথঃ অভূৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—জয়দ্রথের সম্ভূতি নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন। বিজয় হইতে ধৃতি, ধৃতি হইতে ধৃতব্রত উৎপন্ন হন। ধৃতব্রতের সৎকর্ম্মা, সৎকর্ম্ম হইতে অধিরথ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১২ ॥

যোঽসৌ গঙ্গাতটে ক্রীড়ন্ মঞ্জুষান্তর্গতং শিশুম্।
কুন্ত্যাপবিদ্ধং কানীনমনপত্যোঽকরোৎ সুতম্ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—যঃ অসৌ (অধিরথঃ) গঙ্গাতটে ক্রীড়ন্ (খেলয়ন্) কুন্ত্যা (পাণ্ডুপত্ন্যা) অপবিদ্ধং (লজ্জয়া পরিত্যক্তং) কানীনং (কুমারীদশায়াং জাতং) মঞ্জুষান্তর্গতং (পেটিকাভ্যন্তরস্থং) শিশুং (প্রাপ্য) অনপত্যঃ (স্বয়ম্ অপুত্রঃ সন্ আত্মনঃ অপুত্রতয়া ইত্যর্থঃ) তং (শিশুং) সুতম্ অকরোৎ (পুত্রত্বেন পরিজগ্রাহ স চ সুতঃ কর্ণাখ্যঃ বভূবঃ ইতি শেষঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এই অধিরথ গঙ্গাতীরে ক্রীড়া করিতে করিতে কুন্তী কর্তৃক পরিত্যক্ত পেটিকামধ্যে কুমারী অবস্থায় জাত এক শিশু প্রাপ্ত হন। অধিরথ নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং শিশুকে পুত্ররূপে গ্রহণ

করিয়া পালন করিয়াছিলেন। সেই শিশু কর্ণনামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অপবিদ্ধং লজ্জয়া ত্যক্তম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপবিদ্ধং'—কুন্তী কর্তৃক লজ্জায় পরিত্যক্ত (শিশুকে নিঃসন্তান অধিরথ সন্তান-রূপে পালন করেন) ॥ ১৩ ॥

বৃষসেনঃ সুতস্তস্য কর্ণস্য জগতীপতে।
দ্রুহ্যোশ্চ তনয়ো বভ্রুঃ সেতুস্তস্যাত্মজস্ততঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—জগতীপতে। (হে রাজন্!) তস্য কর্ণস্য বৃষসেনঃ সুতঃ (বভূব), দ্রুহ্যোঃ চ (যযাতেঃ তৃতীয়পুত্রস্য) তনয়ঃ (পুত্রঃ) বভ্রুঃ তস্য (বভ্রোঃ) আত্মজঃ (সুতঃ) সেতুঃ (তদভিধেয়ঃ জাতঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! কর্ণের বৃষসেন নামে এক পুত্র ছিল, যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্য, তাঁহার পুত্র বভ্রু, বভ্রুর আত্মজ সেতু ॥ ১৪

বিশ্বনাথ—দ্রুহ্যোর্যযাতিপুত্রস্য ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্রুহ্যোঃ'—যযাতিপুত্র দ্রুহ্যের পুত্রের নাম বভ্রু ॥ ১৪ ॥

আরব্ধস্তস্য গান্ধারস্তস্য ধর্ম্মস্ততো ধৃতঃ।
ধৃতস্য দুর্ম্মদস্তস্মাৎ প্রচেতাঃ প্রাচেতসঃ শতম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (সেতোঃ পুত্রঃ) আরব্ধঃ তস্য (আরব্ধস্য) গান্ধারঃ (সুতঃ অভবৎ), তস্য (গান্ধারস্য) ধর্ম্মঃ (জাতঃ), ততঃ (ধর্ম্মাৎ) ধৃতঃ (বভূব), ধৃতস্য (সুতঃ) দুর্ম্মদঃ, তস্মাৎ প্রচেতাঃ (অজায়ত), প্রাচেতসঃ (প্রচেতসঃ অপত্যানি) শতম্ (আসন্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সেতুর পুত্র আরব্ধ, আরব্ধের পুত্র গান্ধার, গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ধৃত জন্মগ্রহণ করেন, ধৃতের পুত্র দুর্ম্মদ, তাহা হইতে প্রচেতার উদ্ভব হয়, প্রচেতার একশত পুত্র হয় ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তুর্ব্বসোর্যযাতিপুত্রস্য ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুর্ব্বসোঃ—যযাতির দ্বিতীয় পুত্র তুর্ব্বসু, তাহার পুত্র বহ্নি ॥ ১৬ ॥

ম্লেচ্ছাধিপতয়োঽভূবন্নুদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ।
তুর্ব্বসোশ্চ সুতো বহ্নির্বহ্নের্ভর্গোঽথ ভানুমান্ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—(তে চ প্রাচেতসাঃ) উদীচীম্ (উত্তরাং) দিশম্ আশ্রিতাঃ (সন্তঃ) ম্লেচ্ছাধিপতয়ঃ (ম্লেচ্ছদেশানাম্ অধিপতয়ঃ) অভুবন্। তুর্ব্বসোঃ (যযাতেঃ দ্বিতীয়পুত্রস্য) সুতঃ বহ্নিঃ, বহ্নেশ্চ (সুতঃ) ভর্গঃ, অথ (তস্মাৎ ভর্গাৎ) ভানুমান্ (অজায়ত) ॥১৬॥

অনুবাদ—প্রাচেতোগণ উত্তরদিকে অবস্থিত হইয়া ম্লেচ্ছদেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। যযাতির দ্বিতীয় পুত্র তুর্ব্বসু, তাঁহার পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র ভর্গ হইতে ভানুমান্ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৬ ॥

ত্রিভানুস্তৎসুতোঽস্যাপি করন্ধম উদারধীঃ।
মরুত্তস্তৎসুতোঽপুত্রঃ পুত্রং পৌরবমন্বভূৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তৎসুতঃ (তস্য ভানুমতঃ সুতঃ) ত্রিভানুঃ অস্য অপি (ত্রিভানোরপি) করন্ধমঃ (বভূব স চ) উদারধীঃ (উদারা ধীর্য্যস্য, স তথাভূতঃ আসীৎ) তৎসুতঃ (তস্য করন্ধমস্য সুতঃ) মরুত্তঃ (স চ) অপুত্রঃ (সন্) পৌরবং (পুরোর্ব্বংশে জাতং দুষ্মন্তং) পুত্রম্ অন্বভূতৎ (স্বীকৃতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ভানুমানের পুত্র ত্রিভানু, তৎপুত্র করন্ধম, করন্ধম অতীব উদার-চিত্ত ছিলেন, তাঁহার পুত্র মরুত্ত। মরুত্ত অপুত্রক হওয়ায় পুরুবংশ জাত দুষ্মন্তকে নিজের পুত্ররূপে অঙ্গীকার করেন।

বিশ্বনাথ—অপুত্রঃ অতএব পৌরবং পুরুবংশ্যং দুষ্মন্তমেব পুত্রম্ অন্বভূৎ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপুত্রঃ,—মরুত্ত অপুত্রক ছিলেন, এইহেতু পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন ॥ ১৭ ॥

দুষ্মন্তঃ স পুনর্ভেজে স্ববংশং রাজ্যকামুকঃ।
যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশং নরর্ষভ ॥ ১৮ ॥
বর্ণয়ামি মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপহরং নৃণাম্।
যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ দুষ্মন্তঃ রাজ্যকামুকঃ (রাজ্যাভিলাষী তৎপুত্র সন্নপি) পুনঃ স্ববংশং (স্বং বংশং

পৌরববংশং) ভেজে (কুরু বংশ্যানামেব নৃপাসনম্ অধিচকার ইতি ভাবঃ) নরর্ষভ ! (হে রাজন্ পরীক্ষিৎ) নৃণাং (মনুষ্যানাং) সর্ব্বপাপহরং (সর্ব্ববিধপাপনাশনং) মহাপুণ্যম্ (অতীব পবিত্রঃ) যযাতেঃ জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোঃ বংশং বর্ণয়ামি (কথয়ামি শ্রুয়তামিতি ভাবঃ) নরঃ যদোঃ বংশং (বংশবিবরণং শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে (সর্ব্বপাপবিমুক্তো ভবতি) ॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ—সেই দুষ্মন্ত রাজ্যাভিলাষী হওয়ায় মরুত্তের বংশগত হইয়াও পুনরায় পুরুবংশ অঙ্গীকার করেন। হে রাজন্ ! মনুষ্যদিগের সর্ব্ব-পাপনাশন, পরমপবিত্র, যযাতির জ্যেষ্ঠ-পুত্রের বংশকীর্ত্তন করিতেছি। যযাতি জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশবিবরণ শ্রবণ করিয়া লোক সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৮-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—স চ দুষ্মন্তঃ স্ববংশং পৌরববংশমেব ভেজে, ন তু তুর্ব্বসুবংশং যতো রাজ্যকামুকঃ পুরুবংশ্যানামেব নৃপাসনাধিকারাৎ ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স চ দুষ্মন্তঃ'—সেই দুষ্মন্ত নিজের পুরুবংশই পুনরায় আশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তুর্ব্বসুর বংশ নহে, যেহেতু তিনি 'রাজ্যকামুকঃ' —রাজ্যাভিলাষী ছিলেন, কারণ পুরুবংশীয়গণেরই নৃপাসনে অধিকার ॥ ১৮-১৯ ॥

যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ।
যদোঃ সহস্রজিৎ ক্রোষ্টা নলো রিপুরিতি শ্রুতাঃ ॥
চত্বারঃ সূনবস্তত্র শতজিৎ প্রথমাত্মজঃ।
মহাহয়ো রেণুহয়ো হৈহয়শ্চেতি তৎসুতাঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যদোর্বংশে) পরমাত্মা (পরব্রহ্ম) ভগবান্ (বাসুদেবঃ) নরাকৃতিঃ অবতীর্ণঃ (প্রাদুর্বভূব)। যদোঃ সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নলঃ, রিপুঃ, ইতি শ্রুতাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) চত্বারঃ সুনবঃ (বভূবুঃ)। তত্র (তেষু পুত্রেষু মধ্যে) প্রথমাত্মজঃ (প্রথমস্য সহস্রজিতঃ আত্মজঃ সুতঃ) শতজিৎ (ভবতি), তৎসুতাঃ (তস্য শতজিতঃ তাঃ) মহাহয়ঃ, রেণুহয়ঃ, হৈহয়ঃ চ ইতি (ত্রয়ঃ ভবন্তি) ॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—যদুর বংশে পরব্রহ্ম ভগবান্ তাঁহার নিত্য স্বয়ংরূপ নরাকৃতি প্রকট পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যদুর সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নল, রিপু —এই চারি পুত্র, তন্মধ্যে প্রথম পুত্র সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের পুত্র মহাহয়, রেণুহয় ও হৈহয় —এই তিনজন ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—নরাকৃতির্নরস্বরূপো নরজাতির্বেত্যাকৃতি-শব্দস্য স্বরূপবাচিত্বে বা জাতিবাচিত্বে পরমাত্মনো নরত্বস্য ন তাটস্থ্যং কিন্তু স্বরূপত্বমেব জ্ঞাপিতম্। গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমিত্যনেন জ্ঞাপিতমগ্রেঽপি জ্ঞাপয়িষ্যতি ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নরাকৃতিঃ'—এই যদুবংশে ভগবান্ পরমাত্মা শ্রীহরি নরাকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আকৃতি শব্দের স্বরূপবাচী ও জাতিবাচী অর্থ হইলেও পরমাত্মার নরত্ব কিন্তু তাটস্থত্ব নহে, কিন্তু স্বরূপত্বই, অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্য স্বরূপই নরাকৃতি, তদ্রূপে তিনি প্রকটিত হইয়াছিলেন। যেমন উক্ত হইয়াছে—'গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ (৭।১০ ৪৮), অর্থাৎ দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ! তোমাদের গৃহে বেদেরও নিগূঢ় নরাকৃতি পরব্রহ্ম আসক্তিসহকারে বিরাজ করেন বলিয়া ভুবনপবিত্রকারী ঋষিগণ সর্ব্বদা আগমন করিয়া থাকেন। এইরূপ পরেও বলিবেন ॥ ২০-২১ ॥

ধর্ম্মস্তু হৈহয়সুতো নেত্রঃ কুন্তেঃ পিতা ততঃ।
সোহঞ্জিরভবৎ কুন্তের্মহিষ্মান্ ভদ্রসেনকঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র) হৈহয়সুতঃ (হৈহয়স্য সুতঃ) ধর্ম্মঃ তু (ভবতি) ততঃ (ধর্ম্মাৎ) নেত্রঃ (জাতঃ স চ) কুন্তেঃ পিতা (নেত্রস্য পুত্রঃ কুন্তিরিত্যর্থঃ) ততঃ (কুন্তেঃ) সোহঞ্জিঃ অভবৎ, (ততঃ সোহঞ্জেঃ) মহিষ্মান্ (ততঃ) ভদ্রসেনকঃ (জাতঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে নেত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কুন্তির পিতা। কুন্তি হইতে সোহঞ্জি উৎপন্ন হন। সোহঞ্জি হইতে মহিষ্মান্ এবং মহিষ্মান্ হইতে ভদ্রসেনক জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২২ ॥

দুর্ম্মদো ভদ্রসেনস্য ধনকঃ কৃতবীর্য্যসূঃ।
কৃতাগ্নিঃ কৃতবর্ম্মা চ কৃতৌজা ধনকাত্মজাঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—ভদ্রসেনস্য দুর্ম্মদঃ ধনকঃ (দ্বৌ সুতৌ তত্র ধনকঃ) কৃতবীর্যাসূঃ (কৃতবীর্য্যস্য জনকঃ) কৃতাগ্নিঃ কৃতবর্ম্মা কৃতৌজাঃ চ (কৃতবীর্য্যশ্চ স চ এতে চত্বারঃ) ধনকাত্মজাঃ (ধনকস্য পুত্রা ভবন্তি) ॥২৩

অনুবাদ—ভদ্রসেনকের পুত্র দুর্ম্মদ ও ধনক। ধনক কৃতবীর্য্যের জনক। কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা, কৃতৌজা —এই তিন জনও ধনকের পুত্র ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভদ্রসেনস্য দুর্ম্মদো ধনকশ্চেতি দ্বৌ পুত্রৌ, তত্র ধনকঃ কৃতবীর্য্যসূরিতি ধনকস্য কৃতবীর্য্যঃ পুত্রঃ। তথা কৃতাগ্ন্যাদয়শ্চেতি চত্বারঃ পুত্রাঃ ॥২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভদ্রসেনস্য'—ভদ্রসেনের দুই পুত্র—দুর্ম্মদ ও ধনক। তন্মধ্যে 'ধনকঃ কৃতবীর্য্যসূঃ'—ধনক কৃতবীর্য্যের জনক, অর্থাৎ ধনকের পুত্র কৃতবীর্য্য। সেরূপ কৃতাগ্নি প্রভৃতিও তাঁহার পুত্র, অর্থাৎ ধনকের কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা ও কৃতৌজা—এই চারিজন পুত্র ছিল ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুনঃ কৃতবীর্য্যস্য সপ্তদ্বীপেশ্বরোঽভবৎ।
দত্তাত্রেয়াদ্ধরেরংশাৎ প্রাপ্তযোগমহাগুণঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৃতবীর্য্যস্য (সুতঃ) অর্জ্জুনঃ (স চ) সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ (জম্বুপ্লক্ষাদিসপ্তদ্বীপানাম্ অধীশ্বরঃ) অভবৎ, হরেঃ (ভগবতঃ) অংশাৎ (অংশভূতাৎ) দত্তাত্রেয়াৎ প্রাপ্তযোগমহাগুণঃ (প্রাপ্তঃ যোগঃ মহাগুণঃ অণিমাদয়ঃ যেন স তাদৃশশ্চ অভবদিত্যর্থঃ) ॥২৪

অনুবাদ—কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন, ইনি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন এবং ভগবানের অংশসম্ভূত দত্তাত্রেয় হইতে যোগপ্রাপ্ত হইয়া অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যযাতিশাপাৎ স যদুবংশ্যঃ কথং সপ্তদ্বীপেশ্বরস্তত্রাহ দত্তেতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ'—কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। যদি বলেন—যযাতির শাপহেতু যদুবংশীয় তিনি কি প্রকারে সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইলেন? তাহাতে বলিতেছেন—'দত্তাত্রেয়াৎ'—শ্রীহরির অংশজাত দত্তাত্রেয় হইতে তিনি যোগসম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

ন নূনং কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ।
যজ্ঞদানতপোযোগৈঃ শ্রুতবীর্য্যদয়াদিভিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থিবাঃ (অন্যে পৃথিবীপতয়ঃ) নূনং (নিশ্চিতমেব) যজ্ঞদানতপোযোগৈঃ শ্রুতবীর্য্যদয়াদিভিঃ শ্রুতং শাস্ত্রজ্ঞানং বীর্য্যং সামর্থ্যং দয়া চ তা আদয়ঃ যেষাং তৈশ্চ) কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং (সাম্যং) ন যাস্যন্তি (প্রাপ্স্যন্তি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—পার্থিব কোন রাজাই যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগবল, শাস্ত্রজ্ঞান, বীর্য্য ও দয়া দ্বারা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের তুল্য হইতে পারিবেন না ॥ ২৫ ।

পঞ্চাশীতিসহস্রাণি হ্যব্যাহতবলঃ সমাঃ।
অনষ্টবিত্তস্মরণো বুভুজেঽক্ষয্যষড়্ বসু ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(স চ) পঞ্চাশীতি সহস্রাণি সমাঃ হি (বৎসরান্ ব্যাপ্য) অব্যাহতবলঃ (ন ব্যাহতং বলং শরীরেন্দ্রিয়সামর্থ্যং যস্য স তথাভূতঃ) অনষ্টবিত্তস্মরণঃ (অনষ্টম্ অবিনাশং বিত্তং যেন তথাবিধং স্মরণং যস্য তথাভূতঃ সন্) অক্ষয্যম্ (অবিনশ্বরং) ষড়্ বসু (ষড়িন্দ্রিয়বিষয়ং) বুভুজে (অনুবভূব) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—৮৫ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শারীরিক বল অক্ষুণ্ণ এবং ধনসমূহ অক্ষয় ছিল। সুতরাং সে ততকাল পর্য্যন্ত ষড়িন্দ্রিয়গ্রাহ্য অক্ষয় বিষয়সমূহ ভোগ করিয়াছিল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ন নষ্টং ভবতি বিত্তং স্মরণাদ্ যস্য সঃ। অক্ষয্যং ষড়্ বসু ষড়িন্দ্রিয়বিষয়ং বুভুজে ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনষ্টবিত্তস্মরণঃ'—যে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নাম স্মরণ করিলে কাহারও বিত্ত নষ্ট হয় না। 'অক্ষয্যষড়্ বসু'—তিনি ছয় ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য অক্ষয় বিষয় (পঁচাশি হাজার বৎসর) ভোগ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ।

তস্য পুত্রসহস্রেষু পঞ্চৈবোর্বরিতা মৃধে।
জয়ধ্বজঃ শূরসেনো বৃষভো মধুরূর্জ্জিতঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—তস্য (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনস্য) পুত্রসহস্রেষু (সহস্রং যে পুত্রাঃ তেষু মধ্যে) জয়ধ্বজঃ শূরসেনঃ, বৃষভঃ, মধুঃ, ঊর্জ্জিতঃ (এতে) পঞ্চ (পুত্রাঃ) মৃধে (পরশুরামসহ যুদ্ধে) উর্ব্বরিতঃ (অবশিষ্টাঃ অন্যে মৃতা ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহস্র পুত্রের মধ্যে পরশুরামের সহিত যুদ্ধে জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু, ঊর্জ্জিত—এই পঞ্চ পুত্র মাত্র জীবিত ছিল, অন্য সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—মৃধে পরশুরামযুদ্ধে ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মৃধে'—পরশুরামের সহিত যুদ্ধকালে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহস্র পুত্রের মধ্যে পাঁচটি মাত্র পুত্রই অবশিষ্ট ছিল ॥ ২৭ ॥

———

জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘস্তস্য পুত্রশতং ত্বভূৎ।
ক্ষত্রং যত্তালজঙ্ঘাখ্যমৌর্বতেজোঽপসংহৃতম্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘঃ (অভবৎ), তস্য (তালজঙ্ঘস্য) তু পুত্রশতম্ অভূৎ, যৎ তালজঙ্ঘাখ্যং ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়কুলম্) ঔর্ব্বতেজোপসংহৃতম্ ঔর্ব্বস্য ঋষেঃ তেজসা উপবৃংহিতেন সগরেণ) উপসংহৃতম্ (নাশিতম্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—জয়ধ্বজ হইতে তালজঙ্ঘ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার একশত পুত্র হয়। তালজঙ্ঘসংজ্ঞক ঐ সকল ক্ষত্রিয় ঔর্ব্বতেজে বলীয়ান্ সগরকর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ঔর্ব্বস্য তেজসা সগরেণোপসংহৃতমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

—টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঔর্ব্বতেজোপসংহৃতম্'—ঔর্ব্ব ঋষির তেজে বর্দ্ধিত হইয়া রাজা সগর তালজঙ্ঘ নামক ক্ষত্রিয়গণকে সংযত করিয়াছিলেন (অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রাণে বধ না করিয়া বিকৃতবেশধারী করিয়াছিলেন—৯।৮।৫নং শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ২৮ ॥

———

তেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রো বৃষ্ণিঃ পুত্রো মধোঃ স্মৃতঃ।
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদ্বৃষ্ণিজ্যেষ্ঠং যতঃ কুলম্ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—তেষাং (তালজঙ্ঘাখ্যানাং পুত্রাণাং) জ্যেষ্ঠঃ বীতিহোত্রঃ (আসীদিত্যর্থঃ) মধোঃ (অর্জ্জুনপুত্রস্য) পুত্রঃ বৃষ্ণিঃ স্মৃতঃ (কথিতঃ), তস্য (মধোঃ) বৃষ্ণি-জ্যেষ্ঠং (বৃষ্ণিরেব জ্যেষ্ঠঃ যস্মিন্ তৎ) পুত্রশতম্ আসীৎ। যতঃ (যেভ্যঃ মধ্যোঃ বৃষ্ণের্যদোশ্চ হেতোঃ ইদং) কুলং (প্রবৃত্তম্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—সেই সকল তালজঙ্ঘের পুত্রগণের মধ্যে বীতিহোত্র জ্যেষ্ঠ। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মধুর পুত্র বৃষ্ণি, মধুর শত পুত্র ছিল, তন্মধ্যে বৃষ্ণিই জ্যেষ্ঠ। যদু, মধু ও বৃষ্ণি হইতে যাদব, মাধব এবং বৃষ্ণিকুলের প্রবৃত্তি হয় ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—মধোরর্জ্জুনপুত্রস্য ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মধোঃ'—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্র মধু, তাঁহার পুত্র বৃষ্ণি ॥ ২৯ ॥

———

মাধবা বৃষ্ণয়ো রাজন্ যাদবাশ্চেতি সংজ্ঞিতাঃ।
যদুপুত্রস্য চ ক্রোষ্টোঃ পুত্রো বৃজিনবাংস্ততঃ ॥৩০॥
স্বাহিতোঽতো বিশদ্গুর্ব্বৈ তস্য চিত্ররথস্ততঃ।
শশবিন্দুর্মহাযোগী মহাভাগো মহানভূৎ।
চতুর্দ্দশমহারত্নশ্চক্রবর্ত্ত্যপরাজিতঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! ততঃ (তস্মাদ্ধেতোঃ এতে) মাধবাঃ (মধোরর্জ্জুনপুত্রস্য জাতত্বাদিত্যর্থঃ) বৃষ্ণয়ঃ (বৃষ্ণে র্জাতত্বাদিত্যর্থঃ) যাদবাঃ চ (যদো জাতত্বাদিত্যর্থঃ) সংজ্ঞিতাঃ (কথিতাঃ ভবন্তি), যদুপুত্রস্য ক্রোষ্টোঃ পুত্রঃ বৃজিনবান্, ততঃ (বৃজিনবতঃ) স্বাহিতঃ (অভূৎ), অতঃ (স্বাহিতাৎ) বিশদ্গুঃ বৈ (অভবৎ), তস্য (বিশদ্গোঃ) চিত্ররথঃ (বভূব), ততঃ (চিত্ররথাৎ) শশবিন্দুঃ অভূৎ, (স চ) মহাভাগঃ (শশবিন্দুঃ) মহাযোগী মহান্ চতুর্দ্দশ মহারত্নঃ চক্রবর্ত্তী (সার্ব্বভৌমঃ) অপরাজিতঃ (সর্ব্ববিজয়ী চ আসীদিত্যর্থঃ) ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! যদু, মধু ও বৃষ্ণিকুলের প্রবর্ত্তন বলিয়া এই সকল বংশ যাদব, মাধব এবং বৃষ্ণিসংজ্ঞায় অভিহিত হন। যদুপুত্র ক্রষ্টুর পুত্র বৃজিনবান্। বৃজিনবানের পুত্র স্বাহিত; তাহা হইতে বিশদ্গু উৎপন্ন হন। বিশদ্গুর পুত্র চিত্ররথ। চিত্ররথ হইতে শশবিন্দু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভাগ্য-

বান্ শশবিন্দু মহাযোগী ছিলেন। তিনি হস্তী, অশ্ব, রথ, স্ত্রী, বাণ, নিধি, মালা, বস্ত্র, বৃক্ষ, শক্তি, পাশ, মণি, ছত্র, বিধান—এই চতুর্দ্দশ মহারত্নের অধিকারী ও সর্ব্ববিজয়ী রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন ॥ ৩০-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—মাধবা ইতি যদু-মধু-বৃষ্ণয় এতে ত্রয়ঃ কুলপ্রবর্ত্তকা যদুবংশো মধুবংশো বৃষ্ণিবংশ ইতি প্রসিদ্ধেঃ। চতুর্দ্দশমহারত্নানি তত্তজ্জাতিশ্রেষ্ঠানি যস্য সঃ। তানি চ "গজবাজিরথস্ত্রীষু-নিধিমাল্যাম্বরদ্রুমাঃ। শক্তিপাশমণিচ্ছত্রবিমানানি চতুর্দ্দশেতি" মার্কণ্ডেয়োক্তানি জ্ঞেয়ানি ॥ ৩০-৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মাধবাঃ'—যদু, মধু ও বৃষ্ণি—এই তিনজন কুলপ্রবর্ত্তক বলিয়া ইহঁাদের বংশ যদুবংশ, মধুবংশ ও বৃষ্ণিবংশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'চতুর্দ্দশ-মহারত্নঃ'—(যদুবংশে চিত্ররথের পুত্র) মহাযোগী শশবিন্দু চতুর্দ্দশ মহারত্নের অধীশ্বর ছিলেন। বিভিন্ন জাতীয় বস্তুগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর নাম মহারত্ন। মার্কণ্ডেয়-প্রোক্ত চতুর্দ্দশ মহারত্ন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হস্তী, অশ্ব, রথ, রমণী, বাণ, নিধি, মাল্য, বস্ত্র, বৃক্ষ, শক্তি, পাশ, মণি, ছত্র ও বিমান ॥ ৩০-৩১ ॥

———

তস্য পত্নীসহস্রাণাং দশানাং সুমহাযশাঃ।
দশ লক্ষসহস্রাণি পুত্রাণাং তাস্বজীজনৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (শশবিন্দোঃ) দশানাং পত্নীসহস্রাণাং দশপত্নীসহস্রেষু সৎসু ইত্যর্থঃ) তাসু (পত্নীষু) সুমহাযশাঃ (শশবিন্দুঃ) পুত্রাণাং দশ লক্ষসহস্রাণি অজীজনৎ (জনয়ামাস) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শশবিন্দুর দশ সহস্র পত্নী ছিল। সুমহাযশা শশবিন্দু সেই সকল পত্নীতে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা দশ সহস্র লক্ষ ॥৩২॥

বিশ্বনাথ—দশ লক্ষসহস্রাণীতি তাসু প্রত্যেকমেকৈকলক্ষপুত্রোত্তবাৎ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দশ-লক্ষসহস্রাণি'—মহাকীর্ত্তি শশবিন্দু দশ সহস্র পত্নীর গর্ভে দশ সহস্র লক্ষ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রত্যেক পত্নীর গর্ভে একলক্ষ করিয়া পুত্র হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥

———

তেষান্তু ষট্প্রধানানাং পৃথুশ্রবস আত্মজঃ।
ধর্ম্মো নামোশনা তস্য হয়মেধশতস্য যাট্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—তেষাং তু (দশসহস্রপুত্রাণাং মধ্যে) ষট্ প্রধানাঃ (পৃথুশ্রবাঃ পৃথুকীর্ত্তিঃ পুণ্যযশাঃ ইত্যাদয়ঃ ষট্ প্রধানাঃ যেষাং তেষাং মধ্যে) পৃথুশ্রবসঃ আত্মজঃ (পুত্রঃ) ধর্ম্মঃ নাম তস্য (ধর্ম্মস্য সুতঃ) উশনা (স চ) হয়মেধশতস্য (অশ্বমেধশতযজ্ঞস্য) যাট্ (যাগকর্ত্তা ভবতি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—সেই সকল পুত্রদিগের মধ্যে পৃথুশ্রবা, পৃথুকীর্ত্তি প্রমুখ ছয় জন প্রধান ছিল। তন্মধ্যে পৃথুশ্রবার পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র উশনা, ইনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য ধর্ম্মস্য উশনা ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য'—ধর্ম্মের পুত্র উশনা (একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।) ॥ ৩৩ ॥

———

তৎসুতো রুচকস্তস্য পঞ্চাসন্নাত্মজাঃ শৃণু।
পুরুজিদ্রুক্মরুক্মেষুপৃথুজ্যামঘসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—তৎসুতঃ (তস্য উশনসঃ সুতঃ) রুচকঃ (অভবৎ), তস্য (রুচকস্য) পুরুজিদ্রুক্মরুক্মেষুপৃথুজ্যামঘসংজ্ঞিতাঃ (পুরুজিদ্-রুক্ম-রুক্মেষু-পৃথুজ্যামঘঃ সংজ্ঞাঃ যেষাং তে) পঞ্চ আত্মজাঃ (পুত্রাঃ) আসন্ তেষাং বৃত্তান্তং) শৃণু ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—উশনার পুত্র রুচক, রুচকের পঞ্চ পুত্র—পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষু, পৃথু, জ্যামঘ। (হে রাজন্!) ইহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ৩৪ ॥

———

জ্যামঘস্ত্বপ্রজোঽপ্যন্যাং ভার্য্যাং শৈব্যাপতির্ভয়াৎ।
নাবিন্দচ্ছত্রুভবনাদ্ভোজ্যাং কন্যামহারষীৎ।
রথস্থাং তাং নিরীক্ষ্যাহ শৈব্যা পতিমমর্ষিতা ॥৩৫॥
কেয়ং কুহক মৎস্থানং রথমারোপিতেতি বৈ।
স্নুষা তবেত্যভিহিতে স্ময়ন্তী পতিমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র) শৈব্যাপতিঃ জ্যামঘঃ তু অপ্রজঃ অপি (অপুত্রোঽপি) ভয়াৎ (ভার্য্যাভয়াদ্ধেতোঃ) অন্যাং ভার্য্যাং ন অবিন্দৎ (ন স্বীকৃতবান্ কদাচিৎ) শত্রুভবনাৎ (শত্রূন্ বিজিত্য তেষাং ভবনাৎ) ভোজ্যাং

(উপভোগার্থাং) কন্যাম্ অহারষীৎ (আজহার আনিনায় ইতি যাবৎ) শৈব্যা (জ্যামঘভার্য্যা) রথস্থাং তাং (কন্যাং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অমর্ষিতা (রথমারোপ্য তদানয়নম্ অসহমানা সতী) পতিং (জ্যামঘং) কুহক ! (হে বঞ্চক !) মৎস্থানং (মম উপবেশনযোগ্যং স্থানং) রথম্ আরোপিতা (স্থাপিতা), ইয়ং কা (ইয়ং স্ত্রী কা) ইতি আহ (অব্রবীৎ)। তব স্নুষা (পুত্রবধূরিয়ং) ইতি অভিহিতে (পত্যা ইত্যুক্তে সতি) স্ময়ন্তী (হসন্তী সা শৈব্যা) পতিম্ অব্রবীৎ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—জ্যামঘের পত্নী শৈব্যা। জ্যামঘ অপুত্রক ছিল, তথাপি পত্নীর ভয়ে অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কোন সময় তিনি (জ্যামঘ) শত্রুগৃহ হইতে উপভোগার্থ ভোজ্যা নাম্নী কন্যাকে আনয়ন করিতেছিলেন। শৈব্যা রথোপরি অবস্থিত সেই কন্যাকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পতীকে বলিল,—"হে বঞ্চক ! আমার উপবেশনস্থান রথে অবস্থিত এই কে ?" তখন জ্যামঘ বলিলেন,—"ইনি তোমার পুত্রবধূ হইবেন।" শৈব্যা এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে পতিকে বলিল ॥ ৩৫-৩৬ ॥

———

অহং বন্ধ্যাঽসপত্নী চ স্নুষা মে যুজ্যতে কথম্।
জনয়িষ্যসি যং রাজ্ঞি তস্যেয়মুপযুজ্যতে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—অহং বন্ধ্যা (সন্তানবিহীনা) অসপত্নী চ (সপত্নীরহিতা চ অতঃ) কথং মে (মম) স্নুষা (পুত্রবধূঃ) যুজ্যতে (সম্ভবেদিত্যর্থঃ) রাজ্ঞি ! (পতিরাহ—হে শৈব্যে !) যং (পুত্রং ত্বং) জনয়িষ্যসি (প্রসবিষ্যসে), তস্য ইয়ং (তস্য পুত্রস্য ইয়ং বধূঃ) উপযুজ্যতে (সম্ভবেদেবেত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শৈব্যা বলিল,—"আমি বন্ধ্যা, আমার সপত্নীও নাই অতএব এই কন্যা কিরূপে আমার পুত্রবধূ হইতে পারে ? বল দেখি ? তখন জ্যামঘ বলিলেন,—"হে রাজ্ঞি ! তুমি যে পুত্র প্রসব করিবে, এই কন্যা সেই পুত্রের বধূ হইবে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—অসপত্নী মম কাচিৎ সপত্ন্যপি নাস্তি। অতিভয়ব্যাকুলমাহ—জনয়িষ্যসীতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসপত্নী'—জ্যামঘের ভার্য্যা শৈব্যা পতির কথা শুনিয়া বিস্মিতা হইয়া বলিলেন—আমি বন্ধ্যা, আমার কোন সপত্নীও নাই, এ অবস্থায় এই কন্যা কিরূপে আমার পুত্রবধূ হইতে পারে ? তাহাতে অতিশয় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া জ্যামঘ বলিলেন—'জনয়িষ্যসি', অর্থাৎ তুমি যে পুত্র প্রসব করিবে, এই কন্যা তাহারই স্ত্রী হইবে ॥ ৩৭ ॥

———

অন্বমোদন্ত তদ্বিশ্বেদেবাঃ পিতরো এব চ।
শৈব্যা গর্ভমধাৎ কালে কুমারং সুষুবে শুভম্।
স বিদর্ভ ইতি প্রোক্ত উপযেমে স্নুষাং সতীম্ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে যদুবংশকথনে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—বিশ্বেদেবাঃ পিতরঃ এব চ (তেন জ্যামঘেন বহুকালপূর্ব্বম্ আরাধিতাঃ বিশ্বেদেবাঃ পিতরশ্চ অনুকম্পয়া) তৎ (জনয়িষ্যতীতিবচনম্) অন্বমোদন্ত (তথাস্ত্বিতি উক্তবন্তঃ ততঃ) শৈব্যা (নিবৃত্তরজস্কাপি) গর্ভম্ অধাৎ (দেবতাপ্রসাদেন গর্ভং ধৃতবতী) কালে (প্রসবযোগ্যকালে চ সম্প্রাপ্তে) শুভং কুমারং সুষুবে। সঃ (কুমারঃ) বিদর্ভঃ ইতি প্রোক্তঃ (সংজ্ঞিতঃ) স্নুষাং (স্নুষাত্বেন কথিতাং স্বীকৃতাঞ্চ তাং) সতীং (পূর্ব্বোক্তাং সৎশীলাং কন্যাম্) উপযেমে (উবাহ) ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়স্যান্বয়

অনুবাদ—জ্যামঘ বহুকাল পূর্ব্বে বিশ্বদেব ও পিতৃলোকগণের আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের কৃপায় জ্যামঘের বাক্য সত্যে পরিণত হইয়াছিল। শৈব্যা রজোবিহীনা হইয়াও দেবতার প্রসাদে গর্ভ ধারণ করিল এবং উপযুক্তকালে এক সুন্দর শিশু প্রসব করিল। সেই শিশুর নাম ছিল বিদর্ভ। এই বিদর্ভই তাহার জন্মের পূর্ব্বেই তৎ পিতৃকর্তৃক পুত্রবধূরূপে অঙ্গীকৃত সৎস্বভাবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ, সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ভার্য্যাভয়-প্রকম্পিত-স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গস্য তস্য রাজ্ঞঃ প্রাণসঙ্কটমালক্ষ্য তদেব বচনং কৃপয়া অন্বমোদন্ত সত্যং চক্রুঃ বিশ্বেদেবাঃ। পূর্ব্বং তেন বহুশ আরাধিতা ইতি ভাবঃ। নিবৃত্তরজস্কাপি শৈব্যা তেষাং কৃপয়া গর্ভমধাৎ। "ভার্য্যাবশ্যাস্ত যে কেচিদ্ভবিষ্যন্ত্যথবা মৃতাঃ। তেষাং তু জ্যামঘঃ শ্রেষ্ঠ শৈব্যাপতিরভূন্নৃপঃ॥" ইতি পরাশরাদয় আহুঃ ॥৩৮॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
নবমস্য ত্রয়োবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্বমোদন্ত'—ভার্য্যার ভয়ে প্রকম্পিত ও স্বিন্নকলেবর রাজা জ্যামঘের প্রাণসঙ্কট অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কৃপাপূর্ব্বক বিশ্বেদেবগণ তাঁহার ঐ বাক্য অনুমোদন অর্থাৎ সত্যে পরিণত করিলেন, কারণ পূর্ব্বে তিনি বহু বৎসর তাঁহাদের আরাধনা করিয়াছিলেন। 'গর্ভমধাৎ'—শৈব্যা রজোবিহীনা হইয়াও সেই দেবতাদিগের কৃপায় গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর অসাধারণ মহিমা পরাশর প্রভৃতিও কীর্ত্তন করিয়াছেন—'ভার্য্যাবশ্যাস্ত' ইত্যাদি, অর্থাৎ যে কেহ ভার্য্যার বশীভূত হইয়াছেন অথবা হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে শৈব্যাপতি রাজা জ্যামঘই শ্রেষ্ঠ ॥৩৮॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।২৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের ত্রয়োবিংশাধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের ত্রয়োবিংশাধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তস্যাং বিদর্ভোঽজনয়ৎ পুত্রৌ নাম্না কুশক্রথৌ।
তৃতীয়ং রোমপাদঞ্চ বিদর্ভকুলনন্দনম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বিদর্ভের পুত্রত্রয়ের বংশ ও রামকৃষ্ণের আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

বিদর্ভের কুশ, ক্রথ ও রোমপাদ নামক তিনটী পুত্র; তন্মধ্যে রোমপাদ হইতে পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে বভ্রু, কৃতী, উশিক, চেদি ও বৈদ্যাদি নৃপতিগণের উৎপত্তি হয়।

বিদর্ভ-তনয় ক্রথের পুত্র কুন্তি হইতে শৌক্র পরম্পরায় অধস্তনাদি ক্রমে বৃষ্ণি, নির্বৃতি, দশার্হ, ব্যোম, জীমূত, বিকৃতি, ভীমরথ, নবরথ, দশরথ, শকুনি, করম্ভি, দেবরাত, দেবক্ষত্র, মধু, কুরুবংশ, অনু, পুরুহোত্র, আয়ু ও সাত্বতের উৎপত্তি হয়। সাত্বতের সপ্তপুত্রের অন্যতম দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু। সাত্বতপুত্র মহাভোজ হইতে ভোজবংশের উৎপত্তি হয়। সাত্বতপুত্র বৃষ্ণির যুধাজিৎ নামক সন্তান হইতে অনমিত্র ও তৎপুত্র নিম্ন এবং শিনি উৎপন্ন হন। শিনি হইতে পুত্রাদিক্রমে শৌক্রপারম্পর্য্যে সত্যক, যুযুধান্, জয়, কুনি ও যুগন্ধর জন্মগ্রহণ করেন।

অনমিত্রের বৃষ্ণিনামে এক পুত্র ছিল, তাহা হইতে শ্বফল্ক, তাহা হইতে অক্রূর এবং আর দশটী পুত্র হয়। অক্রূরের দেববান্ ও উপদেব নামে দুই পুত্র।

অন্ধকতনয় কুকুর হইতে বংশ-পরম্পরায় বহ্নি বিলোমা, কপোত, রোমা, অণু, অন্ধক, দুন্দুভি, অবিদ্য, পুনর্বসু, আহুক উৎপন্ন হন। আহুকের দুই পুত্র—

দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেববর্দ্ধন নামক চারি পুত্র এবং ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী নাম্নী সাতটী কন্যা ছিলেন। বসুদেব দেবকের ঐ সাত কন্যাকে বিবাহ করেন। উগ্রসেনের কংস, সুনাম, ন্যগ্রোধ, কঙ্কক, শঙ্কু, সুহূ, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি ও তুষ্টিমান নামক পুত্র এবং কংসা, কংসবতী, কঙ্কা শূরভূ ও রাষ্ট্রপালিকা নাম্নী পাঁচটি কন্যা ছিল। বসুদেবানুজগণ উগ্রসেনের ঐ কন্যাদিগের পাণিগ্রহণ করেন।

চিত্ররথ বিদূরথের পুত্র শূর হইতে দশটী পুত্রের জন্ম হয়, তন্মধ্যে প্রধান বসুদেব। শূর পাঁচটী কন্যার মধ্যে পৃথা নাম্নী কন্যাকে নিজ সখা কুন্তিকে প্রদান করেন। পৃথার নামান্তর কুন্তী। ইনি কন্যকাবস্থায় কর্ণ নামক এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। পরে পাণ্ডু সেই কুন্তীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধশর্ম্মা শূরকন্যা শ্রুতদেবের প্রাণিগ্রহণ করেন। শ্রুতদেবার গর্ভে দন্তবক্রের জন্ম হয়। ধৃষ্টকেতু শূরকন্যা শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ করেন। শ্রুত-কীর্ত্তির পাঁচটী পুত্র হয়। জয়সেন রাজাধিদেবীর এবং চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রুতশ্রবার গর্ভে শিশুপাল জন্ম গ্রহণ করে।

দেবভাগের কংসাপত্নীর গর্ভে চিত্রকেতু, বৃহদ্বল, দেবশ্রবার ঔরসে কংশবতীর গর্ভে সুধীর, ইষুমান্, কঙ্কের ঔরসে কঙ্কার গর্ভে বক, সত্যজিৎ, পুরুজিৎ, সৃঞ্জয় হইতে রাষ্ট্রপালীর গর্ভে বৃষ, দুর্ম্মষণ, শ্যামক হইতে শূরভূমির গর্ভে হরিকেশ, হিরণ্যাক্ষ, বৎসক হইতে মিশ্রকেশীর গর্ভে বৃক ও বৃক হইতে তক্ষ, পুষ্কর, মাল, সীমক হইতে সুমিত্র, অর্জ্জুন, আনকের ঔরসে ঋতধামা, জয় জন্মগ্রহণ করে।

বসুদেবের দেবকী-রোহিণী প্রমুখ অনেক পত্নী ছিলেন। রোহিণীর গর্ভে বলদেব, গদসারণ, দুর্ম্মদ, বিপুল, ধ্রুব, কৃতাদি উৎপন্ন হন। বসুদেবের অন্যান্য পত্নীগণের অনেক সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। তাঁহার দেবকী নাম্নী পত্নীতে স্বয়ং ভগবান্ অষ্টম পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর ভার-হরণ করেন। অনন্তর ভগবান্ বাসুদেবের সাধুকর্ণামৃত যশোরাশি বর্ণন দ্বারা অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকদেবঃ উবাচ,—বিদর্ভঃ তস্যাং (স্নুষাত্বেন স্বীকৃতায়াং কন্যায়াং) নাম্না কুশক্রথৌ পুত্রৌ অজনয়ৎ তৃতীয়ং (পুত্রং) বিদর্ভকুলনন্দনং রোমপাদং চ (অজনয়ৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্! বিদর্ভ তাঁহার পিতার পুত্রবধূরূপে অঙ্গীকৃত কন্যার গর্ভে কুশ ও ক্রথ নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। বিদর্ভ-কুলনন্দন রোমপাদ তাঁহার তৃতীয় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

চতুর্ব্বিংশে প্রকীর্ত্ত্যন্তে বংশে নানামুখে যদোঃ।
দেবকীবসুদেবাদ্যাঃ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে যদুর বংশে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মাতা-পিতা দেবকী ও বসুদেবাদির কথা নানাভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥০॥

রোমপাদসুতো বভ্রুর্বভ্রোঃ কৃতিরজায়তঃ।
উশিকস্তৎসুতস্তস্মাচ্চেদিশ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ ॥২॥

অন্বয়ঃ—রোমপাদসুতঃ (রোমপাদস্য সুতঃ) বভ্রুঃ (বভূব) বভ্রোঃ (সকাশাৎ) কৃতিঃ অজায়ত, তৎসুতঃ (তস্য কৃতেঃ সুতঃ) উশিকঃ (জাতঃ) তস্মাৎ (উশিকাৎ) চেদিঃ (বভূব ততঃ চেদেঃ) চৈদ্যাদয়ঃ (দমঘোষাদয়ঃ) নৃপাঃ (রাজানঃ বভূবুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—রোমপাদের পুত্র বভ্রু, তাহা হইতে কৃতি জন্মগ্রহণ করেন। কৃতির পুত্র উশিক, উশিক হইতে চেদি ও চৈদ্যাদি নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন ॥২

বিশ্বনাথ—চৈদ্যাদয়ঃ দমঘোষাদয়ঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চৈদ্যাদয়ঃ'—উশিক হইতে চেদি ও দমঘোষ প্রভৃতি নরপতিগণের জন্ম হয় ॥২॥

ক্রথস্য কুন্তিঃ পুত্রোঽভূদ্ বৃষ্ণিস্তস্যাথ নির্ব্বৃতিঃ।
ততো দশার্হো নাম্নাভূৎ তস্য ব্যোমঃ সুতস্ততঃ ॥৩
জীমূতো বিকৃতিস্তস্য যস্য ভীমরথঃ সুতঃ।
ততো নবরথঃ পুত্রো জাতো দশরথস্ততঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ক্রথস্য পুত্রঃ কুন্তিঃ অভূৎ, তস্য (কুন্তেঃ)

বৃষ্ণিঃ (জাতঃ), অথ (বৃষ্ণেঃ) নির্ব্বৃতিঃ (জাতঃ), ততঃ (নির্ব্বৃতেঃ) নাম্না দশার্হঃ (দশার্হসংজ্ঞঃ) অভূৎ, তস্য (দশার্হস্য) সুতঃ ব্যোমঃ (জাতঃ), ততঃ (ব্যোমাৎ) জীমূতঃ (জাতঃ) তস্য (জীমূতস্য) বিকৃতিঃ (পুত্রঃ) যস্য (বিকৃতেঃ) সুতঃ ভীমরথঃ (জাতঃ), ততঃ (ভীমরথাৎ) নবরথঃ পুত্রঃ জাতঃ, ততঃ (নব-রথাৎ) দশরথঃ (অভূৎ) ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—ক্রথের পুত্র কুন্তি, তৎপুত্র বৃষ্ণি ও তাঁহার তনয় নির্ব্বৃতি। নির্ব্বৃতি হইতে দশার্হসংজ্ঞক পুত্রের জন্ম হয়। দশার্হের পুত্র ব্যোম। ব্যোম হইতে জীমূতের জন্ম হয়, তৎপুত্র বিকৃতি, বিকৃতির পুত্র ভীমরথ, তাহা হইতে নবরথনামক সন্তানের উৎপত্তি হয়। নবরথ হইতে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩-৪ ॥

বিশ্বনাথ—ক্রথস্য বিদর্ভপুত্রস্য ॥ ৩-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্রথস্য'—বিদর্ভপুত্র ক্রথের পুত্র কুন্তি ॥ ৩-৪ ॥

করম্ভিঃ শকুনেঃ পুত্রো দেবরাতস্তদাত্মজঃ।
দেবক্ষত্রস্ততস্তস্য মধুঃ কুরুবশাদনুঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (দশরথাৎ শকুনিঃ জাতঃ), শকুনেঃ পুত্রঃ করম্ভিঃ (বভূব), তদাত্মজঃ (তস্য করম্ভেঃ আত্মজঃ) দেবরাতঃ (অজায়ত), ততঃ (দেবরাতাৎ) দেবক্ষত্রঃ তস্য (দেবক্ষত্রস্য) মধুঃ (তস্মাৎ কুরুবশঃ) কুরুবশাৎ অনুঃ (অজায়ত) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—দশরথ হইতে শকুনি জন্মগ্রহণ করেন। শকুনির পুত্র করম্ভি, তৎপুত্র দেবরাত, দেবরাত হইতে দেবক্ষত্র জন্মলাভ করেন। দেবক্ষত্রের পুত্র মধু, তৎপুত্র কুরুবশ। কুরুবশ হইতে অনু জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য মধুঃ কুরুবশশ্চ ততঃ কুরুবশাদনুঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য'—দেবক্ষত্রের পুত্র মধু ও কুরুবশ, 'ততঃ'—সেই কুরুবশ হইতে অনু জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৫ ॥

পুরুহোত্রস্ত্বনোঃ পুত্রস্তস্যায়ুঃ সাত্বতস্ততঃ।
ভজমানো ভজির্দিব্যো বৃষ্ণির্দেবাবৃধোঽন্ধকঃ ॥ ৬ ॥
সাত্বতস্য সুতাঃ সপ্ত মহাভোজশ্চ মারিষ।
ভজমানস্য নিম্লোচিঃ কিঙ্কণো ধৃষ্টিরেব চ ॥ ৭ ॥
একস্যামাত্মজাঃ পত্ন্যামন্যস্যাঞ্চ ত্রয়ঃ সুতাঃ।
শতাজিচ্চ সহস্রাজিদযুতাজিদিতি প্রভো ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অনোঃ পুত্রঃ পুরুহোত্রঃ তস্য (পুরুহোত্রস্য), আয়ুঃ ততঃ (আয়ুষঃ) সাত্বতঃ (পুত্রঃ বভূব)। মারিষ ! (হে আর্য্য।) সাত্বতস্য ভজমানঃ ভজিঃ দিব্যঃ বৃষ্ণিঃ দেবাবৃধঃ অন্ধকঃ মহাভোজঃ চ (এতে) সপ্ত সুতাঃ (বভূবুঃ)। হে প্রভো। ভজমানস্য একস্যাং পত্ন্যাং নিম্লোচিঃ কিঙ্কণঃ ধৃষ্টিঃ এব চ (এতে) ত্রয়ঃ সুতাঃ অন্যাস্যাং চ পত্ন্যা শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ অযুতাজিৎ (ত্রয়ঃ সুতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৬-৮ ॥

অনুবাদ—অনুর পুত্র পুরুহোত্র, পুরুহোত্রের পুত্র আয়ু, আয়ু হইতে সাত্বত জন্মগ্রহণ করেন। হে আর্য্য ! সাত্বতের ভজমান্, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেববৃধ, অন্ধক, মহাভোজ—এই সাতটী পুত্র। ভজমানের এক পত্নীর গর্ভে নিম্লোচি, কিঞ্চন, ধৃষ্টি—এই তিন পুত্র হয়, অপরা পত্নীর গর্ভে শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৬-৮ ॥

বভ্রুর্দেবাবৃধসুতস্তয়োঃ শ্লোকৌ পঠন্ত্যমূ।
যথৈব শৃণুমো দূরাৎ সম্পশ্যামস্তথান্তিকাৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—দেবাবৃধেঃ সুতঃ (দেববৃধস্য সুতঃ) বভ্রুঃ (জাতঃ), তয়োঃ (দেববৃধবভ্রোঃ মাহাত্ম্যসূচকৌ) অমূ শ্লোকৌ পঠন্তি (বৃদ্ধা ইতি শেষঃ) যথা এব (যাদৃশগুণবিশিষ্টৌ দেববৃধবভ্রূ) দূরাৎ (দূরতঃ) শৃণুমঃ তথা এব (তাদৃশগুণবিশিষ্টৌ এব) অন্তিকাৎ (সমীপেঽপি) সম্পশ্যামঃ (অবলোকয়ামঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু। দেবাবৃধ ও বভ্রুর মাহাত্ম্য-সূচক এই শ্লোক দুইটী বৃদ্ধগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমরা দূর হইতে যেরূপ দেবাবৃধ ও বভ্রুর গুণাবলী শুনিয়াছি সাক্ষাতেও তাহাই দেখিতেছি ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—সাত্বতপুত্রস্য দেবাবৃধস্য সুতো বভ্রুঃ তয়োঃ পিতাপুত্রয়োঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বভ্রুঃ'—সাত্বতপুত্র দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু, 'তয়ো'—সেই পিতা-পুত্রের (অর্থাৎ দেবাবৃধ ও বভ্রুর প্রশস্তিরূপে কবিগণ দুইটি শ্লোক পাঠ করেন।) ॥ ৯ ॥

বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ।
পুরুষাঃ পঞ্চষষ্টিশ্চ ষট্‌সহস্রাণি চাষ্ট স ॥ ১০ ॥
যেঽমৃতত্বমনুপ্রাপ্তা বভ্রোর্দেবাবৃধাদপি।
মহাভোজোঽতিধর্ম্মাত্মা ভোজা আসংস্তদন্বয়ে ॥১১॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) মনুষ্যাণাং (মধ্যে) বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠঃ দেবাবৃধঃ দেবৈঃ সমঃ (তুল্যঃ ভবতি), বভ্রোঃ দেবাবৃধাৎ অপি অনু (পশ্চাৎ) যে (তদ্বংশজাঃ) পঞ্চষষ্টিঃ চ ষট্ অষ্ট চ সহস্রাণি (পঞ্চষষ্ট্যাধিক-চতুর্দ্দশসহস্রসংখ্যকাঃ) পুরুষাঃ (তে তয়োঃ সাহচর্য্যাৎ) অমৃতত্বং (মুক্তিং) প্রাপ্তাঃ। মহাভোজঃ অতিধর্ম্মাত্মা (আসীৎ), তদন্বয়ে (তস্য অন্বয়ে বংশে) ভোজাঃ আসন্ ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—অতএব মনুষ্যগণের মধ্যে বভ্রু শ্রেষ্ঠ, দেবাবৃধ দেবতাতুল্য। বভ্রু ও দেবাবৃধ হইতে তদ্বংশজ পঞ্চ ষষ্ট্যধিক চতুর্দ্দশ সহস্র পুরুষ মুক্তিলাভ করিয়াছিল। মহাভোজ অতীব ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তাঁহার বংশে ভোজগণ জন্মগ্রহণ করে ॥ ১০-১১ ॥

বিশ্বনাথ—বভ্রোরিতি বভ্রুদেবাবৃধয়োঃ সঙ্গপ্রভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ১০-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বভ্রোঃ'—বভ্রু ও দেবাবৃধের সঙ্গপ্রভাবে তদ্বংশজ পুরুষগণ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ১০-১১ ॥

বৃষ্ণেঃ সুমিত্রঃ পুত্রোঽভূদ্ যুধাজিচ্চ পরন্তপ।
শিনিস্তস্যানমিত্রশ্চ নিম্নোঽভূদনমিত্রতঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পরন্তপ! বৃষ্ণেঃ (সাত্বতপুত্রস্য) সুমিত্রঃ যুধাজিৎ চ পুত্রঃ (অভূৎ), তস্য (যুধাজিতঃ) শিনিঃ অনমিত্রঃ চ (দ্বৌ পুত্রৌ জাতৌ) অনমিত্রতঃ (সকাশাৎ) নিম্নঃ (পুত্রঃ) অভূৎ ॥১২॥

অনুবাদ—হে পরন্তপ! বৃষ্ণির পুত্র সুমিত্র ও যুধাজিৎ, যুধাজিতের শিনি ও অনমিত্র, অনমিত্র হইতে নিম্ননামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বৃষ্ণেঃ সাত্বতপুত্রস্য ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃষ্ণেঃ'—সাত্বতপুত্র বৃষ্ণির দুই পুত্র—সুমিত্র ও যুধাজিৎ ॥ ১২।

সত্রাজিতঃ প্রসেনশ্চ নিম্নস্যাথাসতুঃ সুতৌ।
অনমিত্রসুতো যোঽন্যঃ শিনিস্তস্য চ সত্যকঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) নিম্নস্য সত্রাজিতঃ প্রসেনঃ চ (দ্বৌ) সুতৌ আসতুঃ (বভূবতুঃ) অনমিত্রসুতঃ (অননিত্রস্য সুতঃ) যঃ অন্যঃ শিনিঃ (নাম) তস্য চ (শিনেঃ) সত্যকঃ (সুতঃ অভবৎ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নিম্নের সত্রাজিত ও প্রসেন নামক দুই পুত্র। অনমিত্রের শিনিনামে যে অন্য এক পুত্র ছিল, তাহার পুত্র সত্যক ॥ ১৩ ॥

যুযুধানঃ সাত্যকির্ব্বৈ জয়স্তস্য কুণিস্ততঃ।
যুগন্ধরোঽনমিত্রস্য বৃষ্ণিঃ পুত্রোঽপরস্ততঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সাত্যকিঃ (সত্যকস্য অপত্যং) যুযুধানঃ বৈ (আসীৎ), তস্য (যুযুধানস্য) জয়ঃ (জাতঃ) ততঃ (জয়াৎ) কুণিঃ (অজায়ত), ততঃ যুগন্ধরঃ (বভূব), অনমিত্রস্য (এব) অপরঃ পুত্রঃ বৃষ্ণিঃ (জাতঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সত্যকের পুত্র যুযুধন। যুযুধনের পুত্র জয়, জয় হইতে কুণি জন্মগ্রহণ করেন। কুণি হইতে যুগন্ধরের উৎপত্তি হয়। অনমিত্রের অপর এক পুত্র বৃষ্ণি ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সাত্যকিঃ সত্যকস্য পুত্রো যুযুধানঃ। অনমিত্রস্যৈবাপরো বৃষ্ণির্নাম পুত্রঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাত্যকিঃ'—সত্যকের পুত্র যুযুধান। 'বৃষ্ণিঃ'—অনমিত্রেরই অপর পুত্র বৃষ্ণি ॥১৪

শ্বফল্কশ্চিত্ররথশ্চ গান্দিন্যাস্তু শ্বফল্কতঃ।
অক্রূরপ্রমুখা আসন্ পুত্রা দ্বাদশ বিশ্রুতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ বৃষ্ণিতঃ) শ্বফল্কঃ চিত্ররথঃ (দ্বৌ সুতৌ জাতৌ), শ্বফল্কতঃ গান্দিন্যাং তু (ভার্য্যায়াং) অক্রূরপ্রমুখাঃ বিশ্রুতাঃ (বিখ্যাতাঃ), দ্বাদশ পুত্রাঃ আসন্ (অভবন্ অক্রূরেণ সহ ত্রয়োদশ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—বৃষ্ণি হইতে শ্বফল্ক ও চিত্ররথের উৎপত্তি। শ্বফল্ক হইতে গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর-প্রমুখ আর দ্বাদশ জন বিখ্যাতপুত্রের আবির্ভাব হয় ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অক্রূরঃ প্রমুখো যেষামাসঙ্গাদীনা-মিত্যতদ্গুণসম্বিজ্ঞানবহুব্রীহিঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অক্রূরপ্রমুখাঃ'—অক্রূর প্রমুখ (প্রধান) যাঁহাদের, এখানে 'অতদ্গুণ-সম্বিজ্ঞান' বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে, অক্রূর ব্যতীত আসঙ্গ প্রভৃতি দ্বাদশ জন পুত্র, (অর্থাৎ শ্বফল্ক হইতে গান্ধিনীর গর্ভে অক্রূর, আসঙ্গ প্রভৃতি ত্রয়োদশ জন বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এই অর্থ।) ॥ ১৫ ॥

আসঙ্গঃ সারমেয়শ্চ মৃদুরো মৃদুবিদ্ গিরিঃ।
ধর্ম্মবৃদ্ধঃ সুকর্ম্মা চ ক্ষত্রোপেক্ষোঽরিমর্দ্দনঃ ॥ ১৬ ॥
শত্রুঘ্নো গন্ধমাদশ্চ প্রতিবাহশ্চ দ্বাদশ।
তেষাং স্বসা সুচারাখ্যা দ্বাবক্রূরসুতাবপি ॥ ১৭ ॥
দেববানুপদেবশ্চ তথা চিত্ররথাত্মজাঃ।
পৃথুর্ব্বিদূরথাদ্যাশ্চ বহবো বৃষ্ণিনন্দনাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—আসঙ্গঃ সারমেয়ঃ মৃদুরঃ মৃদুবিৎ গিরিঃ ধর্ম্মবৃদ্ধঃ সুকর্ম্মা চ ক্ষত্রোপেক্ষঃ অরিমর্দ্দনঃ শত্রুঘ্নঃ গন্ধমাদঃ প্রতিবাহঃ চ (এতে) দ্বাদশ (পুত্রাঃ ভবন্তি), তেষাং (আসঙ্গাদীনাং) সুচারাখ্যা স্বসা (ভগিনী চ আসীৎ), দেববান্ উপদেবঃ চ (ইতি) দ্বৌ অক্রূরসুতৌ (অভবতাং) তথা পৃথুঃ (একঃ) রথাদ্যাঃ বিদূ চ (অন্যে চ) বহবঃ চিত্ররথাত্মজাঃ (চিত্ররথস্য আত্মজাঃ পুত্রা অভবন্ এতে) বৃষ্ণিনন্দনাঃ (বৃষ্ণিবংশজাঃ কথিতাঃ) ॥ ১৬-১৮ ॥

অনুবাদ—তাঁহাদের (সেই দ্বাদশ পুত্রের) নাম আসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুবিৎ, গিরি, ধর্ম্মবৃদ্ধ, সুকর্ম্মা, ক্ষত্রোপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদ ও প্রতিবাহ। এই দ্বাদশ পুত্রের সুচারানাম্নী এক ভগ্নী ছিল। অক্রূরের দেববান ও উপদেবনামক দুই পুত্র ছিল। চিত্ররথের পৃথু, বিদূরথ প্রভৃতি বহু পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই বৃষ্ণিকুলনন্দন বলিয়া কথিত হন ॥ ১৬-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—চিত্ররথস্য শ্বফল্কভ্রাতুরাত্মজাঃ ॥১৬-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চিত্ররথাত্মজাঃ'—শ্বফল্কের ভ্রাতা চিত্ররথের পৃথু, বিদূরথ প্রভৃতি বহু পুত্র ছিল ॥ ১৬-১৮ ॥

কুকুরো ভজমানশ্চ শুচিঃ কম্বলবর্হিষঃ।
কুকুরস্য সুতো বহ্নির্বিলোমা তনয়স্ততঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—কুকুরঃ ভজমানঃ শুচিঃ কম্বল বর্হিষঃ চ (এতে চত্বারঃ অন্ধকস্য সাত্বতপুত্রস্য সুতা ইতি জ্ঞেয়ং) কুকুরস্য সুতঃ বহ্নিঃ, ততঃ (বহ্নেঃ) তনয়ঃ বিলোমা (অভূৎ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—কুকুর, ভজমান্, শুচি, কম্বল, বর্হিষ—এই চারিজন অন্ধকতনয়। কুকুরের পুত্র বহ্নি, এবং তৎপুত্র বিলোমা ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—বৃষ্ণেরনমিত্রপুত্রস্য নন্দনাঃ কুকুরাদ্যাঃ। বিষ্ণুপুরাণে ত্বন্ধকপুত্রাঃ কুকুরাদয়ো দৃষ্টাঃ ॥১৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুকুরঃ'—কুকুর প্রভৃতি অনমিত্রতনয় বৃষ্ণির পুত্রগণ। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—কুকুর প্রভৃতি অন্ধকের পুত্র ॥ ১৯ ॥

কপোতরোমা তস্যানুঃ সখা যস্য চ তুম্বুরুঃ।
অন্ধকাদ্দুন্দুভিস্তস্মাদবিদ্যোতঃ পুনর্বসুঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (বিলোমুঃ) কপোতরোমা (জাতঃ তস্য চ সুতঃ) অনুঃ (বভূব), যস্য চ (অনোঃ) তুম্বুরুঃ সখা (অভূৎ অনোঃ অন্ধকঃ জাতঃ), অন্ধ-কাৎ দুন্দুভিঃ, তস্মাৎ (দুন্দুভেঃ) অবিদ্যোতঃ (তস্য) পুনর্বসুঃ (জাতঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—বিলোমার কপোতরোমা নামে এক পুত্র হয়, তাহার পুত্র অনু। তুম্বুরু এই অনুর সখা ছিলেন। অনু হইতে অন্ধকের উৎপত্তি। অন্ধক

হইতে দুন্দুভি, তাহা হইতে অবিদ্যোত জন্মগ্রহণ করেন। অবিদ্যোতের পুত্র পুনর্বসু ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অন্ধকাৎ সাত্বতপুত্রাৎ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্ধকাৎ'—সাত্বতপুত্র অন্ধক হইতে দুন্দুভির জন্ম হয় ॥ ২০ ॥

তস্যাহুকশ্চাহুকী চ কন্যা চৈবাহুকাত্মজৌ।
দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ চত্বারো দেবকাত্মজাঃ ॥ ২১ ॥
দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেববর্দ্ধনঃ।
তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্ ধৃতদেবাদয়ো নৃপ ॥ ২২ ॥
শান্তিদেবোপদেবা চ শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা।
সহদেবা দেবকী চ বসুদেব উবাহ তাঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (পুনর্বসোঃ) আহুকঃ চ (পুত্রঃ) আহুকী চ এব কন্যা (আসীৎ) দেবকঃ উগ্রসেনঃ চ (দ্বৌ) আহুকাত্মজৌ (অভবতাং), দেববান্ উপদেবঃ সুদেবঃ দেববর্দ্ধনঃ চ (এতে) চত্বারঃ দেবকাত্মজাঃ (দেবকস্য পুত্রাঃ অভবন্ হে) নৃপ! তেষাং (দেবক পুত্রাণাং) ধৃতদেবাদয়ঃ শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেব-রক্ষিতা, সহদেবা, দেবকী চ (এতাঃ) সপ্ত স্বসারঃ (ভগিন্যঃ) আসন্, বাসুদেবঃ তাঃ (সপ্ত ভগিনীঃ) উবাহ (উপযেমে) ॥ ২১-২৩ ॥

অনুবাদ—পুনর্বসুর পুত্র আহুক এবং কন্যা আহুকী, আহুকের দুই পুত্র—দেবক ও উগ্রসেন। দেববান্ উপদেব, সুদেব, দেববর্দ্ধন,—এই চারিজন দেবকের পুত্র। তাঁহাদের শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেব-রক্ষিতা, সহদেবা, দেবকী এবং সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ধৃতদেবা—এই সাত ভগ্নী ছিলেন। বসুদেব তাঁহার উক্ত ভগ্নীদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ২১-২৩ ॥

কংসঃ সুনামা ন্যগ্রোধঃ কঙ্কঃ শঙ্কুঃ সুহূস্তথা।
রাষ্ট্রপালোহথ ধৃষ্টিশ্চ তুষ্টিমানোগ্রসেনয়ঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—কংসঃ সুনামা ন্যগ্রোধঃ কঙ্কঃ শঙ্কুঃ তথা সুহূঃ অথ রাষ্ট্রপালঃ ধৃষ্টিঃ তুষ্টিমান্ চ (এতে) উগ্রসেনয়ঃ (উগ্রসেনস্য তনয়াঃ কথিতাঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—কংস, সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি, তুষ্টিমান্—ইহারা উগ্রসেনের পুত্র বলিয়া কথিত ॥ ২৪ ॥

কংসা কংসবতী কঙ্কা শূরভূ রাষ্ট্রপালিকা।
উগ্রসেনদুহিতরো বসুদেবানুজস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—কংসাঃ, কংসবতী, কঙ্কা শূরভূঃ রাষ্ট্রপালিকা (এতাঃ) উগ্রসেনদুহিতরঃ (উগ্রসেনস্য কন্যকাঃ) বসুদেবানুজস্ত্রিয়ঃ (বসুদেবস্য যে অনুজাঃ দেবভাগাদয়ঃ তেষাং স্ত্রিয়ঃ ভার্য্যাঃ আসন্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ, রাষ্ট্র-পালিকা—ইহারা উগ্রসেনের কন্যা এবং বসুদেবের অনুজ দেবভাগাদির ভার্য্যা ॥ ২৫ ॥

শূরো বিদূরথাদাসীদ্ভজমানস্তু তৎসুতঃ।
শিনিস্তস্মাৎ স্বয়ং ভোজো হৃদিকস্তৎসুতো মতঃ ॥

অন্বয়ঃ—বিদূরথাৎ (চিত্ররথ সুতাৎ) শূরঃ আসীৎ (অজায়ত), তৎসুতঃ (তস্য শূরস্য সুতঃ) ভজমানঃ, তস্মাৎ (ভজমানাৎ) শিনিঃ (ততঃ) স্বয়ং ভোজঃ (জাতঃ), তৎসুতঃ (স্বয়ম্ভোজঃ) হৃদিকঃ মতঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—চিত্ররথ-পুত্র বিদূরথ হইতে শূর জন্ম-গ্রহণ করেন, তৎপুত্র ভজমান, তাহা হইতে শিনি এবং শিনি হইতে ভোজ জন্মগ্রহণ করেন। ভোজের পুত্র হৃদিক ॥ ২৬ ॥

দেবমীঢ়ঃ শতধনুঃ কৃতবর্ম্মেতি তৎসুতাঃ।
দেবমীঢ়স্য শূরস্য মারিষা নাম পত্ন্যভূৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—তৎসুতাঃ (তস্য হৃদিকস্য সুতাঃ) দেবমীঢ়ঃ, শতধনুঃ, কৃতবর্ম্মা ইতি (ত্রয়ঃ আসন্) দেবমীঢ়স্য (যঃ পুত্রঃ শূরঃ তস্য) শূরস্য মারিষা নাম পত্নী অভূৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হৃদিকের পুত্র দেবমীঢ়, শতধনু, কৃতবর্ম্মা এই তিন জন। দেবমীঢ়ের পুত্র শূর, শূরের মারিষা নাম্নী এক পত্নী ছিল ॥ ২৭ ॥

তস্যাং স জনয়ামাস দশ পুত্রানকল্মষান্ ।
বসুদেবং দেবভাগং দেবশ্রবসমানকম্ ॥ ২৮ ॥
সৃঞ্জয়ং শ্যামকং কঙ্কং শমীকং বৎসকং বৃকম্ ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুরানকা যস্য জন্মনি ॥ ২৯ ॥
বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্ ।
পৃথা চ শ্রুতদেবা চ শ্রুতকীর্ত্তিঃ শ্রুতশ্রবাঃ ॥ ৩০ ॥
রাজাধিদেবী চৈতেষাং ভগিন্যঃ পঞ্চ কন্যকাঃ
কুন্তেঃ সখ্যুঃ পিতা শূরো হ্যপুত্রস্য পৃথামদাৎ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—তস্যাং (মারিষায়াং) সঃ (শূরঃ) বসুদেবং, দেবভাগং, দেবশ্রবসম্, আনকং, সৃঞ্জয়ং, শ্যামকং, কঙ্কং, শমীকং, বৎসকং, বৃকম্ (এতান্) অকল্মষান্ (নিষ্পাপান্) দশ পুত্রান্ জনয়ামাস (উৎপাদয়ামাস)। যস্য (বাসুদেবস্য) জন্মনি (প্রাদুর্ভাবকালে) দেবদুন্দুভয়ঃ (দেবানাং দুন্দুভয়ঃ বাদ্যবিশেষাঃ) আনকাঃ (চ) নেদুঃ (নাদিতাঃ বভুবুঃ। ততঃ) হরেঃ স্থানং (হরেঃ অবতরিষ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অবতরণযোগ্যং স্থানং তং) বসুদেবম্ আনকদুন্দুভিং বদন্তি (কথয়ন্তি), পৃথা চ শ্রুতদেবা চ শ্রুতকীর্ত্তিঃ, শ্রুতশ্রবাঃ, রাজাধিদেবী চ (এতাঃ) পঞ্চকন্যকাঃ, এতেষাং (বসুদেবাদীনাং) ভগিন্যঃ (আসন্), পিতা শূরঃ অপুত্রস্য হি (পুত্র-বিহীনায় ইত্যর্থঃ) সখ্যুঃ কুন্তেঃ (কুন্তি-নামকায়, সর্ব্বত্র চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী) পৃথাং (তন্নাম্নী সুতাম্) অদাৎ (পুত্রীত্বেন দদৌ অতএব পৃথায়াঃ কুন্তীতি নামান্তরম্) ॥ ২৮-৩১ ॥

অনুবাদ—শূর তৎপত্নী মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবঃ, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, শমীক, বৎসক, বৃক—এই দশটী নিষ্পাপ পুত্র উৎপাদন করেন। বসুদেবের আবির্ভাবকালে দেবতাদিগের আনক-দুন্দুভিবাদ্য হইয়াছিল, এইজন্য ভগবানের আবির্ভাবযোগ্যস্থান বিশুদ্ধসত্ত্বময়বিগ্রহ শ্রীবসুদেবকে আনকদুন্দুভি-নামে অভিহিত করা হয়। পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা, রাজাধিদেবী এই পাঁচজন বসুদেবাদির ভগ্নী। ইহাদের পিতা শূর অপুত্রকসখা কুন্তিকে পৃথানাম্নী কন্যা দান করিয়াছিলেন সুতরাং পৃথারই নাম হইয়াছিল কুন্তী ॥ ২৮-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ঔগ্রসেনয়ঃ উগ্রসেনস্যাঃ পুত্রাঃ কংসাদয়ঃ। বিদূরথাচ্চিত্ররথপুত্রাৎ সুহৃদিকস্য সুতো দেবমীঢ়স্তস্য শূরস্তস্য মারিষা হরেঃ স্থানং হরির্যত্র প্রাদুর্ভবতীত্যর্থঃ। তাসু মধ্যে পৃথাং শূরস্তৎপিতৈব তবৈষা কন্যা ভবত্বিতি কুন্তেঃ কুন্তয়ে অদাৎ ॥২৪-৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঔগ্রসেনয়ঃ'—(২৪নং শ্লোক), কংস প্রভৃতি উগ্রসেনের পুত্র। 'বিদূরথাৎ'—চিত্ররথপুত্র বিদূরথ হইতে শূর জন্মগ্রহণ করেন। 'দেবমীঢ়ঃ'—হৃদিকের পুত্র দেবমীঢ়, তাঁহার এক পুত্রের নাম শূর, সেই শূরের পত্নীর নাম মারিষা। (এই শূর মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ প্রভৃতি দশ জন পুত্র, এবং পৃথা, শ্রুতদেবা প্রভৃতি পাঁচটি কন্যার জন্মদান করেন।) 'হরেঃ স্থানং'—যে স্থানে শ্রীহরি প্রাদুর্ভূত হন, (অর্থাৎ শ্রীহরির অধিষ্ঠানস্বরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বময়বিগ্রহ শ্রীবসুদেব। বসুদেবের জন্মকালে দেবতাগণের দুন্দুভি ও আনকের শব্দ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে আনকদুন্দুভি বলা হয়)। 'পৃথাং'—পিতা শূরই স্বীয় কন্যা পৃথাকে 'এই কন্যা তোমার হউক', এই বলিয়া অপুত্রক নিজসখা রাজা কুন্তির নিকট তাঁহার সন্তানরূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন। 'কুন্তেঃ'-কুন্তয়ে, ইহা চতুর্থীর স্থলে ষষ্ঠী প্রয়োগ ॥ ২৪-৩১ ॥

———

সাপ দুর্ব্বাসসো বিদ্যাং দেবহূতিং প্রতোষিতাৎ ।
তস্যা বীর্য্যপরীক্ষার্থমাজুহাব রবিং শুচিঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—সা (পৃথা) প্রতোষিতাৎ (কদাচিৎ স্বগৃহমাগতং দুর্ব্বাসসং পরিচর্য্যাদিনা পরিতোষিতঃ তস্মাৎ) দুর্ব্বাসসঃ (সকাশাৎ) দেবহূতিং (দেবা আহূয়ন্তে অনয়া তাং) বিদ্যাম্ আপ (প্রাপ্তবতী); তস্যাঃ (বিদ্যায়াঃ) বীর্য্যপরীক্ষার্থং (সামর্থ্যপরীক্ষার্থং) শুচিঃ (পবিত্রা সতী) রবিং (সূর্য্যম্) আজুহাব (মন্ত্রেণ তস্যাহ্বানং চক্রে ইত্যর্থঃ) ॥৩২॥

অনুবাদ—কোন সময় দুর্ব্বাসা কুন্তীর গৃহে আগমন করিলে, কুন্তি বা পৃথা পরিচর্য্যাদি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দেবহূতি অর্থাৎ দেবতাদিগকে আহ্বান করিবার মন্ত্ররূপবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই বিদ্যার বল পরীক্ষা করিবার জন্য পরমপবিত্রা কুন্তী সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—সা চ পৃথা কদাচিদ্‌গৃহমাগতাৎ পরিচর্য্যয়া প্রতোষিতাৎ দুর্ব্বাসসঃ সকাশাৎ দেবহূতিং দেবাহ্বানহেতুং বিদ্যাম্‌ আপ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সা'—এই পৃথা (কুন্তী) কোন সময় গৃহাগত অতিথি দুর্ব্বাসাকে পরিচর্য্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'দেবহূতি' নামে এক বিদ্যা লাভ করেন। দেবহূতি বলিতে দেবতাদিগের আহ্বান করিবার মন্ত্রবিশেষ, ইহার দ্বারা যে কোন দেবতাকে আহ্বান করিলে তিনি নিকটে আসেন ॥ ৩২ ॥

———

তদৈবোপাগতং দেবং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসা।
প্রত্যয়ার্থং প্রযুক্তা মে যাহি দেব ক্ষমস্ব মে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(সা কুন্তী) তদা এব (আহ্বানানন্তরমেব) উপাগতং (নিকটবর্ত্তিনং) দেবং (সূর্য্যং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিস্মিতমানসা (বিস্মিতং বিস্ময়ং প্রাপ্তং মানসং মনঃ যস্যাঃ সা তথাভূতা সতী উবাচ ইত্যর্থঃ) প্রত্যয়ার্থং (মন্ত্রযথার্থত্বপরীক্ষার্থং) মে (মম ময়া ইত্যর্থঃ) প্রযুক্তা (ইয়ং দুর্ব্বাসসা দত্তা বিদ্যা ইতি শেষঃ ন ত্বয়া কিঞ্চিৎ কার্য্যমস্তীতি ভাবঃ), (দেব ! অতঃ ত্বং) যাহি (গচ্ছ), মে (মম বৃথাহ্বানাপরাধং) ক্ষমস্ব ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—কুন্তী সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিবামাত্র সূর্য্যদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কুন্তী সূর্য্যকে দেখিয়া অতীব বিস্মিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—(হে সূর্য্যদেব !) দুর্ব্বাসার নিকট হইতে আমি যে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার বল পরীক্ষার নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলাম, সম্প্রতি আপনি প্রত্যাগমন করুন। আহ্বান-জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—দেবং সূর্য্যং প্রত্যয়ার্থং পরীক্ষার্থং ময়া বিদ্যাপ্রযুক্তাতঃ ক্ষমস্ব সংপ্রত্যহং কন্যাস্মি ত্বয়া ন কিমপি কার্য্যং যাহি ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবং'—সূর্য্যদেবকে কুন্তী বলিলেন, হে দেব ! আমি কেবলমাত্র 'প্রত্যয়ার্থং'—প্রত্যয়, অর্থাৎ বিদ্যার বল পরীক্ষার জন্য বিদ্যার প্রয়োগ করিয়াছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, সম্প্রতি আমি কন্যা, আপনার কোন প্রয়োজন নাই, অতএব নিজস্থানে প্রস্থান করুন ॥ ৩৩ ॥

———

অমোঘং দেবসন্দর্শমাদধে ত্বয়ি চাত্মজম্‌।
যোনির্যথা ন দুষ্যেত কর্ত্তাহং তে সুমধ্যমে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুমধ্যমে ! (হে পৃথে !) দেবসন্দর্শনং (দেবদর্শনম্‌) অমোঘম্‌ (অব্যর্থম্‌ অতঃ) ত্বয়ি আত্মজং চ (পুত্রম্‌) আদধে (আধানং করোমি), তে (তব) যোনিঃ যথা ন দুষ্যেত (ন দুষিতা ভবেৎ) অহং তথা কর্ত্তা (করিষ্যামি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—(সূর্য্য বলিলেন,—) হে সুমধ্যমে পৃথে ! দেবদর্শন (কখনও) ব্যর্থ হয় না, অতএব তোমাতে গর্ভাধান করিব। তুমি অবিবাহিতা কন্যকা হইলেও যাহাতে তোমার যোনি দোষদুষ্ট না হয়, তাহা আমি করিব ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—সূর্য্য উবাচ—অমোঘমিত্যাদি। ননু তর্হি যোনি-দুষ্টাং কন্যাং মা কঃ পরিণয়েদিতি চেত্তত্রাহ যোনিরিতি কর্ত্তা করিষ্যামি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সূর্য্য বলিলেন—'অমোঘং' ইত্যাদি, অর্থাৎ দেবদর্শন কখন নিষ্ফল হয় না। আমি তোমার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করিব। যদি বলেন—তাহা হইলে যোনিদুষ্টা কন্যা আমাকে কে বিবাহ করিবে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'যোনির্যথা', যাহাতে তোমার যোনি দূষিত না হয়, আমি সেরূপ ব্যবস্থা করিব ॥ ৩৪ ॥

———

ইতি তস্যাং স আধায় গর্ভং সূর্য্যো দিবং গতঃ।
সদ্যঃ কুমারঃ সঞ্জজ্ঞে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ সূর্য্যঃ ইতি (এবমুক্ত্বা) ; তস্যাং (পৃথায়াং) গর্ভম্‌ আধায় দিবং গতঃ। (ততঃ) সদ্যঃ দ্বিতীয় ভাস্করঃ ইব কুমারঃ সঞ্জজ্ঞে (জাতঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—এই কথা বলিয়া সূর্য্য পৃথার (কুন্তীর) গর্ভাধান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর কুন্তীর গর্ভে তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় ভাস্করস্বরূপ কুমারের জন্ম হইল ॥ ৩৫ ॥

তং সাত্যজন্ নদীতোয়ে কৃচ্ছ্রাল্লোকস্য বিভ্যতী।
প্রপিতামহস্তামুবাহ পাণ্ডুর্ব্বৈ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—সা (কুন্তী) লোকস্য (অপবাদাৎ) বিভ্যতী (ভীতা সতী) কৃচ্ছ্রাৎ (কষ্টেন পুত্রস্নেহং বিসৃজ্য ইত্যর্থঃ) তং (বালং) নদীতোয়ে অত্যজৎ (পেটিকায়াং সংস্থাপ্য ত্যক্তবতী), সত্যবিক্রমঃ (সত্যে ধর্ম্মে বিক্রমঃ প্রযত্নঃ যস্য সঃ তব) প্রপিতামহঃ পাণ্ডুঃ তাং (কুন্তীম্) উবাহ বৈ (উপযেমে) ॥৩৬॥

অনুবাদ—কুন্তী লোকাপবাদ-ভয়ে বহু কষ্টে পুত্রস্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই কুমারকে পেটিকা-বদ্ধ করিয়া নদীজলে ত্যাগ করিলেন (হে পরীক্ষিৎ !) তোমার প্রপিতামহ সত্যবিক্রম পাণ্ডু সেই কুন্তীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রুতদেবাং তু কারূষো বৃদ্ধশর্ম্মা সমগ্রহীৎ।
যস্যামভূদ্দন্তবক্র ঋষিশপ্তো দিতেঃ সুতঃ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—কারূষঃ (করূষদেশাধিপতিঃ) বৃদ্ধশর্ম্মা তু শ্রুতদেবাং (কুন্তীভগিনীং) সমগ্রহীৎ (উপযেমে), যস্যাং (শ্রুতদেবায়াং) দন্তবক্রঃ (জাতঃ যঃ পূর্ব্বং ভগবদ্দ্বারপালঃ বিজয়াখ্যঃ আসীৎ) ঋষিশপ্তঃ (ঋষিভিঃ শপ্তঃ সন্) দিতেঃ সুতঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) অভূৎ (স এব দন্তবক্ররূপেণ শ্রুতদেবায়াং জাতঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—করূষাধিপতি বৃদ্ধশর্ম্মা কুন্তীর ভগিনী শ্রুতদেবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্রুতদেবার গর্ভে দন্তবক্র জন্মগ্রহণ করেন। এই দন্তবক্র পূর্ব্বজন্মে ভগবানের দ্বারপাল বিজয় ছিলেন। সনকাদি-ঋষিগণের অভিশাপে দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (বর্ত্তমানে সেই হিরণ্যাক্ষই দন্তবক্র) ॥ ৩৭ ॥

কৈকেয়ো ধৃষ্টকেতুশ্চ শ্রুতকীর্ত্তিমবিন্দত।
সন্তর্দ্দনাদয়স্তস্যাং পঞ্চাসন্ কৈকয়াঃ সুতাঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—কৈকেয়ঃ ধৃষ্টকেতুঃ চ শ্রুতকীর্ত্তিম্ অবিন্দত (উপযেমে), তস্যাং (শ্রুতকীর্ত্ত্যাং) কৈকয়াঃ সন্তর্দ্দনাদয়ঃ পঞ্চ সুতাঃ আসন্ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—কেকয়বংশীয় ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্ত্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্রুতকীর্ত্তির সন্তর্দ্দন প্রভৃতি পাঁচটী পুত্র হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

রাজাধিদেব্যামাবন্ত্যৌ জয়সেনোঽজনিষ্ট হ।
দমঘোষশ্চেদিরাজঃ শ্রুতশ্রবসমগ্রহীৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—জয়সেনঃ রাজাধিদেব্যাং (ভার্য্যায়াম্) আবন্ত্যৌ (বিন্দানুবিন্দৌ) অজনিষ্ট হ (জনয়ামাস), চেদিরাজঃ (চেদিদেশাধিপতিঃ) দমঘোষঃ শ্রুতশ্রবসং (ভার্য্যাম্) অগ্রহীৎ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—জয়সেন রাজাধিদেবীর গর্ভে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন। চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবার পাণিগ্রহণ করেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—আবন্ত্যৌ বিন্দানুবিন্দৌ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আবন্ত্যৌ'—রাজা জয়সেন রাজাধিদেবীর গর্ভে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামক দুই পুত্রের জন্মদান করেন ॥ ৩৯ ॥

শিশুপালঃ সুতস্তস্যাঃ কথিতস্তস্য সম্ভবঃ।
দেবভাগস্য কংসায়াং চিত্রকেতু-বৃহদ্বলৌ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্যাঃ (শ্রুতশ্রবসঃ) সুতঃ (শিশুপালঃ), তস্য (শিশুপালস্য) সম্ভবঃ (উৎপত্তিপ্রকারস্তু) কথিতঃ (সপ্তমাধ্যায়ে বর্ণিতঃ), দেবভাগস্য কংসায়াং (ভার্য্যায়াং) চিত্রকেতুবৃহদ্বলৌ (সুতৌ জাতৌ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শ্রুতশ্রবার পুত্র শিশুপাল। শিশুপালের জন্ম বিবরণ সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বসুদেবভ্রাতা দেবভাগের কংসা নাম্নী ভার্য্যায় কেতু ও বৃহদ্বল নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪০ ॥

কংসবত্যাং দেবশ্রবসঃ সুবীর ইষুমাংস্তথা।
বকঃ কঙ্কাৎ তু কঙ্কায়াং সত্যজিৎপুরুজিৎ তথা ॥৪১

অন্বয়ঃ—দেবশ্রবসঃ (বসুদেবভ্রাতুঃ) কংসবত্যাং (ভার্য্যায়াং) সুবীরঃ তথা ইষুমান্ (দ্বৌ সুতৌ জাতৌ), কঙ্কাৎ তু কঙ্কায়াং (ভার্য্যায়াং)

বকঃ, সত্যজিৎ তথা পুরুজিৎ (ত্রয়ঃ সুতাঃ জাতাঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—বসুদেব-ভ্রাতা দেবশ্রবা কংসবতীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে সুধীর ও ইষুমান্ নামক দুই পুত্র উৎপন্ন করেন। কঙ্ক হইতে কঙ্কা নাম্নী তদীয় ভার্য্যায় বক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ—এই তিন পুত্রের উৎপত্তি হয় ॥ ৪১ ॥

———

সৃঞ্জয়ো রাষ্ট্রপাল্যাঞ্চ বৃষদুর্ম্মর্ষণাদিকান্।
হরিকেশহিরণ্যাক্ষৌ শূরভূম্যাঞ্চ শ্যামকঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—সৃঞ্জয়ঃ চ রাষ্ট্রপাল্যাং বৃষদুর্ম্মর্ষণাদিকান্ (সুতান্ জনয়ামাস), শ্যামকঃ চ শূরভূম্যাং হরিকেশহিরণ্যাক্ষৌ (সুতৌ জনয়ামাস) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—সৃঞ্জয়, রাষ্ট্রপালী নাম্মী ভার্য্যায় বৃষ, দুর্ম্মর্ষ প্রভৃতি এবং শ্যামক শূরভূমির গর্ভে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষ নামক দুই পুত্র উৎপন্ন করেন ॥ ৪২ ॥

———

মিশ্রকেশ্যামপ্সরসি বৃকাদীন্ বৎসকস্তথা।
তক্ষপুষ্করশালাদীন্ দূর্ব্বাক্ষ্যাং বৃক আদধে ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—তথা বৎসকঃ মিশ্রকেশ্যাম্ অপ্সরসি বৃকাদীন্ (পুত্রান্ জনয়ামাস), বৃকঃ দূর্ব্বাক্ষ্যাং (ভার্য্যায়াং) তক্ষপুষ্কর-শালাদীন্ (পুত্রান্) আদধে (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বৎসক মিশ্রকেশী নাম্নী অপ্সরায় বৃক প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন করেন। বৃক দুর্ব্বাক্ষ্যা নাম্নী ভার্য্যায় তক্ষ, পুষ্কর, শল্য প্রভৃতি পুত্রদিগকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

———

সুমিত্রার্জ্জুনপালাদীন্ সমীকাৎ তু সুদামনী।
আনকঃ কণিকায়াং বৈ ঋতধামাজয়াবপি ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—সমীকাৎ তু সুদামনী (তদ্‌ভার্য্যা) সুমিত্রার্জ্জুনপালাদীন্ (সুতান্ জনয়ামাস)। আনকঃ কণিকায়াম্ ঋতধামাজয়ৌ (সুতৌ উৎপাদয়ামাস) ॥৪৪

অনুবাদ—সমীক হইতে তদীয় ভার্য্যা সুদামনী, সুমিত্র অর্জ্জুনপাল প্রভৃতি পুত্রগণকে প্রসব করেন। আনক কণিকানাম্নী ভার্য্যায় ঋতধামা ও জয়নামক পুত্রদ্বয় উৎপন্ন করেন ॥ ৪৪ ॥

———

পৌরবী রোহিণী ভদ্রা মদিরা রোচনা ইলা।
দেবকীপ্রমুখাশ্চাসন্ পত্ন্য আনকদুন্দুভেঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—দেবকী-প্রমুখাঃ (দেবকী-প্রমুখা প্রধানা যাসাং তাঃ) পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা (এতাঃ) আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য) পত্ন্যঃ (আসন্) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—দেবকী, পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা—ইহারা আনকদুন্দুভি বসুদেবের পত্নী। ইঁহাদের মধ্যে দেবকী সর্ব্বপ্রধানা ॥৪৫

———

বলং গদং সারণঞ্চ দুর্ম্মদং বিপুলং ধ্রুবম্।
বসুদেবস্তু রোহিণ্যাং কৃতাদীনুদপাদয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—বসুদেবঃ তু রোহিণ্যাং (ভার্য্যায়াং) বলং গদং সারণং, দুর্ম্মদং, বিপুলং, ধ্রুবং, কৃতাদীন্ চ (সুতান্) উৎপাদয়ৎ (জনয়ামাস) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—বসুদেব রোহিণীর গর্ভে বল, গদ, সারণ, দুর্ম্মদ, বিপুল, ধ্রুব প্রভৃতি পুত্রদিগকে উৎপন্ন করেন ॥ ৪৬ ॥

———

সুভদ্রো ভদ্রবাহুশ্চ দুর্ম্মদো ভদ্র এব চ।
পৌরব্যাস্তনয়া হ্যেতে ভূতাদ্যা দ্বাদশাভবন্ ॥ ৪৭ ॥
নন্দোপনন্দকৃতকশূরাদ্যা মদিরাত্মজাঃ।
কৌশল্যা কেশিনং ত্বেকমসূত কুলনন্দনম্ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—পৌরব্যাঃ সুভদ্রঃ ভদ্রবাহুঃ চ দুর্ম্মদঃ ভদ্রঃ এব চ ভূতাদ্যাঃ (ভূতঃ আদ্যঃ যেষাং তে আদিশব্দো দ্বাদশসংখ্যাপূর্ত্ত্যর্থং) এতে হি দ্বাদশ তনয়াঃ অভবন্। নন্দোপনন্দকৃতকশূরাদ্যাঃ মদিরাত্মজাঃ (মদিরায়াঃ আত্মজাঃ অভবন্), কৌশল্যা তু (ভদ্রা) একং কেশিনং কুলনন্দনং (পুত্রম্) (অজনি) ॥ ৪৭-৪৮ ॥

অনুবাদ—পৌরবীর সুভদ্র, ভদ্রবাহু, দুর্ম্মদ, ভদ্র, ভূত প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র ছিল। নন্দ, উপানন্দ, কৃতক,

শূর—ইহারা মদিরার আত্মজ। ভদ্রা কেশী নামক এক কুলনন্দন প্রসব করেন ॥ ৪৭-৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—বসুদেবস্য ভগিনীনাং পতীন্ পুত্রাং-শ্চোক্ত্বা তদ্‌ভ্রাতৄণাং নবানাং পত্নীঃ পুত্রংশ্চাহ দেব-ভাগস্যেতি নবভিঃ শ্লোকার্দ্ধৈঃ কৌশল্যা ভদ্রা ॥৪৭-৪৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বসুদেবের ভগিনীগণের পতি পুত্রের কথা বলিয়া, তাঁহার নয়টি ভ্রাতৃগণের পত্নী ও পুত্রদের কথা সার্দ্ধ নয়টি শ্লোকে বলিতেছেন—'দেব-ভাগস্য' (৪০ শ্লোক), ইত্যানি, বসুদেব-ভ্রাতা দেব-ভাগের কংসা নাম্নী ভার্য্যায় চিত্রকেতু ও বৃহদ্বল নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 'কৌশল্যা'— (৪৮ শ্লোক) বসুদেবের ভার্য্যা কৌশল্যা অর্থাৎ ভদ্রা কেশি নামক একটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ৪৭-৪৮ ॥

রোচনায়ামতো জাতা হস্তহেমাঙ্গদাদয়ঃ।
ইলায়ামুরুবল্কাদীন্ যদুমুখ্যানজীজনৎ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ (অনন্তরং) রোচনায়াং (ভার্য্যা-য়াং) হস্তহেমাঙ্গদাদয়ঃ (সুতাঃ) জাতাঃ, ইলায়াং (ভার্য্যায়াং) উরুবল্কাদীন (উরুশ্চ বল্কশ্চ তৌ আদী যেষাং তান্) যদুমুখ্যান্ (যদুঃ মুখ্যঃ প্রধানঃ যেষাং তান্ সুতান্) অজীজনৎ (উৎপাদয়ামাস বসুদেবঃ ইতি শেষঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বসুদেব রোচনানাম্নী ভার্য্যায় হস্ত, হেমাঙ্গ প্রভৃতি পুত্র এবং ইলানাম্নী ভার্য্যায় উরুবল্ক প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠ পুত্রদিগকে উৎপন্ন করিয়া-ছিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিপৃষ্ঠো ধৃতদেবায়ামেক আনকদুন্দুভেঃ।
শান্তিদেবাত্মজা রাজন্ প্রশমপ্রসিতাদয়ঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য) ধৃত-দেবায়াং (ভার্য্যায়াং) বিপৃষ্ঠঃ একঃ (এব সুতঃ অজায়ত, হে) রাজন্! শান্তিদেবাত্মজাঃ (শান্তি-দেবায়াঃ বসুদেবভার্য্যায়াঃ আত্মজাঃ পুত্রাঃ) প্রশম-প্রসিতাদয়ঃ (অভবন্) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—আনকদুন্দুভি বসুদেবের ধৃতদেবা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে বিপৃষ্ঠনামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হে পরীক্ষিৎ! বসুদেবের শান্তিদেবা নাম্নী এক পত্নী ছিল। প্রশম, প্রসিত প্রভৃতি সেই শান্তি-দেবার গর্ভজাত সন্তান ॥ ৫০ ॥

রাজন্যকল্পবর্ষাদ্যা উপদেবাসুতা দশ।
বসুহংসসুবংশাদ্যাঃ শ্রীদেবায়াস্তু ষট্ সুতাঃ ॥৫১॥

অন্বয়ঃ—(বসুদেবস্য) উপদেবাসুতাঃ (উপ-দেবায়াং ভার্য্যায়াম্ উৎপন্নাঃ সুতাঃ) রাজন্যকল্প-বর্ষাদ্যা দশ (অভবন্), শ্রীদেবায়াঃ তু (ভার্য্যায়াঃ) বসুহংসসুবংশাদ্যাঃ (বসুশ্চ, হংসশ্চ, সুবংশশ্চ তে আদ্যাঃ যেষাং তে) ষট্ সুতাঃ (অজায়ন্তঃ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—বসুদেবের উপদেবা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে রাজন্য, কল্প, বর্ষা প্রভৃতি দশটী পুত্র হয় এবং শ্রীদেবা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে বসু, হংস, সুবংশ প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে ॥ ৫১ ॥

দেবরক্ষিতয়া লব্ধা নব চাত্র গদাদয়ঃ।
বসুদেবঃ সুতানষ্টাবাদধে সহদেবয়া ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—অত্র চ দেবরক্ষিতয়া (ভার্য্যায়া বসু-দেবাৎ) গদাদয়ঃ নব (সুতাঃ) লব্ধাঃ। বসুদেবঃ সহদেবয়া অষ্টৌ সুতান্ আদধে (উৎপাদয়ামাস) ॥৫২

অনুবাদ—বসুদেবৌরসে দেবরক্ষিতার গর্ভে গদা প্রভৃতি নয়টী পুত্র উৎপন্ন হন। সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-স্বরূপ অষ্টবসুসদৃশ শ্রীবসুদেব তদীয় সহদেবা ভার্য্যার গর্ভে শ্রুতপ্রবরপ্রমুখ অষ্টসুত উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥৫২॥

প্রবরশ্রুতমুখ্যাংশ্চ সাক্ষাদ্ধর্ম্মো বসূনিব।
বসুদেবস্তু দেবক্যামষ্ট পুত্রানজীজনৎ ॥ ৫৩ ॥
কীর্ত্তিমন্তং সুষেণঞ্চ ভদ্রসেনমুদারধীঃ।
ঋজুং সম্মর্দ্দনং ভদ্রং সঙ্কর্ষণমহীশ্বরম্ ॥ ৫৪ ॥
অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল।
সুভদ্রা চ মহাভাগা তব রাজন্ পিতামহী ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—সাক্ষাৎ ধর্ম্মঃ বসুদেবঃ দেবক্যাং বসূন্ ইব (অষ্টবসূন্ ইব) প্রবরশ্রুতমুখ্যান্ অষ্ট পুত্রান্ অজীজনৎ, (তত্র চ) কীর্ত্তিমন্তং সুষেণং চ, ভদ্রসেনম্

ঋজুং সম্মর্দ্দনং ভদ্রম্ (এতান্ জীববিশেষান্) অহীশ্বরং সঙ্কর্ষণং (অজীজনদিতি শেষঃ)। তয়োঃ (দেবকীবসুদেবয়োঃ) অষ্টমঃ তু (সুতঃ) স্বয়ং (সাক্ষাৎ) কিল হরিঃ এব (হে) রাজন্ ! তব পিতামহী মহাভাগা সুভদ্রা চ (তয়োঃ সুতা আসীদিত্যর্থঃ) ॥ ৫৩-৫৫ ॥

অনুবাদ—উদারচেতা বসুদেবের দেবকী নাম্নী ভার্য্যার আটটী পুত্র হইয়াছিল। কীর্ত্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সম্মর্দ্দন, ভদ্র—এই ছয় জন এবং সপ্তম পুত্র সঙ্কর্ষণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অষ্টম সন্তান স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি। হে রাজন্! তোমার মাতামহী সুভদ্রা বসুদেবের কন্যা ছিলেন ॥৫৩-৫৫॥

বিশ্বনাথ—স্বয়মেব ন ত্বংশেন ॥ ৫৩-৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বয়মেব হরিঃ কিল'—হরি বলিতে সর্ব্বাকর্ষক পূর্ণ ভগবান্, তিনিই স্বয়ং তাঁহাদের অষ্টম পুত্র হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন অংশ অর্থাৎ অবতারান্তরের দ্বারা নহে। কিল—ইহা নিশ্চিতে ॥ ৫৩-৫৫ ॥

———

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ।
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদা যদা হি (যস্মিন্ যস্মিন্ এব কালে) ধর্ম্মস্য ক্ষয়ঃ (বিনাশঃ) পাপ্মনঃ চ (অধর্ম্মস্য চ) বৃদ্ধিঃ (ভবতি), তদা তু (তস্মিন্নেব কালে) ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী) ঈশঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা) হরিঃ (দুষ্কৃতানাং বিনাশায় সাধূনাং রক্ষণেন চ ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ) আত্মানং সৃজতে (অবতারয়তি) ॥ ৫৬॥

অনুবাদ—যখন যখন ধর্ম্মের ক্ষয় ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই ভগবান্ সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীহরি দুষ্কৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিনাশ ও সাধুসংরক্ষণের নিমিত্ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র ভগবদবতারমাত্রস্য সামান্যতঃ কারণমাহ যদেতি ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের অবতারমাত্রের সাধারণ কারণ বলিতেছেন—'যদা যদা হি' ইত্যাদি (অর্থাৎ যখন যখন জগতে ধর্ম্মের ক্ষয় ও পাপের বৃদ্ধি ঘটে, তখনই উহার প্রতিকারের জন্য জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি অবতাররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।) ॥ ৫৬ ॥

———

ন হ্যস্য জন্মনো হেতুঃ কর্ম্মণো বা মহীপতে।
আত্মমায়াং বিনেশস্য পরস্য দ্রষ্টুরাত্মনঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—হে মহীপতে ! ঈশস্য (মায়ানিয়ন্তুঃ) পরস্য (অসঙ্গস্য) দ্রষ্টুঃ (সাক্ষিণঃ) আত্মনঃ (সর্ব্বগতস্য) অস্য (ভগবতঃ হরেঃ) আত্মমায়াং বিনা (আত্মাভিন্নত্বেন সাধুষু যা মায়া কৃপা তাং বিনা) জন্মনঃ কর্ম্মণঃ বা হেতুঃ ন হি (অন্যেষান্তু সাধারণজীবানাং প্রাচীনং কর্ম্ম এব জন্মনঃ কর্ম্মণশ্চ হেতুঃ ভগবতস্তু ন তথা ইতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! মায়ানিয়ন্তা পরতত্ত্ব একমাত্র দ্রষ্টা সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরির জন্ম-কর্ম্মাদি প্রাকৃতজীবের প্রাক্তন্ কর্ম্মফলভোগের ন্যায় নহে ; পরন্তু উহা নিজ হইতে অভিন্ন সাধুদিগের প্রতি কৃপা ব্যতীত আর কিছু নহে ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু জীবস্য জন্ম-কর্ম্মণোর্হেতুঃ প্রাচীনং কর্ম্মৈব স্যাৎ, তস্য চ হেতুর্মায়া শ্রীভগবতস্তু কিং স্যাদিত্যত আহ ন হ্যস্যেতি। আত্মনঃ স্বস্য আত্মসু জীবেষু মায়াং কৃপাং বিনা উত্তরশ্লোকে অনুগ্রহ ইতি মায়ার্থবিবরণাৎ। মায়া দম্ভে কৃপায়াং চেতি বিশ্বপ্রকাশাৎ মায়াশব্দেনাত্র কৃপৈবোচ্যতে। কৃপায়াঃ ফলমভিব্যঞ্জয়তি। ঈশস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং দর্শিতাভ্যাং সর্ব্বজীবোদ্ধারসমর্থস্যেত্যর্থঃ। সামর্থ্যে হেতুঃ পরস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টস্য। কৃপায়াং হেতুরাত্মনো জীবান্ দ্রষ্টুঃ সংসারদুঃখাব্ধৌ পতিতান্ বিলোকয়িতুঃ ॥৫৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, জীবের জন্ম ও কর্ম্মের হেতু প্রাচীন কর্ম্মই, তাহার হেতু মায়া, কিন্তু মায়ার নিয়ন্তা শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্মের কি হেতু হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন হস্য' ইত্যাদি। 'আত্মনং'—নিজের, আত্মমায়াং বিনা'—এখানে আত্মা বলিতে জীব, অর্থাৎ জীবের প্রতি মায়া বলিতে কৃপা ব্যতীত অন্য কারণ হইতে পারে না। 'মায়া' শব্দের অর্থ অনুগ্রহ, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বিবৃত হইবে। বিশ্বকোষ অভিধানে উক্ত আছে—'মায়া শব্দের দম্ভ ও কৃপা

অর্থ'। অতএব মায়া শব্দে এখানে শ্রীভগবানের কৃপাই বলিতে হইবে। কৃপার ফল অভিব্যক্ত করিতেছেন—'ঈশস্য', ঈশ্বরের অর্থাৎ জন্ম ও কর্ম্ম প্রদর্শনের দ্বারা সর্ব্বজীবের উদ্ধার করিতে যিনি সমর্থ, তাঁহার—এই অর্থ। সামর্থ্যের হেতু বলিতেছেন—পরস্য, যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কৃপার হেতু—'আত্মনঃ দ্রষ্টুঃ'—সংসাররূপ দুঃখসমুদ্রে পতিত জীবগণের যিনি দ্রষ্টা (অবলোকন কর্ত্তা) ॥ ৫৭ ॥

———

যন্মায়াচেষ্টিতং পুংসঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ায় হি।
অনুগ্রহস্তন্নিবৃত্তেরাত্মলাভায় চেষ্যতে ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ায় (সৃষ্টিস্থিতিবিনাশায়) পুংসঃ (প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তুঃ) যন্মায়াচেষ্টিতং (প্রকৃতৌ ঈক্ষণাদিকং যৎ কর্ম্ম তদপি) হি অনুগ্রহঃ (জীবে অনুগ্রহ এব পর্য্যবসীয়তে) তন্নিবৃত্তেঃ (স্থিত্যাদের্নিবৃত্তেঃ হেতোঃ জীবানাম্) আত্মলাভায় (ভগবতো লাভায়) চ ইষ্যতে ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত ভগবানের আদ্যপুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ীর মায়ার প্রতি যে দৃষ্টিশক্তিসঞ্চাররূপচেষ্টা তাহাও জীবের প্রতি অনুগ্রহ বলিতে হইবে। এই প্রকার চেষ্টা জন্ম-মৃত্যু-নিবৃত্তি ও ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—কৃপায়া এব হেতুত্বং কৈমুত্যেন দর্শয়তি যদিতি। পুংসঃ প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তুং মায়ায়াং যচ্চেষ্টিতমীক্ষণাদিকং কর্ম্ম জীবানাং স্থিত্যাদ্যর্থং হি নিশ্চিতঃ তচ্চাপি অনুগ্রহাদেব হেতোঃ কিমুত মায়াগন্ধেনাপি রহিতং গোবর্দ্ধনধারণাদিচেষ্টিতমিতি ভাবঃ। বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকং প্রাপ্য জীবা বিষয়ভোগাদিকং প্রাপ্নুবন্ত্বিতি যা কৃপা তত এব মায়ায়াং চেষ্টিতমিত্যর্থঃ। ননু বিষয়ভোগাদিহেতুভ্যঃ স্থিত্যাদিভ্যঃ পুনঃ সংসারদুঃখমেব স্যাদিতি কোঽয়মনুগ্রহস্তত্রাহ—তন্নিবৃত্তেস্তেষাং স্থিত্যাদীনাং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যৈর্নিবৃত্তেরাত্মনে ভগবতো যো লাভস্তদর্থঞ্চেষ্যতে। বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকং বিনা ভক্তিজ্ঞানাদ্যপি ন সিদ্ধ্যেদিতি জীবমাত্রেষু কৃপৈব হেতুরিত্যর্থঃ। যদুক্তং—বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎপ্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনে কল্পনায় চেতি ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃপার হেতুত্বই কৈমুত্যিক ন্যায়ে দেখাইতেছেন—'যৎ মায়াচেষ্টিতং ইত্যাদি। 'পুংসঃ'—প্রকৃতির ঈক্ষণ কর্ত্তা পুরুষের মায়ার প্রতি যে চেষ্টা, অর্থাৎ ঈক্ষণাদি কর্ম্ম, তাহা নিশ্চিতই জীবগণের স্থিতি প্রভৃতির নিমিত্ত, তাহারও কারণ অনুগ্রহই। তাহাতে আবার মায়ার লেশমাত্ররহিত গোবর্দ্ধনধারণাদি লীলার কথা অধিক কি বক্তব্য ?—এই ভাব। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি প্রাপ্ত হইয়া জীবগণ বিষয়ভোগাদি লাভ করুক—এইরূপ যে কৃপা, তাহার নিমিত্তই মায়ার প্রতি ঈক্ষণাদি কর্ম্ম। যদি বলেন—দেখুন, বিষয়-ভোগাদির কারণে স্থিতি প্রভৃতির দ্বারা জীবের পুনরায় সংসার-দুঃখই হয়, ইহা আবার তাঁহার কিপ্রকার অনুগ্রহ ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'নিবৃত্তেঃ আত্মলাভায় চ', ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা সেই জন্ম-মরণ-নিবৃত্তি এবং শ্রীভগবানের যে প্রাপ্তি, তাহার জন্য এই মায়িক বিলাস। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি বিনা ভক্তি ও জ্ঞানাদিও সিদ্ধ হইতে পারে না, অতএব এই স্থিত্যাদির কারণও জীবমাত্রের প্রতি তাঁহার কৃপাই এই অর্থ। যেমন শ্রীদশমে উক্ত হইয়াছে—"বুদ্ধীন্দ্রিয়-মনঃপ্রাণান্" (১০।৮৭।২) ইত্যাদি, অর্থাৎ ঈশ্বর জীবগণের বিষয়-ভোগ (মাত্রার্থ), জীবনে কর্ম্মানুষ্ঠান, পরলোকে ভোগ এবং 'অকল্পনায়'—কল্পনানিবৃত্তি বলিতে মুক্তির জন্য যথাক্রমে তাহাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সৃষ্টি করিলেন ॥ ৫৮ ॥

———

অক্ষৌহিণীনাং পতিভিরসুরৈর্নৃপলাঞ্ছনৈঃ।
ভুব আক্রম্যমাণায়া অভারায় কৃতোদ্যমঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—নৃপলাঞ্ছনৈঃ (রাজোচিতলক্ষণযুক্তৈঃ) অসুরৈঃ (চৈদ্যাদিভিঃ) অক্ষৌহিণীনাম্ (অক্ষৌহিণীসংখ্যানাং সেনানাং) পতিভিঃ আক্রম্যমাণায়াঃ (অবরুদ্ধায়াঃ) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) অভারায় (ভারপরিহারায়) কৃতোদ্যমঃ (কৃতঃ উদ্যমঃ অবতার রূপঃ যেন সঃ অবততার ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—রাজোচিতলক্ষণযুক্ত অসুরগণও অক্ষৌহিণী সৈন্যাধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা এই পৃথিবীর ভার অপনোদন করিবার জন্য ভগবান্ এই প্রকার উদ্যম করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণস্য তু জন্ম-কর্ম্মণোর্হেতুঃ স্পষ্টমেব পৃথিব্যাং পৃথিবীস্থজনেষু সাধকসিদ্ধভক্তেষ্বপি কৃপৈব দৃশ্যত ইত্যাহ অক্ষৌহিণীনামিতি সপ্তভিঃ। ভুবো ভারহরণাৎ অসুরাণামপি বধেন সংসারহরণাৎ কৃপোক্তা ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম্মের হেতু স্পষ্টতঃই পৃথিবীস্থিত জনসমূহের এবং সাধক ও সিদ্ধ ভক্তগণের প্রতি কৃপাই পরিলক্ষিত হয়, ইহা বলিতেছেন—'অক্ষৌহিণীনাম্' ইত্যাদি সাতটি শ্লোকে। 'ভুবঃ অভারায়'—অসুরগণের ভারে আক্রান্ত পৃথিবীর ভার অপনোদনের জন্য ভগবানের এই উদ্যম, অর্থাৎ অসুরগণের বধের দ্বারা তাহাদের জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার হরণ করায় তাহাদের প্রতিও শ্রীভগবানের কৃপাই উক্ত হইল ॥৫৯

কর্ম্মাণ্যপরিমেয়াণি মনসাপি সুরেশ্বরৈঃ।
সহসঙ্কর্ষণশ্চক্রে ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ মধুসূদনঃ সহসঙ্কর্ষণঃ (সঙ্কর্ষণেন সহ) সুরেশ্বরৈঃ মনসা অপি অপরিমেয়াণি (অবিতর্ক্যাণি) কর্ম্মাণি চক্রে (কৃতবান্) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—সঙ্কর্ষণসহ মধুসূদন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যাহা মনের দ্বারাও করিতে পারে না, সেই সকল অবিতর্ক কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমোনুদম্।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্ যশঃ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—(ভগবান্) কলৌ জনিষ্যমাণানাং (ভাবিনাং) ভক্তানাম্ অনুগ্রহায় সুপুণ্যং (পবিত্রজনকং) দুঃখশোকতমোনুদং (দুঃখশোকতমসাং নাশকং) যশঃ ব্যতনোৎ (সঙ্কল্পমাত্রেণাপি ভূভারহরণক্ষমোঽপি ভক্তানাম্ অনুগ্রহার্থমেব স্বয়ং কর্ম্মানুতিষ্ঠন্ যশঃ বিস্তারয়ামাস ইতি ভাবঃ) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—কলিযুগে যে সকল ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন, সেই সকল ভক্তদিগকে কৃপা করিবার নিমিত্ত ভগবান্ নিজ পবিত্রজনক শোক-মোহাদি তমোনাশিনী কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—ভুবি স্থিতেষু কৃপামুক্ত্বা ভূতি স্থাস্যৎস্বপি কৃপামাহ কলাবিতি তমোঽবিদ্যা ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের প্রকটকালে যাঁহারা পৃথিবীতে অবস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি কৃপার উল্লেখ করিয়া, যাহারা ভবিষ্যতে থাকিবেন, তাহাদের প্রতিও কৃপা বলিতেছেন—'কলৌ' ইত্যাদি। 'তমঃ'—বলিতে অবিদ্যা, অর্থাৎ কলিযুগে যে সকল ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিমিত্ত দুঃখ, শোক ও অবিদ্যাবিনাশক 'সুপুণ্যং যশঃ'—পরম পবিত্র যশোরাশি বিস্তার করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥

যস্মিন্ সৎকর্ণপীযূষে যশস্তীর্থবরে সকৃৎ।
শ্রোত্রাঞ্জলিরুপস্পৃশ্য ধুনুতে কর্ম্মবাসনাম্ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—(লোকঃ) সৎকর্ণপীযূষে (সতাং কর্ণয়োঃ পীযূষে অমৃততুল্যে) যস্মিন্ যশস্তীর্থবরে (যশোরূপে তীর্থশ্রেষ্ঠে) শ্রোত্রাঞ্জলিঃ (শ্রোত্রমেব অঞ্জলিঃ পানসাধনং যস্য সঃ পুরুষঃ) সকৃৎ (একবারমেব) উপস্পৃশ্য (আচমনমাত্রং কৃত্বা ভগবদ্যশোগাথাম্ আচমনজলবৎ কিঞ্চিৎ আকর্ণ্য ইত্যর্থঃ) কর্ম্মবাসনাং (মোক্ষপ্রতিবন্ধকীভূতাং) ধুনুতে (ক্ষপয়তি) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—সাধুদিগের কর্ণামৃত ও শ্রেষ্ঠতীর্থস্বরূপ ঐ যশঃ কর্ণপুটে পান বা একবারমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্পর্শ হইলে, পুরুষমাত্র কর্ম্ম-বন্ধন নাশ করিতে সমর্থ হন ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু সুপুণ্যমিত্যুক্ত্বা যশঃ স্বর্গজনকমবগম্যতে তত্র নৈবমিত্যাহ যস্মিন্নিতি। সদ্ভিঃ কর্ণপেয়পীযূষময়ে যশোরূপে তীর্থবরে শ্রোত্রমেবাঞ্জলিঃ পানসাধনং যস্য স উপস্পৃশ্য আচমনমাত্রং কৃত্বা কিং পুনরাপীয় সকৃদেকবারমপি কিং পুনর্বহুশঃ কর্ম্মবাসনামবিদ্যাং যস্য পরোক্ষবর্ত্তিনোঽপি যৎ কিঞ্চিদ্ যশঃশ্রবণমাত্রেণৈব সংসারং তরন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, 'সুপুণ্যং', ইহা বলায় ঐ যশঃ স্বর্গজনক, এরূপ বুঝাইতেছে। তাহার উত্তরে—না, কখনই না, ইহা বলিতেছেন—'যস্মিন্' ইত্যাদি, অর্থাৎ সাধুগণের কর্ণযুগলের অমৃতস্বরূপ, সেই যশোরূপ শ্রেষ্ঠতীর্থে কর্ণরূপ অঞ্জলির সাহায্যে একবার মাত্র আচমন করিয়াই মানব কর্ম্মবাসনা অর্থাৎ অবিদ্যা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। একবার মাত্র আচমন করিয়াই যদি এরূপ ফল হয়, তাহাতে একবার যদি পান করা যায়, তাহাতে আবার বহুবার যদি পান করা যায়, তাহার কথা অধিক কি বক্তব্য? পরোক্ষভাবেও যৎকিঞ্চিৎ যশঃ শ্রবণমাত্রেই জীব সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়—এই অর্থ ॥ ৬২ ॥

ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকমধুশূরসেনদশার্হকৈঃ।
শ্লাঘনীয়েহিতঃ শশ্বৎ কুরুসৃঞ্জয়পাণ্ডুভিঃ ॥ ৬৩ ॥
স্নিগ্ধস্মিতেক্ষিতোদারৈর্বাক্যৈর্বিক্রমলীলয়া।
নৃলোকং রময়ামাস মূর্ত্ত্যা সর্ব্বাঙ্গরম্যয়া ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকমধুশূরসেনদশার্হকৈঃ (ভোজশ্চ বৃষ্ণিশ্চ অন্ধকশ্চ মধুশ্চ শূরসেনশ্চ দশার্হকশ্চ তৈঃ) কুরুসৃঞ্জয়পাণ্ডুভিশ্চ শশ্বৎ (সর্ব্বদা) শ্লাঘনীয়েহিতঃ (শ্লাঘনীয়ম্ ঈহিতং চেষ্টিতং যস্য সঃ কৃষ্ণঃ) স্নিগ্ধ-স্মিতক্ষিতোদারৈঃ (স্নিগ্ধং স্নেহপূর্ব্বকং স্মিতং হাস্যং যত্র তথাভূতং যদীক্ষণং দর্শনং তেন উদারৈঃ অকপটৈঃ) বাক্যৈঃ বিক্রমলীলয়া (গোবর্দ্ধনোদ্ধারণাদিলীলয়া চ) সর্ব্বাঙ্গরম্যয়া (সর্ব্বাঙ্গৈঃ রম্যয়া) মূর্ত্ত্যা (বিগ্রহেণ চ) নৃলোকং রময়ামাস ॥ ৬৩-৬৪ ॥

অনুবাদ—ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন, দশার্হ, কুরু, সৃঞ্জয়, পাণ্ডু-বংশীয় সকলেই যাঁহারা চেষ্টাসমূহের শ্লাঘা করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ ও স্নেহপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টি, উদার-বাক্য ও গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি লীলা ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তিদ্বারা মনুষ্যলোককে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৬৩-৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—তৎসমকালভবত্বেনাপরোক্ষবর্ত্তিনস্তল্লীলাপরিকরাস্তুগণ্যমহিমানঃ পরমমন্যো এবেত্যাহ ভোজেত্যাদি। যে তু তস্যাতিপ্রেমবিষয়ীভূতা নেত্রাঞ্জলিভ্যাং তদীয়রূপমাধুর্য্যপানাসক্তাঃ। শ্রোত্রাদীনপি ফলয়ন্তি তে ত্বতিধন্যা ইত্যাহ—স্নিগ্ধং স্মিতং যত্র তথাভূতং যদীক্ষিতমবলোকনং তেনোদারৈর্মনোবাঞ্ছাপূরকৈঃ কদাচিদ্বিক্রমস্য স্বমধুরচরণবিন্যাসস্য বীররসব্যঞ্জকস্য স্বশৌটীর্য্যস্য বা লীলয়া নৃলোকং মনুষ্যজাতিং স্বপ্রিয়জনসমূহম্ ॥ ৬৩-৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার সমকালোৎপন্ন বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে যাঁহারা লীলার পরিকর, তাঁহারা অপরিসীম মহিমান্বিত পরম মান্যই ইহা বলিলেন—'ভোজ' ইত্যাদি। তন্মধ্যে যাঁহারা তাঁহার অতিশয় প্রেমপাত্র, নেত্ররূপ অঞ্জলির দ্বারা তদীয় রূপমাধুর্য্যের পানে আসক্ত হইয়া শ্রোত্রাদিকেও সফল করিতেছেন, তাঁহারা অতিধন্যই, ইহা বলিতেছেন—'স্নিগ্ধ-স্মিত' ইত্যাদি, সরস মৃদুমন্দ হাস্য যেখানে, তাদৃশ যে অবলোকন, তাহার দ্বারা উদার বাক্য, অর্থাৎ মনোবাঞ্ছাপূরক বাক্যালাপের দ্বারা, আবার কখন 'বিক্রমলীলয়া'—স্বীয় মধুর চরণবিন্যাসরূপ, অথবা বীররসব্যঞ্জক শৌর্য্যপ্রকাশক লীলার দ্বারা (এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিজ শ্রীবিগ্রহ দ্বারা) 'নৃলোকং'—মনুষ্যলোককে, বিশেষতঃ নিজ প্রিয়জনসমূহকে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৩-৬৪ ॥

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতাঃ নিমেশ্চ ॥৬৫॥

অন্বয়ঃ—যস্য (কৃষ্ণস্য) মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎকপোলসুভগং (মকরাকৃতিভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং যৌ চারু কর্ণৌ ভ্রাজন্তৌ দীপ্যমানৌ কপোলৌ চ তৈঃ সুভগং সুন্দরং) সবিলাসহাসং (সবিলাসঃ হাসঃ যস্মিন্ তৎ) নিত্যোৎসবং (নিত্যং সর্ব্বদা উৎসবঃ আনন্দঃ যস্মিন্ তৎ) আননং (বদনং) দৃশিভিঃ (নেত্রৈঃ) পিবন্ত্যঃ (পানং কুর্ব্বত্য ইব অতিতৃষ্ণয়া পশ্যন্ত্যঃ ইত্যর্থঃ) মুদিতাঃ (হৃষ্টাঃ) নার্য্যঃ ন ততৃপুঃ, (পরন্ত) নিমেঃ (নিমেষোন্মেষণকর্ত্তুঃ সম্বন্ধে) কুপিতা (বভূবুঃ) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণের মকরাকৃতি-কুণ্ডল-শোভিত মনোহর কর্ণযুগল ও তদ্দ্বারা দীপ্যমান গণ্ডযুগল কি সুন্দর বিলাসযুক্ত হাস-সমন্বিত বদনমণ্ডলে যেন নিত্য উৎসব লাগিয়া রহিয়াছে। তাঁহার সেই বদন দৃষ্টিদ্বারা আনন্দসহকারে পান করিয়া নর-নারীর তৃপ্তি হইত না, বরং নয়নের নিমেষে অসহিষ্ণু হইয়া নিমেষ-কর্ত্তার নিমির প্রতি কোপ করিতেন ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বনাথ—তেষ্বপি ব্রজবাসিনস্তেষ্বপি গোপ্যস্তৎ-প্রিয়নর্ম্মসখায়শ্চ তন্মাধুর্য্যপানপ্রবরাঃ পরমধন্যতমা ইত্যাহ যস্যেতি। সর্ব্বাঙ্গেষ্বপি মধ্যে পরমমধুর-মাননং তদাননমপ্যূর্দ্ধাধোভাগাভ্যাং দ্বিধা বিভক্তং মহামাধুর্য্যং ভবতি। তত্রাপি সর্ব্বমহামাধুর্য্যাণাং চক্রবর্ত্তীহাসামৃতমহামধুরিমা তদধরভাগমধ্যে নিবস-তীত্যধরভাগং বর্ণয়তি। মকরকুণ্ডলাভ্যাং চারূ দেদীপ্যমানৌ যৌ কর্ণৌ তাভ্যাং ভ্রাজন্তৌ যৌ কপালৌ তাভ্যাং সুভগং দ্রষ্টৃজনমনোহরম্। বিলাসৈর্হর্ষোৎ-সুক্যচাপলাদিভির্দ্যোত্যমানৈঃ সহিতো হাসো যত্র তৎ। যথা মকরকুণ্ডলাভ্যাং সকাশাদপি চারূ কর্ণৌ ভূষণভূষণাঙ্গমিত্যুক্তেস্তয়োরপি শোভাবর্দ্ধকত্বাৎ অর্থাৎ মকরকুণ্ডলাভ্যাং তাভ্যাং সকাশাদপি ভ্রাজন্তৌ কপোলৌ। অন্তর্বর্ত্তিচর্ব্ব্যমাণতাম্বূলস্য পার্শ্বস্থয়ো-র্হাসকুণ্ডলয়োশ্চ ছবিমত্ত্বাৎ তাম্বূলহেতুকদরোত্তুঙ্গিম-বদেকতরত্বাদতিস্বচ্ছত্বাদতিসুকুমারত্বাচ্চ অর্থাৎ মকরকুণ্ডলাভ্যাং তাভ্যাং সকাশাদপি সবিলাসো হাসঃ বিম্বাধর-দশনসৃক্কণী-শোভানুরঞ্জিতত্বাৎ সর্ব্ব-মাধুর্য্য-মহারাজচক্রবর্ত্তিত্বাৎ স্বজ্যোৎস্নাপ্রবাহনির্ব্বা-পিতসর্ব্বসন্তাপশ্রেণীকত্বাৎ সর্ব্বভক্তচেতশ্চকোরা-তিলোভনীয়ত্বাদ্ যুবতিজনকামাম্বুধিবর্দ্ধকত্বাৎ ব্রজ-কুলবালা কুলজাতিধর্ম্মধৈর্য্যধ্বংসকমহোন্মাদপ্রবর্ত্তক-কার্ম্মণ-ধর্ম্মবত্ত্বাৎ যত্র তৎ। দৃশিভির্নেত্রাঞ্জলিভিঃ পিবন্ত্যোঽপি ন ততৃপুঃ। নিমেষোন্মেষমাত্রব্যবধান-মপ্যসহমানাস্তৎকর্ত্তুর্নিমেঃ কুপিতা বভূবুরিতি নিমেষাসহত্বেন রূঢ়মহাভাবলক্ষণেনাত্র স্ত্রিয়ো গোপ্য এব ন্যান্যাঃ নরাঃ কৃষ্ণপ্রিয়নর্ম্মসখাঃ সুবলাদয়ঃ নান্যে জ্ঞেয়াঃ। গোপীঃ প্রিয়নর্ম্মসখাশ্চ বিনা রূঢ়ভাবস্যান্যত্রোদয়সম্ভবাভাবাৎ। যদুক্তমুজ্জল-নীলমণৌ। আদ্যা প্রেমান্তিকাং তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা। রতির্ভাবান্তিমাং সীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতে। রতির্নর্ম্মবয়স্যানামনুরাগান্তিমাং স্থিতিম্। তেষ্বেব সুবলাদীনাং ভাবান্তামেব গচ্ছতীতি ॥ ৬৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে ব্রজবাসিগণ, তাহাতে আবার গোপিকাগণ ও তাঁহার প্রিয়নর্ম্মসখাগণ তাঁহার মাধুর্য্যপানে শ্রেষ্ঠ পরম ধন্যতম, ইহা বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে পরম মধুর বদনমণ্ডল, তাহাও ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া মহামাধুর্য্য প্রকাশ করিতেছে। তন্মধ্যেও সকল মহামাধুর্য্যের শ্রেষ্ঠ হাস্যামৃত মহামধুরিমা, যাহা তাঁহার অধরভাগমধ্যে বিরাজমান, এইজন্য সেই অধরভাগের বর্ণনা করিতেছেন—'মকরকুণ্ডল'-ইত্যাদি, মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়ের দ্বারা দেদীপ্যমান যে কর্ণযুগল, তাহাদের দ্বারা শোভিত যে গণ্ডযুগল, তাহার দ্বারা 'সুভগ'—সুন্দর, অর্থাৎ দ্রষ্টৃজনের মনোহর, 'সবিলাসহাসং'— বিলাস বলিতে হর্ষ, ঔৎ-সুক্য ও চাপল্যাদি প্রকাশের সহিত হাস্য যেখানে সেই বদনমণ্ডল। অথবা মকরকুণ্ডলদ্বয় হইতেও অতিশয় সমুজ্জ্বল কর্ণযুগল, 'ভূষণভূষণাঙ্গং'—যে অঙ্গের শোভায় অলঙ্কারই অলঙ্কৃত হয়, এরূপ বলায়, উভয়েরই শোভাবর্দ্ধকত্ব হইলেও, অর্থাৎ সেইরূপ মকরকুণ্ডলদ্বয় হইতেও গণ্ডযুগল সমধিক শোভিত। তাহাতে তাম্বূলচর্ব্বণকালে গণ্ডস্থলের উভয় পার্শ্ব উত্তুঙ্গ (অত্যুন্নত) হওয়ায় অতিশয় স্বচ্ছ ও সুকু-মারত্বহেতু সেই মকরকুণ্ডলদ্বয় হইতেও বিলাসযুক্ত হাস্য, বিম্বাধর ও দন্তোষ্ঠপ্রান্তভাগের শোভায় অনু-রঞ্জিত হওয়ায় গণ্ডযুগল সর্ব্বমাধুর্য্য মহারাজ-চক্রবর্ত্তী। যেহেতু তাহা নিজকিরণপ্রবাহে সকলের সর্ব্ববিধ সন্তাপ-নিবর্ত্তক, সর্ব্বভক্তজনের চিত্তরূপ চকোরের অতিলোভনীয়, যুবতিজনের কামাম্বুধি-বর্দ্ধক, ব্রজবালাকুলের কুল-জাতি-ধর্ম্মধৈর্য্যাদি-নাশক মহোন্মাদ-প্রবর্ত্তক কার্ম্মনধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ কর্ম্মদক্ষ। 'দৃশিভিঃ'—নয়নরূপ অঞ্জলির দ্বারা সেই বদনশোভা পান করিয়াও নর ও নারীগণ পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। নিমেষ উন্মেষের ব্যবধানমাত্র সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারা নিমেষ-সৃষ্টিকর্ত্তা নিমির প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন।

এখানে নিমেষের অসহনত্বহেতু রূঢ় মহাভাবের লক্ষণাক্রান্তা নারীগণ শ্রীব্রজগোপিকাই, অপরে নহে

তদ্রূপ নর বলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা সুবলাদিই, অপরে নহে—ইহা বুঝিতে হইবে। যেহেতু গোপীগণ ও প্রিয়নর্ম্ম সখা ব্যতীত রূঢ় ভাবের অন্যত্র উদয়ই সম্ভব নহে। যেমন উজ্জ্বলনীলমণিতে উক্ত হইয়াছে —"আদ্যা প্রেমান্তিকা" (১৪।২৩২-২৩৩), অর্থাৎ আদ্যা সাধারণী রতির প্রেম পর্য্যন্ত সীমা। সমঞ্জসা রতির অনুরাগ পর্য্যন্ত। মহিষীগণের চিন্তামণিবৎ রতিকে 'সমঞ্জসা' বলে। সমর্থা রতি ভাবের চরম সীমায় উপনীত হয়। গোপীগণের কৌস্তভমণিবৎ অনন্যলভ্যা রতিকে সমর্থা (রতি) বলে। 'সমর্থত্ব'-পদে শ্রীকৃষ্ণবশীকারাদি মহাগুণ-কদম্বই বাচ্য। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তু নিচয়ের লবলেশেও সমর্থা রতি প্রোদ্বুদ্ধ হইয়া কুলধর্ম্মাদি সর্ব্ববিস্মরণ করায় এবং উহা সান্দ্রতমাও হয়। ভাবান্তিম সীমা পর্য্যন্ত ইহার সুষ্ঠু গতি হইয়া থাকে। নর্ম্ম বয়স্যগণের অনুরাগান্তিমা স্থিতি, তন্মধ্যে সুবলাদির ভাবান্তিম সীমা পর্য্যন্ত গতি ॥ ৬৫ ॥

জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্ব্রজমেধিতার্থো
হত্বা রিপূন্ সুতশতানি কৃতোরুদারঃ।
উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে
আত্মানমাত্মনিগমং প্রথয়ন্ জনেষু ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষঃ (পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণঃ) জাতঃ (বসুদেবাৎ দেবক্যাম্ আবির্ভূতঃ সন্) পিতৃগৃহাৎ ব্রজং গতঃ (তত্র চ) এধিতার্থঃ (ব্রজবাসিনাম্ এধিতাঃ সম্বর্ধিতা অর্থাঃ যেন সঃ তথাভূতঃ সন্) রিপূন্ (পূতনাদীন্) হত্বা কৃতোরুদারঃ (কৃতা স্বীকৃতাঃ উরবঃ শ্রেষ্ঠাঃ দারাঃ কলত্রাণি যেন সঃ) তেষু (দ্বারেষু) সুতশতানি (সুতানাং শতানি) উৎপাদ্য (জনয়িত্বা) আত্মনিগমং (স্বকীয়বেদমার্গং) জনেষু প্রথয়ন্ (বিস্তারয়ন্) ক্রতুভিঃ (নানাবিধৈঃ যাগৈঃ) আত্মানম্ সমীজে (সম্যগারাধিতবান্) ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবগৃহে আবির্ভূত হইয়া তথা হইতে ব্রজে গমনপূর্ব্বক ব্রজবাসিদিগের আর্ত্তি-বর্দ্ধন, পূতনাদি শত্রু বিনাশ করেন। অনন্তর দারপরিগ্রহ করিয়া স্বকীয়পত্নীগণের গর্ভে শত পুত্র উৎপন্ন করিয়া লোক-সমাজে বেদ-মার্গ বিস্তার করিবার জন্য নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা নিজেই অর্চ্চনা করিয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥

বিশ্বনাথ—অথ কে তে জন্মকর্ম্মণী ইত্যপেক্ষায়াং সর্ব্বমেব যুগপৎ স্ফুরিতং তচ্চরিতমাপাততো নিজোৎকণ্ঠা কুণ্ঠনেচ্ছয়া রাজোৎকণ্ঠাবর্দ্ধনেচ্ছয়া চ সমাসেন বর্ণয়তি জাত ইতি দ্বাভ্যাম্। পিতুর্বসুদেবস্য গৃহাৎ ব্রজং গতঃ কিমর্থম্ এধিতঃ প্রকটীকৃত্য বর্দ্ধিতঃ বৃদ্ধিসীমাং প্রাপিতোঽর্থঃ সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণিঃ প্রেমা যেন সঃ। প্রেমপ্রখ্যাপনস্যৈবাবতারমুখ্যপ্রয়োজনত্বাৎ প্রেম্নশ্চ ব্রজ এব বৃদ্ধিসীমাপ্রাপ্তত্বাচ্চ। রিপূন্ হত্বেতি রিপুভ্যো মোক্ষপ্রদানমপ্যেকং প্রয়োজনমিতি তেষু দারেষু সুতশতান্যুৎপাদ্যেত্যাদিনা বর্ণাশ্রমধর্ম্মস্থাপনঞ্চ দর্শিতম্। নরাকৃতিপরব্রহ্মত্বাৎ পুরুষঃ। আত্মানং সমীজে ইজ্যমানস্যান্যস্যাভাবাৎ কিমর্থং সমীজে তত্রাহ। আত্মনিগমং আত্মানুগতং স্বকীয়ং বেদমার্গম্ ॥ ৬৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর কি সেই জন্ম ও কর্ম্ম ?—ইহার অপেক্ষায় তাঁহার চরিত সমস্ত একসঙ্গে স্ফুরিত হওয়ায় নিজের উৎকণ্ঠা নিবৃত্তি এবং রাজা পরীক্ষিতের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের নিমিত্ত অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছেন—'জাতঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'পিতৃগৃহাৎ'—পিতা বসুদেবের গৃহ হইতে ব্রজে গমন করিয়াছিলেন। কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন—'এধিতার্থঃ' 'অর্থ' বলিতে সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণি প্রেম, তাহা প্রকটনপূর্ব্বক বৃদ্ধিসীমায় উপনীত করার জন্য। তাঁহার অবতারের মুখ্য প্রয়োজন প্রেমপ্রখ্যাপন, সেই প্রেম ব্রজেই চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। 'রিপূন্ হত্বা'—শত্রুগণকে বধ করিয়া, অর্থাৎ শত্রুদিগকে মোক্ষপ্রদানও একটি প্রয়োজন। 'তেষু'—দ্বারকায় বহু রমণীকে বিবাহ করিয়া, তাঁহাদের গর্ভে অসংখ্য পুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসংস্থাপন-ও প্রদর্শিত হইয়াছে। 'পুরুষঃ'—তিনি নরাকৃতি পরব্রহ্ম বলিয়া পুরুষ। 'আত্মানং সমীজে'—ইজ্যমান অন্য কেহ না থাকায়, নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা তিনি নিজে নিজেরই অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন—'আত্মনিগমং', লোকসমাজে আত্মানুগত স্বীয় বেদমার্গ বিস্তারের জন্য ॥ ৬৬ ॥

পৃথ্ব্যাঃ স বৈ গুরুভরং ক্ষপয়ন্ কুরূণা-
মন্তঃসমুত্থকলিনা যুধি ভূপচম্বঃ।
দৃষ্ট্যা বিধূয় বিজয়ে জয়মুদ্বিঘোষ্য
প্রোচ্যোদ্ধবায় চ পরং সমগাৎ স্বধাম ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে শ্রীসূর্য্যসোমবংশানুকীর্ত্তনে যদুবংশানুকীর্ত্তনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(অথ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কুরূণাং (দুর্য্যোধনভীমাদীনাং) অন্তঃসমুত্থকলিনা (অন্তঃ-সমুত্থেন কলিনা নিমিত্তেন) পৃথ্ব্যাঃ গুরুভরং ক্ষপয়ন্ (নাশয়ন্) যুধি (সংগ্রামে) ভূপচম্বঃ (ভূপানাং চমূঃ) দৃষ্ট্যা এব বিধূয় (সংহৃত্য) বিজয়ে (অর্জ্জুনে) জয়ং (অর্জ্জুনেন জিতং ইতি এবং) উদ্বিঘোষ্য (উদ্‌ঘোষং কৃত্বা) উদ্ধবায় চ পরং (তত্ত্বং) প্রোচ্য (উপদিশ্য) স্বধাম (নিজং লোকং) সমগাৎ (স্বেনৈব রূপেণ জগাম) ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কৌরবগণের অন্তঃ-সমুত্থ কলহ (গৃহবিবাদ) নিমিত্ত পৃথিবীর গুরুভার বিনাশপূর্ব্বক দৃষ্টিদ্বারা যুদ্ধস্থলস্থিত ভূপসেনাগণকে সংহার করিয়া, 'অর্জুনেরই জয় হইল' এইরূপ খ্যাপনপূর্ব্বক এবং উদ্ধবকে পরতত্ত্ব উপদেশপূর্ব্বক স্বরূপে স্বধামে গমন করিলেন ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ভূভারহরণপ্রয়োজনমাহ,—পৃথ্ব্যা ইতি। ভূপচম্বঃ ভূপচমূঃ দৃষ্টৈব বিধূয় তৎপ্রয়োজনমাহ,—বিজয়ে অর্জ্জুনে জয়ং উৎকর্ষেণ বিঘোষ্য অর্জ্জুনেন জিতমিতি জনেষু খ্যাপয়িত্বেত্যর্থঃ। ভক্তিজ্ঞান-বৈরাগ্যপ্রখ্যাপনমপ্যেকং প্রয়োজনং তদাহ,—প্রোচ্যেতি। স্বধাম দ্বারকাং সমগাৎ সঙ্গতঃ প্রাপ্তো বভূব প্রপঞ্চগোচরতাং পরিত্যজ্যেতি ভাবঃ। নারায়ণস্বরূপেণ স্বধাম বৈকুণ্ঠং চাগাৎ ॥ ৬৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিণ্যাং হর্ষিণাং ভক্তচেতসাম্।
নবমস্য চতুর্ব্বিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
মন্তুসিন্ধৌ নিমজ্জন্তমন্তঃসন্তঃপসন্দিতম্।
করুণাদৃষ্টিযষ্ট্যৈব সন্তঃ কর্ষন্তু মাং ততঃ ॥
বৈশাখশুক্লপঞ্চম্যাং রাধাকৃষ্ণসরস্তটে।
নবমস্কন্ধটীকেয়মবাপ পরিপূর্ণতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্বিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভূভার হরণের প্রয়োজন বলিতেছেন—'পৃথ্ব্যাঃ' ইত্যাদি। 'ভূচম্বঃ'—পৃথিবীস্থ রাজগণের সেনাসমুদয় দৃষ্টিমাত্র দ্বারাই সংহার করিয়া, তাহার প্রয়োজন বলিতেছেন—'বিজয়ে', অর্জ্জুনের বিজয়বার্ত্তা সর্ব্বতোভাবে ঘোষণা করিয়া, অর্থাৎ অর্জ্জুনই সকলকে জয় করিয়াছেন, ইহা জন-গণের নিকট প্রখ্যাপন করিয়া, এই অর্থ। তদ্রূপ ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রখ্যাপনও একটি প্রয়োজন, তাহা বলিতেছেন—('প্রাচ্য উদ্ধবায়', উদ্ধবের নিকট পরমতত্ত্ব উপদেশ করিয়া, 'স্বধাম সমগাৎ'—স্বধাম দ্বারকাতে প্রপঞ্চ জনের গোচরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন এবং নারায়ণ-স্বরূপে স্বধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন ॥ ৬৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জত-সম্মত চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

আমি অপরাধ-সিন্ধুতে নিমজ্জিত ও অন্তঃসন্তপে বদ্ধ হইয়াছি, অতএব সজ্জনগণ করুণাদৃষ্টিরূপ যষ্টির দ্বারা আমাকে আকর্ষণ করুন ॥

বৈশাখ মাসের শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীরাধা-কুণ্ডের তটে নবম স্কন্ধের এই টীকা পরিপূর্ণতা লাভ করিল (সমাপ্ত হইল) ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের-'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের
মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

নবম-স্কন্ধের পরিশিষ্ট

বর্ত্তমান যুগে কেবল শৌক্রপরম্পরায় বর্ণ-নিরূপণ-প্রথার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। এইরূপ প্রথা যে আধুনিক, শাস্ত্রবিগর্হিত এবং কালপ্রভাবে মাত্র প্রচলিত, উহা বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, মহাপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে। শাস্ত্র বলেন—সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্যযুগে 'হংস' নামে একটী মাত্র বর্ণ ছিল, ত্রেতারম্ভে চন্দ্রবংশীয় বুধের পুত্র রাজা পুরূরবা হইতে কর্ম্মকাণ্ডের উদ্ভব হয়, (ভাঃ ৯।১৪।৪৮-৪৯) তৎকালে গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে বিভিন্ন বর্ণবিভাগ হয়। লক্ষণ অনুসারে বর্ণনিরূপণ-প্রথাই যে সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ও সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥"
শূদ্রে তু যত্তবেল্লক্ষণং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন হি শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥

—প্রভৃতি মহাভারতীয় বাক্য এবং "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥" —ইত্যাদি সপ্তমস্কন্ধীয় শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যগুলি এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচ্য।

নবম-স্কন্ধ-পাঠে আমরা জানিতে পারি, মনুতনয় পৃষধ্র ক্ষত্রিয় হইয়াও অজ্ঞাত গোবধ জন্য শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন, আবার মনুতনয় দিষ্টের পুত্র কর্ম্মানুসারে বৈশ্যতা লাভ করেন। ক্ষত্রিয় মান্ধাতা হইতে ষষ্ঠ অধস্তন ত্রিবন্ধনের পুত্র ত্রিশঙ্কু অন্যায় কার্য্যের জন্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মনুতনয় করূষ হইতে কারূষ-ক্ষত্রিয় জাতি এবং তাঁহার ভ্রাতা ধৃষ্ট ধার্ষ্ট্রগণ উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণতা লাভ করেন (ভাঃ ৯।২।১৬-১৭)।

মনুতনয় নরিষ্যন্ত হইতে দশম অধস্তন দেবদত্ত। ক্ষত্রিয় দেবদত্তের পুত্র অগ্নিবেশ্যায়ন মহর্ষি ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণ-বংশ উৎপন্ন করেন। নরিষ্যন্তের বংশপরম্পরা—১। নরিষ্যন্ত, ৩। চিত্রসেন, ৩। ঋক্ষ, ৪। মীঢ্বান্, ৫। পূর্ণ, ৬। ইন্দ্রসেন, ৭। বীতিহোত্র, ৮। সত্যশ্রবা, ৯। উরুশ্রবা, ১০। দেবদত্ত এবং ১১। অগ্নিবেশ্য। এই অগ্নিবেশ্য হইতে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে ব্রাহ্মণকুল উৎপন্ন হইয়াছে, (ভাঃ ৯।২।২১-২২)।

চন্দ্রবংশে হোত্রক হইতে জহ্নু মুনি জন্মগ্রহণ করেন (ভাঃ ৯।১৫।১-৪)।

চন্দ্রবংশের পরম্পরা—১। চন্দ্র, ২। বুধ, ৩। পুরুরবা, ৪। আয়ু, শ্রুতায়ু, রয়, জয় ও বিজয়, ৫। ভীম, ৬। কাঞ্চন, ৭। হোত্র, ৮। জহ্নু, ৯। পুরু, ১০। বলাক, ১১। অজক, ১২। কুশ, ১৩। কুশাম্বু বা কৌশিক এবং ১৪। গাধি।

চন্দ্রবংশীয় চতুর্দ্দশ অধস্তন গাধির বংশে বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি। ইনি তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইহার মধুছন্দ নামে একশত পুত্র ছিল। এই মধুছন্দ নামক পুত্রগণ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পুরুষ-পশুরূপে বিক্রীত অজীগর্ত্ততনয় শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে অঙ্গীকার করায় ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভূত ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হন। এতৎপ্রসঙ্গে ভাঃ ৯।১৬।২৮-৩৭ শ্লোক আলোচ্য।

চন্দ্রবংশীয় আয়ুরাজের পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ, তাহার পুত্র সুহোত্র ও তৎপুত্র গৃৎসমদ। গৃৎসমদ হইতে শুনক জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পুত্র বহ্বৃচ প্রবর মুনি হন। (ভাঃ ৯।১৭।১)।

কাশ্যঃ কুশো ইতি গৃৎসমদাদভূৎ।

চন্দ্রবংশীয় যযাতি রাজার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর বংশে কণ্ব ঋষি উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি হয়—১। পুরু, ২। জনমেজয়, ৩। প্রচিন্বান, ৪। প্রবীর, ৫। মনস্যু, ৬। চারুপদ, ৭। সুদ্যু, ৮। বহগব, ৯। সংযাতি, ১০। অহংজাতি, ১১। রৌদ্রাশ্ব, ১২। ঋতেয়ু, ১৩। রন্তিনাব, ১৪। অপ্রতিরথ, ১৫। কণ্ব, ১৬। মেধাতিথি, ১৭। প্রস্কন্নাদি দ্বিজ। আবার রন্তিনাবের পুত্র সুমতিতনয় রেভি হইতে ক্ষত্রিয় দুষ্মন্তের উৎপত্তি—(ভাঃ ৯।২০।২-৭)।

পুরুবংশীয় রাজা দুষ্মন্তের পুত্র ভরত নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া মরুদ্গণ বৃহস্পতির ঔরসে উতথ্য ঋষির পত্নী 'মমতা'র গর্ভজাত পুত্র ভরদ্বাজকে দত্তক-পুত্ররূপে ভরতের নিকট সমর্পণ করেন। ভরতের দত্তক পুত্র হইয়া ভরদ্বাজ 'বিতথ্য' নামে বিখ্যাত হন। এই বিতথ্যের পুত্র মন্যু ও তৎপুত্র বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর এবং গর্গ। নরের পুত্র সংকৃতি, তৎপুত্র গুরু এবং রন্তিদেব। ক্ষত্রিয় গর্গের পুত্র শিনি হইতে গার্গ্যগণ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। মহাবীর্য্য সন্তান দুরিতক্ষয়ের ত্রর্য্যারুণি, কবি, পুষ্করারুণি, এই তিন পুত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তিনাপুর-নির্ম্মাতা হস্তী। হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় এই তিন পুত্রের মধ্যে অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। অজমীঢ়ের 'নৃপ' নামক সন্তান হইতে পঞ্চম অধস্তন ভর্ম্মাশ্বের উৎপত্তি। ভর্ম্মাশ্বের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য নামক ব্রাহ্মণগোত্র নির্বৃত্ত হয়। মুদ্গল্যের পুত্র দিবোদাস এবং কন্যা অহল্যা। অহল্যার গর্ভে গৌতম ও শতানন্দ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাঃ ৯।২১।১৯-৩৩) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৭।১১।৩৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন,—শমাদি গুণ দর্শন দ্বারা ব্রাহ্মণাদি স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। কেবল শৌক্র-পরম্পরায় জাতিনির্ণয়-প্রথা গৌণ মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে নবম স্কন্ধে যে সকল অশৌক্র বিপ্র-মনীষি নিজ শমদমাদি গুণপ্রভাবে সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন এবং তদীয় অধস্তনবর্গকে বিপ্রত্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত মহাপুরাণের দশবিধ লক্ষণের অন্যতম ঈশানুকথা বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামী অতীব সুচারুরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণেও পঞ্চলক্ষণের অন্তর্গত বংশানুচরিত বর্ণন প্রসঙ্গেও এইরূপ অসংখ্য আখ্যায়িকার অভাব নাই।